আনওয়ারুল মিশকাত শরহে

মিশকাতুল মাসাবীহ

আরবি-বাংলা

৬

অনুবাদ ও রচনায়

মাওলানা আহমদ মায়মূন

মুহাদ্দিস, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা

প্রধান সম্পাদক, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ঢাকা

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা

৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كِتَابُ الْآدَابِ
অধ্যায় : শিষ্টাচার

اَلْآدَابُ -এর পরিচিতি :

আভিধানিক অর্থ : اَلْآدَابُ শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلْأَدَبُ ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– শিষ্টাচার, ভদ্র ব্যবহার, লৌকিকতা। أَدَبٌ বাবে كَرُمَ -এর মাসদার হিসেবে ভদ্র হওয়া, উত্তম চরিত্র ও সৌজন্যময় ব্যবহারে ভূষিত হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া তত্ত্বাবধান করা, একত্রিত করা, আহ্বান করা ইত্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হয়। আরও বলা হয়– أَدَبٌ শব্দটি مَأْدُبَةٌ হতে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ– খাওয়াদাওয়ার জন্য লোকজনকে আহ্বান করা। খাওয়াদাওয়া ও শিষ্টাচারিতা উভয়ের প্রতি যেহেতু লোকদের ডাকা হয়ে থাকে, সেহেতু উভয় অর্থের সাথে যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে বলেই 'আদব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

পারিভাষিক অর্থ : আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) বলেন– "اَلْأَدَبُ هُوَ الْأَخْذُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ" অর্থাৎ আদব হচ্ছে উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অনুসরণ করা।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন– 'মর্যাদা লাভের জন্য প্রশংসনীয় ও কঠোর সাধনা করা।'

মিরকাত গ্রন্থকার উল্লেখ করেন– "اَلْأَدَبُ اِسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا" অর্থাৎ কথায় ও কাজে এমন আচরণ প্রকাশ করা, যার দ্বারা প্রশংসা লাভ করা যায়।

কেউ কেউ বলেন– "اَلْوُقُوْفُ مَعَ الْحَسَنَاتِ وَالْإِعْرَاضُ عَنِ السَّيِّئَاتِ" অর্থাৎ ভালো কর্মসমূহের উপর অবিচল থাকা এবং খারাপ কর্মসমূহ হতে বিরত থাকা।

আবার কারো মতে– "اَلتَّعْظِيْمُ لِمَنْ فَوْقَكَ وَالرِّفْقُ لِمَنْ دُوْنَكَ" অর্থাৎ বড়দের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং ছোটদের প্রতি স্নেহ ও মমতা বিতরণ করাকেই আদব বলে।

সারকথা, আদব এমন কতগুলো উত্তম ও প্রশংসনীয় গুণ এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যেগুলোর মাধ্যমে একজন মানুষ আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

পরিচ্ছেদ : সালাম

سَلَامٌ-এর অর্থ : سَلَامٌ শব্দটি মহান রাব্বুল আলামীনের গুণবাচক নামসমূহের একটি। এটা تَسْلِيْمٌ শব্দের ইসমে মাসদার, আভিধানিক অর্থ– দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত থাকা। পবিত্র কুরআনে 'সালাম' শব্দটি শান্তি ও নিরাপত্তা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ . سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ

سَلَامٌ-এর ফজিলত : سَلَامٌ তথা 'আস্‌সালামু আলাইকুম' ইসলামি শরিয়তে একটি দোয়া, যা মুসলমানদের পরস্পরে সাক্ষাতে বিনিময় হয়ে থাকে। সালাম প্রদান করা সুন্নত এবং উত্তর প্রদান করা ওয়াজিব। এর অর্থ হচ্ছে– তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমার পক্ষ হতে তোমাকে নিরাপত্তা দেওয়া হলো, তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর।

সালামের বিধান : মুসলমানদের অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে সালাম। ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে সালাম দেওয়া সুন্নত, তবে সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। অবশ্য পানাহার, মল-মূত্র ত্যাগ, তালীম দেওয়া, কুরআন তেলাওয়াত করা ও নামাজ রত অবস্থায় সালাম দেওয়া ও সালামের জবাব দেওয়া মাকরূহ। অমুসলিমকে সালাম দেওয়া হারাম। যদি ভুলে কোনো অমুসলিমকে সালাম প্রদান করা হয়, তবে তার পরিচয় জানার পর اِسْتَرْجَعْتُ سَلَامِىْ [অর্থাৎ আমি আমার সালামকে ফিরিয়ে নিলাম] বলবে।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের সালাম : প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের মধ্যে "اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا" অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপনার চক্ষু ঠাণ্ডা করুন; "اَنْعِمْ صَبَاحًا" বা "اَنْعِمْ مَسَاءً" অর্থাৎ শুভ প্রভাত বা শুভ সন্ধ্যা ইত্যাদি বাক্যসমূহ বলার প্রচলন ছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পর মহানবী ﷺ প্রাক-ইসলামি যুগে ব্যবহৃত বাক্যগুলো বাদ দিয়ে পরস্পরে সাদর সম্ভাষণের জন্য "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। বর্তমান আধুনিক প্রগতির যুগেও পরস্পরে সাদর সম্ভাষণের জন্য এবং একে অপরের শান্তি কামনায় এর চেয়ে উত্তম কোনো সম্প্রীতিমূলক শব্দ বা বাক্য আবিষ্কৃত হয়নি। ইসলাম যেমন সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক ধর্ম, তেমনিভাবে এর প্রতিটি কাজ-কর্ম ও নিয়ম-শৃঙ্খলা সার্বজনীন। দেখা-সাক্ষাতে, পরস্পরে ভাব বিনিময় ও সম্ভাষণে "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" বাক্যটি সার্বজনীন ও আন্তর্জাতিক মানের। ছোট-বড়, আমির-গরিব সকলের ক্ষেত্রে এবং সব সময়ই প্রযোজ্য। তাই নির্দ্বিধায় বলা যায়, অন্য কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের ভাব প্রকাশের প্রচলিত সম্ভাষণ পদ্ধতির মধ্যে সে সার্বজনীনতা বা ব্যাপকতা নেই, যা মুসলমানদের সালামের মধ্যে নিহিত রয়েছে। সুতরাং মুসলমানদের 'সালাম' পদ্ধতিই সর্বোত্তম। এতদ্ভিন্ন পরকালে বেহেশতবাসীদেরকে বেহেশতে প্রবেশকালে "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলে সাদর সম্ভাষণ জানানো হবে।

সালামের কার্যকারিতা : অপরিচিত ব্যক্তির সাথে পরিচয় অর্জন, ভাব সম্প্রসারণ এবং তাকে খুব সহজেই আপন করে নেওয়ার জন্য সাক্ষাতের সাথেই প্রথম সম্ভাষণ হিসেবে ইসলামের 'সালাম'ই যথেষ্ট। পরিচিত ব্যক্তিদের সাথে সালাম বিনিময়ে পরিচয় আরও সুদৃঢ় ও গাঢ় হয়। এ ছাড়া 'সালাম' আল্লাহর অনুগ্রহ লাভের একটি উত্তম সহায়ক। সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে সমাজে মধ্যে পরস্পরের শত্রুতা দূর হয়ে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, সম্প্রীতির পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং পরস্পরে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ নিজেও সাক্ষাতের সর্বাগ্রে সালাম দিতেন এবং সাহাবায়ে কেরামকেও এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٤٢٣ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ طُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ اِذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلٰى اُولٰئِكَ النَّفَرِ وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلٰئِكَةِ جُلُوْسٌ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّوْنَكَ فَاِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ فَذَهَبَ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالُوْا اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ قَالَ فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ وَطُوْلُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْاٰنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে তাঁর আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর উচ্চতা ছিল ষাট গজ। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সৃষ্টি করে বলেন, যাও এবং অবস্থানরত ফেরেশতাদের ঐ দলটিকে সালাম কর। আর তাঁরা তোমার সালামের উত্তরে কি বলে তা শ্রবণ কর। তাঁরা যে উত্তর দেবে তা তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের উত্তর। অতঃপর হযরত আদম (আ.) গিয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। অতঃপর ফেরেশতাগণ উত্তর দিলেন, 'আস্‌সালামু আলাইকা ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁরা [ফেরেশতাগণ] 'ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ' অংশটি বৃদ্ধি করেছেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তিই বেহেশতে প্রবেশ করবে সে হযরত আদম (আ.)-এর আকৃতিতেই বেহেশতে প্রবেশ করবে এবং সে উচ্চতায় হবে ষাট গজ লম্বা। তখন হতে অদ্যাবধি সৃষ্টিকুলের উচ্চতা ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে আসছে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসটির পটভূমি : আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি তার গোলামের মুখে চপেটাঘাত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করলেন এবং 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন' এর মাধ্যমে মানুষের মুখমণ্ডলের মর্যাদা নির্দেশ করেছেন এবং মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গ মুখমণ্ডলে আঘাত করতে নিষেধ করেছেন।

قَوْلُهُ "خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهِ"-এর ব্যাখ্যা : হাদীসের এ অংশটুকুর ব্যাখ্যার ব্যাপারে আলেমদের থেকে বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। মিরকাত গ্রন্থকার বলেন–

১. مُتَقَدِّمِيْنَ-এর মতে, হাদীসের এ বাক্যটি মুতাশাবিহ (مُتَشَابِه)-এর অন্তর্গত। এর সঠিক মর্মার্থ একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-ই জানেন। অন্য কারো পক্ষে এর সঠিক অর্থ অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

২. مُتَاَخِّرِيْنَ আলিমদের মতে, এর আংশিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। যেমন– صُوْرَتِهٖ-এর ضَمِيْر হয়তো আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন হবে বা হযরত আদম (আ.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তন হবে। যদি আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তখন এ অংশের দুটি অর্থ হতে পারে–

ক. صُوْرَةٌ শব্দের অর্থ হবে গুণ। যেমন, আরবিতে বলা হয়– صُوْرَةُ الْمَسْئَلَةِ هٰكَذَا ; এরূপ স্থানে صُوْرَةٌ-এর অর্থ হলো– গুণ বা অবস্থা। সুতরাং হাদীসের এ অংশের অর্থ হবে– আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে নিজস্ব গুণে বা অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর নিজস্ব গুণসমূহ ও কুদরত প্রকাশ করার জন্য হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন। তাই আল্লাহ তা'আলা আদমকে জীবন, জ্ঞান, বাকশক্তি, ইচ্ছা ইত্যাদি গুণসমূহ দ্বারা ভূষিত করেছেন। হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে এ গুণাবলি আল্লাহর প্রকৃত গুণাবলির উদাহরণস্বরূপ।

খ. صُوْرَةٌ দ্বারা হযরত আদম (আ.)-এর মহত্ত্ব ও বুজুর্গির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যেমন- "بَيْتُ اللّٰهِ" বলে পবিত্র কা'বা ঘরের মহত্ত্ব ও বড়ত্বের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এমনি "رُوْحُ اللّٰهِ" বলে হযরত ঈসা (আ.)-এর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করা হয়েছে অতএব এ অংশের মর্মার্থ হবে- হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টিকুলের সেরা হিসেবে দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছে

আর যদি صُوْرَةٌ-এর ضَمِيْر হযরত আদম (আ.)-এর দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়, তবে এ অংশের তিনটি ব্যাখ্যা হতে পারে-

১. হযরত আদম (আ.)-কে হযরত আদমের আকৃতিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পূরক আকৃতিতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য কোনো মানুষের ন্যায় রক্ত ও মাংসপিণ্ড হতে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে তৈরি করা হয়নি।

২. মহান রাব্বুল 'আলামীন হযরত আদম (আ.)-কে সেই আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন, যা তাঁর চিরন্তন জ্ঞানে ছিল।

৩. হযরত আদম (আ.) পৃথিবীতে যে আকৃতিতে প্রেরিত হয়েছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সেই আকৃতিতেই সৃষ্টি করেছেন।

আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, صُوْرَةٌ-এর ضَمِيْر অনুল্লিখিত কোনো এক ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন হয়েছে। কেননা এ হাদীসটি বর্ণনার কারণ হচ্ছে, একদিন এক ব্যক্তি তার গোলামের মুখে চপেটাঘাত করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেন এবং বলেন- اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِه

اَلسَّلَامُ-এর পদ্ধতি : সালাম প্রদানকারী "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বা "سَلَامٌ عَلَيْكُمْ" উভয়ভাবে বলতে পারেন। তবে "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলা উত্তম এবং "وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" অংশটুকু বৃদ্ধি করা অতি উত্তম। যদি সালামদাতা "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলে, তবে উত্তরদাতা জবাবে "وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" অংশটুকু বৃদ্ধি করবে। আর যদি সালাম প্রদানকারী "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" বলে, তবে জবাবদাতা "وَبَرَكَاتُهُ" অংশটুকু বৃদ্ধি করবে। এরূপভাবে সালাম প্রদান করা এবং জবাব দেওয়া উত্তম।

فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ-এর বিশ্লেষণ : হাদীসে উল্লিখিত অংশের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সালামের উত্তরের ক্ষেত্রে সালামের তুলনায় কিছু বৃদ্ধি করা উত্তম। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- "اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا" দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, উত্তরের ক্ষেত্রে কিছু বৃদ্ধি করা উত্তম। সুতরাং যদি কেউ "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলে, তবে উত্তর দানকারী "وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ"-এর সাথে "وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" বৃদ্ধি করে বলবে। আর যদি সালাম প্রদানকারী "وَرَحْمَةُ اللّٰهِ" ও বলে, তবে উত্তর দারকারী "وَبَرَكَاتُهُ" শব্দ বৃদ্ধি করবে।

سَلَامٌ ও তার উত্তরের বিধান : মুসলমানদের পরস্পর সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা সুন্নত, আর উত্তর প্রদান করা ওয়াজিব। পায়খানা ও প্রস্রাবরত অবস্থায় সালাম প্রদান করা ও উত্তর দেওয়া উভয়ই মাকরূহ। যদি কোনো ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত উক্ত অবস্থায় সালাম প্রদান করে, তবে উক্ত অবস্থা থেকে অবসর হয়ে এর উত্তর প্রদান করবে। কাফের-মুশরিকদের সালাম দেওয়া হারাম। যদি কোথাও মুসলমান ও কাফের একত্রে থাকে, তবে "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى" বলে সালাম দেবে এবং মনে মনে মু'মিন-মুসলমানদের নিয়ত করবে। সালাম প্রদানের সময় হাত উত্তোলন করার প্রয়োজন নেই। যদি কেউ করে, তবে জায়েজ হবে। কিন্তু সালামের বাক্য উচ্চারণ না করে শুধু হাত উত্তোলন করা বা মাথা নত করা বা অঙ্গুলির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা ইত্যাদি জায়েজ নেই। কারণ এরূপ করা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের রীতি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلٰى صُوْرَةِ اٰدَمَ-এর তাৎপর্য : হাদীসের এ অংশের তাৎপর্য হলো, বেহেশ্‌তে প্রবেশকারী কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব আকৃতিতে প্রবেশ করবে না ; বরং দৈহিক গঠন, আকৃতি ও উচ্চতায় হযরত আদম (আ.)-এর অনুরূপ হয়ে প্রবেশ করবে। "كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ اِلٰى اَصْلِه" -এর ভিত্তিতে প্রত্যেকেই তার মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

قَوْلُهُ فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ بَعْدَهُ حَتَّى الْاٰنَ-এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসাংশের মর্মার্থ এই যে, হযরত আদম (আ.) ষাট হাত সুদীর্ঘদেহী মানুষ ছিলেন। তাঁর সন্তানগণ আস্তে আস্তে খাটো হতে হতে বর্তমান ক্ষুদ্রাকারে পৌঁছেছে। এটা একদিনে হয়নি ; বরং তা ধীরে ধীরে কমে আসছে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে আমরা এ শিক্ষা পেয়ে থাকি যে, 'সালাম' ইসলামের একটি অন্যতম বিধান। হযরত আদম (আ.) হতে শুরু করে প্রত্যেক নবীর যুগেই এর প্রচলন ছিল এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ আনীত দীনে এর প্রচলন বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনে সালামের প্রচলন করা একটি অপরিহার্য কর্তব্য।

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ -এর অর্থ : "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" হাদীসশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুহাদ্দিসীনের মতে, ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের অনবদ্য সৃষ্টি গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, তাকে مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ বলে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.)-এর মতে, যে হাদীসটি ইমামদ্বয় একই সাহাবী হতে একই সনদে বর্ণনা করেছেন, তাকেই مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ বলে। কোনো কোনো সময় এরূপ হাদীসকে رَوَاهُ الشَّيْخَانِ বলা হয়।

রাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : আহলে সুফফার অন্যতম সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর নামের ব্যাপারে ৩৫টি মতামত পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধতম মত হলো, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল আবদে শামস অথবা আব্দুল উয্যা অথবা আব্দুল লাত, আর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান রাখা হয়। হাকীম আবূ মহাম্মদ বলেন, বিশুদ্ধ মতানুসারে তাঁর নাম ছিল 'আব্দুর রহমান ইবনে সখর'। তবে তিনি তাঁর উপনাম আবূ হুরায়রাতে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল মায়মূনা।

'আবূ হুরায়রা' উপনামে পরিচিতি লাভের কারণ : আরবিতে أَبُو শব্দের অর্থ– পিতা। هُرَيْرَةٌ শব্দটি هِرَّةٌ-এর تَصْغِيْر এর অর্থ– বিড়াল ছানা। সুতরাং আবূ হুরায়রা এর অর্থ হলো– বিড়াল ছানার পিতা। তিনি একটি বিড়ালের বাচ্চা পালতেন। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলে অকস্মাৎ তার আস্তিন থেকে বিড়াল ছানাটি বের হয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্নেহপূর্ণভাবে তাকে 'হে আবূ হুরায়রা!' বলে সম্বোধন করলেন। তখন হতেই তিনি আবূ হুরায়রা উপনামে খ্যাত হন।

ইসলাম গ্রহণ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সপ্তম হিজরি সনের মহররম মাসে খায়বর যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত পর্যন্ত তিনি রাসূল ﷺ -এর সঙ্গ অবলম্বন করেন এবং ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন। তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪। তন্মধ্যে ৩২৫টি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবে ৭৯টি হাদীস কেবল বুখারী শরীফে এবং ৯৩টি হাদীস মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে। তাঁর থেকে আটশ'-এর অধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : এ স্বনামধন্য প্রখ্যাত মুহাদ্দিস সাহাবী হিজরি ৫৯ সালে ৭৮ বছর বয়সে মদিনা শরীফে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়।

٤٤٢٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَئُ السَّلَامَ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪২৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরজ করল, ইসলামে কোন্ অভ্যাসটি উত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অপরকে খানা খাওয়াবে এবং পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।
–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَيُّ الْإِسْلَامِ -এর বিশ্লেষণ : হাদীসের এ অংশে একাধিক ইসলাম বা তন্মধ্যে কোন্টি উত্তম তা বুঝানো উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা ইসলামের আদব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছে। তাই মুহাদ্দিসীনে কেরাম "أَيُّ الْإِسْلَامِ" অর্থ করেছেন– "أَيُّ خِصَالٍ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ" বা "أَيُّ أَدَبِ الْإِسْلَامِ" অর্থাৎ 'ইসলামের কোন্ শিষ্টাচার' বা 'ইসলাম অনুসারীদের কোন্ স্বভাব।'

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, أَيُّ الْإِسْلَامِ দ্বারা মুসলমানদের ঐ সকল গুণাবলির কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, যার মাধ্যমে অন্যান্য মানুষ উপকৃত হতে পারে। আর এর প্রতি ইঙ্গিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَئُ السَّلَامَ" এখানে تُطْعِمُ الطَّعَامَ দ্বারা দান-খয়রাতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, আর تَقْرَئُ السَّلَامَ দ্বারা মানুষের প্রতি সদাচরণ ও নম্র ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অত্র হাদীসের সাথে বিভিন্ন হাদীসের বিরোধ ও তার নিরসন : উল্লিখিত হাদীসে প্রশ্নকারীর জবাবে মানুষকে খাওয়ানো এবং সালাম প্রদানকে সর্বোত্তম আচরণ বা স্বভাব বলা হয়েছে। অথচ অন্যান্য হাদীসে কোথাও জিহাদকে, কোথাও পিতামাতার খেদমত করাকে, আবার কোনো হাদীসে প্রথম ওয়াক্তে সালাত আদায় করাকে উত্তম কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এগুলোর মধ্যে বিরোধ দেখা যায়। এর জবাব হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রশ্নকারীর স্বভাব এবং আমলের ত্রুটি দেখে তাকে সে বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য উপদেশ দিতেন। যেমন, আলোচ্য হাদীসে প্রশ্নকারীর আমলে অন্যদের খানা খাওয়ানো এবং সালাম প্রদানের ব্যাপারে ত্রুটি ছিল বলে "إِقْرَاءُ السَّلَامِ" এবং "إِطْعَامُ الطَّعَامِ" দ্বারা জবাব দিয়েছেন এবং এ দুটি কাজ উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপভাবে জিহাদের প্রতি কাউকে অনীহা প্রকাশ করতে দেখলে তার নিকট "اَلْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ" সর্বোত্তম বলে উল্লেখ করতেন। আবার কোনো প্রশ্নকর্তার পিতামাতার প্রতি আচরণে ত্রুটি দেখলে তাকে পিতামাতার খেদমত করা সর্বোত্তম আচরণ বলে উল্লেখ করতেন। সুতরাং এ কথা প্রমাণিত হলো যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন ব্যক্তির মেজাজ ও আমলের আগ্রহ-অনাগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখেই একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর দিতেন। তাই বলা হয়, রাসূল ﷺ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উত্তর দিতেন। অতএব, এ কথা সাব্যস্ত হলো যে, ইসলামের আচার-আচরণের মধ্যে কেবলমাত্র এ দুটি কাজই উত্তম নয় ; বরং স্ব-স্ব স্থানে ইসলামি জীবন দর্শনে স্থান, কাল ও পাত্র বিশেষে প্রতিটি কাজই গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম। হাদীসের বিষয়বস্তুর মধ্যে নীতিগতভাবে কোনো বিরোধ নেই।

قَوْلُهُ عَلٰى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসের এ অংশে সালামের ব্যাপকতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের সালাম প্রদানের কথা রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। যদি মুসলমান কিনা তা সঠিকভাবে জানা যায়, তবে তাকে সালাম প্রদান না করাই উত্তম। কারণ অমুসলমানকে সালাম দেওয়া হারাম।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে মানব জাতিকে গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে– ক্ষুধার্তকে অন্নদান এবং সালাম প্রদান করা সর্বোত্তম কাজ। এ ক্ষেত্রে পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের সালাম প্রদান করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। তাই আমাদের উচিত রাসূল ﷺ-এর আদর্শ ও শিক্ষাকেই ইবাদত মনে করে অপরকে অন্নদান এবং পরিচিত-অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আব্দুল্লাহ, পিতার নাম– 'আমর ইবনুল আস। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁর পিতা ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অত্যন্ত বড় আলেম এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন। পিতা-পুত্র উভয়েই সাহাবী ছিলেন। তিনি হাদীস লিখে রাখার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে হাদীস লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর সূত্রে বহু সংখ্যক লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত মুখস্থ হাদীসের সংখ্যা ৬০০ শত। ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে **১৭টি** হাদীস এবং ইমাম বুখারী এককভাবে ৮টি ও ইমাম মুসলিম (র.) ২০ টি হাদীস স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তা ছাড়া তাঁর লিখিত হাদীসের সংখ্যা ছিল অনেক।

ইন্তেকাল : প্রখ্যাত সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) ৬৩ কিংবা ৬৭ হিজরি সালে মক্কা বা তায়েফ ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের মাস ছিল জিলহজ।

وَعَنْ ٤٤٢٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ سِتُّ خِصَالٍ يَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ اِذَا مَاتَ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَنْصَحُ لَهُ اِذَا غَابَ اَوْ شَهِدَ . لَمْ اَجِدْهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَلَا فِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَلٰكِنْ ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْجَامِعِ بِرِوَايَةِ النَّسَائِيِّ .

৪৪২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- একজন মু'মিনের অপর মু'মিনের উপর ছয়টি অধিকার রয়েছে- ১. যখন কোনো মু'মিনের রোগ-ব্যাধি হয়, তখন তার সেবা-শুশ্রূষা করা। ২. কেউ মৃত্যুবরণ করলে, তার জানাজা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া। ৩. কেউ নিমন্ত্রণ করলে তা গ্রহণ করা অথবা কারো ডাকে সাড়া দেওয়া। ৪. সাক্ষাতে সালাম প্রদান করা। ৫. হাঁচি দিলে জবাব দেওয়া। ৬. উপস্থিত-অনুপস্থিত সকল অবস্থায় মু'মিনের মঙ্গল কামনা করা।

মাসাবীহ গ্রন্থকার বলেন, আমি এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও মুসলিমে পাইনি এবং হুমায়দীর কিতাবেও পাইনি। তবে জামিউল উসূলের গ্রন্থকার নাসাঈর বর্ণনা সূত্রে এটা বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ -এর মর্মার্থ : উল্লিখিত হাদীসাংশের মর্মার্থ হলো, যদি কোনো ব্যক্তি হাঁচি দেওয়ার পর "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" বলে, তবে শ্রোতা এর উত্তরে "يَرْحَمُكَ اللّٰهُ" বলবে।

قَوْلُهُ يَشْهَدُ اِذَا مَاتَ -এর অর্থ : হাদীসে উল্লিখিত এ অংশের দুটি অর্থ হতে পারে- ১. কেউ মুমূর্ষু বা মৃত্যুশয্যায় শায়িত হলে তাকে দেখাশোনা করতে যাওয়া, ২. কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজা ও দাফন-কাফনে উপস্থিত হওয়া। দ্বিতীয় অর্থটি হাদীসের প্রকাশ্য ইবারতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

قَوْلُهُ لَمْ اَجِدْهُ فِى الصَّحِيْحَيْنِ -এর অর্থ : গ্রন্থকার এ অংশটুকু উল্লেখ করে একটি উহ্য প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। প্রশ্নটি হলো, তিনি অত্র কিতাবের ভূমিকায় বলেছেন যে, প্রথম পরিচ্ছেদে কেবলমাত্র বুখারী-মুসলিমের যৌথ বর্ণিত অথবা উভয়ের কোনো একটিতে বর্ণিত হাদীস বর্ণনা করবেন, অথচ হাদীসটি তার কোনো একটি হতেও বর্ণিত হয়নি, তবে এ পরিচ্ছেদে কেন বর্ণিত হলো? এর উত্তরে বলেছেন যে, ইমাম নাসাঈ (র.) এ হাদীসটি বুখারী-মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সুনানে নাসাঈর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। তাই আমি তাঁর অনুকরণে এ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছি।

صَحِيْحَيْن -এর অর্থ : হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় صَحِيْحَيْن বলতে দু-সহীহ তথা বুখারী ও মুসলিম শরীফদ্বয়কে বুঝায়। কেননা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাঁদের অনবদ্য কিতাবদ্বয়ে সহীহ হাদীস গ্রহণের প্রতিজ্ঞা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

হাদীসটির শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : মানবতার উৎকর্ষতা সাধনই ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে একজন মুসলমানের জন্য দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি আচরণের গুরুত্ব অপরিসীম। যেহেতু মানুষ সামাজিক জীব, সমাজ জীবনে সে একা নয়, জীবন প্রবাহে সে প্রতিনিয়ত অন্যের সাহায্য প্রার্থী, সেহেতু পারস্পরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতার তীব্র প্রয়োজন দেখা দেয়। পারস্পরিক সহমর্মিতা অর্জনের জন্য হাদীসের ছয়টি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হওয়া দরকার। উল্লিখিত হাদীসের শিক্ষা এটাই। এ শিক্ষাকে যদি আমরা বাস্তব জীবনে অনুসরণ করতে পারি, তবেই হবে আমাদের সমাজ আদর্শ ও ভ্রাতৃত্বের সমাজ।

হাদীসে বর্ণিত বিষয়সমূহের হুকুম : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত বিষয়সমূহের বাস্তবায়ন সামাজিক দৃষ্টিকোণ হতে প্রতিটি মুসলমানের উপর অপরিহার্য হলেও ইসলামি শরিয়ত এগুলোকে وُجُوْب كِفَايَة বলে আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক লোক এগুলো বাস্তবায়ন করলে সবাই দায়িত্বমুক্ত হবে। সবাই একযোগে বর্জন করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

وَعَنْهُ ٤٤٢٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلَا تُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ اَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৪২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা ঈমান গ্রহণ করবে। আর ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদেরকে এমন কথা বলে দেব, যার উপর আমল করলে তোমাদের পারস্পরিক ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে। তোমরা পরস্পরের মধ্যে সালামের প্রচলন করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا -এর ব্যাখ্যা : মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, لَا تُؤْمِنُوْا -এর অর্থ হলো– "لَا تَكُوْنُوْا مُؤْمِنًا كَامِلًا" অর্থাৎ 'তোমরা পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না।' আর এটা এজন্য বলা হয়েছে যে, পূর্ণ ঈমানদারির দাবি হলো ইসলামের প্রতিটি দিককে প্রতিষ্ঠিত করা, যা মুসলমানদের ঐক্য-সংহতির উপর নির্ভরশীল। উল্লেখ্য যে, পারস্পরিক ভালোবাসা ঐক্য-সংহতি রক্ষার অন্যতম বাহন। তাই পারস্পরিক ভালোবাসার অনুপস্থিতিকে ঈমানের অনুপস্থিতিরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَفْشُوا السَّلَامَ -এর তাৎপর্য : আলোচ্য হাদীসাংশের উদ্দেশ্য হলো, সালামের ব্যাপক প্রচলন করা। পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সকল মুসলমানদের সালাম প্রদান করা। একই ব্যক্তির সাথে যতবার সাক্ষাৎ হবে, ততবার সালাম দেবে। আর এভাবে সালাম আদান-প্রদানের মাধ্যমে পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তাই হাদীসে বলা হয়েছে– "اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ" অর্থাৎ "যখন তোমরা এভাবে সালাম আদান-প্রদান করবে, তখন তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হবে এবং ঈমানের পরিপূর্ণতা লাভ হবে।"

سَلَامٌ শব্দের বিশ্লেষণ : سَلَامٌ শব্দটি تَسْلِيْمٌ শব্দের اِسْمِ مَصْدَرٍ ; অর্থ– শান্তি, নিরাপত্তা, দোষমুক্ত থাকা। পবিত্র কুরআনে শান্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন– سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ

পরিভাষায়, সালাম বলতে বুঝায় দুজন মুসলমান ব্যক্তির মধ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ হলে একে অপরকে "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলে সম্ভাষণ জানানো। মানব সভ্যতার শুরু হতেই একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময় এবং পরস্পরে ভাব বিনিময়ের সময় সাদর সম্ভাষণের বিভিন্ন পদ্ধতি চলে আসছে। বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জাতি নিজেদের আদর্শ ও রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করে আসছে। যেমন, ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় পরস্পরে দেখা-সাক্ষাতে আদাব, নমস্কার, রাম রাম ইত্যাদি বলে এবং পশ্চিমা দেশসমূহের খ্রিস্টান সম্প্রদায় গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং, গুড নাইট ইত্যাদি শব্দ বলে সাদর সম্ভাষণ জানায়।

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের মধ্যে "اَنْعَمَ صَبَاحًا" বা "اَنْعَمَ مَسَاءً" বা "اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا" ইত্যাদি বাক্য বলার প্রচলন ছিল। ইসলাম আবির্ভাবের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাক-ইসলামি যুগে ব্যবহৃত বাক্যগুলো পরিবর্তন করে পরস্পরে সাদর সম্ভাষণের জন্য 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

سَلَامٌ -এর হুকুম : সালাম প্রদান করা সুন্নত এবং সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। সালাম প্রদানকারী "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলবে এবং উত্তর প্রদানকারীও "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ" বলা বৈধ ; কিন্তু "وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ" বলা উত্তম। একদলের জন্য এক সালামই যথেষ্ট। দল থেকে যে কোনো ব্যক্তি উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে। মুসলমান ও অমুসলমানকে একত্রে সালাম করতে হলে এরূপ বলবে– اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলবে এবং মনে মনে মুসলানকে নিয়ত করবে। অপরিচিতা মহিলাকে সালাম করা মাকরূহ, যদি বৃদ্ধা না হয়। প্রস্রাব-পায়খানরত অবস্থায় সালাম প্রদান করা বা উত্তর দেওয়া বৈধ নয়। সালাতরত অবস্থায়, মুখে খাদ্য থাকা অবস্থায়, খুতবা পড়ার সময়, কুরআন তেলাওয়াতরত অবস্থায় সালাম করা উচিত নয়।

পারস্পরিক ভালোবাসা ঈমানের শর্ত : পারস্পরিক ভালোবাসা ঈমানের জন্য সম্পূরক এবং আল্লাহর জমিনে দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যতম মাধ্যম। অত্র হাদীসে বলা হয়েছে যে, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালোবাস। পারস্পরিক ভালোবাসা মুসলমানদের ঐক্য-সংহতিকে সুদৃঢ় করে। আর ঐক্য-সংহতি দীন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করে। পক্ষান্তরে মুসলমানদের পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা ও হিংসা-বিদ্বেষ তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করে, যা দীন প্রতিষ্ঠার কাজে অন্যতম প্রতিবন্ধক। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "তোমরা পারস্পরিক ভালোবাসা ব্যতীত পূর্ণ মু'মিন হতে পারবে না।"

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আল্লাহর জমিনে দীন প্রতিষ্ঠিত করা মুসলমানদের ঐক্য-সংহতির উপর নির্ভরশীল। আর পারস্পরিক ভালোবাসা ঐক্য-সংহতি রক্ষার অন্যতম বাহন। আলোচ্য হাদীসে বলা হয়েছে যে, সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ হাদীসের শিক্ষানুযায়ী আমরা যদি বাস্তব জীবনে সালামের প্রচলন করতে পারি, তবে আমরা অতি শীঘ্রই বিশ্বকে একটি সুন্দর-সুষ্ঠু ইসলামি সমাজ উপহার দিতে পারব ইনশাআল্লাহ।

وَعَنْهُ ٤٤٢٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ وَالْمَاشِيْ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪২৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলা ব্যক্তিকে সালাম দেবে এবং পদব্রজে গমনকারী উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দেবে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِيْ **-এর ব্যাখ্যা :** স্বভাবতই মানুষের অন্তরে অবস্থার পরিবর্তনে কিছু না কিছু গর্ব-অহংকার জেগে উঠে ; কিন্তু অহংকার আল্লাহ তা'আলার নিকট ঘৃণিত। একজন পথচারীর তুলনায় কোনো আরোহী ব্যক্তি নিজেকে উন্নত অবস্থায় মনে করতে পারে এবং সেজন্য অন্তরে অহংকার জন্মাতে পারে। তাই তার সুপ্ত গর্বকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে আরোহী ব্যক্তি পদব্রজে গমনকারীকে সালাম দেবে। তেমনিভাবে পদব্রজে চলাচলকারী ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দেবে। অনুরূপভাবে অধিক সংখ্যক অল্প সংখ্যক লোকদের নিকট সম্মান পাওয়ার হক রাখে। তাই কম সংখ্যক অধিক সংখ্যককে সালাম দেবে।

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ **-এর অর্থ :** "مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" হাদীসশাস্ত্রের একটি পরিভাষা। যে হাদীস বর্ণনার ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিম ঐকমত্য পোষণ করেছেন, তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' বলে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, "مُتَّفَقٌ" "عَلَيْهِ"-এর জন্য শর্ত হচ্ছে, হাদীসটি একই সাহাবী হতে বর্ণিত হতে হবে।

হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ ও শিক্ষা : আলোচ্য হাদীসটিতে সালাম করার আদব ও নিয়ম-পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। এর শিক্ষা হচ্ছে নিজেকে অহংকারমুক্ত রেখে অপরকে সালাম দেওয়া। সুতরাং আমাদের বাস্তব জীবনে উক্ত নিয়ম অনুসরণ করে চলা একান্ত কর্তব্য।

وَعَنْهُ ٤٤٢٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ وَالْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ وَالْقَلِيْلُ عَلَى الْكَثِيْرِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৪২৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ছোট বা কম বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে, পদব্রজে অতিক্রমকারী বসা ব্যক্তিকে ও কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمَارُّ عَلَى الْقَاعِدِ **-এর বিশ্লেষণ :** উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ হলো– যে ব্যক্তি পথ অতিক্রম করে সে উপবিষ্ট লোকদের সালাম দেবে। এ নিয়মে সালাম প্রদান করা সুন্নত। যদি উপবিষ্ট ব্যক্তি পথ অতিক্রমকারীকে সালাম দেয়, তবুও বৈধ হবে, তবে সুন্নতের পরিপন্থি হবে।

قَوْلُهُ يُسَلِّمُ الصَّغِيْرُ عَلَى الْكَبِيْرِ **-এর অর্থ :** অল্প বয়সী বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান প্রদর্শনার্থে সালাম দেবে। তবে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ছোটদেরকে স্নেহ করে সালাম দিতে পারে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : উল্লিখিত হাদীসটিতে মানুষের সামাজিক জীবনে পরস্পরকে সালাম দানের পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন উল্লেখ করা হয়েছে– ছোট বড়কে, অতিক্রমকারী বসা ব্যক্তিকে এবং কম সংখ্যক ব্যক্তি অধিক সংখ্যক ব্যক্তিকে সালাম দেবে। সুতরাং আমাদের জীবনে হাদীসের এ নীতি মেনে চলা একান্ত প্রয়োজন।

৪৪২৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একদল বালকের নিকট দিয়ে গমন করলেন এবং তাদের সালাম দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুটি হাদীসের দ্বন্দ্ব ও নিরসন : আলোচ্য হাদীসে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহু ﷺ বালকদেরকে সালাম দিয়েছেন, অথচ ইতঃপূর্বে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, 'ছোট বড়কে সালাম দেবে।' এ কারণে আপাত দৃষ্টিতে এ দুটি হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। নিম্নবর্ণিত নিয়মে এর নিরসন করা যেতে পারে–

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন মানব জাতির শিক্ষক। মানুষদেরকে শিক্ষা দেওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তাই বালকদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ সালাম দিয়েছেন।

২. নবী করীম ﷺ শিশু তথা কম বয়সীদেরকে অধিক ভালোবাসতেন। তাই স্নেহ বাৎসল্যের কারণে বালকদের সালাম দিয়েছেন।

৩. ইতঃপূর্বে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'কম সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে।' সম্ভবত বালকদের সংখ্যা বেশি ছিল বলে রাসূল ﷺ তাদেরকে সালাম দিয়েছেন।

৪. এ ছাড়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'পদব্রজে চলাচলকারী বসা ব্যক্তিকে সালাম দেবে।' এখানে আগমনকারী হলেন রাসূল ﷺ। অতএব এ নিয়ম অনুসারে রাসূল ﷺ বালকদেরকে সালাম দিলেন। সুতরাং এ সবের প্রতি লক্ষ্য করলে হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

হাদীসের শিক্ষা : এ হাদীসের শিক্ষা হলো, যদিও সুন্নত পদ্ধতি হলো ছোটরা বড়দেরকে সালাম দেবে, তথাপি শিশুদেরকে আদর-স্নেহ, সোহাগ করে অথবা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে বড়রাও সালাম দিতে পারে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আনাস, উপনাম– হামযাহ, পিতার নাম– মালিক ইবনে নসর, মাতার নাম– উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। রাসূলুল্লাহ ﷺ মদিনায় হিজরত করার পর তাঁর মাতা [হযরত আনাস (রা.)-এর মাতা] তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমত করার জন্য দিয়ে দিলেন। অতঃপর তিনি দীর্ঘ দশ বছরকাল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে নিয়োজিত ছিলেন। রাসূলের সান্নিধ্য থেকে তাঁর অনেক কথা শুনার এবং অনেক কাজ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়েছে। তিনি ইলমে হাদীসের বিশেষ

খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। প্রায় সারা জীবনই তিনি হাদীস প্রচার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। শেষ জীবনে বসরার জামে মসজিদ ছিল তাঁর হাদীস প্রচারের কেন্দ্র। তাঁর হাদীসের মজলিসে মক্কা, মদিনা, বসরা, কূফা ও সিরিয়ার হাদীস শিক্ষার্থীগণ আকুল আগ্রহে অংশগ্রহণ করতেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২২৮৬টি। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি এবং ইমা বুখারী এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ৯১টি হাদীস স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ : এ বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ও রাসূল ﷺ -এর খাদেম সাহাবী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ -এর শাসনামলে মতান্তরে ৯১ হিজরি বা ৯৩ হিজরিতে বসরা নগরীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৩ বছর।

وَعَنْ ٤٤٣٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ وَلَا النَّصَارٰى بِالسَّلَامِ وَاِذَا لَقِيْتُمْ اَحَدَهُمْ فِىْ طَرِيْقٍ فَاضْطَرُّوْهُ اِلٰى اَضْيَقِهٖ ـ (رواه مسلم)

৪৪৩০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন- ইহুদি ও খ্রিস্টানকে প্রথমে সালাম দেবে না। তোমাদের কেউ যদি পথে কোনো ইহুদি বা খ্রিস্টানের সাক্ষাৎ পাও, তবে রাস্তাকে এতটা সংকীর্ণ করে রাখবে, যাতে সে রাস্তার একপাশ দিয়ে অতিক্রম করতে বাধ্য হয়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاضْطَرُّوْهُ اِلٰى اَضْيَقِهٖ **-এর তাৎপর্য :** উল্লিখিত হাদীসাংশের তাৎপর্য হলো, ইসলামের শত্রুদেরকে ইসলামের প্রভাব এবং শক্তি প্রদর্শন করত তাদের অন্তরে ভয়-ভীতির সঞ্চার করা। এজন্যই বলা হয়েছে, 'তোমারা পথকে সংকীর্ণ করে রাখ, যেন ইসলামের শত্রুরা রাস্তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করতে বাধ্য হয়।'

قَوْلُهٗ لَا تَبْدَؤُا الْيَهُوْدَ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সালাম দিতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সালাম হচ্ছে সম্মান, শ্রদ্ধা ও বিনয় প্রকাশ। ইহুদি ও নাসারাদের প্রতি পবিত্র কুরআনে অন্তহীন ঘৃণা প্রকাশ করার কথা বলা হয়েছে এবং অবিরত অভিশাপ বর্ষণ করা হয়েছে। এ অভিশপ্ত ইহুদি নাসারাদের প্রতি সঙ্গত কারণেই সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধ াবোধক সালাম প্রদান করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

ইহুদি খ্রিস্টানদের সালাম প্রদানে ইমামদের অভিমত : আল্লামা নববী (র.) বলেন, শাফেয়ী মাযহাবের ইমামগণ বলেন, ইহুদি বা কোনো বিধর্মীকে প্রথমে সালাম প্রদান করা মাকরূহ, তবে হারাম নয়। কিন্তু আহনাফগণ বলেন, তাঁদের এ মত দুর্বল। কারণ এখানে নিষেধাজ্ঞা হারামের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই সঠিক সমাধান হলো, এদের প্রথমে সালাম করা হারাম। আল্লামা কাযী ইয়ায (র.) একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বিশেষ কোনো প্রয়োজনে তাদেরকে প্রথমে সালাম দেওয়া বৈধ। হযরত আলকামাহ ও হযরত ইব্রাহীম নখয়ী (র.) এ মত ব্যক্ত করেছেন। কোনো অমুসলিম মুসলমানকে সালাম দিলে জবাবে শুধু "وَعَلَيْكُمْ" বলবে।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস হতে শিক্ষা করতে হবে যে, কোনো অমুসলিমকে সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। সর্বাবস্থায় ইসলামের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে হবে।

وَعَنْ ٤٤٣١ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُوْدُ فَاِنَّمَا يَقُوْلُ اَحَدُهُمْ اَلسَّامُ عَلَيْكَ فَقُلْ وَعَلَيْكَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন ইহুদিরা তোমাদেরকে সালাম দেয়, তখন তারা 'আস্সামু আলাইকা' (অর্থাৎ শীঘ্রই তোমরা মৃত্যু ঘটুক) বলে, তখন তোমরাও জবাবে বলবে 'ওয়া আলাইকা' [অর্থাৎ তোমারও মৃত্যু হোক।] -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقُلْ وَعَلَيْكَ-এর ব্যাখ্যা : ইহুদিদের সালামের জবাবে وَعَلَيْكَ একবচন অথবা বহুবচন وَعَلَيْكُمْ বলতে পারে। তবে এ শব্দটি وَاوْ সহ বলবে, না وَاوْ ছাড়া বলবে এ নিয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে।

ইমাম নববী (র.) বলেন, وَاوْ ব্যবহার করা আর না করা উভয়ই বৈধ। কেননা হাদীসে উভয় প্রকারের বর্ণনা রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, وَاوْ ব্যবহার না করা উত্তম। কেননা এমতাবস্থায় অর্থ হচ্ছে, 'তোমাদের তাড়াতাড়ি মৃত্যু হোক।' ফলে উভয় দল মৃত্যুর সাথে শরিক হয়ে যায়। আবার কারো কারো মতে, وَاوْ ব্যবহার করতে কোনো ক্ষতি নেই। কেননা মৃত্যু তো সকলের জন্যই অবধারিত। অথবা وَاوْ ব্যবহার করা অবস্থায় এটাও বলা যেতে পারে যে, وَاوْ টি اِسْتِيْنَافْ ; অর্থাৎ ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র বাক্য শুরু হওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন অর্থ হবে– وَعَلَيْكُمْ مَا تَسْتَحِقُّوْنَهُ অথবা وَعَلَيْكُمْ مَا تُرِيْدُوْنَ بِنَا অর্থাৎ তোমাদের উপর তাই অর্পিত হোক, যা তোমরা পাওয়ার উপযোগী অথবা তোমরা আমাদের জন্য যা কামনা করছ তা তোমাদের জন্যই হোক। এতে প্রমাণিত হলো যে, উভয় অবস্থায় ব্যবহৃত হওয়া বৈধ।

উল্লিখিত হাদীসের সাথে অন্য হাদীসের দ্বন্দ্ব এবং এর সমাধান : অত্র হাদীসে অমুসলিমদেরকে বদদোয়া বা অভিশাপ দেওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আবার অন্য হাদীসে অমুসলিমদেরকে বদদোয়া বা অভিশাপ করার নিষেধ করা হয়েছে। এর সমাধান হলো, অমুসলমানদেরকে সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে বদদোয়া বা অভিশাপ করা নিষেধ করা হয়েছে। তবে তারা যদি মুসলমানদেরকে অভিশাপ করে, তখন উক্ত শব্দ বা অবিকল বাক্য তাদের দিকে ফিরিয়ে দেওয়া বৈধ। যেমন, পবিত্র কুরআনে এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান– جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَمَكَرُوْا مَكَرَ اللّٰهُ মূলত অত্র হাদীসে গালি বা বদদোয়া শিক্ষা দেওয়া হয়নি ; বরং তাদের ব্যবহৃত শব্দ অবিকল তাদের প্রতি প্রত্যর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٤٤٣٢ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَقُوْلُوْا وَعَلَيْكُمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪৩২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের প্রতি আহলে কিতাব [অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারাগণ] সালাম দেয়, তখন তোমরাও বলবে 'ওয়া আলাইকুম' [অর্থাৎ তোমাদের উপরও]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَهْلُ الْكِتَابِ-এর ব্যাখ্যা : আহলে কিতাব আসমানি কিতাবের অনুসারী সম্প্রদায়। আহলে কিতাব বলতে ইহুদি ও নাসারাদেরকে বুঝানো হয়। হযরত মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের ইহুদি বলা হয় এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর উম্মতকে নাসারা বলা হয়। ইসলামের আবির্ভাবের পর অন্য সকল ধর্ম বিলুপ্ত হয়েছে। কারণ একমাত্র ইসলামই মানুষের সর্বশেষ ধর্ম। যেমন, পবিত্র কুরআনে রয়েছে– اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

সুতরাং যারা এ ধর্ম গ্রহণ করেছে, তারাই সফলকাম হয়েছে। ইহুদি ও নাসারাগণ এ ধর্ম গ্রহণ না করার ফলে তাদের সালামের জবাবে وَعَلَيْكُمْ বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

وَعَنْ ٤٤٣٣ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِسْتَاْذَنَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُوْدِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقُلْتُ بَلْ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِى الْاَمْرِ كُلِّهِ

৪৪৩৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদিদের একটি দল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে হাজির হওয়ার জন্য অনুমতি চাইল এবং বলল, 'আস্‌সামু আলাইকুম' অর্থাৎ 'তোমাদের মৃত্যু হোক'। আমি তাদের উত্তরে বললাম, 'বরং তোমাদের মৃত্যু হোক' এবং 'অভিসম্পাতও হোক'। [এ কথা শুনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা ! আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কোমল, তিনি সকল কাজে কোমলতাকে পছন্দ করেন।

قُلْتُ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ قَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ عَلَيْكُمْ وَلَمْ يَذْكُرِ الْوَاوَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَتْ إِنَّ الْيَهُوْدَ أَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ قَالَتْ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا قَالَ أَوَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ فَيُسْتَجَابُ لِيْ فِيْهِمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ لَا تَكُوْنِيْ فَاحِشَةً فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ.

তখন আমি [আয়েশা] বললাম, আপনি কি শোনেননি, তারা কি বলেছে ? তিনি বললেন, আমি তো তাদের জবাবে 'ওয়া আলাইকুম' বলে দিয়েছি। অপর এক রেওয়ায়াতে শুধু عَلَيْكُمْ রয়েছে, وَاوْ অক্ষরটি উল্লেখ করা হয়নি। −[বুখারী ও মুসলিম]

বুখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদল ইহুদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আস্‌সামু আলাইকা' [তোমার মৃত্যু হোক]। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'ওয়া আলাইকুম' [তোমাদের উপরও মৃত্যু হোক]। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, 'তোমাদের মৃত্যু হোক, আল্লাহর অভিসম্পাত হোক, আল্লাহ্‌র গজব তোমাদের উপর পতিত হোক।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা ! থাম, তোমার কোমল হওয়া উচিত, কঠোরতা পরিহার কর, অশ্লীল ভাষা হতে বেঁচে থাক। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, আপনি কি শোনেননি, তারা কি বলল? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি শোননি, আমি কি জবাব দিয়েছি ? আমি তাদের কথাকে তাদের দিকেই ফিরিয়ে দিয়েছি। তাদের ব্যাপারে আমার দোয়া কবুল হবে, আমার জন্য তাদের দোয়া কবুল হবে না। মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, হে আয়েশা ! তুমি অযথা অশ্লীল কথা বলো না। কেননা আল্লাহ তা'আলা অশালীনতা ও অশ্লীলতা পছন্দ করেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ-এর বিশ্লেষণ : "إياك والعنف والفحش" এ ধরনের বাক্যকে تَحْذِيْر বলা হয়। মূল অর্থ হচ্ছে− اِتَّقِ نَفْسَكِ عَنِ الْعُنْفِ وَالْفُحْشِ অর্থাৎ 'তুমি নিজেকে কঠোরতা ও অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখ।' রাসূল ﷺ করুণার আঁধার হিসেবে দুনিয়ায় আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি কোনো অবস্থাতেই কাউকেও অভিশাপ করতে পারেন না। মুসলমানদের আজন্ম শত্রু ইহুদিরা সর্বদা মুসলমানদের অকল্যাণ কামনায় ব্যাপৃত থাকত। রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে তারা যে ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তি করেছিল তা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর অসহ্য হওয়ায় তিনি তাদের ভাষার প্রত্যুত্তরে তাদের ভাষাই ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ জানেন যে, যাবতীয় কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহ্‌র হাতে। ইহুদিদের অভিসম্পাত তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তাঁরই দোয়া আল্লাহর নিকট গ্রহণ হবে। তাই তিনি তাদের প্রতি বদদোয়া করেননি; বরং তাদের জবাবে 'ওয়া আলাইকুম' বলাই যথেষ্ট। তাই রাসূল ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে অনভিপ্রেত বাক্য উচ্চারণ করতে সাবধান করেছেন।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস হতে আমরা এ শিক্ষা পাই যে, কেউ খারাপ ব্যবহার করলে বা গালিগালাজ দিলে প্রত্যুত্তরে খারাপ ব্যবহার করা, গালিগালাজ দেওয়া ঠিক নয়; বরং এ ক্ষেত্রে সহনশীলতা প্রদর্শন করাই হাদীসের শিক্ষা। তবে উত্তরে এমন কৌশল অবলম্বন করা যায়, যাতে সেও মনে কষ্ট না পায় এবং উত্তরও হয়ে যায়।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আয়েশা, উপনাম– উম্মে আব্দুল্লাহ, পিতার নাম– আবূ বকর আব্দুল্লাহ ইবনে কোহাফা (রা.), মাতার নাম– উম্মে রুম্মান। হিজরতের তিন বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। অতঃপর তিনি ৩৯ বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যার ফলে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে অধিক হাদীস সংগ্রহ করতে পেরেছেন এবং এ হাদীসসমূহের সুষ্ঠু প্রচার করতে সক্ষম হয়েছেন। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) লিখেছেন, উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) একজন প্রখ্যাত ফিকহবিদ ছিলেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : নবী করীম ﷺ হতে যে ছয়জন সাহাবী সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁদের একজন। তাঁর সূত্রে ২২১০টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৭৪টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া ইমাম বুখারী (র.) পৃথকভাবে ৪৫টি এবং ইমাম মুসলিম ৫৮টি হাদীস উল্লেখ করেছেন।

ইন্তেকাল : উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) ৫৭ মতান্তরে ৫৮ হিজরি সালের ১৭ রমজান মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রে ইন্তেকাল করেন। 'জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٤٤٣٤ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيْهِ أَخْلَاطٌ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُوْدِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪৩৪. অনুবাদ : উসামাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সমবেত জনতার নিকট দিয়ে গমন করলেন, যাদের মধ্যে রয়েছে মুসলমান, মুশরিক তথা পৌত্তলিক ও ইহুদি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সালাম দিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মুসলিম-অমুসলিম একত্রে থাকলে সালাম দেওয়ার পদ্ধতি : আল্লামা নববী (র.) বলেন, কোনো বৈঠকে বা জায়গায় মুসলিম-অমুসলিম একত্রে উপস্থিত থাকলে, তখন সালাম দেওয়ার পদ্ধতি হলো– "اَلسَّلَامُ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى" বলবে। অনুরূপভাবে কোনো অমুসলমানের নিকট পত্র লিখার সময়ও এ বাক্য দিয়ে শুরু করবে।

وَعَنْ ٤٤٣٥ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا قَالَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهٗ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– তোমরা রাস্তার উপর বসা হতে বিরত থাক। সাহাবীগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাদের রাস্তায় বসা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কারণ, আমরা তথায় বসে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা সমাধা করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তোমরা তথায় বসতে বাধ্যই হও, তবে রাস্তার হক আদায় করবে। সাহাবীগণ [পুনঃ] আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাস্তার হক কি? রাসূল ﷺ বললেন, চক্ষু বন্ধ রাখা [অর্থাৎ নিষিদ্ধ বস্তুর দিকে না তাকানো], কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, ভালো কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজের নিষেধ করা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ– 'যদি তোমরা তথায় [রাস্তায়] বসতে বাধ্য হও।' এর দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রয়োজনে রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলা বৈধ। তবে রাস্তায় বসলে এর হক বা আদবের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

রাস্তার হকসমূহ : রাসূলুল্লাহ ﷺ এ হাদীসে "فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ" বলে চারটি হকের কথা উল্লেখ করেছেন– ১. চক্ষু অবনমিত রাখা, ২. কাউকে কষ্ট না দেওয়া, ৩. সালামের জবাব দেওয়া, ৪. সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা।

قَوْلُهُ غَضُّ الْبَصَرِ -এর মর্মার্থ : হাদীসের এ অংশ দ্বারা 'মাহরাম' বা এমন বস্তু বা কাজ, যা করা বা দেখা হারাম তার প্রতি দৃষ্টিপাত না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

كَفُّ الْأَذٰى -এর অর্থ– 'রাস্তায় বসে কাউকে কষ্ট না দেওয়া' এর অর্থ হলো, রাস্তায় বসে মানুষের চলাফেরায় কোনো অসুবিধা সৃষ্টি না করা এবং রাস্তায় কোনো কষ্টদায়ক বস্তু থাকলে তা দূর করা।

রাস্তার উপর বসার ক্ষতিসমূহ : রাস্তার উপর বসায় নানাবিধ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– রাস্তায় চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করা, গাইরে মাহরাম মহিলার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তুর প্রতি নজর দেওয়া ইত্যাদি। এসব ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই রাসূলুল্লাহ ﷺ রাস্তায় বসতে নিষেধ করেছেন।

اَلْمَعْرُوْفُ ও اَلْمُنْكَرُ কি : "اَلْمَعْرُوْفُ" শব্দের অর্থ হচ্ছে– ভালো কাজ, ন্যায় সঙ্গত কাজ। মিরকাত গ্রন্থকার বলেন– "اَلْمَعْرُوْفُ مَا يَرْضَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ" অর্থাৎ ঐ কথা বা কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। কেউ কেউ বলেন, মানুষকে পুণ্য কাজের আদেশ দানকালে সঙ্গত ভাষা ব্যবহার করা। اَلْمُنْكَرُ সম্পূর্ণভাবে اَلْمَعْرُوْفُ-এর বিপরীত। অর্থাৎ ঐ সব কথা বা কাজ, যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : উল্লিখিত হাদীসে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বসা নিষিদ্ধ। যদি প্রয়োজনে বসতে হয়, তবে এর হকসমূহের প্রতি লক্ষ্য রাখা। রাস্তার হকসমূহ, যেমন– চক্ষু অবনমিত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা। যদি আমরা এ বিধানগুলো আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি, তবে একজন আদর্শ মুসলিম হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করতে পারব এবং আল্লাহ ও রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হবো।

রাবী পরিচিতি

নাম ও পরিচয় : নাম– সা'দ, উপনাম– আবূ সাঈদ, পিতার নাম– মালেক ইবনে সেনান আল আনসারী। তিনি উপনামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অসাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। যে সকল সাহাবী হতে অধিক হাদীস বর্ণিত আছে, তিনি তাদের একজন। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১১৭০টি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে ৪৬টি এবং স্বতন্ত্রভাবে বুখারী শরীফে ১৬টি ও মুসলিম শরীফে ৫২টি হাদীস উল্লিখিত হয়েছে।

ইহধাম ত্যাগ : তিনি হিজরি ৭৪ সালে ৮৪ বছর বয়সে মদিনায় ইহধাম ত্যাগ করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকী'তে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٤٤٣٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَاِرْشَادُ السَّبِيْلِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ الْخُدْرِىِّ هٰكَذَا)

৪৪৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে উপরিউক্ত ঘটনায় আরো বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ [রাস্তার হক বর্ণনা করতে গিয়ে] বলেন যে, পথ প্রদর্শন করা [অর্থাৎ কেউ পথহারা হয়ে জিজ্ঞেস করলে তাকে পথ প্রদর্শন করা]। –[ইমাম আবূ দাউদ (র.) হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসের শেষাংশে এ অংশটুকু উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَاِرْشَادُ السَّبِيْلِ -এর মর্মার্থ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে রাস্তার চারটি হকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে উপরিউক্ত চারটির সাথে আরো একটি উল্লেখ করা হয়েছে। আর তা হলো اِرْشَادُ السَّبِيْلِ অর্থাৎ কেউ পথহারা হলে তাকে পথ দেখানো।

وَعَنْ ٤٤٣٧ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ وَتُغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ وَتَهْدُوا الضَّالَّ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ عَقِيْبَ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ هٰكَذَا وَلَمْ اَجِدْهُمَا فِي الصَّحِيْحَيْنِ.

৪৪৩৭. **অনুবাদ :** হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি উপরিউক্ত ঘটনায় নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি এটাও বলেছেন– 'এবং মজলুমের ফরিয়াদে সাড়া দান করবে এবং পথহারাকে পথ প্রদর্শন করবে।' ইমাম আবূ দাঊদ (র.) এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসের পর এ ভাবেই বর্ণনা করেন। গ্রন্থকার বলেন, আমি এ দুটি হাদীস বুখারী ও মুসলিমে পাইনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تُغِيْثُوا الْمَلْهُوْفَ **-এর ব্যাখ্যা :** অত্যাচারিত ও নির্যাতিত মজলুম ব্যক্তিকে اَلْمَلْهُوْفُ বলে। এমন ব্যক্তিকে দান করা, সাহায্য করা, তাঁর দুঃখে সাড়া দেওয়া রাস্তার হক। আলোচ্য হাদীসে তা-ই বলা হয়েছে।

هِدَايَةُ الضَّالِّ ও اِرْشَادُ السَّبِيْلِ **-এর পার্থক্য :** اِرْشَادُ السَّبِيْلِ হলো, যে ব্যক্তি পথ আদৌ চেনে না, তাকে পথ দেখিয়ে দেওয়া। هِدَايَةُ الضَّالِّ হলো, যে ব্যক্তি চেনা পথ ভুলে গেছে, তাকে সঠিক পথ দেখানো।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– ওমর (রা.), পিতার নাম– আল খাত্তাব। তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা। নবুয়তের ষষ্ঠ মতান্তরে পঞ্চম বৎসরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তার আগে মাত্র ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন মহিলা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। তার ইসলাম গ্রহণের ফলে মক্কা শরীফে ইসলাম প্রবল শক্তি লাভ করে। ইসলামের জন্য তিনি গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি আমীরুল মুমিনীন উপাধিতে ভূষিত হন। তাবুক যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূল ﷺ-এর সাথে ছিলেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা মোট ৫৩৯টি। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে যুগ্ম ১০টি এবং আলাদাভাবে বুখারীতে ৯টি ও মুসলিমে ১৫টি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

শাহাদাতবরণ : তিনি দশ বছর ছয় মাস খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার পর ২৩ হিজরি সালে মদিনা শরীফে 'আবূ লুলু' নামক এক ঘাতক অগ্নি পূজারী গোলামের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৬৩ বছর।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٤٣٨ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوْفِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِذَا لَقِيَهُ وَيُجِيْبُهُ اِذَا دَعَاهُ وَيُشَمِّتُهُ اِذَا عَطَسَ وَيَعُوْدُهُ اِذَا مَرِضَ وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ اِذَا مَاتَ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৪৪৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি অধিকার রয়েছে– ১. যখন কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হয়, তখন সালাম দেবে। ২. তাকে কোনো মুসলমান ডাকলে তার ডাকে সাড়া দেবে [অর্থাৎ দাওয়াত করলে দাওয়াত কবুল করবে।] ৩. কোনো মুসলমানের হাঁচি আসলে হাঁচির জবাব দেবে। ৪. কোনো মুসলমান অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে। ৫. কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জানাজায় অনুগমন করবে এবং ৬. প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সেই জিনিসই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে বর্ণিত ছয়টি হক বা অধিকার : মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সদ্ভাব-সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাসূল ﷺ তাদেরকে ছয়টি অধিকার বা হক মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন–

১. এক মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে সালাম দেবে এবং অপরজন জবাব দেবে।

২. এক মুসলমান অপর মুসলমানের আহ্বানে সাড়া দেবে।

৩. হাঁচির উত্তরে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ বলবে।

৪. কোনো মুসলমান রুগ্‌ণ হলে তার সাথে সাক্ষাৎ, সেবা-শুশ্রূষা করবে।

৫. কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করলে তার জানাজায় শরিক হবে।

৬. নিজের জন্য যা পছন্দ করবে, অপরের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে।

قَوْلُهُ وَيُجِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ **-এর ব্যাখ্যা :** এক মুসলমান অপর মুসলমানকে কোনো প্রয়োজনে আহ্বান করলে, চাই তা আহ্বানকারীর সাহায্যার্থে হোক বা অন্য কোনো প্রয়োজনে হোক, তাঁর ডাকে সাড়া দেবে। এখানে খাওয়ার জন্য দাওয়াতও হতে পারে। মুসলমান ভাইয়ের দাওয়াত গ্রহণ করা সুন্নত।

জানাজার পিছনে চলার হুকুম : যদি কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তবে তার জানাজায় উপস্থিত হওয়া সুন্নত এবং জানাজার পিছনে চলতে হবে। হাদীসে বর্ণিত "وَيَتْبَعُ جَنَازَتَهُ" -এর দ্বারা এর প্রতিই ইঙ্গিত হয়। আর এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, জানাজা পিছনে থাকবে, আর লোকজন সামনে থাকবে। তবে এটা এ হাদীসের বিপরীত।

قَوْلُهُ وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আর তাঁর জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।' হাদীসের এ অংশের ব্যাখ্যা হলো, কোনো ব্যক্তি নিজের জন্য যে বস্তু পছন্দ করবে, অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্যও অনুরূপ বস্তুই পছন্দ করবে। মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, এ কথার তাৎপর্য হলো, কোনো মুসলমান নিছক স্বার্থপর হবে না; বরং সে তাঁর মুসলমান ভাইয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখবে। এমনকি প্রয়োজন বোধে নিজের স্বার্থের উপর অন্য মুসলমানের স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে। এটাই ঈমানের পূর্ণতার দাবি।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি অধিকারকে যদি আমরা আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি, তবেই সমাজ জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন এবং আন্তর্জাতিক জীবনে তথা সর্বক্ষেত্রেই পারস্পরিক সুসম্পর্ক, সম্প্রীতি, সহানুভূতি, স্নেহ, ভালোবাসা গড়ে উঠবে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আলী (রা.), উপনাম– আবুল হাসান বা আবূ তোরাব, উপাধি– 'আসাদুল্লাহ', 'হায়দার' 'মুর্তাজা', পিতার নাম– আবূ তালিব, মাতার নাম– ফাতিমা।

হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) বালকদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চাচাতো ভাই ও জামাতা, হযরত ফাতেমা (রা.)-এর স্বামী ছিলেন এবং ইমাম হাসান-হুসাইন (রা.)-এর পিতা। খুলাফায়ে রাশেদীনের চতুর্থ খলীফা এবং বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। ইলম ও তাকওয়ার জন্য তিনি সকলের নিকট শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর ৩৫ হিজরিতে তিনি খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। চার বছর নয় মাস তাঁর খেলাফতকাল। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সনদে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৮৬টি।

শাহাদাতবরণ : হিজরি ৪০ সালের ১৮ই রজমান শুক্রবার সকালে কূফা নগরীতে আব্দুর রহমান ইবনে মুলযিম নামক এক খারেজী ব্যক্তি কর্তৃক চরমভাবে আহন হন। এর তিনদিন পর তিনি শাহাদাত বরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৫৮ মতান্তরে ৬৩।

وَعَنْ ٤٤٣٩ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَشْرٌ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ عِشْرُوْنَ ثُمَّ جَاءَ اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ فَقَالَ ثَلٰثُوْنَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৩৯. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন। অতঃপর লোকটি বসল। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এ লোকটির জন্য দশ নেকি লেখা হলো। অতঃপর আরেক ব্যক্তি আসল এবং বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ লোকটির জন্য বিশ নেকি লেখা হলো। অতঃপর আরো এক ব্যক্তি আসল এবং বলল, 'আস্‌ সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সালামের জবাব দিলেন। লোকটি বসার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ লোকটির জন্য ত্রিশ নেকি লেখা হলো। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সালাম প্রদান ও তার জবাব দেওয়ার নিয়ম : 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু'–এ পূর্ণ বাক্যটি ব্যবহার করাই উত্তম। এমনিভাবে যে ব্যক্তিকে সালাম করা হয় সে একা হলেও عَلَيْكُمْ অর্থাৎ বহুবচনের শব্দ প্রয়োগ করে সালাম দেওয়া উত্তম। উত্তরের ক্ষেত্রেও وَاوْ বর্ণ যোগ করতে হবে। وَاوْ ব্যবহার না করলেও বৈধ হবে। তবে শুধু "عَلَيْكُمْ" বা "عَلَيْكَ" বললে উত্তর হবে না।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস হতে নিম্নবর্ণিত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি–

১. আগমনকারী সালাম প্রদান করবে এবং উপস্থিত জনতা উত্তর দেবে।

২. কারো নিকট যাওয়ার পর অবস্থায় যদি বুঝা যায়, তবে অনুমতি ছাড়াই বসতে পারবে।

৩. মজলিসে পর পর যত লোক আসবে, পৃথক পৃথক সালাম দেবে এবং প্রত্যেক আগমনকারীর সালামের উত্তর দিতে হবে।

৪. সালাম দেওয়ার সময় হাদীসে বর্ণিত সব কটি শব্দই ব্যবহার করা উচিত।

৫. সালামের শব্দ যত বেশি বৃদ্ধি করবে, ছওয়াব তত বেশি হবে।

রাবী পরিচিতি : নাম– ইমরান, পিতার নাম– হুসাইন, তিনি সপ্তম হিজরি সনে খায়বর যুদ্ধের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে বসরা নগরীতে জনসাধারণকে দীনি শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠান এবং তিনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। হিজরি ৫২ সনে বসরা নগরীতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٤٤٠ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ ثُمَّ اَتٰى اٰخَرُ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ وَمَغْفِرَتُهٗ فَقَالَ اَرْبَعُوْنَ وَقَالَ هٰكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৪০. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে উপরিউক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি নিম্নোক্ত বাক্যগুলো বর্ধিত করেন, অতঃপর আরো এক ব্যক্তি এসে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাককাতুহু ওয়া মাগ্‌ফিরাতুহু'। তখন রাসূল ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির জন্য চল্লিশ নেকি লেখা হলো। তিনি আরো বললেন, এভাবে ছওয়াব বৃদ্ধি পায়। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هٰكَذَا تَكُوْنُ الْفَضَائِلُ -এর সংখ্যা : অর্থাৎ নেক আমল যতই বৃদ্ধি পাবে, ছওয়াব ততই বৃদ্ধি পাবে। এর অর্থ এটা নয় যে, وَمَغْفِرَتُهُ -এর পরে আরো শব্দ বৃদ্ধি করলে ছওয়াব বৃদ্ধি পাবে; বরং হাদীসে যে শব্দ উল্লেখ নেই, তা উল্লেখ করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না; বরং বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত হবে।

وَعَنْ ٤٤٤١ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِاللّٰهِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার নিকট অগ্রগণ্য সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়। –[আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلَامِ -এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসের অর্থ হলো, এমন দু-ব্যক্তির মধ্যে সে নৈকট্য লাভের অধিকারী হবে, যে দু-ব্যক্তি অবস্থাগতভাবে সমান। যেমন, উভয়ে আরোহী অবস্থায় রাস্তা অতিক্রম করছে। এমতাবস্থায় যে অগ্রে সালাম দেবে, সে-ই আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।

وَعَنْ ٤٤٤٢ جَرِيْرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ مَرَّ عَلٰى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৪৪২. অনুবাদ : হযরত জারীর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ একদল মহিলার নিকট দিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে সালাম দিলেন। –[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মহিলাদেরকে সালাম দেওয়ার হুকুম : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদেরকে সালাম দিয়েছেন। ইবনুল মালিক (র.) বলেন, এটা নবী করীম ﷺ -এর জন্য বৈধ। কেননা তিনি কোনো প্রকার ফিতনা বা বিপর্যয়ের মধ্যে পতিত হওয়া থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। অন্যান্যদের পক্ষে অপরিচিতা তথা গাইরে মাহরাম মহিলাদের সালাম দেওয়া মাকরূহে তাহরীমী। তবে এমন বৃদ্ধা মহিলা, যার মাধ্যমে কোনো প্রকার ফিতনা বা বিপর্যয় সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তাকে সালাম দেওয়া বৈধ; এমনকি করমর্দনের ব্যাপারেও মত পাওয়া যায়। যাদেরকে সালাম দেওয়া মাকরূহ, তারা সালাম দিলে উত্তর দেওয়া জরুরি নয়। অধিকাংশ ওলামাদের মতে, যে কোনো বয়সী মহিলাদেরকে সালাম দেওয়া বর্তমান যুগে মাকরূহ। যুবতী কিংবা এমন মহিলা, যার প্রতি আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, তাকে সালাম দেওয়া নিষিদ্ধ।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– জারীর, উপনাম– আবূ আমর বা আবূ আব্দুল্লাহ, পিতার নাম– আব্দুল্লাহ। তিনি রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের চল্লিশ দিন পূর্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছি। তাঁর সূত্রে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে ১০০ [একশ'] হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববীর মতে, তিনি ২০০ [দুশো] হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) ৫১ হিজরিতে কারকিমিয়া নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٤٤٣ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ (رضـ) قَالَ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ اِذَا مَرُّوْا اَنْ يُسَلِّمَ اَحَدُهُمْ وَيُجْزِئُ عَنِ الْجُلُوْسِ اَنْ يَرُدَّ اَحَدُهُمْ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مَرْفُوْعًا وَرَوٰى اَبُوْ دَاوٗدَ وَقَالَ رَفَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَهُوَ شَيْخُ اَبِىْ دَاوٗدَ)

৪৪৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আলী ইবনে আবী তালিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন একদল লোক যেতে থাকে এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি অপর কোনো বক্তিকে বা দলকে সালাম দেয়, তবে এ সালামই গোটা দলের পক্ষ হতে যথেষ্ট। এমনিভাবে কোনো মজলিস হতে কোনো এক ব্যক্তি যদি সালামের জবাব দেয়, তবে তার এ জবাবই গোটা মজলিসের পক্ষ হতে যথেষ্ট। -[ইমাম বায়হাকী এ বর্ণনাকে শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে নবী করীম ﷺ -এর উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ বলেন, হাসান ইবনে আলী এ হাদীসটিকে মারফূ' হিসেবে রেওয়ায়েত করেছেন। হাসান ইবনে আলী ইমাম আবূ দাউদের ওস্তাদ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُجْزِئُ عَنِ الْجَمَاعَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** শরিয়তের পরিভাষায় সালাম দেওয়া সুন্নত; ওয়াজিব নয়। সুতরাং গোটা জামাতের একজন সালাম দিলে সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যাবে। যেমন- صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ 'ফরযে কেফায়া', লোকদের পক্ষ হতে কতেকে আদায় করলে যথেষ্ট হবে। এমনি সালামের জবাব দানে সকলের পক্ষ হতে একজনে উত্তর দিলে আদায় হয়ে যাবে। তবে পৃথক পৃথকভাবে সবার সালাম দেওয়া এবং উত্তর প্রদান করাই উত্তম।

وَعَنْ ٤٤٤٤ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رحـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارٰى فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ وَتَسْلِيْمُ النَّصَارٰى الْاِشَارَةُ بِالْاَكُفِّ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ اِسْنَادُهٗ ضَعِيْفٌ)

৪৪৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে শু'আইব (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য জাতির সাথে সাদৃশ্য করে সে আমাদের দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের সাথে সাদৃশ্য করো না। কেননা ইহুদিরা অঙ্গুলির ইশারায় সালাম দেয়, আর খ্রিস্টানরা হাতের তালু দ্বারা সালাম করে। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসের সনদ দুর্বল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ **-এর বিশ্লেষণ :** আলোচ্য হাদীসের রাবীর পূর্ণ বংশসূত্র হলো-

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ـ

উক্ত হাদীসে اَبِيْهِ -এর ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ হলো আমর। অর্থাৎ আমর তাঁর পিতা শু'আইব হতে বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া جَدِّهٖ-এর ضَمِيْر -এর مَرْجِعْ সম্পর্কে দুটি সম্ভাবনা রয়েছে-

১. جَدِّهٖ -এর ضَمِيْر প্রত্যাবর্তন হবে আমরের দিকে। তখন এ হাদীসটি مُرْسَلْ -এর অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা মুহাম্মদ আমরের দাদা, আর তিনি সাহাবী নন ; বরং তাবেঈ আর তাবেঈ কোনো হাদীস মহানবী ﷺ হতে সরাসরি বর্ণনা করলে তা مُرْسَلْ হয় বিধায় এ সুরতে হাদীসখানা মুরসাল হবে।

২. جَدِّهِ - এর ضَمِيْر প্রত্যাবর্তন হবে শু'আইবের দিকে। এ সময় جَدِّه দ্বারা উদ্দেশ্য হবে আব্দুল্লাহ। কেননা আব্দুল্লাহ শু'আইবের দাদা। এ অবস্থায় হাদীসটি হবে مُنْقَطِعٌ কেননা শু'আইব তাঁর দাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.)-এর সাক্ষাৎ পাননি, কারণ হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) পূর্বেই ইন্তেকাল করেছিলেন।

قَوْلُهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا **-এর মর্মার্থ :** "যে ব্যক্তি আমাদের ছাড়া অন্য জাতির অনুকরণ-অনুসরণ করে, সে আমাদের রীতিনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়"–এর অর্থ হলো, সে ইসলাম হতে বের হয়ে গেছে।

সাহাবায়ে কেরাম কখনো বিধর্মীদের ধর্মীয় বিধিমালার সাদৃশ্য গ্রহণ করতেন না। এটা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ لَا تَشَبَّهُوْا দ্বারা নিষেধ করেছেন। এর কারণ হলো, তিনি ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, একসময় উম্মতরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পদ্ধতিতে সালাম দেবে। বর্তমানে মুসলিম সেনাদলকে এরূপ সালাম দিতে দেখা যায়। এ ছাড়া সাধারণ মানুষ হাতের তালু দ্বারা টা-টা দেয়। এটা খ্রিস্টানদের সালাম, যা ইসলামি শরিয়তে সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাই রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে নিষেধ করেছেন।

হাদীসের শিক্ষা : ইহুদি-নাসারা তথা বিজাতিদের অনুকরণ, অনুসরণ, সাদৃশ্য সম্পূর্ণরূপে করা যাবে না–এ হাদীস থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হলো। আমাদের উচিত যে, আমরা হাদীসের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করে বিজাতিদের ধর্মীয় আচার-আচরণ পরিহার করি।

রাবী পরিচিতি : নাম– আমর, পিতার নাম– শু'আইব, পিতামহ– মুহাম্মদ ইবনে 'আমর ইবনুল 'আস। তিনি সাহমী গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা শু'আইব, ইবনুল মুসাইয়াব, তাউস প্রমুখ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তবে বুখারী ও মুসলিমে তাঁর বর্ণিত হাদীস স্থান পায়নি।

وَعَنْ ٤٤٤٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا لَقِيَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَاِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ اَوْ جِدَارٌ اَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ নিজের কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে, সে যেন প্রথমে সালাম দেয়। আর যদি তাদের উভয়ের মধ্যখানে বৃক্ষ, দেয়াল বা পাথরের আড়াল পড়ে যায়, অতঃপর পুনরায় সাক্ষাৎ হয়, তবে যেন দ্বিতীয়বার সালাম দেয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ **-এর তাৎপর্য :** আলোচ্য হাদীসে সালামের ব্যাপকতার প্রতি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে। দুব্যক্তি একত্রে চলার ক্ষেত্রে পথিমধ্যে যদি কোনো বস্তুর আড়াল হয়, তাহলেও পুনরায় সাক্ষাতের সাথে সাথে সালাম প্রদানের ব্যাপারে হাদীসে নির্দেশ এসেছে।

وَعَنْ ٤٤٤٦ قَتَادَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا دَخَلْتُمْ بَيْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهِ وَاِذَا خَرَجْتُمْ فَاَوْدِعُوْا اَهْلَهُ بِسَلَامٍ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا)

৪৪৪৬. অনুবাদ : কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন গৃহবাসীকে সালাম দেবে। আর যখন ঘর থেকে বের হবে, তখন গৃহবাসীকে সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ করবে। –[ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঘরে প্রবেশের আদব : আলোচ্য হাদীসে নিজের ঘর হোক বা অন্যের ঘর হোক সালাম দিয়ে প্রবেশ করার কথা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যদি ঘরের ভিতরে লোক না থাকে, তখনো সালাম দিয়ে প্রবেশ করার কথা বলা হয়েছে। তবে এ সময়ে সালামে বলবে– اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ

قَوْلُهُ فَاَوْدِعُوْا اَهْلَهُ بِسَلَامٍ -এর অর্থ : যখন গৃহ হতে বের হবে, তখন সালাম তাদের নিকট আমানত রেখে বের হবে। অর্থাৎ সালাম সহকারে বের হবে। অথবা এ অর্থও হতে পারে– তোমরা সালাম সহকারে গৃহবাসীকে ত্যাগ করবে।

রাবী পরিচিতি : নাম– কাতাদাহ, পিতার নাম– নু'মান। তিনি আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি আকাবায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। বদরের যুদ্ধে এবং পরবর্তী সমস্ত যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাঁর সূত্রে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ও আরো অন্যান্য অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সাহাবী।

وَعَنْ ٤٤٤٧ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا بُنَيَّ اِذَا دَخَلْتَ عَلٰى اَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُوْنُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلٰى اَهْلِ بَيْتِكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৪৪৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হে বৎস ! যখন তুমি তোমার ঘরে প্রবেশ কর, তখন সালাম দেবে। তোমার সালাম তোমার ও তোমার ঘরের বাসিন্দাদের জন্য বরকতের কারণ হবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ঘরে প্রবেশকালে সালামের বিধান : আলোচ্য হাদীসে "فَسَلِّمْ" শব্দটি যদিও ওয়াজিব সাব্যস্ত করে; কিন্তু ঘরে প্রবেশকালে সালাম দেওয়া ওয়াজিব নয়; বরং মোস্তাহাব।

وَعَنْ ٤٤٤٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ)

৪৪৪৮. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কথাবার্তা বলার পূর্বেই সালাম দিতে হবে। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি মুনকার।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلسَّلَامُ قَبْلَ الْكَلَامِ -এর ব্যাখ্যা : কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে কথাবার্তা শুরু করার পূর্বে সালাম দেওয়া বাঞ্ছনীয়। কথাবার্তা শুরু করার পূর্বে সালাম প্রদান করাকে বলা হয় سَلَام تَحِيَّة ; যেমন, মসজিদে প্রবেশ করার পর পর দু-রাকাত সালাত আদায় করাকে تَحِيَّةُ الْمَسْجِد বলা হয়।

قَوْلُهُ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ -এর ব্যাখ্যা : ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন যে, এ হাদীসটি مُنْكَرٌ ; অর্থাৎ এমন হাদীস, যার বর্ণনাকারী ضَابِطْ নয়। কেননা এ হাদীসের রাবীদের মধ্যে আনবাস ইবনে আব্দুর রহমান, যিনি দুর্বল রাবী হিসেবে পরিচিত। আর তিনি রেওয়ায়াত করেছেন মুহাম্মদ ইবনে খাদান হতে, যিনি হলেন مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ ; তাই এ হাদীসকে مُنْكَرٌ তথা 'সনদ গ্রহণযোগ্য নয়' বলা হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস হতে এটাই শিক্ষা হলো যে, কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রথমে সালাম দেবে, অতঃপর কথাবার্তা বলবে। হাদীসের শিক্ষা আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করাই বাঞ্ছনীয়।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– জাবের, পিতার নাম– আব্দুল্লাহ। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হাদীসশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হাদীস শিক্ষা, চর্চা ও প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্যে তিনি বহু দূরবর্তী এলাকা সফর করেছেন। যে ক'জন সাহাবী অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তিনি দীর্ঘদিন পর্যন্ত মসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষা কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা মোট ১৫৪০।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ৭৪ সালে ইন্তেকাল করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৯৪ বছর।

وَعَنْ ٤٤٤٩ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ كُنَّا فِى الْجَاهِلِيَّةِ نَقُوْلُ اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا وَاَنْعِمْ صَبَاحًا فَلَمَّا كَانَ الْاِسْلَامُ نُهِيْنَا عَنْ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৪৯. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাহেলিয়াতের যুগে সাক্ষাতের সময় বলতাম– اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا [অর্থাৎ 'আল্লাহ তোমার চক্ষু ঠাণ্ডা করুন'], اَنْعِمْ صَبَاحًا [অর্থাৎ 'প্রত্যুষেই তুমি কল্যাণের অধিকারী হও']। অতঃপর যখন ইসলামের আবির্ভাব হলো, তখন আমাদেরকে এটা বলতে নিষেধ করা হলো। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রাক-ইসলামি যুগে আরবদের সালাম : মানব সভ্যতার শুরু হতেই একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময় সাদর-সম্ভাষণের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে আসছে। তাই প্রাক-ইসলামী যুগে আরবদের মধ্যে اَنْعَمَ اللّٰهُ بِكَ عَيْنًا বা اَنْعِمْ صَبَاحًا ইত্যাদি বলার প্রচলন ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর মহানবী ﷺ প্রাক-ইসলামি যুগের ব্যবহৃত শব্দগুলো বাদ দিয়ে পরস্পরে সাক্ষাতে, সাদর-সম্ভাষণে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার নির্দেশ দিয়েছেন।

وَعَنْ ٤٤٥٠ غَالِبٍ (رح) قَالَ اِنَّا لَجُلُوْسٌ بِبَابِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ اِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ قَالَ بَعَثَنِىْ اَبِىْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِئْتِهِ فَاقْرِئْهُ السَّلَامَ قَالَ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ اَبِىْ يَقْرَئُكَ السَّلَامَ فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلٰى اَبِيْكَ السَّلَامُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৫০. অনুবাদ : গালিব (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা হযরত হাসান বসরীর দরজায় বসেছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার পিতা আমার পিতামহ হতে হাদীস বর্ণনা করেন যে, [আমার পিতামহ বললেন,] আমার পিতা একবার আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে আমার সালাম পৌছাবে। আমার পিতামহ বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হলাম এবং আরজ করলাম, আমার পিতা আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাবে বললেন– "عَلَيْكَ وَعَلٰى اَبِيْكَ السَّلَامُ" 'তোমার এবং তোমার পিতার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কারো মাধ্যমে সালাম পৌছানোর পদ্ধতি : যদি কারো নিকট সালাম পাঠাতে হয়, তখন 'অমুকের কাছে আমার সালাম পৌছে দাও' বললেই যথেষ্ট হবে। মুখে 'আস্সালামু আলাইকুম' বলার প্রয়োজন নেই। তবে উত্তর দেওয়ার সময় বলতে হবে– "عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ" অর্থাৎ তোমার এবং তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।

হাদীসের শিক্ষা : এ হাদীস থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, কারো নিকট সালাম পাঠাতে হলে মুখে সালামের বাক্য উচ্চারণ করার প্রয়োজন নেই। শুধু এতটুকু বললেই চলবে– 'অমুকের নিকট আমার সালাম জানাবে'। এমনিভাবে সালামের বাহক সালাম পৌছানোর সময় পূর্ণ বাক্য বলার প্রয়োজন নেই। তবে উত্তরে সালাম প্রেরক ও বাহক উভয়কে উদ্দেশ্য করে বলবে– "عَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ"

وَعَنْ ٤٤٥١ أَبِى الْعَلَاءِ الْحَضْرَمِىِّ (رضـ) أَنَّ الْعَلَاءَ الْحَضْرَمِىَّ كَانَ عَامِلَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَيْهِ بَدَأَ بِنَفْسِهِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৫১. অনুবাদ : হযরত আবুল 'আলা হাযরামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আলা আল-হাযরামী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কর্মচারী ছিলেন। যখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে চিঠি লিখতেন, তখন নিজের নাম দিয়ে আরম্ভ করতেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– ইয়াযীদ, পিতার নাম– আব্দুল্লাহ, উপনাম– আবুল 'আলা, উপাধি– হাযরামী। তিনি 'হাযরামাউত' -এর অধিবাসী ছিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ থেকে বাহরাইনের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁর নিকট হতে সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ প্রমুখ বর্ণনা করেন।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ১৪ সালে ইন্তেকাল করেন।

পত্র লেখার ইসলামি নিয়ম : পত্র সাধারণত পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হয়–

১. প্রেরকের নাম, পদবী ও ঠিকানা উল্লেখ।
২. প্রাপকের নাম ও সম্মানসূচক উপাধি বর্ণনা।
৩. যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সালাম ও দোয়া পেশ করা।
৪. মূল বক্তব্য পেশ করা।
৫. পরিণাম সম্পর্কে উৎসাহ বা সতর্কীকরণ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস -এর নিকট এভাবেই পত্র লিখেছিলেন–

١. مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ـ
٢. إِلَى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ ـ
٣. سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ـ
٤. أَسْلِمْ تَسْلَمْ ـ
٥. وَإِلَّا عَلَيْكَ إِثْمُ الْيَرِسِيْنَ ـ

প্রাপকের নাম উল্লেখ করেও পত্র শুরু করা যায়। যেমন– হযরত ইবনে ওমর (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর নিকট পত্র প্রেরণ করেছিলেন। তবে প্রথমোক্ত নিয়মটি সুন্নত।

وَعَنْ ٤٤٥٢ جَابِرٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتْرِبْهُ فَإِنَّهُ أَنْجَحُ لِلْحَاجَةِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ)

৪৪৫২. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কেউ অন্য কাউকে চিঠি লেখে, [লেখা শেষে] তখন তাতে যেন মাটি লাগিয়ে দেয়। কেননা এটা উদ্দেশ্যকে অধিকতর সফলকারী।।

–[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি মুনকার]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পত্রে মাটি লাগানোর তাৎপর্য : 'চিঠি লিখে তাতে কিছু মাটি লাগানো'–এ অংশের অর্থ নির্ধারণে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, হাদীস প্রকৃত অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এর দুটি অর্থ রয়েছে–
১. চিঠি লেখার পর মাটিতে ফেলবে। ২. অথবা চিঠি লেখার পর এতে কিছু মাটি ছিটিয়ে দেবে। উভয় ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য হলো, চিঠি লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার ব্যাপারে আল্লাহ্র উপর নির্ভরশীল হওয়া। আবার কেউ বলেন, হাদীসটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ চিঠি লেখার সময় লেখক খুব বিনয়ের সাথে সম্বোধন করবে।

রাবী পরিচিতি :
নাম ও পরিচয় : নাম– জাবের, উপনাম– আবূ আব্দুল্লাহ, পিতার নাম– আব্দুল্লাহ ইবনে উনাইস। তিনি সুলামী বংশোদ্ভূত। তিনি 'আকাবায়ে উলা'য় ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের একজন ছিলেন।
হাদীসের সংখ্যা : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা মোট ২৭। ইমাম মুসলিম لَيْلَةُ الْقَدْرِ সম্পর্কিত একটি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র.) তাঁর বর্ণিত চারটি হাদীস বর্ণনা করেন।
ইন্তেকাল : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) ৭৪ হিজরিতে ৯৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٤٥٣ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (رض) قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى اُذُنِكَ فَإِنَّهُ اَذْكَرُ لِلْمَالِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ اِسْنَادِهِ ضُعْفٌ)

৪৪৫৩. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলাম। তখন তাঁর সম্মুখে একজন কাতিব [লেখক] ছিল। আমি তাঁকে লেখকের উদ্দেশ্যে বলতে শুনেছি, 'কলমটি কানের উপর রাখ। কেননা এরূপ করলে প্রয়োজনীয় কথা বা উদ্দেশ্য স্মরণ হয়।' –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব ও সনদ দুর্বল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى اُذُنِكَ -এর তাৎপর্য : আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'কলমটি তোমার কানে রাখ'-এর তাৎপর্য হলো, কোনো কিছু লেখতে বসলে যদি স্মরণ না আসে, তবে কানের উপর কলম রাখলে তা স্মরণে পড়বে।
রাবী পরিচিতি : নাম– যায়েদ, ডাক নাম– আবূ সাঈদ, পিতার নাম– ছাবিত। তিনি ছিলেন ওহী লেখক এবং রাসূল ﷺ -এর জীবদ্দশায় কুরআন সংকলনকারী চারজন সাহাবীর অন্যতম। তিনি ৪৫ হিজরিতে মদিনা শরীফে ৫৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْهُ ٤٤٥٤ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ اَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّهُ اَمَرَنِيْ اَنْ اَتَعَلَّمَ كِتَابَ يَهُوْدٍ وَقَالَ اِنِّيْ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابٍ قَالَ فَمَا مَرَّ بِيْ نِصْفُ شَهْرٍ حَتّٰى تَعَلَّمْتُ فَكَانَ اِذَا كَتَبَ اِلٰى يَهُوْدٍ كَتَبْتُ وَاِذَا كَتَبُوْا اِلَيْهِ قَرَاْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৪৫৪. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি সুরিয়ানী ভাষা শিক্ষা করি। অন্য এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ আমাকে আদেশ করলেন, যেন আমি ইহুদিদের পত্র লিখন পদ্ধতি শিক্ষা করি। তিনি আরো বলেন যে, পত্রালাপ সংক্রান্ত ব্যাপারে ইহুদিদের দিক থেকে আমার সন্তুষ্টি আসে না। যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.) বলেন, অর্ধ মাসের মধ্যে আমি [সুরিয়ানী ভাষা] শিখে ফেললাম। অতঃপর নবী করীম ﷺ যখনই কোনো ইহুদিকে চিঠি লিখতেন, তা আমি লিখতাম। আর কোনো ইহুদি যখন তাঁর কাছে চিঠি পাঠাত, তাদের চিঠি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে আমিই পাঠ করতাম।
–[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنِّىْ مَا اٰمَنُ يَهُوْدَ عَلٰى كِتَابٍ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ভাষায়ই লেখতে বা পড়তে জানতেন না। সুতরাং ইহুদিদের নিকট কোনো পত্র লেখতে হলে বা তাদের পক্ষ হতে প্রাপ্ত কোনো পত্রের বিষয়বস্তু বুঝতে হলে তাদের শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু ইহুদি জাতি জন্মগতভাবেই ইসলাম বিদ্বেষী, তাই রাসূল ﷺ তাদের উপর এজন্যই নির্ভরশীল হতে পারেননি যে, হয়তো বা তারা তাঁর অভিমতসমূহ লেখার ব্যাপারে বাড়িয়ে-কমিয়ে লেখবে এবং পড়ে শোনাবার সময় কিছু গোপন করবে। এরূপ ঘটনার অবতারণা হয়েছিল। এ কারণেই রাসূল ﷺ হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রা.)-কে ইহুদিদের ভাষা শিক্ষা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, যাতে এ ব্যাপারে ইহুদিদের মুখাপেক্ষী হতে না হয়।

বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার বিধান : আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে যে, বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করা জায়েজ, হারাম নয়। তবে কোনো ভাষা শিক্ষা গ্রহণে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা যদি বেশি থাকে, তাহলে তা শিক্ষা না করা উত্তম।

وَعَنْ ٤٤٥٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا انْتَهٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى مَجْلِسٍ فَلْيُسَلِّمْ فَاِنْ بَدَا لَهُ اَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ ثُمَّ اِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتِ الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ যখন কোনো মজলিসে পৌঁছে, সে যেন সালাম করে। অতঃপর যদি বসার প্রয়োজন হয়, তবে বসে পড়বে। অতঃপর যখন প্রস্থানের উদ্দেশ্যে দাঁড়ায়, সে [দ্বিতীয়বার] সালাম দেবে। কেননা প্রথমবারের সালাম দ্বিতীয়বারের সালামের চেয়ে উত্তম নয়। অর্থাৎ উভয় সালামই মর্যাদার দিক দিয়ে সমান। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلْيَجْلِسْ **-এর ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ 'সে যেন বসে পড়ে', এখানে أَمْر ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং اِسْتِحْبَابٌ -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রয়োজন থাকলে বসে পড়া উচিত।

قَوْلُهُ فَلَيْسَتِ الْاُوْلٰى بِاَحَقَّ مِنَ الْاٰخِرَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** হাদীসে বর্ণিত এ অংশের অর্থ হলো–প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় বারের সালাম সমান, সুন্নত ও শরিয়তে স্বীকৃত হওয়ার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেউ কেউ বলেন, দ্বিতীয়বারের সালাম-ই উত্তম।

وَعَنْهُ ٤٤٥٦ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا خَيْرَ فِىْ جُلُوْسٍ فِى الطُّرُقَاتِ اِلَّا لِمَنْ هَدَى السَّبِيْلَ وَرَدَّ التَّحِيَّةَ وَغَضَّ الْبَصَرَ وَاَعَانَ عَلَى الْحَمُوْلَةِ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ جُرَيٍّ فِىْ بَابِ فَضْلِ الصَّدَقَةِ)

৪৪৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, রাস্তাসমূহের উপর বসা ভালো নয়। তবে হাঁ, সে ব্যক্তির জন্য ভালো, যে রাস্তা দেখিয়ে দেয়, সালামের জবাব দেয়, চক্ষু অবনত রাখে এবং বোঝা বহনকারীকে সাহায্য করে। –[শরহে সুন্নাহ, এ বিষয়ে আবূ জুরাই -এর বর্ণিত হাদীস সদকার মাহাত্ম্য পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٤٥٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ وَنَفَخَ فِيْهِ الرُّوْحَ عَطَسَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِاِذْنِهٖ فَقَالَ لَهٗ رَبُّهٗ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ يَا اٰدَمُ اِذْهَبْ اِلٰى اُولٰئِكَ الْمَلٰئِكَةِ اِلٰى مَلَإٍ مِنْهُمْ جُلُوْسٍ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالُوْا عَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى رَبِّهٖ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهٖ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ بَنِيْكَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لَهُ اللّٰهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ اخْتَرْ اَيَّتَهُمَا شِئْتَ فَقَالَ اخْتَرْتُ يَمِيْنَ رَبِّىْ وَكِلْتَا يَدَىْ رَبِّىْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ ثُمَّ بَسَطَهَا فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ وَذُرِّيَّتُهٗ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَا هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ ذُرِّيَّتُكَ فَاِذَا كُلُّ اِنْسَانٍ مَكْتُوْبٌ عُمْرُهٗ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَاِذَا فِيْهِمْ رَجُلٌ اَضْوَءُهُمْ اَوْ مِنْ اَضْوَئِهِمْ قَالَ يَا رَبِّ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اِبْنُكَ دَاوُدُ وَقَدْ كَتَبْتُ لَهٗ عُمْرَهٗ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ يَارَبِّ زِدْ فِىْ عُمْرِهٖ قَالَ ذٰلِكَ الَّذِىْ كَتَبْتُ لَهٗ قَالَ اَىْ رَبِّ فَاِنِّىْ قَدْ جَعَلْتُ لَهٗ مِنْ عُمْرِىْ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ اَنْتَ وَذَاكَ قَالَ ثُمَّ سَكَنَ الْجَنَّةَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اُهْبِطَ مِنْهَا وَكَانَ اٰدَمُ يَعُدُّ لِنَفْسِهٖ ـ

৪৪৫৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন আল্লাহ্ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর মধ্যে প্রাণ দান করলেন, তখন হযরত আদম (আ.) হাঁচি দিলেন এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুমতি ক্রমে তাঁর প্রশংসা করে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বললেন, হে আদম! আল্লাহ তোমাকে রহম করুন। এখন তুমি ঐ উপবেশনকারী ফেরেশতাদের কাছে যাও, যাঁরা বসে আছে। আর তাঁদেরকে বল 'আস্ সালামু আলাইকুম' [অর্থাৎ 'তোমাদের প্রতি আল্লাহ্ শান্তি বর্ষণ করুন'।] তিনি গিয়ে বললেন, আসসালামু আলাইকুম'। ফেরেশতাগণ জবাবে বললেন, 'আলাইকাস সালামু ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ' [অর্থাৎ 'তোমার প্রতি আল্লাহ্র শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক'।] অতঃপর তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট ফিরে আসলেন। আল্লাহ তা'আলা বললেন, এটাই তোমার এবং তোমার সন্তানদের পারস্পরিক অভিবাদন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁকে নিজের [কুদরতি] দু-হাত দেখিয়ে বললেন, তুমি এ দুটির যে কোনো একটি পছন্দ কর। তখন তাঁর উভয় হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল। হযরত আদম (আ.) বললেন, হে প্রভু! আমি তোমার ডান হাতকে পছন্দ করলাম। আল্লাহ তা'আলার উভয় হাতই ডান হাত এবং কল্যাণকর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাত খুলতেই দেখা গেল, তাতে হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানগণ রয়েছে। তখন হযরত আদম (আ.) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! এরা কারা? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এরা তোমার সন্তান। তখন দেখা গেল, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ুষ্কাল তাঁর দু-চোখের মাঝে অর্থাৎ কপালে লিপিবদ্ধ আছে। তন্মধ্যে উজ্জ্বলতর এক ব্যক্তি রয়েছে। হযরত আদম (আ.) জিজ্ঞেস করলেন, হে প্রভু! এ ব্যক্তি কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, এ ব্যক্তি তোমার অন্যতম সন্তান 'দাঊদ'। তাঁর আয়ু আমি চল্লিশ বছর লেখেছি। হযরত আদম (আ.) বললেন, 'হে প্রভু! তাঁর আয়ু বাড়িয়ে দিন'। আল্লাহ তা'আলা বললেন, আমি তো তাঁর এতটুকু আয়ুষ্কাল লেখে রেখেছি। হযরত আদম (আ.) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার আয়ু হতে ষাট বছর দান করলাম। আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি আর তোমার সন্তান দাঊদ জানে' অর্থাৎ এটা তোমার ব্যাপার। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যতদিন ইচ্ছে করেন, হযরত আদম (আ.) বেহেশতে বসবাস করেন। অতঃপর তাঁকে বেহেশ্ত হতে বের করে দেওয়া হলো। হযরত আদম (আ.) নিজের বয়সের বছরগুলো গণনা করতে লাগলেন, [যখন তাঁর আয়ুষ্কাল নয়শ' চল্লিশ বছর শেষ হয়ে গেল]

فَاتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ اٰدَمُ قَدْ عَجِلْتَ قَدْ كُتِبَ لِيْ اَلْفُ سَنَةٍ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنَّكَ جَعَلْتَ لِابْنِكَ دَاوُدَ سِتِّيْنَ سَنَةً فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُهُ وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُهُ قَالَ فَمِنْ يَوْمَئِذٍ اُمِرَ بِالْكِتَابِ وَالشُّهُوْدِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

তখন তাঁর কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা আযরাঈল (আ.) আসলেন। হযরত আদম (আ.) তাঁকে বললেন, তুমি তো আগে এসেছ, আমার জন্য এক হাজার বছর আয়ুষ্কাল লেখা রয়েছে। মৃত্যুর ফেরেশতা বললেন, জী-হ্যাঁ, কিন্তু আপনি আপনার সন্তান হযরত দাউদ (আ.)-কে ষাট বছর আয়ু দান করেছেন। তখন হযরত আদম (আ.) অস্বীকার করলেন। এ কারণে তাঁর সন্তানগণও অস্বীকার করে থাকেন এবং হযরত আদম (আ.) ভুলে গেছেন, তাই তাঁর সন্তানগণও ভুলে যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেদিন হতে লিখে রাখতে এবং সাক্ষী রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ فَحَمِدَ اللّٰهَ بِاِذْنِهِ **-এর অর্থ :** হাদীসের এ অংশের অর্থ হলো– হযরত আদম (আ.)-এর মধ্যে যখন প্রাণ দান করা হলো, তখন তিনি হাঁচি দিলেন এবং 'আল-হাম্‌দু লিল্লাহ' বলতে মনস্থ করলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাঁর প্রশংসা করলেন।

قَوْلُهُ وَيَدَاهُ مَقْبُوْضَتَانِ **-এর অর্থ :** 'আল্লাহ তা'আলার দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ ছিল।' এ বাক্যটি তারকীবে حَالْ হয়েছে "اَللّٰهُ" শব্দ হতে। তবে আল্লাহ তা'আলার হাত বলতে কি আকৃতির, তা নিরূপণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে বলতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার কুদরতের হাত।

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ্‌র হাত দ্বারা আল্লাহর ক্ষমতা উদ্দেশ্য।

আবার কারো মতে, এখানে দু-হাত বলতে তাঁর জালাল ও জামাল দুটি গুণ বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ كِلْتَا يَدَيْ رَبِّيْ يَمِيْنٌ مُبَارَكَةٌ **-এর বিশ্লেষণ :** 'আল্লাহর উভয় হাত ডান হাত এবং কল্যাণকর'–এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় বিভিন্ন অভিমত রয়েছে–

১. আল্লাহর হাত অর্থ কল্যাণের হাত। তিনি হাত দ্বারা কারো ক্ষতি করবেন না। সুতরাং এখানে يَمِيْنْ দ্বারা شِمَالْ বিপরীত বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। তাই বলা হয়, আল্লাহর যদি হাত হতো, তবে উভয় হাতই ডান হাত হতো।

২. বাম হাত ডান হাতের তুলনায় দুর্বল হয়ে থাকে, সুতরাং আল্লাহর বাম হাত না থাকার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হতে মুক্ত এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. হযরত আদম (আ.) আল্লাহর ডান হাত বলতে তাঁর অসীম নিয়ামতের শোকর ও তিনি যে মহান কুদরতের মালিক এবং তাঁর অনুগ্রহ যে মানুষের তথা সৃষ্টিকুলের জন্য কল্যাণ, সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

৪. আল্লাহ তা'আলার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَاِذَا فِيْهَا اٰدَمُ وَذُرِّيَّتُهُ **-এর ব্যাখ্যা :** মহান রাব্বুল আলামীনের কুদরতের হাত উন্মুক্ত করার পর দেখা গেল যে, হযরত আদম (আ.)-এর বংশে জন্মগ্রহণকারী সন্তানগণ। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তখনো আদম সন্তান জন্ম হয়নি, তা সত্ত্বেও কিভাবে দেখতে পেল। উত্তরে বলা হয় যে, মহান রাব্বুল আলামীন 'সূরতে মিছালী' দেখিয়েছেন, প্রকৃত আকৃতি নয়। কারণ প্রকৃত আকৃতি হয় সৃষ্টির পর। এ ছাড়া এটাও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ কুদরতের মাধ্যমে দেখিয়েছেন।

হাদীসদ্বয়ের বিরোধ ও তার নিরসন : كِتَابُ الْاِيْمَانِ-এর 'ঈমান বিল ক্বাদর'-এ বলা হয়েছে যে, হযরত আদম (আ.) তাঁর বয়স হতে চল্লিশ বছর দান করেছেন, আর এ হাদীসে ষাট বছরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর জবাবে বলা যায় যে, হযরত আদম (আ.) প্রথমে চল্লিশ বছর দিয়েছিলেন, অতঃপর আরো বিশ বছর বৃদ্ধি করেছেন। সুতরাং كِتَابُ الْاِيْمَانِ-এর 'ঈমান বিল ক্বাদর'-এ প্রথম চল্লিশকে উল্লেখ করা হয়েছে, বাকি বিশের কথা উল্লেখ করেননি। হাদীসদ্বয় এভাবে বিশ্লেষণ করলে কোনো تَعَارُضْ বা বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ٤٤٥٨ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) قَالَتْ مَرَّ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৪৪৫৮. অনুবাদ : আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের মহিলাদের এক সমাবেশের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন এবং আমাদেরকে সালাম করলেন।

−[আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

وَعَنْ ٤٤٥٩ الطُّفَيْلِ بْنِ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رض) اَنَّهُ كَانَ يَاْتِى ابْنَ عُمَرَ فَيَغْدُوْ مَعَهُ اِلَى السُّوْقِ قَالَ فَاِذَا غَدَوْنَا اِلَى السُّوْقِ لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَلٰى سِقَاطٍ وَلَا عَلٰى صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلَا مِسْكِيْنٍ وَلَا عَلٰى اَحَدٍ اِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ الطُّفَيْلُ فَجِئْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ يَوْمًا فَاسْتَتْبَعَنِىْ اِلَى السُّوْقِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا تَصْنَعُ فِى السُّوْقِ وَاَنْتَ لَا تَقِفُ عَلَى الْبَيْعِ وَلَا تَسْاَلُ عَنِ السِّلَعِ وَلَا تَسُوْمُ بِهَا وَلَا تَجْلِسُ فِىْ مَجَالِسِ السُّوْقِ فَاجْلِسْ بِنَا هٰهُنَا نَتَحَدَّثُ قَالَ فَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يَا اَبَا بَطْنٍ قَالَ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنٍ اِنَّمَا نَغْدُوْ مِنْ اَجْلِ السَّلَامِ نُسَلِّمُ عَلٰى مَنْ لَقِيْنَاهُ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৪৫৯. অনুবাদ : হযরত তোফায়েল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি [তোফায়েল] হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে আসা-যাওয়া করতেন এবং তাঁর সাথে সকালবেলা বাজারে যেতেন। তিনি বললেন, যখন আমরা সকালবেলা বাজারে যেতাম, তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখনই কোনো সাধারণ দোকানদার, বিক্রেতা, মিসকিন এবং অন্য কোনো মানুষের নিকট দিয়ে গমন করতেন, তখন তিনি তাদেরকে সালাম করতেন। বর্ণনাকারী তোফায়েল বলেন, আমার পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী একদিন আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর নিকট গেলাম, তখন তিনি আমাকে সাথে করে বাজারের দিকে যেতে শুরু করলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি কেনাবেচার জন্য কোথাও দাঁড়ান না, কোনো জিনিসের দাম জিজ্ঞেস করেন না, কোনো সওদা করেন না, আর বাজারের কোনো মজলিসে ও বসেন না। সুতরাং আপনি আমার সাথে এখানে বসুন, আমরা হাদীস আলোচনা করি। তোফায়েল বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আমাকে বললেন, হে প্রকাণ্ড পেটওয়ালা! তোফায়েলের পেট [তুলনামূলক কিছুটা] বড় ছিল। আমরা সকালবেলা শুধু সালাম করতে যাই। আমরা যাকেই সাক্ষাতে পাই, তাকেই সালাম করি। −[মালিক ও বায়হাকী শু'আইবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا سَلَّمَ عَلَيْهِ **-এর অর্থ :** আলোচ্য হাদীসাংশের দুটি অর্থ হতে পারে−

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যে কোনো লোকের নিকট দিয়ে গমন করার সময় সালাম দিতেন।

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) যে কোনো লোকের নিকট দিয়ে গমন করতেন, ঐ ব্যক্তি তাঁকে সালাম দিতেন।

রাবী পরিচিতি : নাম− তোফায়েল, পিতার নাম− উবাই ইবনে কা'ব আল-আনসারী। তিনি একজন সম্মানিত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতা ও অন্যান্যদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর পিতা উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন।

وَعَنْ ٤٤٦٠ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ اَتٰى رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِفُلَانٍ فِىْ حَائِطِىْ عِذْقٌ وَاِنَّهٗ قَدْ اٰذَانِىْ مَكَانَ عِذْقِهٖ فَاَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ بِعْنِىْ عِذْقَكَ قَالَ لَا قَالَ فَهَبْ لِىْ قَالَ لَا قَالَ فَبِعْنِيْهِ بِعِذْقٍ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأَيْتُ الَّذِىْ هُوَ اَبْخَلُ مِنْكَ اِلَّا الَّذِىْ يَبْخَلُ بِالسَّلَامِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৪৬০. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরজ করেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আমার বাগানে অমুক ব্যক্তির একটি খেজুর গাছ আছে। তার এ খেজুর গাছ আমাকে কষ্ট দেয়। [অর্থাৎ এ গাছের মালিক সময়-অসময় বাগানে আসে, ফলে আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজনের অসুবিধা হয়।] রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ ব্যক্তিকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, তুমি তোমার খেজুর গাছটি আমার কাছে বিক্রয় কর। লোকটি বলল, না। রাসূল ﷺ বললেন, তবে আমাকে দান কর। লোকটি বলল, না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আবারো বললেন, বেহেশতের একটি খেজুর গাছের বিনিময়ে ওটা আমার নিকট বিক্রয় কর। লোকটি এবারও বলল, না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমার তুলনায় অধিক কৃপণ আর কাউকে দেখিনি। কিন্তু হ্যাঁ, যে ব্যক্তি সালাম করতে কৃপণতা করে [অর্থাৎ যে ব্যক্তি সালাম প্রদানে কৃপণতা করে, সে তোমার চেয়েও কৃপণ]।

–[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَبِعْنِيْهِ **-এর অর্থ :** তোমার গাছটি আমার নিকট বিক্রয় করে দাও। এখানে اَمْر ওয়াজিব অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এটা ছিল আব্দার। অন্যথা রাসূল ﷺ-এর নির্দেশ অমান্যকারী মুনাফেক হয়ে যায়। এখানে লোকটি অমুসলমান বা মুনাফেক ছিল না। এর প্রমাণ হলো হাদীসের অংশ– "بِعِذْقٍ فِى الْجَنَّةِ" এখানে জান্নাতের কথা উল্লেখ হয়েছে। তবে লোকটি ছিল বেদুইন, আদব বা ভদ্রতা থেকে ছিল অনেক দূরে। অন্যথা রাসূল ﷺ-এর আব্দার রক্ষা করত।

وَعَنْ ٤٤٦١ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبَادِئُ بِالسَّلَامِ بَرِئٌ مِنَ الْكِبْرِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৪৬১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার হতে মুক্ত। –[ইমাম বায়হাকী (র.) হাদীসটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সালামের উপকারিতা : মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু অহংকার থাকে। এটা জন্মগত মানব স্বভাব। মানুষকে বেশি বেশি সালাম করলে এ ব্যাধি হতে মুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং আমাদের কর্তব্য বেশি বেশি সালাম প্রদান করা। অধিক সালাম প্রদানের অভ্যাস হলেই আমরা গর্ব-অহংকার হতে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারব। আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন।

بَابُ الْاِسْتِيْذَانِ
পরিচ্ছেদ : অনুমতি প্রার্থনা

اَلْاِسْتِيْذَانُ : শব্দটি بَابِ اِسْتِفْعَالٌ-এর মাসদার, অর্থ হচ্ছে- طَلَبُ الْاِذْنِ [অনুমতি চাওয়া]। ইসলামি শরিয়ত মতে, কারো ঘরে প্রবেশ করতে হলে পূর্বেই অনুমতি চাওয়া অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَأْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰى اَهْلِهَا

অন্য এক আয়াতে আছে- وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ

এ আয়াতদ্বয়ের ভাষ্যে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অন্য কারো গৃহে প্রবেশ করতে হলে পূর্বেই অনুমতি চাওয়া অপরিহার্য। কেউ কেউ বলেন, অনুমতির জন্য শুধু সালাম করলেই যথেষ্ট হবে, পৃথকভাবে অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। এ পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। তবে সালামের সাথে সাথে অনুমতি চাওয়া উত্তম।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٤٦٢ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ اَتَانَا اَبُوْ مُوْسٰى قَالَ اِنَّ عُمَرَ اَرْسَلَ اِلَىَّ اَنْ اٰتِيَهٗ فَاَتَيْتُ بَابَهٗ فَسَلَّمْتُ ثَلٰثًا فَلَمْ يَرُدَّ عَلَىَّ فَرَجَعْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَاْتِيَنَا فَقُلْتُ اِنِّىْ اَتَيْتُ فَسَلَّمْتُ عَلٰى بَابِكَ ثَلٰثًا فَلَمْ تَرُدُّوْا عَلَىَّ فَرَجَعْتُ وَقَدْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اسْتَاْذَنَ اَحَدُكُمْ ثَلٰثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ فَلْيَرْجِعْ فَقَالَ عُمَرُ اَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ قَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فَقُمْتُ مَعَهٗ فَذَهَبْتُ اِلٰى عُمَرَ فَشَهِدْتُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমাদের কাছে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) আসলেন এবং বললেন, হযরত ওমর (রা.) আমার কাছে এক ব্যক্তিকে পাঠিয়ে আমাকে তলব করলেন। আমি যথারীতি তাঁর দরজায় উপস্থিত হলাম এবং তিনবার সালাম দিলাম; কিন্তু আমার সালামের উত্তর দেওয়া হলো না বিধায় আমি ফিরে গেলাম। অতঃপর [অন্যত্র] হযরত ওমর (রা.) আমাকে বললেন, আমাদের কাছে আসতে তোমাকে কিসে বারণ করল? আমি বললাম, আমি এসেছিলাম এবং আপনার দরজায় তিনবার সালাম করেছিলাম, কিন্তু আপনাদের কেউই আমার সালামের জবাব দেননি। তখন আমি ফিরে গেলাম। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন- যখন তোমাদের কেউ তিনবার অনুমতি প্রার্থনা করে, আর অনুমতি না মেলে, তবে সে যেন ফিরে আসে। হযরত ওমর (রা.) এটা শুনে বললেন, এ ব্যাপারে তোমাকে অবশ্যই প্রমাণ পেশ করতে হবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, তখন আমি হযরত আবূ মূসা আশআরীর সাথে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট গেলাম এবং সাক্ষ্য দিলাম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সংশ্লিষ্ট ঘটনা : একদিন হযরত ওমর (রা.) হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। হযরত আবূ মূসা (রা.) যথাসময়ে হযরত ওমর (রা.)-এর বাড়ির দরজায় এসে তিনবার সালাম প্রদান করে অন্দরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলেন, কিন্তু অন্য বাড়ি হতে সালামের কোনো জবাব না পেয়ে তিনি ফিরে চলে আসলেন। পরে এক সময় হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে হযরত আবূ মূসা (রা.)-এর সাক্ষাত হলো। তিনি হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-কে অন্দর বাড়িতে প্রবেশ না করার কারণ কি জিজ্ঞেস করলেন। তখন হযরত আবূ মূসা (রা.) বললেন যে, আমি যথাসময়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভিতর বাড়ি

হতে সালামের কোনো উত্তর না পাওয়ায় আমি চলে আসলাম। মূলত এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেছেন যে, কারো বাড়ির দরজায় গিয়ে তিনবার সালাম করে প্রবেশের অনুমতি চেয়ে নেবে। যদি সালামের জবাব দেয়, তখন বুঝতে হবে যে, প্রবেশের অনুমতি আছে। অন্যথা বুঝে নিতে হবে যে, প্রবেশের অনুমতি নেই, তাই চলে আসবে। সুতরাং আমি এ হাদীস মোতাবেক সালামের জবাব না পেয়ে চলে এসেছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তোমার এ কথার সমর্থনে তোমাকে অবশ্যই প্রমাণ পেশ করতে হবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, অতঃপর হযরত আবূ মূসা (রা.) সাক্ষীর জন্য আমাদের কাছে অস্থির হয়ে আসলেন। তখন আমি তাঁর সাথে গিয়ে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট সাক্ষী দিলাম যে, এ হাদীসটি সহীহ ও সত্য।

তিনবার অনুমতি চাওয়ার কারণ : মিরকাত গ্রন্থকার তিনবার অনুমতি চাওয়ার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, প্রথমবার পরিচয়ের জন্য, দ্বিতীয়বার চিন্তাভাবনা করার জন্য, তৃতীয়বার অনুমতি-অননুমতি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। যেমন বলা হয়েছে- فَإِنَّ الْأَوَّلَ لِلتَّعَرُّفِ وَالثَّانِيْ لِلتَّأَمُّلِ وَالثَّالِثُ لِلْإِذْنِ وَعَدَمِهِ

قَوْلُهُ وَقَدْ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -এর বিশ্লেষণ : উল্লিখিত অংশে واو বর্ণটি حَالِيَه বা اِسْتِئْنَافِيَه হতে পারে। এ বাক্যের অর্থ হলো, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন'–এখানে হযরত আবূ মূসা আশাআরী (রা.)-এর উদ্দেশ্য হলো, তাঁর নিকট রক্ষিত একটি হাদীস বর্ণনা করা। পরবর্তী পর্যায়ে হযরত ওমর (রা.)-এর কথা اَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ -এর দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ওমর (রা.) ইতঃপূর্বে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত হননি। সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের পরস্পর মুয়ামেলায় এভাবে হাদীস উল্লেখ করে আত্মপক্ষ সমর্থন করার নিয়ম ছিল।

হযরত ওমর (রা.)-এর প্রমাণ চাওয়ার কারণ : হাদীসে উল্লিখিত اَقِمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ উক্তিটি হযরত ওমর (রা.)-এর। তিনি হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-কে তাঁর বর্ণিত হাদীসের উপর প্রমাণ উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি হযরত আবূ মূসা (রা.)-কে অবিশ্বাস করলেন ; বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বিদ'আতি ও মিথ্যা হাদীস রটনাকারীদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করা যে, যেখানে হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.)-এর ন্যায় সর্বজন শ্রদ্ধেয় সাহাবী বর্ণিত হাদীসকে হযরত ওমর (রা.) যাচাই-বাছাই করা ছাড়া গ্রহণ করেননি, সে ক্ষেত্রে আমাদের রচিত হাদীস গ্রহণ করার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুতরাং এ হাদীস একথার সমর্থনে দলিল নয় যে, خَبَرِ وَاحِدٌ তথা এক ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

বাড়িতে প্রবেশকালে সালামের নিয়ম : বাড়িতে প্রবেশকালে অনুমতি চাওয়া অত্যাবশ্যক। এ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ এসেছে। সালাম ও অনুমতি দুটোই একত্রে পেশ করা উত্তম। তবে সালাম আগে বলতে হবে, তারপর অনুমতি।

وَعَنْ ٤٤٦٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اِذْنُكَ عَلَيَّ اَنْ تَرْفَعَ الْحِجَابَ وَاَنْ تَسْمَعَ سِوَادِيْ حَتّٰى اَنْهَاكَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৪৬৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, তোমাকে অনুমতি দেওয়া হলো, তুমি আমার দরজার পর্দা উঠিয়ে অন্দর মহলে চলে আসবে এবং আমার গোপন কথাবার্তা শুনতে থাকবে, যে পর্যন্ত না আমি তোমাকে নিষেধ করি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত অনুমতি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কারণ তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ -এর صَاحِبُ النَّعْلِ وَالطُّهُوْرِ وَالْوِسَادَةِ ; অন্য এক হাদীসে আছে صَاحِبُ السِّرِّ ছিলেন। সর্বদা রাসূল ﷺ -এর সান্নিধ্যেই থাকতেন। তিনি যেন রাসূল ﷺ -এর পরিবারভুক্ত ছিলেন। তাই বলে তিনি ঘরোয়া পরিবেশে রাসূল ﷺ -এর বিবিদের কাছেও যেতেন এমনটি নয়; বরং তিনি সর্বদা রাসূল ﷺ -এর একান্ত ব্যক্তিগত হুজরায় যেতেন।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আব্দুল্লাহ, উপনাম– আবূ আব্দুর রহমান, পিতার নাম– মাসউদ। তিনি ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর صَاحِبُ النَّعْلِ وَالطُّهُوْرِ وَالْوِسَادَةِ বলা হতো।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৮৬৪টি।

ইন্তেকাল : তিনি ৩২ হিজরিতে ৬০ বছর বয়সে মদিনায় বা কূফায় ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٤٦٤ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِىْ فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ اَنَا فَقَالَ اَنَا اَنَا كَاَنَّهُ كَرِهَهَا ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪৬৪. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতার কৃত ঋণের লেনদেনের ব্যাপারে একদিন আমি নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন, আমি, আমি। সম্ভবত তিনি এরূপ বলাকে অপছন্দ করেছেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَدَقَقْتُ الْبَابَ -এর ব্যাখ্যা : হযরত জাবির (রা.) নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে দরজায় করাঘাত করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল অনুমতি চাওয়া, তবে এ পদ্ধতিতে অনুমতি চাওয়া সুন্নতের পরিপন্থি।

قَوْلُهُ فِىْ دَيْنٍ كَانَ عَلٰى اَبِىْ -এর ঘটনা : হযরত জাবির (রা.)-এর পিতা হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) উহুদের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর অনেক ঋণ ছিল। ঋণদাতাগণ এসে হযরত জাবির (রা.)-কে তাগাদা দিতে লাগল। তখন সাহায্য ও সুপরামর্শের জন্য হযরত জাবির (রা.) রাসূল ﷺ-এর শরণাপন্ন হন। তিনি রাসূল ﷺ-এর দরজায় আসলেন এবং পিতার ঋণের কথা উল্লেখ করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন। ফলে হযরত জাবির (রা.)-এর খেজুরে এত বরকত হলো যে, ঋণ পরিশোধ করার পরও যা ছিল, তা-ই পুরো রয়েছে। এটা রাসূল ﷺ-এর মু'জিযা।

قَوْلُهُ فَقَالَ اَنَا اَنَا -এর ব্যাখ্যা : হযরত জাবির (রা.) দরজায় এসে করাঘাত করার পর রাসূল ﷺ বললেন, কে? জবাবে তিনি বললেন, আমি (انا)। রাসূল ﷺ বিরক্তিবোধ প্রকাশার্থে اَنَا اَنَا (আমি, আমি) বললেন। রাসূল ﷺ (اَنَا) আমি শব্দকে খারাপ মনে করার কারণ হলো−

১. হযরত জাবির (রা.) দরজায় করাঘাত করার মাধ্যমে অনুমতি চেয়েছেন, যা সুন্নতের পরিপন্থি। তাই বিষয়টি রাসূল ﷺ-এর ভালো লাগেনি।
২. রাসূল ﷺ (مَنْ ذَا) কে? বলে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে চেয়েছিলেন। শুধু 'আমি' বললে তা হয় না ; বরং বলা উচিত ছিল 'আমি জাবির'।
৩. রাসূল ﷺ আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য এরূপ করেছিলেন।

اَنَا বলে কারো ডাকে উত্তর দেওয়ার হুকুম : যদি কারো ডাকে اَنَا (আমি) বলে উত্তর দেওয়ার সময় অহংকার-অহমিকা প্রকাশের সম্ভাবনা থাকে, তখন اَنَا বলা মাকরূহ, নচেৎ এমনিতে اَنَا বলায় কোনো অসুবিধা নেই। কারণ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) একবার اَنَا (আমি) বলে উত্তর দিয়েছিলেন।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা হলো, কারো নিকট প্রবেশ করতে হলে প্রথমে সালাম দেবে এবং পরিচয় জানতে চাইলে 'আমি' বলে উত্তর না দিয়ে নাম বা উপনাম ইত্যাদি বলে স্পষ্টভাবে নিজের পরিচয় দেবে, যাতে করে অতিথি সেবকের মনে সংশয়ের সৃষ্টি না হয়।

وَعَنْ ٤٤٦٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ دَخَلْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَوَجَدَ لَبَنًا فِىْ قَدَحٍ فَقَالَ اَبَا هِرٍّ اِلْحَقْ بِاَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ اِلَىَّ فَاَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَاَقْبَلُوْا فَاسْتَاْذَنُوْا فَاُذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৪৬৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি ঘরে এক পেয়ালা দুধ পেলেন। তখন আমাকে বললেন, হে আবূ হুরায়রা! আহলে সুফ্‌ফার নিকটে যাও এবং আমার কাছে তাঁদেরকে ডেকে নিয়ে আস। আমি তখন তাঁদের নিকট এসে তাঁদেরকে ডাকলাম। তাঁরা মহানবী ﷺ -এর কাছে এলেন এবং অনুমতি প্রার্থনা করলেন। মহানবী ﷺ তাঁদেরকে অনুমতি দিলেন, অতঃপর তাঁরা প্রবেশ করলেন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَهْلُ الصُّفَّه কারা : আহলে সুফ্ফা ঐ সকল সাহাবায়ে কেরামকে বলা হতো, যাঁরা জ্ঞানার্জনে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁদের না ছিল খাওয়াদাওয়ার চিন্তা, না ছিল পোশাক-পরিচ্ছদের আসক্তি। তাঁদের পরিবার-পরিজনও ছিল না। তাঁরা মসজিদে নববীর বাঁশ ও খেজুরের ডাল দ্বারা তৈরিকৃত কুটিরে বসবাস করতেন। তাঁরা ছিলেন রাসূল ﷺ -এর নিত্যদিনের মেহমান। রাসূল ﷺ-এর দরবারে হাদিয়া আসলে তিনি ঐ সকল মেহমানদের নিয়ে তা ভক্ষণ করতেন। তাঁদের সংখ্যা ছিল সত্তর হতে আশিজন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কোথায় প্রবেশ করেছিলেন? হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে তাঁর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হযরত সা'দ ইবনে ওবাদাহ (রা.)-এর গৃহে প্রবেশ করেছিলেন।

اَبَا هِرٍّ-এর বিশ্লেষণ : এখানে اَبَا هِرٍّ হলো হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর কুনিয়াত। এ স্থলে "يَا" হরফে নেদা উহ্য রয়েছে। মূলে ছিল "يَا اَبَا هِرٍّ" "هُرَيْرَة" শব্দটি আরবি ভাষায় مُصَغَّر। এমন অনেক শব্দ আরবি ভাষায় ব্যবহৃত আছে যে, পূর্ণ শব্দ উচ্চারণ না করে সংক্ষিপ্ত শব্দে তা ব্যবহার করা হয়। যেমন, নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা (রা.) -কে "يَا عَائِشَةُ" -এর স্থলে "يَا عَائِشُ" এবং "يَا مَالِكُ" -এর স্থলে "يَا مَالُ" বলতেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤٦٦ - عَنْ كَلَدَةَ بْنِ حَنْبَلٍ (رض) اَنَّ صَفْوَانَ ابْنَ اُمَيَّةَ بَعَثَ بِلَبَنٍ اَوْ جِدَايَةٍ وَضَغَابِيْسَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ بِاَعْلَى الْوَادِيْ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ اُسَلِّمْ وَلَمْ اَسْتَاْذِنْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَاَدْخُلُ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৬৬. অনুবাদ : হযরত কালাদাহ ইবনে হাম্বল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া (রা.) আমার মাধ্যমে নবী করীম ﷺ -এর কাছে দুধ অথবা হরিণের একটি বাচ্চা এবং একটি শসা পাঠালেন। তখন নবী করীম ﷺ মক্কার উঁচু উপত্যকায় অবস্থান করছিলেন। কালাদাহ বলেন, আমি রাসূল ﷺ -এর কাছে এমনিতেই ঢুকে পড়লাম, সালাম প্রদান করলাম না এবং অনুমতিও নিলাম না। তখন নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, তুমি ফিরে যাও [অর্থাৎ ঘর হতে বের হয়ে দরজায় যাও এবং ভিতরে প্রবেশের জন্য অনুমতি প্রার্থনা কর] অতঃপর বল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম', আমি কি ভিতরে আসতে পারি? -[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَفْوَانُ بْنُ اُمَيَّه-এর পরিচয় : নাম- সফওয়ান, পিতার নাম- উমাইয়া। মক্কা বিজয়ের পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার অদূরে "معلى" নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তাঁর বৈপিত্রেয় ভাই কালাদাহ ইবনে হাম্বলের মাধ্যমে উল্লিখিত হাদিয়া প্রেরণ করেছিলেন। তিনি হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর খেলাফত কালে ইন্তেকাল করেন।

قَوْلُهُ اِرْجِعْ فَقُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ-এর ব্যাখ্যা : হযরত কালাদাহ (রা.) সরাসরি রাসূল ﷺ-এর কক্ষে ঢুকে পড়লেন। কোথাও প্রবেশ করলে সালাম করতে হয় বা অনুমতি নিতে হয়, হযরত কালাদাহ (রা.)-এর এটা জানা ছিল না। তাই রাসূল ﷺ নম্রভাবে তাঁকে আদব শিক্ষার্থে ঘর হতে বের হয়ে সালাম দিয়ে অনুমতি চাওয়ার কথা বললেন, যখন অনুমতি পাবে, তখন ভিতরে প্রবেশ করবে। অতঃপর হযরত কালাদাহ (রা.) রাসূল ﷺ -এর আদেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। রাসূল ﷺ তাকে শুধু মুখে এরূপ করতে হবে বলে দেননি; বরং বলার সাথে সাথে বাস্তব প্রশিক্ষণও দিয়ে দিলেন। আর এ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়াই সর্বোত্তম। তাই রাসূল ﷺ এরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন।

ঘটনা কবে সংঘটিত হয়েছে : আলোচ্য হাদীসের এ ঘটনাটি মক্কা বিজয়ের দিন সংঘটিত হয়েছে। ঐ দিন সাফওয়ান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসূল ﷺ -এর নিকট হাদিয়া প্রেরণ করেন। তখন রাসূল ﷺ মক্কার উপত্যকার উপরিভাগে অবস্থান করছিলেন।

রাবী পরিচিতি : নাম– কালাদাহ, পিতার নাম– হাম্বল, কারো মতে তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে হাম্বল। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। হাম্বল আসলামী ছিলেন সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া জাহমী এর ভাই। আব্দুল মা'মার ইবনে হাবী কালাদাহকে ইয়েমেনবাসীদের নিকট হতে উকায বাজারে ক্রয় করেন। তিনি মক্কায় বসবাস করেন এবং মক্কাতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর নিকট হযরত আমর ইবনে আব্দুল্লাহ হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٤٦٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دُعِىَ اَحَدُكُمْ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَاِنَّ ذٰلِكَ لَهٗ اِذْنٌ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ قَالَ رَسُوْلُ الرَّجُلِ اِلَى الرَّجُلِ اِذْنُهٗ ـ

৪৪৬৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের মধ্যে যদি কাউকে ডাকা হয়, আর সে ব্যক্তি সংবাদ বাহকের সাথে চলে আসে, তবে তার সাথে আসাই তার জন্য অনুমতি। –[আবূ দাঊদ]

আবূ দাউদের অপর বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো লোকের কাছে লোক পাঠানোই তার অনুমতি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ -এর ব্যাখ্যা : হাদীসের এ অংশের অর্থ হলো, যখন কারো নিকট তাঁকে ডেকে আনার জন্য কোনো দূত বা সংবাদবাহক প্রেরণ করা হয়, আর আহূত ব্যক্তি সেই দূতের সাথেই চলে আসে, তবে সে গৃহে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাওয়ার প্রয়োজন নেই। দূতের সাথে সাথে আসা-ই অনুমতির জন্য যথেষ্ট।

٤٤٦٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَتٰى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهٖ وَلٰكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ ذٰلِكَ اَنَّ الدُّوْرَ لَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا سُتُوْرٌ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَنَسٍ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ فِىْ بَابِ الضِّيَافَةِ ـ

৪৪৬৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ যখন কোনো বাড়িতে যেতেন, তখন ঘরের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না; বরং দরজার ডানদিকে বা বামদিকে দাঁড়াতেন এবং অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'আস্‌সালামু আলাইকুম', 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলতেন। আর এটা সে সময়ের কথা যখন দরজার সামনে পর্দা ঝুলানো থাকত না। –[আবূ দাঊদ]

আর নিমন্ত্রণ পরিচ্ছেদে হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাসূল ﷺ দরজা বরাবর না দাঁড়াবার কারণ : হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ কারো বাড়িতে গেলে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতেন না। এর কারণ হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলানোর প্রথা ছিল না। দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ালে অন্দর মহল পর্যন্ত দৃষ্টি পড়ত। তাই নবী করীম ﷺ দরজার ডান বা বামদিকে দাঁড়িয়ে অনুমতি গ্রহণের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করতেন।

قَوْلُهُ فَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ দু-বার সালাম করতেন। এর দ্বারা সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং সংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কেননা নবী করীম ﷺ-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল তিনবার সালাম প্রদান করা।

ঘরের দরজায় পর্দা থাকা অবস্থার হুকুম : যদি দরজার সামনে পর্দা ঝুলানো না থাকত, তবে তখন রাসূল ﷺ দরজার ডান বা বামপাশে দাঁড়াতেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ঘরের দরজায় পর্দা থাকা অবস্থায় দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াতে পারবে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আব্দুল্লাহ, পিতার নাম– বুসর। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি শামে বসবাস করতেন। তিনি পিতামাত, ভাই-বোনকে নিয়ে একত্রে জীবনযাপন করতেন।

ইন্তেকাল : তিনি সিরিয়ার 'হেমস' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। বহু সংখ্যক লোক তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤٦٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَسْتَاذِنُ عَلٰى اُمِّىْ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا فَقَالَ الرَّجُلُ اِنِّىْ خَادِمُهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا اَتُحِبُّ اَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً قَالَ لَا قَالَ فَاسْتَاْذِنْ عَلَيْهَا . (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

৪৪৬৯. অনুবাদ : হযরত 'আতা ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, আমি নিজের মায়ের কাছে যেতে কি অনুমতি চাইব? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। লোকটি আরজ করল, আমি এবং আমার মা একসাথে একই ঘরে বসবাস করি। রাসূল ﷺ বললেন, যখন তাঁর কাছে যাবে, তখন অনুমতি নিয়ে যাবে। তখন লোকটি বলল, আমি মায়ের পরিচর্যাকারী [অর্থাৎ তাঁর খেদমতের জন্য আমার বারবার আসা-যাওয়া করতে হয়]। রাসূল ﷺ বললেন, অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে যাবে। তুমি কি তোমার মাকে উলঙ্গ অবস্থায় দেখতে পছন্দ কর? লোকটি বলল, না। রাসূল ﷺ বললেন, সুতরাং অনুমতি নিয়ে তাঁর কাছে যাও। –[ইমাম মালিক (র.) হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنِّىْ مَعَهَا فِى الْبَيْتِ **-এর ব্যাখ্যা :** মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, এ বাক্যটির দুটো অর্থ হতে পারে– ১. اِنِّىْ مَعَهَا فِىْ بَيْتِهَا অথবা ২. اِنِّىْ مَعَهَا فِىْ بَيْتِىْ অর্থাৎ আমরা উভয়ই একই ঘরে বসবাস করি। এমনটি নয় যে, আমার মা একা ঘরে বসবাস করে, আর হঠাৎ কখনো আমাকে ঐ ঘরে প্রবেশ করতে হয়। সুতরাং এ অবস্থায়ও কি আমার অনুমতি নিতে হবে। জবাবে নবী করীম রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তাঁর কাছে যেতে তোমার অনুমতি নিতে হবে।

٤٤٧٠ - وَعَنْ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ كَانَ لِىْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَدْخَلٌ بِاللَّيْلِ وَمَدْخَلٌ بِالنَّهَارِ فَكُنْتُ اِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ لِىْ . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৪৪৭০. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট রাত ও দিনের বেলা সর্বদাই যাওয়ার অনুমতি ছিল। আমি তাঁর নিকট রাতের বেলা গমন করলে তিনি আমাকে অনুমতি দেওয়ার জন্য গলা ঝাড়া দিতেন। –[নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ -এর সমাধান : অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আলী (রা.) দিবা-রাত্রে নবী করীম ﷺ -এর হুজরায় প্রবেশ করতেন, তবে রাতে প্রবেশ করতে গেলে নবী করীম রাসূলুল্লাহ ﷺ গলা ঝাড়া দিয়ে তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিতেন। পক্ষান্তরে হযরত আলী (রা.) হতে অপর এক হাদীসে আছে, তিনি বলেন, আমি রাতে নবী করীম ﷺ -এর হুজরায় প্রবেশ করতাম, তিনি গলা ঝাড়া দিতেন। তখন আমি চলে আসতাম। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, গলা ঝাড়া প্রবেশ অনুমতি না থাকার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। উভয় হাদীসের বর্ণনায় দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। এর সমাধানের জন্য বলা যায় যে, নিছক গলা ঝাড়াকে অনুমতির পরিচায়ক বা অসম্মতির লক্ষণ গণ্য করা হয়নি; বরং তৎসঙ্গে বাহ্যিক ও পারিপার্শ্বিক আলামতের মাধ্যমেই তা সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং অবস্থাভেদে গলা ঝাড়ার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। অতএব এ হিসেবে হাদীস দুটোর মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

قَوْلُهُ فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَحَ -এর অর্থ : হযরত আলী (রা.) বলেন যে, আমার জন্য রাসূল ﷺ -এর দরবারে দিনে ও রাতে যে কোনো সময়ে প্রবেশাধিকার ছিল। আমি যখন রাতে তাঁর নিকট উপস্থিত হতাম, তখন তিনি বিশেষ ভঙ্গিতে গলা ঝাড়া দিতেন, যাকে আমি অনুমতি বলে ধরে নিতাম। অতঃপর রাসূল ﷺ -এর হুজরায় প্রবেশ করতাম।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস হতে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, অন্য কারো নিকট তার অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা শরিয়তের পরিপন্থি। সুতরাং অনুমতির ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শ বাস্তবায়ন করাই আমাদের কাম্য।

وَعَنْ ٤٤٧١ جَابِرٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪৪৭১. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম না করবে, তাকে তোমরা অনুমতি দেবে না। -[ইমাম বায়হাকী (র.) হাদীসটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি প্রথমে সালাম না দিয়ে কথা শুরু করবে, তাকে না দেবে প্রবেশের অনুমতি, না দেবে খাওয়াদাওয়ার অনুমতি। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে স্থান পাবে সর্বশেষে।

بَابُ الْمُصَافَحَةِ وَالْمُعَانَقَةِ
পরিচ্ছেদ : করমর্দন ও আলিঙ্গন

"اَلْمُصَافَحَةُ" শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার, যা صَفْحٌ মূলধাতু হতে নির্গত। অর্থ– ক্ষমা করা, একে অপরকে ক্ষমা করা। مِرْقَاةٌ গ্রন্থকার বলেন– اَلْمُصَافَحَةُ هِيَ الْاِفْضَاءُ بِصَفْحَةِ الْيَدِ اِلٰى صَفْحَةِ الْيَدِ অর্থাৎ মুসাফাহা হলো, একজনের হাতের তালুকে অন্যজনের হাতের তালুর সাথে মিলানো। সর্বপ্রথম ইয়েমেনবাসীরা এর প্রচলন করেছে। অতঃপর ইসলামি শরিয়ত একে বৈধ রেখেছে। ইমাম নববী (র.) বলেন, পরস্পর সাক্ষাতে মুসাফাহা করা সুন্নতে মুস্তাহাব্বাহ। তবে ফজর ও আসরের পর পরস্পর মুসাফাহা করার যে প্রচলন রয়েছে, এর মৌলিক কোনো ভিত্তি নেই ; বরং যে কোনো সাক্ষাতে মুসাফাহা করা সুন্নত। যদি কোনো ফিতনা বা খারাপ ধারণা জন্মানোর আশঙ্কা না থাকে, তখন বৃদ্ধা মহিলার সাথেও করমর্দন করা জায়েজ আছে। হযরত আবূ বকর (রা.) হতে এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর মুসফাহা করার সময় সম্পূর্ণ হাতের পাঞ্জা দ্বারা করবে শুধুমাত্র আঙ্গুলের মাথা দ্বারা "مُصَافَحَة" করা জায়েজ নয়। মুসাফাহা দ্বারা পারস্পরিক বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয়।

"اَلْمُعَانَقَةُ" শব্দটিও বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার, যা عُنُقٌ মূলধাতু হতে নির্গত। অর্থ– আলিঙ্গন করা, গলায় গলায় মিলিত হওয়া। যদি কোনো প্রকারের ফিতনার আশঙ্কা না হয় তাহলে এটাও হচ্ছে শরিয়ত অনুমোদিত; বিশেষ করে যখন কেউ সফর থেকে ফিরে আসে। কিন্তু কোনো কোনো বর্ণনায় এর নিষেধ এসেছে। এরই ভিত্তিতে ইমাম আবূ হানীফা এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, "مُعَانَقَة" হচ্ছে মাকরূহ। আর "مُعَانَقَة" সংক্রান্ত যত বর্ণনা রয়েছে সেসব বর্ণনাকে তাঁরা "مُعَانَقَة" সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা পূর্বকালীন সময়ের উপর প্রয়োগ করে থাকেন।

ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদী (র.) উভয় প্রকারের বর্ণনাসমূহের মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্যবিধান করে থাকেন যে, "مُعَانَقَة" যদি কামভাব অথবা সামাজিক প্রথার পদ্ধতিতে হয়ে থাকে তাহলে মাকরূহ। আর যদি সম্মান এবং মর্যাদার প্রেক্ষিতে হয়ে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই।

অতঃপর কিছু সংখ্যক মানুষের এ অভ্যাস রয়েছে যে, "مُصَافَحَة" করার পর নিজ হস্তকে বুকের মধ্যে লাগিয়ে থাকেন এবং চুম্বন দিয়ে থাকেন। এটা কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় বিধায় এমন করা সুন্নত পরিপন্থি।

আর চুমু খাওয়া সম্পর্কে বিধান হচ্ছে, কোনো আলেম বুজুর্গ পরহেজগার ব্যক্তি এবং 'আমীর' নেতা এবং রাষ্ট্রপতি যদি স্বয়ং নিজে চুম্বনে প্রত্যাশিত হন তাহলে চুম্বন দেওয়া জায়েজ নয়। কিন্তু কারো সামনে মাটিতে চুম্বন দেওয়া অথবা সেজদা করা হারাম। যদি ইবাদতের নিয়তে হয় তাহলে শিরক। আর যদি কোনো নিয়ত অন্তরে না থাকে তবুও কাফেদের সঙ্গে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে কুফরির ফতোয়া দেওয়া যাবে। [ফকীহ আবূ জা'ফর (র.) এভাবে বলেছেন।] মাথা এবং পিঠকে ঝুঁকিয়ে সালাম করাও জায়েজ নয়।

মোটকথা, ইসলামি শরিয়তে মুসাফাহা তথা করমর্দন, মুয়ানাকা তথা আলিঙ্গন জায়েজ ও সুন্নত। হাদীসের দ্বারা এগুলো প্রমাণিত। অত্র পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের হাদীসসমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٤٧٢ قَتَادَةَ (رح) قَالَ قُلْتُ لِاَنَسٍ اَكَانَتِ الْمُصَافَحَةُ فِىْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৪৭২. **অনুবাদ :** হযরত কাতাদাহ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে কি করমর্দনের রীতি প্রচলিত ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচন

مُصَافَحَة -এর অর্থ : مُصَافَحَة শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة -এর মাসদার صَفْحٌ মূলবর্ণ হতে নির্গত। অর্থ– ক্ষমা করা, একে অপরকে ক্ষমা করা। যেহেতু করমর্দনের মাধ্যমে মনের কালিমা দূর হয়ে যায় এবং পরস্পরে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয়, এজন্য মুসাফাহা শব্দটি উপযোগী হয়েছে। ইসলামি শরিয়তে মুসাফাহা করা সুন্নত। যদি ফিতনা বা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তবে বৃদ্ধা মহিলার সাথেও করমর্দন করতে পারে।

مُصَافَحَة -এর হুকুম : مُصَافَحَة করা সুন্নত। আল্লামা নববী (র.) বলেন, প্রথম সাক্ষাতে করমর্দন করা সুন্নত। মুসাফাহা দু-হাতে করতে হবে। এক হাতে করা আদবের পরিপন্থি। করমর্দন হাতের তালু ও আঙ্গুল দ্বারা করা সুন্নত। শুধু আঙ্গুল দ্বারা করা বিদ'আত। ফজর বা আসরের পরের সময়কে করমর্দন করার জন্য নির্দিষ্ট করার কোনো ভিত্তি নেই। যেসব মহিলাদেরকে স্পর্শ করা বৈধ নয়, তাদের সাথে করমর্দন করাও বৈধ নয়। তবে বৃদ্ধ মহিলা, যাদের সাথে করমর্দন করলে ফিতনা বা খারাপ ধারণা সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, তাদের সাথে করমর্দন করা জায়েজ।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– কাতাদাহ, উপনাম– আবুল খাত্তাব, পিতার নাম– দিয়ামা ইবনে কাতাদাহ। তিনি একজন সম্মানিত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরী, আবূ ওসমান, মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র.) প্রমুখ হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া সুলাইমান আত-তাইমী, আইয়ূবুস সুখতিয়ানী, আ'মাশ, শু'বা ও আওযায়ী (র.) প্রমুখ তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইন্তেকাল : হযরত কাদাতাহ (র.) ১১৭ অথবা ১১৮ হিজরিতে ৫৬ অথবা ৫৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٤٧٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَبَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْاَقْرَعُ اِنَّ لِىْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَدًا فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَثَمَّ لُكَعُ فِىْ بَابِ مَنَاقِبِ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ وَعَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَذُكِرَ حَدِيْثُ اُمِّ هَانِئٍ فِىْ بَابِ الْاَمَانِ ـ

৪৪৭৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ [নিজ দৌহিত্র] হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে চুম্বন করলেন, তখন তাঁর কাছে হযরত আকরা' ইবনে হাবিস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। হযরত আকরা' (রা.) বললেন, আমার দশ দশটি সন্তান আছে, আমি তাদের কাউকে চুম্বন করিনি। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন। অতঃপর বললেন, 'যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না, তার উপর অনুগ্রহ করা হয় না'। –[বুখারী ও মুসলিম]

গ্রন্থকার বলেন, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত "اَثَمَّ لُكَعُ" বাক্য বিশিষ্ট হাদীসটি ইনশাল্লালাহ مَنَاقِبُ اَهْلِ بَيْتِ النَّبِىِّ ﷺ পরিচ্ছেদে অতি সত্বর উল্লেখ করব এবং উক্ত বিষয়বস্তুর উপর হযরত উম্মে হানী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি اَلْاَمَانُ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ-এর পরিচয় : নাম– আল-আকরা', পিতার নাম– হাবিস। তিনি ছিলেন **مؤلفة القلوب**-এর মধ্য হতে একজন। মক্কা বিজয়ের পর তিনি বনী তামীম গোত্রের একটি দলের সাথে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইসলাম ও জাহেলিয়াত উভয় যুগে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও সামাজিক। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আস (রা.)-এর যুগে তিনি খোরাসানের গভর্নর ছিলেন। তিনি নিজের সন্তানাদির প্রতি নির্দয়ভাব ব্যক্ত করলে রাসূল ﷺ আশ্চর্য বা ক্রোধের দৃষ্টির সাথে তাঁর প্রতি তাকান।

قَوْلُهُ فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ-এর মর্মার্থ : 'অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন'-এর মর্মার্থ হলো, যখন রাসূল ﷺ হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.)-কে চুম্বন করলেন, তখন তাঁর নিকট হযরত আকরা' ইবনে হাবিস (রা.) উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আমার দশ দশটি সন্তান আছে, আমি কোনোদিন এদেরকে চুম্বন করিনি। এতে আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বা রাগান্বিত হয়ে তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না, সে অনুগ্রহ পায় না।

أَقْسَامُ الْقُبْلَةِ [চুম্বনের প্রকারভেদ] : চুম্বন পাঁচ প্রকার। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো–

১. قُبْلَةُ الْمَوَدَّةِ : [ভালোবাসার চুম্বন] যেমন– মাতাপিতা নিজ সন্তানদের মুখে বা কপালে চুমু দেওয়া।
২. قُبْلَةُ الرَّحْمَةِ : [দয়ার চুম্বন] যেমন সন্তান তাঁর পিতামাতার মাথায় চুম্বন দেওয়া।
৩. قُبْلَةُ الشَّفَقَةِ : যেমন– বোন তাঁর ছোট ভাইদের ললাটে চুমু দেওয়া।
৪. قُبْلَةُ التَّحِيَّةِ : যেমন– এক মুসলমান ব্যক্তি অপর মুসলমানকে চুমু দেওয়া।
৫. قُبْلَةُ الشَّهْوَةِ : যেমন– স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে চুমু দেওয়া।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস হতে আমরা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা অর্জন করতে পারি, যথা–

১. নিজ সন্তানসন্ততির প্রতি স্নেহ-মায়া-মমতা প্রদর্শন করা একান্ত কর্তব্য।
২. যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করে না, সে অনুগ্রহ পায় না।
৩. ছোট ছেলেমেয়েদেরকে চুম্বন করা বৈধ।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٤٧٤ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ اِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ اَنْ يَّتَفَرَّقَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَاهُ غُفِرَ لَهُمَا .

৪৪৭৪. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন দুজন মুসলমান একত্র হয়, অতঃপর পরস্পর করমর্দন করে, তখন তাদের দুজনের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। –[আহমাদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

আবূ দাউদের বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন দুজন মুসলমান মিলিত হয়ে পরস্পর করমর্দন করে, আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করে এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন তাদের উভয়কেই ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় মিরকাত গ্রন্থকার বলেন– بَعْدَ سَلَامِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْاٰخَرِ অর্থাৎ পরস্পর সালাম বিনিময়ের পর। যেহেতু দুজন মুসলমান পরস্পর সাক্ষাতের পর সর্বাগ্রে সালাম প্রদান করা সুন্নত এবং মুসাফাহা ও মুআনাকা হচ্ছে এর পরবর্তী সুন্নত, সেহেতু এ হাদীসে সালামের কথা উল্লেখ করা হয়নি।

مُصَافَحَة -এর মাধ্যমে কি কবীরা গুনাহ মাফ হয় : আলোচ্য হাদীসের বাহ্যিক অর্থে বুঝা যায় যে, মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাৎ ও মুসাফাহার ফলে তাদের কবীরা-সগীরা সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়; কিন্তু মূলত বিষয়টি এরূপ নয়। কেননা কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা বা আন্তরিক অনুশোচনা পূর্বশর্ত। যেমন, পবিত্র কুরআনে রয়েছে–

ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا الخ

অপর এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বর্ণিত হাদীসে যে গুনাহ মাফ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে সগীরা গুনাহের কথা বুঝানো হয়েছে। কবীরা গুনাহের ক্ষমা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। তওবার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করতে পারেন। তবে حَقُّ الْعِبَادِ নষ্ট করে থাকলে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না, যতক্ষণ না হকদার ক্ষমা করেন।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা হলো, মুসলমানদের পরস্পর সাক্ষাতে মুসাফাহা তথা করমর্দন করা সুন্নত এবং করমর্দনের সময় পরস্পরের গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনা করাও প্রয়োজন। আমাদের উচিত হাদীসের শিক্ষাকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা।

وَعَنْ ٤٤٧٥ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقٰى اَخَاهُ اَوْ صَدِيْقَهٗ اَيَنْحَنِىْ لَهٗ قَالَ لَا قَالَ اَفَيَلْتَزِمُهٗ وَيُقَبِّلُهٗ قَالَ لَا قَالَ اَفَيَاْخُذُ بِيَدِهٖ وَيُصَافِحُهٗ قَالَ نَعَمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৪৭৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্য হতে কেউ যদি তাঁর কোনো মুসলমান ভাইয়ের কিংবা কোনো বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে, তবে কি সে [তাঁর সম্মানার্থে] মাথা নত করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না। লোকটি বলল, তবে কি সে আলিঙ্গন করবে এবং তাকে চুম্বন করবে? রাসূল ﷺ বললেন, না। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, তাহলে কি তার হাত ধরবে এবং পরস্পর করমর্দন করবে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

يَلْتَزِمُهٗ -এর অর্থ : يَلْتَزِمُهٗ এটা বাবে اِفْتِعَالٌ হতে مضارع -এর وَاحِدْ مُذَكَّرْ غَائِبْ -এর সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে– জড়িয়ে ধরবে, গায়ের সাথে গা মিলাবে, ঘাড়ের সাথে ঘাড় মিলাবে। তবে অত্র হাদীসে এ শব্দটি মুয়ানাকা তথা আলিঙ্গন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

مُعَانَقَه-এর হুকুম : مُعَانَقَه -এর হুকুম সম্পর্কে হাদীস ও ফিকহশাস্ত্রবিদদের মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

ক. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে, মুয়ানাকা করা মাকরূহ। আলোচ্য হাদীসটি এরই প্রমাণ বহন করে।

খ. ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমাদ (র.)-এর মতে, মুয়ানাকা করা জায়েজ; বরং সুন্নত। এ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) -এর বর্ণিত হাদীস এ কথার প্রমাণ বহন করে।

গ. ইমাম আবূ মানসূর আল-মাতুরিদী (র.) বলেন, মুয়ানাকা যদি কামভাবে হয়, তবে তা হারাম। আর যদি মহত্ত্ব, করুণা ও পুণ্যের উদ্দেশ্যে হয়, তবে এটা সুন্নত ও শরিয়তসম্মত।

تَقْبِيْل তথা চুম্বন করার হুকুম : আল্লাহভীরু দীনি আলিমকে সম্মানার্থে চুম্বন করা মোস্তাহাব। দেশের শাসককে তাঁর সুবিচার ও পরহেজগারির কারণে চুম্বন করা বৈধ। কিন্তু পার্থিব স্বার্থ সিদ্ধির মানসে চুম্বন করা হারাম। শিশুদের স্নেহ ও করুণা বশত চুম্বন করা সুন্নত।

وَعَنْ ٤٤٧٦ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ اَنْ يَضَعَ اَحَدُكُمْ يَدَهٗ عَلٰى جَبْهَتِهٖ اَوْ عَلٰى يَدِهٖ فَيَسْاَلُهٗ كَيْفَ هُوَ وَتَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَضَعَّفَهٗ)

৪৪৭৬. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখাশোনা পরিপূর্ণ হয়, যদি তোমাদের কেউ রোগীর কপালে বা হাতে নিজের হাত রাখে এবং তার কুশল সংবাদ জিজ্ঞেস করে। তোমাদের সালামের পরিপূর্ণতা হলো, সালামের পর পরস্পর করমর্দন করা। −[আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটিকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** রোগীকে দেখাশোনা ও সেবা-শুশ্রূষা করা সুন্নত। রাসূল ﷺ নিজে করেছেন এবং উম্মতকে এরূপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আলোচ্য হাদীসে রোগীকে দেখাশোনার পরিপূর্ণতা সম্পর্কে বলেন, রোগীর কপালে বা হাতের উপর হাত রেখে কুশলাদি জিজ্ঞেস করা হলো রোগীকে দেখাশোনার পরিপূর্ণতা।

قَوْلُهٗ تَمَامُ تَحِيَّاتِكُمْ بَيْنَكُمُ الْمُصَافَحَةُ **-এর ব্যাখ্যা :** হাদীসের এ অংশে বলা হয়েছে যে, কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে কেবলমাত্র সালাম বা মুসাফাহা করলেই সুন্নত পূর্ণ হবে না; বরং উভয়টিই আদায় করতে হবে। তবেই পূর্ণভাবে সুন্নতটি আদায় হবে।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস হতে আমরা নিম্নবর্ণিত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি− ক রোগীর পরিচর্যা বা দেখাশোনা করা। খ. রোগীর শরীরে হাত রেখে কুশলাদি জানা। গ. সালাম ও মুসাফাহা-এর সমন্বয় ঘটানো।

وَعَنْ ٤٤٧٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَدِيْنَةَ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَيْتِىْ فَاَتَاهُ فَقَرَعَ الْبَابَ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرْيَانًا يَجُرُّ ثَوْبَهٗ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُهٗ عُرْيَانًا قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ فَاعْتَنَقَهٗ وَقَبَّلَهٗ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৪৭৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে হারিছা মদিনায় আগমন করলেন। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.) এসে ঘরের দরজায় আওয়াজ করলেন, তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তাঁর কাছে গেলেন। [হযরত আয়েশা (রা.) বলেন,] আল্লাহর কসম! আমি তাঁকে এর পূর্বে বা পরে কখনো খালি গায়ে দেখিনি। রাসূল ﷺ তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاللّٰهِ مَا رَاَيْتُهٗ عُرْيَانًا قَبْلَهٗ وَلَا بَعْدَهٗ **-এর অর্থ :** হাদীসের এ অংশের অর্থ হলো, হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন− হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-এর আগমনে খুশি হয়ে রাসূল ﷺ যেভাবে খালি গায়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে ছুটে গেলেন, অন্য কারো জন্য ইতঃপূর্বে বা পরবর্তীতে কোনো সময় এরূপ করতে দেখিনি। কিন্তু এর দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, তিনি রাসূল ﷺ -কে এ দিন ব্যতীত অন্য কোনো সময় খালি গায়ে দেখেননি। কারণ দীর্ঘ সান্নিধ্যে থাকার ফলে তিনি রাসূল ﷺ -কে খালি গায়ে দেখা স্বাভাবিক। সুতরাং উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ এই যে, কাউকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য রাসূল ﷺ -কে তিনি এভাবে খালি গায়ে ছুটে যেতে আর কখনো দেখেননি।

পুরুষের পরস্পর চুম্বন করার বিধান : অত্র হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, একজন পুরুষ অপর পুরুষকে চুম্বন করা বৈধ ও শরিয়তসম্মত সুন্নত। তবে কামভাবসহ চুম্বন করা হারাম।

قَوْلُهُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرْيَانًا-এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ– 'যখন যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.) মদিনায় আগমন করলেন, তখন রাসূল ﷺ খুশি হয়ে খালি গায়ে তাঁর প্রতি অগ্রসর হতে লাগলেন এবং এ অবস্থায় নিজ চাদর টানতে টানতে শরীর আবৃত করতে থাকেন।' মুহাদ্দিসগণের মতে, এখানে عُرْيَانًا-এর অর্থ হলো, পূর্ণ দেহ উলঙ্গ নয়; বরং নাভি হতে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত বস্ত্রাচ্ছাদিতই ছিল, শরীরের উপরিভাগে চাদর জড়ানো ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি করে তিনি চাদর টানতে টানতে দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। অর্থাৎ যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-এর আগমনে রাসূল ﷺ এত অধিক আনন্দিত হলেন যে, তিনি গৃহাভ্যন্তরে যে অবস্থায় ছিলেন, ঠিক সে অবস্থাতেই তাঁর দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন।

قَوْلُهُ فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ-এর মর্মার্থ : রাসূল ﷺ এরূপ তাড়াতাড়ি করে হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-কে সাক্ষাৎ দিলেন, তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকে চুম্বন করলেন। এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসার পরিচয় দিলেন।

اَلتَّعَارُضُ بَيْنَ الْحَدِيْثَيْنِ-এর সমাধান : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, আলিঙ্গন ও চুম্বন উভয়ই জায়েজ; বরং সুন্নত। কেননা রাসূল ﷺ হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-এর সাথে আলিঙ্গন ও চুম্বন করেছেন। এটা ইমাম শাফেয়ী, মালিক, আহমাদ ও অন্যান্য আলিমদের অভিমত। পক্ষান্তরে হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ আলিঙ্গন করতে নিষেধ করেছেন।

মিরকাত গ্রন্থকার উভয় হাদীসের মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেন–

আলিঙ্গন ও চুম্বন যদি কামভাবে হয়, তবে এটা মাকরূহ ও নিষিদ্ধ। হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর আলিঙ্গন ও চুম্বন যদি মহত্ত্ব, করুণা ও পুণ্যের উদ্দেশ্যে হয়, তবে এটা শরিয়তসম্মত ও সুন্নত। হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে এ কথাই বুঝানো হয়েছে।

অতএব, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকে না।

রাবী পরিচিতি : নাম– যায়েদ, পিতার নাম– হারিছা, উপনাম– আবূ উসামা, মাতার নাম– সু'দা বিনতে ছা'লাবা। বাল্য বয়সে তিনি একবার তাঁর মাতার সাথে নানার বাড়িতে গেলে একদল ডাকাত তাঁকে সেখান হতে লুটের মালের সাথে নিয়ে গেল এবং উকায বাজারে বিক্রির জন্য নিল। এ সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৮ বছর। হাকিম ইবনে হিযাম ইবনে খুওয়াইলাদ তাঁকে চারশ দিরহামে ক্রয় করে তাঁর ফুফু হযরত খাদীজা (রা.)-কে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে হযরত খাদীজা (রা.)-এর বিয়ে সংঘটিত হওয়ার পর হযরত খাদীজা (রা.) উক্ত বালকটিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দান করেন। দীর্ঘদিন পর যায়েদের লোকদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তাঁর পিতা হারিছা ও চাচা কা'ব রাসূল ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে বিনিময় আদায় করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব পেশ করল। তখন নবী করীম ﷺ তাঁকে যাওয়া না যাওয়ার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। কিন্তু যায়েদ রাসূল ﷺ -কে ত্যাগ করে যেতে সম্মত হলেন না। অতঃপর রাসূল ﷺ 'হিজর' নামক স্থানে গমন করলেন এবং উপস্থিত জনতাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক, যায়েদ আজ হতে আমার পুত্র। তখন হতে লোকেরা তাঁকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ বলে সম্বোধন করত; কিন্তু প্রকৃত পিতার নাম বিলুপ্ত করে অন্যকে পিতা হিসেবে সংযোজন করা আল্লাহ তা'আলার নিকট পছন্দনীয় না হওয়ায় আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করে বলে দিলেন যে, তোমরা সন্তানদেরকে প্রকৃত পিতামাতার সাথে সংযোজন করে ডাক। অতঃপর সকলেই যায়েদ ইবনে হারেছা বলে সম্বোধন করতে লাগল। তিনি রাসূল ﷺ -এর খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি মুতার যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেন।

শাহাদাত : হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.) হিজরি ৮ম সনে ৪৪ বছর বয়সে মূতার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

وَعَنْ ٤٤٧٨ اَيُوْبَ بْنِ بُشَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِاَبِىْ ذَرٍّ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَافِحُكُمْ اِذَا لَقِيْتُمُوْهُ قَالَ مَا لَقِيْتُهُ قَطُّ اِلَّا صَافَحَنِىْ وَبَعَثَ اِلَىَّ ذَاتَ يَوْمٍ وَلَمْ اَكُنْ فِىْ اَهْلِىْ فَلَمَّا جِئْتُ اُخْبِرْتُ فَاَتَيْتُهُ وَهُوَ عَلٰى سَرِيْرٍ فَالْتَزَمَنِىْ فَكَانَتْ تِلْكَ اَجْوَدَ وَاَجْوَدَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤدَ)

৪৪৭৮. অনুবাদ : হযরত আইয়ূব ইবনে বুশাইর (র.) হতে বর্ণিত, তিনি আনাযা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন যে, সে ব্যক্তি বলল, আমি একদা হযরত আবূ যর গিফারী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা যখন রাসূল ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করতে, তখন কি তিনি তোমাদের সাথে করমর্দন করতেন? হযরত আবূ যর (রা.) বললেন, আমি যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি, তখনই তিনি আমার সাথে করমর্দন করেছেন। একদিন তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন, তখন আমি বাড়িতে ছিলাম না। যখনই বাড়িতে আসলাম, আমাকে সংবাদ দেওয়া হলো। আমি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলাম, তখন তিনি একটি খাটের উপর বসা ছিলেন। তিনি আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। আর এ আলিঙ্গন ছিল অতি উত্তম, অতি উত্তম [করমর্দনের চেয়ে অনেক উত্তম ছিল এবং এ আলিঙ্গন দ্বারা বরকত ও প্রশান্তি লাভ করেছিলাম]। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلٰى سَرِيْرٍ **-এর ব্যাখ্যা :** রাজা-বাদশাহদের উচ্চাসনকে سَرِيْر বলা হয়। ইবনুল মালিক বলেন, سَرِيْر শব্দটি কোনো কোনো সময় রাজত্ব, উচ্চ মর্যাদা, নিয়ামত ও সচ্ছলতা বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। এ হিসেবে হাদীসের অর্থ হলো, سَرِيْر শব্দটি নবুয়তের উচ্চ মর্যাদা ও নিয়ামত বুঝানোর জন্য হতে পারে। আবার কেউ কেউ বলেন, মদিনাবাসীরা খেজুরের ডাল কিংবা শাখা দ্বারা উঁচু করে মাচার মতো একটা চৌকি তৈরি করে তাতে ঘুমাত, যেন সাপ-বিচ্ছু ইত্যাদি হতে নিরাপদে থাকা যায়, তাকে سَرِيْر বলা হয়। হাদীসে উল্লিখিত سَرِيْر বলতে হয়তো এমন কিছু বুঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اَجْوَدَ وَاَجْوَدَ **-এর মর্মার্থ :** اَجْوَدَ শব্দটির অর্থ হলো– অতি উত্তম। এখানে দ্বিতীয় اَجْوَدَ শব্দটি প্রথম اَجْوَدَ-এর تَاكِيْد হয়েছে। অর্থাৎ করমর্দন অপেক্ষা আলিঙ্গন অনেক উত্তম ও অত্যধিক আনন্দদায়ক। মহব্বত ও ভালোবাসা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আলিঙ্গন করা উত্তম।

হাদীসের শিক্ষা : কোনো মুসলমানের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম বিনিময়ের পর করমর্দন ও আলিঙ্গন করতে হবে। কারণ এতে ভালোবাসা ও মহব্বত সুদৃঢ় হয় এবং মনে হিংসা, অহংকার বা অশুভ কোনো পরিকল্পনা থাকলে তা দূরীভূত হয়।

وَعَنْ ٤٤٧٩ عِكْرِمَةَ بْنِ اَبِىْ جَهْلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمَ جِئْتُهُ مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৪৭৯. অনুবাদ : হযরত ইকরিমা ইবনে আবূ জাহল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যেদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে উপস্থিত হই, তিনি আমাকে দেখেই বললেন, হিজরতকারী আরোহীর প্রতি মুবারকবাদ। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত ইকরিমা (রা.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ঘোড় সওয়ার। এ হিসেবে তাঁকে رَاكِب বলা হয়েছে। আর কুফর হতে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, তাই তাঁকে مُهَاجِر বলা হয়েছে। এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, মক্কা বিজিত হওয়ার পর হিজরতের কোনো অবকাশ নেই। যেমন, রাসূল ﷺ বলেছেন– لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ অথচ এটা সত্ত্বেও রাসূল ﷺ হযরত ইকরিমা (রা.)-কে "مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ" বলেছেন? এর উত্তরে বলা হয় যে, রাসূল ﷺ -এর ঘোষণা দ্বারা যে হিজরত বন্ধ হয়েছে, তা হচ্ছে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত; কিন্তু دَارُ الْكُفْرِ হতে دَارُ الْاِسْلَامِ-এ হিজরত বন্ধ হয়নি ; বরং এ ধরনের হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত বিদ্যমা

থাকবে। হযরত ইকরিমা (রা.) আগমন করেছিলেন ইয়েমেন থেকে। ইয়েমেন তখনো دَارُ الْكُفْرِ ছিল। কাজেই ইয়েমেন থেকে রাসূল ﷺ -এর দরবারে তাঁর আগমন دَارُ الْكُفْرِ হতে دَارُ الْإِسْلَامِ -এর দিকে আগমন হয়েছে। এ ছাড়া উত্তরে এটাও বলা যেতে পারে যে, হযরত ইকরিমা (রা.) কুফর পরিত্যাগ করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তথা ইসলামের দিকে হিজরত করেছেন।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– ইকরিমা, তাঁর পিতা মুসলমানদের চির শত্রু মক্কার কাফেরদের নেতা আবূ জাহেল। হযরত ইকরিমা (রা.) মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমানদের ভয়ে ইয়েমেন চলে যান। এদিকে তাঁর স্ত্রী উম্মে হাকীম বিনতে হারিছ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁর [ইকরিমা] জন্য তিনি মহানবী ﷺ -এর নিকট থেকে নিরাপত্তা লাভ করেন। অতঃপর ইয়েমেনে গিয়ে তাঁকে নিয়ে রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হন। রাসূল ﷺ ইকরিমাকে দেখে "مَرْحَبًا بِالرَّاكِبِ الْمُهَاجِرِ" বলে স্বাগত জানান। অতঃপর তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ঘোড় সওয়ার ছিলেন। রাস্তায় চলাফেরা করার সময় লোকেরা তাঁকে আল্লাহর শত্রু আবূ জাহলের পুত্র হিসেবে বিদ্রূপ করত। এতদশ্রবণে রাসূল ﷺ তাঁর শানে বলেন–

اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوْا .

শাহাদাতবরণ : হযরত ইকরিমা (রা.) হযরত ওমর ফারূক (রা.)-এর খেলাফতকালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাতকালে তাঁর বয়স ছিল ৬২ বছর।

وَعَنْ ٤٤٨٠ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ (رض) رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ وَكَانَ فِيْهِ مُزَاحٌ بَيْنَا يُضْحِكُهُمْ فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ خَاصِرَتِهِ بِعُوْدٍ فَقَالَ اَصْبِرْنِيْ قَالَ اِصْطَبِرْ قَالَ اِنَّ عَلَيْكَ قَمِيْصًا وَلَيْسَ عَلَيَّ قَمِيْصٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَمِيْصِهِ فَاحْتَضَنَهُ وَجَعَلَ يُقَبِّلُ كَشْحَهُ فَقَالَ اِنَّمَا اَرَدْتُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৮০. অনুবাদ : হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) নামক জনৈক আনসার গোত্রীয় ব্যক্তি থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন তিনি নিজের সম্প্রদায়ের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন এবং এর মধ্যে হাসি-তামাশা হচ্ছিল। তিনি নিজের কথাবার্তায় জনতাকে হাসাচ্ছিলেন। এমন সময় নবী করীম ﷺ একটি লাকড়ি দ্বারা তাঁর পাঁজরে খোঁচা দিলেন। তখন হযরত উসাইদ (রা.) বললেন, আপনি আমাকে খোঁচা দিয়েছেন, এখন আমাকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করার সুযোগ দিন। তিনি বললেন, প্রতিশোধ গ্রহণ কর। হযরত উসাইদ (রা.) বললেন, আপনার শরীর জামা দ্বারা আবৃত, অথচ আমার গায়ে জামা ছিল না। তখন নবী করীম ﷺ নিজের জামা তুলে ধরলেন। তখন হযরত উসাইদ (রা.) রাসূল ﷺ-কে জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর পাঁজরে চুমু দিতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এটাই আমি চেয়েছিলাম। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ -এর ব্যাখ্যা : جَامِعُ الْاُصُوْلِ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ اِنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ এ বর্ণনানুসারে হাদীসে উল্লিখিত "رَجُلٌ" শব্দটি مُبْتَدَأ হিসেবে পেশ হবে এবং এর খَبَرْ হবে كَانَ فِيْهِ مُزَاحٌ পরবর্তী "قَالَ"। এমতাবস্থায় অর্থ হবে– 'উসাইদ ইবনে হুযাইর বলেন, জনৈক আনসারী ব্যক্তি বলেছেন'। তবে مَصَابِيْح -এর কোনো কোনো কপিতে رَجُلٍ শব্দটি مَجْرُوْر হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ অবস্থায় رَجُلٍ শব্দটি أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ হতে বদল হয়েছে। তখন অর্থ হবে– ' উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) যিনি আনসারীদের একজন, তিনি বলেন'।

উল্লেখ্য যে, হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) ছিলেন নকীবদের একজন। আর নকীব হলো, হিজরতের পূর্বে হজ উপলক্ষে মদিনা হতে কিছু লোক মক্কায় এসে গোপনে ইসলাম গ্রহণ করে নিজ দেশ মদিনায় ইসলাম প্রচার করেছিলেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁদেরকে নকীব বলা হয়।

اَصْبِرْنِىْ-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ : اَصْبِرْنِىْ -এর অর্থ হলো- اَقْدِرْنِىْ وَمَكِّنِّىْ مِنَ الْاِقْتِصَاصِ অর্থাৎ আমাকে কিসাস নেওয়ার সুযোগ ও ক্ষমতা দান করুন। যেমন, আরবে বলা হয়- اَصْبَرَ الْقَاضِىْ اِصْبَارًا অর্থাৎ বিচারক তাকে কিসাস নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।

কৌতুকের বিধান : রাসূল ﷺ বাস্তব ও সত্য কৌতুক করে সাহাবায়ে কেরামের মনে আনন্দ দিতেন বিধায় এটা বৈধ। যেমন-'বৃদ্ধা কখনো বেহেশতে যাবে না'।

রাবী পরিচিতি : নাম- উসাইদ, পিতার নাম হুযাইর। তিনি একজন বিশিষ্ট ও সম্মানিত আনসারী সাহাবী ছিলেন। তিনি বায়'আতে আকাবা, বদর ও তৎপরবর্তী সকল যুদ্ধেই প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বহু সংখ্যক সাহাবী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা.) হিজরি ২০ সনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 'জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٤٨١ الشَّعْبِىِّ (رحـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَلَقَّى جَعْفَرَ بْنَ اَبِىْ طَالِبٍ فَالْتَزَمَهُ وَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا وَفِىْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنِ الْبَيَاضِىِّ مُتَّصِلًا)

৪৪৮১. অনুবাদ : হযরত শা'বী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যখন জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন, তখন তাঁর সাথে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দু-চোখের মধ্যখানে [কপালে] চুম্বন করলেন। -[আবূ দাউদ। ইমাম বায়হাকী (র.) তাঁর "شُعَبُ الْاِيْمَانِ" গ্রন্থে হাদীসটি مُرْسَلٌ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। আর مَصَابِيْح গ্রন্থের কোনো কোনো কপিতে এবং "شَرْحُ السُّنَّةِ" গ্রন্থে ইমাম বায়াযী হতে مُتَّصِلٌ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের পটভূমি : ইসলামের প্রাথমিক যুগে মক্কায় মুসলমানদের উপর যখন কাফির-মুশরিকদের অত্যাচার, জুলুম ও নির্যাতন চরম আকার ধারণ করল, তখন রাসূল ﷺ -এর নির্দেশক্রমে কতিপয় মুসলমান নর-নারী হাবশায় হিজরত করেন। হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) ছিলেন তাঁদের একজন। অতঃপর রাসূল ﷺ যখন মদিনায় হিজরত করেন, হাবশায় অবস্থানকারী মুসলমানরাও তখন হিজরত করে মদিনায় পৌঁছলেন। এ সংবাদ শুনে নবী করীম ﷺ তাঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য এগিয়ে আসলেন। এ সময় তিনি হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর সাথে আলিঙ্গন করেন এবং তাঁর কপালে চুম্বন করেন।

اَلْبَيَاضِىُّ কে : হাদীসের সনদে উল্লিখিত اَلْبَيَاضِىُّ দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জাবির (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সাহাবী। اَلْبَيَاضَةُ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَيْقٍ -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে তাঁকে اَلْبَيَاضِىُّ সম্বোধনে ভূষিত করা হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা : উল্লিখিত হাদীস হতে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, কোনো সম্মানিত ব্যক্তির আগমনে তাঁকে অভ্যর্থনা জানানো এবং সালামের পর আলিঙ্গন করা ও কপালে চুম্বন করা সুন্নত।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম- আমির, পিতার নাম- শুরাহবীল আশ-শা'বী আল-কূফী। তিনি একজন সম্মানিত তাবেয়ী ছিলেন। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। বহু সংখ্যক ব্যক্তি হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁর সূত্রে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম যুহরী (র.) বলেন-

اَلْعُلَمَاءُ اَرْبَعٌ اِبْنُ الْمُسَيَّبِ بِالْمَدِيْنَةِ وَالشَّعْبِىُّ بِالْكُوْفَةِ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِىُّ بِالْبَصْرَةِ وَمَكْحُوْلٌ بِالشَّامِ .

ইন্তেকাল : হযরত আমির ইবনে শুরাহবীল আশ-শা'বী (র.) হিজরি ১০৪ সারে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮২ বৎসর।

টীকা : مُرْسَلٌ হলো ঐ হাদীস, যার সনদ হতে সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবেঈ সরাসরি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন। مُتَّصِلٌ হলো ঐ হাদীস, যার সনদে পূর্বাপর ধারাবাহিকতা পূর্ণরূপে রক্ষিত হয়েছে। কোনো স্তরেও কোনো রাবী বাদ পড়েনি বা উহ্য থাকেনি।

وَعَنْ ٤٤٨٢ جَعْفَرِ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ (رضـ) فِيْ قِصَّةِ رُجُوْعِهِ مِنْ اَرْضِ الْحَبْشَةِ قَالَ فَخَرَجْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا الْمَدِيْنَةَ فَتَلَقَّانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاعْتَنَقَنِيْ ثُمَّ قَالَ مَا اَدْرِيْ اَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ اَفْرَحُ اَمْ بِقُدُوْمِ جَعْفَرٍ وَ وَافَقَ ذٰلِكَ فَتْحَ خَيْبَرَ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৪৮২. অনুবাদ : হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) হাবশা হতে প্রত্যাবর্তনের ঘটনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেন যে, আমরা হাবশা হতে রওয়ানা করে মদিনায় এসে পৌঁছলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমার সাথে আলিঙ্গন করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি বলতে পারছি না খায়বর বিজয় আমার কাছে বেশি আনন্দের, না জা'ফরের ফিরে আসাটা বেশি আনন্দের! হযরত জা'ফর (রা.) ঘটনাক্রমে সেদিনই এসেছিলেন, যেদিন খায়বর বিজয় হয়েছিল। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর হাবশায় হিজরত করার কারণ : রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কাবাসীদের সামনে ইসলামের বাণী প্রচার শুরু করলেন, তখন মক্কার কাফের-মুশরিকরা তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের উপর দারুণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে। অতঃপর যখন মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার, জুলুম-নির্যাতন ও নিষ্পেষণ চরম আকার ধারণ করল, তখন রাসূল ﷺ -এর নির্দেশক্রমে কতিপয় মুসলমান নর-নারী হাবশায় হিজরত করেন। হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) ছিলেন তাঁদের দলনেতা।

হযরত জা'ফর (রা.) কখন মদিনায় আগমন করেছিলেন : হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) হিজরি ৭ম সনে খায়বর বিজয়ের পরপর মদিনায় আগমন করেন।

খায়বর কোথায় অবস্থিত : 'খায়বর' হলো রোম সীমান্তে অবস্থিত একটি উর্বর-ফসলী এলাকা। ইহুদিরাই সেখানকার অধিবাসী। মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর ইহুদিদের দু'টি প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় বনূ নযীর ও বনূ কুরাইযা এখানে এসে বসবাস শুরু করে।

খায়বর কখন বিজয় হয় : হিজরি ৭ম সনে হযরত আলী (রা.)-এর নেতৃত্বে খায়বর মুসলমানদের হাতে আসে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– জা'ফর, পিতার নাম– আবূ তালিব, তিনি ছিলেন খুলাফায়ে রাশেদার চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) -এর বড় ভাই। বয়সে তিনি হযরত আলী (রা.) অপেক্ষা দশ বছরের বড় ছিলেন। তিনি স্বভাব-চরিত্র ও গঠন-আকৃতিতে রাসূল ﷺ -এর সাদৃশ্য ছিলেন। রাসূল ﷺ তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। মক্কার কাফের মুশরিকদের অত্যাচার ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে যেসব মুসলমান হাবশায় হিজরত করেছিলেন, হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) ছিলেন তাদের অন্যতম। তাঁর সূত্রে তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ ও বহু সংখ্যক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাহাদাত বরণ : হযরত জা'ফর ইবনে আবূ তালিব (রা.) হিজরি ৮ম সনে মূতার যুদ্ধে ৪১ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন।

وَعَنْ ٤٤٨٣ زَارِعٍ (رضـ) وَكَانَ فِيْ وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ قَالَ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ رِجْلَهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৮৩. অনুবাদ : হযরত যারি' (রা.) হতে বর্ণিত, যিনি আব্দুল কায়েস প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমরা মদিনায় আগমন করলাম তখন আমরা তাড়াহুড়া করে সওয়ারি হতে অবতরণ করলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাত ও পা চুম্বন করলাম। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ-এর পরিচয় : عَبْدُ الْقَيْسِ হলো আরবের رَبِيْعَة গোত্রের একজন সম্মানিত ব্যক্তির নাম। আরবি ভাষায় কোনো গোত্র, দল, সম্প্রদায় বা রাজা-বাদশাহর প্রতিনিধিগণকে 'ওর্ফদ' (وَفْد) বলা হয়। অষ্টম হিজরিতে 'রবীয়াহ' গোত্রের পক্ষ হতে ১৪ জন লোকের একটি প্রতিনিধি দল নবী করীম ﷺ -এর দরবারে ইসলাম শিক্ষার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিল। উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন আব্দুল কায়েস। এজন্যই এ দলটি আব্দুল কায়েস নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।

قَوْلُهُ نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا-এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত অংশের অর্থ হলো نَتَبَادَرُ فِى النُّزُوْلِ مِنْ رَوَاحِلِنَا অর্থাৎ 'আমরা আমাদের সওয়ারি হতে অবতরণে তাড়াহুড়া করছিলাম।' এখানে نَتَبَادَرُ -এর পর فِى النُّزُوْلِ অংশটুকু উহ্য রয়েছে, যার প্রমাণ হলো পরবর্তী অংশ "مِنْ رَوَاحِلِنَا"।

হাত-পা চুম্বন করার বিধান : আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন, যদি কেউ কারো পরহেজগারি, যোগ্যতা, ইলম, ভদ্রতা, সত্যবাদিতা, পুণ্যশীলতা অনুরূপ দীনি কার্যকলাপ দেখে হাত-পা চুম্বন করে, তা মাকরূহ নয়; বরং মোস্তাহাব। পক্ষান্তরে কেউ যদি কারো জাঁকজমক, ধনসম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে হাত-পা চুম্বন করে, তাহলে সেটা কঠোর মাকরূহ; বরং হারাম।

উল্লেখ্য যে, এ হাদীস দ্বারা সম্মানিত ব্যক্তির পদ চুম্বন জায়েজ আছে বলে প্রমাণিত হলেও সল্‌ফে সালেহীনগণ এটা বর্জন করেছেন। কেননা পদ চুম্বনকালে সাধারণত মাথা নত হয়ে যায়, অথচ এটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এমন অবস্থা হতে দূরে থাকাই উত্তম, যার মধ্যে শিরকের আশঙ্কা থাকে।

রাবী পরিচিতি : নাম– যারি', পিতার নাম– আমির, দাদার নাম– আব্দুল কায়েস। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন এবং আব্দুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে বসরার অধিবাসী বলে ধারণা করা হয়।

وَعَنْ ٤٤٨٤ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا كَانَ اَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا وَفِىْ رِوَايَةٍ حَدِيْثًا وَكَلَامًا بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ فَاطِمَةَ كَانَتْ اِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ اِلَيْهَا فَاَخَذَ بِيَدِهَا فَقَبَّلَهَا وَاَجْلَسَهَا فِىْ مَجْلِسِهِ وَكَانَ اِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ اِلَيْهِ فَاَخَذَتْ بِيَدِهِ فَقَبَّلَتْهُ وَاَجْلَسَتْهُ فِىْ مَجْلِسِهَا . (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৪৪৮৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র ও কাঠামো-অবয়বে; অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, আলাপ-আলোচনায় হযরত ফাতিমা (রা.) ছাড়া অন্য কাউকে আমি মহানবী ﷺ -এর সদৃশ পাইনি। হযরত ফাতিমা (রা.) যখন নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসতেন, মহানবী ﷺ দাঁড়িয়ে যেতেন এবং হযরত ফাতিমার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুম্বন করতেন এবং নিজের আসনে বসাতেন। অনুরূপভাবে রাসূল ﷺ যখন হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে যেতেন, হযরত ফাতিমা (রা.) উঠে দাঁড়াতেন, তাঁর হাত ধরতেন, হাতে চুম্বন করতেন এবং নিজের বসার স্থানে তাঁকে বসাতেন। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ قَامَ اِلَيْهَا -এর মর্মার্থ : আল্লামা ইমাম তূরপুশতী (র.) قَامَ اِلَيْهَا -এর শাব্দিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলেন, হযরত ফাতিমা (রা.)-এর আগমনে রাসূল ﷺ -এর দণ্ডায়মান এবং রাসূল ﷺ -এর আগমনে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর দণ্ডায়মান ছিল স্নেহ-মমতা ও পিতৃস্নেহ আবেগে। কেননা যদি সম্মান প্রদর্শনের জন্য হতো, তবে قَامَ لَهَا ও قَامَتْ لَهٗ অর্থাৎ قَامَ বা قَامَتْশব্দটি لَامْ সেলাহ সহকারে ব্যবহৃত হতো, اِلٰى সেলাহ সহকারে ব্যবহৃত হতো না। তবে এ কথা মেনে নিতে কোনো আপত্তি নেই যে, পিতা কন্যাকে এবং কন্যা পিতাকে স্ব-স্ব মর্যাদানুযায়ী সম্মান প্রদর্শনার্থে অভ্যর্থনা জানাতে দাঁড়াতেন।

قَوْلُهٗ كَانَ اَشْبَهَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلًّا-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য অংশে হযরত আয়েশা (রা.) হযরত ফাতিমা (রা.) এবং রাসূল ﷺ -এর মধ্যকার বিভিন্ন গুণাবলির সাদৃশ্য ও সম্পর্কের একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, আকৃতি-প্রকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, কাঠামো-অবয়ব, কথাবার্তা ও বাকভঙ্গিতে আমি রাসূল ﷺ -এর সবচেয়ে বেশি সদৃশ হযরত ফাতিমা (রা.) ব্যতীত আর কাউকে দেখিনি। সকল বিষয়ে হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূল ﷺ-এর অবিকল ছিলেন।

وَعَنْ ٤٤٨٥ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اَبِىْ بَكْرٍ اَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَاِذَا عَائِشَةُ اِبْنَتُهٗ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ اَصَابَهَا حُمّٰى فَاَتَاهَا اَبُوْ بَكْرٍ (رض) فَقَالَ كَيْفَ اَنْتِ يَا بُنَيَّةُ وَقَبَّلَ خَدَّهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৮৫. অনুবাদ : হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) প্রথম মদিনায় আসেন [কোনো যুদ্ধ হতে ফিরে আসেন], তখন আমি তাঁর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। আমি দেখলাম, তাঁর কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) শুয়ে আছেন। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, হে বৎস! তুমি কেমন আছ? এবং তাঁর গালে চুম্বন করলেন। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ -এর ব্যাখ্যা : হযরত বারা ইবনে আযিব (রা.) বলেন, যখন হযরত আবূ বকর (রা.) প্রথম মদিনায় আসেন, তখন আমি তাঁর সাথে তাঁর ঘরে প্রবেশ করলাম। আলোচ্য অংশে মদিনায় আগমন দ্বারা মক্কা হতে হিজরত করে মদিনায় আগমন উদ্দেশ্য নয়; বরং কোনো যুদ্ধ হতে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করাই উদ্দেশ্য।

قَوْلُهٗ قَبَّلَ خَدَّهَا -এর অর্থ : এ বাক্যটির অর্থ হলো, হযরত আবূ বকর (রা.) স্নেহ-মমতার ভিত্তিতেই স্বীয় কন্যা হযরত আয়েশা (রা.)-এর গালে চুম্বন করলেন।

وَعَنْ ٤٤٨٦ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اُتِىَ بِصَبِىٍّ فَقَبَّلَهٗ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُمْ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ وَاِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৪৮৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ -এর কাছে একটি শিশুকে আনা হলো, তিনি তাকে চুম্বন করলেন এবং বললেন, এরাই কার্পণ্যের হেতু, ভীরুতার কারণ। আর এরাই আল্লাহর সুগন্ধি তুল্য একটি অন্যতম নিয়ামত।
-[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে রাসূল ﷺ সন্তানদের কার্পণ্য ও ভীরুতার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা, মানুষ স্বভাবতই সন্তানদের সুখ-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। তাদের ব্যয় বহনকেই অন্যান্য ব্যয়ের উপর প্রাধান্য দেয় এবং অনেক সময় এদের কারণেই আল্লাহর পথে ব্যয় হতে নিবৃত থাকে। এজন্য নবী করীম ﷺ এদেরকে কার্পণ্যের কারণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আর এদেরকেই ভীরুতা ও কাপুরুষতার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা মানুষ মৃত্যুর ভয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় জিহাদ হতে বিরত থাকে। তারা মনে করে, মরে গেলে সন্তানরা দরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়বে, তাদের জীবন নির্বাহের কোনো উপায় থাকবে না। ফলে তাদের মধ্যে ভীরুতা ও কাপুরুষতা জন্মলাভ করে। এ ভীরুতা ও কাপুরুষতার মূল কারণ হলো সন্তানগণ।

قَوْلُهٗ وَاِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللّٰهِ **-এর মর্মার্থ :** নবী করীম ﷺ সন্তানদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত সুগন্ধির সাথে তুলনা করেছেন। কেননা সুগন্ধি দ্বারা মানুষ যেভাবে ঘ্রাণ নিয়ে প্রফুল্লতা ও আনন্দ অনুভব করে এবং আন্তরিকভাবে এর প্রতি অনুরাগী হয়, তেমনি সন্তানাদির প্রতিও তারা আন্তরিক স্নেহ-মায়া-মমতা পোষণ করে এবং তাদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল ﷺ একদিকে সন্তানদেরকে সুগন্ধির সাথে তুলনা করে সন্তানদের স্নেহ-মমতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, অপরদিকে এ সন্তানদেরকেই কার্পণ্য ও ভীরুতার কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। এটা হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে, সন্তানদের স্নেহ-মমতায় চরমভাবে জড়িয়ে আল্লাহকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা সন্তানসন্ততি ও ধনসম্পদকেই ফিতনা বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন- اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٤٨٧ يَعْلٰى (رض) قَالَ اِنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا اِسْتَبَقَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَمَّهُمَا اِلَيْهِ وَقَالَ اِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৪৮৭. অনুবাদ : হযরত ইয়া'লা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হাসান ও হুসাইন (রা.) দৌড়ে রাসূল ﷺ -এর কাছে এলেন। আর তিনি দুজনকেই নিজের সাথে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, 'সন্তানই কৃপণতা ও ভীরুতার কারণ'। -[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ **-এর ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.)-এর সম্বন্ধে مَجْبَنَةٌ ও مَبْخَلَةٌ শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন। এখানে এ শব্দদ্বয় প্রশংসামূলক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা হযরত আলী, হযরত ফাতিমা (রা.) ও রাসূল ﷺ -এর জন্য হাসান-হুসাইন কোনো সময়ই ভীরুতা ও কার্পণ্যের কারণ ছিলেন না।

রাবী পরিচিতি : নাম- ইয়া'লা, পিতার নাম- উমাইয়া আত-তামীমী। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে হিজাযের অধিবাসী বলে গণ্য করা হয়। হুনাইন, তায়েফ ও তাবূক প্রভৃতি যুদ্ধে তিনি স্বশরীরে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর সূত্রে সাফওয়ান, 'আতা, মুজাহিদ প্রমুখগণ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছেন।

وَعَنْ ٤٤٨٨ عَطَاءِ ن الْخُرَاسَانِيِّ (رح) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَصَافَحُوْا يَذْهَبُ الْغِلُّ وَتَهَادَوْا تَحَابُّوْا وَتَذْهَبُ الشَّحْنَاءُ. (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا)

৪৪৮৮. অনুবাদ : হযরত 'আতা আল-খুরাসানী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা পরস্পর করমর্দন কর, এতে অন্তরের হিংসা ও বিদ্বেষ অন্তর্হিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে উপঢৌকন বিনিময় কর, এতে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা বৃদ্ধি পায় এবং শত্রুতা দূরীভূত হয়। -[ইমাম মালিক (র.) এ হাদীসটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ করমর্দন ও উপঢৌকন বিনিময়ের প্রতিক্রিয়া ও শুভ পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। হাদীসে বলা হয়েছে, পরস্পর করমর্দনের দ্বারা যেমনিভাবে মনের কালিমা ও ঈর্ষা দূরীভূত হয়, তেমনিভাবে পারস্পরিক উপঢৌকন বিনিময়ের মাধ্যমে ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হয় এবং শত্রুতা দূরীভূত হয়।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস হতে আমরা পারস্পরিক শত্রুতা, হিংসা, বিদ্বেষ ও ঈর্ষা দূরীভূত হওয়ার এবং অকৃত্রিম ও সুদৃঢ় বন্ধুত্ব সৃষ্টি হওয়ার পন্থা জানতে পারলাম। অতএব, আমরা যদি এগুলো নিজেদের বাস্তব জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি, তাহলে একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ বিশ্বকে উপহার দিতে সক্ষম হবো।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– 'আতা, পিতার নাম– আব্দুল্লাহ আল খুরাসানী। তিনি একজন সম্মানিত তাবেয়ী ছিলেন। হিজরি ৫০ সালে তিনি খুরাসানে জন্মগ্রহণ করেন। শাম দেশে বসবাস করতেন। হযরত মালেক ইবনে আনাস ও মা'মার ইবনে রাশেদ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : হযরত 'আতা আল-খুরাসানী (র.) হিজরি ১৩৫ সনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

وَعَنْ ٤٤٨٩ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى اَرْبَعًا قَبْلَ الْهَاجِرَةِ فَكَاَنَّمَا صَلَّاهُنَّ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَالْمُسْلِمَانِ اِذَا تَصَافَحَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ اِلَّا سَقَطَ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৪৮৯. অনুবাদ : হযরত বারা ইবনে 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি দ্বিপ্রহরের পূর্বে চার রাকাত সালাত আদায় করল, সে যেন এ চার রাকাত কদরের রাতে পড়ল। আর দুজন মুসলমান যখন করমর্দন করে, তখন তাদের মধ্যে কোনো গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না, মাফ করে দেওয়া হয়। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ صَلَّاهُنَّ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ **-এর ব্যাখ্যা :** দ্বিপ্রহরের পূর্ব মুহূর্তে প্রচণ্ড গরম পড়ে, এ সময় বিশ্রাম ও আরামের সময়। সাধারণত এ সময় মানুষের মধ্যে অলসতা বিরাজ করে। সুতরাং বান্দা যেহেতু অলসতা বাদ দিয়ে বিশ্রামকে হারাম করে গরমের প্রচণ্ডতা সহ্য করে স্বীয় প্রভুর সম্মুখে বিনয়ের সাথে নফল সালাতে দাঁড়ায়, তাই আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে এর বিনিময়ে স্বীয় অনুগ্রহে কদরের সালাতের ফজিলত তাকে দান করেন।

قَوْلُهٗ لَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا ذَنْبٌ **-এর মর্মার্থ :** আলোচ্য হাদীসাংশের মর্মার্থ হলো, যখন দুজন মুসলমান ব্যক্তি পরস্পর করমর্দন করে, তখন তাদের মধ্যে কোনো প্রকার গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না। এখানে ذَنْبٌ দ্বারা সগীরা গুনাহ বুঝানো হয়েছে। আল্লামা ত্বীবী (র.) বলেন, এখানে ذَنْبٌ দ্বারা ঈর্ষা (اَلْغِلُّ) ও শত্রুতা (اَلشَّحْنَاءُ)-কে বুঝানো হয়েছে।

টীকা : قَبْلَ الْهَاجِرَةِ দ্বারা 'চাশ্‌ত' সালাতের কথা বলা হয়েছে। এ সময় চার রাকাত নফল সালাত আদায় করা কদরের রাতে চার রাকাত সালাত আদায় করার সমতুল্য।

بَابُ الْقِيَامِ
পরিচ্ছেদ : দণ্ডায়মান হওয়া

اَلْقِيَامُ এটা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার, মূলবর্ণ (ق ـ و ـ م) অর্থ– দণ্ডায়মান হওয়া, দাঁড়ানো। কারো সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কারো মতে এটা মাকরূহ। যেমন– হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে দাঁড়ানোকে খুবই অপছন্দ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, এটা সুন্নত তথা মোস্তাহাব। যেমন, নবী করীম ﷺ হযরত ইকরিমা ইবনে আবূ জাহলের জন্য দাঁড়িয়েছেন। অনুরূপভাবে হযরত ফাতিমা রাসূল ﷺ-এর আগমনে, আর রাসূল ﷺ হযরত ফাতিমা (রা.)-এর আগমনে দাঁড়াতেন। এ সম্পর্কে সমস্ত হাদীসের সমন্বয় সাধনে আল্লামা ইমাম গাযালী (র.) বলেন, কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো তথা ঐ সম্মানিত ব্যক্তি যতক্ষণ বসে থাকবে, ততক্ষণ দণ্ডায়মান থাকা; যেমন– রাজা-বাদশাহ কিংবা মোড়ল-সর্দারদের সম্মানে একটানা দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করা নিষিদ্ধ ও মাকরূহ। কিন্তু কারো আগমনে মর্যাদা ও বুজর্গির সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানো কিংবা মহব্বতে আপ্লুত হয়ে দণ্ডায়মান হওয়া; যেমন–পিতামাতা, ওস্তাদ, আলিম -এর আগমনে দাঁড়ানো জায়েজ; বরং এটা সুন্নত।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٤٩٠ - عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْقُرَيْظَةَ عَلٰى حُكْمِ سَعْدٍ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَيْهِ وَكَانَ قَرِيْبًا مِنْهُ فَجَاءَ عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِلْاَنْصَارِ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَمَضَى الْحَدِيْثُ بِطُوْلِهِ فِىْ بَابِ حُكْمِ الْاِسْرَاءِ.

৪৪৯০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনূ কুরাইযা সম্প্রদায় যখন সা'দ (রা.)-এর ঘোষিত রায় মেনে নেওয়ার শর্তে দুর্গ হতে অবতরণ করল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত সা'দকে ডেকে পাঠালেন। তিনি নবী করীম ﷺ-এর নিকটবর্তী ছিলেন। হযরত সা'দ যখন গাধার পিঠে আরোহণ করে মসজিদে নববীর নিকটবর্তী হলেন, তখন নবী ﷺ আনসারগণকে বললেন, তোমরা তোমাদের নেতার সাহায্যের জন্য দাঁড়িয়ে যাও। –[বুখারী ও মুসলিম] এ হাদীসের বিস্তারিত বর্ণনা "بَابُ الْحُكْمِ الْاِسْرَاءِ" -তে হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসটির পটভূমি : মদিনায় ইহুদিদের কয়েকটি বড় বড় সম্প্রদায় বাস করত। তন্মধ্যে বনূ কুরাইযা ছিল অন্যতম। হিজরতের পর নবী করীম ﷺ তাদের সাথে চুক্তি করেছিলেন যে, আমরা পরস্পর মিলেমিশে বসবাস করব এবং পরস্পর শত্রুতা পোষণ করব না, অনুরূপভাবে কেউ কারো শত্রুর সাথে হাত মিলাব না। হিজরি ৫ম সালে আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার কুরাইশ মদিনা শরীফ আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলে রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে মদিনার অদূরে 'সলিলা' পর্বতের নিকট খন্দক খনন করে শত্রুর মোকাবিলার অপেক্ষা করছিলেন। কুরাইশরা দীর্ঘ এক মাস যাবৎ খন্দকের অপর পাড়ে অবস্থান করে নানা প্রকারের দুর্যোগের সম্মুখীন হয়ে পরিশেষে ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে গেল।

কুরাইশদের খন্দকের পাড়ে অবস্থানকালে বনূ কুরাইযা সন্ধিচুক্তি ভঙ্গ করে কুরাইশদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। যুদ্ধ শেষে বিশ্বাসঘাতক বনূ কুরাইযাকে মদিনা হতে উৎখাত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ আসে, ফলে মুসলমানগণ তাদেরকে অবরোধ করলেন। সাহাবী হযরত আবূ লুবাবা (রা.) ছিলেন সে সম্প্রদায়ের লোক। অবরোধ থাকা অবস্থায় বনূ কুরাইযা হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-কে তাদের নিকট পাঠাবার জন্য নবী করীম ﷺ -এর নিকট প্রস্তাব পাঠাল। তাদের উদ্দেশ্য

ছিল, এ অবরোধের প্রকৃত পরিণাম সম্বন্ধে নবী করীম ﷺ-এর উদ্দেশ্য কি, তা অবগত হওয়া। হযরত আবূ লুবাবা (রা.) যখন আসলেন, তখন নারী-পুরুষ সবাই তাঁর সম্মুখে ভীষণভাবে কাঁদতে লাগল। আবূ লুবাবা (রা.) গোত্রীয় সম্পর্কের আবেগে অভিভূত হয়ে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলেন যে, নবী করীম ﷺ তাদেরকে হত্যা করে ফেলবেন। এটা শুনে বনূ কুরাইযা নিরাশ ও হতাশ হয়ে পড়ল এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ প্রস্তাব পাঠাল যে, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.) তাদের ব্যাপারে যে রায় বা সিদ্ধান্ত প্রদান করেন, তারা সে সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। এ সিদ্ধান্তের জন্য নবী করীম ﷺ হযরত সা'দ (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন।

হযরত সা'দ (রা.)-এর সিদ্ধান্ত : হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) ছিলেন বনূ কুরাইযার সর্দার। বনূ কুরাইযার লোকদের ধারণা ছিল যে, হযরত সা'দ (রা.) যদিও ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তবুও বিচারের বেলায় স্বগোত্রের লোকদের প্রতি অবশ্যই সহনশীলতা প্রকাশ করবেন। কিন্তু তাদের এ ধারণা বিফলে গেল। তিনি রায় প্রদান করলেন– বনূ কুরাইযার নারী ও শিশু ব্যতিরেকে সবাইকে হত্যা করতে হবে এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি করতে হবে, আর তাদের সমস্ত ধনসম্পদ মুসলমানগণ গনিমত হিসেবে গ্রহণ করবে। ফলে তাদের শত শত লোক হত্যা করা হলো। হযরত সা'দ (রা.)-এর রায় শুনে নবী করীম ﷺ সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, "হে সা'দ! তুমি আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী-ই রায় প্রদান করেছ।" উপরিউক্ত হাদীসে এ ঘটনার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-এর তওবা : রাসূল ﷺ বনূ কুরাইযার লোকদেরকে হত্যা করে ফেলবেন– এটা ছিল একটি গোপনীয় ব্যাপার। যুদ্ধক্ষেত্রে এ ধরনের গোপনীয়তা ফাঁস করা যেমন সমরনীতির পরিপন্থি, অপরদিকে আমানতের খেয়ানতও বটে। কিন্তু হযরত আবূ লুবাবা (রা.) স্বগোত্রীয় লোকদের কান্নাকাটি দেখে স্থির থাকতে পারেননি। অবশেষে স্বীয় গলদেশের দিকে ইঙ্গিত করে তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তোমাদেরকে হত্যা করা হবে। এ জঘন্যতম অপরাধের জন্য হযরত আবূ লুবাবা (রা.) দীর্ঘদিন যাবৎ নিজেকে মসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সালাত আদায় করার সময় তাঁর এক কন্যা এসে তাঁর বন্ধন খুলে দিত। সালাত আদায়ের পর আবার নিজেকে বেঁধে নিতেন। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তাঁর অনুশোচনার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাঁকে মাফ করে দিলেন এবং তাঁর তওবা কবুল করলেন।

হযরত সা'দ (রা.)-এর পরিচয় : নাম- সা'দ, পিতার নাম- মুআয। তিনি আউস গোত্রের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি প্রথম বায়'আতে আকাবা ও দ্বিতীয় বায়'আতে আকাবার মাঝামাঝি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর কারণে অনেক আনসার ইসলাম গ্রহণ করেন। আনসারদের মধ্যে তিনি অতি সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'সাইয়্যিদুল আনসার' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর সূত্রে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাহাদাত বরণ : খন্দকের যুদ্ধে তাঁর হাতের রগ কেটে গিয়েছিল এবং তা থেকে অনবরত রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। এ অবস্থাতেই তিনি এক মাস পর শাহাদাত বরণ করেন। 'জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়। শাহাদাত কালে তাঁর বয়স ছিল ৩৭ বছর।

قَوْلُهُ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ-এর মর্মার্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ "তোমাদের নেতার জন্য দাঁড়িয়ে যাও।" এর মর্মার্থ হলো, হযরত সা'দ (রা.) ছিলেন আনসারদের নেতৃস্থানীয় লোক। বনূ কুরাইযা তাঁকে বিচারক মেনেছিল। হযরত সা'দ (রা.) খন্দকের যুদ্ধে আহত হওয়ার দরুন তখন রুগ্ণ ও দুর্বল অবস্থায় ছিলেন। চলাফেরা করতে পারতেন না। তিনি গাধার পিঠে আরোহণ করে যখন মসজিদে নববীর সামনে আসলেন, তখন নবী করীম ﷺ "قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ" দ্বারা হযরত সা'দ (রা.)-এর সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়ানোর জন্য নির্দেশ দেননি; বরং তাঁকে গাধার পিঠ হতে অবতরণে সাহায্য করার জন্য রাসূল ﷺ আনসারদেরকে আদেশ করেছেন। কেননা قِيَامٌ শব্দের صِلَه যখন اِلٰى হয়, তখন সাহায্য ও সহযোগিতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন, অত্র হাদীসে বলা হয়েছে– قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ : তবে হাঁ, যদি قِيَامٌ-এর صِلَه-টি لَامٌ হয়, তখন সম্মান প্রদর্শন অর্থে ব্যবহৃত হয়।

اَنْوَاعُ الْقِيَامِ وَحُكْمُهُ [কিয়ামের প্রকারভেদ ও হুকুম] : قِيَامٌ অর্থাৎ কারো সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া। এটা কয়েক প্রকারের হতে পারে, যথা–

১. শুভেচ্ছা জ্ঞাপন, অভিনন্দন ও সংবর্ধনার জন্য দাঁড়ানো। যেমন, নবী করীম ﷺ কোনো কোনো সময় হযরত ফাতিমা (রা.)-এর আগমনে দণ্ডায়মান হতেন, আবার হযরত ফাতিমা (রা.)ও নবী করীম ﷺ-এর আগমনে দণ্ডায়মান হতেন। এটা সুন্নত। মুরব্বি, সর্দার, নেতা ও পিতামাতার প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থে দণ্ডায়মান হওয়া জায়েজ।

২. গর্ব ও অহংকারের খাতিরে দণ্ডায়মান হওয়া। যেমন– শাসক ও আমির-ওমরাগণ প্রজাদের দণ্ডায়মান হওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকে যে, তাদের সম্মুখে প্রতিমার মতো দণ্ডায়মান থাকুক এবং কুর্নিশ করুক, এটাই তারা মনে-প্রাণে কামনা করে থাকে। না করলে ক্রোধান্বিত হয়। এ ধরনের দণ্ডায়মান হওয়া সম্পর্কে শরিয়তের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হযরত মুআবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসে আছে– مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যার মনের অভিলাষ এই যে, মানুষ তার সম্মুখে মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান থাকুক, সে যেন দোজখে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়।

৩. সম্মান প্রদর্শন ও শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দাঁড়ানো। এটা জায়েজ ; বরং মোস্তাহাব। যথা– ওস্তাদ, মাশায়েখ, নেতা, সর্বজনমান্য আলিম ও পিতামাতার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া।

৪. মৃত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। এটা নাজায়েজ ও বিদ'আত। ইসলামি শরিয়তে এর পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

৫. সাহায্য-সহানুভূতির জন্য দণ্ডায়মান হওয়া। উচ্চ শ্রেণির লোকের জন্য হোক বা নিম্ন শ্রেণির লোকের জন্য হোক, সাহায্য-সহানুভূতির জন্য দণ্ডায়মান হওয়া ছওয়াবের কাজ।

قَوْلُهُ دَنَا مِنَ الْمَسْجِدِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত মসজিদ দ্বারা কোন্ মসজিদ উদ্দেশ্য, তা নির্ণয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে, মসজিদ বলতে এখানে যে কোনো একটি নামাজের স্থানকে বুঝানো হয়েছে।

আবার কারো মতে, এখানে মসজিদ দ্বারা উদ্দেশ্য মসজিদে নববী। তবে অনেকের মতে– اَلْمَوْضِعُ الَّذِىْ اِتَّخَذَهُ النَّبِىُّ ﷺ مُصَلًّى حِيْنَ نَازَلاً فِىْ بَنِىْ قُرَيْظَةَ অর্থাৎ নবী করীম ﷺ বনূ কুরাইযায় অবস্থানকালে যে স্থানটি নামাজ আদায় করার জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। পরবর্তীতে লোকেরা সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। সুতরাং হাদীসে বর্ণিত মসজিদ বলতে উক্ত স্থানটিকে বুঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٤٤٩١ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৪৯১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– কেউ কোনো ব্যক্তিকে তার বসার স্থান হতে উঠিয়ে অতঃপর নিজেই সে স্থানে বসে পড়বে, এরূপ করবে না; বরং তোমরা স্থানটিকে প্রশস্ত করে নেবে। [অর্থাৎ পূর্ব হতে যারা বসে আছে, তাদের উচিত নিজেরা চেপে চেপে এদিক-ওদিক সরে বসে স্থানটিকে প্রশস্ত করে আগমনকারী ব্যক্তির বসার স্থান করে দেবে। কিংবা পরে আগমনকারী ব্যক্তি তাদেরকে একটু প্রশস্ত করে তাকে বসার সুযোগ করে দিতে অনুরোধ করবে।]

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশে مَجْلِسْ দ্বারা এমন বসার স্থান উদ্দেশ্য, যা সকলের জন্য উন্মুক্ত। যেমন– মসজিদ, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি। সুতরাং জুমার দিন হলেও নামাজ কিংবা অন্য অবস্থায় বসা থাকলেও তাকে উঠিয়ে নিজে ঐ স্থানে বসা নাজায়েজ। কেউ নিজের ইচ্ছাধীন উঠে পড়লে জায়েজ হবে। তবে মুফতি, কাযী এবং শরিয়ত সম্পর্কিত মাসআলা শিক্ষাদাতার জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান থাকলে তারা ঐ স্থানেই বসবে, অন্য কেউ ঐ স্থানে বসলে তাকে উঠিয়ে দেওয়া বৈধ হবে।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا -এর মর্মার্থ : اَلتَّفَسُّحُ শব্দের অর্থ– প্রশস্ততা দান করা। পরস্পরে ফাঁক হয়ে বসা। যেমন, আরবি পরিভাষায় বলা হয়– فَسَّحَ عَنِّىْ অর্থাৎ সে আমার থেকে সরে বসল। تَوَسَّعُوْا শব্দটি تَفَسَّحُوْا -এর تَاكِيْد -এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যটির অর্থ হলো, তোমরা পরস্পরে চেপে চেপে বস, যাতে মজলিসের মধ্যে স্থানের প্রশস্ততা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উল্লিখিত বাণী দ্বারা পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ .

হাদীসের শিক্ষা : উপরিউক্ত হাদীসের মাধ্যমে আমরা মজলিসে বসার আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার ইত্যাদি কি হওয়া দরকার, তা শিখতে পেরেছি। সুতরাং আমাদের জীবনে এগুলোর বাস্তবায়নই হাদীসের দাবি।

وَعَنْ ٤٤٩٢ اَبِیْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهٖ ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهِ فَهُوَ اَحَقُّ بِهٖ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৪৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি কেউ নিজের স্থান হতে উঠে অন্যত্র চলে যায় অতঃপর পুনরায় ফিরে আসে, তবে সে-ই ঐ স্থানের অগ্রাধিকারী। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

অন্যের স্থানে বসার বিধান : যে ব্যক্তি বসার স্থান ত্যাগ করে অজু কিংবা অন্য কোনো সাধারণ প্রয়োজনে উঠে বাইরে যায় এবং পুনরায় ফিরে আসার ইচ্ছা রাখে এবং এটা তার আচরণে স্পষ্টভাবে বুঝা যায়, এমতাবস্থায় তাঁর স্থানে অন্য কোনো লোকের বসা উচিত নয়। আর বসলে পূর্বের ব্যক্তি ফিরে আসলে তার জন্য আসন ছেড়ে দিতে হবে। না ছাড়লে জোরপূর্বক তাকে উঠিয়ে দিতে পারবে। তবে হ্যাঁ, যদি পূর্বের ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজের অধিকার পরিহার করে, তবে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার।

اَلْفَصْلُ الثَّانِیْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٤٩٣ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَكَانُوْا اِذَا رَاَوْهُ لَمْ يَقُوْمُوْا لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهٖ لِذٰلِكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِیُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৪৪৯৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরামের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চেয়ে অধিক প্রিয় ব্যক্তি আর কেউ ছিল না। কিন্তু তবুও তাদের অবস্থা এই ছিল যে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আগমন করতে দেখতেন তার সম্মানার্থে তাঁরা দাঁড়াতেন না। কেননা তারা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এটা পছন্দ করতেন না। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَمْ يَكُنْ شَخْصٌ اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত আনাস (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি এতখানি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন যে, তাদের নিকট ইহজগতে কোনো ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক প্রিয় ছিলেন না। চাই সে ব্যক্তি তাদের পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নি, স্ত্রী-পুত্র, কন্যা যেই হোক না কেন; বরং জাগতিক দৃষ্টিতে এসব প্রিয়তম ব্যক্তিবর্গের চেয়েও তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অধিক ভালোবাসতেন।

قَوْلُهٗ لِمَا يَعْلَمُوْنَ مِنْ كَرَاهِيَّتِهٖ لِذٰلِكَ **-এর মর্মার্থ :** আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে দেখতেন, তখন দণ্ডায়মান হতেন না। উল্লিখিত অংশটুকু এর কারণ বা ইল্লত। অর্থাৎ তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সর্বাধিক ভালোবাসা সত্ত্বেও তাঁকে দেখে দাঁড়াতেন না। এর কারণ তারা জানতেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দণ্ডমায়মান হওয়াকে অপছন্দ করেন। যদি দণ্ডায়মান হওয়া দ্বারাই প্রকৃত সম্মান প্রদর্শন করা বুঝাত কিংবা রাসূলুল্লাহ ﷺ একে অপছন্দ না করতেন, তবে অবশ্যই সাহাবায়ে কেরামগণ দণ্ডায়মান হতেন।

দুই হাদীসের মধ্যকার تَعَارُضْ **ও তার সমাধান :** হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসের ভাষ্যে বুঝা যায় যে, সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আগমনে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়াতেন না। পক্ষান্তরে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ আনসারদেরকে হযরত সা'দ (রা.)-এর জন্য দাঁড়াতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং প্রকাশ্যভাবে উভয় হাদীসে تَعَارُضْ তথা দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। তার সমাধান নিম্নরূপ–

যদিও হাদীস দুটিতে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়, প্রকৃতপক্ষে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা تَعَارُضْ নেই। কারণ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণিত হাদীস বনী কুরাইযাকে উদ্দেশ্য করে হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.)-এর জন্য যে দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং দিয়েছিলেন তাঁর কারণ ছিল, হযরত সা'দ ইবনে মুআয (রা.) তখন আহত অবস্থায় গাধার পিঠে আরোহিত অবস্থায় পৌঁছেছিলেন, তখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য এ নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা সম্মান প্রদর্শনার্থে দণ্ডায়মান হওয়ার আদেশ ছিল না। সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ قُوْمُوْا اِلٰى سَيِّدِكُمْ বলেছেন ; قُوْمُوْا لِسَيِّدِكُمْ বলেননি।

আর হযরত আনাস (রা.) বর্ণিত হাদীসে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্মান প্রদর্শনার্থে দণ্ডায়মান হতেন না, তা ব্যক্ত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরবের রেওয়াজ ও নিয়ম অনুযায়ী অবনত মস্তকে অত্যন্ত অনুনয়-বিনয়ের সাথে মূর্তির মতো দাঁড়াতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাই নবী করীম ﷺ এ নিয়মে দাঁড়াতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। ফলে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) সে নিয়মে দাঁড়ানো বর্জন করেছেন।

وَعَنْ ٤٤٩٤ مُعَاوِيَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৯৪. অনুবাদ : হযরত মুআবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যার মনের অভিলাষ এই যে, মানুষ তার সম্মুখে মূর্তির মতো দণ্ডায়মান থাকুক, সে যেন দোজখকে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নেয়। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا **-এর ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত হাদীসাংশের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন যে, যদি ঐ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা করার উদ্দেশ্যে এবং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে দণ্ডায়মান থাকে, আর এভাবে দণ্ডায়মান থাকাকে সে পছন্দ করে, তবে সে যেন জাহান্নামকে নিজের বাসস্থান বানায়। হ্যাঁ, যদি দণ্ডায়মান হওয়া সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য না হয়; বরং সাহায্য-সহযোগিতার জন্য হয়, তবে কোনো দোষ নেই। হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.)-এর হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ **-এর ব্যাখ্যা :** فَلْيَتَبَوَّأْ এটা শব্দ হিসেবে اَمْرُ غَائِبٍ -এর সীগাহ। কিন্তু এখানে خَبَرٌ বা সংবাদ দেওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যের অর্থ হলো مَنْ سَرَّهُ ذٰلِكَ وَجَبَ لَهُ اَنْ يَنْزِلَ مَنْزِلَهُ مِنَ النَّارِ অর্থাৎ যে এভাবে তার সম্মুখে লোক দণ্ডায়মান থাকায় খুশি হয়, সে যেন জাহান্নামে নিজের স্থানকে নির্দিষ্ট করে নিল। আর সেটাই তার জন্য সাব্যস্ত হয়েছে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– মুআবিয়া, পিতার নাম– আবূ সুফিয়ান। পিতা-পুত্র উভয়েই সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ যাদেরকে ওহী লেখার কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম। হযরত ওমর (রা.)-এর সময় তিনি সিরিয়ার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফত কালে তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। হিজরি ৪১ সালে তিনি গোটা মুসলিম জাহানের শাসক হন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও আবূ সাঈদ (রা.) তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইন্তেকাল : হযরত মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা.) হিজরি ৬০ সনে রজব মাসে দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٤٩٥ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى عَصًا فَقُمْنَا لَهُ فَقَالَ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْاَعَاجِمُ يُعَظِّمُ بَعْضُهَا بَعْضًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ লাঠিতে ভর দিয়ে আমাদের নিকট আগমন করলেন। আমরা তাঁর সম্মানার্থে দণ্ডায়মান হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অনারব লোকেরা একে অপরের সম্মানার্থে যেভাবে দাঁড়ায়, তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না।

–[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্টআলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَقُوْمُوْا كَمَا يَقُوْمُ الْأَعَاجِمُ **-এর ব্যাখ্যা :** অমুসলিম অনারব লোকদের মধ্যে প্রচলন ছিল যে, তারা রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমরা, সর্দার ও মোড়লদের সম্মুখে বিনয়ের সাথে হাত জোড় করে সেবাদাসের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ দণ্ডায়মান থাকতে নিষেধ করেছেন। তবে ন্যায়পরায়ণ বিচারক, সম্মানিত নেতা এবং শিক্ষদের আগমনে দণ্ডায়মান হয়ে তাদের সম্মান প্রদর্শন করা এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত নয়; বরং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দণ্ডায়মান হওয়া মোস্তাহাব। হযরত ফাতিমা (রা.)-এর হাদীসে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٤٩٦ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ قَالَ جَاءَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ فِىْ شَهَادَةٍ فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ فَاَبٰى اَنْ يَجْلِسَ فِيْهِ وَقَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنْ ذَا وَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يُكْسِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৯৬. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত আবূ বাকরাহ (রা.) এক মামলায় সাক্ষ্য প্রদানের জন্য আগমন করলেন। তখন এক ব্যক্তি তাঁকে স্থান দেওয়ার জন্য বৈঠক হতে উঠে দাঁড়াল। তিনি তার স্থানে বসতে অস্বীকার করলেন এবং বললেন, নবী করীম ﷺ এটা নিষেধ করেছেন। আর নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তিকে অপর ব্যক্তির কাপড় দ্বারা হাত মুছতে নিষেধ করেছেন, যাকে সে কাপড় পরিধান করায়নি। −[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاَبٰى اَنْ يَجْلِسَ فِيْهِ **-এর ব্যাখ্যা :** স্বেচ্ছায় কোনো ব্যক্তি নিজের স্থান ছেড়ে অন্যকে বসতে দিলে ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে এতে বসলে কোনো অপরাধ নেই। এতদসত্ত্বেও হযরত আবূ বাকরাহ (রা.) যে বসতে অস্বীকৃতি জানালেন, এর কারণ হয়তো বা এই যে, এরূপ করার দ্বারা ভবিষ্যতে জোর খাটিয়ে বা প্রভাব বিস্তার করে কোনো ব্যক্তি অন্যকে উঠিয়ে নিজে উক্ত স্থানে বসার পথ খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সম্ভাবনার দ্বার বন্ধ করার জন্যই তিনি এরূপ করেছেন।

قَوْلُهُ نَهٰى عَنْ ذَا **-এর বিশ্লেষণ :** হযরত আবূ বাকরাহ (রা.) ذَا শব্দটি ব্যবহার করে কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন, এতে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে−

১. অন্য কাউকে বসানোর উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির নিজ স্থান ছেড়ে দেওয়া।

২. কোনো ব্যক্তির নিজ বসার স্থান ত্যাগ করার পর অন্য লোকের সেখানে বসা।

৩. নিজে বসার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে বসার স্থান হতে উঠিয়ে দেওয়া।

তবে আলোচ্য হাদীসে শেষোক্ত অর্থটিই বেশি সামঞ্জস্যশীল। কারণ পূর্বোল্লিখিত হাদীস لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ এ অর্থের সমর্থন করে।

পরের কাপড়ে হাত মোছার বিধান : উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে− مَنْ لَمْ يُكْسِهِ অর্থাৎ এমন কোন ব্যক্তির কাপড়ে হাত মুছতে নিষেধ করা হয়েছে, যাকে মোছনকারী কাপড় পরিধান করায়নি বা তাকে কাপড় প্রদান করেনি। অপরিচিত ব্যক্তির কাপড়ে হাত মোছা নিষেধ। তবে চাকরবাকর ও দাস-দাসী কিংবা ছেলে-মেয়ে যাদেরকে সে ব্যক্তি কাপড় দিয়ে থাকে, তাদের কাপড়ে হাত মোছা জায়েজ আছে। আল্লামা মুজাহেরী (র.) বলেন, এখানে হাত মোছা অর্থ খানা খাওয়ার পর খাদ্যাংশ হাতের মধ্যে লেগে থাকা অবস্থায় অন্যের কাপড়ে তা মোছা।

হাদীসটির সঠিক উদ্দেশ্য : কোনো ব্যক্তিকে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হতে বিরত রাখা। অন্যের বসার স্থানে গিয়ে বসা, যেমন− অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হয়, তেমনিভাবে অন্যের কাপড়ে হাত মোছাও এর অন্তর্ভুক্ত।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– সাঈদ, পিতার নাম– আবুল হাসান বসরী (র.)। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেঈ। হযরত হাসান বসরী (র.) ছিলেন তাঁর ভ্রাতা। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ ও আওফ।

ইন্তেকাল : হযরত সাঈদ ইবনে আবুল হাসান (র.) হিজরি ১০৯ সনে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٤٩٧ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهٗ فَقَامَ فَاَرَادَ الرُّجُوْعَ نَزَعَ نَعْلَهٗ اَوْ بَعْضَ مَا يَكُوْنُ عَلَيْهِ فَيَعْرِفُ ذٰلِكَ اَصْحَابُهٗ فَيَثْبُتُوْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৯৭. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বসতেন, আমরাও তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বসে যেতাম। তাঁর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি উঠে যেতেন [ঘরে বা অন্য কোথাও] এবং পুনরায় ফিরে আসতে ইচ্ছা করতেন, তখন নিজের জুতা বা পরিধেয় কোনো বস্ত্র রেখে যেতেন। এতে তাঁর সাহাবীগণ তাঁর প্রত্যাগমনের কথা বুঝতেন এবং নিজ নিজ স্থানে বসে থাকতেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ وَجَلَسْنَا حَوْلَهٗ **-এর ব্যাখ্যা :** সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে, ডানে, বামে বসতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, মজলিসের মাঝখানে বসা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهٗ فَقَامَ فَاَرَادَ الرُّجُوْعَ **-এর অর্থ :** রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কখনো কোনো ছোটখাটো প্রয়োজনে মজলিস ত্যাগ করতেন এবং পুনরায় প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা করতেন, তাহলে জুতা, পাগড়ি, রুমাল বা অন্য কিছু নিজ স্থানে রেখে যেতেন। এতে সাহাবায়ে কেরাম বুঝতে পারতেন যে, নবী করীম ﷺ পুনরায় প্রত্যাবর্তন করবেন। এমতাবস্থায় তাঁরা স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করতেন।

قَوْلُهٗ نَزَعَ نَعْلَهٗ **-এর তাৎপর্য :** আল্লামা তীবী (র.) বলেন, সম্ভবত নবী করীম ﷺ খালি পায়ে হেঁটে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ঘরে যেতেন। দূরবর্তী কোথাও গেলে তিনি খালি পায়ে যেতেন না। তিনি সাহাবায়ে কেরামকে মাঝে মধ্যে খালি পায়ে হাঁটার নির্দেশ দিতেন।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– উমায়ের, পিতার নাম– আমির আল আনসারী (রা.), উপনাম– আবুদ দারদা। তবে তিনি তাঁর উপনামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একজন বড় সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান, বুদ্ধি, মনীষা ও ইলমে হাদীসের উপর পূর্ণ পারদর্শিতা সুপ্রসিদ্ধ। হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) তাঁকে সম্বোধন করে একদা বললেন– مَا حَمَلَتْ وَرَقَاءُ وَلَا اَظَلَّتْ خَضْرَاءُ اَعْلَمَ مِنْكَ يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ অর্থাৎ 'হে আবুদ দারদা! জমিনের উপর ও আসমানের নিচে তোমার অপেক্ষা বড় আলেম এখন আর নেই।' তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর ছেলে বেলাল, তাঁর স্ত্রী উম্মে দারদা, আবূ ইদ্রীস আল খাওলানী, আলকামা, জুবায়ের প্রমুখ।

ইন্তেকাল : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হিজরি ৩২ সনে দামেশকে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٤٩٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৯৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো ব্যক্তি অপর দু-ব্যক্তির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করা [মাঝখানে বসে] বৈধ নয়। তবে হ্যাঁ, যদি উভয়ের অনুমতি থাকে, তবে বসতে পারে।

–[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِمَ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, দু-ব্যক্তির মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করা এবং তাদের মাঝখানে বসা কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয়। তবে যদি তাদের উভয়ের অনুমতি থাকে, তাহলে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা এমনও হতে পারে যে, ঐ দু-ব্যক্তির মধ্যে গভীরতম বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক রয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের মাঝখানে তৃতীয় ব্যক্তির বসা তাদের মনের কষ্টের কারণ হতে পারে। তবে অনুমতি থাকলে ভিন্ন কথা।

وَعَنْ ٤٤٩٩ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رض) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اِلاَّ بِاِذْنِهِمَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৪৯৯. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শু'আইব (রা.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দু-ব্যক্তির মাঝখানে বসো না, যতক্ষণ না তাদের অনুমতি লাভ কর। –[আবূ দাঊদ].

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ -এর বিশ্লেষণ : -এর বংশ পরিচয় হলো عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ - اَللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَ الْعَاصِ এখানে : اَبِيْهِ - এর "ه" যমীরের مَرْجِعْ হলো عَمْرُو অর্থাৎ তার পিতা শু'আইব থেকে বর্ণনা করেছেন। আর جده -এর "ه" যমীরের مَرْجِعْ সম্পর্কে দুটি অভিমত রয়েছে।

১. এর مَرْجِعْ হলো আমর। এ সময় جَدّ দ্বারা উদ্দেশ্য মুহাম্মদ। কেননা মুহাম্মদ তাঁর দাদা। এ সময় হাদীসটি مُرْسَلْ হবে।

২. جَدِّهِ -এর "ه" যমীরের مَرْجِعْ হবে শু'আইব। এ ক্ষেত্রে جَدّ দ্বারা বুঝানো হবে 'আব্দুল্লাহকে'। কেননা আব্দুল্লাহ শু'আইবের দাদা, এমতাবস্থায় হাদীসটি হবে مُنْقَطِعْ -

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٥٠٠ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَجْلِسُ مَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ يُحَدِّثُنَا فَاِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتّٰى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوْتِ اَزْوَاجِهِ .

৪৫০০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে বসে আমাদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। তিনি যখন দাঁড়াতেন, আমরাও দণ্ডায়মান হতাম। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁকে নিজের কোনো স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে দেখতাম, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা দণ্ডায়মান থাকতাম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قُمْنَا قِيَامًا -এর অর্থ : এ অংশের অর্থ হলো– আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। এজন্য যে, আমাদের কারো প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রয়োজন পড়তে পারে। সুতরাং আমরা অতি সহজেই যেন তাঁর আদেশ পালন করতে পারি। সে জন্য অপেক্ষায় থাকতাম। অথবা তিনি পুনরায় মজলিসে আসতে পারেন, এজন্যই আমরা মজলিস ত্যাগ করতাম না। তবে আমরা যখন বুঝতে সক্ষম হতাম যে, তিনি আর প্রত্যাবর্তন করবেন না, তখন আমরা মজলিস ত্যাগ করতাম।

وَعَنْ ٤٥٠١ وَاثِلَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ قَاعِدٌ فَتَزَحْزَحَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فِى الْمَكَانِ سَعَةً فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِلْمُسْلِمِ لَحَقًّا اِذَا رَاٰهُ اَخُوْهُ اَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৫০১. অনুবাদ : হযরত ওয়াছিলা ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে উপবিষ্ট ছিলেন। এক ব্যক্তি রাসূলাল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটু সরে আগন্তুকের জন্য জায়গা করে দিলেন। লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেশ প্রশস্ত জায়গা রয়েছে। তিনি বললেন, একজন মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য যে, যখন সে তার কোনো মুসলমান ভাইকে আসতে দেখবে, তখন কিছুটা নড়াচড়া করে তার জন্য জায়গা করে দেবে। –[উল্লিখিত হাদীসদ্বয় ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

رَجُلٌ দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে : হাদীসে বর্ণিত رَجُلٌ দ্বারা হযরত ওমর (রা.) উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ اَنْ يَتَزَحْزَحَ لَهُ -এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যটি لَحَقًّا-এর بَيَانْ হয়েছে অথবা بَدْل হতে পারে। আর لَحَقًّا-এর لَامٌ বর্ণটি تَاكِيْد-এর জন্য ব্যবহৃত। এর অর্থ হলো, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কর্তব্য যে, তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের আগমনে কিছুটা নড়াচড়া দিয়ে বসা এবং আগন্তুক ব্যক্তির জন্য জায়গা করে দেওয়া। এটাই اَدَبُ الْمَجْلِسِ -

রাবী পরিচিতি : নাম– ওয়াছিলা, পিতার নাম– আল-খাত্তাব। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রা.)-এর ভাই। তবে ইবনে আব্দুল বার ও আব্দুর রায্যাক প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন, তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশোদ্ভূত আদী গোত্রের এক ব্যক্তি। হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে তাঁর পৈত্রিক কোনো সম্পর্ক ছিল না। অবশ্য তিনি নবী করীম ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাক্ষাৎ লাভ করেননি। এ হাদীসটি ছাড়া তাঁর নিকট হতে অন্য কোনো হাদীস বর্ণিত আছে বলে প্রমাণ নেই।

بَابُ الْجُلُوْسِ وَالنَّوْمِ وَالْمَشْيِ
পরিচ্ছেদ : বসা, নিদ্রা যাওয়া ও চলাফেরা করা

اَلْجُلُوْسُ : এটা বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার। অর্থ– বসা। আর اَلنَّوْمُ : এটা বাবে سَمِعَ -এর মাসদার। অর্থ–নিদ্রা যাওয়া।
اَلْمَشْيُ : এটা বাবে ضرب -এর মাসদার। অর্থ– চলাফেরা করা।

ইসলাম বিশ্ব মানবতার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ ও চিরন্তন জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তি জীবন থেকে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগ সম্পর্কে রয়েছে সুস্পষ্ট বর্ণনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোটা জীবনই এর বাস্তব নমুনা। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর আদর্শ ব্যাপৃত। আলোচ্য পরিচ্ছেদ চলাফেরা, উঠা-বসা, শোয়া-নিদ্রা ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর আদর্শ কি ছিল তা উল্লিখিত হয়েছে। যথা– বসা সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, বিলম্বে এসে মানুষদেরকে ঠেলে মজলিসের মাঝখানে গিয়ে বসা নিষিদ্ধ। রৌদ্র-ছায়ায় বসা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ। মজলিস চলাকালে নড়াচড়া ও ঘোরাফেরা করা, দুজনের মাঝখানে গিয়ে বসা নিষিদ্ধ। এসব বিষয়ে মুমিনের লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। শয়নের ক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। পুরুষের উপুড় হয়ে এবং চিৎ হয়ে এক পা উঠিয়ে শয়ন করা নিষিদ্ধ। কেননা এতে গুপ্তাঙ্গ অনাবৃত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পেটের উপর ভর করে শয়ন করাও নিষিদ্ধ। এতে পরিপাক শক্তি হ্রাস পায় এবং স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। দুপুরে খাওয়ার পর স্বল্প নিদ্রা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপ করতেন। শরীরের এক পাশের উপর শয়ন করা, ডান হাতে মাথা রেখে ডান শিয়রে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করা উত্তম এবং শোয়ার সময় এবং জাগ্রত হওয়ার পর আল্লাহর স্মরণে দোয়া পাঠ করা সুন্নত। এমনিভাবে চলাফেরা ও ভ্রমণ সম্পর্কে কতিপয় বিধান মেনে চলতে বলা হয়েছে। যথা– পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا অর্থাৎ 'মাটির উপরে দম্ভভরে চলাফেরা করো না।' আল্লাহ তা'আলা দাম্ভিককে ভালোবাসেন না। চলাফেরায় মধ্যম পন্থা অনুসরণ, নিচের দিকে তাকিয়ে চলা, রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলা, কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হলে সালাম বিনিময় করা, কুশলাদি জিজ্ঞেস করা, ভালো কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজ হতে বিরত রাখা ইত্যাদি হলো ইসলামের শিক্ষা। ভ্রমণে বের হওয়ার পূর্বে স্বীয় সাথি নির্বাচন করাও ইসলামের শিক্ষা।

চলাফেরা, উঠা-বসা, শোয়া-নিদ্রা ইত্যাদি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র কালামেও নির্দেশ রয়েছে, যথা–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ـ وَقَالَ تَعَالٰى وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ـ وَقَالَ تَعَالٰى وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ـ وَقَالَ تَعَالٰى اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ ـ وَقَالَ تَعَالٰى فَجَاءَتْهُ اِحْدٰهُمَا تَمْشِىْ عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ـ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥٠٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ مُحْتَبِيًا بِيَدَيْهِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৫০২. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পবিত্র কা'বা গৃহের চত্বরে [হাঁটু খাড়া করে এমনভাবে বসতে] দেখলাম যে, তিনি নিজের দু-হাত উভয় পায়ের গোছা পরিবেষ্টন করেছিলেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فِنَاءِ الْكَعْبَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** فِنَاء শব্দের অর্থ নির্ধারণে বিভিন্ন মত রয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার (র.) বলেন, কা'বা শরীফের দরজার দিককে فِنَاء বলা হয়। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, কা'বা শরীফের সম্মুখস্থ প্রশস্ত স্থান। আবার কারো মতে, কা'বা শরীফের চতুর্দিকের প্রশস্ত স্থান। অভিধানে কা'বা শরীফের সম্মুখের প্রশস্ত স্থানকে [ফিনাআ] বলা হয়েছে।

اَلْكَعْبَةُ **শব্দের বিশ্লেষণ :** কোনো বস্তুর উঁচু হওয়াকে كَعْب বলে। বাইতুল্লাহ শরীফ স্বাভাবিকভাবে মূল সমতল ভূমি হতে কিছু উঁচু স্থানে অবস্থিত বা মর্যাদা হিসেবে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা উচ্চ মর্যাদার ঘর এজন্য একে কা'বা বলে। অনুরূপভাবে كَاعِب সেই যুবতী মেয়েকে বলে, যার স্তন উঁচু। বহুবচনে كَوَاعِبُ ; অনুরূপভাবে كَعْبَيْنِ বলতে পায়ের টাখনু-গিরা বুঝায়, কেননা তা উঁচু। আবার কেউ কেউ বলেন, كَعْب অর্থ– চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। তবে প্রথম অভিমতটি বেশি যুক্তিসঙ্গত।

اِحْتِبَاء **-এর বিশ্লেষণ ও তার হুকুম :** اِحْتِبَاء শব্দটি বাবে اِفْتِعَالٌ-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে, দু-হাঁটু খাড়া করে পায়ের তলা মাটিতে রেখে নিতম্ব মাটিতে ঠেকিয়ে বা না ঠেকিয়ে উভয় হাত দ্বারা অথবা কোনো কাপড় দ্বারা পায়ের নলাকে বেড়ি দিয়ে বসা। যেমন, আরবিতে–

أَنْ تَنْصِبَ الرُّكْبَتَيْنِ وَتَضَعَ الرِّجْلَيْنِ عَلَى الْاَرْضِ وَتُعَلِّقَ بِيَدَيْهِ عَلَى السَّاقَيْنِ سَوَاءٌ تَضَعُ الْاِلْيَتَيْنِ عَلَى الْاَرْضِ اَمْ لَا وَهُوَ قَدْ يَكُوْنُ بِالْيَدَيْنِ وَقَدْ يَكُوْنُ بِالثَّوْبِ وَالْعِمَامَةِ

মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, এ হাদীস দ্বারা ইহতিবার বৈধতা প্রমাণিত হয়। আল্লামা ইবনুল মুলক বলেন, এরূপ বসা সুন্নত।

وَعَنْ ٤٥٠٣ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ (رحـ) عَنْ عَمِّهٖ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا اِحْدٰى قَدَمَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫০৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম (র.) তাঁর চাচা হতে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মসজিদের মধ্যে চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত অবস্থায় দেখেছি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مُسْتَلْقِيًا وَاضِعًا الخ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ চিৎ হয়ে এক পা অপর পায়ের উপর রেখে শায়িত ছিলেন। এর অর্থ– পা লম্বা করে এক পা অপর পায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট অবস্থায় কিংবা একটির উপর অপরটি সোজাসুজিভাবে স্থাপন করে শয়ন করেছেন। এভাবে শয়ন করলে সতর খুলে যাওয়ার কোনোরূপ আশঙ্কা নেই। সুতরাং এরূপ করা নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু পা খাড়া করে একটিকে অপরটির উপর রাখার দ্বারা যেহেতু সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তাই তা নিষিদ্ধ।

قَوْلُهٗ عَنْ عَمِّهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে হযরত আব্বাদ এর চাচা হচ্ছেন বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আল-আনসারী মাযেনী (রা.)।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আব্বাদ, পিতার নাম– তামীম, তাঁর চাচার নাম– আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসেম আনসারী মাজেনী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। তিনি 'সিফাতে ওযূ' ইত্যাদি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

শাহাদাতবরণ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) হিজরি ৬৩ সালে 'হিবরাহ্' নামক স্থানে শাহাদাত বরণ করেন।

وَعَنْ ٤٥٠٤ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلٰى ظَهْرِهٖ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫০৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে চিৎ হয়ে শুয়ে এক পা খাড়া করে অপর পা তার উপরে রাখতে নিষেধ করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى **-এর অর্থ :** নবী করীম ﷺ কোনো ব্যক্তিকে চিৎ হয়ে শুয়ে এক পা খাড়া করে অপর পায়ের উপর রাখতে নিষেধ করেছেন। কেননা এরূপ করলে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পদযুগল যদি লম্বাভাবে সোজাসুজি করে এক পা অপর পায়ের উপর রাখে, তাহলে সতর খোলার সম্ভাবনা থাকে না বিধায় এরূপ শয়ন জায়েজ।

দু-হাদীসের দ্বন্দ্ব ও সমাধান : হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চিৎ হয়ে এক পায়ের উপর অপর পা তুলে শয়ন করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম (রা.)-এর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, স্বয়ং রাসূল ﷺ মসজিদে এরূপ শয়ন করেছেন। সুতরাং বাহ্যিকভাবে উভয় হাদীসের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। হাদীস বিশারদগণ উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান এভাবে দিয়েছেন−

ক. ক্লান্তি দূর করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্ষণিকের জন্য হযরত আব্বাদ যেভাবে দেখেছিলেন, সেভাবে শায়িত হয়েছিলেন। এটা তাঁর সাধারণ অভ্যাস ছিল না। হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীসে নিষেধাজ্ঞার অর্থ হলো, এরূপ শোয়া অভ্যাসে পরিণত না করা।

খ. এক পায়ের উপর অপর পা রাখার দুটি নিয়ম হতে পারে− ১. দু-পা সোজাভাবে বিছিয়ে এক পায়ের উপর অপর পা রাখা। এ অবস্থায় সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বিধায় এরূপ শয়নে কোনো দোষ নেই, এটা জায়েজ। ২. চিৎ হয়ে শয়ন করে এক পায়ের হাঁটু খাড়া করে অপর পা তার উপর রাখা। এভাবে শয়ন করায় সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বিধায় এরূপ শয়ন নিষিদ্ধ। হযরত আব্বাদ (রা.)-এর চাচা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রথমোক্ত পদ্ধতিতে শায়িত অবস্থায় দেখেছিলেন।

গ. ইমাম খাত্তাবী লিখেছেন, হযরত জাবির (রা)-এর হাদীস হযরত আব্বাদ ইবনে তামীম (র.)-এর হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

ঘ. নবী করীম ﷺ এক পা খাড়া করে তার উপর অপর পা রেখে শয়ন করেননি। হয়তো বা শয়ন করে থাকলেও সাথে সাথে উভয় পা সোজা করেছেন বর্ণনাকারী যে অবস্থায় দেখেছেন, তা-ই বর্ণনা করেছেন।

٤٥٠٥ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ ثُمَّ يَضَعُ إِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرٰى . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫০৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন− তোমাদের কেউ কখনো এমনভাবে চিৎ হয়ে শয়ন করবে না যে, এক পা খাড়া করে অপর পা তার উপর থাকে। −[মুসলিম]

٤٥٠٦ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِيْ بُرْدَيْنِ وَقَدْ أَعْجَبَتْهُ نَفْسُهُ خُسِفَ بِهِ الْأَرْضَ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− একদা এক ব্যক্তি নকশা করা দুটি চাদর গায়ে দিয়ে প্রবল অহমিকার সাথে চলছিল এবং এ অবস্থায় তার মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করেছিল। ফলে এ ব্যক্তিকে জমিনে ধসিয়ে দেওয়া হলো, আর এ অবস্থায় সে কিয়ামত পর্যন্ত মাটির গভীরে বিলীন হতে থাকবে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ رَجُلٌ يَتَبَخْتَرُ فِيْ بُرْدَيْنِ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে رجل দ্বারা কাকে বুঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে হাদীস বিশারদগণের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, ঐ ব্যক্তি ছিল হযরত মূসা (আ.)-এর সময়কালের কারূন। আবার কেউ কেউ বলেন, এ ব্যক্তি পারস্যের এক গ্রাম্য লোক। ইমাম নববী (র.) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত ব্যক্তি দ্বারা উম্মতে মুহাম্মদীর কোনো এক ব্যক্তি উদ্দেশ্য হওয়া অসম্ভব নয়।

হাদীসের শিক্ষা : এ হাদীস হতে প্রমাণিত হয় যে, অহংকার-অহমিকা ও আত্মগৌরব ইত্যাদির পরিণাম ধ্বংস। সুতরাং এগুলো হতে নিজেকে রক্ষা করাই এ হাদীসের শিক্ষা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٠٧ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ عَلٰى يَسَارِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৫০৭. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁর বামপার্শ্বে বালিশে ভর দিয়ে বসতে দেখেছি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ عَلٰى يَسَارِهِ **-এর মর্মার্থ :** হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বামপাশে বালিশে হেলান দিয়ে বসতে দেখেছি। আল্লামা ইবনুল মুলক (র.) বলেন, হেলান দিয়ে বসা মোস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ ডানপাশে হেলান দিয়ে বসতেন। সুতরাং ডানপাশে হেলান দিয়ে বসা মোস্তাহাব। তবে এ হাদীস মাঝে মধ্যে বামপাশে হেলান দিয়ে বসাকে জায়েজ প্রমাণ করে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– জাবির, পিতার নাম– সামুরাহ, উপনাম– আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সাহাবী। তিনি কূফায় ভ্রমণ করেন। বহু সংখ্যক সাহাবী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : হিজরি ৭৪ সনে হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) কূফায় ইন্তেকাল করেন।

٤٥٠٨ - وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبٰى بِيَدَيْهِ - (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৪৫০৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মসজিদে বসতেন, তখন ইহতিবা করে [হাঁটুদ্বয় খাড়া করে নিতম্ব জমিনে স্থাপন করে উভয় হাত দ্বারা দু-পায়ের গোড়ালিকে জাড়িয়ে ধরে] বসতেন। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِحْتِبَاء **-এর অর্থ :** اَلْاِحْتِبَاءُ এটা বাবে اِفْتِعَالٌ-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ح . ب . و) জিনসে نَاقِص وَاوِيْ অর্থ– দু-হাঁটু খাড়া করে দু-পা জমিনে রেখে নিতম্ব জমিনের সাথে ঠেকিয়ে বা না ঠেকিয়ে উভয় হাত বা কাপড় দ্বারা উভয় পায়ের নলাকে জড়িয়ে ধরা। এরূপ বসা জায়েজ।

قَوْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ احْتَبٰى **-এর ব্যাখ্যা :** এ অংশটুকু দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদে اِحْتِبَاء-এর অবস্থায় বসা বৈধ।

٤٥٠٩ - وَعَنْ قَيْلَةَ بِنْتِ مَخْرَمَةَ (رض) أَنَّهَا رَأَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ نِ الْقُرْفُصَاءَ قَالَتْ فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَخَشِّعَ أُرْعِدْتُ مِنَ الْفَرَقِ - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫০৯. অনুবাদ : হযরত কাইলা বিনতে মাখরামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে কুরফুসা অবস্থায় বসে থাকতে দেখেছি। তিনি আরো বললেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এরূপ অনুনয়-বিনয়ের চরম অবস্থায় দেখলাম, তখন ভয়-ভীতিতে আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠল। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْقُرْفُصَاءُ-এর বিশ্লেষণ : এ শব্দটি পড়ার ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের মত রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর "ق" ও "ف" বর্ণে পেশ এবং "ر" বর্ণ সাকিন সহকারে। যেমন– اَلْقُرْفُصَاءُ ; আবার কেউ কেউ বলেন, "ق" বর্ণে পেশ এবং "ر" বর্ণ সাকিন, "ف" বর্ণে যবর এবং اَلِف مَمْدُوْدَه -সহ পড়তে হবে। যেমন– اَلْقُرْفَصَاءُ ; আবার কেউ কেউ বলেন, اَلِف مَقْصُوْرَه সহকারে হবে। যেমন– اَلْقُرْفُصَى ; আবার অন্যরা "ق" ও "ف" বর্ণ যের সহকারে পড়েন। যেমন– اَلْقِرْفِصَاءُ ; তবে অভিধানে "ق" ও "ق" উভয় বর্ণে তিন প্রকারের হরকত দিয়ে পড়া জায়েজ বলে উল্লেখ করেছে। اَلْقُرْفَصَاءُ -এর অর্থ হলো, নিতম্ব মাটিতে রেখে দু-হাঁটু খাড়া করে পেটের সাথে হাঁটু মিশিয়ে হস্তদ্বয় দ্বারা দু-পা ধরা। আবার কেউ বলেছেন– দু-হাঁটুর উপর ঠেস দিয়ে হাঁটুদ্বয় উরুর সাথে রেখে দু-হাতের তালুকে বগলের নিচে অর্থাৎ ডান হাতকে বাম বগলে এবং বাম হাতকে ডান বগলের নিচে চেপে বসা।

রাবী পরিচিতি : নাম– কইলা, মায়ের নাম– মাখরামাহ। তিনি সম্মানিতা সাহাবীয়াহ ছিলেন। উলাইবার দুটি কন্যা সফিয়া ও দুহাইবা তাঁর দুগ্ধপোষ্য কন্যা ছিলেন। তাঁরা কাইলা বিনতে মাখরামাহ (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٥١٠ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا صَلَّى الْفَجْرَ تَرَبَّعَ فِيْ مَجْلِسِهٖ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫১০. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের নামাজ আদায় করে সূর্য ভালোভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত নিজের স্থানেই চারজানু হয়ে বসে থাকতেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَسَنًا-এর বিশ্লেষণ : حَسَنًا এ শব্দটি "ح" ও "س" বর্ণে যবর দিয়ে পড়তে হবে। তবে কোনো কোনো নুস্খাতে حَسْنَاءَ অর্থাৎ "ح" বর্ণে যবর, আর "س" বর্ণে সাকিন এবং اَلِف مَمْدُوْدَه সহ উল্লিখিত হয়েছে। আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন, প্রথমটিই সঠিক। এ বাক্যটির মর্মার্থ হলো, রাসূল ﷺ ফজরের নামাজ আদায় করার পর নামাজের স্থানেই বসে দোয়া-কালাম পাঠ করতেন। সূর্য ভালোভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থাতেই বসে থাকতেন। অতঃপর ইশরাকের নামাজ আদায় করে মসজিদ হতে বেরত হতেন।

وَعَنْ ٤٥١١ اَبِيْ قَتَادَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ اِضْطَجَعَ عَلٰى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَاِذَا عَرَّسَ قُبَيْلَ الصُّبْحِ نَصَبَ ذِرَاعَهٗ وَوَضَعَ رَأْسَهٗ عَلٰى كَفِّهٖ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৫১১. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে কোথাও যখন আরাম করতেন, তখন ডান পাঁজরে ভর দিয়ে ঘুমাতেন। আর যখন ভোর সংলগ্ন সময়ে কোথাও অবস্থান করতেন, তখন বাহু খাড়া করে হাতের তালুর উপর মাথা রেখে বিশ্রাম করতেন। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اِذَا عَرَّسَ بِلَيْلٍ الخ-এর ব্যাখ্যা : اَلتَّعْرِيْسُ শব্দের অর্থ হলো– نُزُوْلُ الْمُسَافِرِ اٰخِرَ اللَّيْلِ لِلنَّوْمِ وَالْاِسْتِرَاحَةِ অর্থাৎ বিশ্রাম এবং নিদ্রার জন্য মুসাফিরের শেষ রাতে অবস্থান করা। নবী করীম ﷺ -এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, সফরকালে কোথাও বিশ্রাম কিংবা ঘুমানোর জন্য অবস্থান করলে তখন দেখতেন রাত কি পরিমাণ আছে। যদি ভোর হতে দেরি থাকত,

তখন তিনি ডান পাঁজরে কাত হয়ে ঘুমাতেন। মূলত এ পাঁজরে ঘুমানো ছিল তাঁর সবসময়ের অভ্যাস। আর যদি ভোর হতে দেরি না থাকত, তখন হাতের কনুইকে জমিনে ঠেস দিয়ে হাতের তালু উপর মাথা রেখে ঘুমাতেন। মূলত এ অবস্থায় ঘুমালে যথাসময় জাগ্রত হওয়া যায়, ফলে ফজরের নামাজ কাজা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। কেননা পাঁজরে ঘুমালে গভীর নিদ্রায় ডুবে থাকার আশঙ্কা কম থাকে। এজন্য ডান পাঁজরে শোয়া-ই সুন্নত।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– হারিছ অথবা নু'মান অথবা আমর, উপনাম– আবূ কাতাদাহ, পিতার নাম– রিবঈ ইবনে বালদামাহ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৭০। ইমাম বুখারী ও মুসলিম একত্রে ১১টি হাদীস, ইমাম বুখারী এককভাবে ২টি এবং ইমাম মুসলিম ৮টি হাদীস নিজ নিজ কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি ৫৪ হিজরিতে হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে ৭০ বছর বয়সে মদিনায় মতান্তরে কূফায় ইন্তেকাল করেন।

٤٥١٢ - وَعَنْ بَعْضِ اٰلِ أُمِّ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ فِرَاشُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ نَحْوًا مِمَّا يُوْضَعُ فِيْ قَبْرِهِ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫১২. অনুবাদ : হযরত উম্মে সালামাহ (রা.)-এর বংশধরদের কোনো একজন হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিছানা এরূপ কাপড়ের ছিল, যেরূপ কাপড়ে তাঁকে কবরে রাখা হয়েছিল, আর মসজিদ তাঁর শিয়রের কাছেই ছিল। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ نَحْوًا مِمَّا يُوْضَعُ فِيْ قَبْرِهِ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনযাপন ছিল সাধারণ ও আড়ম্বরহীন। তিনি কখনো জাঁকজমকপূর্ণ জীবন পছন্দ করতেন না। তিনি কখনো এমন পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করতেন না, যাতে মনের মধ্যে গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হতে পারে; বরং তিনি জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এমন সাধারণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও বিছানা ব্যবহার করতেন, যেরূপ সাধারণ পোশাকে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল।

قَوْلُهُ وَكَانَ الْمَسْجِدُ عِنْدَ رَأْسِهِ **-এর ব্যাখ্যা :** مَسْجِدْ শব্দটির "ج" বর্ণে যের দিয়ে বা যবর দিয়ে উভয়ভাবেই পড়া যায়। প্রথমাবস্থায় অর্থ হবে– যখন রাসূল ﷺ ঘুমাতেন, তখন তাঁর মাথা মসজিদের দিকে থাকত। আর দ্বিতীয় অবস্থার অর্থ হবে– রাসূল ﷺ যখন ঘুমাতেন তখন তাঁর জায়নামাজ তাঁর মাথার কাছে থাকত।

٤٥١٣ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ رَأٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَجُلًا مُضْطَجِعًا عَلٰى بَطْنِهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ لَا يُحِبُّهَا اللّٰهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৫১৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে দেখে বললেন, এভাবে শয়ন করা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُضْطَجِعٌ عَلٰى بَطْنِهِ **-এর বিশ্লেষণে :** এ হাদীসাংশের অর্থ হলো, পেটের উপর ভর দিয়ে উপুড় হয়ে শয়ন করা। লোকটিকে এ অবস্থায় শায়িত দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে কিংবা সে ব্যক্তি শায়িত ও নিদ্রায় মগ্ন থাকার কারণে তাকে সম্বোধন করা অসম্ভব হওয়ায় উপস্থিত অন্য কাউকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, এ ধরনের শয়ন আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।

قَوْلُهُ لَا يُحِبُّهَا اللّٰهُ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে "هَا" যমীরের مَرْجِعْ হলো পূর্বোল্লিখিত ضِجْعَةً অর্থাৎ এরূপ শয়নকে আল্লাহ তা'আলা ভালোবাসেন না। এরূপ শয়নকে আল্লাহ তা'আলা ভালো না বাসার দুটো কারণ হতে পারে–

১. এতে বক্ষ ও মুখমণ্ডল যে দুটি অঙ্গ মানব দেহের মর্যাদাশীল ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, সে দুটোকে সিজদা ভিন্ন অন্যত্র ভূলুণ্ঠিত করা হয়।

২. এটা সমকামিতার অবকাশ দানের ন্যায় শয়ন করা হয়। আর এর সাদৃশ্য দূষণীয়। এ কারণেই মহান রাব্বুল আলামীন এরূপ শয়ন করাকে ভালোবাসেন না।

শয়নের প্রকারভেদ : শয়ন কয়েক প্রকারের হতে পারে, যা নিম্নে বর্ণিত হলো–

১. **চিৎ হয়ে শয়ন :** এটা উপদেশ গ্রহীতাদের শয়ন। কেননা এভাবে শুয়ে আকাশ, গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদির দিকে তাকিয়ে গবেষণা করা যায় এবং মহান রাব্বুল আলামীনের অসীম কুদরত-কৌশল সম্বন্ধে প্রমাণ লাভ করা যায়।

২. **ডান পাশের উপর শয়ন :** এটা আবেদ ব্যক্তিদের শয়ন। এরূপ শয়নে ইবাদতের উদ্দেশ্যে রাত জাগা সহজ হয়।

৩. **বাম পাশের উপর শয়ন :** এটা ভ্রান্ত লোকদের শয়ন। এতে খাদ্যদ্রব্য সহজে হজম হয়।

৪. **উপুড় হয়ে শয়ন :** এটা ভ্রান্ত লোকদের শয়ন। এ পদ্ধতি বুক ও মুখের মতো দুটি উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে সিজদা ও আল্লাহর প্রতি অবনত হওয়া ব্যতীতই নিচুমুখী করে মাটির সাথে মেশানো হয়। এ ছাড়া এ ধরনটি পুংমৈথুনকারীদের শয়নের সাদৃশ্য। এজন্য এরূপ শয়ন নিষিদ্ধ। এটা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না।

وَعَنْ ٤٥١٤ يَعِيْشَ بْنِ طِخْفَةَ بْنِ قَيْسٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ اَبِيْهِ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ الصُّفَّةِ قَالَ بَيْنَمَا اَنَا مُضْطَجِعٌ مِنَ السَّحَرِ عَلٰى بَطْنِيْ اِذَا رَجُلٌ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِهِ فَقَالَ اِنَّ هٰذِهِ ضِجْعَةٌ يُبْغِضُهَا اللّٰهُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৫১৪. অনুবাদ : হযরত ইয়া'ঈশ ইবনে তিখ্‌ফাহ ইবনে কায়েস আল-গিফারী (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি [তিখ্‌ফাহ ইবনে কায়েস আল-গিফারী] আসহাবে সুফ্‌ফাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি একদিন বুকের ব্যথার কারণে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর পা দ্বারা নাড়া দিয়ে আমাকে বললেন, এরূপ শয়নে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। তখন আমি তাকিয়ে দেখলাম, তিনি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ। –[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَصْحَابُ الصُّفَّةِ **-এর পরিচিতি :** "اَصْحَابٌ" শব্দটি صَاحِبٌ-এর বহুবচন, অর্থ– সঙ্গীগণ, সাথিগণ। আর اَلصُّفَّةُ শব্দের অর্থ হচ্ছে– চত্বর, বারান্দা, আঙ্গিনা, উঁচু জায়গা ইত্যাদি। اَصْحَابُ الصُّفَّةِ হচ্ছেন একদল নিঃস্ব মুহাজির, যাঁরা রাসূল ﷺ -এর সাথে বা পরে মদিনায় হিজরত করেন। বাসস্থানের অভাবে মদিনার নব-নির্মিত মসজিদের চত্বরে তাঁদেরকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। রাসূল ﷺ -এর দরবারে দান-সদকা বা খাবার কোনো বস্তু আসলে তাঁরা সকলে মিলে সেটা ভক্ষণ করতেন, নতুবা ধৈর্যধারণ করতেন। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা "اَصْحَابُ الصُّفَّهِ" নামে পরিচিত। তাঁদের সংখ্যা ছিল ৭০ জনের মতো।

اَلسَّحَرُ **শব্দের বিশ্লেষণ :** "اَلسَّحَرُ" শব্দটি তিনভাবে পড়া যায়। যথা– س ও ح বর্ণে যবর সহকারে, س বর্ণে যবর ও ح বর্ণ সাকিন করে এবং س বর্ণে পেশ ও ح বর্ণে যবর দিয়ে। অর্থ– বক্ষের উপরিভাগ, যা কণ্ঠনালীর সাথে সংযুক্ত। –[মিরকাত]

قَوْلُهُ يُحَرِّكُنِيْ بِرِجْلِهِ **-এর ব্যাখ্যা :** কাউকে পা দ্বারা নাড়া মানবতা ও শিষ্টাচার বিরোধী। সুতরাং এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, রাসূল ﷺ -এর মাধ্যমে এরূপ আচরণ কিভাবে প্রকাশ পেল?

এর উত্তরে বিভিন্ন জন বিভিন্ন উক্তি পেশ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, তদানীন্তন আরব সমাজে এরূপ কথা প্রচলিত ছিল যে, কোনো ব্যক্তিকে ভূত-প্রেত বা দৈত্য-দানব আছর করলে বা কারো মৃগী রোগ থাকলে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকত। এমতাবস্থায় কেউ পা দ্বারা নাড়া দিলে তার যাবতীয় রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যায়। সম্ভবত রাসূল ﷺ লোকটিকে এমন কিছু মনে করে পা দ্বারা নাড়া দিয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, সম্ভবত রাসূল ﷺ হেঁটে যাওয়ার সময় অসতর্কতাবস্থায় লোকটির শরীরে পা লেগেছে, আর বর্ণনাকারী ব্যাপারটি সঠিকভাবে অনুধাবন না করতে পেরে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

রাবী পরিচিতি : নাম– ইয়া'ঈশ, পিতার নাম– তিখ্‌ফাহ, পিতামহ– কায়েস। তিনি একজন সম্মানিত তাবেঈ ছিলেন। তাঁর পিতা আসহাবে সুফফার একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি পিতার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ সালামাহ।

وَعَنْ ٤٥١٥ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ بَاتَ عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ حِجَارٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَفِىْ مَعَالِمِ السُّنَنِ لِلْخَطَّابِيِّ حِجًى)

৪৫১৫. অনুবাদ : হযরত আলী ইবনে শায়বান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি রাতে ঘরের ছাদে ঘুমাবে, আর তার উপর কোনো আড়াল থাকবে না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, যার উপর কোনো পাথর অর্থাৎ পাথরের প্রাচীর থাকবে না, তার উপর আল্লাহ তা'আলার কোন দায়দায়িত্ব থাকে না। কেননা সে নিজেই নিজেকে বিপদে নিক্ষেপ করেছে। –[আবূ দাঊদ]

ইমাম খাত্তাবী (র.)-এর مَعَالِمُ السُّنَنِ গ্রন্থে حِجَابٌ বা حِجَارٌ-এর স্থলে حِجًى উল্লিখিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ **-এর ব্যাখ্যা :** মহান রাব্বুল আলামীন বান্দাদের নিরাপত্তা ও হেফাজতের দায়িত্ব নিজেই রেখেছেন। কিন্তু বান্দা যদি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়, তখন আল্লাহ তা'আলা দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান। এ উক্তির মাধ্যমে এরূপ স্থানে শয়ন করা থেকে বিরত থাকার প্রতি তাকিদ করা হয়েছে, যাতে সে কোনো প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন না হয়।

قَوْلُهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حِجَابٌ **-এর ব্যাখ্যা :** এ অংশের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যদি কোনো প্রয়োজনে রাতে ছাদে ঘুমাতে হয়, তবে পর্দা বা আড়াল করে নেওয়া উচিত। অন্যথা ঘুমের ঘোরে যে কোনো মুহূর্তে সে নিচে পড়ে যেতে পারে।

حِجًى **শব্দের বিশ্লেষণ :** حِجًى : "ح" বর্ণটি যবর অথবা যের সহকারে পড়া যায়। যদি যের দিয়ে পড়ে, তাহলে অর্থ হবে– 'আকল বা বুদ্ধি'। পর্দা বা আড়ালকে বুদ্ধির সাথে তুলনা করা হয়েছে এ কারণে যে, আকল বা বুদ্ধি মানুষকে ধ্বংসে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করে। আর "ح" বর্ণটি যদি যবর দিয়ে পড়া হয়, তাহলে অর্থ হবে– 'পার্শ্ব বা কিনারা'। শব্দটির ব্যবহার এজন্য করা হয়েছে যে, পর্দা বা প্রাচীর পাশেই হয়ে থাকে। কাযী ইয়ায (র.) বলেন, যে ব্যক্তি ঘরের ছাদে ঘুমাবে আর তার উপর কোনো আড়াল থাকবে না, সে যেন নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিল এবং নিজের জানের নিরাপত্তাকে দূরে নিক্ষেপ করল। এ অবস্থায় নিচে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তা আত্মহত্যারই নামান্তর। অথচ এটা হারাম।

রাবী পরিচিতি : নাম– আলী, পিতার নাম– শায়বান আল-হানাফী আল-ইয়ামনী (রা.)। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তাঁর সূত্রে তাঁর পুত্র আব্দুর রহমান হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٥١٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ عَلٰى سَطْحٍ لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৫১৬. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে এমন ছাদের উপর শয়ন করতে নিষেধ করেছেন, যার উপর কোনো পর্দার অন্তরাল না থাকে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ بِمَحْجُوْرٍ عَلَيْهِ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বেষ্টনবিহীন ছাদের উপর শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা যে কোনো মুহূর্তে নিচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকা অবস্থায় ঘুমানো নিষেধ নয়। হাদীসটির মূল উদ্দেশ্য হলো, সর্বাবস্থায় সতর্কতা অবলম্বন করা।

وَعَنْ ٤٥١٧ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ مَلْعُوْنٌ عَلٰى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ مَنْ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْدَاوُدَ)

৪৫১৭. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখেই অভিশপ্ত হয়েছে, যে ব্যক্তি হালকার [পরিধির] মাঝখানে গিয়ে বসে। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَعَدَ وَسْطَ الْحَلْقَةِ -এর মর্মার্থ : বাক্যটির মর্মার্থ হলো, মানুষ যে স্থানে বৃত্তাকারে বসে আলোচনা করতে থাকে, এমন মজলিসের মধ্যস্থলে বসা, মজলিসের ফাঁকা স্থানে না বসা অথবা উক্ত পরিধির মাঝে এমনভাবে বসা যে, তার কারণে একে অপরের মুখ দেখতে পায় না। উভয় প্রকার বসাই দূষণীয় এবং আদাবে মজলিসের পরিপন্থি।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– হুযায়ফাহ, পিতার নাম– হুসাইল, উপনাম– আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গোপনীয় অনেক তথ্য সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। হযরত ওমর (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আবুদ দারদা প্রমুখ সাহাবী ও বহু সংখ্যক তাবে'ঈ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ৩৫ মতান্তরে ৩৬ সনে মাদায়েন শহরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٤٥١٨ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا. (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৪৫১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– উত্তম মজলিস হলো, যা প্রশস্ত জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خَيْرُ الْمَجَالِسِ اَوْسَعُهَا -এর অর্থ : প্রশস্ত ও সুশৃঙ্খল বৈঠক হলো সর্বোত্তম বৈঠক। কেননা প্রশস্ত বৈঠকে লোকজন খোলামেলাভাবে একাগ্রচিত্তে সংকোচ ও দ্বিধাহীন মনে বসার সুযোগ পায়। নতুবা ভীড়জনিত কারণে মনের মধ্যে অস্বস্তি ভাব বিরাজ করে, যা পরবর্তীতে মজলিস ত্যাগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

وَعَنْ ٤٥١٩ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَصْحَابُهُ جُلُوْسٌ فَقَالَ مَا لِيْ اَرَاكُمْ عِزِيْنَ. (رَوَاهُ اَبُوْدَاوُدَ)

৪৫১৯. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন সাহাবায়ে কেরাম বসেছিলেন। [এ সময়] রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন, কি হলো? তোমাদেরকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় দেখছি! –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَا لِيْ اَرَاكُمْ عِزِيْنَ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, কি হলো? তোমাদের বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসে থাকতে দেখছি! এ উক্তির মাধ্যমে রাসূল ﷺ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমরা এভাবে পৃথক হয়ে এলোমেলোভাবে বসবে না; বরং বৃত্তাকারে বা সারিবদ্ধভাবে বসবে, যাতে একে অপরের পিছনে না পড়ে।

বিক্ষিপ্ত হয়ে বসতে নিষেধ করার কারণ : বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে বসলে একে অপরের পিছনে পড়ে যায়, যা পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তদুপরি এটা কাফেরদের বসার সদৃশ হয়। কেননা কাফেরগণ সাধারণত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন- "فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ" অথচ রাসূল ﷺ বলেছেন- "مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ" সুতরাং এলোমেলোভাবে না বসে বৃত্তাকারে বা সারিবদ্ধ হয়ে বসা ইসলামি শরিয়তের শিক্ষা।

وَعَنْ ٤٥٢٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الْفَىْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ فَصَارَ بَعْضُهُ فِى الشَّمْسِ وَبَعْضُهُ فِى الظِّلِّ فَلْيَقُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَفِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الْفَىْءِ فَقَلَصَ عَنْهُ فَلْيَقُمْ فَاِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ هٰكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ مَوْقُوْفًا .

৪৫২০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন ছায়ায় বসে, পরে তার উপর হতে ছায়া চলে যায় এবং এ অবস্থায় তার শরীরের কিছু অংশ রোদে এবং কিছু অংশ ছায়ায় থাকে, তবে সে যেন সেখান থেকে উঠে চলে যায়। -[আবূ দাঊদ]

শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে উক্ত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমাদের কেউ যখন ছায়ায় বসে অতঃপর তার উপর হতে ছায়া চলে যায়, তবে সে যেন উঠে চলে যায়। কেননা এটা [কিছু অংশ ছায়ায় আর কিছু অংশ রোদে] শয়তানের বসার স্থান। মা'মার এ হাদীসটি মাওকূফ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَلَصَ عَنْهُ الظِّلُّ**-এর ব্যাখ্যা :** قَلَصَ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اِرْتَفَعَ; যেমন বলা হয়- قَلَصَ الْمَاءُ فِى الْبِئْرِ অর্থাৎ اِرْتَفَعَ, অনুরূপভাবে قَلَصَ الظِّلُّ -অর্থ اِرْتَفَعَ الظِّلُّ; শরীরের কিছু অংশ রোদে আর কিছু অংশ ছায়ায় থাকলে মানুষের দেহ ও মেজাজের যথেষ্ট ক্ষতি হতে পারে। ডাক্তারগণ বলেন, এতে শ্বেত, কুষ্ঠ বা চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। এ ছাড়া মানসিক দিক দিয়ে মেজাজ খিটখিটে ও চঞ্চল হয়ে পড়ে, ফলে কোনো ভালো কাজের উদ্যম থাকে না। তাই এরূপ স্থানে বসতে নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَلْيَقُمْ**-এর মর্মার্থ :** সে যেন অবশ্যই উঠে দাঁড়ায় অর্থাৎ স্থানান্তরিত হয়ে যায়। এ আদেশের সম্ভাব্য কারণ হলো, মানুষ যখন এরূপ সূর্যালোক ও ছায়ার মধ্যে মাঝামাঝি অবস্থায় বসে, তাতে তার মেজাজে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। যেহেতু এমতাবস্থায় তার শরীরে দুটি বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বস্তু প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে, ফলে তার মধ্যে দীনি কাজ ও ইবাদতে বিঘ্ন ঘটে। আর এটা শয়তানের কাজ। তাই এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাবে।

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ**-এর ব্যাখ্যা :** এটা শয়তানের বসার স্থান। এটা বাহ্যিক অর্থে যেমনিভাবে প্রয়োগ করা যায়, তেমনিভাবে শয়তানের শত্রুতার প্রতিও প্রয়োগ হতে পারে। কারণ শয়তান মানুষের শত্রু হিসেবে মানুষকে সে ক্ষতির কাজে অনুপ্রাণিত করে। আর এরূপ বসা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতির কারণ হিসেবে মানব শত্রু শয়তানই মানুষকে এরূপ স্থানে বসতে প্রেরণা যোগায়। এ হিসেবে একে শয়তানের বৈঠক বলে অভিহিত করা হয়েছে। -[মিরকাত]

حَدِيْثٌ مَوْقُوْفٌ-এর সংজ্ঞা : যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে 'হাদীসে মাওকূফ' বলে।

হাদীসের শিক্ষা : কোথাও বসার সময় কতিপয় বস্তুর প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। যেমন, মানুষের চলাফেরা ঘটতে পারে এমন জায়গায় বসা উচিত নয়। ছায়াবান গাছের তলায় বসবে। যেখানে রোদ ও ছায়া মিশ্রিত সেখানে বসবে না অথবা বসার পরে এরূপ হলে উঠে চলে যাবে ইত্যাদি শিক্ষা এ হাদীস থেকে পাওয়া যায়।

٤٥٢١ - وَعَنْ اَبِىْ اُسَيْدِنِ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِى الطَّرِيْقِ فَقَالَ لِلنِّسَاءِ اسْتَاْخِرْنَ فَاِنَّهٗ لَيْسَ لَكُنَّ اَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيْقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْصَقُ بِالْجِدَارِ حَتّٰى اَنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৫২১. অনুবাদ : হযরত আবূ উসাইদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদ হতে বের হচ্ছিলেন, এ সময় রাস্তায় পুরুষগণ মহিলাদের সাথে মিশে চলছিল। এমতাবস্থায় তিনি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা পুরুষদের পেছনে চল। রাস্তার মধ্যখান দিয়ে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়। এ কথা শুনে মহিলারা প্রাচীর ঘেঁষে চলতে লাগল। ফলে কখনো কখনো তাদের কাপড় প্রাচীরের সাথে আটকে যেত।

–[আবূ দাঊদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসাংশের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, সর্বাবস্থায়ই নারী-পুরুষ মিলেমিশে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করত; কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়; বরং জামাতে সালাত আদায় করার পর মসজিদ হতে বের হওয়ার সময় মাঝে-মধ্যে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতো, যা একদিন রাসূল ﷺ-এর দৃষ্টিগোচর হয়। ফলে তিনি মহিলাদেরকে রাস্তায় চলার আদব শিক্ষা দেন।

قَوْلُهٗ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيْقِ **-এর ব্যাখ্যা :** ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাদের জামাতে উপস্থিত হওয়ার বিধান ছিল। সুতরাং সালাত আদায় করার শেষে যখন মসজিদ হতে সবাই বের হতো, তখন পুরুষ ও মহিলারা মিলেমিশে রাস্তায় চলত। একদিন রাসূল ﷺ এ অবস্থা দেখে মহিলাদের উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা রাস্তার মধ্যখান দিয়ে চলবে না, একপাশ দিয়ে চলবে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস হতে এ শিক্ষা লাভ করা যায় যে, রাস্তায় চলার ক্ষেত্রে মহিলারা মধ্যভাগ দিয়ে না চলে একপাশ দিয়ে চলবে, এতে তাদের মান-সম্মান ও ইজ্জত রক্ষা পাবে। যদি আমরা এ শিক্ষা আমাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, তাহলে মা-বোনদের সম্মান ও মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে। হাদীসের শিক্ষাই হবে জীবনের নির্দেশক।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম–মালিক, উপনাম–আবূ উসাইদ, পিতার নাম–রবীয়া আল-আনসারী (রা.)। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। বদর ও অন্যান্য সকল যুদ্ধেই তিনি উপস্থিত ছিলেন। বহু সংখ্যক রাবী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ৬০ সনে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

٤٥٢٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى اَنْ يَمْشِىَ يَعْنِى الرَّجُلَ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫২২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তিকে দুজন মহিলার মাঝখানে হাঁটতে নিষেধ করেছেন।

–[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ يَمْشِيَ يَعْنِى الرَّجُلَ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশে "يَعْنِى الرَّجُلَ" কথাটি মূল হাদীসের ইবারত নয়; বরং কোনো একজন বর্ণনাকারী হয়তো বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী এ কথার দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন- يَمْشِيْ ফে'লের فَاعِلٌ হবে اَلرَّجُلَ সুতরাং يَعْنِى الرَّجُلَ বাক্যটি جُمْلَه مُعْتَرِضَة হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যটির অর্থ- রাসূল ﷺ দুজন মহিলার মাঝখানে হাঁটতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ ٤٥٢٣ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ كُنَّا اِذَا اَتَيْنَا النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِىْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَ ذُكِرَ حَدِيْثَا عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فِىْ بَابِ الْقِيَامِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَىْ عَلِىٍّ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ(رض) فِىْ بَابِ اَسْمَاءِ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَاتُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى.

৪৫২৩. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন নবী করীম ﷺ -এর দরবারে হাজির হতাম, তখন শেষের দিকের খালি জায়গায় বসে পড়তাম। -[আবূ দাউদ]

[গ্রন্থকার বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর হাদীসদ্বয় এ- بَابُ الْقِيَامِ বর্ণিত হয়েছে এবং اَسْمَاءُ النَّبِيِّ ﷺ وَصِفَاتُهُ পরিচ্ছেদে হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ جَلَسَ اَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِىْ-এর ব্যাখ্যা : এ অংশের দুটি অর্থ হতে পারে। যথা-

১. আমরা মজলিসের সে স্থানে বসতাম, যেখানে সম্মুখ হতে লোকদের বসা শেষ হয়েছে।

২. আমরা মজলিসের প্রান্তসীমায় বসতাম।

মোটকথা, সাহাবায়ে কেরাম ভদ্রতা ও শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে মানুষের কাঁধের উপর পা দিয়ে মজলিসের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করতেন না, যেমনটা অহংকারী ব্যক্তিরা করে থাকে ; বরং মজলিসের যে স্থান খালি পেতেন, সেখানেই বসতেন।

قَوْلُهُ وَذُكِرَ حَدِيْثَا عَبْدِ اللّٰهِ (رض) -এর বিশ্লেষণ : حَدِيْثَا মূলত حَدِيْثَانِ যা حَدِيْثٌ-এর দ্বিবচন, অর্থ- হাদীসদ্বয়। আর তা হলো- ১. لَا تَجْلِسْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ الخ ২. لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ الخ

তবে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, দ্বিতীয় হাদীসটি তো আমর ইবনে শু'আইব হতে বর্ণিত; কিন্তু উভয় হাদীসকে আব্দুল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে حَدِيْثَا عَبْدِ اللّٰهِ কিভাবে বলা হলো? তার উত্তর হলো, আমর ইবনে শু'আইব তাঁর দাদা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর দাদার নাম হলো عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو তাই উল্লিখিত প্রশ্ন এখানে অবান্তর। আর যদি حَدِيْثٌ একবচন হয়, তাহলে এখানে হাদীসটি দ্বারা উদ্দেশ্য হবে- لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ الخ

হাদীসের শিক্ষা : কোনো বৈঠকে গেলে শিষ্টাচার ও ভদ্রতার প্রতি লক্ষ্য রেখে যেখানে জায়গা পাওয়া যায়, সেখানেই বসে পড়বে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٢٤ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَرَّ بِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا جَالِسٌ هٰكَذَا وَقَدْ وَضَعْتُ يَدِى الْيُسْرٰى خَلْفَ ظَهْرِىْ وَاتَّكَأْتُ عَلٰى اِلْيَةِ يَدِىْ فَقَالَ اَتَقْعُدُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫২৪. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শুরাইদ (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে গমন করলেন। তখন আমি এভাবে বসেছিলাম যে, আমার বাম হাত আমার পিঠের উপর ছিল এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির গোড়ার মাংসের উপরে আমি ভর করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ অবস্থায় দেখে বললেন, তুমি কি এমনভাবে বসছ যেভাবে আল্লাহর অভিশপ্ত ব্যক্তিরা বসে? –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قِعْدَةَ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ-এর ব্যাখ্যা : "قِعْدَةَ" শব্দটি "ق" বর্ণে كَسْرَه দিয়ে পড়তে হবে। এক হাতকে পিছনে রেখে অপর হাতের উপর ভর করে বসা যেমনি অপছন্দনীয়, তেমনিভাবে উভয় হাত পিছনে রেখে তার উপর ভর করে বসাও নিন্দনীয়। কারণ, এরূপ বসা অহংকারী লোকদের অভ্যাস। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত اَلْمَغْضُوْبُ عَلَيْهِمْ দ্বারা ইহুদি জাতিকে বুঝানো হয়েছে। তাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে দুটি হিকমত রয়েছে। যথা–

১. আল্লাহ তা'আলা যেমনিভাবে ইহুদি জাতির অবাধ্যতার কারণে তাদের উপর অসন্তুষ্ট, তেমনিভাবে উল্লিখিত নিয়মে বসার প্রতিও অসন্তুষ্ট।
২. এর মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুসলিম জাতি এমন এক জাতি যাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নিয়ামত বর্ষণ করেছেন। সুতরাং তাদের পক্ষে এমন এক জাতির অনুকরণ করা উচিত নয়, যাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে।

রাবী পরিচিতি : নাম– আমর, পিতার নাম– আশ-শুরাইদ আছ-ছাকাফী (র.)। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেয়ী। তাঁকে তায়েফের অধিবাসী বলে ধারণা করা হয়। তিনি হযরত আব্বাস, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আবূ রাফে' (রা.) থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। সালেহ ইবনে দীনার ও ইব্রাহীম ইবনে মাইসারা তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٥٢٥ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ مَرَّ بِىَ النَّبِىُّ ﷺ وَاَنَا مُضْطَجِعٌ عَلٰى بَطْنِىْ فَرَكَضَنِىْ بِرِجْلِهِ وَقَالَ يَاجُنْدُبُ اِنَّمَا هِىَ ضِجْعَةُ اَهْلِ النَّارِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৫২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উপুড় হয়ে শুয়েছিলাম। এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার নিকট দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি স্বীয় পা দ্বারা আমাকে ঠোকা দিলেন এবং বললেন, হে জুনদূব! [হযরত আবূ যার (রা.)-এর নাম] শোয়ার এ পদ্ধতি দোজখবাসীদের পদ্ধতি। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّمَا هِىَ ضِجْعَةُ اَهْلِ النَّارِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেন, উপুড় হয়ে শোয়া দোজখবাসীদের শোয়ার পদ্ধতি। তিনি এ বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, কাফের ও পাপাচারী লোকেরা এভাবে শয়ন করে। এছাড়া এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, দোজখবাসীরা দোজখে উপুড় হয়ে থাকবে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– জুনদুব, পিতার নাম– জুনাদাহ, উপনাম– আবূ যার। তিনি উপনামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত ও প্রসিদ্ধ সাহাবী। ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন চতুর্থ। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন– اَنَا رَابِعُ اَرْبَعَةٍ فِى الْاِسْلَامِ অর্থাৎ "প্রথম চারজন ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমি চতুর্থ।"

তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, তাঁর সনদে রাসূল ﷺ হতে ২৮১টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি হাদীস বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে এবং এককভাবে বুখারী শরীফে ২টি আর মুসলিম শরীফে ১৭টি হাদীস উদ্ধৃত হয়েছে। বহু সংখ্যক সাহাবী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : হযরত আবূ যার (রা.) হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকালে হিজরি ৩২ সালে ইন্তেকাল করেন।

بَابُ الْعُطَاسِ وَالتَّثَاؤُبِ
পরিচ্ছেদ : হাঁচি দেওয়া এবং হাই তোলা

اَلْعُطَاسُ "اَلْعُطَاسُ" এটা বাবে نَصَرَ ও বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। অর্থ- হাঁচি দেওয়া। আল্লামা তূরপুশ্‌তী (র.) বলেন, শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلْعَطْسَةُ; বলা হয়-

اَلْعُطَاسُ يُوْرِثُ الْخِفَّةَ فِى الدِّمَاغِ وَيُرَوِّحُهُ وَيُزِيْلُ كُدُوْرَ النَّفْسِ وَلِهٰذَا عَدَّهُ الشَّارِعُ نِعْمَةً مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى .

মোটকথা, হাঁচির দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা ও ক্লেশ দূরীভূত হয়। মস্তিষ্ক হতে অপ্রত্যাশিত বস্তু বা ময়লা বিদূরিত হয়ে তা সতেজ ও তরতাজা হয়। অনুভূতি শক্তি স্বচ্ছ হয়। ফলে কাজকর্ম, ইবাদত-বন্দেগিতে উৎসাহ ও প্রেরণা সৃষ্টি হয়। এজন্যই মহান রাব্বুল আলামীন হাঁচিকে ভালোবেসেছেন। সুতরাং হাঁচি আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামত। অতএব এ নিয়ামতের জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা একান্ত কর্তব্য।

اَلتَّثَاؤُبُ শব্দটি বাবে تَفَاعُلٌ-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ث ـ ء ـ ب) অর্থ- হাই তোলা। এর ব্যাখ্যায় বলা হয়-
وَهِىَ فَتْرَةٌ مِنْ ثِقَلِ النُّعَاسِ وَيُفْتَحُ لَهَا فَاءٌ অর্থাৎ নিদ্রা ও অলসতার পূর্বাভাস। মস্তিষ্কের মধ্যে যখন ঘুমের লক্ষণ দেখা দেয়, তখন মুখ খুলে হাই তোলা হয়। ফলে শরীরের মধ্যে জড়তা বিরাজ করতে থাকে এবং কোনোকিছু হৃদয়ঙ্গম করার মানসিকতা থাকে না। এ ছাড়াও উদরপূর্তি ও শারীরিক ক্লান্তি হতেই 'হাই'-এর উৎপত্তি। আর ক্লান্তি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও কাজের ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। এজন্যই 'হাই' তুলতে দেখলে শয়তান খুশি হয়। তাই একে শয়তানের কাজ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥٢٦ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَاِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّٰهَ كَانَ حَقًّا عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاَمَّا التَّثَاؤُبُ فَاِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاِذَا تَثَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ هَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ .

৪৫২৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে আল্লাহর প্রশংসা করে, তখন এমন প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি 'ইয়ারহমুকাল্লাহ' বলা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যে হাঁচিদাতার 'আল-হামদু লিল্লাহ' শুনতে পায়। আর হাই তোলা শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমাদের কারো যখন হাই আসে, তখন যথাসম্ভব তা প্রতিরোধ করা উচিত। কারণ যখন কোনো ব্যক্তি হাই তোলে, তখন শয়াতান তা দেখে হাসতে থাকে। -[বুখারী]
মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তোমাদের কেউ যখন হাই তোলার সময় হা করে, তখন শয়তান তা দেখে হাসতে থাকে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাঁচিকে ভালোবাসা ও হাইকে অপছন্দ করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে ভালোবাসেন, আর হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। কেননা হাঁচির দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা দূরীভূত হয়, অনুভূতি শক্তিতে পরিচ্ছন্নতা আসে, আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে প্রফুল্লতা আসে। মূলত মস্তিষ্ক হলো

ভালো-মন্দ উপলব্ধির কেন্দ্রস্থল। হাঁচির দ্বারা মস্তিষ্ক হতে অপ্রত্যাশিত ক্লেশ তথা বেদনা দূর হয় এবং তা সতেজ ও তরতাজা হয়। এটা আল্লাহর নিয়ামত। কাজেই হাঁচি আসার পর আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। এজন্য আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে ভালোবাসেন।

উদরপূর্তি ও শারীরিক ক্লান্তির দরুন যে হাই তোলা হয়, এতে ইবাদতে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। মূলত হাই তোলা মস্তিষ্কে একপ্রকার জড়তা সৃষ্টি করে, ফলে স্বতঃস্ফূর্ত মনে ইবাদতে মনোনিবেশ হয় না। এজন্যই কোনো ব্যক্তির হাই তোলা দেখলে শয়তান খুশি হয়। তাই তা আল্লাহর নিকট অপছন্দীয় এবং তাকে শয়তানের কাজ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ-এর ব্যাখ্যা : মহান রাব্বুল আলামীন হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। কারণ, আলস্যজনিত কারণে হাই সৃষ্টি হয়, যা ব্যক্তির ইবাদতে উৎসাহবোধে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। আর হাই গাফলতি ও অসচেতনতাকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে। এজন্যই হাই তুললে শয়তান খুশি হয়। হাদীসের শেষাংশে উল্লিখিত শয়তানের হাসি দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য। তাই আল্লাহ হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।

হাঁচির জবাবের ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত : হাঁচির জবাবদানের হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যথা–

১. ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, কেউ হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা সুন্নত। শ্রোতাদের থেকে যে কোনো একজন উত্তর দিলেই এ সুন্নত আদায় হয়ে যাবে। তবে সকলের উত্তর দেওয়া মুস্তাহাব।
২. ইমাম মালিক (র.)-এর দুটি অভিমত রয়েছে। একটি হচ্ছে সুন্নত, অপরটি ওয়াজিব।
৩. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, হাঁচির জবাব দেওয়া ওয়াজিব আলাল কেফায়া অর্থাৎ শ্রোতাদের যে কোনো একজন জবাব দিলেই ওয়াজিব আদায় হবে, অন্যান্যদের জবাব দেওয়ার কোনো দায়িত্ব থাকে না।
৪. 'সফরুস সা'আদাত' গ্রন্থকার হাঁচির জবাব দেওয়াকে ফরজ বলেছেন। একজন জবাব দিলেই সকলের দায়িত্ব রহিত হয় না। শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের একদল এ অভিমতই পোষণ করেছেন।

হাঁচির জবাব ওয়াজিব হওয়ার শর্ত : হাঁচিদাতা হাঁচি দেওয়ার পর পর যদি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে এবং উপস্থিত লোকজন তা শুনতে পায়, তখনই তার জবাব দেওয়া ওয়াজিব বা সুন্নত। কিন্তু হাঁচিদাতা হামদ না পড়লে অথবা চুপে চুপে বললে তার জবাব দেওয়া অপরিহার্য নয়। হাদীসে বর্ণিত سَمِعَهُ শব্দের দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

قَوْلُهُ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ-এর ব্যাখ্যা : যখন অলসতা বা দুর্বলতার কারণে হাই আসে, তখন মুখের ভিতরকে না খুলে সম্ভবপর অবস্থায় হাইকে প্রতিরোধ করতে হবে। অন্তত মুখের উপর হাত রেখে সে অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কেননা হাই তুলে মুখ খুললে একদিকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে যেমন খারাপ দেখায়, অপরদিকে শয়তান মুখের ভিতর প্রবেশ করে এবং এতে সে খুশি হয়।

শয়তান হাসার তাৎপর্য : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ; উদরপূর্তি ও শারীরিক ক্লান্তি হতে 'হাই'-এর উৎপত্তি। আর ক্লান্তি স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, যা শয়তানের কাম্য। তাই কেউ 'হাই' তুললে শয়তান খুশি হয়। আর একেই শয়তানের হাসির সাথে তুলনা করা হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস হতে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, হাঁচির পরপর আল্লাহর প্রশংসা করা এবং শ্রোতারা তার জবাব দেওয়া, আর হাই যথাসম্ভব প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা। কেননা হাই তোলা দেখে শয়তান খুশি হয়।

وَعَنْهُ ٤٥٢٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلْيَقُلْ لَهُ اَخُوْهُ اَوْ صَاحِبُهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৫২৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, তখন সে যেন 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে এবং তার কোনো মুসলমান ভাই অথবা বন্ধু তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে। আর যখন হাঁচিদাতার উত্তরে শ্রোতা ব্যক্তি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে, তখন হাঁচিদাতা ঐ ব্যক্তির উত্তরের উত্তরে يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং তোমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা কল্যাণময় করুন" বলবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** হাঁচির দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয়তা ও ক্লেশ দূরীভূত হয়, ফলে কাজ-কর্মে এবং ইবাদাত-বন্দেগিতে উৎসাহ ও প্রফুল্লতা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এটা আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ নিয়ামত। আর এ নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার উদ্দেশ্যেই হাঁচিদাতার জন্য 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলার বিধান ইসলামি শরিয়ত নির্ধারণ করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ فَلْيَقُلْ يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ **-এর তাৎপর্য :** হাঁচিদাতা 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলার পর শ্রোতা যখন 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' [আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন] বলে দোয়া করল, তখন হাঁচি প্রদানকারীর কর্তব্য হচ্ছে, তার চেয়ে উত্তম দোয়ার মাধ্যমে তার কল্যাণ কামনা করবে। আর মানুষের সবচেয়ে বড় কল্যাণ হলো হেদায়েতপ্রাপ্ত হওয়া। কেননা হেদায়াতই পরকালীন মুক্তির একমাত্র পথ। সুতরাং সে يَهْدِيكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ [আল্লাহ তা'আলা তোমাকে হেদায়াত দান করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করুন] বলে দোয়া করবে।

হাদীসের শিক্ষা : এ হাদীস অধ্যয়ন করে আমরা হাঁচি দেওয়ার পদ্ধতি জেনেছি। হাঁচিদাতা কোন্ দোয়া পাঠ করবে, আর শ্রোতা কী বলে উত্তর দেবে, উত্তর দেওয়ার পদ্ধতি কী ইত্যাদি এ হাদীসে সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসের শিক্ষাই আমাদের জীবনে বাস্তবায়িত করা একান্ত কাম্য।

وَعَنْ ٤٥٢٨ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ عَطَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ شَمَّتَّ هٰذَا وَلَمْ تُشَمِّتْنِيْ قَالَ إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫২৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু-ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে হাঁচি দিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির হাঁচির জবাব দিলেন, অপর ব্যক্তির জবাব দিলেন না। তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এ ব্যক্তির জবাব দিলেন; কিন্তু আমার জবাব দিলেন না। রাসূল ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেছিল, আর তুমি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলনি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ هٰذَا حَمِدَ اللّٰهَ وَلَمْ تَحْمَدِ اللّٰهَ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো, এ ব্যক্তি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলেছিল, আর তুমি 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলনি। এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, হাঁচিদাতার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলার জন্য শর্ত হলো, হাঁচিদাতা 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা। সুতরাং হাঁচিদাতা যদি 'আল-হামদু লিল্লাহ' না বলে শ্রোতার পক্ষে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলার প্রয়োজন নেই।

হাঁচিদাতা 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে জবাব দেওয়ার বিধান ও মতামত : হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا الخ। অর্থাৎ হাঁচিদাতার হাঁচি দেওয়ার পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বললে তার জবাবে শ্রোতা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলাকে تَشْمِيْت বলা হয়। হাঁচি হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য একটি নিয়ামত। সুতরাং এরপর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলা সুন্নত। আর যে ব্যক্তি হাঁচিদাতার 'আল-হামদু লিল্লাহ' শুনতে পেল, সে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে এর জবাব দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে, এর জবাব দেওয়া সুন্নতে কেফায়া। সকলের পক্ষ থেকে একজনের জবাব দান যথেষ্ট হবে। ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, তা ওয়াজিব। সুতরাং সকলকেই জবাব দিতে হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, 'ওয়াজিবে কেফায়া' অর্থাৎ শ্রোতাদের পক্ষ থেকে যে কোনো একজন উত্তর দিলে সকলের পক্ষ থেকে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে কেউ উত্তর প্রদান না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

হাদীসের শিক্ষা : এ হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, হাঁচির পর অবশ্যই 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে। এতে একদিকে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন, অপরদিকে রাসূল ﷺ-এর সুন্নত আদায় হয়, সাথে সাথে শ্রোতার পক্ষ হতে দোয়া পড়া হয়। পক্ষান্তরে হাঁচির পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' না বললে শ্রোতার পক্ষ হতে দোয়া পাওয়ার কোনো অধিকার থাকে না।

وَعَنْ ٤٥٢٩ أَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتُوْهُ وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللّٰهَ فَلَا تُشَمِّتُوْهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে, তবে তোমরা তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে, তবে তোমরা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলে জবাব দেবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَشَمِّتُوْهُ-এর ব্যাখ্যা : تَشْمِيْت -এর মূল অর্থ হচ্ছে, কারো বিপদ দেখে সন্তুষ্ট না হওয়া। তবে হাদীসে কল্যাণের জন্য দোয়া করা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং فَشَمِّتُوْهُ -এর অর্থ হলো– তোমরা তার কল্যাণের জন্য দোয়া কর। কাযী ইয়ায (র.) এ মত পোষণ করেন। "شَرْحُ السُّنَّةِ" গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে যে, হাঁচিদাতা যদি 'আল-হামদু লিল্লাহ' না বলে তবুও সে দোয়া পাওয়ার অধিকারী হবে। হযরত মাকহুল (র.) বলেন, একদিন আমি হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট ছিলাম। এ সময় মসজিদের এক পাশে কোনো এক ব্যক্তি হাঁচি দিল, তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ দান করুক। কেননা তুমি আল্লাহর প্রশংসা করেছ। ইমাম শা'বী (র.) বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি প্রাচীরের আড়াল থেকে হাঁচি দেওয়ার পর 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে, আর তুমি তা শুনতে পাও, তবে তুমি 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবে। ইবরাহীম নখ'ঈ (র.) বলেন, তুমি যদি হাঁচি দিয়ে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বল ; কিন্তু তোমার কাছে অন্য কেউ না থাকে, তখন তুমি বলবে "يَغْفِرُ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ" তোমার হাঁচির জবাবে ফেরেশতারা 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলেছে। কারণ, ফেরেশতাগণ সব সময়ই মানুষের সাথে আছেন।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আব্দুল্লাহ, পিতার নাম– কায়েস, উপনাম– আবূ মূসা (রা.)। তবে তিনি এ উপনামেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি মক্কায়ই ইসলাম গ্রহণ করেন। যারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেছিলেন, তিনি তাঁদের মধ্য হতে অন্যতম। তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরূপে গণ্য হতেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) তাঁকে বসরার গভর্নর নিযুক্ত করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতের প্রথমদিকে তিনি বসরা থেকে কূফা আসেন এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতকাল পর্যন্ত তিনি এখানে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি মক্কা নগরীতে ফিরে আসেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এখানে থাকেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৩৬০টি। হযরত আনাস ইবনে মালিক (র.), হযরত তারিক ইবনে হিশাম (র.) এবং আরো বহু সংখ্যক তাবেয়ী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : হযরত আবূ মূসা আশ'আরী (রা.) হিজরি ৫২ সালে মক্কা শরীফে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٥٣٠ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ (رضـ) أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ وَعَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ ثُمَّ عَطَسَ أُخْرٰى فَقَالَ الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِى الثَّالِثَةِ أَنَّهُ مَزْكُوْمٌ ـ

৪৫৩০. অনুবাদ : হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া' (রা.) হতে বর্ণিত, এক বক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকটে হাঁচি দিল, তখন নবী করীম ﷺ তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বললেন। অতঃপর লোকটি দ্বিতীয়বার হাঁচি দিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি কফ-সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে। –[মুসলিম]

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে, লোকটির তৃতীয়বার হাঁচির সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, লোকটি কফ-সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الرَّجُلُ مَزْكُوْمٌ-এর ব্যাখ্যা : জনৈক ব্যক্তি একাধিকবার হাঁচি দিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সম্পর্কে বললেন, 'লোকটি কফ-সর্দিতে আক্রান্ত হয়েছে'। তাঁর এ উক্তির মাধ্যমে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, কেউ যদি একাধিকবার হাঁচি দেয়, তবে প্রত্যেকবারেই তার জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলা ওয়াজিব নয়; বরং তিনবারের পর জবাব দেওয়া শ্রোতার ইচ্ছাধীন। জবাব দিতেও পারে, নাও দিতে পারে। তবে জবাব দেওয়া মুস্তাহাব।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– সালামা, পিতার নাম– আকওয়া, আল-আসলামী (রা.), উপনাম– আবূ মুসলিম। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত সাহাবী। 'বাইয়াতে রিযওয়ান'-এ যেসব সাহাবী উপস্থিত ছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি খুব সাহসী ও বীরপুরুষ ছিলেন। বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ৭৮ সনে ৮০ বছর বয়সে মদিনা শরীফে ইন্তেকাল করেন।

٤٥٣١ وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهٖ عَلٰى فَمِهٖ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৩১. অনুবাদ : আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কারো হাই আসে, সে যেন নিজের হাত মুখের উপর রাখে। কেননা শয়তান মুখে প্রবেশ করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শয়তান মুখে প্রবেশ করার অর্থ : অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ অর্থাৎ "শয়তান মুখে প্রবেশ করে।" এ বাক্যটির অর্থ এটাও হতে পারে যে, শয়তান প্রকৃতই বনী আদমের মুখে প্রবেশ করে। কেননা শয়তানকে বনী আদমের শিরা-উপশিরায় চলাচলের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। যেমন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِيْ مَجْرَى الدَّمِ অথবা "শয়তান মুখে প্রবেশ করে"-এর দ্বারা শয়তানের প্রতারণার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٥٣٢ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا عَطَسَ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِيَدِهٖ أَوْ ثَوْبِهٖ وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৪৫৩২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী করীম ﷺ -এর হাঁচি আসত, তখন তিনি নিজের হাত বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে ফেলতেন এবং হাঁচির শব্দকে নিচু রাখতেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ] ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ غَطّٰى وَجْهَهٗ بِيَدِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ হাঁচি দেওয়ার সময় স্বীয় মুখ এজন্য ঢাকতেন যে, হাঁচির সময় মুখমণ্ডল স্বাভাবিকভাবে থাকে না; বরং দেখতে বিশ্রী দেখায়, যা মজলিসের আদবের পরিপন্থি। এ ছাড়াও হাঁচির সময় থুথু, কফ ও নাকের শ্লেষ্মা ইত্যাদি অপর লোকের গায়ে বা মুখের উপর পড়তে পারে। এজন্যই নবী করীম ﷺ হাত কিংবা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে হাঁচি দিতেন।

قَوْلُهٗ غَضَّ بِهَا صَوْتَهٗ **-এর ব্যাখ্যা :** হাঁচি দেওয়ার সময় বিকট আওয়াজ হতে নিজেকে সংযত রাখতে হবে। এটা মজলিসের আদব বা শিষ্টাচার। কেননা অনেক সময় অতর্কিত এরূপ শব্দে মানুষের মনোযোগ একদিক হতে অন্যদিকে পরিবর্তন হতে পারে, ফলে মজলিসের লোকজন এতে বিরক্তিবোধ করবে।

হাদীসের শিক্ষা : হাঁচি দেওয়ার সময় হাত বা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব আওয়াজ নিচু করার চেষ্টা করবে। এটাই এ হাদীসের শিক্ষা।

وَعَنْ ٤٥٣٣ أَبِى أَيُّوبَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَلْيَقُلِ الَّذِىْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ هُوَ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৪৫৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, সে যেন বলে, আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হালিন অর্থাৎ সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহর প্রশংসা। আর যে ব্যক্তি তার উত্তর দেবে সে যেন বলে, ইয়ারহামুকাল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে করুণা করুন! এরপর তার উত্তরে পুনরায় হাঁচিদাতা বলবে, ইয়াহ্‌দীকুমুল্লাহু ওয়া ইয়ুসলিহু বালাকুম অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন এবং তোমার অবস্থা ভালো করুন! –[তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ-এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত বাক্যাংশে "بَالٌ" শব্দটির তিনটি অর্থ হতে পারে–

১. কলব বা অন্তর। যেমন বলা হয়– مَا يَخْطُرُ بَالِىْ أَىْ قَلْبِىْ অর্থাৎ আমার অন্তরে যা কিছু উদয় হয়েছে।

২. সচ্ছল জীবনযাপন। যেমন বলা হয়– فُلَانٌ رَخِىُّ الْبَالِ অর্থাৎ তার জীবন সচ্ছল।

৩. হাল বা অবস্থা। যেমন বলা হয়– مَا بَالُكَ أَىْ حَالُكَ অর্থাৎ তোমার অবস্থা কী?

উল্লিখিত হাদীসে তৃতীয় অর্থটিই অধিক প্রযোজ্য। কেননা তা প্রথমোক্ত উভয় অর্থকে শামিল করে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– খালিদ, পিতার নাম– যায়েদ, উপনাম– আবূ আইয়ূব আল-আনসারী আল-খাযরাজী (রা.)। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। দ্বিতীয়বারের আকাবার বায়'আতে ও বদরের যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। মদিনায় উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরে অবস্থান করেছিলেন। বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত আবূ আইয়ূব (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ১৫০টি।

ইন্তেকাল : তিনি হিজরি ৫১ মতান্তরে ৫২ সালে 'কুসতুনতিনিয়া'য় ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٥٣٤ أَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ كَانَ الْيَهُوْدُ يَتَعَاطَسُوْنَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ يَرْجُوْنَ أَنْ يَّقُوْلَ لَهُمْ يَرْحَمُكُمُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদিগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে ইচ্ছা করে এ উদ্দেশ্যে হাঁচি দিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকুমুল্লাহ' বলবেন। কিন্তু রাসূল ﷺ তাদের হাঁচির জবাবে 'ইয়াহদীকুমুল্লাহু ওয়া ইউস্‌লিহু বালাকুম' অর্থাৎ 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হেদায়েত করুন' এবং তোমাদের অবস্থা ভালো করুন' বলতেন। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ-এর দরবারে ইহুদিরা উপস্থিত হয়ে ইচ্ছা করে হাঁচি দিত এ উদ্দেশ্যে যে, তিনি তাদের হাঁচির জবাবে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' বলবেন। কিন্তু নবী করীম ﷺ তাদের হাঁচির জবাবে يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে হেদায়েত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভালো করুন" বলতেন। রাসূল ﷺ এরূপ দোয়া এজন্য করেছেন, যাতে তারা কুফরি ধ্যানধারণা ও মতাদর্শ হতে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীসটি অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, অমুসলমানরা ছলচাতুরী করে মুসলমানদের থেকে ফায়দা লাভ করতে চায়। কিন্তু মুসলমানদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে, যেন আমরা তাদের প্রতারণার শিকার না হই।

وَعَنْ ٤٥٣٥ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ (رح) قَالَ كُنَّا مَعَ سَالِمِ بْنِ عُبَيْدٍ فَعَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ لَهُ سَالِمٌ وَعَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ فَكَانَ الرَّجُلُ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ اَمَا اِنِّيْ لَمْ اَقُلْ اِلَّا مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذْ عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ اِذَا عَطَسَ اَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ وَلْيَقُلْ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫৩৫. অনুবাদ : হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা সালেম ইবনে ওবায়েদ (রা.)-এর সঙ্গে ছিলাম। জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি হাঁচি দিল এবং [আল-হামদু লিল্লাহর পরিবর্তে] 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলল [এ ধারণায় যে, হয়তো বা এটাও জায়েজ আছে]। তখন হযরত সালেম (রা.) তার জবাবে বললেন, "তোমার উপর এবং তোমার মায়ের উপর সালাম।" লোকটি এতে মনে ব্যথা পেল। তখন হযরত সালেম (রা.) বললেন, আমি তো এটা আমার পক্ষ হতে বলিনি ; বরং এটা নবী করীম ﷺ তখন বলেছিলেন, যখন এক ব্যক্তি তাঁর সম্মুখে হাঁচি দিল এবং বলল, "আস্‌সালামু আলাইকুম", তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "তোমার উপর এবং তোমার মায়ের উপর সালাম।" যখন তোমাদের কারো হাঁচি আসে, সে যেন "আল-হামদু লিল্লাহ রাব্বিল আলামীন" বলে এবং যে তার জবাব দেয়, সে যেন "ইয়ারহামুকাল্লাহ" বলে এবং হাঁচিদাতা যেন তার জবাবে "ইয়াগ্‌ফিরুল্লাহু লী ওয়া লাকুম" [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ও আমাকে ক্ষমা করুন] বলে। −[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ-এর ব্যাখ্যা : কোনো এক ব্যক্তি হাঁচি দিয়ে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে হযরত সালেম ইবনে ওবায়েদ (রা.) তার জবাবে বললেন− وَعَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ অর্থাৎ 'তোমার উপর এবং তোমার মায়ের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' এ কথাটি আপাত দৃষ্টিতে তিরস্কারমূলক হলেও তা প্রকৃতপক্ষে হযরত সালেম (রা.)-এর উক্তি ছিল না; বরং তিনি জনৈক ব্যক্তি হাঁচি দেওয়ার পর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তার উত্তরে এরূপ বলতে শুনেছেন। এরূপ বলার একাধিক কারণ হতে পারে। যথা−

১. হাঁচিদাতার হাঁচির ক্ষেত্রে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলা যথোপযুক্ত বাক্য নয়।

২. কিংবা এতে মায়ের আদবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা আদব-কায়দা শিক্ষার কোনো সুযোগ পায়নি, তাদের জন্য মাতৃক্রোড়ই পাঠশালা। যেমন বলা হয়− حِضْنُ الْاُمَّهَاتِ هِيَ الْمَدْرَسَةُ لِلْبَنِيْنَ وَالْبَنَاتِ

৩. অথবা নির্বুদ্ধিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। মায়ের জ্ঞান-বুদ্ধি-দৈন্যতা তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। মাতা যদি তাকে যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করত, তবে সেও হাঁচি দিয়ে যথোপযুক্ত বাক্য উচ্চারণ করত। তাই তিনি মাতার কল্যাণের জন্য দোয়া করেছেন এবং মায়ের প্রতি আন্তরিকতার বহিঃপ্রকাশ করেছেন। −[লুম'আত]

قَوْلُهُ فَكَانَ الرَّجُلُ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ-এর বিশ্লেষণ : হযরত সালেম ইবনে ওবায়েদ (রা.) যখন জনৈক ব্যক্তিকে হাঁচি দেওয়ার পর اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলতে শুনলেন, তখন তিনি তার উত্তরে বললেন− وَعَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ মূলত তাকে তিরস্কার করার উদ্দেশ্যেই তিনি এরূপ বলেছেন। এ কারণেই এতদশ্রবণে লোকটি যেন অন্তরে ব্যথা বা লজ্জা কিংবা বিষণ্ণতা অনুভব করল, যা তার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পেয়েছিল। সেজন্য হযরত সালেম (রা.) তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমি তোমাকে নিজের পক্ষ হতে এরূপ বলিনি; বরং আমি জনৈক ব্যক্তি হাঁচিদানের পর এভাবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলার প্রত্যুত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّكَ বলতে শুনেছি। বস্তুত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণ করেই তোমাকে বলেছি। সুতরাং তোমার ব্যথিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোনো ব্যক্তি যদি হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ বলে, তখন তার উত্তরে 'ইয়ারহামুকাল্লাহ, বলবে। অতঃপর হাঁচিদাতা তার উত্তরে يَغْفِرُ اللّٰهُ لِيْ وَلَكُمْ বলবে। এটা সুন্নত। এ ছাড়া اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ অথবা অন্য কোনো বাক্য ব্যবহার করা যথার্থ নয়। হাদীসের শিক্ষা আমাদের বাস্তব জীবনে গ্রহণ করাই উচিত।

রাবী পরিচিতি : নাম- হেলাল, পিতার নাম- ইয়াসাফ। হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ একজন কূফাবাসী তাবেঈ ছিলেন। তিনি হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রা.)-এর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। তিনি হযরত সালামা ইবনে কায়েস (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর নিকট হতে একদল লোক হাদীস শ্রবণ করেছেন।

সালেম ইবনে ওবায়েদের পরিচিতি : নাম- সালেম, পিতার নাম- ওবায়েদ। তিনি আশজা'ঈ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি আহলে সুফ্ফার মধ্য হতে একজন ছিলেন। তাঁকে কূফার অধিবাসী বলে ধারণা করা হয়। হযরত হেলাল ইবনে ইয়াসাফ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٥٣٦ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ شَمِّتِ الْعَاطِسَ ثَلٰثًا فَمَا زَادَ فَاِنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৫৩৬. অনুবাদ : হযরত ওবায়েদ ইবনে রিফাআহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- হাঁচিদাতার হাঁচির জবাব তিনবার দাও [অর্থাৎ তিনবার হাঁচি দিলে তিনবার জবাব দাও]। তার পরে আরও যদি হাঁচি দেয়, তবে তোমার ইচ্ছা; জবাব দেবে অথবা দেবে না। -[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ شِئْتَ فَلَا **-এর ব্যাখ্যা :** হাঁচির জবাব দেওয়া ওয়াজিব বটে; কিন্তু এ ব্যাপারে সংখ্যা নির্ধারিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তিনবার হাঁচি দিলে তিনবার জবাব দাও। তবে একই ব্যক্তি একই বৈঠকে যদি তিনবারের বেশি হাঁচি দেয়, তখন জবাব দেওয়া শ্রোতার ইচ্ছাধীন হয়ে যায়। ইচ্ছা করলে জবাব দিতেও পারে, আবার নাও দিতে পারে। তবে জবাব দেওয়া মোস্তাহাব।

রাবী পরিচিতি : নাম- ওবায়েদ, পিতার নাম- রিফাআহ আল-আনসারী। তিনি একজন সম্মানিত তাবেঈ। তিনি তাঁর পিতা ও আসমা বিনতে 'উমাইস (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর তাঁর সূত্রেও বহু বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٥٣٧ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ شَمِّتْ اَخَاكَ ثَلٰثًا فَاِنْ زَادَ فَهُوَ زُكَامٌ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا اَنَّهُ رَفَعَ الْحَدِيْثَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ ـ

৪৫৩৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তুমি তোমার মুসলমান ভাইয়ের তিনবার হাঁচির জবাব দাও। এর চেয়ে যদি বেশি হাঁচি দেয়, তবে মনে করতে হবে যে, এটা তার সর্দি-কফের ব্যাধি। -[আবূ দাঊদ]

রাবী বলেন, আমি যতটুকু জানি যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এ হাদীসটি নবী করীম ﷺ হতে মারফূ' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَالَ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا اَنَّهُ الخ -এর ব্যাখ্যা : এখানে "قَالَ لَا اَعْلَمُهُ" বাক্যে বাহ্যিকভাবে বুঝা যায় যে, قَالَ ফে'লের فَاعِلٌ হলো ইমাম আবূ দাঊদ (র.)। অর্থাৎ ইমাম আবূ দাউদ (র.) বলেন, আমার মনে হয়, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রাসূল ﷺ হতে শুনেই বর্ণনা করেছেন। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়; বরং এখানে "قَالَ" -এর فَاعِلٌ হলো রাবী সাঈদ আল-মাকবুরী, যিনি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ সাঈদ আল-মাকবুরী (র.) বলেন, আমার মনে হয়, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে শ্রবণ করে বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি মারফূ'। –[লুম'আত]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٥٣٨ نَافِعٍ (رحـ) اَنَّ رَجُلاً عَطَسَ اِلٰى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَاَنَا اَقُوْلُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَقُوْلَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৫৩৮. অনুবাদ : হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর পাশে হাঁচি দিল এবং বলল, 'আল-হামদু লিল্লাহ ওয়াস্‌সালামু আলা রাসূলিল্লাহি' [অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার এবং সালাম রাসূল ﷺ এর উপর]। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বললেন, আমি বলছি 'আল-হামদুলিল্লাহ ওয়াস-সালামু আলা রাসূলিল্লাহি'; কিন্তু পদ্ধতি এরূপ নয়। রাসূল ﷺ আমাদেরকে শিখিয়েছেন যে, [যদি আমাদের কারো হাঁচি আসে] যেন আমরা বলি, 'আল-হামদু লিল্লাহি আলা কুল্লি হাল' অর্থাৎ সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَيْسَ هٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ -এর ব্যাখ্যা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি হাঁচি দিয়ে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ বলি : কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা রাসূল ﷺ-এর শিক্ষার পরিপন্থি। কেননা রাসূল ﷺ হতে যেরূপ বর্ণিত আছে, কোনোরূপ কমবেশি না করে হুবহু ঐ রকম বলাই উত্তম।

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ -এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যটির অর্থ হলো– হাঁচি দেওয়ার সময় হাঁচিদাতার আরাম অনুভব হোক কিংবা দুঃখ-ব্যথা অনুভব হোক, সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা তথা শুকরিয়া আদায় করতে হবে। তবে এ কথার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলা হাঁচিকে পছন্দ করেন। আর হাঁচির পর "اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ" -এর সাথে "عَلٰى كُلِّ حَالٍ" সংযোজন দ্বারা প্রশংসার আধিক্য বুঝানো হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, নবী করীম ﷺ হতে তিনি যে সময়ে যে কাজে যে দোয়া-কালাম পাঠ করেছেন, তা দোয়ায়ে মাছূরা হিসেবে প্রচলিত রয়েছে, আমাদেরকে তার প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের খেয়াল বা ধারণা মতে কোনোকিছু বর্ধিত করা বা কাট-ছাট করা বৈধ নয়।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– নাফে', পিতার নাম– সারজিস। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেঈ। প্রসিদ্ধ হাদীসশাস্ত্রবিদ ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত মালিক (র.) বলেন, আমি ইবনে ওমরের সূত্রে নাফে' হতে বর্ণিত কোনো হাদীস শ্রবণ করলে নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করতাম। তিনি হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত আবূ সাঈদ (রা.) প্রমুখ হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন এবং বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : হযরত নাফে' ইবনে সারজিস (র.) হিজরি ১১৭ সালে ইন্তেকাল করেন।

بَابُ الضِّحْكِ
পরিচ্ছেদ : হাসি

"اَلضِّحْكُ" এটা বাবে سَمِعَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ (ض . ح . ك) জিনসে صَحِيْح অর্থ– হাসি দেওয়া। একমাত্র হাসির মাধ্যমেই মানুষ নিজের আভ্যন্তরীণ উৎফুল্লতা প্রকাশ করে থাকে। এটা মানব চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যও বটে। হাসি যদিও একটি ভালো গুণ, তবুও এর একটি বৈধ সীমা রয়েছে। হাসি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাজিল হয়েছে–

(١) كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ يَضْحَكُوْنَ . (٢) وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ . (٣) فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا . (٤) فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ .

হাসির প্রকারভেদ : ইসলামি পরিভাষায় হাসি তিন প্রকার। যথা–

১. اَلتَّبَسُّمُ : মৃদু হাসিকে 'তাবাস্‌সুম' বলা হয়। যে হাসিতে কোনো শব্দ নেই, মুখমণ্ডল ও চেহারায় হাসির ভাব পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয়, তবে দাঁত দেখা যায় না। নবী করীম ﷺ প্রায়ই এরূপ হাসতেন। সুতরাং এটা সুন্নত।

২. اَلضِّحْكُ : 'যিহক' হলো দাঁত বের করে শব্দ করে হাসা, যে হাসিতে গণ্ডদেশ ও কপালে কিছুটা ভাঁজ পড়ে, চোখের কোণ সংকুচিত হয়। এটা মধ্যম ধরনের হাসি। জ্ঞানী, সম্ভ্রান্ত, সুসভ্য ব্যক্তিরা সাধারণত এভাবে হাসে না। এ ধরনের হাসিতে মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়, সম্মানের ক্ষতি হয়।

৩. اَلْقَهْقَهَةُ : 'কাহকাহা' হলো অট্টহাসি। অনেক দূর হতে যে হাসির শব্দ শোনা যায়, মুখের আকৃতি পরিবর্তন হয়, দাঁতের পাটি বের হয়ে পড়ে। এরূপ উচ্চৈঃস্বরে হাসা নিষিদ্ধ। অতি মাত্রায় হাসলে অন্তর মরে যায়, মুখের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। মহান রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেছেন– فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا অর্থাৎ তাদের কম হাসা উচিত এবং বেশি কাঁদা উচিত। অত্র পরিচ্ছেদে হাসির বৈধ সীমারেখা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥٣٩ - عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهْوَاتَهُ اِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৫৩৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে এমনভাবে অট্টহাসি দিতে দেখিনি যে, তাঁর জিহ্বামূল দেখা গেছে ; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসতেন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُسْتَجْمِعًا ضَاحِكًا **-এর মর্মার্থ :** হাদীসের এ অংশের অর্থ হলো– مُسْتَجْمِعًا مِنْ جِهَةِ الضِّحْكِ তথা হাসির ক্ষেত্রে অট্টহাসিদানকারী। অর্থাৎ হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ-কে অট্টহাসি দিতে কখনো দেখিনি।

قَوْلُهُ حَتّٰى اَرٰى مِنْهُ لَهْوَاتَهُ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি তাঁর জিহ্বামূল দেখতে পাইনি। অর্থাৎ তিনি কখনো এভাবে মুখ খুলে অট্টহাসি দেননি, যার ফলে তার জিহ্বামূল দেখা যায় ; বরং তিনি কেবল মুচকি হাসি দিতেন। শুধুমাত্র মুখমণ্ডল ও চেহারায় হাসির ভাব পুরোপুরি প্রস্ফুটিত হয়, তবে দাঁত দেখা যায়নি।

٤٥٤٠ - وَعَنْ جَرِيْرٍ (رضـ) قَالَ مَا حَجَبَنِىْ النَّبِىُّ ﷺ مُنْذُ اَسْلَمْتُ وَلَا رَاٰنِىْ اِلَّا تَبَسَّمَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৪০. **অনুবাদ :** হযরত জারীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন হতে আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে কোনো অবস্থাতেই তাঁর কাছে আসতে নিষেধ করেননি। যখনই তিনি আমাকে দেখতেন, মুচকি হাসতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا حَجَبَنِى النَّبِىُّ ﷺ الخ-এর অর্থ : হযরত জারীর (রা.) বলেন, "নবী করীম ﷺ কোনো অবস্থাতেই তাঁর কাছে আসতে আমাকে নিষেধ করতেন না।" এ অংশের কয়েকটি অর্থ হতে পারে, নিম্নে সেগুলো আলোচনা করা হলো–

১. مَا مَنَعَنِىْ عَنِ الدُّخُوْلِ عَلَيْهِ فِىْ اَىِّ وَقْتٍ فِىْ مَجْلِسِ الرِّجَالِ অর্থাৎ পুরুষদের বৈঠকে যে কোনো সময় আমি যেতে ইচ্ছা করতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নিষেধ করতেন না।

২. مَا مَنَعَنِىْ مَا سَاَلْتُ مِنْهُ وَاَعْطَانِىْ كُلَّ مَا سَاَلْتُ অর্থাৎ আমি যখনই তাঁর নিকট কোনোকিছু আবদার জানাতাম, তিনি তখনই তা আমাকে প্রদান করতেন, কোনো কিছু হতে বিরত রাখতেন না।

৩. مَا مَنَعَنِىْ عَمَّا فَعَلْتُ اَىْ صَدَرَ مِنِّىْ مَا يَكْرَهُهُ حَتّٰى يَمْنَعَ অর্থাৎ আমার দ্বারা এমন কোনো অপছন্দনীয় কাজ সংঘটিত হয়নি, যার ফলে তিনি আমাকে উক্ত কাজ হতে বিরত রেখেছেন। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ সব সময় আমার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

٤٥٤١ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ فِيْهِ الصُّبْحَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَاِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَاْخُذُوْنَ فِىْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلتِّرْمِذِىِّ يَتَنَاشَدُوْنَ الشِّعْرَ .

৪৫৪১. **অনুবাদ :** হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্থানে ফজরের নামাজ আদায় করতেন সূর্য ভালোভাবে উদয় না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্থান হতে উঠতেন না। যখন সূর্য উদয় হতো, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন। আর ইত্যবসরে সাহাবায়ে কেরাম কথাবার্তা বলতেন এবং জাহেলিয়াত যুগের কাজ-কারবারের আলোচনা করে সাহাবায়ে কেরাম হাসতেন এবং রাসূল ﷺ -ও মুচকি হাসতেন। –[মুসলিম] তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে যে, সাহাবায়ে কেরাম কবিতা আবৃত্তিও করতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফজরের পর মুসাল্লায় বসার বিধান : لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الخ-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইমাম নববী (র.) বলেন, ফজরের নামাজের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত জায়নামাজে বসে থাকা এবং যিকির-আযকার করা মুস্তাহাব। আল্লামা কাযী ইয়ায (র.) বলেন, আমাদের অতীতের সলফে সালেহীন নিয়মিতভাবে এ সময় বসে যিকির-আযকারে রত থাকতেন এবং সূর্যোদয়ের পর ইশরাকের নামাজ আদায় করে স্থান ত্যাগ করতেন। এটাই সুন্নত তরীকা।

قَوْلُهُ فَيَاْخُذُوْنَ فِىْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ-এর ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কেরাম (রা.) জাহিলি যুগের যেসব ন্যক্কারজনক ও কুসংস্কারমূলক কাজ করেছেন, সেসব মূর্খতার কথা আলোচনা করত পরস্পর কৌতুক করে হাসতেন। যেমন, কেউ বলতেন– رَاَيْتُ ثُعْلَبَيْنِ جَاءَا وَصَعِدَا فَوْقَ رَاْسِ صَنَمٍ لِىْ وَبَالَا عَلَيْهِ فَقُلْتُ اَرَبٌّ ! يَبُوْلُ الثُّعْلَبَانِ بِرَاْسِهِ فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَسْلَمْتُ .

অর্থাৎ "আমি দেখতে পেলাম, দুটো শৃগাল আসল এবং আমি যে মূর্তিটি পূজা করতাম, তার মাথার উপর প্রস্রাব করল। তখন আমি বললাম, ভগবান ! আপনার মাথার উপর শৃগাল প্রস্রাব করছে ইত্যাদি। এটা দেখে আমি রাসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলি।" তাঁদের এসব আলোচনা তিরস্কারমূলক বা বর্ণনামূলক ছিল। এসব আলোচনার জন্য কোনো সময় নির্ধারিত ছিল না। তবে এটা সাধারণত ইশ্‌রাকের নামাজের পরেই হতো।

يَتَنَاشَدُونَ الشِّعْرَ [কবিতা আবৃত্তির বিধান] : জাহিলি যুগের কবিতা আবৃত্তির ব্যাপারটা নিতান্তই কৌতুকের ছলেই হতো, আমল করার জন্য হতো না। যেমন, ইমরাউল কায়েস ও তোরফা– এদের কবিতার মধ্যে ভাষার যে পাণ্ডিত্য ও অলঙ্কার নিহিত ছিল, তা গোটা বিশ্বকে হার মানিয়ে দিয়েছে।

সাহাবায়ে কেরামের আলোচনা সভায় তাওহীদ ও রিসালাতের সত্যতা সম্বলিত কবিতাও পাঠ করা হতো। যেমন–

سَتُبْدِيْ لَكَ الْأَيَّامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا * وَيَأْتِيْكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدْ

কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কুরআনের মোকাবিলায় সেসব কবিদের কবিত্বের উপর বিদ্রূপাত্মক হাসি-ঠাট্টা করতেন।

قَوْلُهُ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ ﷺ-এর ব্যাখ্যা : সাহাবায়ে কেরাম 'যিহক' তথা ছোট ও ক্ষীণ স্বরে হাসতেন। আর নবী করীম ﷺ 'তাবাস্‌সুম' তথা মুচকি হাসি হাসতেন।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস হতে এটাই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ মাঝে-মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের সাথে বসে অতীতের বিষয়াদি নিয়ে শিক্ষামূলক আলোচনা করতেন। তা'লীম বা শিক্ষা লাভের জন্য আমাদেরও এ ধরনের আলোচনা সভার আয়োজন করা জায়েজ আছে এবং এটাও বুঝা গেল যে, অনৈসলামিক যুগের কোনো ঘটনা আলোচনা করা নাজায়েজ নয়। আর বক্তার কথায় বা উক্তিতে হাসি-কৌতুকের কথা থাকলেও তা করা যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন তা অট্টহাসির পর্যায়ে না হয়

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٥٤٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزْءٍ (رض) قَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا اَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৫৪২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারিছ ইবনে জাযআ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি মুচকি হাসতে আর কাউকে দেখিনি। –[তিরমিযী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٥٤٣ قَتَادَةَ (رض) قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ هَلْ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَضْحَكُوْنَ قَالَ نَعَمْ وَالْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ اَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ وَقَالَ بِلَالُ بْنُ سَعْدٍ اَدْرَكْتُهُمْ يَشْتَدُّوْنَ بَيْنَ الْاَغْرَاضِ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَاِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوْا رُهْبَانًا . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৫৪৩. অনুবাদ : হযরত কাতাদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ কি হাসতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তাঁদের অন্তরে পাহাড়ের চেয়েও অধিক বড় ঈমান ছিল। হযরত বেলাল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, আমি সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে তীরের লক্ষ্যস্থলের মধ্যে দৌড়াতে দেখেছি, এমতাবস্থায়ও তাঁরা একে অপরকে দেখে হাসতে থাকতেন। আর যখন রাত হতো, তখন তাঁরা আল্লাহর প্রতি অধিক ভীত হতেন। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْإِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِهِمْ أَعْظَمُ مِنَ الْجَبَلِ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো– ঈমান তাঁদের অন্তরে পর্বত অপেক্ষা অধিক বিরাট ও মহান। এখানে اَلْإِيْمَانُ দ্বারা عَظْمَةُ الْإِيْمَانِ وَجَلَالَتُهُ উদ্দেশ্য। এর ব্যাখ্যা হলো, তাঁরা যদিও পরস্পর হাসাহাসিতে মগ্ন হতেন, সে ক্ষেত্রেও শরিয়তের সীমা লজ্ঘন করেননি। এমন হাসি হাসেননি, যার দ্বারা আত্মা মরে যায় এবং তাতে কালিমা পড়ে যায়; বরং সে ক্ষেত্রেও তাঁরা নির্ধারিত সীমার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। জাহিলি যুগের কুসংস্কারজনিত কর্মকাণ্ডের কথা আলোচনা করে তাঁরা হাসলেও তাঁদের ঈমানের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ব্যাঘাত ঘটত না।

قَوْلُهُ يَشْتَدُّوْنَ بَيْنَ الْأَغْرَاضِ-এর ব্যাখ্যা : এ অংশের অর্থ হলো তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ লক্ষ্যপানে দৌড়াদৌড়ি করেন, নিজ কর্মব্যস্ততায় ব্যাপৃত থাকেন ; কিন্তু এ ব্যস্ততার কারণেও তাঁরা নিজেদের ঈমানদার ভাইদের প্রতি কখনো খারাপ আচরণ করেননি; বরং একে অন্যকে দেখে হেসে উঠতেন। এটা উৎফুল্লতারই পরিচায়ক। আর এ হাসিপ্রিয় লোকেরাই রাতের অন্ধকারে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে অঝোর নয়নে কান্নাকাটি করতেন, যা দেখে এ কথা কল্পনাও করা যেত না যে, এসব লোক কখনো হাসতে পারে।

قَوْلُهُ وَيَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ-এর ব্যাখ্যা : এখানে إِلَى بَعْضٍ-এর অর্থ مُتَوَجِّهًا وَمُلْتَفِتًا إِلَى بَعْضٍ অর্থাৎ পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য করে অথবা "إِلَى" শব্দের অর্থ হলো– "مَعَ" অর্থাৎ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ একে অন্যের সাথে। আর يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ অর্থাৎ আর তাঁরা পরস্পর হাসি-ঠাট্টা করেন– এ কথাটির ব্যাখ্যা হলো, তাঁদের অবস্থা তো দিবাভাগে এরূপ যে, তাঁরা অন্যান্য মানুষের ন্যায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করে হাসি-খুশিতে লিপ্ত থাকেন। পক্ষান্তরে তাঁদের জীবনে রাত্রিকালীন দৃশ্য সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সে দৃশ্য দেখে দর্শকের ধারণা হবে যে, এ লোকগুলো জীবনে কখনো হাসতে পারে না।

قَوْلُهُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ كَانُوْا رُهْبَانًا-এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসাংশের ব্যাখ্যা হলো, দিনের বেলায় যেখানে তাঁরা হাসি-খুশিতে লিপ্ত হয়ে থাকেন, তা দর্শনে একজন দর্শকের এ কথা ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে, এদের ও অন্যান্য লোকদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। তারাই রাতের অন্ধকারে নিজেদেরকে এভাবে আল্লাহর প্রেমে মাতোয়ারা করে তোলেন যে, অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁরা কান্নাকাটি করতে থাকেন। দুনিয়ার সকল মায়া-মোহ ও আনন্দ-অনুভূতি বিস্মৃত হয়ে মহামহিম আল্লাহর ধ্যানে তন্ময় হয়ে পড়েন। তখন তাঁদেরকে দেখে কেউ এ কথা ভাবতেই পারবে না যে, তাঁরা পার্থিব জগতের স্বাভাবিক কাজকর্ম ও আচার-আচরণ করতে পারেন। তাই বলা হয়েছে, তাঁরা রাতের বেলায় আল্লাহর প্রতি ভীত হতেন।

بَابُ الْاَسَامِىْ
পরিচ্ছেদ : নাম রাখা

"اَلْاَسَامِىْ" শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلْاِسْمُ, যার অর্থ হচ্ছে– নাম। এ পরিচ্ছেদে নাম রাখা সম্পর্কিত নির্দেশমালা আলোচিত হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর ছেলে হোক বা মেয়ে হোক পিতামাতার কর্তব্য তার একটি অর্থবোধক নাম রাখা। তবে নবী ও ধার্মিক ব্যক্তিদের নামানুসারে নাম রাখা উত্তম। কাফের-মুশরিকদের নামানুসারে নাম রাখা হারাম। নবী করীম ﷺ কোনো কোনো সাহাবী (রা.)-এর জাহেলিয়াত যুগের কুৎসিত ও খারাপ অর্থপূর্ণ নাম পরিবর্তন করে ভালো নাম রাখতেন। এমনকি কোনো কোনো প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করার সময় তাদের নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি ভালো নাম হতো, তবে সন্তুষ্ট হতেন। আর যদি অসুন্দর ও অমার্জিত নাম হতো, তবে তিনি পছন্দসই একটি নতুন নাম রেখে দিতেন। কেননা কোনো ব্যক্তির নাম তার ধর্মীয় ও সামাজিক রুচিবোধের পরিচয় বহন করে।

অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, বর্তমানে আমাদের সমাজে এর প্রতি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করা হয় না ; বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের নাম ও কোনো ঘৃণ্য প্রাণী বা বস্তুর নামের মধ্যেও পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে পড়ে। আমাদের উচিত, ইসলামি শরিয়তে অনুমোদিত সুন্দর অর্থবোধক নাম রাখা।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥٤٤ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِىْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাজারে গেলেন। এক ব্যক্তি 'হে আবুল কাসেম!' বলে ডাক দিল। তখন নবী করীম ﷺ তার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। লোকটি বলল, [আমি অপনাকে ডাকিনি] আমি ঐ ব্যক্তিকে ডেকেছি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার; কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

নবী করীম ﷺ -এর নামে নাম রাখার বিধান : অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– "سَمُّوْا بِاسْمِىْ" অর্থাৎ নবী করীম ﷺ বলেছেন– "তোমরা আমার নামে নাম রাখতে পার।" এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ -এর নামে নাম রাখার অনুমতি রয়েছে। কিন্তু সেটা রাখা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। অতএব, নবী করীম ﷺ-এর নামকে নিজের নামের সাথে ব্যবহার করায় কোনো দোষ নেই; বরং বরকত লাভের উদ্দেশ্যে এ নাম রাখা যেতে পারে।

কেউ কেউ বলেছেন, হুবহু নবী করীম ﷺ-এর নামে নাম রাখা জায়েজ নেই। তাঁরা এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেন– لَا تَجْعَلُوْا دُعَاءَ الرَّسُوْلِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

অর্থাৎ "তোমরা তোমাদের একজন অপরজনকে যেভাবে ডাক, রাসূল ﷺ-কে সেভাবে ডাকবে না।" সুতরাং 'মুহাম্মদ' কিংবা 'আহমাদ' কারো নাম রাখলে বাধ্য হয়ে তাকে ঐ নামে ডাকবে। এর দ্বারা একদিকে যেমন বেআদবি প্রকাশ পায়, অপরদিকে পবিত্র কুরআনের বিধানও লঙ্ঘন হয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমাম ও ফকীহগণ এ মতকে গ্রহণ করেননি। তাঁরা বলেন, আল্লাহ তা'আলা যদিও আমাদের নবীকে নাম ধরে সম্বোধন করেননি ; কিন্তু বহু নবীকে নাম ধরে ডেকেছেন। যেমন–

"يَا مُوْسٰى يَا اِبْرَاهِيْمُ، يَا عِيْسٰى" অতএব, নবীর নাম ধরে ডাকা বেআদবি নয়। অবশ্য উক্ত নামকে ব্যাঙ্গ বা বিকৃতি করে ডাকা নিষেধ। পবিত্র কুরআনে এটাই বলা হয়েছে- بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ الخ

اَبُو الْقَاسِمِ উপনাম রাখার বিধান : নবী করীম ﷺ বলেছেন- "لَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ" অর্থাৎ "তোমরা আমার উপনামে নাম রেখো না।" উক্ত অংশের ব্যাখ্যায় ফুকাহায়ে কেরাম ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। নিম্নে তা বর্ণিত হলো-

১. ইমাম শাফেয়ী (র.) ও আহলে জাওয়াহেরের মতে, 'আবুল কাসেম' উপনাম রাখা বৈধ নয়, যদিও 'মুহাম্মদ' বা 'আহমাদ' নাম রাখা হোক না কেন।

২. কতেক ব্যাখ্যাকারের মতে, এ হাদীসের বিধান প্রথম যুগে বলবৎ ছিল; পরবর্তীতে এটা রহিত করা হয়েছে। অতএব, বর্তমানে 'আবুল কাসেম' উপনাম রাখা বৈধ তথা জায়েজ। কারণ, নিষেধাজ্ঞার কার্যকারণ ছিল- নবী করীম ﷺ-এর নামের সাথে অন্যের নাম মিলিত হয়ে যাওয়া, যা নবী করীম ﷺ-এর পরিচয় লাভে অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু নবী করীম ﷺ-এর খ্যাতি লাভের কারণে এবং তাঁর তিরোধানের পর কার্যকারণ বিদ্যমান নেই। তাই বর্তমানে 'আবুল কাসেম' নাম রাখা জায়েজ।

৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) প্রায় অনুরূপ উক্তি প্রকাশ করে বলেছেন, হাদীসের বিধান মূলত মানসূখ হয়নি ; বরং নবী করীম ﷺ-এর নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল তাঁর পরিচয়ের ক্ষেত্রে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া। এটা তাঁর ইন্তেকালের ফলে দূরীভূত হয়েছে। সুতরাং নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকার যৌক্তিকতা নেই।

৪. ইমাম মালিক (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ-এর জীবদ্দশায় এটা বৈধ ছিল না ; কিন্তু তাঁর তিরোধানের পর এটা বৈধ হয়েছে।

৫. কারো কারো মতে, উপরিউক্ত হাদীসের নিষেধাজ্ঞা যেমন মানসূখ হয়নি, তেমনি এটা দ্বারা হারামও বুঝানো হয়নি; বরং মাকরূহ তানযীহী বুঝানো হয়েছে। যেহেতু এতে বেআদবি প্রকাশ পায়।

৬. কেউ কেউ বলেছেন- 'কাসেম' শব্দে নাম রাখা জায়েজ নেই। কেননা এরূপ নাম রাখলে মানুষ তার পিতাকে 'আবুল কাসেম' বলে ডাকবে।

৭. কারো কারো মতে, এ নিষেধাজ্ঞা নবী করীম ﷺ-এর জামানার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। পরে এরূপ উপনাম রাখার অনুমতি হয়েছে। হযরত আলী (রা.) স্বীয় পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে হানীফের উপনাম 'আবুল কাসেম' রেখেছিলেন।

وَعَنْ ٤٥٤٥ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَمُّوْا بِاسْمِيْ وَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ فَاِنِّيْ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا اَقْسِمُ بَيْنَكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৪৫. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমার নামে নাম রাখতে পার ; কিন্তু আমার উপনামে উপনাম রেখো না। কেননা, আমাকে বণ্টনকারী নিয়োগ করা হয়েছে। আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে থাকি।

-[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا-এর বিশ্লেষণ : নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, "আমি তোমাদের মধ্যে বণ্টনকারী", এ বাক্যাংশের অর্থ নির্ধারণে বিভিন্ন অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে। যথা-

১. কেউ কেউ বলেন, বাক্যটির মর্মার্থ হচ্ছে, আমি তোমাদের মধ্যে গনিমতের মাল, ইলম ও হিকমত বণ্টনকারী।

২. কোনো ব্যাখ্যাকার বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আমি সৎলোকদেরকে বেহেশতের সুসংবাদ প্রদান এবং অসৎলোকদেরকে দোজখের ভয় প্রদর্শন করে থাকি। সম্ভবত নবী করীম ﷺ এ বাক্যের মাধ্যমে এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন যে, আমি শুধুমাত্র এজন্যই 'আবুল কাসেম' নই যে, আমার পুত্রের নাম কাসেম ; বরং উপরোল্লিখিত কারণেও আমি 'আবুল কাসেম'

وَعَنْ ٤٥٤٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ اَسْمَائِكُمْ اِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৪৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের নামসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম নাম 'আব্দুল্লাহ' এবং 'আব্দুর রহমান'। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রিয় নাম : অত্র হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় নাম হলো "عَبْدُ اللّٰهِ" এবং "عَبْدُ الرَّحْمٰنِ" অর্থাৎ যে নাম আল্লাহ তা'আলার দাসত্ববোধক হয়, সেটাই তাঁর নিকট অধিক প্রিয়। যেমন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا ـ وَاَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالٰى وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ ـ

আল্লামা তাবারানী বর্ণনা করেছেন যে, যে নামের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার দাসত্ববোধক অর্থ রয়েছে, সেই নামই আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয়।

হাদীসের শিক্ষা : বর্তমানে আধুনিকতার নামে আমাদের সমাজে সন্তানাদির নাম নির্ধারণে রাসূল ﷺ -এর শিক্ষা ও নির্দেশ সর্বতোভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে এবং অনৈসলামিক নামকরণকে সভ্যতা তথা আধুনিকতা বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। আর ইসলামি নামগুলোর ব্যাপারে বিদ্রূপাত্মক উপহাস করা হচ্ছে, যা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অকল্যাণকে ডেকে আনার ইঙ্গিত বহন করে। সুতরাং আমাদের সমাজে আল্লাহর রাসূলের সঠিক আদর্শ বাস্তবায়িত করাই কল্যাণকর হবে।

وَعَنْ ٤٥٤٧ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُسَمِّيَنَّ غُلَامَكَ يَسَارًا وَلَا رَبَاحًا وَلَا نَجِيْحًا وَلَا اَفْلَحَ فَاِنَّكَ تَقُوْلُ اَثَمَّ هُوَ فَلَا يَكُوْنُ فَيَقُوْلُ لَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَا تُسَمِّ غُلَامَكَ رَبَاحًا وَلَا يَسَارًا وَلَا اَفْلَحَ وَلَا نَافِعًا ـ

৪৫৪৭. অনুবাদ : হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তুমি কখনো তোমাদের 'গোলাম' [সন্তান] -এর নাম ইয়াসার, রাবাহ, নাজীহ ও আফলাহ রেখো না । কেননা যখন তুমি তার নাম ধরে ডাকবে, আর সে উপস্থিত থাকবে না, তখন কেউ বলবে 'নেই'। –[মুসলিম]

মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– তুমি তোমার গোলামের নাম রাবাহ, ইয়াসার, আফলাহ কিংবা নাফে' রেখো না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّكَ تَقُوْلُ اَثَمَّ هُوَ -এর ব্যাখ্যা : যদি কোনো ব্যক্তির নাম–رَبَاحٌ অর্থাৎ লাভ বা উন্নতি, يَسَارٌ অর্থাৎ সহজ বা সুখ-শান্তি রাখা হয়, আর তাকে কেউ খোঁজ করে এবং এই বলে আহ্বান করে– এখানে রাবাহ [লাভ] কিংবা ইয়াসার [সহজ] আছে কি? পক্ষান্তরে এ নামের লোকটি যদি সেখানে না থাকে, তখন তার জবাবে যদি কেউ বলে যে, 'নেই' অথচ, লাভজনিত কিংবা সহজ ব্যাপার অথবা সুখ-শান্তি সেখানে বিদ্যমান ছিল ; কিন্তু 'নেই' শব্দটি বলার কারণে লোকটি ছাড়া অন্য কোনো লাভ বা কল্যাণজনক বস্তু হতেও বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা 'রাবাহ' ও 'ইয়াসার' যেমন ব্যক্তির নাম, তদ্রূপ বস্তুরও নাম। ফলে ব্যক্তি এবং লাভজনক বস্তুর মধ্যে গরমিল হওয়ার অবকাশ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এ ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অর্থবোধক নাম না রাখাই উচিত।

অবশ্য সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে এ ধরনের নাম পাওয়া যায়। এতে বুঝা যায় যে, এ ধরনের নাম রাখা জায়েজ আছে, উত্তম নয়। হাদীসের মর্মার্থেও উত্তম না হওয়ার কথাই বুঝানো হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, রাবাহ, ইয়াসার , আফলাহ, নাজীহ ও নাফে' নাম রাখতে নবী করীম ﷺ এজন্যই নিষেধ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তির এ শব্দের নাম ধরে ডাক দিয়ে না পাওয়া গেলে তখন লাভের স্থলে ক্ষতি, সফলতার স্থলে নিষ্ফলতা, সুলক্ষণের স্থলে কুলক্ষণ এবং সমৃদ্ধির স্থলে দৈন্যতা ইত্যাদি এসে পড়ে। তাই নবী করীম ﷺ এ ধরনের নাম রাখতে নিষেধ করেছেন।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– সামুরা, পিতার নাম– জুনদুব, বংশ আল-ফাজারী। হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) ছিলেন 'হাফিযে হাদীস'। রাসূল ﷺ-এর নিকট হতে অধিক সংখ্যক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁর সূত্রে বহু সংখ্যক লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) লিখেছেন, তাঁর নিকট হতে মোট ১২৩ টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইন্তেকাল : হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা.) হিজরি ৫৯ সনে বসরা নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٥٤٨ جَابِرٍ (رض) قَالَ اَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَنْهَى عَنْ اَنْ يُسَمَّى بِيَعْلٰى وَبِبَرَكَةَ وَبِاَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذٰلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ثُمَّ قُبِضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৪৮. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইচ্ছা করেছেন যে, তিনি লোকদেরকে ইয়া'লা, বারাকাহ, আফলাহ, ইয়াসার, নাফে' এবং অনুরূপ নাম রাখতে নিষেধ করবেন। তারপর দেখলাম, তিনি ইচ্ছা পোষণ করার পর নিশ্চুপ থাকলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকাল হলো, অথচ তিনি এরূপ নাম রাখতে নিষেধ করেননি। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত জাবির (রা.) বলেন, "অতঃপর দেখলাম, তিনি এ ইচ্ছা পোষণ করার পর নিশ্চুপ রইলেন" – এ উক্তিটির ব্যাখ্যা হলো, নবী করীম ﷺ প্রথমে উল্লিখিত শব্দগুলো দিয়ে নাম রাখা হারাম করে নিষেধ করতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি দেখলেন, সমাজের সর্বস্তরের লোকদের মধ্যে এ নাম ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। যদি এটাকে সরাসরি হারাম বলা হয়, তাহলে গোটা সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, তাই তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন। সুতরাং ওলামায়ে কেরাম এ মত পোষণ করেছেন যে, এরূপ নাম রাখা মাকরূহে তানযীহী।

وَعَنْ ٤٥٤٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَخْنَى الْاَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ يُسَمّٰى مَلِكَ الْاَمْلَاكِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ قَالَ اَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَخْبَثُهُ رَجُلٌ كَانَ يُسَمّٰى مَلِكَ الْاَمْلَاكِ لَا مَلِكَ اِلَّا اللّٰهُ .

৪৫৪৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সমীপে সবচেয়ে খারাপ নাম ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে "مَلِكَ الْاَمْلَاكِ" অর্থাৎ 'রাজাধিরাজ' বলা হবে। –[বুখারী]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে অভিশপ্ত ও কলুষিত সে-ই হবে, যার নাম 'শাহানশাহ' বা 'রাজাধিরাজ' রাখা হয়েছিল। আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কেউ 'রাজাধিরাজ' নন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا مَلِكَ اِلَّا اللّٰهُ **-এর ব্যাখ্যা :** 'আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কেউ রাজাধিরাজ নেই' এর দ্বারা এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, 'শাহানশাহ' বা 'রাজাধিরাজ' নাম বা উপনাম রাখা হারাম। কেননা 'শাহানশাহ' একমাত্র মহান রাব্বুল আলামীন। সুতরাং যেসব শব্দে গর্ব, অহংকার এবং আল্লাহর সাথে ধৃষ্টতামূলক আচরণ প্রকাশ পায়, সে জাতীয় শব্দ দ্বারা নাম রাখা হারাম।

وَعَنْ ٤٥٥٠ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ (رضـ) قَالَتْ سُمِّيْتُ بَرَّةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৫০. অনুবাদ : হযরত যয়নব বিনতে আবূ সালামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নাম 'বার্‌রাহ' রাখা হয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা নিজের পবিত্রতা নিজেরাই প্রকাশ করো না। তোমাদের মধ্যে কে পুণ্যবান, তা আল্লাহ তা'আলাই বেশি জানেন। তাঁর নাম যয়নব রাখ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ اَلخ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, "তোমরা তোমাদের নিজের পবিত্রতা প্রকাশ করো না।" রাসূল ﷺ -এর এ বাণী থেকে বুঝা যায় যে, এমন নাম রাখা অপছন্দনীয়, যার মধ্যে নিজের পবিত্রতা ও পুণ্যতার প্রশংসা হয়। প্রকৃত নেককার ও পুণ্যবান কে? তা আল্লাহই অধিক জানেন। মানুষ কখনো এটা নির্ণয় করতে পারে না।

রাবী পরিচিতি : নাম– বার্‌রাহ, অতঃপর নবী করীম ﷺ তাঁর নাম রাখেন যয়নব, মাতা উম্মে সালামা। তিনি আবিসিনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তদানীন্তন যুগের মহিলাদের মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ ইসলামি চিন্তাবিদ। ৬৩ হিজরিতে 'হার্‌রা'র ঘটনার পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

قَوْلُهُ سَمُّوْهَا زَيْنَبَ **-এর বিশ্লেষণ :** নবী করীম ﷺ হযরত 'বার্‌রাহ'-এর পরিবারস্থ লোকদেরকে তার নাম 'যয়নব' রাখার নির্দেশ দিলেন। الزينب সুদর্শন সুগন্ধযুক্ত একটি বৃক্ষের নাম। এটা হতে زَيْنَبُ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে।

وَعَنْ ٤٥٥١ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ اِسْمُهَا بَرَّةُ فَحَوَّلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِسْمَهَا جُوَيْرِيَةَ وَكَانَ يَكْرَهُ اَنْ يُّقَالَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৫১. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিবি 'জুওয়াইরিয়াহ'-এর নাম ছিল 'বার্‌রাহ'। রাসূল ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে 'জুওয়াইরিয়াহ' রেখেছিলেন। এজন্য যে, কেউ বলবে, আপনি 'বার্‌রাহ' অর্থাৎ পুণ্যবতীর কাছ থেকে বের হয়েছেন। কথাটি তিনি খারাপ মনে করতেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত জুওয়াইরিয়াহ-এর পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : হযরত জুওয়াইরিয়াহ্ বিনতে হারিছ (রা.) ছিলেন নবী করীম ﷺ -এর বিবিদের একজন। মুরাইসী তথা মুস্‌তালিকের যুদ্ধে ৫ম হিজরিতে তিনি মুসলমানদের হাতে কয়েদ হয়ে দাসী হিসেবে এসেছিলেন। প্রথমে গনিমতের মাল বণ্টনের সময় হযরত ছাবিত ইবনে কায়েস (রা.)-এর অংশে পড়েছিলেন। হযরত ছাবিত (রা.) তাঁকে 'মুকাতাবা' অর্থাৎ মুক্তিপণ আদায়ের শর্তে আজাদ করার কথা ঘোষণা করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ক্রয় করে আজাদ করে দেন এবং নিজ স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন। পূর্বে তাঁর নাম ছিল 'বার্‌রাহ'। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁর নাম দিলেন 'জুয়াইরিয়াহ'। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.), ইবনে ওমর (রা.) ও হযরত জাবির (রা.) তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

ইন্তেকাল : উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়ারিয়াহ (রা.) হিজরি ৫৬ সনে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

হাদীসের শিক্ষা : উল্লিখিত হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, যেসব নামের মধ্যে নিজের আমল ও ইবাদাতের গর্ব-অহংকার কিংবা প্রশংসা প্রকাশ পায় এবং এমন নাম, যা দ্বারা কুলক্ষণ বা অশুভ লক্ষণ ধারণা করার আশঙ্কা

থাকে, এমন ধরনের নাম রাখা থেকে খুব সতর্ক থাকতে হবে এবং কোথাও এমন অর্থবোধক নাম থাকলে তা পরিবর্তন করতে হবে এবং ভালো নাম নির্বাচন করতে হবে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– আব্দুল্লাহ, উপনাম– ইবনে আব্বাস (রা.), পিতার নাম– আব্বাস, মাতার নাম– লুবাবা বিনতে হারিছ। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) ছিলেন রাসূল ﷺ-এর চাচাতো ভাই। পিতা-পুত্র উভয়েই বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন।

জন্ম : নবী করীম ﷺ-এর মদিনায় হিজরতের ৩ বছর পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের ১০ম সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১৬৬০ খানা। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) সম্মিলিতভাবে তাঁর বর্ণিত হাদীসের ৯৫ খানা এবং ইমাম বুখারী (র.) এককভাবে ১২০ খানা এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৪৯ খানা হাদীস স্ব-স্ব গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

ইন্তেকাল : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হিজরি ৬৮ সালে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

٤٥٥٢ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ بِنْتًا كَانَتْ لِعُمَرَ يُقَالُ لَهَا عَاصِيَةُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْلَةَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৫২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা.)-এর কন্যাকে আসিয়া [পাপীয়সী] বলা হতো। অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখলেন 'জামীলা'। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَسَمَّاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَمِيْلَةَ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লামা তূরপুশ্তী (র.) বলেছেন– প্রাক-ইসলামি যুগে 'আসিয়া' তাদের ভাষায় অর্থ– 'ত্রুটিমুক্ত'। কিন্তু ইসলাম এ ধরনের নামকে অপছন্দ করেছেন এবং তৎপরিবর্তে রাসূল ﷺ তার নাম রেখেছেন 'জামীলা'। 'জামীলা' অর্থ– সুন্দরী, যা আসিয়ার বিপরীত অর্থ বুঝায় না। সুতরাং عَاصِيَةٌ -এর বিপরীত مُطِيْعَةٌ রাখলেই তো পূর্ণ বিপরীত হয়ে যেত। কেননা 'আসিয়া' অর্থ– নাফরমান বা আনুগত্যহীন. আর 'মুতী'আহ' অর্থ– ফরমাবরদার বা আনুগত্যকারিণী। এর জবাবে বলা হয় যে, আত্ম-অহমিকায় লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকায় مُطِيْعَةٌ রাখা হয়নি। পূর্বের এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, যে শব্দ দ্বারা নিজেকে গর্ব-অহংকারে পতিত করতে পারে বা নিজের প্রশংসা নিজে করা বুঝায়, এমন শব্দে নাম রাখা উচিত নয়।

٤٥٥٣ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ اُتِىَ بِالْمُنْذِرِ بْنِ اَبِىْ اُسَيْدٍ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ وُلِدَ فَوَضَعَهُ عَلٰى فَخِذِهٖ فَقَالَ مَا اسْمُهُ قَالَ فُلَانٌ قَالَ لَا لٰكِنِ اسْمُهُ الْمُنْذِرُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৫৩. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনযির ইবনে আবূ উসাইদ যখন ভূমিষ্ঠ হলো, তখন তাঁকে নবী করীম ﷺ -এর কাছে আনা হলো। রাসূল ﷺ তাঁকে নিজের রানের উপর রাখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তাঁর নাম কী? উত্তরদাতা বলল, 'অমুক'। রাসূল ﷺ বললেন, 'না'; বরং তাঁর নাম 'মুনযির'। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

শিশুর নাম পরিবর্তনের বিধান : অত্র হাদীস অধ্যয়নে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, খারাপ অর্থবোধক নাম পরিবর্তন করে শিশুদের ভালো নাম রাখা একান্ত কর্তব্য। এখানে বর্ণনাকারী ছেলেটির নাম উল্লেখ করতে পারেননি। তবে আল্লাহর নবী ﷺ -এর নিকট নামটি অপছন্দনীয় ছিল বলে তিনি তা পরিবর্তন করে 'মুনযির' নাম রাখলেন।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– সাহল, পিতার নাম– সা'দ। তিনি একজন সম্মানিত আনসারী সাহাবী ছিলেন। তাঁর পূর্ব নাম 'হাযন' পরিবর্তন করে নবী করীম ﷺ নাম রাখেন 'সাহল'। নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫ বছর।

মৃত্যু : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হিজরি ৯১ মতান্তরে ৮৮ সালে মদিনা শরীফে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٥٥٤ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَاَمَتِيْ كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ وَكُلُّ نِسَائِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِيْ وَجَارِيَتِيْ وَفَتَايَ وَفَتَاتِيْ وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ رَبِّيْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِيْ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِيَقُلْ سَيِّدِيْ وَمَوْلَايَ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهٖ مَوْلَايَ فَاِنَّ مَوْلَاكُمُ اللّٰهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৫৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ নিজের দাস-দাসীকে 'আমার বান্দা', 'আমার বাঁদি' ইত্যাদি যেন না বলে। কেননা তোমরা সকল পুরুষই আল্লাহ তা'আলার বান্দা, আর সকল মহিলাই আল্লাহ তা'আলার বাঁদি ; বরং সে যেন বলে, 'আমার চাকর', 'আমার চাকরানি', 'আমার ছেলে', 'আমার মেয়ে'। আর গোলামও নিজের মনিবকে প্রভু বলবে না; বরং সে বলবে, 'আমার সর্দার'।

অপর এক বর্ণনায় আছে, সে যেন 'আমার সর্দার' ও 'আমার মনিব' বলে। আরেক বর্ণনায় আছে যে, দাস তার মালিককে যেন 'আমার প্রভু' না বলে। কারণ, তোমাদের সকলের প্রভুই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَاَمَتِيْ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– তোমরা কেউ নিজেদের দাস-দাসীকে 'আমার বান্দা', 'আমার বাঁদি' ইত্যাদি বলবে না। কেননা বান্দা (عَبْد) তাকে বলা হয়, যার উপর ইবাদতের দায়িত্ব অর্পিত হয়। আর عَبْدِيْ ['আবদী] সে-ই বলতে পারে, যে ইবাদত পাওয়ার উপযোগী। আর ইবাদত পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। সুতরাং عَبْدِيْ ['আবদী] বা اَمَتِيْ [আমাতী] বলা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ্র জন্যই প্রযোজ্য হতে পারে; অন্য কারো জন্য নয়। তাই অন্য কেউ 'আবদী বা আমাতী বললে সেটা শিরকের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর শিরক হতে উম্মতকে রক্ষা করাই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরিউক্ত নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য।

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ سَيِّدِيْ **-এর মর্মার্থ :** দাস-দাসীদের জন্য তার মনিবকে رَبِّيْ [রাব্বী] বা আমার প্রভু বলা নিষিদ্ধ। কারণ 'রব' হওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। সুতরাং মনিবকে যদি 'রব' বলা হয়, তাহলে আল্লাহর সাথে তার অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হয়। অতএব, মনিবকে 'রব' বলা যাবে না; বরং سَيِّدُكُمْ [সাইয়িদ] বা সর্দার বলে সম্বোধন করতে হবে।

قَوْلُهُ فَاِنَّ مَوْلَاكُمُ اللّٰهُ **-এর ব্যাখ্যা :** মনিবকে 'মাওলা' বলা নিষেধ। কেননা 'মাওলা' হলেন আল্লাহ। মাওলা অর্থ– প্রকৃত সাহায্যকারী, আর এটা আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। মোটকথা, যেসব শব্দে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ গুণের সাদৃশ্য বা অংশীবাদিতার সন্দেহ পরিলক্ষিত হয়, এমন শব্দ ব্যবহার করা নিষেধ।

وَعَنْهُ ٤٥٥٥ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْلُوا الْكَرْمَ فَاِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ لَا تَقُوْلُوا الْكَرْمَ وَلٰكِنْ قُوْلُوا الْعِنَبَ وَالْحَبَلَةَ .

৪৫৫৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– [আঙ্গুর গাছকে] তোমরা 'কার্‌ম' বলো না। কারণ, كَرْمٌ [কার্‌ম] বলা হয় মু'মিনের অন্তঃকরণকে। –[মুসলিম]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় হযরত ওয়ায়িল ইবনে হুজ্‌র হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা আঙ্গুরকে কার্‌ম বলো না; বরং عِنَبٌ ['ইনাব] ও حَبْلَهٗ [হাবালাহ্] বল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّ الْكَرْمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ **-এর ব্যাখ্যা :** "اَلْكَرْمُ" শব্দটি আরবি, যার অর্থ– আঙ্গুর, আর "اَلْعِنَبُ" শব্দের অর্থও আঙ্গুর। আঙ্গুর হতে মদ-শরাব প্রস্তুত হয়, এজন্য শরাবকেও اَلْكَرْمُ রূপক নামে অভিহিত করা হয়। তাদের ধারণা ছিল যে, শরাব তার পানকারীকে 'কারম'-এর ওয়ারিশ বানায়। শরাব হারাম ঘোষিত হওয়ার পর সর্বত্র তা বর্জিত হলো এবং বলা হলো যে, মু'মিনের অন্তঃকরণ হলো 'কার্‌ম' [দয়া], যা তাক্‌ওয়া ও আল্লাহভীতির স্থান। শরাব 'কার্‌ম' হতে পারে না। কেননা শরাব মানুষকে মাতাল করে, অজ্ঞান করে, নানা প্রকার পাপাচারে সহায়তা করে। শরাবখোর নানা প্রকার পাপকর্ম করতে পারে। শরাবকে "اُمُّ الْخَبَائِثِ" বলা হয়। আর 'কার্‌ম' উম্মুল খাবায়িছ হতে পারে না। মু'মিনের অন্তঃকরণ দয়া ও কল্যাণের সমাহার। তাই সেটাকে 'কার্‌ম' বলা যেতে পারে। আর আঙ্গুর অর্থ বুঝাতে হলে 'ইনাব বা হাবালাহ শব্দ ব্যবহার করবে।

وَعَنْ ٤٥٥٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ وَلَا تَقُوْلُوْا يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৫৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা আঙ্গুরের নাম 'কার্‌ম'(كَرْم) রাখবে না এবং যুগের হতাশা ও নৈরাজ্যজনক শব্দ উচ্চারণ করো না। কেননা আল্লাহই যুগ। অর্থাৎ যুগ আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَا خَيْبَةَ الدَّهْرِ **-এর ব্যাখ্যা :** জাহিলি যুগে আরবদের বিশ্বাস ছিল যে, যাবতীয় বিপদ-আপদের মূল কারণ হলো যুগের বিবর্তন। সুতরাং যখনই তাদের উপর কোনো বিপদ আসত, তখন তারা যুগকে দোষী সাব্যস্ত করত এবং যুগকে গালি দিত। যেমন, আমাদের মধ্যেও অনেকে যুগকে সচরাচর অভিযুক্ত করে থাকে। যেমন বলে, আজকালকার যুগই খারাপ, যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে তাইতো এমন হচ্ছে ইত্যাদি। উল্লিখিত হাদীসে এরূপ গালি দিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত নবী করীম ﷺ বলেছেন– 'আল্লাহই যুগ' এ উক্তিটির সম্পর্কে স্বভাবতই এ জিজ্ঞাসা সৃষ্টি হয় যে, মহান আল্লাহ তা'আলা স্থান-কাল-পাত্রের এক পবিত্র সত্তা। এটাই হচ্ছে ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা। সুতরাং মহান আল্লাহ তা'আলা যুগ-জামানা কিভাবে হতে পারেন? এ জিজ্ঞাসার জবাবে মুহাদ্দিসীনে কেরাম নিম্নরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন–

১. হযরত নবী করীম ﷺ-এর উক্তিটি مُتَشَابِهَاتٌ-এর অন্তর্ভুক্ত, যার সঠিক অর্থ ও তাৎপর্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। যেমন, তিনি অপর হাদীসে বলেছেন– يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ 'আল্লাহর হাত জামাতের উপর', এখানে হাত তথা "يَدٌ" শব্দটি মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ হাতের রূপাকৃতি একমাত্র আল্লাহ জ্ঞাত। এটা কোনো সৃষ্টিকুলের আকৃতির মতো নয়।

২. 'আল্লাহই যুগ-জামানা' এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা যুগ-জামানার সৃষ্টিকর্তা। তিনিই যুগ-জামানার আবর্তনকারী। তিনি যুগ-জামানার কর্তা। এখানে اَلدَّهْرُ-এর اَلِفْ لَامْ মুযাফের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। মূলে ছিল– "اَللّٰهُ فَاعِلُ الدَّهْرِ" অথবা "اَللّٰهُ يُقَلِّبُ الدَّهْرَ" অথবা "اَللّٰهُ خَالِقُ الدَّهْرِ"

মোটকথা, যুগ-জামানাকে গালি দেওয়ার অর্থ হলো, তার কর্তা, আবর্তনকারী এবং স্রষ্টাকে গালি দেওয়া। যুগ-জামানার নিজস্ব কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। আল্লাহ তা'আলা এটাকে সৃষ্টি করেন এবং তিনি এর আবর্তন-বিবর্তন করেন। অতএব, গালিটি আল্লাহর উপর পতিত হয়। এজন্যই হযরত নবী করীম ﷺ যুগ-জামানাকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْهُ (٤٥٥٧) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَسُبُّ اَحَدُكُمُ الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৫৭. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ যেন যুগকে গালি না দেয়। কারণ যুগের বিবর্তন আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَسُبُّ اَحَدُكُمُ الدَّهْرَ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– "তোমাদের কেউ যেন যুগকে গালি না দেয়।" এর ব্যাখ্যা হলো, কেউ যুগের প্রতি দোষারোপ করে কোনো মন্তব্য করবে না। কিংবা খারাপ কিছুর সম্পর্ক যুগের প্রতি করবে না। যেমন, সচরাচর বলা হয়ে থাকে– আজকাল যুগটাই খারাপ, যুগ পবিবর্তন হয়ে গেছে তাইতো এমন হচ্ছে ইত্যাদি। উক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ এরূপ উক্তি করতে নিষেধ করেছেন।

وَعَنْ (٤٥٥٨) عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِىْ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ لَقِسَتْ نَفْسِىْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يُؤْذِيْنِىْ ابْنُ اٰدَمَ فِىْ بَابِ الْاِيْمَانِ -

৪৫৫৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের কেউ যেন কখনো এ কথা না বলে যে, আমার আত্মা কলুষিত হয়েছে; বরং বলবে, আমার আত্মা কষ্ট বা ব্যথা পাচ্ছে। –[বুখারী ও মুসলিম]
এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস 'ঈমান' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

خَبُثَتْ ও لَقِسَتْ **-এর ব্যাখ্যা :** 'খাবীছ' ও 'লাকীস' শব্দ দুটোর অর্থ প্রায় একই। আরবরা একটি শব্দকে অপরটির স্থলে ব্যবহার করে। এতদসত্ত্বেও আত্মার ব্যাপারে 'খাবীছ' শব্দের ব্যবহার একদিকে যেমন শ্রুতিকটু, অপরদিকে অশোভনও বটে। কারণ, 'খাবীছ' শব্দটি সাধারণত নাপাক ও হারাম বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্যই নবী করীম ﷺ মু'মিন ব্যক্তির আত্মাকে খাবাছাতের দিকে সম্বোধিত করতে নিষেধ করেছেন। আর 'লাকীস' শব্দটি 'খাবীছ' শব্দের অর্থের তুলনায় অনেক লঘু, তাই আত্মার ক্ষেত্রে এ শব্দটি ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ (٤٥٥٩) شُرَيْحِ ابْنِ هَانِئٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّوْنَهُ بِاَبِى الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنّٰى اَبَا الْحَكَمِ قَالَ اِنَّ قَوْمِىْ اِذَا اخْتَلَفُوْا فِىْ شَىْءٍ اَتَوْنِىْ

৪৫৫৯. **অনুবাদ :** হযরত শুরাইহ ইবনে হানী (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন, তখন নবী করীম ﷺ শুনলেন যে, তাঁর গোত্র তাঁকে 'আবুল হাকাম' (اَبُو الْحَكَمِ) উপনামে ডাকছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং বললেন, আল্লাহ তা'আলাই 'হাকাম' এবং হুকুম তো তাঁরই এখতিয়ারাধীন। তুমি কেন 'আবুল হাকাম' উপনাম গ্রহণ করেছ। তিনি জবাবে বললেন, আমাদের সম্প্রদায়ের লোকদের যখন কোনো ব্যাপারে মতানৈক্য হয়, তখন তারা নিঃসন্দেহে আমার

فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِىَ كِلَا الْفَرِيْقَيْنِ بِحُكْمِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحْسَنَ هٰذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ قَالَ لِىْ شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ قَالَ فَمَنْ اَكْبَرُهُمْ قَالَ قُلْتُ شُرَيْحٌ قَالَ فَاَنْتَ اَبُوْ شُرَيْحٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِىُّ)

কাছে আসে এবং আমি তাদের মাঝে এমনভাবে ফয়সালা করি যে, তারা উভয় দলই সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আমার আদেশকে শিরোধার্য করে মেনে নেয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কাজ [মানুষের বিবাদ নিষ্পত্তি করা] খুব ভালো কাজ। তোমার কয়টি সন্তান আছে? জবাবে তিনি [হানী] বললেন, আমার তিনটি ছেলে আছে– ১. শুরাইহ ২. মুসলিম ৩. আবদুল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? তিনি বললেন, [আমি জবাব দিলাম] 'শুরাইহ্'। তখন রাসূল ﷺ বললেন, ঠিক আছে, তোমার উপনাম আবূ শুরাইহ।
–[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"اَبُو الْحَكَمِ" উপনাম রাখতে নিষেধ করার কারণ : "اَبُو الْحَكَمِ" শব্দটির অর্থ হলো– হুকুম বা ফয়সালা দানের অধিকর্তা। আর এটা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই বিশেষণ হতে পারে। যেমন, আলোচ্য হাদীসে তাকীদসূচক অব্যয়যোগে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– "اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ" অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলাই হাকাম বা ফয়সালা দানকারী।" সুতরাং গাইরুল্লাহর প্রতি এ বিশেষণ প্রয়োগ করা যায় না। কেননা এতে আল্লাহ তা'আলার অংশীদারিত্ব সাব্যস্ত হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। এজন্য হাদীসে "اَبُو الْحَكَمِ" উপনাম রাখতে নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ-এর ব্যাখ্যা : "আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র হুকুম দানকারী ও ফয়সালা দানকারী।" বান্দার যাবতীয় বিষয়ের ফয়সালা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনশীল। তাঁর হুকুম ও ফয়সালাই অলজ্ঘনীয়। মানুষের হুকুম-ফয়সালা রদ হতে পারে, সেটার বিরুদ্ধে আপীল চলতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার হুকুম–ফয়সালার কোনো ব্যতিক্রমই হতে পারে না। তাঁর হুকুম-ফয়সালাই চূড়ান্ত। সে হিসেবে তিনিই প্রকৃত ও একমাত্র হুকুমের অধিকর্তা। প্রিয়নবী ﷺ এ কারণে কোনো মানুষকে "اَبُو الْحَكَمِ" উপনাম বা নাম রাখতে নিষেধ করেছেন। আর "اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ" বাক্যটি নিষেধাজ্ঞার কারণ (عِلَّتْ) স্বরূপ উল্লেখ করেছেন।

قَوْلُهُ مَا اَحْسَنَ هٰذَا-এর অর্থ : এ হাদীসাংশের অর্থ হলো, "এটা অত্যন্ত ভালো কথা।" এর অর্থ এই নয় যে, তোমার উপাধি 'আবুল হাকাম' রাখাই ঠিক হয়েছে। হযরত হানী (রা.) নবী করীম ﷺ-এর দরবারে এরূপ উত্তর প্রদান করা শানে নববীর পরিপন্থি ছিল। কারণ নবী করীম ﷺ যখন "اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَاِلَيْهِ الْحُكْمُ" কথাটি বলেছেন, তখন তাঁর ওজর পেশ করার প্রয়োজন ছিল না যে, কওম আমাকে 'হাকাম' বলে মানে।

সম্ভবত তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, "اَبُو الْحَكَمِ" উপনামটি আমার জন্য অনুচিত ছিল ঠিকই, তবে কওম আমাকে এ মর্যাদার আসনে বসিয়েছে। এজন্য নবী করীম ﷺ মিষ্টি ভাষায় "مَا اَحْسَنَ هٰذَا" দ্বারা প্রথমে তাঁর এ কুনিয়াত তথা উপনামের প্রশংসা করেছেন। পরে ভদ্রভাবে এটা পরিহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অথবা مَا اَحْسَنَ هٰذَا এখানে "مَا" হলো نَافِيَهْ অর্থাৎ এ উপনামটি সুন্দর নয়।

রাবী পরিচিতি : নাম– শুরাইহ (রা.), উপনাম– আবুল মিকদাম, পিতার নাম-হানী আল-হারিছী। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তাঁর সূত্রে তাঁর পুত্র মিকদাম হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হযরত হানী (রা.)-এর পরিচিতি : নাম–হানী, উপনাম– আবূ শুরাইহ, পিতার নাম– ইয়াযীদ (রা.)। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি নিজ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শুরাইহের নামানুসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপনাম 'আবূ শুরাইহ' রেখেছিলেন। ইতঃপূর্বে তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে 'আবুল হাকাম' উপনামে ডাকত

وَعَنْ ٤٥٦٠ مَسْرُوْقٍ (رض) قَالَ لَقِيْتُ عُمَرَ فَقَالَ مَنْ اَنْتَ قُلْتُ مَسْرُوْقُ بْنُ الْاَجْدَعِ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْاَجْدَعُ شَيْطَانٌ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৫৬০. **অনুবাদ :** হযরত মাসরূক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত ওমর (রা.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি আজদা -এর পুত্র মাসরূক। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি [রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন], শয়তানের এক নাম 'আজদা'। -[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْاَجْدَعُ شَيْطَانٌ-এর ব্যাখ্যা : আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে "اَلْاَجْدَعُ" শব্দ দ্বারা অঙ্গহীনের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। মূলত এটা একটি রূপক বাক্য। হযরত ওমর (রা.) এ বাক্যের মাধ্যমে সম্ভবত এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, তুমি অযোগ্য ব্যক্তির পুত্র; অথবা তাঁর নাম পরিবর্তন করে রাখবে। আর মৃত্যুবরণ করে থাকলে তাঁর কুনিয়াত আবূ মাসরূক রাখবে। কেউ কেউ বলেন, 'আজদা' জাহিলি ও ইসলামি উভয় যুগে একজন বিশেষ কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং হযরত ওমর (রা.) তাঁর নাম পরিবর্তন করে আব্দুর রহমান রেখেছিলেন।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম–মাসরূক, পিতার নাম– আল-আজদা আল-হামাদানী আল-কূফী (রা.)। তিনি ছোটবেলায় অপহৃত হয়েছিলেন বলে তাঁকে মাসরূক বলা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পূর্বে তিনি ঈমান গ্রহণ করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগও পেয়েছিলেন। বহু সংখ্যক লোক তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : হযরত মাসরূক ইবনে আজদা (রা.) হিজরি ৬২ সালে কূফা নগরীতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٥٦١ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءِ اٰبَائِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَاءَكُمْ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫৬১. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের ভালো নাম রাখবে। -[আহমাদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীস হতে বুঝা যায় যে, কিয়ামতের দিন লোকদেরকে তাদের পিতার নাম ধরে ডাকা হবে। কিন্তু অন্য হাদীসে বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন লোকদেরকে তাদের মাতার নাম ধরে ডাকা হবে। হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্মানার্থে এরূপ করা হবে। কেননা তাঁর পিতা ছিল না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পিতামাতা উভয়ের নাম ধরে ডাকা হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, একবার পিতার নাম ধরে, আরেকবার মাতার নাম ধরে ডাকা হবে। তবে অধিকাংশের অভিমত হলো, পিতার নাম সহকারেই ডাকা হবে।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, সন্তানদের সুন্দর ও ভালো অর্থবোধক নাম রাখতে হবে। এজন্য পিতামাতার দায়িত্ব সর্বাগ্রে। আল্লাহর বান্দা ও গোলাম হিসেবে যেন পরিচয় লাভ করতে পারে, এমন নাম যেমন– আবদুল্লাহ, আব্দুর রহমান এ ধরনের নাম হওয়াই সর্বাপেক্ষা উত্তম। সুতরাং আল্লাহভীরু আলেম-ওলামার পরামর্শ অনুযায়ী সন্তানের নাম রাখা উচিত। ইসলামের এ শাশ্বত শিক্ষাকে যত তাড়াতাড়ি আমরা আমাদের সমাজে বাস্তবায়িত করতে পারব, ততই আমাদের উভয় জাহানে কল্যাণ সাধিত হবে।

وَعَنْ ٤٥٦٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى أَنْ يَّجْمَعَ اَحَدٌ بَيْنَ اِسْمِهٖ وَكُنْيَتِهٖ وَيُسَمّٰى مُحَمَّدًا اَبَا الْقَاسِمِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৫৬২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম ও উপনাম একই ব্যক্তির মধ্যে একত্র করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ 'মুহাম্মদ' নাম রেখে তাঁরই উপনাম 'আবুল কাসেম' রাখতে নিষেধ করেছেন। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ نَهٰى اَنْ يَجْمَعَ اَحَدٌ بَيْنَ اِسْمِهِ الخ -এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা রাসূলে কারীম ﷺ-এর জীবনকালের সাথে যুক্ত। তবে হযরত জাবির (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লিখিত "আমার উপনামে উপনাম রেখো না" এ বাক্যটির প্রকৃত অর্থ হলো, আমার জীবদ্দশায় আমার উপনামে উপনাম রেখো না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় অন্য কাউকে 'আবুল কাসেম' বলে ডাকা হলে সঠিক আবুল কাসেম কে? তা বুঝতে অসুবিধা হতো। এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পবিত্র উপনামের অপপ্রয়োগ বিধায় এটা তাঁর প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ বলে প্রতীয়মান হতো। এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম 'মুহাম্মদ' ও উপনাম 'আবুল কাসেম' একই ব্যক্তির নাম রাখা হলেও চিহ্নিত করতে অসুবিধা হতো। এরই ফলে বিভিন্ন সময় অসুবিধার সম্ভাবনা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র নাম সকল বিতর্ক, সকল মিশ্রণ ও সামঞ্জস্যের উর্ধ্বে রাখাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং তাঁর শান ও মর্যাদার দিকে লক্ষ্য রেখে এমনটি করা হয়নি। তাঁর ইন্তেকালের পর 'আবুল কাসেম' উপনাম রাখতে কোনো দোষ নেই। তবে তাঁর অমর্যাদা যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

কুনিয়াত কাকে বলে : প্রকৃত নাম ছাড়া أُمٌّ، اِبْنٌ، اَبٌ যোগ করে অতিরিক্ত যে ডাকনাম রাখা হয়, তাকে কুনিয়াত (كُنْيَتٌ) বা উপনাম বলা হয়। যেমন− اِبْنُ مَسْعُوْدٍ، اِبْنُ عَبَّاسٍ ، اُمُّ اَيْمَنَ ، اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ইত্যাদি।

কুনিয়াত রাখার নিয়ম : উপনাম কখনো ব্যক্তির গুণ ও বিশেষণ বিবেচনায় রাখা হয়। যেমন− اَبُو الْفَضَائِلِ [আবুল ফাযায়েল], اَبُو الْحَكَمِ [আবুল হাকাম], اَبُوْ طَاهِرٍ [আবূ তাহের], اَبُوْ دَاوُدَ [আবূ দাঊদ] ইত্যাদি। আবার কখনো তা সন্তানের প্রতি সম্পর্কিত করে রাখা হয়। যেমন− اُمُّ سُمَيَّةَ [উম্মে সুমাইয়া], اَبُوْ سُمَيَّةَ [আবূ সুমাইয়া]। আবার কখনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপনাম রাখা হয়। যেমন− اَبُوْ هُرَيْرَةَ [আবূ হুরায়রা]। আবার কখনো মৌলিক নাম হিসেবেও রাখা হয়। যেমন− اَبُوْ بَكْرٍ [আবূ বকর], اَبُوْ يُوْسُفَ [আবূ ইউসুফ]।

وَعَنْ ٤٥٦٣ جَابِرٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا سَمَّيْتُمْ بِاسْمِيْ فَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ دَاوُدَ قَالَ مَنْ تَسَمّٰى بِاسْمِيْ فَلَا يَكْتَنِ بِكُنْيَتِيْ وَمَنْ تَكَنّٰى بِكُنْيَتِيْ فَلَا يَتَسَمَّ بِاسْمِيْ .

৪৫৬৩. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে নাম রাখবে, তখন আমার উপনামে উপনাম রেখো না। −[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব। আবূ দাঊদের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− যে ব্যক্তি আমার নামে নাম রাখবে, সে আমার উপনামে উপনাম রাখবে না। আর যে ব্যক্তি আমার উপনামে উপনাম রাখবে, সে আমার নামে নাম রাখবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا تَكْتَنُوْا بِكُنْيَتِيْ الخ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন− "তোমরা আমার কুনিয়াত বা উপনাম রাখবে না।" অত্র হাদীসের নিষেধাজ্ঞা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশার সাথে যুক্ত। তখন এ নিষেধাজ্ঞার কারণ ছিল, যদি তাঁর যুগে অন্য কারো নাম 'মুহাম্মদ' ও উপনাম 'আবুল কাসেম' রাখা হতো এবং ঐ নাম ও উপনামে ডাকা হতো, তাহলে সঠিক 'আবুল

কাসেম' 'মুহাম্মদ' কে? সেটা চিহ্নিত করতে অসুবিধা হতো। তদুপরি এটা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অসৌজন্যমূলক আচরণ বলে প্রতীয়মান হতো। নবী করীম ﷺ-এর পবিত্র নাম, উপনাম বিতর্ক ও সকল প্রকার মিশ্রণ ও সামঞ্জস্যের ঊর্ধ্বে রাখাই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর শান ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই এ নিষেধ করা হয়েছে। তাঁর ইন্তেকালের পর এরূপ করায় কোনো অসুবিধা নেই।

وَعَنْ ٤٥٦٤ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ وَلَدْتُ غُلَامًا فَسَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا وَكَنَّيْتُهُ اَبَا الْقَاسِمِ فَذُكِرَ لِىْ اَنَّكَ تَكْرَهُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَا الَّذِىْ اَحَلَّ اِسْمِىْ وَحَرَّمَ كُنْيَتِىْ اَوْ مَا الَّذِىْ حَرَّمَ كُنْيَتِىْ وَاَحَلَّ اِسْمِىْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مُحْىِ السُّنَّةِ غَرِيْبٌ)

৪৫৬৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। আমি তার নাম 'মুহাম্মদ' এবং তার কুনিয়াত 'আবুল কাসেম' রেখেছি। অতঃপর আমার কাছে এ কথা ব্যক্ত করা হলো যে, আপনি এ নাম রাখা পছন্দ করেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিসে আমার নাম হালাল করল, আর আমার কুনিয়াত হারাম করল ? অথবা কিসে আমার উপনাম হারাম করল, আর নাম হালাল করল? [অর্থাৎ আমার নাম ও উপনাম উভয়ই হালাল ও জায়েজ; কিন্তু একই ব্যক্তির মধ্যে উভয় নাম একত্রে করা মাকরূহ তানযীহী, তবে হারাম নয়]। -[আবূ দাঊদ। ইমাম মুহীউস সুন্নাহ বলেন, এ হাদীসটি গরীব]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَّكَ تَكْرَهُ ذٰلِكَ-এর ব্যাখ্যা : প্রশ্নকারিণীর প্রশ্ন হতে বুঝা যায় যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে নাম এবং তাঁর কুনিয়াতে কুনিয়াত রাখাকে হারাম বলে ধারণা করেছিল, অথচ এ রূপ নাম ও কুনিয়াত রাখা মাকরূহে তানযীহী, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "কে বলেছে আমার নামে নাম রাখা এবং আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রাখা হারাম!" উক্তিটি ঠিক নয়। আমার নামে নাম রাখা এবং আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রাখা জায়েজ ও বৈধ। তবে একই ব্যক্তির মধ্যে আমার নাম ও কুনিয়াত উভয়টি একত্র করা মাকরূহে তানযীহী, হারাম নয়।

قَوْلُهُ مَا الَّذِىْ اَحَلَّ اِسْمِىْ الخ-এর বিশ্লেষণ : এর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূল ﷺ-এর নাম ও কুনিয়াত বা উপনাম অন্যের জন্য রাখা জায়েজ ও হালাল। অথচ পূর্ববর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর নাম ও কুনিয়াত একই ব্যক্তির মধ্যে একত্র করতে নিষেধ করেছেন।

দুই হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নাম ও কুনিয়াত একই ব্যক্তির মধ্যে একত্রিত হওয়া বৈধ, পক্ষান্তরে পূর্ববর্ণিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এরূপ করা বৈধ নয়। সুতরাং বহ্যিকভাবে উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিম্নরূপ-

১. হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা হারাম উদ্দেশ্য নয়; বরং মাকরূহে তানযীহী উদ্দেশ্য।
২. হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বর্ণিত হাদীসটি নবী করীম ﷺ-এর জীবনের শেষলগ্নে বর্ণিত হয়েছে। তখন নবী করীম ﷺ তাঁর নাম ও কুনিয়াত উভয়টি একত্রে রাখার অনুমতি দান করেছেন।

وَعَنْ ٤٥٦٥ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ (رح) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ وُلِدَ لِىْ بَعْدَكَ وَلَدٌ اُسَمِّيْهِ بِاسْمِكَ وَاُكَنِّيْهِ بِكُنْيَتِكَ قَالَ نَعَمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫৬৫. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন- আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনার ইন্তেকালের পর আমার কোনো পুত্রসন্তান জন্মলাভ করে, তবে কি আমি আপনার নামে নাম ও আপনার উপনামে উপনাম রাখব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْ وَلَدَ لِىْ بَعْدَكَ وَلَدٌ الخ -এর ব্যাখ্যা : হযরত আলী (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আপনার তিরোধানের পর আমার কোনো পুত্রসন্তান জন্ম লাভ করে, তবে কি আমি আপনার নামে নাম এবং আপনার উপনামে বা কুনিয়াতে উপনাম রাখতে পারব? উত্তরে নবী করীম ﷺ বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নাম ও কুনিয়াত দ্বারা নাম রাখা নিষিদ্ধ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশায়। নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের পর 'মুহাম্মদ আবুল কাসেম' নাম রাখা বৈধ।

মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (র.)-এর পরিচয় :

নাম ও পরিচয় : নাম– মুহাম্মদ, পিতার নাম– আলী (রা.), পিতামহের নাম– আবূ তালিব, উপনাম– আবুল কাসেম। তাঁর মাতা হলেন হানাফিয়্যাহ গোত্রের খাওলা বিনতে জা'ফর আল-হানাফিয়্যাহ। মাতার সাথে সম্পর্কিত হয়ে 'মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেয়ী। তাঁর পিতার নিকট হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর পুত্র ইব্রাহীম।

ইন্তেকাল : হযরত মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (র.) হিজরি ৮১ সালে ৬৫ বছর বয়সে মদিনা শরীফে ইন্তেকাল করেন। 'জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়।

وَعَنْ ٤٥٦٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ كَنَّانِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ اَجْتَنِيْهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ اِلَّا مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ وَفِى الْمَصَابِيْحِ صَحَّحَهُ .

৪৫৬৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একপ্রকার শাক তুলতাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ শাকের নামানুসারে আমার উপনাম রাখলেন। –[তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি এ বর্ণনা সূত্র ছাড়া অন্য কোনো বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হয়নি। মাসাবীহ গ্রন্থকার এ হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِبَقْلَةٍ كُنْتُ اَجْتَنِيْهَا -এর ব্যাখ্যা : بَقْلَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে– তরিতরকারি, শাক-সবজি। নবী করীম ﷺ এর দ্বারা হযরত আনাস (রা.)-এর উপনাম রেখেছিলেন। এটা মূলত আদর করেই বলেছেন। আর এ ধরনের কৌতুক সাহাবায়ে কেরামের অন্তরে আনন্দ সৃষ্টি করত।

قَوْلُهُ وَفِى الْمَصَابِيْحِ صَحَّحَهُ -এর অর্থ : মাসাবীহ গ্রন্থকার এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীস গারীব হওয়া সত্ত্বেও সহীহ হতে পারে।

وَعَنْ ٤٥٦٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৫৬৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুৎসিত নাম পরিবর্তন করে রাখতেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ **-এর অর্থ :** নবী করীম ﷺ যদি কোনো ব্যক্তির নাম খারাপ মনে করতেন, তখন তিনি তা পরিবর্তন করে দিতেন। যেমন, এক মহিলার নাম ছিল عَاصِيَةٌ 'আসিয়া', তিনি তা পরিবর্তন করে عَزِيْزَةٌ 'আযীযাহ' রাখলেন।

وَعَنْ ٤٥٦٨ بَشِيْرِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَمِّهٖ أُسَامَةَ بْنِ اَخْدَرِيِّ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهٗ اَصْرَمُ كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِيْ اَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اسْمُكَ قَالَ اَصْرَمُ قَالَ بَلْ اَنْتَ زُرْعَةُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ وَغَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ اِسْمَ الْعَاصِ وَعَزِيْزٍ وَعَتَلَةَ وَشَيْطَانٍ وَالْحَكَمِ وَغُرَابٍ وَحُبَابٍ وَشِهَابٍ وَقَالَ تَرَكْتُ اَسَانِيْدَهَا لِلْاِخْتِصَارِ ـ

৪৫৬৮. অনুবাদ : হযরত বশীর ইবনে মাইমূন (র.) তাঁর চাচা উসামাহ ইবনে আখদারী (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট একদল লোক আসল। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, তাকে 'আসরাম' [গাছ কর্তনকারী বা কাঠুরিয়া] বলা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ? লোকটি বলল, 'আসরাম'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, না ; বরং তুমি 'যুরআহ'। –[আবূ দাঊদ]

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ 'আস', 'আযীয' 'আতালাহ', 'শয়তান', 'হাকাম', 'গুরাব', 'হাবাব' ও 'শিহাব' ইত্যাদি নামগুলো পরিবর্তন করে রেখেছেন। তিনি আরো বলেন, আমি সংক্ষিপ্ত করার জন্য এর বর্ণনাসূত্র পরিত্যাগ করেছি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

أَصْرَمْ ও زُرْعَةٌ-এর অর্থ : أَصْرَمْ শব্দটি صَرْمٌ হতে নির্গত। اِسْمُ تَفْضِيْل-এর সীগাহ। অর্থ– অধিক কর্তনকারী বা কাঠুরিয়া। আর "زُرْعَةٌ" শব্দের মূল হলো زَرْعٌ : অর্থ– শস্য বপন করা, যার অর্থ সুন্দর ও আকর্ষণীয়। أَصْرَمْ শব্দটি যেহেতু অর্থের দিকে দিয়ে অপছন্দনীয় ও বেমানান, তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ সেটা পরিবর্তন করে দিয়েছেন এবং زُرْعَةَ 'যুরআহ' রেখেছেন।

হাদীসের বর্ণিত নামগুলো নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ : নবী করীম ﷺ যেসব নাম পরিবর্তন করেছেন সেগুলো অর্থের দিক দিয়ে বেমানান ও কুৎসিত। যেমন, اَلْعَاصْ [আস] শব্দের অর্থ– পাপী। عَزِيْزٌ [আযীয] অর্থ– ক্ষমতাশালী ও পরাক্রমশালী। এটা আল্লাহ পাকের গুণবাচক নাম, বান্দার জন্য এগুলো প্রযোজ্য নয়। عَتَلَةٌ [আতালাহ] অর্থ– কঠোর, 'শয়তান' অর্থ– অবাধ্য, 'হাকাম' অর্থ– হুকুমদাতা, রায় দানকারী, যার হুকুম অটল ও অনড়। এটা আল্লাহ তা'আলার গুণবিশেষ। 'গুরাব' অর্থ– কাক, 'হাবাব' অর্থ– বুদ্বুদ। এটা শয়তানের একটি নাম। 'শিহাব' অর্থ– আগুনের স্ফুলিঙ্গ।

قَوْلُهٗ تَرَكْتُ اَسَانِيْدَهَا لِلْاِخْتِصَارِ-এর মর্মার্থ : এটা হযরত ইমাম আবূ দাঊদ (র.)-এর উক্তি। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কয়টি নাম পরিবর্তন করে রেখেছেন, তার প্রত্যেকটি শব্দের বর্ণিত হাদীস ও তার বর্ণনাসূত্র পৃথক পৃথকভাবেই আমার কাছে সংরক্ষিত আছে। তথাপি সংক্ষিপ্ত করার জন্য আমি তাঁর বর্ণনাসূত্র পরিত্যাগ করেছি।

রাবী পরিচিত : নাম– বশীর, পিতার নাম– মাইমূন, চাচার নাম– উসামা, পিতামহ– আখদারী (রা.)। তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। তিনি স্বীয় চাচা উসামা ইবনে আখদারী (রা.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন বিশর ইবনে মুফাদ্দাল।

وَعَنْ ٤٥٦٩ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ (رضـ) قَالَ لِاَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ اَوْ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ لِاَبِيْ مَسْعُوْدٍ مَا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ زَعَمُوْا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَقَالَ اِنَّ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ حُذَيْفَةُ ـ

৪৫৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত আবূ আব্দুল্লাহ (রা.)-কে অথবা হযরত আবূ আব্দুল্লাহ (রা.) হযরত আবূ মাসঊদ আনসারী (রা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন যে, তুমি "زَعَمُوْا" শব্দটি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কী বলতে শুনেছ? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, "زَعَمُوْا" শব্দটি মানুষের নিকৃষ্ট বাহন। অর্থাৎ এ শব্দটির ব্যবহার খারাপ। –[আবূ দাঊদ]

ইমাম আবূ দাঊদ (র.) বলেন, আবূ আব্দুল্লাহ (রা.) হযরত হুযায়ফা (রা.)-এর উপনাম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِئْسَ مَطِيَّةُ الرَّجُلِ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন- "زَعَمُوْا" শব্দটি মানুষের নিকৃষ্ট বাহন। এ উক্তির মর্মার্থ দু-ধরনের হতে পারে। যথা-

১. সওয়ারি বা বাহন দ্বারা মানুষ স্বীয় গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারে। অনুরূপভাবে কথা বা বর্ণনা করার দ্বারাও সে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়। আর বর্ণনার সত্যতা হলো তার উদ্দেশ্যে পৌঁছার বাহন। সুতরাং সওয়ারি যদি খারাপ বা দুর্বল হয়, তাহলে সেটা দ্বারা গন্তব্যস্থলে যেমন পৌঁছা যায় না, তদ্রূপ বর্ণনা যদি দৃঢ় প্রত্যয় বা ইয়াকীনের পর্যায় না হয়ে সন্দেহ বা আনুমানিক পর্যায়ে থাকে, তবে এটা দ্বারাও উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। অতএব, বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃঢ় প্রত্যয় তথা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ও সহীহ সনদ হলো তার উত্তম বাহন।

২. "زَعَمُوْا" অর্থাৎ 'তারা ধারণা করেছে'- এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করাকে নিকৃষ্ট বাহন এজন্যই বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা প্রকারান্তরে তাদের প্রতি মিথ্যারোপ করা হয়। সুতরাং কোনো ব্যক্তির সাথে زَعْمٌ শব্দ সংযোজন করে তার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা অনুচিত।

হাদীস ও পরিচ্ছেদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন : বাহ্যিক দৃষ্টিতে পরিচ্ছেদের সাথে উল্লিখিত হাদীসটির কোনো সামঞ্জস্য নেই। তবে মোল্লা আলী কারী (র.) মিরকাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, সম্ভবত পরিচ্ছেদের সাথে হাদীসটির সম্পর্ক এদিক দিয়ে যে, হাদীসটিতে কোনো খারাপ শব্দ ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। চাই সেটা নাম হোক বা অন্য কিছু। আর নাম হওয়ার ক্ষেত্রে সম্পর্ক সুস্পষ্ট।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম- উকবা, কুনিয়াত- আবূ মাসউদ, পিতার নাম- আমর ইবনে ছা'লাবা। তিনি একজন সম্মানিত আনসারী বদরী সাহাবী ছিলেন। তিনি 'আকাবায়ে ছানিয়া'র পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি নবী করীম ﷺ হতে মোট ১০২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম সম্মিলিতভাবে নয়খানা, এককভাবে ইমাম বুখারী একটি এবং ইমাম মুসলিম ৭টি হাদীস স্ব-স্ব কিতাবে উল্লেখ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-খাতমী এবং তাঁর ছেলে বশীর তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

মৃত্যু : হযরত আবূ মাসউদ (রা.) ৩১ হিজরিতে, মতান্তরে ৪১ বা ৪২ হিজরিতে কূফা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। কারো মতে, তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন।

٤٥٧٠ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ) وَفِيْ رِوَايَةٍ مُنْقَطِعًا قَالَ لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৫৭০. **অনুবাদ :** হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তোমরা এরূপ বলো না, 'যা কিছু আল্লাহ চান এবং অমুক ব্যক্তি চায়' [কেননা, এতে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাকে সমান করে বলা হয়] ; বরং তোমরা বলবে, "যা কিছু আল্লাহ চান" অতঃপর "অমুক ব্যক্তি চায়"। -[আহমদ ও আবূ দাঊদ]

অপর এক বর্ণনায় مُنْقَطِعٌ হিসেবে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- "যা কিছু আল্লাহ তা'আলা ও মুহাম্মদ ﷺ চান" বলবে না ; বরং শুধু এতটুকু বলবে, "যা কিছু একমাত্র আল্লাহ তা'আলা চান"। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন- তোমরা এরূপ বলো না, "যা কিছু আল্লাহ চান এবং অমুক ব্যক্তি চায়" অর্থাৎ "شَاءَ اللّٰهُ" ও "شَاءَ فُلَانٌ" বাক্যদ্বয়কে وَاوْ দ্বারা যুক্ত করে বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা এতে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাকে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়, যা সুস্পষ্ট শিরক। আর এ কারণেই মহানবী ﷺ এরূপ

বলতে নিষেধ করেছেন। তবে যদি ثُمَّ পদ যোগে উভয় বাক্যকে যুক্ত করে এভাবে বলে- "مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ" অর্থাৎ 'যা কিছু আল্লাহ চান অতঃপর অমুক ব্যক্তি চায়', তাহলে বৈধ হবে। কেননা এ অবস্থায় উভয়কে সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয় না। সুতরাং শির্ক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

وَعَنْ ٤٥٧١ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

৪৫৭১. অনুবাদ : উক্ত হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- তোমরা কোনো মুনাফিককে নেতা বলবে না। কেননা, সে যখনই তোমাদের নেতা হয় বা তোমরা তাকে নেতা বলবে, তখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করলে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ মুনাফিককে নেতা বলতে নিষেধ করেছেন। কেননা যদি তাকে নেতা বলে স্বীকার করা হয়, তখন তার আনুগত্য করা ওয়াজিব হয়ে পড়বে, অথচ তার আনুগত্য করা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ। ফলে বাক্যটির তাৎপর্য হলো, তোমরা কোনো মুনাফিককে নিজেদের নেতা নির্বাচন করবে না। যদি কর, তাহলে তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অসন্তুষ্টি হতে বাঁচতে হলে মুনাফিককে কখনো নেতা নির্বাচিত করবে না।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, মুনাফিককে নেতা নির্বাচন করা যাবে না। এমনকি যদি কোনো মুনাফিক ব্যক্তি কোনোভাবে নেতা হয়ে বসে, তবে তার আনুগত্যও করা যাবে না ; বরং তাকে হটাবার চেষ্টা করতে হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٥٧٢ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ (رحـ) قَالَ جَلَسْتُ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَحَدَّثَنِى أَنَّ جَدَّهُ حَزْنًا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ مَا اسْمُكَ قَالَ اِسْمِى حَزْنٌ قَالَ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ قَالَ مَا أَنَا بِمُغَيِّرٍ اِسْمًا سَمَّانِيْهِ أَبِى قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৫৭২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল হামীদ ইবনে জুবাইর ইবনে শায়বাহ (র.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.)-এর কাছে বসেছিলাম। তিনি আমাকে এ হাদীস বর্ণনা করলেন যে, তাঁর দাদা 'হায্ন' (حَزْن) নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলেন। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? তিনি জবাবে বললেন, আমার নাম 'হায্ন'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি তোমার নাম 'সাহ্ল' (سَهْل) রাখলাম। তিনি বললেন, আমি আমার নাম পরিবর্তন করতে চাই না। কেননা এ নাম আমার পিতা রেখেছেন। হযরত ইবনে মুসাইয়াব (র.) বলেন, তারপর হতে [এ নামের কারণে] আমাদের পরিবার দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত হয়েছে। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَلْ أَنْتَ سَهْلٌ-এর তাৎপর্য : হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.)-এর দাদা 'হায্ন' নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে গেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নাম জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, আমার নাম 'হায্ন'। এটা অর্থের দিক দিয়ে যেমন মন্দ, তদ্রূপ বাহ্যত শব্দটি একপ্রকার بَدْ فَالِيْ তথা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনাজনক অর্থ বহন করে। কিন্তু 'সাহ্ল' শব্দটি এর বিপরীত

তথা সৌভাগ্যের অনুকূল ও সহায়ক শব্দ, যার মধ্যে কোমলতা ও নম্রতা বিদ্যমান রয়েছে। তাই নবী করীম ﷺ 'হায্ন'-এর পরিবর্তে 'সাহ্ল' রাখতে পরামর্শ দিলেন। যেন নামটি বদ-ফালী হতে মুক্ত হয়ে যায়।

قَوْلُهُ فَمَا زَالَتْ فِيْنَا الْحُزُوْنَةُ بَعْدُ-এর ব্যাখ্যা : হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র.) ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী। তিনি বলেন, আমার দাদা যখন হতে নবী করীম ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী নিজের নাম 'হায্ন' পরিবর্তন করে 'সাহ্ল' রাখতে অসম্মতি প্রকাশ করলেন, তখন হতে 'হায্ন' নামের বদফাল তথা দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়া আমাদের গোটা পরিবারের তথা বংশের মধ্যে দীর্ঘদিন হতে চলে আসছে। আমরা সর্বদা দুঃখ ও দৈন্যতার মধ্য দিয়ে কালাতিপাত করে আসছি।

'হাযন' মুসলমান ছিল কিনা? কোনো কোনো মুহাদ্দিসীনের মতে, 'হাযন' মুসলমান ছিল। তবে এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, তিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও রাসূল ﷺ-এর পরামর্শ গ্রহণ করতে অসম্মতি জানালেন কেন? উত্তর হলো, তিনি ছিলেন নও-মুসলিম। ইসলামি আদব-কায়দা সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা ছিল না। এ কারণেই তিনি রাসূল ﷺ-এর পরামর্শ মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি।

রাবী পরিচিতি : নাম– আব্দুল হামীদ, পিতার নাম– জুবাইর, পিতামহ– শায়বাহ। তিনি একজন সম্মানিত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি ইবনুল মুসাইয়াব (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবনুল জুরাইহ ও ইবনুল উয়াইনাহ।

وَعَنْ ٤٥٧٣ أَبِىْ وَهْبٍ الْجُشَمِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ وَأَحَبُّ الْاَسْمَاءِ إِلَى اللّٰهِ عَبْدُ اللّٰهِ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَاَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَاَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ ওয়াহাব জুশামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা নবীদের নামে নিজেদের নাম রাখবে। আল্লাহ তা'আলার নিকট নামসমূহের মধ্যে উত্তম নাম হলো 'আব্দুল্লাহ' এবং 'আব্দুর রহমান'। আর [অর্থ ও প্রকৃতির দিক দিয়ে] বেশি সত্য নাম হলো– 'হারিছ' ও 'হাম্মাম' ['হারিছ' অর্থ– কর্ষণকারী ও 'হাম্মাম' অর্থ– ইচ্ছা পোষণকারী] এবং সবচেয়ে মন্দ নাম হলো, 'হার্ব' ও 'মুর্রাহ' ['হার্ব' অর্থ– লড়াই, আর 'মুর্রাহ অর্থ– তিক্ততা ও দুঃখ]। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَارِثٌ وَهَمَّامٌ وَ اَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةٌ-এর বিশ্লেষণ : "حَارِثٌ" অর্থ– অর্জনকারী, সম্পদ সঞ্চয়কারী এবং ক্ষেতে ফসল উৎপাদনকারী। আর "هَمَّامٌ" অর্থ– সংকল্পকারী। ফলে কোনো ব্যক্তি মালসম্পদ কিংবা ফসলাদি সঞ্চয় করতে হলে পূর্ণ সংকল্প নিয়ে করতে হয়। এর দ্বারা আখিরাতের সম্পদ এবং পরকালের ফসল অর্থ নেক-ফাল হিসেবে নেওয়া যায়। কেননা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– "اَلدُّنْيَا مَزْرَعَةُ الْاٰخِرَةِ" এ হিসেবে উক্ত শব্দ দুটোর অর্থ যেমন ভালো, তেমনি প্রয়োগপদ্ধতিও সুন্দর। আর "حَرْبٌ" ও "مُرَّةٌ" মন্দ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কেননা حَرْبٌ [হার্ব] অর্থ– যুদ্ধ, কাটাকাটি, লড়াই ও বিবাদ ইত্যাদি। আর (مُرَّةٌ) [মুর্রাহ] অর্থ– তিক্ততা। অথচ লড়াই-যুদ্ধ মূলত তিক্ত বস্তুই। সুতরাং এটা থেকে বদ-ফাল এবং অশুভ ও অমঙ্গল নাম রাখা হতো। এ ছাড়াও 'মুর্রাহ' ইবলিসের উপনাম। প্রাক-ইসলামি যুগে এসব নামও রাখা হতো। এ নামগুলো রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো আমাদের বর্জন করা উচিত।

রাবী পরিচিতি : নাম- সাওয়ান, উপনাম- আবূ ওয়াহাব, তাঁর পিতার নাম- উমাইয়া বদর যুদ্ধে কাফের অবস্থায় নিহত হয়। হযরত আবূ ওয়াহাব মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান, উমাইয়া ও আব্দুল্লাহ ইবনে হারিছ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি হিজরি ৪১/৪২ সালে ইন্তেকাল করেন।

بَابُ الْبَيَانِ وَالشِّعْرِ
পরিচ্ছেদ : বক্তৃতা ও কবিতা আবৃত্তি

"اَلْبَيَانُ" শব্দের অর্থ– খোলা, উন্মুক্ত করা, প্রকাশ করা ইত্যাদি। "اَلنِّهَايَةُ" গ্রন্থকার বলেন– اَلْبَيَانُ الْمَقْصُوْدُ بِاَبْلَغِ لَفْظٍ অর্থাৎ অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় মনের ইচ্ছা প্রকাশ করাকে 'বয়ান' বলে। আল্লামা কাযী বায়যাভী (র.) বলেন– اَلْبَيَانُ هُوَ الْكَشْفُ وَالْاِظْهَارُ مَا فِى الضَّمِيْرِ অর্থাৎ 'বয়ান' অর্থ– খোলা, মনের ভাব প্রকাশ করা। মোটকথা, বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় খোলাখুলিভাবে মনের ভাব বা কথাকে প্রকাশ বা ব্যক্ত করা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ; এক ঘটনা প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেছেন– إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا ; অর্থাৎ 'যাদুমন্ত্র' যেমন তড়িঘড়ি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তদ্রূপ কোনো কোনো বক্তৃতাও মুহূর্তের মধ্যে অনুকূল ক্রিয়া শুরু করে।

"اَلشِّعْرُ" [শে'র] বা কবিতা অর্থ– বুদ্ধিমত্তা, নিপুণতা, সূক্ষ্ম জ্ঞান ও পরমাণু বিদ্যা। তবে প্রচলিত অর্থে এরূপ পরিমিত ও ছন্দোবদ্ধ বাক্যকে কবিতা বলা হয়, যাতে আবৃত্তিকারীর উদ্দেশ্য পরিমিতভাবে প্রকাশ পায়। এজন্য পবিত্র কুরআনের বাক্যগুলো পরিমিত ও ছন্দোবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একে শে'র বা কবিতা বলা হয় না। কেননা একে পরিমিত করা আল্লাহর ইচ্ছে নয়। পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ হয়েছে– اَلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُوْنَ ; এ আয়াতে কবি ও কবিতার দুর্নাম করা হলেও ঢালাওভাবে সমস্ত কবি ও কবিতা এর আওতায় পড়ে না। কারণ নবী করীম ﷺ ইসলামি কবি হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.)-এর কবিতার প্রশংসা করেছেন। অবশ্য যে কবিতার মধ্যে মিথ্যা ও অশ্লীলতা রয়েছে, সেটা মন্দ হওয়ার মধ্যে কারো দ্বিমত নেই। যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– اَلشِّعْرُ كَلَامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ অর্থাৎ কবিতা এমন ছন্দোবদ্ধ বাক্য, যার ভালোটি খুবই চমৎকার এবং মন্দটি চরম নিকৃষ্ট।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٥٧٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৫৭৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুজন লোক পূর্বদিক থেকে আগমন করল এবং [খুব বিশুদ্ধ ও অলঙ্কারপূর্ণ বাকপটুত্বের সাথে] বক্তৃতা উপস্থাপন করল। লোকেরা তাদের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় কোনো কোনো বক্তৃতা যাদুময় হয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَدِمَ رَجُلَانِ **[আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয়ের পরিচয়] :** আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয় ছিল বনী তামীম গোত্রের লোক। একজনের নাম হলো যবরকান ইবনে বদর এবং অপরজনের নাম ছিল আমর ইবনে আহতাম। এ প্রতিনিধি দলে আরো লোক ছিল; কিন্তু উক্ত দু-ব্যক্তি পরস্পর কথা কাটাকাটি করেছে। তাই হাদীসে "رَجُلَانِ" শব্দটি দ্বারা শুধু তাদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। তবে তারা নিজ গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে নবী করীম ﷺ-এর খেদমতে আগমন করেছিলেন।

قَوْلُهُ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا **-এর ব্যাখ্যা :** "سِحْرٌ" শব্দের অর্থ– পরিবর্তন। যাদু দ্বারা মানুষকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে ফেলা হয়। অনুরূপভাবে বক্তৃতা, বাক-নিপুণতা ও কথাশিল্পের সম্মোহনী শক্তি মানুষকে এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন করে। কখনো হক থেকে বাতিলের দিকে, আবার কখনো বাতিল থেকে হকের দিকে নিয়ে আসে।

কেউ কেউ বলেন, অত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বাক-কৌশলতার তিরস্কার করেছেন। কেউ কেউ বলেন, এটা দ্বারা বক্তৃতা-শিল্পের প্রশংসা করা উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে এখানে তিরস্কার বা প্রশংসা উদ্দেশ্য নয় ; বরং বক্তৃতা যদি হকের প্রতি আহ্বানের উদ্দেশ্যে হয়, তবে নিঃসন্দেহে সেটা প্রশংসনীয়, আর যদি বাতিলের প্রতি আহ্বান করা হয়, তবে সেটা নিন্দনীয়। যেমন, অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে- اَلشِّعْرُ كَلَامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ অর্থাৎ কবিতা এমন এক ছন্দোবদ্ধ বাক্য, যার ভালোটি খুবই চমৎকার এবং মন্দটি চরম নিকৃষ্ট।

بَيَانٌ বা বক্তৃতাকে যাদু বলার কারণ : আল্লাহ তা'আলা মানুষের কথা ও বক্তৃতার মাঝে এমন এক মোহনীয় শক্তি ও আকর্ষণ রেখেছেন যে, কোনো কোনো লোকের বক্তৃতা অন্যকে অভিভূত করে ফেলে। ফলে মুহূর্তের মধ্যে জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক এবং অন্তরকে পরিবর্তন করে দেয়। যেমন, যাদু-টোনা জ্ঞান-বুদ্ধির বিলুপ্তি ঘটায় এবং মানুষের অবস্থাকে এক অস্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছায়। তাই বক্তৃতাকে যাদু বলা হয়েছে।

بَيَانٌ، تِبْيَانٌ، شِعْرٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : "بَيَانٌ" শব্দের অর্থ- উন্মুক্ত করা, প্রকাশ করা। "نِهَايَة" গ্রন্থকার বলেন- اَلْبَيَانُ اِظْهَارُ الْمَقْصُوْدِ بِاَبْلَغِ لَفْظٍ অর্থাৎ বয়ান অর্থ- অলঙ্কারপূর্ণ ভাষায় মনের ইচ্ছা প্রকাশ করা। আল্লামা কাযী বায়যাভী (র.) বলেন- اَلْبَيَانُ هُوَ الْكَشْفُ وَاِظْهَارُ مَا فِى الضَّمِيْرِ অর্থাৎ বয়ান অর্থ- খোলা, মনের ভাব প্রকাশ করা। মোটকথা, বিশুদ্ধ-প্রাঞ্জল ভাষায় খোলাখুলিভাবে মনের কথা ব্যক্ত করাকে বয়ান বলা হয়।

"تِبْيَانٌ" হলো মনের ভাবকে প্রমাণাদি দ্বারা পরিব্যক্ত করা। তবে এ ক্ষেত্রে বিশদ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা থাকা আবশ্যকীয়।

"شِعْرٌ" [শে'র] শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- বুদ্ধিমত্তা, নিপুণতা, সূক্ষ্ম জ্ঞান, চতুরতা ইত্যাদি। তবে প্রচলিত অর্থে পরিমিত ও ছন্দাকৃত বাক্য। বক্তা তার ভাষার মধ্যে ছন্দের উদ্দেশ্য রাখে; কিন্তু কুরআন ও হাদীসে ছন্দের উদ্দেশ্য করা হয়নি, তাই এটা শে'র (شِعْرٌ) নয়।

"سِحْرٌ" শব্দের অর্থ : পরিবর্তন করা, যাদু করা, প্রতারণা করা। শরিয়তের পরিভাষায়, কোনো অমৌল বস্তু দ্বারা প্রতারণা করাকে যাদু বা সিহ্‌র বলা হয়।

যাদু ও যাদুকরের বিধান : যাদুকর কাফের হবে কিনা? এ ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা রয়েছে। "فَتْحُ الْقَدِيْرِ" গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, যদি যাদুকর যাদুকে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে এবং তা বৈধ হওয়ার বিশ্বাস না রাখে, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না।

ইমাম আহমদ (র.) বলেন, যাদুকর সাধারণভাবে কাফের। এ ছাড়া 'তাফসীরে মাদারিক' গ্রন্থে রয়েছে, যদি যাদুকরের কথা ও কার্যে এমন বিষয় পাওয়া যায়, যা ঈমানের শর্তসমূহের বিরোধী হয়, তাহলে এ ব্যক্তিকে কাফের বলা যাবে।

ইমাম আবূ হামিদ গাযালী (র.) বলেন, যাদু শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজনবোধে বৈধ, আবার প্রয়োজনবোধে ওয়াজিব।

ইমাম মালিক (র.)-এর মতে, যাদু শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা নেওয়া উভয়ই হারাম। যাদুকরকে হত্যা করা ওয়াজিব। তার তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। সে মুসলমান হোক বা জিম্মি হোক।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, যাদু শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা নেওয়া উভয় প্রয়োজন ব্যতীত নিষিদ্ধ। কিন্তু আত্মরক্ষা ও কাফেরদের যাদু প্রতিরোধ করার জন্য তা শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষা নেওয়া বৈধ ও মুবাহ। মূলত যাদু কুফরি ; কিন্তু যখন একে প্রকৃত প্রভাবক হিসেবে মনে করে এবং যাদুকরের কথাবার্তা ও কার্যে এমন বিষয় পাওয়া যাবে, যা ঈমানের শর্তসমূহের বিরোধী, তাহলে তা কুফরি। এ ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি যাদুকে মূল প্রভাবক হিসেবে মনে করে এবং যাদুকর অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান রাখে- এরূপ মনে করে, তাহলে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে।

যাদু বিদ্যা যদি নবীকে ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সেই ব্যক্তি কাফের এবং বিপথগামী হবে। আর যদি ঈমানদারদের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে কবীরা গুনাহ হবে। আর যদি কাফেরদেরকে ক্ষতি সাধনের জন্য হয়, তাহলে এটা বৈধ।

وَعَنْ ٤٥٧٥ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৫৭৫. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কোনো কোনো কবিতা কৌশল মাত্র। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"حِكْمَةً" **শব্দের অর্থ :** "حِكْمَةً" শব্দের অর্থ- اَلْعَدْلُ وَالْعِلْمُ অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণতা ও জ্ঞান তথা সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা কিন্তু এর মধ্যে থাকতে হবে নিজের ও অন্যের কল্যাণ। হিকমত মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার বিপরীত। মূলত এর অর্থ হচ্ছে- বিরত রাখা, ফিরিয়ে রাখা ইত্যাদি। যেমন- পশুর লাগামকে 'হিকমত' বলে। কেননা এটা পশুকে বিরত রাখে। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে 'হিকমত' অর্থ- ছন্দকৃত বাক্যবিশেষ, যা দ্বারা মানুষের উপকার হয় এবং তা তাদেরকে মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতা হতে ফিরিয়ে আনে। সুতরাং এখানে "اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكْمَةً" বাক্যটি প্রশংসা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, অন্য হাদীসে বলা হয়েছে- اَلشِّعْرُ كَلَامٌ حَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ

রাবী পরিচিতি : নাম- উবাই (রা.), পিতার নাম- কা'ব। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ও কাতেবে ওহী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগের হাফেযে কুরআনদের মধ্যে তিনি অন্যতম। তা ছাড়া তিনি একজন খ্যাতনামা ফকীহ ছিলেন। ইলমে কিরআতে তিনি ছিলেন বিশেষজ্ঞ। নবী করীম ﷺ -এর পক্ষ থেকে তাঁর উপাধি ছিল 'আবুল মুন্‌যির'। হিজরি ১৯ সালে তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। অনেকেই তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٥٧٦ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلَاثًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৭৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কথায় অতিরঞ্জনকারীরা ধ্বংস হয়েছে। তিনি এ বাক্যটি তিনবার বলেছেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ" বাক্যটি অভিশাপমূলক হলেও ভীতি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য। কারণ রাসূল ﷺ ছিলেন "رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ" [রহমাতুল-লিল-আলামীন]। সুতরাং اَلْمُتَنَطِّعُوْنَ অর্থ হলো, যারা ভাষার পাণ্ডিত্য নিয়ে গলাবাজি করে থাকে, আর মুখে যা আসে তাই ব্যক্ত করে। এ জাতীয় কাজ যেহেতু বাড়াবাড়ি, তাই রাসূল ﷺ "هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ" বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। কেননা এরূপ বাড়াবাড়ি অনেক সময় বিপদ ডেকে আনে।

وَعَنْ ٤٥٧٧ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ "اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهِ بَاطِلٌ" . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- সবচেয়ে সত্য কথা যা কোনো একজন কবি বলেছেন, তা হচ্ছে লবীদের উক্তি- "اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللّٰهِ بَاطِلٌ" অর্থাৎ 'জেনে রাখ ! আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সবকিছুই বাতিল ও ধ্বংস হবে।' -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** কবি লবীদের উক্তিটি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের সাথে অর্থগত হুবহু মিল রয়েছে। আয়াতটি হলো- كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ এ আয়াতের মর্মার্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া সৃষ্টির সবকিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত। লবীদের উক্তিটি আয়াতের সাথে মিল হওয়ার কারণেই নবী করীম ﷺ বললেন- اَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ অর্থাৎ যদি কোনো একজন কবি সত্য কথা বলে থাকে, তবে সেটা লবীদের উক্তি।

লবীদের পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম- লবীদ, পিতার নাম- রাবীয়া। তিনি বনী আমর গোত্রের লোক ছিলেন। তিনি জাহিলি ও ইসলামি উভয় যুগের কবি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কবিতা রচনা করেননি। এর কারণ জানতে গেলে তিনি বলেছেন- যে কথা কথার বাদশাহ নয়, ঐ কথা আমি বলি না। তবে কুরআনের ভাষার সামনে আমি লজ্জিত।

ইন্তেকাল : হযরত লবীদ (রা.) শেষ জীবন কূফায় অবস্থান করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি হিজরি ৪১ সালে ১৪০ মতান্তরে ১৫৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে দীর্ঘজীবী লোকদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তি বলে গণনা করা হতো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে 'কবি সাহাবী' বলে প্রশংসা করেছিলেন।

وَعَنْ ٤٥٧٨ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيْدِ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَدِفْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ اُمَيَّةَ بْنِ اَبِى الصَّلْتِ شَئٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هِيْهِ فَاَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْهِ ثُمَّ اَنْشَدْتُهُ بَيْتًا فَقَالَ هِيْهِ حَتّٰى اَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৭৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শারীদ (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহণ করলাম। রাসূল ﷺ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, উমাইয়া ইবনে আবী সালতের কোনো কবিতা তোমার মুখস্থ আছে কি? আমি বললাম, জী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেটা শোনাও! তখন আমি সেটার একটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরো শোনাও। অতঃপর আমি আরো একটি পঙ্ক্তি আবৃত্তি করলাম। এবারও রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরো শোনাও। এভাবে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে [উমাইয়া ইবনে আবী সালতের] একশ' পঙ্ক্তি আবৃত্তি করে শোনালাম। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

উমাইয়া ইবনে আবূ সালতের পরিচয় : নাম- উমাইয়া, পিতার উপনাম- আবূ সাল্ত। সে বনী ছাকীফ গোত্রের লোক ছিল এবং পাদ্রি ছিল। জাহিলি যুগে রাসূল ﷺ -এর আবির্ভাব সম্পর্কে বিশ্বাস রাখত এবং তিনি যে আরবদের মধ্য থেকে হবেন, তাও অবগত হয়েছিল। পরে যখন তাকে এ সংবাদ দেওয়া হলো যে, তিনি কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করবেন, তখন সে মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করল, কতই না উত্তম হতো, যদি শেষ নবী তার বংশ বনী ছাকীফে জন্মগ্রহণ করতেন; কিন্তু যখন সে জানতে পারল যে, নবী করীম ﷺ একদিন সত্য সত্যই কুরাইশ বংশে জন্মগ্রহণ করেছেন, তখন সে হিংসা-বিদ্বেষে ফেটে পড়ল এবং ঈমান গ্রহণ থেকে বিরত থাকল। অবশেষে কিছুদিন পর কুফরির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। প্রাক-ইসলামি যুগে সে বহু দর্শনমূলক এবং আল্লাহ তা'আলার প্রশংসায় অনেক উন্নতমানের কবিতা আবৃত্তি করেছিল। তার রচিত কবিতার মধ্যে সেদিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ কারণেই রাসূল ﷺ উমাইয়া ইবনে আবূ সালতের কবিতা শোনার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। অপর এক বর্ণনায় পাওয়া যায়, উক্ত হাদীসের শেষাংশে বর্ণিত হয়েছে, তার কবিতা শুনে রাসূল ﷺ বলেছেন- اَنَّهُ اَسْلَمَ شِعْرُهُ وَكَفَرَ قَلْبُهُ অর্থাৎ তার কবিতা ইসলাম গ্রহণ করেছে, আর তার অন্তর কুফরি গ্রহণ করেছে।

قَوْلُهُ هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِ اُمَيَّةَ **-এর ব্যাখ্যা :** উমাইয়া ইবনে আবূ সাল্ত যদিও ঈমান আনয়ন করেনি, তবে তাওহীদ ও হাশরে সে বিশ্বাসী ছিল। তার কবিতাগুলো সবই তাওহীদ ও আল্লাহর রহস্যাবলি সংবলিত। এজন্যই রাসূল ﷺ হযরত শারীদ (রা.)-এর মুখে তার কবিতা শ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, উমাইয়া ইবনে আবূ সালতের কোনো কবিতা তোমার মুখস্থ আছে কি?

"هِيْهِ" শব্দের তাহকীক : "هِيْهِ" শব্দটি মূলত اِيْهِ ছিল। এখানে هَمْزَةٌ-কে ه দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছে। আর শেষ হরফকে سَاكِنٌ করে পড়তে হয়, আর حَرْكَتْ দিলে كَسْرَةٌ দিতে হবে। এটা اِسْمِ فِعْل , যা اَمْرٌ-এর অর্থ দেয়। هِيْهِ অর্থ- هَاتِ আন, সেটা পেশ কর। বস্তুত এ শব্দের দ্বারা আরো অধিক পাওয়ার আশা ব্যক্ত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٥٧٩ جُنْدُبٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ اِصْبَعُهُ فَقَالَ هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ * وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৭৯. অনুবাদ : হযরত জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক যুদ্ধে নবী করীম ﷺ উপস্থিত ছিলেন। তাঁর একটি আঙ্গুল রক্তাক্ত হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই অঙ্গুলিকে লক্ষ্য করে কবিতা আবৃত্তি করলেন- هَلْ اَنْتِ اِلَّا اِصْبَعٌ دَمِيْتِ * وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا لَقِيْتِ অর্থাৎ হে অঙ্গুলি ! তুমি একটি অঙ্গুলি ছাড়া আর কিছুই নও। তুমি রক্তাক্ত হয়েছ ঠিকই, তবে যা কিছু হয়েছে আল্লাহর পথে হয়েছে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ فِىْ بَعْضِ الْمَشَاهِدِ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে "مَشَاهِدٌ" শব্দের অর্থ مَغَازِىْ বা যুদ্ধক্ষেত্র। আল্লামা কারমানী (র.)-এর মতে, তা ছিল উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র। সহীহ বুখারীর كِتَابُ الْاَدَبِ -এর মধ্যে এ রেওয়ায়েতটি উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন পায়ে হাঁটছিলেন, তখন আকস্মিকভাবে একটি পাথর এসে তাঁর হস্ত মোবারকে পতিত হলো, ফলে তাঁর একটি অঙ্গুলি রক্তাক্ত হয়। আর সহীহ মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে– كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِىْ غَارٍ فَدَمِيَتْ اِصْبَعُهُ মিরকাত গ্রন্থকার বলেন যে, আমার মতে فِىْ غَارٍ -এর স্থলে فِىْ غَازٍ হবে। আর কখনো غَارٍ দ্বারা সৈন্যদল বুঝানো হয়, গর্ত নয়। এ অর্থেই হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি– مَا اَظُنُّكَ بِاَمْرٍ جَمَعَ بَيْنَ هٰذَيْنِ الْغَارَيْنِ অর্থাৎ এখানে আসওয়াদ হতে বর্ণিত হয়েছে যে, خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ আল্লাহর রাসূল ﷺ নামাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে পথের মধ্যে এ ঘটনাটি ঘটেছিল। মিরকাত প্রণেতা বলেন, এতদুভয় বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধ ক্ষেত্রে ছিলেন এবং সেখানে নামাজ আদায় করতে যাওয়ার পথে ঘটনাটি ঘটেছিল।

قَوْلُهُ هَلْ اَنْتِ اِصْبَعٌ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের ব্যাখ্যা হলো, হে অঙ্গুলি! তুমি শুধু একটি অঙ্গুলি মাত্র, শরীরের কোনো বড় অঙ্গ নও যে, কর্তিত হয়েছে। তোমার উপর কোনো বড় বিপদ আসেনি। তুমি কেটে দ্বি-খণ্ডিত হয়ে যাওনি, ধ্বংসও হয়ে যাওনি। আল্লাহর পথে তুমি বেশি কিছু করনি। যা করেছ, তার বিনিময় পাবে।

কুরআন ও হাদীসের দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : উপরিউক্ত হাদীস হতে বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ উহুদের যুদ্ধে আহত অঙ্গুলিকে সম্বোধন করে কবিতার চরণ আবৃত্তি করেছেন। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনের সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُ অর্থাৎ আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি, আর সেটা তার জন্য সমীচীনও নয়। সুতরাং উক্ত হাদীস ও কুরআন মাজীদের বক্তব্যে পরিষ্কার দ্বন্দ্ব প্রতীয়মান হচ্ছে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম থেকে এ দ্বন্দ্বের নিম্নরূপ সমাধান পাওয়া যায়–

১. কবিতের কবিতা রচনায় ছন্দের লক্ষ্য থাকে, কিন্তু উহুদ যুদ্ধে নবী করীম ﷺ -এর কণ্ঠে যে কবিতার চরণ আবৃত্তি হয়েছে, তাতে তার কোনোরূপ সংমিশ্রণ ছিল না। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই এটা তার কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। সুতরাং এর দ্বারা তাকে কবি বলা যায় না এবং তিনি কুরআনের পরিপন্থি কাজ করেছেন বলেও বলা যায় না। দ্বিতীয়ত এটা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে। সুতরাং এটা اَلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. কোনো কোনো হাদীস বিশারদ বলেছেন, এটা কবিতা রচনা নয়; এটা একপ্রকার ধমক প্রদান ও আত্মতৃপ্তি বোধ। হুনায়েনের যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর কণ্ঠে এরূপ উচ্চারিত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন–

اَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

৩. উপরিউক্ত আয়াতে মুশরিকদের দাবি মিথ্যা প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য। মুশরিকরা বলত, মুহাম্মদ ﷺ একজন কবি। কবি তাকে বলা হয়, যে পেশাগতভাবে কবি। দু-এক চরণ কবিতা আবৃত্তি করলে তাকে কবি বলা যায় না।

৪. কেউ কেউ বলেন, উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিটি আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর রচিত। স্থানোপযোগী দৃষ্টান্তের জন্য রাসূল ﷺ এটা অবিকল আবৃত্তি করেছেন। রাসূল ﷺ লবীদ প্রমুখের কবিতাও কদাচিৎ আবৃত্তি করতেন। তিনি নিজে কবিতা রচনা করতেন না।

কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করার বিধান : কবিতা লিখন ও আবৃত্তিকরণ সাধারণভাবে নাজায়েজ নয়। যেসব কবিতা অশ্লীলতা ও যৌন চেতনা উদ্রেককারী সেগুলো নাজায়েজ, যেহেতু তৎকালের কবিতা প্রায়ই প্রেম বিষয়ে রচিত হতো। সুতরাং পবিত্র কুরআন মাজীদে এ ধরনের কবিতার কথা বলা হয়েছে। যেসব কবিতা আল্লাহ তা'আলার গুণগান, নবী করীম ﷺ-এর প্রশংসা, উপদেশ ও সঠিক ঘটনাভিত্তিক হয়, তা জায়েজ। কোনো কোনো অবস্থায় প্রশংসনীয় এবং পুণ্যের কাজও বটে। সুতরাং বলা যায়, সত্য ও সুন্দর কথা বা কবিতা ভালো জিনিস, আর খারাপ ও অশ্লীল কথা বা কবিতা খারাপ জিনিস। বর্ণিত আছে যে, নবী করীম ﷺ হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.)-এর আবৃত্তি খুব মনোযোগের সাথে শুনতেন। তিনি কবিতা শুনে তাকে স্বীয় চাদর উপহার দিয়েছিলেন।

রাবী পরিচিতি : নাম– জুনদুব (রা.), পিতার নাম– আব্দুল্লাহ, দাদার নাম– সুফিয়ান আল-বাহলী। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রা.)-এর সময় ইন্তেকাল করেন। বহু সংখ্যক লোক তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٥٨٠ الْبَرَاءِ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ قُرَيْظَةَ لِحَسَّانِ بْنِ ثَابِتٍ اُهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ فَاِنَّ جِبْرَئِيْلَ مَعَكَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِحَسَّانٍ اَجِبْ عَنِّىْ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৮০. অনুবাদ : হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ কুরাইযার দিন [যেদিন ইহুদি কুরাইযা গোত্রকে অবরোধ করেছিলেন] হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.)-কে বললেন, তুমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপাত্মক কবিতা আবৃত্তি কর! হযরত জিবরাঈল (আ.) তোমার সাথে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাস্‌সান (রা.)-কে বলতেন, তুমি আমার পক্ষ হতে কাফেরদেরকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জবাব দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাস্‌সান (রা.)-এর জন্য দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তুমি رُوْحُ الْقُدُسِ তথা জিবরাঈলের দ্বারা হাস্‌সানকে সাহায্য কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ (رضـ)-এর পরিচিতি : নাম– হাস্‌সান (রা.), পিতার নাম– ছাবিত, উপনাম– আবূ ওয়ালীদ। তিনি একজন সম্মানিত কবি সাহাবী ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল شَاعِرُ الرَّسُوْلِ ﷺ অর্থাৎ 'রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবি।' শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনায় তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) প্রমুখ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকালে ১২০ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

يَوْمُ قُرَيْظَةَ-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ : হিজরি ৫ম সনের জিলকদ মাসের শেষ ভাগে খন্দকের যুদ্ধের পর ইহুদি বনূ কুরাইযাকে বিশ্বাসঘাতকতা ও সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করার কারণে নবী করীম ﷺ মুসলিম বাহিনী দ্বারা অবরোধ করেন। হযরত আলী (রা.)-এর নেতৃত্বে তিন হাজার মুসলিম ফৌজ দুর্গ-প্রান্তে পৌঁছলে ইহুদিরা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মুসলমানদেরকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। আর ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এমনকি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নামে অপবাদের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। মাঝে-মধ্যে দুর্গের মধ্য হতে তীর-বর্শাও নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে জনৈক সাহাবী (রা.) শহীদ হন। একটানা পঁচিশ দিন অবরোধে আটকে থাকার পর বিশ্বাসঘাতক বনূ কুরাইযা দমিত হয়ে পড়ে। এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যেও কোনো মিত্রদের কিংবা মুনাফিকদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের সাহায্য পাওয়া গেল না। তখন তারা হতাশ হয়ে পড়ল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রাসূল ﷺ-এর নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাল। তারা বনূ নযীর গোত্রের মতো অনুরূপ শর্তে দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাবার প্রস্তাব দিল। কিন্তু মুসলমানগণ এর জবাবে বললেন, বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে, অতঃপর নবী করীম ﷺ-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে ফয়সালা হবে। কিন্তু ইহুদিরা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে সাহস পেল না। কারণ, তারা খুব ভালোভাবে বোঝে যে, তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী। তাদের ধর্মেও এটা অমার্জনীয় অপরাধ। সুতরাং এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তাই তারা ভাবনা-চিন্তার জন্য নবী করীম ﷺ-এর নিকট দশ দিনের অবকাশ চেয়ে প্রস্তাব পাঠাল।

অতঃপর আওস গোত্রের অন্যতম ব্যক্তি [যিনি রাসূল ﷺ-এর সাহাবী] হযরত আবূ লুবাবা (রা.)-কে তাদের সাথে পরামর্শ করার জন্য পাঠাতে রাসূল ﷺ-এর কাছে অনুরোধ জানাল। নবী করীম ﷺ-এর অনুমতি পেয়ে হযরত আবূ লুবাবা (রা.) তাদের নিকট গেলেন। মিত্র গোত্রের পুরাতন বন্ধু হিসেবে তারা তাঁকে জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করল এবং আত্মসমর্পণ সম্পর্কে তাঁর কাছে পরামর্শ চাইল। তিনি তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে পরামর্শ দিলেন বটে, তবে পরিণামে যে তাদেরকে কতল বা হত্যা করা হবে নিজের গলার উপর হাত বুলিয়ে সেদিকে ইঙ্গিত করলেন। এ অনিচ্ছাকৃত গোপন তথ্য ফাঁস করার কারণে পরিশেষে হযরত আবূ লুবাবা (র.) অত্যধিক অনুতপ্ত হলেন।

এদিকে বনূ কুরাইযা আত্মসমর্পণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে আওস গোত্রের নিকট সাহায্যের আবেদন করে, ফলে আওস গোত্র এদের ফয়সালা বনূ নযীরের মতো করার অর্থাৎ দেশত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য সুপারিশ করে। কিন্তু নবী করীম ﷺ বললেন, এদের এবং বনূ নযীরের ব্যাপার এক নয়; বরং এদের ব্যাপার স্বতন্ত্র। কাজেই এদের বিচার হওয়া উচিত। অবশ্য তোমরা ইচ্ছা করলে তোমাদের গোত্র থেকে একজন লোককে বিচারক নিযুক্ত করতে পার, আমরা তার ফয়সালা মেনে নেব। এ প্রস্তাবে সকলেই সন্তুষ্ট হলো। অবশেষে আওস ও ইহুদিদের সর্বসম্মতিক্রমে আওস গোত্রের প্রধান সাহাবী হযরত

সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) বিচারক নিযুক্ত হলেন। নির্দিষ্ট সময়ে বিচারক হিসেবে হযরত সা'দ ইবনে মু'আয (রা.) উপস্থিত হলেন। সকলেই কায়মনে বিচারকের মুখে দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ, তাঁর একটি বাক্যে শত শত লোকের প্রাণ হয়তো রক্ষা পাবে কিংবা ধ্বংস হবে। কিন্তু কি রায় দেবেন, সেটা সকলেরই অজানা। অবশেষে তিনি রায় দিলেন– এরা ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণকারী, অপরদিকে বিশ্বাসঘাতক। কাজেই ক্ষমার অযোগ্য। সুতরাং এদের অস্ত্র ধারণকারী পুরুষদের কতল এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দি তথা গোলাম ও দাসীতে পরিণত করা হবে। আর এদের মালসম্পদ গনিমত রূপে বাজেয়াপ্ত হবে। হযরত সা'দ (রা.)-এর এ ফয়সালা ইহুদিরা যে আসমানি কিতাব 'তাওরাত'কে সত্য বলে বিশ্বাস করত, তাদের সেই ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ীই হয়েছিল। অতএব, তারাও এ রায়কে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এ রায়ে চারশ' বনূ কুরাইযাকে কতল করা হয়েছিল। তাদের মালসম্পদ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন এবং নারী ও শিশুদেরকে দাস-দাসীতে পরিণত করা হয়েছে। এ সর্বশেষ ঘটনাটি অর্থাৎ বিচারকার্য যেদিন সংঘটিত হয়েছিল সেদিনটিই হলো يَوْمُ قُرَيْظَةَ -

قَوْلُهُ أَهْجُ الْمُشْرِكِيْنَ فَاِنَّ جِبْرَئِيْلَ مَعَكَ -এর ব্যাখ্যা : যেদিন রাসূল ﷺ ইহুদি কুরাইযা গোত্রকে অবরোধ করেছিলেন, সেদিন তিনি হযরত হাস্সান ইবনে ছাবিত (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, হে হাস্সান! তুমি মুশরিকদেরকে নিন্দাবান ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কর। বিদ্রূপাত্মক কবিতা আবৃত্তি করে তাদের প্রতি আঘাত কর। আর এ বিষয়ে তোমার তেমন বেগ পেতে হবে না। তোমার নিজ কাব্য প্রতিভা ছাড়া আল্লাহর ইচ্ছায় হযরত জিবরাঈল (আ.) তোমার সাহায্যে নিয়োজিত আছেন। তিনি তোমার অন্তরে প্রয়োজনীয় ভাব ও ভাষার উদ্রেক ঘটাবেন। তুমি অসংকোচে তাদের নিন্দাবাদে কবিতা আবৃত্তি করা শুরু কর।

قَوْلُهُ اَللّٰهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ -এর বিশ্লেষণ : رُوْحُ الْقُدُسِ বা পবিত্র আত্মা বলতে হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে বুঝানো হয়। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার নিকট হাস্সান ইবনে ছাবিত (রা.)-কে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে সাহায্য করার জন্য দোয়া করেছেন। বনূ কুরাইযার যুদ্ধের সূচনালগ্নে হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত দাহিয়াহ কালবী (রা.)-এর আকৃতিতে উন্মুক্ত তরবারি হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ ও বার্তা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ رُوْحُ الْقُدُسِ **-এর অর্থ** : "رُوْحٌ" শব্দটির অর্থ– আত্মা এবং "اَلْقُدُسُ" অর্থ– পবিত্র। সুতরাং "رُوْحُ الْقُدُسِ" অর্থ হলো– 'পবিত্র আত্মা'। এটা হযরত জিবরাইল (আ.)-এর উপাধি। এ উপাধিতে তাঁকে ভূষিত করার দুটো কারণ রয়েছে। যথা–

১. সৃষ্টিগতভাবেই তাঁর মধ্যে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা রয়েছে।

২. তিনি আম্বিয়ায়ে কেরাম প্রমুখের নিকট আত্মার খোরাক নিয়ে আসতেন অর্থাৎ ওহী। কেউ কেউ বলেন, এখানে আত্মার মর্যাদা প্রদানার্থে رُوْحٌ শব্দটিকে قُدُسٌ-এর সাথে সংযোজন করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٥٨١ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اُهْجُوْا قُرَيْشًا فَاِنَّهُ اَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৮১. অনুবাদ : আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের পক্ষের কবিদেরকে যুদ্ধ চলাকালে বলেছেন– তোমরা কুরাইশদের প্রতি ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপমূলক কবিতা আবৃত্তি কর। কেননা এটা তাদের জন্য তীরের আঘাতের তুলনায় কঠোর আঘাত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اُهْجُوْا قُرَيْشًا فَاِنَّهُ اَشَدُّ عَلَيْهِمْ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– তোমরা কুরাইশদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক কবিতা আবৃত্তি কর। কেননা এটা তাদের পক্ষে তীরের আঘাতের চেয়ে অধিক কঠোর। এর অর্থ এই নয় যে, বিনা উসকানিতে বা তাদের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার তিরস্কারমূলক উক্তি ছাড়াই তাদের প্রতি বিদ্রূপাত্মক উক্তি কর; বরং এর মর্মার্থ হলো, যদি তাদের পক্ষ হতে কোনো প্রকার তিরস্কারমূলক উক্তি করা হয়, তবে তোমরা এর প্রত্যুত্তর কর। আর এটা হবে মৌখিক জিহাদ। রাসূল ﷺ বলেছেন– جَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ

٤٥٨٢ - وَعَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لِحَسَّانٍ اِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ مَا نَافَحْتَ عَنِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ وَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفٰى وَاشْتَفٰى - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৮২. অনুবাদ : উক্ত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে কবি হাস্‌সান (রা.)-কে লক্ষ্য করে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রাসূলের পক্ষ থেকে মুশরিকদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মোকাবিলা করতে থাকবে, ততক্ষণ রূহুল কুদুস তোমার সাহায্য করতে থাকবেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এটাও বলতে শুনেছি, হাস্‌সান কাফেরদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা পাঠ করেছে। এতে মুসলমানদেরকে শান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করেছে এবং নিজেও পরিতৃপ্তি লাভ করেছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَشَفٰى وَاشْتَفٰى **-এর ব্যাখ্যা :** কাফেরদের বিদ্রূপাত্মক কবিতায় মুসলমানগণ মানসিকভাবে ক্ষোভ ও ব্যথা অনুভব করছিল। হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.) যখন কবিতার মাধ্যমেই কাফেরদের বিদ্রূপাত্মক কবিতার উত্তর প্রদান করলেন, তখন মুসলমানগণ আনন্দিত হলো। তারা মানসিক পরিতৃপ্তি লাভ করল। আর হযরত হাস্‌সান (রা.) নিজেও কাফেরদের উক্তির যথার্থ উত্তর দিতে পারায় মানসিক প্রশান্তি লাভ করলেন।

٤٥٨٣ - وَعَنِ الْبَرَاءِ (رض) قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْقُلُ التُّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتّٰى اِغْبَرَّ بَطْنُهُ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا فَاَنْزِلَنْ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْاَقْدَامَ اِنْ لَاقَيْنَا "اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا" يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ اَبَيْنَا اَبَيْنَا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৮৩. অনুবাদ : হযরত বারা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খন্দকের যুদ্ধে নিজেও মাটি কেটে সরাচ্ছিলেন। এমনকি তাঁর পেট মুবারক ধুলোয় মলিন হয়েছিল। তিনি বলছিলেন– আল্লাহর কসম, যদি আল্লাহ তা'আলার হেদায়াত না হতো, তবে আমরা নিশ্চয় হেদায়াত পেতাম না, আমরা সদকা দিতাম না এবং নামাজও পড়তাম না। সুতরাং হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ কর। আমরা যখন শত্রুর মুখোমুখি হই, আমাদের অবস্থানে আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখ। অতঃপর তিনি এ কবিতার চরণটি আবৃত্তি করলেন– اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * اِذَا اَرَادُوْا فِتْنَةً اَبَيْنَا অর্থাৎ "প্রথমোক্ত দল [কাফেররা] আমাদের উপর বাড়াবাড়ি করেছে। যখন তারা আমাদেরকে বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করে, তখন আমরা এতে অস্বীকার করি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চৈঃস্বরে পঙক্তিগুলো আবৃত্তি করতেন এবং اَبَيْنَا [আমরা অস্বীকার করি] اَبَيْنَا [আমরা অস্বীকার করি] কথাটি বেশি জোরে উচ্চারণ করতেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** খন্দক বা পরিখার দিন বলতে খন্দকের যুদ্ধের দিন বুঝানো হয়েছে। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'জঙ্গে আহযাব' নামেও অভিহিত হয়। এ যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এটা ৫ম হিজরি সালের জিলকদ মাসে সংঘটিত হয়েছিল।

قَوْلُهُ حَتّٰى اِغْبَرَّ بَطْنُهُ**-এর ব্যাখ্যা :** [এমনকি তাঁর] "রাসূল ﷺ-এর পেট মাটিযুক্ত হলো।" আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে দশ হাজার মক্কার পৌত্তলিক মুসলিম শক্তি চিরতরে খতম করার সংকল্প করে মদিনার দিকে অগ্রসর হলো। তখন রাসূল ﷺ এ সংবাদ পেয়ে সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে মদিনার অদূরে পরিখা খনন করলেন এবং মাটি কাটার কাজে তিনি নিজেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করলেন। মাটির টুকরি মাথায় বহনের দরুন পেটের উপর তথা সারা গায়ে মাটি লেগেছে। এটাই উল্লিখিত অংশের মর্মার্থ।

قَوْلُهُ وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا**-এর ব্যাখ্যা :** খন্দকের যুদ্ধে নবী করীম ﷺ পরিখা খনন কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তাঁর পেট মুবারক ধুলোয় মলীন হয়েছিল। এমতাবস্থায় তিনি মুখে উচ্চারণ করছিলেন- وَاللّٰهِ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا। অর্থাৎ "আল্লাহ তা'আলার শপথ! যদি আল্লাহ তা'আলা তথা তাঁর হেদায়াত ও অনুগ্রহ না হতো, তবে আমরা হেদায়েতপ্রাপ্ত হতাম না।" অর্থাৎ আমাদের পক্ষে নিজে নিজে আল্লাহর অনুপম কুদরতের উপর গবেষণা করে হেদায়াত লাভ করা সম্ভবপর হতো না। এ বাক্যাংশে মূলত আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ الْاُوْلٰى قَدْ بَغَوْا**-এর অর্থ :** এখানে প্রথমোক্ত দল বলতে 'আহলে মক্কা' অথবা 'আহলে আহযাব'-এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যারা সেদিন মদিনায় মুসলমানদের উপর চড়াও হয়েছিল।

قَوْلُهُ اَرَادُوْا فِتْنَةً**-এর অর্থ :** নবী করীম ﷺ খন্দক খননের সময় যে চরণটি আবৃত্তি করছিলেন, উল্লিখিত বাক্যটি তারই অংশবিশেষ। এর মর্মার্থ হলো, যখন কাফেররা আমাদেরকে বিপর্যয়ে নিক্ষেপ করার ইচ্ছা করে, তখন আমরা একে অস্বীকার করি। এখানে فِتْنَةً [ফিতনা] দ্বারা বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শিরক। কারো মতে, হত্যা। আর কারো মতে, ধর্ম ত্যাগ করা ইত্যাদি।

قَوْلُهُ اَبَيْنَا **শব্দের ব্যাখ্যা :** اَبَيْنَا অর্থাৎ 'তাদের আহ্বান আমরা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছি'। আর اَبَيْنَا-কে একাধিকবার বর্ণনা করে মানসিকভাবে পরিতৃপ্তি লাভ এবং কাফেরদেরকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, আমরা তোমাদের আহ্বানে সাড়া দেব না এবং উচ্চৈঃস্বরে বাক্যটি উচ্চারণ করে আল্লাহর কালাম "كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ" -এর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।

খন্দক বা পরিখার যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : মদিনা শরীফ হতে বহিষ্কৃত হয়ে বনূ নযীর গোত্রের একাংশ খায়বরে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা পঞ্চম হিজরিতে মক্কায় গমন করে কুরাইশদের সাথে মুসলিম নিধন সম্পর্কে ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। মক্কার গাতফান এবং অপরাপর গোত্রও এ ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। অতঃপর কুরাইশ দলপতি আবূ সুফিয়ান ও গাতফানের নেতা উয়াইনা ইবনে হাসান প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হলো।

মদিনার শহরতলীতে বসবাসকারী বেদুঈনরা চিরকাল লুটতরাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত ; কিন্তু হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তা পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তাঁদেরকে কয়েকবার শাস্তি দিয়েছিলেন, ফলে বেদুঈনরা তাঁর উপর ক্ষেপেছিল। এ সুযোগে প্রতিশোধ গ্রহণের দুরন্ত বাসনায় তারাও কুরাইশদের সাথে হাত মিলাল।

বেদুঈন, কুরাইশ ও ইহুদি-এ তিন শত্রুদল একত্র হয়ে মদিনা আক্রমণ করল। আবূ সুফিয়ানের নেতৃত্বে ১০,০০০ সৈন্য ও ৬০০ অশ্ব নিয়ে গঠিত হয় এক বিরাট বাহিনী। বিভিন্ন দল একত্র হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল বলে এ যুদ্ধকে আহযাব বা সম্মিলিত দলসমূহের যুদ্ধ বলা হয়।

মদিনার তিন দিকে ঘরবাড়ি এবং খেজুরের বাগান থাকায় তা প্রাচীর বেষ্টনীর ন্যায় নিরাপদ ছিল। কেবলমাত্র সিরিয়ার দিক ছিল উন্মুক্ত। হযরত সালমান ফারসী (রা.)-এর পরামর্শক্রমে নবী করীম ﷺ সেই উন্মুক্ত দিকে পাঁচ হাত গভীর পরিখা খনন করেছিলেন বলে এ যুদ্ধকে পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধ বলা হয়। এ পরিখার কাজে স্বয়ং রাসূল ﷺ অংশগ্রহণ করেছিলেন। এদিকে আবূ সুফিয়ান বিনা বাধায় সুসজ্জিত সেনাবাহিনীসহ মদিনার উপকণ্ঠে এসে পড়ল। প্রবল উদ্দীপনা নিয়ে তারা মদিনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হলো; কিন্তু পরিখার সামনে এসে বাধাপ্রাপ্ত হলো। মহানবী ﷺ মাত্র ৩,০০০ [তিন হাজার] সৈন্য নিয়ে শত্রুপক্ষের বিরাট বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টায় নিয়োজিত হলেন। পরিখা খনন করে নগর রক্ষার যে অভাবিত কৌশল হযরত মুহাম্মাদ ﷺ গ্রহণ করেন, তা দেখে কুরাইশ সৈন্যদলের মধ্যে গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার হলো। আধুনিককালের যুদ্ধে যে প্রয়োগগত কৌশল ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে দেখা গিয়েছিল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মুহাম্মদ ﷺ ১৪০০ বছর পূর্বেই তা প্রয়োগ করেছিলেন।

পরিখা অতিক্রম করে হামলা চালাতে অসমর্থ হয়ে কুরাইশরা মদিনা নগরী অবরোধ করে এবং বাইরে থেকে নগরীর অভ্যন্তরে প্রস্তর নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু মুসলমানদের সতর্কতার ফলে তাদের কোনো চেষ্টাই ফলপ্রসূ হয়নি। দু-একজন পরিখা অতিক্রম করে মুসলিম বাহিনীর উপর আক্রমণ করতে চেষ্টা করল। আমর, নওফল প্রমুখ কয়েকজন মুসলিম এলাকায় ঢুকে তাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করল। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে তারা হযরত আলী (রা.)-এর আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করল। শত্রুদের অবরোধ, তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ প্রায় তিন সপ্তাহ পর্যন্ত চলছিল। তাদের খাদ্য এবং অস্ত্রশস্ত্র শেষ হয়ে গেল। ঝড়-ঝঞ্ঝা ও প্রবল হিমেল হাওয়ায় তাদের তাঁবুগুলো উপড়ে গেল। এ অবস্থায় বাধ্য হয়ে আবূ সুফিয়ান অবরোধ প্রত্যাহার করে স্বদেশ যাত্রা করল। বেদুঈন, কুরাইশ ও ইহুদি গোত্র একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ল এবং তাদের ত্রি-শক্তির ঐক্যের সেখানেই ইতি হলো। এ যুদ্ধটি ৫ম হিজরির জিলকদ মাসের ২৩ তারিখে সংঘটিত হয়েছিল।

হাদীসের বাস্তব শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা এ বাস্তব শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, দীনকে হেফাজত ও রক্ষা করা রাষ্ট্রের সর্বস্তরের নাগরিকদের ঈমানী দায়িত্ব। প্রয়োজনে রাষ্ট্রপ্রধানকেও নিম্নস্তরের কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। শুধুমাত্র নাগরিকদের উপর ন্যস্ত করা চলবে না। যেমন, নবী করীম ﷺ খন্দকের দিন পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেছেন।

وَعَنْ ٤٥٨٤ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ وَيَنْقُلُوْنَ التُّرَابَ وَهُمْ يَقُوْلُوْنَ نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا اَبَدًا يَقُوْلُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يُجِيْبُهُمْ اَللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشَ الْاٰخِرَةِ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৮৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আহযাবের যুদ্ধে মুহাজির ও আনসারগণ পরিখা খনন ও মাটি সরাতে লাগল, আর তাঁরা বলতে লাগল– আমরা ঐ লোক, যারা মুহাম্মদ ﷺ-এর হাতে জিহাদের জন্য বায়'আত করেছি, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা জীবিত থাকি।" রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের জবাবে বললেন, "হে আল্লাহ! পরকালের জীবন ছাড়া আর কোনো জীবন নেই। তুমি আনসার ও মুহাজিরকে ক্ষমা কর।" –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَنْصَارٌ ও مُهَاجِرُوْنَ-এর পরিচিতি : "مُهَاجِرُوْنَ" অর্থাৎ হিজরতকারীগণ, যাঁরা দীন ও ঈমানের স্বার্থে ইসলামের খাতিরে স্বদেশ-স্বজন ছেড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে মদিনায় হিজরত করেছেন, তাঁরা 'মুহাজির' নামে অভিহিত হয়েছেন। আর মদীনায় যেসব সত্যানুরাগী ইসলাম গ্রহণ করে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্যে সর্বাত্মক ত্যাগ স্বীকারে এগিয়ে এসেছেন, তাঁরা اَنْصَارٌ [আনসার] বা সাহায্যকারী নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।

খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : হিজরি পঞ্চম সালের জিলকদ মাসে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধকে 'আহযাবের যুদ্ধ' নামে আখ্যায়িত করা হয়। মক্কার কুরাইশ ও গাতফান গোত্রীয় কাফেররা মদিনার বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীর গোত্রীয় ইহুদিদের সাথে যোগসাজশে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে সঙ্গে নিয়ে মদিনার চতুষ্পার্শ্বে খন্দক বা পরিখা খনন করেন। শত্রুবাহিনী দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত পরিখার অপর পাশে অপেক্ষমাণ অবস্থায় থেকে ভীষণ ঘূর্ণিবায়ুর কবলে পতিত হয় এবং ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে অবরোধ তুলে নিয়ে পলায়ন করে। এ যুদ্ধে সাহাবায়ে কেরামের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও গর্ত খনন ও মাটি অপসারণের কাজ করেছেন।

قَوْلُهُ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো– তাঁরা মুহাম্মদ ﷺ -এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন, আনুগত্য ও আত্মোৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করেছেন।

قَوْلُهُ لَا عَيْشَ اِلَّا عَيْشَ الْاٰخِرَةِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ– আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত কোনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেই দুনিয়ার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিবেচনায় কোনো সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যই নয়। এর দ্বারা নবী করীম ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে খন্দকের যুদ্ধে তাঁদের সীমাহীন কষ্ট-সহিষ্ণুতায় উদ্বুদ্ধ করা ও তাঁদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া উদ্দেশ্য। যার মর্মার্থ হলো, তোমরা যে কষ্ট-ক্লেশ স্বীকার করছ, এটা আখিরাতের অনন্ত-অসীম জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অন্যতম অবলম্বন। আর আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোনো তুলনাই চলে না। সুতরাং আখিরাতের অনুপম অতুলনীয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের স্বার্থে পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পরিহার করে দীন ও ঈমানের স্বার্থে এতদপেক্ষা অধিক কষ্ট সহিষ্ণুতার জন্য প্রস্তুত হও। তোমরা যে কষ্ট স্বীকার করছ, এটাও তোমাদের জন্য আখিরাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনবে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– হযরত আনাস (রা.), উপনাম– আবূ হামযা, পিতার নাম– মালিক ইবনে নযর, মাতার নাম- উম্মে সুলাইম। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন। তাঁর মাতা তাঁকে তাঁর দশ বছর বয়সে নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে নিয়োজিত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট তাঁর জন্য দোয়া চেয়েছেন। রাসূল ﷺ তাঁর জন্য দোয়া করেছেন– اَللّٰهُمَّ كَثِّرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ فِيْمَا اَعْطَيْتَهُ তিনি একজন বড় ফকীহ সাহাবী ছিলেন।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ২২৮৬ খানা।

ইন্তেকাল : তিনি ৯১ মতান্তরে ৯৩ হিজরিতে ১০৩ বছর বয়সে হাজ্জাজের শাসনামলে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٥٨٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيْهِ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৮৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো ব্যক্তির পেটকে পুঁজ দ্বারা পরিপূর্ণ করা, যা পেটকে নষ্ট করে দেয়, তা কবিতা দ্বারা ভর্তি করা অপেক্ষা উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خَيْرٌ مِنْ اَنْ يَّمْتَلِئَ شِعْرًا -এর ব্যাখ্যা : "কবিতা অপেক্ষা পুঁজ রক্ত উত্তম" অর্থাৎ অধিকাংশ কবিতা অশ্লীল হয়ে থাকে যা আল্লাহর কালাম, আল্লাহর জিকির, দীনি ইল্ম অর্জন ইত্যাদি হতে বিরত রাখে। এ জাতীয় কবিতার চেয়ে পুঁজ-রক্ত খাওয়া উত্তম; অন্যথা ভালো কবিতা মুখস্থ করা, আবৃত্তি করা ও রচনা করার মধ্যে কোনো দোষ নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٥٨٦ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رض) اَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَدْ اَنْزَلَ فِى الشِّعْرِ مَا اَنْزَلَ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ لَكَاَنَّمَا تَرْمُوْنَهُمْ بِهِ نَضْحَ النَّبْلِ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ) وَفِى الْاِسْتِيْعَابِ لِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَاذَا تَرٰى فِى الشِّعْرِ فَقَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ .

৪৫৮৬. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেন, আল্লাহ তা'আলা কবিতা সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার অবতীর্ণ করেছেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, মু'মিন ব্যক্তি তাঁর তরবারি ও রসনা দ্বারা জিহাদ করে। সেই সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা কবিতা দ্বারা কাফেরদেরকে এমনভাবে আঘাত করছ, যেভাবে তীর দ্বারা আঘাত করা হয়। –[শরহে সুন্নাহ]

كِتَابُ الْاِسْتِيْعَابِ -এ হযরত ইবনে আব্দুল বার (র.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কবিতা রচনা ও আবৃত্তি সম্পর্কে আপনি কী আদেশ করেন? তখন রাসূল ﷺ বললেন, মু'মিন তাঁর তরবারি এবং মুখের বাক্য উভয় দ্বারা যুদ্ধ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ قَدْ أَنْزَلَ فِي الشِّعْرِ مَا أَنْزَلَ -এর ব্যাখ্যা : হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) বলেন, "আল্লাহ তা'আলা কবিতা সম্পর্কে যা অবতীর্ণ করার তা অবতীর্ণ করেছেন।" এ উক্তির মাধ্যমে হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা কবিতা সম্পর্কে দুর্নামই অবতীর্ণ করেছেন। যেমন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন– اَلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُنَ অর্থাৎ "কবিগণ এমন যে, পথভ্রষ্টরাই তাদের অনুসরণ করে।" আর এ কারণেই হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) যেন নিজের জন্য কাব্যচর্চাকে পছন্দ করছিলেন না। যার দরুন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন– মু'মিন যেমন তার তরবারি দ্বারা জিহাদ করে, তেমনি সে তার মুখ দ্বারাও জিহাদ করে। আর এটা দ্বারা তিনি কবিত্বের সাহায্যে কাফেরদের প্রত্যুত্তর করার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

قَوْلُهُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُجَاهِدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ **-এর অর্থ :** এ বাক্য দ্বারা নবী করীম ﷺ কবিতা আবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেছেন। মু'মিন তাঁর দীন ও ঈমানের স্বার্থে প্রয়োজনে তাঁর যুদ্ধাস্ত্র হাতে তুলে নেয়। অনুরূপভাবে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সে বাকচাতুর্য ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করে শত্রুকে ঘায়েল করে, তার মনোবল ভেঙ্গে দেয়। তার আকিদা-বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করে তাকে হতবাক করে দেয়। সুতরাং শত্রুকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করাও মনের দিক দিয়ে অস্ত্রের জিহাদের সমতুল্য। বস্তুত সদুদ্দেশ্যে জিহাদী প্রেরণার জন্য কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করা পুণ্যের কাজ। হ্যাঁ, যৌন আবেদনপূর্ণ অশ্লীল কাব্য-কবিতা হারাম।

قَوْلُهُ نَضْحُ النَّبْلِ **-এর অর্থ ও মহল্লে ই'রাব** : এখানে "نَضْح" শব্দটি رَمْى -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটা تَرْمُوْنَهُمْ থেকে مَفْعُوْلٌ مُطْلَقٌ مَحَلًّا مَنْصُوْبٌ হিসেবে হয়েছে। অর্থাৎ نَضْحًا مِثْلَ نَضْحِ النَّبْلِ [তোমরা তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করার ন্যায় বাক্য নিক্ষেপ কর]। আর আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, এর অর্থ হলো– "كَنَضْحِ النَّبْلِ" অর্থাৎ তীর নিক্ষেপ তুল্য।

شُعَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ **[মুসলিম কবিগণ] :** নবী করীম ﷺ -এর যুগে তিনজন মুসলিম কবি খুবই প্রসিদ্ধ ছিলেন– ১. হযরত কা'ব ইবনে মালিক আল-আনসারী আল-খাযরাজী (রা.) ২. হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.) ৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা.)।

দু-হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, কবিতা আবৃত্তি শুধু বৈধ নয়, সেটা জিহাদের শামিল। পক্ষান্তরে পূর্বোল্লিখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে কবিতার নিন্দা করা হয়েছে। সুতরাং বাহ্যত উভয় হাদীসে বৈপরীত্য দেখা দিয়েছে।

এর সমাধানে বলা হয়, যেসব কবিতা তথা নিপুণ বাক-চাতুর্য, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক রচনা যুদ্ধের ময়দানে একদিকে শত্রুদেরকে দুর্বল করে, অপরদিকে মুজাহিদদেরকে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়– সেগুলো বৈধ হওয়ার মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই। আর হযরত কা'ব (রা.)-এর হাদীস ইসলামের অনুকূলে রচিত কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর যেসব কবিতা গুজব ছড়ায়, যৌন আবেদনমূলক অশ্লীলতা চাঙ্গা করে, সুপ্ত যৌন ক্ষুধাকে সুড়সুড়ি দেয়, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلشِّعْرُ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ অর্থাৎ কবিতা এমন একটি পরমাণু উক্তি যার ভালোটি খুব চমৎকার, আর মন্দটি চরম অশ্লীল। আল্লামা সুয়ূতী (র.) বলেন, যেসব কবিতার চরণ ইসলাম ও রাসূলের দুর্নাম প্রকাশ করে, সেসব কবিতা পুঁজ ও রক্ত ভরা পেট হতে মন্দ। এ ব্যাখ্যায় উভয় হাদীসের কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

হাদীসের আলোকে বাস্তব শিক্ষা : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত পৃথক পৃথক হাদীস দুটো অধ্যয়ন করলে এ শিক্ষা লাভ করা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সর্বত্র রেডিও-টেলিভিশন ও ছায়াছবির মাধ্যমে যেসব অশ্লীল ও নির্লজ্জ গান, কবিতা আবৃত্তি ইত্যাদি চলছে, এগুলো যে, আমাদের মন-মগজ থেকে শুরু করে ব্যক্তি চরিত্র ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করছে, তা এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে, আজ আমাদের মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ অশ্লীলতা উত্তরোত্তর শিকড় গেড়ে বসে রয়েছে। সুতরাং আমাদেরকে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– কা'ব (রা.), পিতার নাম– মালিক আল-আনসারী আল-খাযরাজী (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কবিগণের মধ্যে একজন ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে একদল বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি দ্বিতীয় আকাবায় অংশগ্রহণ করেছেন। তাবূকের যুদ্ধ ব্যতীত বদর যুদ্ধ ও তৎপরবর্তী যুদ্ধসমূহে তাঁর উপস্থিতি সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। তাবূকের যুদ্ধে যে তিনজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পশ্চাতে রয়েছেন, তিনি তাঁদের একজন।

ইন্তেকাল : হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) হিজরি ৫০ সালে ৭৭ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٥٨٧ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَلْحَيَاءُ وَالْعِىُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৫৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্ধৃতিতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, লজ্জা ও রসনা সংযত রাখা ঈমানের দুটো শাখা। পক্ষান্তরে অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা মুনাফিকীর দুটো শাখা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحَيَاءُ وَالْعِىُّ ঈমানের শাখা হওয়ার কারণ : নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلْحَيَاءُ وَالْعِىُّ شُعْبَتَانِ الخ অর্থাৎ "লজ্জা ও রসনা সংযত রাখা ঈমানের দুটো শাখা।" এর কারণ হলো, যার মধ্যে লজ্জা আছে, সে কোনো গর্হিত কাজ করতে পারে না। চাই আল্লাহর আজাবের ভয়ে হোক বা লোক-লজ্জার ভয়ে হোক। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করে, তার মুখ থেকে কোনো অশ্লীল কথা বের হতে পারে না। মূলত এ বাক্যটির মাধ্যমে অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকার প্রতি উম্মতকে উৎসাহ প্রদান করাই রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য। এজন্যই এটাকে ঈমানের শাখা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

قَوْلُهُ اَلْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ-এর ব্যাখ্যা : অশ্লীল ও অশালীন বাক্য মুখে উচ্চারণ করা বা লজ্জার পরিপন্থি কোনো কথা বলাকে "اَلْبَذَاءُ" বলা হয়। আর বাক-চাতুর্য ভাষা ও পাণ্ডিত্যের সাথে অতিরঞ্জনমূলকভাবে কারো দোষ-গুণ বর্ণনা করাকে "اَلْبَيَانُ" বলা হয়। যেমন, অহেতুক কারো দুর্নাম রটানো, চাটুকার সেজে অযোগ্য ব্যক্তির প্রশংসা ইত্যাদি। এ উভয় চরিত্রকেই রাসূল ﷺ মুনাফিকী আচরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এসব আচরণকারী লোকদের মাধ্যমেই সমাজে ফিতনা-ফ্যাসাদ ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّٰهَ عَلٰى مَا فِىْ قَلْبِهِ وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ .

وَعَنْ ٤٥٨٨ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِىِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَىَّ وَاَقْرَبَكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّىْ مَسَاوِيْكُمْ اَخْلَاقًا اَلثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ) وَرَوَى التِّرْمِذِىُّ نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ عَلِمْنَا الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ فَمَا الْمُتَفَيْهِقُوْنَ قَالَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ .

৪৫৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ ছা'লাবাহ খুশানী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়তম ও আমার সবচেয়ে নিকটতম সেই ব্যক্তি হবে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রবান। আর আমার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ও আমার থেকে সবচেয়ে দূরতম সেই ব্যক্তি হবে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রহীন, বেশি কথা বলে, অসতর্কভাবে যা-তা বলে এবং কথাবার্তায় নিজেকে বড় বলে প্রকাশ করে। –[বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন]

ইমাম তিরমিযী (র.) হযরত জাবির (রা.) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, লোকেরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমরা তো "اَلْمُتَشَدِّقُوْنَ" এবং "اَلثَّرْثَارُوْنَ" -এর অর্থ বুঝলাম; কিন্তু "اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ" কারা? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অহংকারীরা।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন- 'তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র উত্তম, দুনিয়ায় সেই ব্যক্তিই আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং পরকালে সে-ই হবে আমার নিকটতম ব্যক্তি।' চরিত্র মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। চরিত্রগুণেই মানুষ মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারে। সচ্চরিত্রবান ব্যক্তি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র তথা সকল শ্রেণির মানুষেরই প্রিয়পাত্র। আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল ﷺ -এর ভালোবাসা পেতে হলে চরিত্রকে সুন্দর করা অপরিহার্য। আর এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই রাসূল ﷺ বলেছেন-

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَىَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا .

قَوْلُهُ إِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَىَّ وَ أَبْعَدَكُمْ مِنِّىْ مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا -এর ব্যাখ্যা : পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনে চরিত্রহীন ব্যক্তির সাথে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সম্পর্ক হবে উল্লিখিত উক্তির মাধ্যমে তা-ই বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- দুনিয়ায় আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত ও পরকালে আমার থেকে সবচেয়ে দূরতম সেই ব্যক্তিই যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রহীন।

قَوْلُهُ الثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ -এর অর্থ : اَلثَّرْثَارُوْنَ অর্থ- সত্যকে ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্য ভান করে কথা লম্বা করা, অধিক কথা বলা এবং মিথ্যা দ্বারা সত্যকে চাপা দেওয়া।

اَلْمُتَشَدِّقُوْنَ -এর অর্থ- অসতর্কভাবে কথাবার্তা বর্ণনাকারী, ঠোঁট পেঁচিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, কোনো সত্য কথাকে হাসি-ঠাট্টার পর্যায়ে নিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে গাল বাঁকা করে কথাটিকে হাল্কা করে তুলে ধরা।

اَلْمُتَفَيْهِقُوْنَ -এর অর্থ- সবিস্তারে লম্বা করে কথা বলা, যাতে অন্যের মন জয় করে নিতে পারে এবং লোকেরা তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এতে নিজের মধ্যে আত্ম-অহমিকা সৃষ্টি হয়। এক কথায় অহংকারী। এসব লোক সাময়িকভাবে নিজের মধ্যে আনন্দ-তৃপ্তি অনুভব করলেও আল্লাহর নবী ﷺ থেকে তারা অনেক দূরে। নবী করীম ﷺ তাদেরকে ঘৃণা করেন। আমাদের সমাজে এদেরকে বলা হয়, টাউট বা লম্পট।

রাবী পরিচিতি : নাম- জুরহুম (রা.), উপনাম- আবূ ছা'লাবাহ, পিতার নাম- নাশীব আল-খুশানী। তিনি বায়'আতুর রিযওয়ানে রাসূল ﷺ-এর কাছে বায়'আত গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি বসবাসের উদ্দেশ্যে সিরিয়া যান এবং হিজরি ৭৫ সালে সেখানে ইন্তেকাল করেন।

٤٥٨٩ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ قَوْمٌ يَأْكُلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِأَلْسِنَتِهَا . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৪৫৮৯. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কিয়ামত ঐ সময় পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা নিজেদের রসনার সাহায্যে এমনভাবে ভক্ষণ করে, যেভাবে গাভী তার রসনার সাহায্যে ভক্ষণ করে থাকে। -[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَأْكُلُوْنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ -এর ব্যাখ্যা : রসনা দ্বারা ভক্ষণ করার ব্যাখ্যা হলো, তারা নিজেদের মুখের বাকশক্তিকে খাদ্য সংগ্রহের উপকরণ বানাবে। কোনো ব্যক্তির মিথ্যা ও কৃত্রিম প্রশংসা কিংবা কুৎসা প্রকাশে খুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা ঝাড়বে এবং বিনিময়ে কিছু অর্থসম্পদ লাভ করবে। তারা নিজেদের খাদ্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে এটা গ্রহণ করবে। মোটকথা, মিথ্যা বর্ণনা, কথাশিল্প, বাক-নিপুণতা দ্বারা চাটুকারিতা করে নিজেদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করবে।

قَوْلُهُ كَمَا تَأْكُلُ الْبَقَرَةُ بِأَلْسِنَتِهَا -এর তাৎপর্য : গরু যেমন তার খাদ্যে ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ ভেদাভেদ বিচার না করে খাদ্য ভক্ষণ করে, ঐ লোকগুলোও হালাল-হারাম তারতম্য না করে খাদ্য সংগ্রহের জন্য নিজেদের বাক-নিপুণতাকে ব্যবহার করবে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় কথা হলো, بِأَلْسِنَتِهَا অর্থাৎ তার জিহ্বা দ্বারা। গাভীর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা

যাবে, গাভী তার জিহ্বা দ্বারা খাদ্য তথা ঘাস মুখের ভিতর টেনে নেয়। অতঃপর দাঁত দ্বারা চিবায়। কিন্তু অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে এমন নয় ; বরং এরা সরাসরি দাঁত এবং মুখ দিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে। সুতরাং এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য হলো, গরু যেমন জিহ্বাকে তার খাদ্য সংগ্রহের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, ঐ চাটুকার দলও তাদের বাক-নিপুণতাকে রুজি-রোজগারের জন্য ব্যবহার করে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম- সা'দ (রা.), উপনাম- আবূ ওয়াক্কাস, পিতার নাম- মালিক ইবনে ওহাইব। তিনি 'আশারায়ে মুবাশ্শারা'র একজন ছিলেন। ১৪ মতান্তরে ১৭ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি সর্বপ্রথম আল্লাহ্র দীনের জন্য তীর নিক্ষেপ করেন। সব কটি যুদ্ধেই তিনি নবী করীম ﷺ-এর সাথে শরিক ছিলেন।

ইন্তেকাল : মদিনার অদূরে 'আতীক' নামক স্থানে নিজ বাসভবনেই হিজরি ৫৫ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ৭০-এর ঊর্ধ্বে। মদিনার গভর্নর মারওয়ান ইবনে হাকাম তাঁর জানাজার নামাজে ইমামতি করেন। 'জান্নাতুল বাকী'তে তিনি সমাহিত হন। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٥٩٠ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِىْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهٖ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৫৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের মাঝে ভাষা-অলঙ্কারবিদকে ঘৃণা করেন, যে বাকশৈলী ও বাক-নিপুণতা প্রদর্শন করতে গিয়ে নিজের জিহ্বাকে এমনভাবে নাড়াচাড়া করে, যেভাবে গাভী নিজের জিহ্বা নাড়াচাড়া করে। -[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"اَلْبَاقِرَةُ" **শব্দের বিশ্লেষণ :** "اَلْبَاقِرَةُ" শব্দটি মূলত اَلْبَقَرْ ছিল। অতঃপর "ة" বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে اَلْبَاقِرَةُ অপ্রসিদ্ধ ব্যবহার। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন- اَلْبَقَرُ হলো اِسْمُ جِنْس , আর اَلْبَاقِرَةُ হলো এর বহুবচন; কিন্তু এ হাদীস ব্যতীত অন্য কোথাও এর ব্যবহার পাওয়া যায়নি। বনী ইসরাঈলের ঘটনা প্রসঙ্গে "اِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا" বর্ণিত আয়াতের এক কিরআত আছে- "اِنَّ الْبَاقِرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا" ; এখানে اَلْبَاقِرَةُ শব্দের অর্থ হলো- গাভী বা সেই জাতীয় পশু।

قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষ জিহ্বা দ্বারা কথা বলে। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ বিভিন্ন ধরনের কথা এ জিহবার মাধ্যমেই প্রকাশ পায়। সুতরাং একে সংযত রেখে সতর্কতার সাথে কথা বলা উচিত। কোনো কোনো লোক নিজ বাক-নিপুণতাকে উপার্জনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে সে সত্য-মিথ্যার কোনো পরোয়া করে না। এ শ্রেণির লোকদেরকে সতর্ককরণের উদ্দেশ্যেই রাসূল ﷺ উপরিউক্ত উক্তি করেছেন। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা মানুষের বাকশিল্পকে ঘৃণা করেন, যে বাকশৈলী ও বাক-নিপুণতা প্রদর্শন করতে গিয়ে যা মুখে আসে, তা ব্যক্ত করার জন্য জিহ্বাকে মাত্রাতিরিক্ত নাড়াচাড়া করে।

قَوْلُهٗ كَمَا يَتَخَلَّلُ الْبَاقِرَةُ بِلِسَانِهَا **-এর ব্যাখ্যা :** গাভী তথা গরু যেমন ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ কোনোরূপ বিচার-বিবেচনা করে না, শুধুমাত্র নিজের পেট পূর্তি করার জন্য ঘাস খাওয়ার সময় জিহ্বাকে অধিক মাত্রায় সঞ্চালন করে, অনুরূপভাবে এক শ্রেণির লোক আছে যারা বৈধ-অবৈধ কোনোকিছু বিচার না করে মুখে যা আসে, তা-ই ব্যক্ত করে দেয়। উল্লিখিত বাক্যের মাধ্যমে এ প্রকার আচরণের তিরস্কার করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٥٩١ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِيْ بِقَوْمٍ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ فَقُلْتُ يَا جِبْرَئِيْلُ مَنْ هٰؤُلَاءِ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৫৯১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মি'রাজের রাতে আমার গমন এমন একদল লোকের নিকট দিয়ে হলো, যাদের জিহ্বা আগুনের কাঁচি দিয়ে কাটা হচ্ছিল। আমি হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের মধ্যে ধর্মোপদেশদাতাগণ, যারা এমন কথা বলত, যার উপর তারা নিজেরা আমল করত না। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ الخ-**এর অর্থ :** এ বাক্যটির অর্থ হলো– মি'রাজের রাতে আমার গমন এমন একদলের নিকট দিয়ে হয়েছিল অর্থাৎ আমাকে নেওয়া হয়েছিল। অন্য এক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, সে রাতে নবী করীম ﷺ মালাকূতী জগতের অনেক কিছু রূপকভাবে দেখতে পেয়েছেন। তন্মধ্যে এ শ্রেণির লোকদের শাস্তিও তার অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنَ النَّارِ-**এর ব্যাখ্যা :** সমাজে এক শ্রেণির বক্তা বা উপদেশদাতা আছে, যারা অন্যান্য লোকদেরকে অন্যায় ও অসৎকাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়ে থাকেন ; কিন্তু নিজেরা উক্ত কাজ থেকে বিরত থাকেন না। এ শ্রেণির লোকদের পরকালীন অশুভ পরিণতির কথা উল্লিখিত হাদীসাংশে ঘোষিত হয়েছে। পরকালে এসব বক্তা বা উপদেশদাতাদের জিহ্বা আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হবে।

হাদীসটির বাস্তব প্রয়োগ ও শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, কথা অনুযায়ী কাজ হওয়া উচিত। যারা মানুষকে ভালো কাজের আদেশ এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেয় ; কিন্তু নিজেরা সে অনুযায়ী আমল করে না, তাদের পরিণতি ভয়াবহ। আমাদের বর্তমান সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, অনেকেই দীনের কথা বলেন ; ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র তথা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দীন প্রতিষ্ঠার কথা বলেন ; কিন্তু তাদের বাস্তব জীবনে তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। আমাদের জন্য অপরিহার্য যে, হাদীসটির ভাষ্য অনুযায়ী আমল করে দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদেরকে নিয়োগ করা।

وَعَنْ ٤٥٩٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَعَلَّمَ صَرْفَ الْكَلَامِ لِيَسْبِيَ بِهِ قُلُوْبَ الرِّجَالِ أَوِ النَّاسِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি এমন কিছু কথা শিক্ষা করে, যাতে পুরুষদের বা লোকদের অন্তরকে আকৃষ্ট এবং সম্মোহিত করতে পারে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার নফল ও ফরজ [ইবাদত] কোনোটাই কবুল করবেন না।

–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا-**এর ব্যাখ্যা :** দীনি ইলম তথা কুরআন ও সুন্নাহ শিক্ষা করার মূল উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি। যদি কেউ এ উদ্দেশ্য ছাড়া পার্থিব কোনো স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে এ বিদ্যা শিক্ষা করে, তবে তার পরিণতি কী হবে? তা-ই উল্লিখিত হাদীসাংশে বর্ণনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট ও সম্মোহিত করার উদ্দেশ্যে কিছু শিক্ষা করে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামতের দিন তার ফরজ ও নফল কোনো ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।

"صَرْفٌ" ও "عَدْلٌ" **-এর অর্থ :** মোল্লা আলী কারী (র.) 'নেহায়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "صَرْفٌ" শব্দটি এখানে তওবা বা নফল কোনো ইবাদত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আর "عَدْلٌ" শব্দটি বিনিময় বা ফরজ ইবাদত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

হাদীসের বাস্তব শিক্ষা : ইলম বা জ্ঞান অর্জন করার সময় বিশেষভাবে এদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সে কোন উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করছে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাজেই আমাদের বাস্তব চরিত্র বা জ্ঞান অর্জনের অভীষ্ট লক্ষ্য পরিচ্ছন্ন হতে হবে। অন্য কথায় বলা যায়, ধোঁকাবাজির জ্ঞান অর্জন করা অপেক্ষা মূর্খ থাকাই শ্রেয়।

وَعَنْ ٤٥٩٣ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّهُ قَالَ يَوْمًا وَقَامَ رَجُلٌ فَاَكْثَرَ الْقَوْلَ فَقَالَ عَمْرٌو لَوْ قَصَدَ فِىْ قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَقَدْ رَأَيْتُ اَوْ اُمِرْتُ اَنْ اَتَجَوَّزَ فِى الْقَوْلِ فَاِنَّ الْجَوَازَ هُوَ خَيْرٌ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫৯৩. অনুবাদ : আমর ইবনে 'আস (রা.) হতে বর্ণিত। একদা এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে খুব দীর্ঘ বক্তৃতা দিল। তখন হযরত আমর (রা.) বললেন, যদি সে তার বক্তৃতা সংক্ষেপ করত, তবে খুব ভালো হতো। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– আমি দেখেছি অথবা আমাকে আদেশ করা হয়েছে যে, যেন আমি বক্তব্য সংক্ষেপ করি। কেননা সংক্ষেপ করাই উত্তম। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَوْ قَصَدَ فِىْ قَوْلِهِ لَكَانَ خَيْرًا **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, বক্তৃতা সংক্ষেপ করাই উত্তম। কেননা এটা দীর্ঘায়িত করলে অনেক সময় শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তির ভাব সৃষ্টি হয়। আর এজন্য আমর ইবনে 'আস (রা.) বক্তৃতা দানকারী সম্পর্কে বলেছেন যে, সে যদি তার বক্তৃতা সংক্ষেপ করত, তাহলে ভালো হতো। অতঃপর তিনি তাঁর বক্তব্যের পক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি বাণীও উল্লেখ করলেন।

قَوْلُهُ اُمِرْتُ اَنْ اَتَجَوَّزَ فِى الْقَوْلِ **-এর অর্থ :** বলা হয় যে, 'যার কথা যত বেশি হয়, তার কথা তত বেশি মিথ্যা হয়।' প্রয়োজন মোতাবেক কথাকে সংক্ষেপ বা বর্ধিত করারই নির্দেশ, শুধু ভাষায় প্যাঁচ খাটিয়ে বক্তৃতাকে দীর্ঘায়িত করা নিষেধ। এজন্য বলা হয়– خَيْرُ الْكَلَامِ مَا قَلَّ وَدَلَّ

বস্তুত দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞানী ব্যক্তিরা অল্প কথায় বিরাট একটি বিষয়কে উপস্থাপন করতে সক্ষম হন। কিন্তু যাদের কথার মধ্যে কৃত্রিমতা ও কপটতা থাকে, তারা অহেতুক কথাকে দীর্ঘায়িত করতে থাকে। মোটকথা, শ্রোতাকে বিরক্ত করে বক্তৃতা দীর্ঘায়িত করা অনুচিত।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম- আমর (রা.), পিতার নাম- 'আস। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর জন্মের ৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরি ৫ম বা ৬ষ্ঠ সালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে ওমানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তিনি সেখানে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি যখন মিশর জয় করেন, তখন তিনি মিশরের গভর্নর নিযুক্ত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেই পদেই বহাল থাকেন।

ইন্তেকাল : হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা.) ৪৩ হিজরিতে ৯০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٥٩٤ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (رحـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا وَاِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَاِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا وَاِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৫৯৪. অনুবাদ : হযরত সাখর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদাহ (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন, তিনি [বুরাইদা] বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– কোনো কোনো বক্তৃতা যাদুবিশেষ [অর্থাৎ যাদুর মতো সম্মোহনী শক্তি থাকে], কোনো কোনো বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর, কোনো কোনো বাক্য কৌশলের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোনো কোনো কথা জীবনের জন্য দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

–[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ عَنْ جَدِّهٖ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** "جَدٌّ" শব্দের অর্থ– পিতামহ, দাদা। অত্র হাদীসে جَدٌّ দ্বারা হাদীসের বর্ণনাকারী সাখ্র (র.) -এর পিতামহ হযরত বুরায়দাহ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। বর্ণনাকারী হাদীসটি তাঁর পিতার মধ্যস্থতায় পিতামহ হযরত বুরাইদাহ (রা.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন, যা তিনি سَمِعْتُ বলে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا **-এর ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ– "কোনো বক্তার বক্তৃতা যাদুর ন্যায় ত্বরিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী" হয়, যার ফলে তা শ্রোতাবৃন্দের অন্তরে বিশেষভাবে রেখাপাত করে থাকে। এখানে বক্তৃতার আকর্ষণীয়তাকে যাদুর প্রতিক্রিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ কোনো কোনো বয়ান শ্রোতার অন্তরকে আকৃষ্টকরণে যাদুর ন্যায় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী হয়।

قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا **-এর ব্যাখ্যা :** এ অংশের অর্থ হলো, "বিদ্যা মূর্খতার নামান্তর হয় মন্দ বিদ্যার কারণে"। যে বিদ্যার ফল ব্যক্তি বা সমাজের জন্য অকল্যাণকর, যেমন– চৌর্যবৃত্তি শিক্ষা, হস্তরেখা শিক্ষা, সঙ্গীত বিদ্যা ইত্যাদি। অথবা অপ্রত্যাশিত বিষয়ের বিদ্যা প্রত্যাশিত বিষয়ে অজ্ঞ থাকার কারণে মূর্খতায় পর্যবসিত হয়।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ বাক্যটির মর্মার্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন–

১. জ্যোতিষশাস্ত্র বা মহাজাতক বিদ্যা ইত্যাদি শিক্ষার জন্য মানুষ বাধ্য নয়। অথচ একজন মুসলমান কুরআন-হাদীসের বিদ্যা অর্জনে বাধ্য। কুরআন-হাদীস পরিত্যাগ করে জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা করলে সে অপ্রত্যাশিত বস্তু শিক্ষা করল, অথচ প্রত্যাশিত বস্তু শিক্ষা করল না। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে মূর্খ বলা হবে।
২. আল্লামা আযহারী (র.)-এর মতানুসারে যে বিদ্বান নিজের বিদ্যানুসারে আমল করবে না, তাকেও মূর্খ বলা হবে। কাজেই তার এ বিদ্যাও মূর্খতার নামান্তর।
৩. অথবা এর তাৎপর্য এই যে, যে বিদ্বান বলে দাবি করে, প্রকৃতপক্ষে এবং কার্যত সে মূর্খ। তার এ বিদ্বান হওয়ার দাবিও মূর্খতার পরিচায়ক।
৪. অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলি উপস্থাপনায় হেরফের করা বা উল্টাপাল্টা করা আপাতদৃষ্টিতে বিদ্যা বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটা মূর্খতা।

قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حِكَمًا **-এর অর্থ :** কোনো কোনো কাব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। এর অর্থ شِعْر বা কাব্যে অনেক উপদেশপূর্ণ বক্তব্য থাকে, যা দ্বারা মূর্খতা ও অজ্ঞতা দূর হয়। দীর্ঘ কোনো বক্তৃতা বা রচনাকে কাব্যের মাধ্যমে সংক্ষেপে বর্ণনা করে অতি সহজেই মানুষকে প্রভাবিত করা যায়। সুতরাং কাব্যের সৌন্দর্য কালামে নবুয়তের মতোই হয়ে থাকে।

قَوْلُهٗ اِنَّ مِنَ الْقَوْلِ عِيَالًا **-এর অর্থ :** কোনো কোনো কথা মানুষের দুর্ভোগের কারণ হয়। যেমন, অসংযত কথাবার্তা মানুষের ইজ্জত ও সম্মান লাঘব করে, নিজের কথায় নিজেই বিপদে পতিত হয়। সুতরাং সংযতভাবে কথাবার্তা বলা উচিত। অপর এক বর্ণনায় "عِيَالٌ" শব্দের স্থলে "عَيْلٌ" শব্দের ব্যবহার দেখা যায়। এমতাবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে– 'কোনো কোনো কথা মানুষের জন্য দুর্বোধ্যের কারণ হয়।' অর্থাৎ এমন অনেক কথা আছে, যা আলেম কি জাহেল কেউই বুঝতে পারে না। সুতরাং কথা বা আলোচনা সহজ-সরল হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রাবী পরিচিতি : নাম- সাখর (র.), পিতার নাম– আব্দুল্লাহ। তিনি একজন সম্মানিত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে পিতামহ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। এ ছাড়া হযরত ইকরিমা (রা.)-এর সূত্রেও তিনি হাদীস বর্ণনা করেন এবং তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন হাজ্জাজ ইবনে হাস্সান ও আব্দুল্লাহ ছাবিত।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৫৯৫ عَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا فِي الْمَسْجِدِ يَقُوْمُ عَلَيْهِ قَائِمًا يُفَاخِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَوْ يُنَافِحُ وَيَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُؤَيِّدُ حَسَّانَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ مَا نَافَحَ اَوْ فَاخَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৫৯৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.)-এর জন্য মসজিদে মিম্বার স্থাপন করতেন। হযরত হাস্‌সান (রা.) তার উপর দণ্ডায়মান হতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে গর্বের কবিতা আবৃত্তি করতেন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হতে বিদ্রূপাত্মক কবিতা পাঠ করতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, আল্লাহ তা'আলা 'রূহুল কুদ্‌স' অর্থাৎ হযরত জিব্‌রাঈলের দ্বারা হাস্‌সানকে সাহায্য করছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে ভর্ৎসনার প্রতিউত্তর দিতে থাকে বা সত্য গৌরব প্রকাশ করতে থাকে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَضَعُ لِحَسَّانٍ مِنْبَرًا الخ -এর ব্যাখ্যা : হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.) ছিলেন একজন সম্মানিত সাহাবী। কাফের-মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কুৎসা বর্ণনাপূর্বক দীনের বিরুদ্ধে যেসব কথা বলত ও ষড়যন্ত্র করত, হযরত হাস্‌সান (রা.) কবিতা দ্বারা তাদের উত্তর দিতেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রশংসা করতেন। নবী করীম ﷺ হযরত হাস্‌সানের জন্য প্রশংসা এবং দোয়া করেছেন আর তাঁর জন্য মসজিদে নববীতে একটি মিম্বার স্থাপন করেছেন, যাতে দাঁড়িয়ে তিনি দীনের স্বার্থে কবিতা আবৃত্তি করতেন। আলোচ্য উক্তির এটাই বিশ্লেষণ।

৪৫৯৬ وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَادٍ يُقَالُ لَهُ اَنْجَشَةُ وَكَانَ حَسَنَ الصَّوْتِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ رُوَيْدَكَ يَا اَنْجَشَةُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ قَالَ قَتَادَةُ يَعْنِيْ ضَعْفَةَ النِّسَاءِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৫৯৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন উষ্ট্র পরিচালক গায়ক ছিল। তাঁকে 'আন্‌জাশা' বলা হতো। তাঁর স্বর ছিল খুবই মধুর। একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হে আন্‌জাশা! উটকে ধীরে ধীরে চালাও, কাঁচের পাত্রগুলোকে ভেঙ্গো না। হযরত কাতাদা (রা.) বলেন, 'আয়না' বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দুর্বল-নাজুক মহিলাদের বুঝিয়েছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَادٌّ **শব্দের অর্থ :** حَادٌّ অর্থ হলো যারা ছন্দাকারে কবিতা বা গান গেয়ে উটকে তাড়া করে, দ্রুত হাঁকায় বা চালায়; তাদেরকে 'হাদী' বা হুদী গায়কও বলে।

اَنْجَشَةُ **-এর পরিচয় :** হযরত আন্‌জাশা (রা.) ছিলেন নবী করীম ﷺ -এর আজাদকৃত একজন গোলাম। তিনি নবী করীম ﷺ -এর কোনো এক বিবির উটচালক ছিলেন।

قَوْلُهُ لَا تَكْسِرِ الْقَوَارِيْرَ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'কাঁচপাত্রগুলোকে ভেঙ্গো না।' অর্থাৎ নারী সম্প্রদায় সাধারণত স্বভাগতভাবে নাজুক ও দুর্বল। তোমার গানের সুরে উটগুলো খুব দ্রুত চলতে থাকলে মহিলাগণ অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়বে অথবা হাওদা থেকে নিচেও পড়ে যেতে পারে। আবার কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন– সুললিত কণ্ঠ এবং গানের সুরের মধ্যে একপ্রকার কু-প্রবৃত্তির আকর্ষণ আছে, যা মানুষকে জেনার দিকে টেনে নেয়। সুতরাং তোমার গান দ্বারা ওসব কোমলমতি মহিলাদের অন্তরে এ জাতীয় কোনো চেতনার উদ্ভব হতে পারে। কাজেই তুমি এত সুন্দর সুর ধরে উটের গতি কিংবা নারীদের মনকে উত্তেজিত করে তুলবে না।

وَعَنْ ٤٥٩٧ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ ذُكِرَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلشِّعْرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ كَلَامٌ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ . (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِىُّ وَرَوَى الشَّافِعِىُّ عَنْ عُرْوَةَ مُرْسَلًا)

৪৫৯৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কবিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কবিতাও একপ্রকার কথা। ভালো কবিতা ভালো কথা এবং খারাপ কবিতা খারাপ কথা। –[দারাকুতনী। ইমাম শাফেয়ী (র.) হাদীসটি 'উরওয়াহ হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَحَسَنُهُ حَسَنٌ وَقَبِيْحُهُ قَبِيْحٌ **-এর ব্যাখ্যা :** কবিতা লিখন এবং আবৃত্তিকরণ সাধারণভাবে নাজায়েজ নয়। যেসব কবিতা অশ্লীল ও যৌন চেতনা উদ্রেককারী, সেগুলো হারাম। পক্ষান্তরে যেসব কবিতা আল্লাহ তা'আলার গুণগান, নবী করীম ﷺ -এর প্রশংসা, উপদেশ ও সঠিক ঘটনাভিত্তিক হয়, তা জায়েজ। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উপরিউক্ত উক্তির মাধ্যমে এ কথাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেছেন যে, কবিতাও একপ্রকার কথা। ভালো কবিতা ভালো কথা, আর খারাপ কবিতা হচ্ছে খারাপ কথা।

وَعَنْ ٤٥٩٨ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ بَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِالْعَرْجِ اِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذُوا الشَّيْطَانَ اَوْ اَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ لَاَنْ يَّمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৫৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে 'আরজ' নামক এক গ্রামের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছিলাম। এমন সময় একজন কবি কবিতা আবৃত্তি করতে করতে সামনে এসে উপস্থিত হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ শয়তানকে ধরে ফেল অথবা বলেছেন, এ শয়তানকে থামিয়ে দাও। কোনো ব্যক্তির উদর কবিতা দ্বারা পরিপূর্ণ করার চেয়ে তা পুঁজ দ্বারা ভর্তি করা অনেক উত্তম। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

কবিকে শয়তান বলা ও তাকে পাকড়াও করতে বলার কারণ : নবী করীম ﷺ জনৈক কবির কবিতা শুনে বললেন, "এ শয়তানকে ধরে ফেল অথবা থামিয়ে দাও।" এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, নবী করীম ﷺ উক্ত কবিকে কেন শয়তান বলে আখ্যায়িত করলেন এবং কেনই বা তাকে পাকড়াও করতে বললেন। এ প্রশ্নের উত্তরে দুটো কারণ বলা যায়–

১. নবী করীম ﷺ -এর সামনে প্রতিটি মানুষেরই শিষ্টাচারের মাধ্যমে সমীহ করে চলা উচিত; কিন্তু উক্ত কবি এদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে নবী করীম ﷺ -এর সামনে কবিতা আবৃত্তি করতে আরম্ভ করছিল। এটা ছিল তার চরম বেআদবি। আর এ কারণেই নবী করীম ﷺ তাকে শয়তান বলে পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়েছেন।

২. হাদীসে উল্লিখিত কবির কবিতা ছিল খারাপ। এ খারাপ কবিতার প্রতিক্রিয়া নিশ্চয় খারাপ ছিল। নবী করীম ﷺ দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি উক্ত কবির কবিতার খারাপ পরিণতির কথা বুঝতে পেরে একে শয়তানের চক্রান্ত বলে স্থির করেছেন এবং কবিকে পাকড়াও করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা যেসব কবিতার বিষয়বস্তু খারাপ, ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থি ও চরিত্র বিধ্বংসী সেগুলো শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। উপরন্তু এ কবি নবী করীম ﷺ -এর বিরুদ্ধেও বাক্যবাণ নিক্ষেপ করত। তাই মন্দ কবি হিসেবে তাকে পাকড়াও করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে।

اَلْعَرْجُ **-এর পরিচয় :** "اَلْعَرْجُ" একটি স্থানের নাম। এটা ইয়েমেনের একটি শহর অথবা হিজাযের একটি উপত্যকা কিংবা হুযাইল শহরের একটি স্থান বা মক্কার পথে একটি স্থান বা গ্রাম। আল্লামা নববী (র.)-এর মতে, এটা মদিনা শরীফ থেকে ৭৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম।

وَعَنْ ٤٥٩٩ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৫৯৯. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গান-বাজনা মানুষের অন্তরে কপটতা উৎপাদন করে, যেভাবে পানি শস্য উৎপাদন করে। –[ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ-**এর ব্যাখ্যা :** গান-বাজনা একদিকে মানুষের অন্তরে উৎফুল্লতা সৃষ্টি করে ও অন্যদিকে মানুষকে চরিত্রহীনতার চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়। যেসব গানের বিষয়বস্তু খারাপ, ধর্মীয় আকিদা-বিশ্বাসের পরিপন্থি, চরিত্র বিধ্বংসী, সেসব গান শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। এ ধরনের গান ইসলামের প্রতি মানুষের আকর্ষণকে নষ্ট করে দেয়। কুফরের প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে দেয়। এ ধরনের গান সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেছেন, গান-বাজনা মানুষের অন্তরে কপটতা উৎপাদন করে, যেভাবে পানি শস্য উৎপাদন করে।

حُكْمُ الْغِنَاءِ **[গান-বাজনার বিধান] :** গান রচনা ও পরিবেশন করা বৈধ কিনা এ সম্পর্কে ফিক্হবিদদের বক্তব্য হচ্ছে যে, গানের মধ্যে যদি আল্লাহ ও রাসূল ﷺ -এর প্রশংসা বর্ণনা করা হয় অথবা এমন গান হয়, যা মানুষকে আল্লাহ ও রাসূলের বিধান পালনে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে এরূপ গান সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। তবে মন আকর্ষণকারী কোনো যুবক বা যুবতী দ্বারা সেটা পরিবেশন করা যাবে না। পক্ষান্তরে যেসব গানে অশ্লীলতা ও যৌন আবেদনমূলক কোনো কথা থাকে অথবা যে গানে নারী বিষয়ক আলোচনা ও তাদের রূপের বর্ণনা বা শরাব ইত্যাদি জাতীয় কোনো নিষিদ্ধ বস্তুর উল্লেখ থাকে, সেগুলো সকলের ঐকমত্যে হারাম।

আর বাজনা সম্পর্কে কথা হলো, 'দফ' ব্যতীত যে কোনো ধরনের বাদ্যযন্ত্র নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র বিয়ের অনুষ্ঠানে ও দু-ঈদে দফ বাজানো ইসলামি শরিয়তে বৈধ রয়েছে।

হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ ও শিক্ষা : গান-বাজনা যে কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, আজ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বাস্তবে আজ এটা প্রত্যেক বিবেকবান লোকের কাছে স্বীকৃত যে, গানের যত বেশি প্রসারতা লাভ করছে, ততই ব্যক্তি জীবন থেকে পারিবারিক, সামাজিক তথা গোটা জাতীয় জীবনে পর্যন্ত চরম অবক্ষয় নেমে এসেছে। একদিকে এটা যেমন মানুষকে চরিত্রহীন, বেহায়া, নির্লজ্জ করে তুলছে, অপরদিকে মানুষের মনকে দীনি, ঈমানী তথা ইসলামী তাহযীব-তামাদ্দুন থেকে দূরে সরিয়ে ফেলছে। একজন মুসলমানের মুখে ও অন্তরে সর্বদা আল্লাহর নাম ও কালাম জাগ্রত থাকাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, সে স্থান দখল করে নিয়েছে অশ্লীল গান-বাজনা। তাই আজ অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, রাসূলের হাদীস বাস্তব সত্য। সুতরাং আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে রাসূলের এ মহাসত্য কথাটিকে বাস্তবায়ন করতে পারলে আমরা একদিকে যেমন মুনাফেকী থেকে নিষ্কৃতি লাভ করব, অপরদিকে ঈমানী জযবায় বলীয়ান হয়ে উঠব।

وَعَنْ ٤٦٠٠ نَافِعٍ (رحـ) قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِيْ طَرِيْقٍ فَسَمِعَ مِزْمَارًا فَوَضَعَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ اُذُنَيْهِ وَنَاءَ عَنِ الطَّرِيْقِ اِلَى الْجَانِبِ الْاٰخَرِ ثُمَّ قَالَ لِيْ بَعْدَ اَنْ بَعُدَ يَا نَافِعُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا ـ

৪৬০০. **অনুবাদ :** হযরত নাফে' (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর সাথে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি বাঁশির সুর শুনতে পেলেন এবং নিজের দু-অঙ্গুলি দু-কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন এবং রাস্তা থেকে সরে অপরদিকে চলে গেলেন। অতঃপর যখন অনেক দূরে চলে গেলেন, তিনি আমাকে বললেন, হে নাফে'! তুমি কি কোনোকিছু শুনতে পাও।

قُلْتُ لاَ ، فَرَفَعَ اِصْبَعَيْهِ مِنْ اُذُنَيْهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ يَرَاعٍ فَصَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُ قَالَ نَافِعٌ وَكُنْتُ اِذْ ذَاكَ صَغِيْرًا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

আমি বললাম, জী না। তখন তিনি তাঁর দু-অঙ্গুলি দু-কান থেকে বের করলেন এবং বললেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, রাসূল ﷺ বাঁশির শব্দ শুনতে পেলেন এবং আমি যেরূপ করেছি তিনিও সেরূপ করেছেন। হযরত নাফে' (রা.) বলেন, আমি সে সময় অনেক ছোট ছিলাম। –[আহমাদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَضَعَ اُصْبُعَيْهِ فِىْ اُذُنَيْهِ-**এর ব্যাখ্যা :** 'তিনি দু-অঙ্গুলি দু-কানে ঢুকালেন'-এ বাক্যের ব্যাখ্যা হলো– اِصْبَعٌ অর্থ– অঙ্গুলি, আর اذن অর্থ– কান। কানের ভিতর অঙ্গুলি ঢুকানো সম্ভব নয়। কাজেই এখানে اِصْبَعٌ দ্বারা اَنْمُلَةٌ বোঝানো হয়েছে। এখন এ বাক্যের অর্থ হলো, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) চলার পথে বাঁশি বা গানের আওয়াজ শুনে কানের মধ্যে আঙুলের অগ্রভাগ ঢুকিয়ে দিলেন, যেন বাঁশির বা গানের আওয়াজ কানের ভিতর প্রবেশ করতে না পারে।

حُكْمُ صَوْتِ يَرَاعٍ وَمِزْمَارٍ **[বাদ্য-বাঁশির আওয়াজ শোনার হুকুম] :** সাধারণত সমস্ত বাদ্যযন্ত্রকে বলা হয় مِزْمَارْ [মিযমার]। শরহে সুন্নাহ কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, যে কোনো বাদ্যযন্ত্র দ্বারা বাজনা শোনা ওলামায়ে কেরামের ঐকমত্যে হারাম। এখানে প্রশ্ন জাগে মিযমারের আওয়াজ শোনা তো হারাম, তবুও এক পর্যায়ে হযরত ইবনে ওমর (রা.) কান থেকে হাত সরালেন কেন? এর জবাবে বলা হয়–

১. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) প্রথমে হাত রেখেছিলেন, পরে নাফে' (রা.) তাঁকে কী জিজ্ঞেস করছেন, তা শোনার জন্য অঙ্গুলি সরিয়েছেন।
২. আসলে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজ মনোযোগ সহকারে শোনা হারাম ; কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও কানের মধ্যে আওয়াজ পৌঁছলে তা হারাম নয়। অবশ্য তাকওয়া পরিপন্থি, যাকে মাকরূহে তান্‌যীহি বলা যায়। আবার প্রশ্ন জাগে যে, বাদ্য হারাম, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কিংবা রাসূল ﷺ সমূলে বন্ধ না করে কানে অঙ্গুলি দিয়ে বা রাস্তা পরিবর্তন করে সরে গেলেন কেন ? এর জবাবে বলা হয় যে, সম্ভবত উক্ত ঢোলবাদক ছিল অমুসলমান জিম্মি। তাকে তার ধর্মীয় স্বাধীনতা দিতে হবে অথবা সেই বাদক তাদের থেকে অনেক দূরে ছিল। তবে ফতোয়ায়ে কাযীখান কিতাবে উল্লেখ রয়েছে–

وَنَحْوُ ذٰلِكَ حَرَامٌ وَمَعْصِيَةٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِسْتِمَاعُ الْمَلَاهِىْ اَمَّا اِسْتِمَاعُ صَوْتِ الْمَلَاهِىْ كَالضَّرْبِ بِالْقَصِيْبِ مَعْصِيَةٌ وَالْجُلُوْسُ عَلَيْهَا فِسْقٌ وَالتَّلَذُّذُ بِهَا مِنَ الْكُفْرِ ـ

অর্থাৎ "গান-বাদ্য শোনা গুনাহ। সেই আসরে বসা ফিস্‌ক বা কবীরা গুনাহ এবং গান শুনে তৃপ্তি ভোগ করা ও বাহবা-সাবাস বলে উৎসাহ প্রদান করা কুফরি।" তবে মনে রাখতে হবে, এ হুকুম কঠোরতার দৃষ্টিতে বলা হয়েছে। কিন্তু যদি চলার পথে অপ্রত্যাশিতভাবে গান বা বাদ্যের আওয়াজ কানে পৌঁছে, তখন কোনো গুনাহ হবে না। অবশ্য সর্বদা এটা থেকে বেঁচে থাকার জন্য চেষ্টা করতে হবে। আর যেসব আরবি কবিতায় তৎকালীন আরবের কবিগণ মদ, শরাব এবং অশ্লীল প্রেমের চিত্র তুলে ধরেছেন, সেগুলো শোনা মাকরূহে তাহরীমী।

قَوْلُهُ هَلْ تَسْمَعُ شَيْئًا-**এর ব্যাখ্যা :** যেখানে গানের আওয়াজ কানে আসার সাথে সাথে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) কানে হাত রাখলেন, সেখানে তিনি হযরত নাফে' (র.)-কে শুনতে নিষেধ করলেন না কেন? এর উত্তরে বলা হয় যে, হযরত নাফে' (র.) তখন বয়সে খুব ছোট ছিলেন। এসবে বাচ্চাদের আসক্তি, স্বাদ, তৃপ্তি ও অনুভূতি নেই। সুতরাং তাদের জন্য শোনা হারাম নয়। অথবা এটাও বলা যায় যে, হযরত নাফে' (র.)ও কানে হাত রেখেছিলেন। পরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরের জিজ্ঞাসার সময় অঙ্গুলি সরিয়েছেন। কেননা, 'নাফে কানে হাত রাখেননি' বলে হাদীসের কোথাও উল্লেখ বা ইঙ্গিত নেই। অতএব, এ প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বড়-ছোট, বালেগ-নাবালেগ সকলের জন্য বাদ্য শোনা অন্যায়।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, গান-বাদ্য-বাজনা এবং এ জাতীয় সমস্ত খেল-তামাশা ও আমোদ-প্রমোদের যাবতীয় উপকরণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। রেডিও, ট্রানজিস্ট্রার, টেলিভিশন-এর মাধ্যমে ছায়াছবি দেখা ও গান-বাদ্য-বাজনা শোনা অনুচিত। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যে নবী ﷺ-এর উম্মত, যাঁর অসিলায় পরকালে নাজাতের আশা রাখি, তিনি একদিন দূর থেকে এমন একটি বাদ্যের আওয়াজ শুনে স্বয়ং নিজের কানে অঙ্গুলি রেখেছেন। সুতরাং আমাদেরকে আমাদের বাস্তব জীবনে তাঁর আদর্শ বাস্তবায়ন করতে হবে।

بَابُ حِفْظِ اللِّسَانِ وَالْغِيْبَةِ وَالشَّتْمِ
পরিচ্ছেদ : জিহ্বা সংযত করা, কুৎসা এবং গালমন্দ প্রসঙ্গ

قَوْلُهُ اللِّسَانُ : জিহ্বা একটি মাংসপিণ্ড হলেও এটা হৃদয়ের দরজা। এটা হৃদয়ের সংবাদ সরবরাহ করে। এর ক্ষমতা প্রবল পরাক্রমশালী নরপতির চেয়েও বেশি। এটা মানুষকে ধ্বংসের অতলেও ডুবাতে পারে, আবার সাফল্যের শীর্ষেও সমাসীন করতে পারে। ঝগড়া-বিবাদ, তিরস্কার, মিথ্যা, তোষামোদী, মুনাফিকী, পরনিন্দা ইত্যাদি এ সকল পাপকর্মই জিহ্বার কাজ। আবার ভালো কাজের আদেশ, কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন ও দীনের দাওয়াত দান এগুলোও জিহ্বার কাজ। এজন্য বাক্য সংযত করা একান্ত আবশ্যক। জিহ্বাকে সংযত করার শক্তি না থাকলে চুপ থাকাই উত্তম। জিহ্বাকে সংযত রাখার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বহু নির্দেশ রয়েছে। নিম্নে তার কয়েকটি উদ্ধৃত হলো−

١. فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ ـ (سُوْرَةُ الْحَجِّ : ٣٠)

٢. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ـ (سُوْرَةُ قٓ : ١٨)

٣. لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَّجْوَاهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ـ (سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ١١٤)

٤. اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ ـ (اَلْحَدِيْثُ)

٥. مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ قَوْلُ الزُّوْرِ اَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّوْرِ ـ (اَلْحَدِيْثُ)

নবী করীম ﷺ বলেছেন− আল্লাহর জিকির ব্যতীত অতিরিক্ত কথা বলো না। কেননা এতে অন্তর কঠিন হয়ে যায়। যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করে জীবন দেওয়ার চেয়ে রসনাকে সংযত করা কঠিন কাজ। এজন্য নবী করীম ﷺ বলেছেন, জিহ্বা ও গুপ্তাঙ্গ সংযতকারীর পুরস্কার হলো বেহেশ্‌ত।

قَوْلُهُ الْغِيْبَةُ : গিবত হলো অসাক্ষাতে কারো নিন্দাবাদ করা। যার নিন্দাবাদ করা হয়, চাই সে প্রকৃতই অপরাধ করুক বা না করুক। শরিয়তে এটা মহাপাপ। হাদীসে গিবতকে ব্যভিচারের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে দীনকে হেফাজতের উদ্দেশ্যে যদি কারো নিন্দাবাদ করা হয়, তা হারাম হবে না। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতেও গিবত থেকে বিরত থাকার কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে এর অশুভ পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, মহান আল্লাহর ভাষায়−

١. هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ ـ (سُوْرَةُ الْقَلَمِ : ١١)

٢. وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ـ (سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ : ١٢)

٣. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ـ (سُوْرَةُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ : ٣٦)

قَوْلُهُ اَلشَّتْمُ : অপরকে গালি দেওয়া বা অভিশাপ দেওয়া মহাপাপ। চাই সে জীবিত হোক বা মৃত হোক। কোনো মু'মিনকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ, তওবা ব্যতীত এটা মাফ হয় না। অশ্লীল বাক্য উচ্চারিত হওয়া মু'মিনদের নিদর্শন নয়। কুৎসা ও গালি দ্বারা বান্দার হক নষ্ট করা হয়। সুতরাং যার কুৎসা করা হয় বা যাকে গালি দেওয়া হয়, তার কাছ থেকে ক্ষমা ব্যতীত এ ধরনের কবীরা গুনাহ মার্জনা হয় না। তার সাক্ষাৎ অসম্ভব হলে তওবা করতে হয় এবং আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইতে হয়।

উল্লিখিত ত্রুটিসমূহ সমাজকে বিষাক্ত করে তোলে, সমাজের ঐক্য ও শান্তির ভিত ভেঙে দেয়। অত্র পরিচ্ছেদে এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٠١ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَّضْمَنُ لِيْ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৬০১. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার কাছে ওয়াদা করবে যে, সে তার দু-চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তুর এবং তার দু-পায়ের মধ্যস্থিত বস্তুর নিরাপত্তা বিধান করবে, আমি তার জন্য বেহেশ্‌তের জামিন হবো। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ **-এর ব্যাখ্যা :** দু-চোয়ালের মধ্যস্থিত বলতে জিহ্বা ও দাঁত এবং দু-পায়ের মধ্যস্থিত বস্তু বলতে নিজের লজ্জাস্থানকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে অন্যকে মন্দ বলবে না, পরনিন্দা বা কুৎসা রটনা করবে না. মিথ্যা বলবে না, হারাম খাদ্য ভক্ষণ করবে না এবং জেনা-ব্যভিচার থেকে নিজেকে রক্ষা করবে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আমি তার জন্য বেহেশতের জামিন হব। বস্তুত মানুষের অধিকাংশ গুনাহ্-ই মুখ ও লজ্জাস্থান দ্বারা সংঘটিত হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি এ দু-স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করবে, সে-ই বেহেশতি।

قَوْلُهُ اَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুখ-রসনা এবং তার লজ্জাস্থানের নিরাপত্তা বিধান করবে, আমি তার জন্য বেহেশ্‌তের জামিন হবো। অর্থাৎ এমন ব্যক্তির বেহেশতে প্রবেশের দায়িত্ব আমি গ্রহণ করব।

বস্তুত মানুষের মুখ ও লজ্জাস্থান পাপকাজ সংঘটিত হওয়ার সবচেয়ে বড় মাধ্যম। এ দুটো মাধ্যমকে যদি সংবরণ করা যায়, তাহলে যাবতীয় পাপকাজ থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর পাপ থেকে যে ব্যক্তি মুক্ত থাকে, তার জন্য বেহেশ্‌ত অবশ্যম্ভাবী।

ইমাম বুখারী (র.)-এর নাম : নাম– মুহাম্মদ, পিতার নাম– ইসমাঈল, উপনাম– আবূ আব্দুল্লাহ। তবে তিনি ইমাম বুখারী (র.) নামেই প্রসিদ্ধ।

وَعَنْ ٤٦٠٢ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ وَاِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ لَا يُلْقِيْ لَهَا بَالًا يَهْوِيْ بِهَا فِيْ جَهَنَّمَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا يَهْوِيْ بِهَا فِي النَّارِ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

৪৬০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা কোনো কোনো সময় এমন কথা মুখ দিয়ে বলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং এজন্যই তার পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন, অথচ বান্দা এ বিষয়ে ওয়াকিফ্‌হাল থাকে না। পক্ষান্তরে বান্দা কোনো কোনো সময় এমন কথা বলে, যাতে আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হন। এ কথা তাকে জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করে, অথচ বান্দা এ বিষয়ে ওয়াকিফ্‌হাল থাকে না। –[বুখারী] বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, এ 'কথা' তাকে দোজখের মধ্যে এতটা দূরত্বে নিক্ষেপ করে যতটা দূরত্ব পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ হলো, কোনো কোনো সময় বান্দা এমন কথা বলে যে, তার ধারণা মতে কথাটি অতি নগণ্য ও ছোট। পক্ষান্তরে আল্লাহর নিকট তা বিরাট। আল্লাহ তা'আলা এতে সন্তুষ্ট রয়েছেন অর্থাৎ সে আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কথা বলে। এখানে 'কালিমা' দ্বারা হক বা ন্যায় কথাকে বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَلْقَى لَهَا بَالًا يَرْفَعُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَاتٍ **-এর ব্যাখ্যা :** এ অংশের ব্যাখ্যা হলো, আর এ কথাটি অতিশয় নগণ্য ও সাধারণ হিসেবে বক্তা এর কোনো গুরুত্বই বিবেচনা করে না; বরং ধারণা করে যে, এ সাধারণ কথার বিশেষ কোনো গুরুত্ব থাকার কথা নয়। অথচ এ কথাটিই আল্লাহ তা'আলার নিকট এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, তারই বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা বান্দার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।

قَوْلُهُ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ হলো যে, বান্দা অনেক সময় অসাবধানতাবশত এমন কথা বলে বসে, যা অশোভনীয় কথা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে; কিন্তু সে হয়তো ধারণাও করতে পারে না যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি সৃষ্টিকারী। অথচ তা আল্লাহর নিকট জঘন্য গুনাহ। ফলে তা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির উদ্রেক করে।

قَوْلُهُ يَهْوِىْ بِهَا فِىْ جَهَنَّمَ **-এর ব্যাখ্যা :** এ কথার কারণেই সে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অর্থাৎ বান্দা অনেক সময় অতিশয় সাধারণ ও নগণ্য জ্ঞানে অনেক কথা বলে থাকে, যা কোনো ক্ষতির কারণ হতে পারে তা সে আদৌ কল্পনাও করে না। অথচ সে কথাটিই আল্লাহ তা'আলার নিকট এত জঘন্য যে, তার কারণেই সে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

قَوْلُهُ اَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ **-এর ব্যাখ্যা :** এ বাক্যের মাধ্যমে জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয়াবহতা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ বান্দা যখন অসাবধানতাবশত এমন কথা বলে বসে, যা অশোভনীয় কথা হিসেবে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে; কিন্তু সে হয়তো ধারণাও করতে পারে না যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হবে। অথচ তা আল্লাহর নিকট জঘন্য গুনাহ। তখন সে ব্যক্তি জাহান্নামের এমন অতল গভীরে পৌঁছার যোগ্য হয়ে যায়, যার গভীরতা পৃথিবীর পূর্ব থেকে পশ্চিমের দূরত্বের চেয়েও অধিক।

٤٦٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬০৩. **অনুবাদ :** আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের গালাগালি করা ফাসেকী এবং খুনাখুনি করা কুফরি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ **-এর ব্যাখ্যা :** মুসলমানদের হত্যা করা কুফরি। এখানে "كُفْرٌ" শব্দের প্রকৃত অর্থ কী, তা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

আল্লামা বদরুদ্দীন 'আইনী (র.) বলেন, এখানে কুফরি বলতে প্রকৃত কুফরি উদ্দেশ্য নয় যে, সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে; বরং এখানে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে 'কুফর' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে।

আল্লামা ইবনুল বাত্তাল (র.) বলেন, এখানে 'কুফর' অর্থ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাওয়া নয়; বরং কুফর অর্থ হচ্ছে– মুসলমানদের হক ও অধিকারকে অস্বীকার করা।

আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে সাদৃশ্য হিসেবে কুফরি বলা হয়েছে। অর্থাৎ এ ধরনের কাজ হলো কাফেরের কাজ।

٤٦٠٤ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِاَخِيْهِ كَافِرٌ فَقَدْ بَاءَ بِهَا اَحَدُهُمَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬০৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইকে কাফের বলবে, তাদের দুজনের একজন এর উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য অংশের অর্থ হলো, দুজনের মধ্যে একজন কাফের হবে। যে ব্যক্তিকে কাফের বলা হলো সে ব্যক্তি যদি এর উপযুক্ত হয়, তবে সে কাফের হবে। আর যদি উপযুক্ত না হয়, তবে এ কাফির শব্দটি উচ্চারণকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে অর্থাৎ সে নিজেই কাফের হবে। কোনো মুসলমানকে কাফের আখ্যায়িত করা যে, কবীরা গুনাহ এ ব্যাপারে সকল ইসলামী চিন্তাবিদ-ই একমত। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, কবীরা গুনাহগার কাফের নয়। অতএব এটাই যদি বাস্তব হয়, তবে কাফের আখ্যাদানকারী কিভাবে কাফের হবে। এ প্রশ্নের জবাবে হাদীসটির নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে–

১. এ হাদীসটি কাফের বলা বৈধ ধারণাকারীর পক্ষে প্রযোজ্য। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় গুনাহগার মুসলিম ভাইকে কাফের বলা বৈধ মনে করে, সে নিজেই কুফরিতে নিপতিত হবে। এ অবস্থায় এর অর্থ হবে কুফরি বাক্য। অর্থাৎ তার উপর কুফরি বাক্য আপতিত হবে।

২. بَاءَ بِهَا -এর অর্থ হলো, কুফরি বলার গুনাহ তার নিজের উপর হবে।

৩. এ হাদীস বাতিল ফেরকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যেমন-খারেজী ফেরকা। এদের মধ্যে যারা সাহাবী এবং সাধারণ মুসলমানকে কাফের বলে থাকে। আর যারা সাহাবী ও মু'মিনকে কাফের বলে না, তারা বিদ'আতি; কিন্তু কাফের নয়।

৪. بَاءَ بِهَا -এর অর্থ হলো, সে নিজেই নিজেকে কাফের বলে আখ্যায়িত করেছে অর্থাৎ কোনো মুসলমান ভাইকে কাফের বলা নিজেকে কাফের বলারই নামান্তর। মোটকথা, অত্র হাদীসে মুসলমানদেরকে পরস্পর কাফের না বলার জন্যই মূলত তাকীদ করা হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস অধ্যয়নে বোঝা যায় যে, এর দ্বারা মুসলমানদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা না জেনে কিংবা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য কোনো মুসলমানকে কাফের বলা নিজের ধ্বংস নিজেই টেনে আনার নামান্তর। কেননা যদি সে সত্যিই কাফের না হয়, তখন নিজেই কবীরা গুনাহগার সাব্যস্ত হবে। আমরা বর্তমান যুগে দেখছি, কিছু সংখ্যক আলেম সাধারণ ব্যাপারে একজন মুসলমানকে কাফের বলতে একটুও নিজের আমল ও ঈমানের প্রতি লক্ষ্য রাখে না, ফলে সমাজের মধ্যে এ ধরনের অর্বাচীন মুফতিদের ফতোয়াবাজির দরুন গোটা সমাজে একটি বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি করে রেখেছে। সুতরাং আমরা যদি অত্র হাদীসের উপর আমল করতে পারি, তাহলে সামাজিক জীবনের অনেক ফিতনা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারব।

٤٦٠٥ - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْمِيْ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوْقِ وَلَا يَرْمِيْهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذٰلِكَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৬০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে পাপী বলে অপবাদ দেবে না এবং কাফের বলেও দুর্নাম করবে না। যদি সে ব্যক্তি এরূপ না হয়, তবে তার প্রদত্ত অপবাদ তার দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِرْتَدَّتْ عَلَيْهِ **-এর ব্যাখ্যা :** যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো মুসলমানকে ফাসেক-কাফের বলে অপবাদ দেয়, তবে এ অপবাদের গুনাহ তার নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে।

٤٦٠٦ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬০৬. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কাউকে কাফের বলে ডাকে অথবা আল্লাহ্‌র দুশমন বলে, অথচ সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে এরূপ না হয়, তবে এ বাক্য তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا حَارَ عَلَيْهِ- এর অর্থ : "حَارَ" শব্দের অর্থ– ফিরে আসল, প্রত্যাবর্তন করল। এখানে অর্থ হচ্ছে, যদি কোনো ব্যক্তি অপর মুসলমানকে কাফের বা আল্লাহর দুশমন বলে আখ্যায়িত করে, আর সে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে এরূপ না হয়, তবে এর গুনাহ অপবাদকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে।

وَعَنْ ٤٦٠٧ اَنَسٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِىْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬০৭. অনুবাদ : হযরত আনাস ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি দু-ব্যক্তি পরস্পরকে গালি দেয়, তবে গালমন্দের পাপ সেই ব্যক্তির হবে যে ব্যক্তি প্রথম গালি দিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত না অত্যাচিত ব্যক্তি সীমা অতিরিক্ত করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَعَلَى الْبَادِىْ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُوْمُ- এর ব্যাখ্যা : এ অংশের অর্থ হলো, 'যে পর্যন্ত না অত্যাচারিত ব্যক্তি সীমা অতিক্রম করবে।' এর ব্যাখ্যা বা তাৎপর্য হলো, গালিদাতার জবাবে প্রতিপক্ষ সমপরিমাণ গালি দিলে তার কোনো গুনাহ হবে না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে সীমা অতিক্রম না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রথম গালিদাতারই পাপ হতে থাকবে। আল্লাহর কালাম– لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمَ এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অত্যাচারিত ব্যক্তি সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়ার হকদার। তবে স্মরণ রাখতে হবে, অশ্লীল বাক্য উচ্চারণের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির অশ্লীল বাক্য থেকে অধিক যেন না হয়। কারণ প্রতিপক্ষ যতক্ষণ নাগাদ সীমা অতিক্রম না করবে, সে মজলুম হিসেবে পরিগণিত হবে। মজলুমের জন্য আল্লাহর ফেরেশতাগণ প্রথম গালিদাতা জালিমকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকে। আর যখনই মজলুম ব্যক্তি মুখ খুলে, তখন ফেরেশতা তার দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, গালির জবাবে গালি দেওয়া সমীচীন নয়। কেননা কোনো বান্দাহ মজলুম হয়ে ধৈর্যধারণ করলে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতা দ্বারা তার প্রতিশোধ আদায় করে দেন। আর এটাও সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং যে কাজের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন, সেটা বান্দার প্রতিশোধ গ্রহণ করা অপেক্ষা অধিক কঠোরতম হবে। অপরদিকে আল্লাহর কালাম আমাদেরকে এ উপদেশ দিচ্ছে যে, اِدْفَعْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ; আর আমাদের বাস্তব শিক্ষা এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, গালির বদলে গালি দিলে অর্থাৎ মন্দের প্রতিশোধ সেরকম মন্দ দ্বারা গ্রহণ করলে তখন আর উত্তম-অধমের প্রভেদ থাকে না। পক্ষান্তরে মন্দ দ্বারা কোনো কল্যাণও স্থাপন করা সম্ভব হয় না। কাজেই গালি দ্বারা গালির প্রতিশোধ গ্রহণ না করাই উত্তম।

وَعَنْ ٤٦٠٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَنْبَغِىْ لِصِدِّيْقٍ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬০৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– একজন সিদ্দীকের পক্ষে অধিক অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে সিদ্দীক (صَدِيْق) শব্দের দ্বারা মুমিনকে বুঝানো হয়েছে। যদিও এর আভিধানিক অর্থ হলো– অধিক সত্যবাদী। নবী করীম ﷺ বলেছেন– সিদ্দীক তথা মুমিন ব্যক্তির অভিসম্পাতকারী হওয়া উচিত নয়। অর্থাৎ সিদ্দীক গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি অন্য কাউকে লানত বা অভিসম্পাত করে না। কেননা অভিসম্পাতও একটি গালি। মোটকথা সিদ্দীক কাউকে গালমন্দ করে না।

صِدِّيْقٌ-এর বিশ্লেষণ : صِدِّيْق শব্দটি فِعِّيْل -এর ওযনে مُبَالَغَةٌ -এর সীগাহ। অর্থ হচ্ছে– অধিক সত্যবাদী। অত্র হাদীসে সিদ্দীক বলে মুমিন (مؤمن) উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ اُولٰۤئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ অর্থাৎ 'যারা আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই সিদ্দীক বা অধিক সত্যবাদী।' তদুপরি অন্য এক রেওয়ায়েতে সরাসরি لَا يَنْبَغِيْ لِمُؤْمِنٍ শব্দ বর্ণিত হয়েছে। মোটকথা, এখানে সিদ্দীক (صِدِّيْق) বলে মুমিন (مُؤْمِنٌ) -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের মধ্যে পার্থক্য : সূফীদের মতে, সিদ্দীক (صِدِّيْقٌ) -এর অবস্থান নবীদের অবস্থানের সংলগ্ন নিচে। উভয়ের মধ্যে কোনো ব্যবধান নেই। অতঃপর শহীদদের স্থান। পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণিত হয়েছে–

فَاُولٰۤئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاۤءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰۤئِكَ رَفِيْقًا . (سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ٦٩)

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (র.) বলেছেন যে, সিদ্দীকের মাকামের শিরোভাগ নবুয়তের মাকামের পায়ের অংশের সংলগ্ন, উভয়ের মাঝখানে কোনো স্তর নেই। সিদ্দীকগণের পরবর্তী স্তর হলো শহীদগণের, এর পরবর্তী স্তর হলো সালেহীনের।

لَعَّانًا শব্দের অর্থ : لَعَّانٌ শব্দটি فَعَّالٌ -এর وَزْن এ- صِيْغَةُ مُبَالَغَةٍ অর্থ হচ্ছে– অধিক অভিসম্পাতকারী। হাদীসের মর্মানুযায়ী মুমিন কারো উপর অভিসম্পাত করতে পারে না।

অভিসম্পাত সম্পর্কে শরয়ী বিধান : অভিসম্পাত সম্পর্কে শরিয়তের বিধান হলো, কোনো মুসলমান এমনকি যে কাফের কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা নিশ্চিত নয়, তার উপরও অভিসম্পাত করা সমীচীন নয়। হ্যাঁ যখন কোনো কাফেরের কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা সুনিশ্চিতরূপে জানা যায়, তবে তাকে অভিসম্পাত করা যাবে। তবে অনির্দিষ্টভাবে 'কাফেরদের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিসম্পাত' এরূপ বলা দূষণীয় নয়।

অভিসম্পাতের প্রকারভেদ : অভিসম্পাত দু-প্রকার। যথা–

১. আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরা এবং রহমত থেকে নিরাশ হওয়ার অভিসম্পাত করা।

২. আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হওয়ার অভিসম্পাত করা। এর মধ্যে প্রথম প্রকার কোনো অবস্থায়ই যুক্তিসঙ্গত নয়। তবে দ্বিতীয় প্রকার অভিসম্পাত সাহাবায়ে কেরামদের থেকেও প্রমাণিত হয়েছে।

٤٦٠٩ - وَعَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَاۤءَ وَلَا شُفَعَاۤءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬০৯. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– নিশ্চয়ই অধিক অভিসম্পাতকারীরা কিয়ামতের দিন সাক্ষ্যদাতা হবে না এবং সুপারিশকারীও হবে না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ اللَّعَّانِيْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَاۤءَ الخ -এর ব্যাখ্যা : সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য সাক্ষ্যদাতার আদেল বা ন্যায়পরায়ণ হওয়া শর্ত। অভিসম্পাত দ্বারা আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা রহিত হয়ে যায়। আর যে আদেল বা ন্যায়পরায়ণ নয়, তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং অভিসম্পাতকারীর সুপারিশও গ্রহণযোগ্য নয়। মোটকথা, অভিসম্পাতকারী সাক্ষ্যদানের এবং সুপারিশের মর্যাদা হতে বঞ্চিত থাকবে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, অন্যকে অভিসম্পাত করা কোনো মু'মিনের আচরণ হতে পারে না। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই যে, অনেকে কথায় কথায় গালমন্দ করে, অভিসম্পাত করে। মূলত এতে অভিসম্পাতকারী সমাজের লোকদের কাছে নিন্দিত হয়। তাই আমরা যদি হাদীসের শিক্ষাকে নিজেদের বাস্তব জীবনে অনুসরণ করি, তবে আমরা আমাদের মর্যাদা নিয়ে সমাজে বসবাস করতে সক্ষম হবো।

٤٦١٠ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬১০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি বলে যে, মানুষ ধ্বংস হোক, তখন সে নিজেই সবচেয়ে বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– কারো জন্য ধ্বংস কামনা করা কোনো মু'মিনের আচরণ হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি অন্য লোকের জন্য ধ্বংস কামনা করে, তার নিজের মধ্যে কিছুটা গর্ব-অহংকার সৃষ্টি হয়, যা প্রকৃতপক্ষে তার নিজের ধ্বংস ডেকে আনে। এজন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি বলে যে, 'মানুষ ধ্বংস হোক', তখন সে যেন নিজেরই ধ্বংস কামনা করল। অর্থাৎ অপরের ধ্বংস কামনা করা মূলত নিজেরই ধ্বংস কামনা করা।

٤٦١١ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِيْ يَأْتِيْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬১১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ লোক তাকে পাবে, যে দ্বিমুখী (কপট)। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে যায় এবং অপর মুখ নিয়ে ওদের কাছে যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ذَا الْوَجْهَيْنِ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে দ্বিমুখ অর্থ– কপট, মুনাফেক। যে দলের সাথে মিশে তাদের প্রশংসা করে এবং প্রতিপক্ষের দুর্নাম করে। এরাই হলো চারিত্রিকভাবে মুনাফেক। এদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– مُذَبْذَبِيْنَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا إِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا إِلٰى هٰؤُلَاءِ অর্থাৎ এর দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো, সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, সমাজের শান্তি তিরোহিত করা। তাই তাদেরকে জাহান্নামি বলা হয়েছে।

٤٦١٢ - وَعَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ نَمَّامٌ .

৪৬১২. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– চুগলখোর বা পরোক্ষ নিন্দাকারী বেহেশ্‌তে যাবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]
মুসলিম শরীফের অপর বর্ণনায় قَتَّاتٌ -এর স্থলে نَمَّامٌ শব্দ রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

نَمَّامٌ ও قَتَّاتٌ **-এর অর্থ :** মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, "قَتَّاتٌ" শব্দটি "نَمَّامٌ" শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। "نَمَّامٌ" শব্দটি نَمِيْمَةٌ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ– বিপর্যয় সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যের কাছে পৌঁছানো। 'নেহায়া' গ্রন্থকার উল্লেখ করেন, قَتَّاتٌ এবং نَمَّامٌ শব্দদ্বয়ের অর্থ একই। তবে কেউ কেউ উভয় শব্দের মধ্যে অর্থগত দিক দিয়ে কিছুটা পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। তাদের মতে, نَمَّامٌ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে লোকদের মধ্যে থেকে তাদের সাথে কথাবার্তা বলে। অতঃপর তাদের অসাক্ষাতে তাদের পক্ষে ক্ষতিকর এমন কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। আর قَتَّاتٌ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে, যে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে তাদের কথা শ্রবণ করত ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে উক্ত কথা অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। সংজ্ঞার দিক দিয়ে উভয়টির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে একই পর্যায়ের।

قَوْلُهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, চুগলখোর বা পরনিন্দাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর মর্মার্থ হলো, পরনিন্দাকারী ব্যক্তি অন্যান্য সফলকাম ব্যক্তিদের সাথে প্রথম পর্যায়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ অর্থ নয় যে, এসব ব্যক্তি কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না ; বরং তার কৃতকর্মের প্রতিফল তথা শাস্তি ভোগ করার পর প্রবেশ করবে।

পরনিন্দার বিধান : পরনিন্দা বা চুগলখোরি কবীরা গুনাহ। এটা সমাজের মধ্যে বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। এর দ্বারা পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি হয়। অবশ্য যদি সৎ উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে এতে কোনো ক্ষতি নেই। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

لَا خَيْرَ فِيْ كَثِيْرٍ مِنْ نَّجْوٰهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ج وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا - (سُوْرَةُ النِّسَاءِ : ١١٤)

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, পরনিন্দা বা চুগলখোরি পরিহার করা জান্নাতে প্রবেশের জন্য অপরিহার্য শর্ত। বর্তমান সমাজে পরিলক্ষিত হয় যে, আমাদের অনেকের মধ্যে এ রোগটি রয়েছে, ফলে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হচ্ছে। অতএব, আমরা যদি নিজেদের বাস্তব জীবনে হাদীসের শিক্ষাকে অনুসরণ করতে পারি, তবেই আশা করা যায়, একটি সুন্দর ও সুশৃঙ্খল সমাজ বিশ্ববাসীকে উপহার দিতে পারব।

٤٦١٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ بِرٌّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الْكِذْبَ فُجُوْرٌ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ -

৪৬১৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের সত্যানুসারী হওয়া উচিত। কেননা সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে পথ প্রদর্শন করে, আর পুণ্য বেহেশতের দিকে পথ প্রদর্শন করে। যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে সত্যবাদী বলে লেখা হয়। তোমরা মিথ্যাচার থেকে বেঁচে থাক। মিথ্যা পাপাচারের পথ দেখায়, আর পাপ দোজখের দিকে পথ দেখায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে সচেষ্ট থাকে, আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাকে বড় মিথ্যুক বলে লেখা হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– সত্য বলা পুণ্যের কাজ, আর পুণ্য মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মিথ্যা বলা পাপের কাজ, আর পাপ মানুষকে দোজখে নিয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

فُجُوْرٌ ,كَذَّابٌ ,صِدِّيْقٌ-এর অর্থ : فُجُوْرٌ : এটা اِسْمُ فَاعِلٍ مُبَالَغَةٌ, যার অর্থ– পাপাচার, সৎ ও ন্যায় থেকে অধিক বিরত থাকা এবং পাপ কাজে অধিক লিপ্ত থাকা, বার বার সীমালঙ্ঘন করে পাপের মধ্যে লিপ্ত হওয়া। فَاجِرٌ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে সর্বক্ষণ পাপ কাজে লিপ্ত থাকে।

كَذَّابٌ : এটাও اِسْمُ فَاعِلْ مُبَالَغَة অর্থ– অধিক মিথ্যাবাদী; মিথ্যা বলা যার স্বভাবে পরিণত হয়েছে, তাকে كَذَّابٌ বলা হয়। যে ব্যক্তি ঘটনার যথার্থ বর্ণনা দেয় না, তাকে كَذَّابٌ বলে। শরিয়তের দৃষ্টিতে মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তিরস্কৃত ও বান্দার নিকট ঘৃণিত।

صِدِّيْقٌ : এটা صِدْقٌ ধাতু থেকে নেওয়া হয়েছে। এর অর্থ– সত্যবাদী। صِدِّيْقٌ শব্দটি اِسْمُ فَاعِلْ فِعِّيْل -এর ওযনে مُبَالَغَة -এর সীগাহ। মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, ঘটনার যথার্থ বর্ণনার নাম সত্যবাদিতা। যদি কেউ সর্বদাই সত্যবাদিতার উপর আমল করে, তবে তাকে صِدِّيْقٌ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, যার নিকট থেকে বার বার সত্যবাদিতা প্রকাশ পায় তাকে صِدِّيْقٌ বলে।

صِدِّيْقٌ -এর জন্য কি জান্নাত আবশ্যক : সত্যবাদিতা মানুষকে সৎকর্মের প্রতি পথ প্রদর্শন করে এবং পাপকর্ম থেকে বিরত থাকার তাওফীক সৃষ্টি করে। আর সৎকর্ম মানুষকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। এভাবে সত্যবাদিতাই প্রকারান্তরে মানুষের জন্য জান্নাত লাভের সুযোগ করে দেয়। অত্র হাদীসে সত্যবাদিতাকে জান্নাত লাভের উপায় ও অবলম্বন হিসেবে দেখানো হয়েছে। যদি কোনো ব্যক্তি সত্যবাদিতার উপর সর্বদাই প্রতিষ্ঠিত থাকে, আশা করা যায় যে, তার মৃত্যু সত্যের উপর সংঘটিত হবে এবং সে জান্নাত লাভ করবে।

كَذَّابٌ -এর জন্য কি দোজখ আবশ্যক : كَذَّابٌ অর্থ– অধিক মিথ্যাবাদী। যদি কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং সর্বক্ষণ মিথ্যাবাদিতায় লিপ্ত থাকে, এটা তাকে পাপাচারে লিপ্ত করবে আর পাপাচার তাকে দোজখের দিকে নিক্ষেপ করবে। এ হিসেবে মিথ্যাবাদী দোজখি হওয়ার কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

اَلصِّدْقُ দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে : অত্র হাদীসে "اَلصِّدْقُ" শব্দটি ব্যাপকার্থক ও সামগ্রিক অর্থ দানকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর দ্বারা শুধু কথার সত্যতাই উদ্দেশ্য নয়; বরং কথা, কাজ, চিন্তা, বিশ্বাস ও আচার-আচরণ তথা জীবনের সর্বক্ষেত্রে সত্যতা ন্যায়ানুগতার অনুসরণ উদ্দেশ্য। এজন্যই হাদীসে اَلصِّدْقُ يُنْجِيْ আর اَلْكِذْبُ يُهْلِكُ বলা হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠা দ্বারা নেক আমল করতে সহায়ক হয়, মানুষের নিকট হয় নন্দিত। নবী করীম ﷺ এ গুণের কারণেই সমাজের সকলের কাছে 'আল-আমীন' ও 'সিদ্দীক' উপাধি লাভ করেছিলেন। পরে এ উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)। পক্ষান্তরে আবূ জাহ্ল, ওতবা, শায়বা ছিল মিথ্যাবাদী। ফলে এরা হয়েছিল মানুষের নিকট নিন্দিত। সুতরাং এ হাদীস থেকে এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, আমরা 'সিদ্দীক' (صِدِّيْقٌ) গুণে গুণান্বিত হয়ে নেক কাজের মাধ্যমে জান্নাতের পথ অবলম্বন করব।

وَعَنْ ٤٦١٤ أُمِّ كُلْثُوْمٍ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِيْ خَيْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬১৪. অনুবাদ : হযরত উম্মে কুলছূম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সেই ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে, ভালো কথা বলে এবং ভালো কথা আদান-প্রদান করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ -এর ব্যাখ্যা : মিথ্যা দু-ধরনের হতে পারে–

১. মানুষের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অথবা মূল ঘটনাকে গোপন করার উদ্দেশ্যে অপ্রয়োজনে মিথ্যা বলা। এটা নাজায়েজ ও হারাম।
২. বিবদমান দু-ব্যক্তি বা দু-দলের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা। এরূপ মিথ্যা বলাকে শরিয়ত বৈধ সাব্যস্ত করেছে। উল্লিখিত হাদীসাংশে এ প্রকার মিথ্যার কথা বলা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সরাসরি মিথ্যা না বলে যথাসম্ভব 'তাওরিয়া' করা উচিত।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, দু-ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যকার বিবাদ মীমাংসার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ভালো ও রুচিসম্মত কথা বলে বিবদমান পক্ষদ্বয়কে নিরস্ত করে, এরূপ করতে যদি কিছুটা তথ্যের অপলাপও হয়, তবুও সে মিথ্যুক নয়।

রাবী পরিচিত : নাম– উম্মে কুলছূম (রা.), পিতার নাম– ওকবা ইবনে আবী মু'আইত (রা.)। তিনি মক্কা শরীফে ঈমান গ্রহণ করেন ও পদব্রজে হিজরত করেন এবং রাসূল ﷺ -এর পবিত্র হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। মদিনায় হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। মূতার যুদ্ধে হযরত যায়েদ ইবনে হারিছা (রা.) শাহাদাত বরণ করার পর হযরত যুবাইর ইবনে আওয়াম (রা.)-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। অতঃপর হযরত যুবাইর (রা.) কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হলে হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.)-এর সাথে বিয়ে হয়। এ ঘরে 'ইবরাহীম' ও 'হামীদ' নামে দুটো সন্তান হয়। অতঃপর হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রা.) ইন্তেকাল করলে হযরত আমর ইবনুল 'আস (রা.)-এর সাথে তাঁর বিয়ে হয়। এখানে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত উম্মে কুলছূম (রা.) মৃত্যুবরণ করেন।

وَعَنْ ٤٦١٥ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَيْتُمُ الْمَدَّاحِيْنَ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬১৫. অনুবাদ : হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমরা প্রশংসায় বাড়াবাড়িকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَدَّاحِيْن বলতে কাদেরকে বোঝানো হয়েছে : অত্র হাদীসে مَدَّاحِيْن বলতে সেসব লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে, যারা বিভিন্ন কায়দায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কারো অযথা প্রশংসা করতে অভ্যস্ত। এরূপ প্রশংসাকারীর তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। কেননা এতে প্রশংসিত ব্যক্তির অন্তরে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে এবং সে ধোঁকায় পড়তে পারে। পক্ষান্তরে কারো ভালো কাজের প্রশংসা করা কিংবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির যোগ্যতা প্রকাশ করা বৈধ।

قَوْلُهُ فَاحْثُوْا فِىْ وُجُوْهِهِمُ التُّرَابَ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– প্রশংসায় বাড়াবাড়িকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ বাক্যটির মর্ম উদ্‌ঘাটনে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো–

১. কেউ কেউ হাদীসটিকে তার প্রকাশ্য অর্থেই ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এ ধরনের প্রশংসাকারীদের মুখে মাটি নিক্ষেপ কর।
২. আবার কেউ কেউ اَلتُّرَابٌ শব্দটি মাল বা সম্পদ অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এরূপ প্রশংসাকারী ব্যক্তিদেরকে মালসম্পদ দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দাও। নতুবা তারা দুর্নাম করবে এবং বিরুদ্ধে আন্দোলন করবে।
৩. আবার কেউ কেউ বলেন, اَلتُّرَابٌ শব্দ দ্বারা সামান্য সম্পদ বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তিদেরকে সামান্য কিছু দিয়ে বিদায় করে দাও।
৪. আবার কেউ কেউ বাক্যটিকে বঞ্চিত করার অর্থে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ 'উদ্দেশ্য লিপ্সু প্রশংসাকারীদেরকে তার গর্হিত উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত করে দাও।'

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীসটি অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে অযথা কারো প্রশংসা করা গর্হিত কাজ। অবশ্য কারো ভালো কাজের প্রশংসা করা কিংবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির যোগ্যতা প্রকাশ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম- মিক্‌দাদ (রা.), পিতার নাম- আল-আসওয়াদ। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে ৬ষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আলী (রা.) ও হযরত তারিক ইবনে শিহাব (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি মদিনা থেকে তিন মাইল দূরে 'জুরফ' নামক স্থানে হিজরি ৩৩ সালে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। 'জান্নাতুল বাকী'তে তাঁকে দাফন করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٦١٦ أَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ اَثْنٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ ثَلٰثًا مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا لَا مُحَالَةَ فَلْيَقُلْ اَحْسِبُ فُلَانًا وَاللّٰهُ حَسِيْبُهٗ اِنْ كَانَ يَرٰى اَنَّهٗ كَذٰلِكَ وَلَا يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ বকরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির খুব প্রশংসা করল। এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, 'হায় দুর্ভাগা! তুমি তোমার ভাইয়ের গলা কাটলে।' এ বাক্য তিনবার বললেন। অতঃপর বললেন, যদি তোমরা কারো প্রশংসা করা প্রয়োজন মনে কর, তবে এরূপ বলবে, 'আমি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ করি, প্রকৃত অবস্থার সঠিক হিসাব আল্লাহ তা'আলাই জানেন'। আর এটা ঐ সময় বলবে, যখন সে ব্যক্তি সম্পর্কে সত্যি সত্যিই তুমি এ ধারণা পোষণ করবে। কাউকে পূত-পবিত্র আখ্যায়িত করতে আল্লাহ তা'আলার উপর বাড়াবাড়ি করবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَيْلَكَ قَطَعْتَ الخ দ্বারা কাকে সম্বোধন করা হয়েছে : নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে জনৈক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করলে তিনি তাকে উদ্দেশ্য করে এ বাণী উচ্চারণ করেন।

قَوْلُهٗ وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُنُقَ اَخِيْكَ -এর মর্মার্থ : আল্লামা নববী (র.) বলেন, বাক্যটি এখানে اِسْتِعَارَهْ [রূপক] হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। قَطْع দ্বারা قَتْل -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা উভয় শব্দের অর্থ ধ্বংস করা। তবে এখানে দীনের ব্যাপারে ধ্বংস বোঝানো হয়েছে। কেননা প্রশংসা করার দ্বারা প্রশংসিত ব্যক্তির মধ্যে গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি হয়, যা পরকালীন জীবনে কঠিন শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য পার্থিব ধ্বংস উদ্দেশ্য হওয়ার ক্ষেত্রেও কোনো অসুবিধা নেই।

হাদীস অনুসারে কারো প্রশংসা করার নিয়ম : অত্র হাদীস অধ্যয়নে বোঝা যায় যে, কাউকে একান্ত প্রশংসা করতে হলে এরূপ বলবে যে, আমার ধারণায় লোকটি এরূপ। যেমন– সত্যবাদী, ন্যায়নিষ্ঠ, আদর্শ চরিত্র, নির্মল ও পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, এ হাদীসে কারো প্রকৃত গুণের বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়নি ; বরং চাটুকারিতামূলক প্রশংসা ও প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ لَا يُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো– 'কারো প্রতি আত্মবিশুদ্ধতা বা নিষ্কলুষতা সম্পর্কিত করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার উপর বাড়াবাড়ি করবে না।' যেহেতু এটা গায়েব বা অদৃশ্য বিষয়, যা সম্পর্কে আল্লাহ অধিক অবহিত। সুতরাং যে বিষয়টি তোমার নিজের জানার কথা নয়, তা অতিরঞ্জিত করে বলতে গিয়ে প্রকারান্তরে আল্লাহ তা'আলার উপর বাড়াবাড়ি করবে না। কারণ আল্লাহ তা'আলাই তার প্রকৃত মর্যাদাগত অবস্থান জানেন, তুমি তা জান না।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীসটি অধ্যয়নে আমরা নিম্নে উল্লিখিত জ্ঞান লাভ করতে পারি–

১. কারো অযথা অতিরিক্ত প্রশংসা করা হত্যার শামিল। ২. যদি কারো উপযুক্ত প্রশংসা করতে হয়, তবে এরূপ বলতে হবে– 'আমি অমুক ব্যক্তিকে পুণ্যবান, দাতা ইত্যাদি মনে করি।' ৩. কারো প্রশংসার ক্ষেত্রে বাড়িবাড়ি করা যাবে না।

রাবী পরিচিতি : নাম- হযরত নুফাই (রা.), মতান্তরে মাসরূর, তাঁর উপনাম-আবূ বকরাহ, পিতার নাম-হারিছ ইবনে কালদাহ, মাতার নাম-সামিয়াহ। তিনি নবী করীম ﷺ-এর যুগে বিশিষ্ট ডাক্তার ছিলেন। তিনি তায়েফের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন। ইলমে হাদীসে তাঁর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : নবী করীম ﷺ থেকে তিনি সর্বমোট ১৩২ খানা হাদীস বর্ণনা করেছেন।

মৃত্যুবরণ : তিনি বসরা নগরীতে ৪৯ মতান্তরে ৫২ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে বসরাতেই সমাহিত করা হয়।

وَعَنْ ٤٦١٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اِغْتَبْتَهٗ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهٗ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ اِذَا قُلْتَ لِاَخِيْكَ مَا فِيْهِ فَقَدْ اِغْتَبْتَهٗ وَاِذَا قُلْتَ مَا لَيْسَ فِيْهِ فَقَدْ بَهَتَّهٗ .

৪৬১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান গিবত কাকে বলে? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার মুসলমান ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলা, যা তার কাছে খারাপ লাগবে। জিজ্ঞেস করা হলো, যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে সেই ত্রুটি বিদ্যমান থাকে, যেই ত্রুটি সম্পর্কে আমি বললাম, তবুও কি গিবত বলা হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যে দোষ-ত্রুটির কথা বললে, তার মধ্যে সেই দোষ-ত্রুটি থাকলেই তো তুমি গিবত করলে। আর যদি দোষ-ত্রুটি বর্তমান না থাকে, তবে তুমি 'বুহ্তান' [মিথ্যারোপ] করলে। –[মুসলিম] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, যদি তুমি তোমার ভাইয়ের এমন দোষের কথা বল, যা তার মধ্যে রয়েছে, তবে তুমি তার গিবত করলে। আর যদি তার সম্পর্কে এমন দোষের কথা বল, যা তার মধ্যে নেই, তবে তুমি তার 'বুহ্তান' [মিথ্যা অপবাদ] করলে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعْرِيْفُ الْغِيْبَةِ وَالْبُهْتَانِ :

اَلْبُهْتَانُ ও اَلْغِيْبَةُ-এর সংজ্ঞা : اَلْغِيْبَةُ শব্দের অর্থ হলো– পরনিন্দা বা দোষ চর্চা। ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃতই যে দোষ রয়েছে, তার অসাক্ষাতে সেই দোষ আলোচনা করার নামই اَلْغِيْبَةُ; আর ব্যক্তির মধ্যে যে দোষ নেই, তার প্রতি এরূপ দোষারোপকে اَلْبُهْتَانُ বা মিথ্যা অপবাদ বলা হয়।

গিবত নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ : মুহাদ্দিসীনে কেরাম গিবত নিষিদ্ধ হওয়ার যে কারণসমূহ নিরূপণ করেছেন, নিম্নে সেগুলো বর্ণনা করা হলো–

১. গিবতের কারণে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, মহব্বত, সহৃদয়তা ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট হয়।
২. গিবতের ফলে সামাজিক জীবনে ঘৃণা, বিদ্বেষ ও শত্রুতার উন্মেষ ঘটে।
৩. এর পরিণতিতে মারামারি, রক্তারক্তি ও হানাহানি সংঘটিত হয়।
৪. গিবতের কারণে সামাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও ভারসাম্য বিনষ্ট হয় এবং গিবত পরিবেশকে কলুষিত, বিঘ্নিত ও অশান্তিময় করে তোলে।
৫. সর্বোপরি জাতীয় ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট হয় এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে।

'গিবত' ও 'বুহ্তান'-এর হুকুম : গিবত তথা ব্যক্তির প্রকৃত দোষ সম্পর্কে অসাক্ষাতে আলোচনা করা নিষিদ্ধ। হাদীসে গিবতকে ব্যভিচারের চেয়েও মারাত্মক অপবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন– اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا এ ছাড়া পবিত্র কুরআনেও মৃত ব্যক্তির গোশ্ত ভক্ষণ করার সাথে এর তুলনা করা হয়েছে। তবে কারো সাক্ষাতে তাকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে দোষ বর্ণনায় পাপ নেই। অনুরূপভাবে জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণ ও দীনের হেফাজতের উদ্দেশ্যে কারো নিন্দা প্রকাশ করায় কোনো দোষ নেই। যেমন, কোনো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করা বা আল্লাহদ্রোহীদের দোষ-ত্রুটি তুলে ধরা, যাতে দীনের হেফাজত হয়। অত্যাচারিত ও নিপীড়িত ব্যক্তি অত্যাচারী সম্পর্কে লোকের নিকট কিংবা বিচারকের নিকট তার অত্যাচারের কাহিনী ও দোষ-ত্রুটি তুলে ধরতে পারে। বিচারক, শাসক ও নেতা যদি অবিচার করে কিংবা উৎকোচ গ্রহণ করে, তবে এ সম্পর্কে জনসমাবেশে নিন্দা করা জায়েজ আছে। ধর্মীয় কাজ করে বিনিময়ে দান-সদকা অথবা শরিয়তের পরিপন্থি বিদ'আত প্রচার করলে তার বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ ও প্রচারণা জায়েজ। ভণ্ড ধার্মিক ও দরবেশের ভেলকিবাজি সম্পর্কে জনসাধারণের সম্মুখে নিন্দাবাদ করাও জায়েজ আছে।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ **-এর তাৎপর্য :** হাদীস শরীফের বিভিন্ন স্থানে এ বাক্যের প্রয়োগ দেখা যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করে কোনো কিছু জানতে চাইলে তাঁরা বলতেন- اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ অর্থাৎ 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশি জানেন।' এরূপ বলার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে, যেমন-

১. সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল ﷺ -এর সামনে নিজেদেরকে অভিজ্ঞ বলে পরিচয় দেওয়াকে সমীচীন মনে করতেন না।

২. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জ্ঞান ছিল অসম্পূর্ণ, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন জ্ঞানে পরিপূর্ণ।

৩. সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর জ্ঞান ছিল বাহ্যিক দিক থেকে ; কিন্তু এর অন্তর্নিহিত জ্ঞান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই জানতেন।

وَعَنْ ٤٦١٨ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا اِسْتَاْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِئْذَنُوْا لَهٗ فَبِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِهٖ وَانْبَسَطَ اِلَيْهِ فَلَمَّا انْطَلَقَ الرَّجُلُ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْتَ لَهٗ كَذَا وَكَذَا ثُمَّ تَطَلَّقْتَ فِيْ وَجْهِهٖ وَانْبَسَطْتَّ اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَتٰى عَاهَدْتِّنِيْ فَحَّاشًا اِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اِتِّقَاءَ شَرِّهٖ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِتِّقَاءَ فُحْشِهٖ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬১৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-কে বললেন, তাকে আসার অনুমতি দাও। সে নিজের গোত্রের খারাপ ব্যক্তি। যখন লোকটি তাঁর দরবারে এসে বসল, তখন নবী করীম ﷺ প্রশস্ত ললাটে তার দিকে তাকালেন এবং মৃদু-হাস্যে তার সাথে কথা বললেন। যখন লোকটি চলে গেল, তখন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি লোকটি সম্পর্কে এমন এমন বলেছেন, অতঃপর আপনিই তার সাথে প্রশস্ত ললাটে সাক্ষাৎ করেছেন এবং মৃদু হেসে কথা বলেছেন। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তুমি কি আমাকে কখনো প্রগল্‌ভ [অশ্লীলভাষী] পেয়েছ? কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে মানুষের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে সে-ই নিকৃষ্ট হবে, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতার ভয়ে পরিত্যাগ করবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"رَجُلًا" **দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?** হাদীসে বর্ণিত رَجُلًا দ্বারা عُيَيْنَةُ بْنُ حُصَيْنٍ অথবা مَخْرَمَةُ بْنُ نَوْفَلٍ -কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। লোকটি মুনাফেক ছিল। সে সর্বদা নির্ভীক চিত্তে কপটতা করত। রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকালের পর সে মুরতাদ হয়ে যায়। পরবর্তীতে তাকে বন্দি অবস্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর দরবারে উপস্থিত করা হয়।

قَوْلُهُ فَبِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** আগন্তুক ব্যক্তির কণ্ঠ শুনে সাহাবায়ে কেরামদের লক্ষ্য করে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন- فَبِئْسَ اَخُو الْعَشِيْرَةِ অর্থাৎ 'গোত্রের সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি।' তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তিটি গিবতের পর্যায়ভুক্ত নয়। কেননা সে একজন প্রসিদ্ধ কপট এবং প্রকাশ্য প্রতিবাদকারী ছিল। দ্বিতীয়ত এটা উম্মতের জন্য রাসূল ﷺ -এর দয়া স্বরূপ। কারণ তাঁর কথায় মুনাফেকদের কপটকতা সম্পর্কে সতর্ক থাকার প্রতি ইঙ্গিত ছিল, যা একজন নবীর জন্য কর্তব্য বটে। হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মুসলমানদের বাঁচানোর লক্ষ্যে মুনাফেক-ফাসিকদের নিন্দা করা বৈধ।

قَوْلُهُ فَلَمَّا جَلَسَ تَطَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ وَجْهِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** খারাপ লোকটি যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বসল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশস্ত ললাটে তার দিকে তাকালেন এবং মৃদু হেসে কথাবার্তা বললেন। এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, লোকটি এত খারাপ হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন তার সাথে ভালো ব্যবহার করলেন? উত্তরে বলা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন করুণার আঁধার। তাঁর চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ صلے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ع (سُوْرَةُ اٰلِ عِمْرَانَ : ١٥٩)

অর্থাৎ 'আপনি আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে তাদের জন্য নম্র হয়েছেন। যদি আপনি রূঢ় মেজাজের ও কঠোর স্বভাবের অধিকারী হতেন, তাহলে তারা আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেত।'

উল্লিখিত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ আগন্তুক ব্যক্তির সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করেছেন।

قَوْلُهُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللّٰهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الخ -এর ব্যাখ্যা : জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হলো, সে ছিল চিহ্নিত মুনাফেক। সে সর্বদা নির্ভীক চিত্তে কপটতা করত। তা সত্ত্বেও নবী করীম ﷺ তার সাথে ভালো ব্যবহার করলেন। হযরত আয়েশা (রা.) কারণ জিজ্ঞেস করায় রাসূল ﷺ উত্তরে বললেন,'তুমি আমাকে কখনো অশ্লীলভাষী পেয়েছ কি? নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে মানুষের মধ্যে সে-ই মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট হবে, যাকে মানুষ তার অনিষ্টের ভয়ে ত্যাগ করবে।' অপর এক বর্ণনায় আছে, 'যাকে মানুষ তার অশ্লীলতার ভয়ে পরিত্যাগ করবে।' এ উক্তির মাধ্যমে রাসূল ﷺ বোঝাতে চেয়েছেন যে, ব্যক্তি যতই খারাপ হোক না কেন তার সাথে খারাপ বা অশ্লীল ব্যবহার করা যাবে না।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষা লাভ করতে পারি। যেমন–

১. আগন্তুক বা দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিদের সাথে সদাচরণ করা উচিত, যদিও সে খারাপ লোক হয়।

২. অনিষ্টকারীদের দুষ্কর্ম থেকে জনসাধারণকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে যদি তাদের সমালোচনা করা হয়, তাহলে সেটা গিবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

وَعَنْ ٤٦١٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَانَةِ أَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ فَيَقُوْلُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ فِيْ بَابِ الضِّيَافَةِ.

৪৬১৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার সকল উম্মত ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে আছে ; কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের অপবাদ প্রকাশকারী, সে ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে নয়। এটা কতই ভ্রুক্ষেপহীনতা বা লজ্জাহীনতার কাজ যে, লোক রাতে খারাপ কাজ করে, আর আল্লাহ তা'আলা তার কুকর্ম গোপন করে রাখেন। অতঃপর সকাল হতেই লোকদেরকে বলে ফেলে, হে অমুক! আমি রাতে এরূপ কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা রাতে তার দোষ ঢেকে ছিলেন, সকালে হতেই সে আল্লাহ তা'আলার পর্দা উন্মুক্ত করে দিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ الخ যিয়াফত পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْمُجَانَةُ -এর পরিচয় : সেই ব্যক্তিকে বলে, যে ব্যক্তি কোনো অপরাধ করে মানুষের কাছে সেটা প্রকাশ করতে কোনো প্রকার দ্বিধা-সংকোচ বোধ করে না। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, রাতের অন্ধকারে গোপনে কৃতকর্মকে সকালে মানুষের কাছে প্রকাশকারীকে مَجَانَةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ كُلُّ أُمَّتِيْ مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرُوْنَ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– আমার উম্মতের সকলকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে ; কিন্তু যারা নিজেদের অপরাধ প্রকাশকারী, তারা ক্ষমার অন্তর্ভুক্ত হবে না। এর মর্মার্থ এই নয় যে, নিজেদের অপরাধ প্রকাশকারীদের ছাড়া আর কাউকে শাস্তি দেওয়া হবে না ; বরং এর মর্ম এই যে, যারা নিজের অপরাধের কথা গোপন রাখে, তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করা হবে না বা কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে না। পক্ষান্তরে যারা অপরাধ করার পর সেটা

লোকদের বলে বেড়ায়, তারা কঠিন শাস্তির যোগ্য হবে। এ বক্তব্যের মাধ্যম আল্লাহর রাসূল ﷺ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, ঘটনাক্রমে কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে যদি কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়, তবে যেন সে সেটাকে জনসমক্ষে প্রকাশ না করে।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করে থাকি যে, কারো দ্বারা কোন অপরাধ সংঘটিত হলে সেটা জনসমক্ষে প্রকাশ করা উচিত নয়। কেননা এর ফলে অপরাধকারী কঠিন শাস্তির যোগ্য হয়ে যায়। অতএব, সেটা গোপন রেখে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করাই বাঞ্ছনীয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٢٠ - عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ وَهُوَ بَاطِلٌ بُنِىَ لَهُ فِىْ رَبَضِ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَهُوَ مُحِقٌّ بُنِىَ لَهُ فِىْ وَسْطِ الْجَنَّةِ وَمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُنِىَ لَهُ فِىْ اَعْلَاهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَكَذَا فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَفِى الْمَصَابِيْحِ قَالَ غَرِيْبٌ)

৪৬২০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি মিথ্যা বলা পরিত্যাগ করবে, অথচ মিথ্যা হলো প্রকৃতই একটি নিরর্থক কাজ, তার জন্য বেহেশতের এক প্রান্তে একটি প্রাসাদ তৈরি করা হবে। যে ব্যক্তি ঝগড়াঝাঁটি পরিত্যাগ করবে অথচ ন্যায়ত সে ঝগড়ার যোগ্য, তার জন্য বেহেশতের মাঝখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের চরিত্রকে উত্তম করবে, তার জন্য বেহেশতের উঁচু এলাকায় একটি প্রাসাদ বানানো হবে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হাসান। শরহে সুন্নায়ও হাসান বলা হয়েছে; কিন্তু মাসাবীহ গ্রন্থকার বলেন হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْفَرْقُ بَيْنَ تَرْكِ الْكِذْبِ وَتَرْكِ الْمِرَاءِ :

تَرْكِ مِرَاءٍ এবং تَرْكِ كِذْبٍ -এর মধ্যকার পার্থক্য : যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করেছে, তার মর্যাদা ঐ ব্যক্তি হতে নিচে যে ব্যক্তি বিবাদ পরিত্যাগ করেছে। আর مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ অর্থ হলো– 'মিথ্যা পরিত্যাগ করেছে।' কিন্তু বিবাদ পরিত্যাগ করেনি। পক্ষান্তরে যে বিবাদ ত্যাগ করেছে, তার মিথ্যা বলার প্রয়োজন নেই। কারণ বিবাদ-ই মিথ্যা বলাকে অবশ্যম্ভাবী করে। মোটকথা, تَرْكُ الْكِذْبِ . تَرْكُ الْمِرَاءِ - تَرْكُ الْمِرَاءِ . تَرْكُ الْكِذْبِ -কে লাযেম করে না; কিন্তু تَرْكُ الْكِذْبِ -কে অধিকাংশ ক্ষেত্রে লাযেম করে। এজন্য مَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ -এর মর্যাদা مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ থেকে অনেক নিচে।

قَوْلُهُ مَنْ تَرَكَ الْكِذْبَ الخ -এর তাৎপর্য : নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি মিথ্যা পরিত্যাগ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতে একটি প্রাসাদ তৈরি করবেন। এখানে মিথ্যা বলতে ঝগড়া-বিবাদের ক্ষেত্রে মিথ্যা বলাকে বোঝানো হয়েছে। পরবর্তী বাক্য এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করে। অবশ্য মিথ্যা এখানে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায় কোনো অসুবিধা নেই। বস্তুত মিথ্যা এমন একটি অভ্যাস যা মানুষকে জঘন্যতম পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে। মিথ্যাবাদী যে কোনো পাপকার্য করতে দ্বিধা-সংকোচ করে না। হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, 'মিথ্যা যাবতীয় পাপকাজের মূল'। আর এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মিথ্যা পরিত্যাগকারীকে শুভ পরিণামের সুসংবাদ দিয়েছেন, যাতে সে মিথ্যা পরিত্যাগ করে যাবতীয় পাপকাজ থেকে বেঁচে থাকতে পারে।

قَوْلُهُ مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ بُنِىَ لَهُ الخ -এর ব্যাখ্য : যে ব্যক্তি স্বীয় চরিত্রকে সুন্দর করেছে এবং ঝগড়া-বিবাদ, মিথ্যা ইত্যাদি পাপকার্য পরিত্যাগ করেছে, তার জন্য বেহেশতের উঁচু এলাকায় প্রাসাদ বানানো হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায় যে, চরিত্র এমন বিষয়, যা সাধনা দ্বারা অর্জন করতে পারে। আর এজন্য রাসূল ﷺ চারিত্রিক সৌন্দর্য লাভের জন্য দোয়াও করতেন। অতএব যে ব্যক্তি উত্তম চরিত্র অর্জন করেছে, তার পরিণাম ফল শুভ, আর যে চরিত্র হারিয়েছে সে সর্বস্ব হারিয়েছে।

قَوْلُهُ وَسْطُ الْجَنَّةِ -এর অর্থ : "وَسْط" শব্দের অর্থ– 'মধ্য' হলেও স্থানবিশেষে এটা উত্তম অর্থে ব্যবহৃত হয়। অত্র হাদীসে মধ্যবর্তী অর্থ হলেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা মধ্যবর্তী স্থানও উত্তম হতে পারে। এ হাদীসের এ বাক্যের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি কোনো ব্যাপারে ন্যায়পরায়ণ ও সত্যবাদী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিপক্ষের সাথে ঝগড়াঝাঁটি করা থেকে বিরত থাকে, তখন তার এ মহত্ত্বের পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তার জন্য বেহেশতের মধ্যস্থলে তথা উত্তম স্থানে একখানা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। কেননা সে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে অন্যের প্রাণে আঘাত দেওয়া থেকে স্বেচ্ছায় বিরত রয়েছে। এটাই তার মহত্ত্ব।

قوله اعلى الجنة -এর বর্ণনা : বেহেশতের ভিতরে যে কোনো স্থানই উত্তম ও উৎকৃষ্ট। তবুও আমল ও মর্যাদা হিসেবে একে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। তবে হ্যাঁ, প্রবেশকারীর জন্য সব স্থান সমান হলেও আমল হিসেবে এর মধ্যে পার্থক্য থাকবে।

وَعَنْ ٤٦٢١ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ الْأَجْوَفَانِ الْفَمُ وَالْفَرْجُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৬২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা কি জান, মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি বেহেশতের প্রবেশ করাবে? সেটা হলো, আল্লাহভীতি ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান, মানুষকে কোন জিনিস সবচেয়ে বেশি দোজখে প্রবেশ করাবে? সেটা হলো, দুটো গহ্বর; একটি মুখ, অপরটি জননেন্দ্রিয় [লজ্জাস্থান]। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَقْوَى اللّٰهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ -এর ব্যাখ্যা : "تَقْوٰى" শব্দের অর্থ– আল্লাহভীতি, পরহেজগারি, বিরত থাকা ইত্যাদি। تَقْوٰى -এর সর্বনিম্ন স্তর হলো শিরক থেকে বিরত থাকা, আর সর্বোচ্চ স্তর হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর ধারণা-কল্পনা থেকে অন্তরকে বিরত রাখা। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, تَقْوَى اللّٰهِ দ্বারা আল্লাহর সাথে উত্তম সম্পর্ক স্থাপন করার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ যা কিছু করার নির্দেশ দিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করা, আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকার দ্বারাই তাঁর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

حُسْنُ الْخُلُقِ অর্থ হলো– 'উত্তম চরিত্র'। এর সর্বনিম্ন স্তর হলো, মানুষকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা আর সর্বোচ্চ স্তর হলো, যারা খারাপ ব্যবহার করবে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীসে حُسْنُ الْخُلُقِ দ্বারা সৃষ্টজীবের সাথে ভালো ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

বেহেশতে যাওয়ার অবলম্বন : অত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বেহেশতে যাওয়ার বড় অবলম্বন تَقْوَى اللّٰهِ ও حُسْنُ الْخُلُقِ তথা আল্লাহ ভীতি ও সৎ স্বভাব। বস্তুত এ দুটো গুণ যার মধ্যে আছে, সে পুরোপুরিভাবেই ইসলামের অনুসারী। কেননা "حُسْنُ الْخُلُقِ" বলতে বোঝায় আল্লাহ নির্দেশিত পথের সঠিক অনুসরণ করাকে এবং "حُسْنُ الْخُلُقِ" বলতে বোঝায় সৃষ্টজীবের প্রতি উত্তম আচরণ করাকে। আর স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে উত্তম সম্পর্ক স্থাপনই হলো আসল ইসলাম। অতএব, এ দুটো গুণই বেহেশতে যাওয়ার উত্তম অবলম্বন।

কোন কোন বস্তুর কারণে জাহান্নামে যাবে : নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে মানুষ অধিক পরিমাণে জাহান্নামে যাবে। মুখের দ্বারাই মানুষ মিথ্যা কথা, অশ্লীল বাক্য, কুফরি কালাম, গিবত, বুহতান ও মিথ্যা সাক্ষ্যদান ইত্যাদি পাপকর্ম করে থাকে। আর লজ্জাস্থান দ্বারাই মানুষ ব্যভিচারিতার পাপে লিপ্ত হয়। সুতরাং এ দুটো অঙ্গই মানুষকে অধিক পরিমাণে জাহান্নামি করবে।

مَعْنَى الْجَنَّةِ وَعَدَدُهَا :

اَلْجَنَّةُ শব্দের অর্থ ও তার সংখ্যা : "اَلْجَنَّةُ" শব্দটির আভিধানিক অর্থ– উদ্যান, স্বর্গোদ্যান, বেহেশত। পরিভাষায় সেই অনাবিল শান্তির স্থানকে বোঝায়, যা মৃত্যুর পর মু'মিনগণ লাভ করবেন।

"اَلْجَنَّةُ" -এর সংখ্যা : جَنَّةٌ তথা বেহেশত হচ্ছে আটটি–

১. دَارُ السَّلَامِ [দারুস সালাম]।
২. دَارُ الْقَرَارِ [দারুল কারার]।
৩. دَارُ الْمَقَامِ [দারুল মাকাম]।
৪. جَنَّةُ النَّعِيْمِ [জান্নাতুন্ নাঈম]।
৫. جَنَّةُ الْمَأْوٰى [জান্নাতুল মাওয়া]।
৬. جَنَّةُ الْخُلْدِ [জান্নাতুল খুলদ]।
৭. جَنَّةُ الْعَدْنِ [জান্নাতুল আদন]।
৮. جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ [জান্নাতুল ফিরদাউস]।

٤٦٢٢ - وَعَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الْخَيْرِ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنَ الشَّرِّ مَا يَعْلَمُ مَبْلَغَهَا يَكْتُبُ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ اِلٰى يَوْمِ يَلْقَاهُ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوٰى مَالِكٌ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ نَحْوَهُ)

৪৬২২. অনুবাদ : হযরত বেলাল ইবনে হারিছ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষ মুখ দিয়ে ভালো কথা বলে; কিন্তু সে এর পদমর্যাদা জানে না। আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তাঁর সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করেন, যে যাবৎ না সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। অপরদিকে মানুষ মুখ দিয়ে মন্দ কথা বলে; কিন্তু সে জানে না তার পরিণাম কতটুকু। আল্লাহ তা'আলা এ কারণে তার উপর নিজের ক্রোধ ও অসন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করতে থাকেন, যে যাবৎ না সে আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাৎ করে। –[শরহে সুন্নাহ। ইমাম মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ (র.) অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** মুখ হলো মানুষের ভালো-মন্দের পরিচায়ক। এ মুখ দ্বারাই সে যেমন মানুষের কাছে প্রিয় বা অপ্রিয় হতে পারে, তেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিও লাভ করতে পারে। অনেক সময় মানুষ সামান্য একটা ভালো কথা বলে, আর এ সামান্যতম কারণে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা কতটুকু তা সে উপলব্ধি করতে পারে না। পক্ষান্তরে এ সামান্য কথাটি আল্লাহ তা'আলার নিকট অতি প্রিয় হওয়ায় তিনি কিয়ামতের দিন পর্যন্ত তার জন্য নিজ সন্তুষ্টি নির্ধারণ করে দেন। অর্থাৎ এ সামান্য কথাটির কারণে সে সৎকাজ করার তাওফীক লাভ করবে এবং পরকালীন জীবনে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে।

قَوْلُهُ يَكْتُبُ اللّٰهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ **-এর ব্যাখ্যা :** কিয়ামত পর্যন্ত তার সন্তুষ্টি লিপিবদ্ধ করা– এ সময়সীমা নির্দিষ্ট করার মধ্যে হিকমত নিহিত রয়েছে। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর ব্যাখ্যায় বলেন, যতদিন সে দুনিয়ায় বেঁচে থাকবে, ততদিন নাগাদ সে মানুষের কাছে প্রিয় ও প্রশংসিত হয়ে থাকবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাকে নেক ও কল্যাণের কাজে নিয়োজিত থাকতে সাহায্য করতে থাকবেন। মৃত্যুর পর কবরের আযাব থেকে তাকে হেফাজত করবেন এবং কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে সৌভাগ্যবান হয়ে উঠবে। অতঃপর স্ব-স্ব সম্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

قَوْلُهُ يَكْتُبُ اللّٰهُ بِهَا عَلَيْهِ سَخَطَهُ **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষ নিজ ধারণা মতে অতি ক্ষুদ্র ও সামান্য মন্দ কথা বলে এবং একে দোষের কথা মনে করে না। অথচ এটা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির কারণ হয়। এ সামান্য মন্দ কথার কারণেই সে দুনিয়া থেকে কিয়ামত পর্যন্ত সকল স্থানে সে আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকবে।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীসটি অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, সামান্য একটি ভালো কথাও মানুষকে জান্নাতে পৌঁছে দেয়। আবার অতি ক্ষুদ্র মন্দ কথার কারণে সে জাহান্নামি হয়ে যায়। অতএব, কথাবার্তার ক্ষেত্রে সংযম ও সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– বেলাল (রা.), পিতার নাম– হারিছ, উপনাম– আবূ 'আবদুর রাহমান বা আবূ আব্দুল্লাহ। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি হিজরি ৫ম সালে 'মুযাইনা' গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে নবী করীম ﷺ -এর দরবারে আসেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি 'মুযাইনা' গোত্রের পতাকা বহন করেন। অতঃপর তিনি বসরায় গিয়ে বসবাস করেন।

ইন্তেকাল : হযরত বেলাল (রা.) হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর রাজত্বকালের শেষদিকে ৬০ হিজরিতে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٦٢٣ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ (رحـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ)

৪৬২৩. অনুবাদ : হযরত বাহয ইবনে হাকীম (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি [দাদা] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ধ্বংস তাদের জন্য, যারা কথা বলে আর জনতাকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। তার উপর ধ্বংস, তার উপর ধ্বংস।

–[আহমদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ -এর ব্যাখ্যা : সত্য কথা বলে লোকদেরকে হাসানোর মধ্যে কোনো দোষ নেই। কোনো কৌতুকের ছলে বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে রসিকতা করে সত্য সত্য কথা বলে লোকদেরকে হাসানো জায়েজ আছে। বস্তুত এটা হাসি-ঠাট্টার আওতাভুক্ত; বরং একে সুন্নতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও বলা যায়। কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করে মিথ্যা রূপকাহিনী বর্ণনা করে জনতাকে হাসানোর কাজটিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা নাজায়েজ।

وَيْلٌ -একাধিকবার বলার কারণ : আলোচ্য হাদীসে "وَيْلٌ" শব্দটি পর পর তিনবার বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, পরবর্তী দু-বার প্রথমটির জন্য تَاكِيْد হয়েছে। প্রথম وَيْلٌ হলো কবর, দ্বিতীয় وَيْلٌ হাশর এবং তৃতীয় وَيْلٌ জাহান্নাম।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করে থাকি যে, মিথ্যা ও অবান্তর রূপকথা বলা এবং এর দ্বারা মানুষকে হাসানো অবৈধ। যে এরূপ করবে তার পরিণাম খারাপ। বর্তমান সমাজে আমরা দেখতে পাই যে, কোনো কোনো সময় সাথি সহচরদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য হাসি-কৌতুকের ছলে মিথ্যা উক্তি করা হয়। আবার একদল লোক সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা বিবৃতি চটকদার করার জন্য অপর দলের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক কথা বলে। ফলে সমাজের মধ্যে একটি অশান্তিকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এমতাবস্থায় যদি আমরা এ হাদীসটির উপর আমল করতে পারি, তাহলে সমাজে শান্তি বিরাজ করবে।

রাবী পরিচিতি : নাম– বাহয (র.), পিতার নাম– হাকীম। তিনি তাঁর পিতা ও দাদা হতে হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর সূত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। বুখারী ও মুসলিমে তাঁর কোনো হাদীসের বর্ণনা পাওয়া যায়নি।

وَعَنْ ٤٦٢٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَقُوْلُ الْكَلِمَةَ لَا يَقُوْلُهَا اِلَّا لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ يَهْوِيْ بِهَا اَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَاِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ اَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৬২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বান্দা একটি কথা বলে এজন্য যে, সে এটা দ্বারা লোক হাসাবে। সে এ কথার দরুন দোজখের মধ্যে এতখানি দূরে নিক্ষিপ্ত হয় যে, আসমান ও জমিনের দূরত্ব যতখানি। বান্দার পা পিছলানোর তুলনায় মুখ পিছলানো ভয়ানক ক্ষতিকর। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِيُضْحِكَ بِهِ النَّاسَ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি লোক হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলে, সে এ কথার দরুন দোজখের মধ্যে এতখানি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়, আসমান ও জমিনের দূরত্ব যতখানি। এর ব্যাখ্যা হলো এমন কথা বলা, যা দ্বারা জাগতিক বা পারলৌকিক কোনো উপকার নেই; বরং নিছক শ্রোতামণ্ডলীকে হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলে। এরূপ কথা বলা শরিয়তের দৃষ্টিতে অতিশয় ক্ষতিকর।

قَوْلُهُ اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ -এর অর্থ : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, লোক হাসানোর উদ্দেশ্যে কথা বলার কারণে সে ব্যক্তি জাহান্নামের এত গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার দূরত্ব আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যকার দূরত্ব অপেক্ষা অধিক। আর কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ সে ব্যক্তি কল্যাণ ও রহমত থেকে উল্লিখিত দূরত্বে নিক্ষিপ্ত হবে।

قَوْلُهُ اَشَدُّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– বান্দার পা পিছলানোর তুলনায় মুখ পিছলানো ভয়ানক ক্ষতিকর। অর্থাৎ পা পিছলে পড়ে যাওয়ার তুলনায় মুখ থেকে মিথ্যা অশ্লীল ইত্যাদি বাক্য বের হওয়া অধিক ক্ষতিকর। কারণ পা পিছলালে হয়তো বা শারীরিক ক্ষতি হয়; কিন্তু মুখ পিছলালে দীনি ক্ষতি হয়। আর শারীরিক ক্ষতি দীনি ক্ষতির চেয়ে সহজতর।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, অত্র হাদীসে একটি উপমার উপর অপর একটি উপমা দেওয়া হয়েছে, যথা–

১. কারো মর্যাদা থেকে নিচে নেমে আসাটা আল্লাহ তা'আলার নিকট উঁচু থেকে নিচু স্তরে নেমে আসার মতো।

২. স্বেচ্ছায় কোনো ক্ষতিতে পতিত হওয়ার ক্ষতির সাথে আরো দুঃখকষ্ট জড়িত হলে সেটা ভীষণ অবস্থা সৃষ্টি করে। তখন তা এমন বিপদে নিপতিত হয়, যা থেকে খুব কম লোকই নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : উপরিউক্ত দুটো হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, লোক হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলা ভয়ানক অন্যায় কাজ। এর উপর ভিত্তি করে আমাদের সমাজে প্রচলিত কতগুলো মিথ্যাকে পেশ করতে পারি, যথা–

১. অনেক লোক হাসি কৌতুকের জন্য হঠাৎ কোনো মিথ্যা বলে তার সাথি বা জনতাকে বিভ্রান্ত করে।

২. একদল লোক সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা বিবৃতিকে চটকদার করার জন্য অপর দল বা ব্যক্তি বিশেষের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও কাল্পনিক কথা বলে।

৩. শিশুদেরকে সাময়িকভাবে ভোলানোর জন্য বা খুশি করার জন্য মিথ্যা বলে।

৪. ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাকে উপন্যাসের রং চড়ানোর জন্য বিকৃত করে মিথ্যা তথ্যে ভরে ফেলে।

৫. বিশেষ বিশেষ সময় ও দিনকে মিথ্যা কৌতুকের জন্য নির্ধারণ করা। যেমন–অধুনা প্রচলিত 'এপ্রিল ফুল'। এসবকিছুই ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় ও ভয়ানক পাপ। সুতরাং অত্র হাদীসের আলোকে আমাদের সংশোধন হওয়া উচিত।

٤٦٢٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَمَتَ نَجَا. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৬২৫. অনুবাদ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি নিশ্চুপ রয়েছে, সে মুক্তি পেয়েছে। –[আহমদ, তিরমিযী, দারেমী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ صَمَتَ نَجَا -এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি নিশ্চুপ রয়েছে, সে মুক্তি পেয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, সে কোনো কথাই বলবে না; বরং এর মর্ম হলো, খারাপ কথা ও খারাপ উক্তি থেকে বিরত থাকা। আর যে এরূপ করতে পারবে, সে-ই ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতের যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্ত থাকবে। উল্লেখ্য যে, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ ও نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ প্রত্যেক মু'মিনের উপর ফরজ। এ ক্ষেত্রে কারো নীরবতা অবলম্বন করার কোনো অবকাশ নেই।

وَعَنْ ٤٦٢٦ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ مَا النَّجَاةُ فَقَالَ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৬২৬. অনুবাদ : হযরত ওকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং আরজ করলাম, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] মুক্তির উপায় কি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি নিজের জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখ, নিজের ঘরে পড়ে থাক এবং নিজের পাপের জন্য ক্রন্দন কর।

–[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ -এর ব্যাখ্যা : মানুষ সমাজের সাথে যতই মেলামেশা করে, কথা বলার ক্ষেত্র ততই ব্যাপক হয়। আর কথাবার্তা যত বেশি হয়, মিথ্যা ও নিষ্প্রয়োজনীয় কথা তত বেশি বলার সম্ভাবনা থাকে। এজন্যই আল্লাহর রাসূল ﷺ কথা বলার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে এবং সংযমী হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন– اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ [তুমি তোমার জিহ্বা আয়ত্ত কর]। অর্থাৎ এমন কথা বল না, যার মধ্যে কোনো উপকারিতা নেই। 'নেহায়া' গ্রন্থকার বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন, 'তুমি এমন কথা বল, যা তোমার জন্য কল্যাণকর ; এমন কথা বল না, যা তোমার জন্য অকল্যাণকর।'

قَوْلُهُ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– 'তুমি তোমার ঘর যেন তোমার জন্য প্রশস্ত হয়'। মোল্লা আলী কারী (র.) এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি নিজের ঘরে পড়ে থাক, বিনা প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হবে না ; বরং ফিতনা-ফ্যাসাদ, বিপর্যয় ও যাবতীয় অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য এ সময়টা গনিমত মনে কর। মূলত হাদীসটির মর্মার্থ হলো, দীনি কোনো প্রয়োজন ব্যতীত অনর্থকভাবে ঘরের বাইরে গিয়ে সময় অপচয় কর না; বরং এ সময়টাকে দীন শিক্ষার কাজে ব্যয় কর।

قَوْلُهُ اِبْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, তোমরা পূর্বকৃত অপরাধের কথা স্মরণ করে কাঁদ। আর যদি কান্না না আসে, তাহলে কান্নার ভান কর। আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন যে. "بَكٰى" শব্দটিতে লজ্জার অর্থ নিহিত রয়েছে। এ অবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে– اِنْدَمْ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ بَاكِيًا অর্থাৎ 'তুমি তোমার অপরাধের কথা স্মরণ করে কান্নার সাথে অনুশোচনা কর।'

রাবী পরিচিতি : নাম– ওকবাহ (রা.), পিতার নাম– আমির জুহানী (রা.)। তিনি হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর রাজত্বকালে মিশরের গভর্নর ছিলেন। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হিজরি ৫৮ সালে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٦٢٧ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) رَفَعَهُ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اِتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَاِنَّا نَحْنُ بِكَ فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَاِنْ اِعْوَجَجْتَ اِعْوَجَجْنَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৬২৭. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উক্তি বলে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আদম সন্তান যখন সকালে ঘুম থেকে উঠে, তার সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিহ্বার কাছে অনুনয়-বিনয় করে বলে, আমাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহকে ভয় কর। কেননা আমরা তোমার সাথে জড়িত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব, আর তুমি বাঁকা পথ অনুসরণ করলে আমরাও বাঁকা পথ অনুসরণ করব। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

দুটো হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শরীরের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ জিহ্বার অধীন পক্ষান্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর একটি বাণী–

إِنَّ فِى الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ .

এ বাণী দ্বারা বোঝা যায় যে, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কলব বা অন্তরের অধীনে। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। মুহাদ্দিসীনগণ উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান দিয়েছেন যে, জিহ্বা হলো অন্তরের মুখপাত্র বা প্রতিনিধি। সুতরাং এর যে কোনো একটি অপরটির স্থানে ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে এখানে অন্তরের স্থলে জিহ্বার উল্লেখ রূপক অর্থে হয়েছে। যেমন বলা হয়– شَفَى الطَّبِيْبُ الْمَرِيْضَ অর্থাৎ 'ডাক্তার রোগীকে নিরাময় করেছে।' এ স্থলে ডাক্তারকে রোগ নিরাময়কারী বলা রূপক অর্থে হয়েছে। কেননা আসল ও প্রকৃত রোগ নিরাময়কারী হলেন আল্লাহ তা'আলা।

وَعَنْ ٤٦٢٨ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَاَحْمَدُ) وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْهُمَا .

৪৬২৮. অনুবাদ : হযরত আলী ইবনে হুসাইন (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য এই যে, সে অনর্থক কথা-কাজ ত্যাগ করবে। –[মালিক ও আহমাদ]

ইমাম ইবনে মাজাহ (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে এবং তিরমিযী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে হযরত আলী (রা.) ও হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) উভয় হতে বর্ণনা করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ الخ -এর ব্যাখ্যা : অত্র হাদীসে ইসলামের পূর্ণতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ নিরর্থক কথা, কাজ, দৃষ্টি ও চিন্তাভাবনা ইত্যাদি বর্জন করে চলা এবং আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধসমূহকে যথাযথভাবে শিরোধার্য করে নেওয়া। যেমন, পবিত্র কুরআনে এ ধরনের লোকদের প্রশংসা করা হয়েছে– وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ আর مَا لَا يَعْنِيْهِ দ্বারা এমনসব জিনিসকে বোঝানো হয়েছে, যা সেই ব্যক্তির দুনিয়া ও আখেরাতের কোথাও প্রয়োজন হবে না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে কোনো উপকারেও আসবে না। বস্তুত এটা এমন জিনিস নয় যে, এটা ব্যতীত তার দুনিয়ার জিন্দেগির ভারসাম্য বিনষ্ট হবে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষাই অর্জন করতে পারি যে, দীন ও দুনিয়ার জন্য উপকারী নয় এমন কথা, কাজ, চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, অনেকেই নিরর্থক কথা ও কাজে মূল্যবান সময় নষ্ট করে দেয়। এমনিভাবে এমন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে, যা দীন ও দুনিয়ার কোনো কল্যাণ আনয়ন করতে পারে না ; বরং দীনের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অতএব, আমরা যদি হাদীসটির শিক্ষাকে নিজেদের বাস্তব জীবনে অনুসরণ করে অনর্থক কথা, কাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করতে পারি, তাহলে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারব।

وَعَنْ ٤٦٢٩ اَنَسٍ (رض) قَالَ تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِنَ الصَّحَابَةِ فَقَالَ رَجُلٌ اَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَلَا تَدْرِىْ فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ اَوْ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৬২৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্য থেকে একজন ইন্তেকাল করেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, 'তুমি বেহেশ্‌তের সুসংবাদ গ্রহণ কর'। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এ কথা বলছ, অথচ তুমি প্রকৃত ঘটনা জান না। এমনও হতে পারে যে, সে [মৃত ব্যক্তি] নিরর্থক কথাবার্তা বলেছে অথবা এমন বিষয়ে কার্পণ্য করেছে, যাতে তাঁর কিছু কমে যেত না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَكَلَّمَ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ **-এর ব্যাখ্যা :** জনৈক সাহাবীর ইন্তেকালে অন্য এক সাহাবী তাকে বেহেশতী বলে আখ্যায়িত করল। এর জবাবে নবী করীম ﷺ যে উক্তি করেছিলেন, উল্লিখিত বাক্যটি তারই অংশবিশেষ। রাসূল ﷺ বলেন, তুমি কিভাবে তাঁকে বেহেশতী বলছ? অথচ তুমি তাঁর প্রকৃত অবস্থা জান না। এমনও হতে পারে যে, সে নিরর্থক কথা ও কাজে লিপ্ত থাকত। আর নিরর্থক কথা ও কাজের হিসাব তাকে অবশ্যই দিতে হবে। সুতরাং দৃঢ়তার সাথে তাকে বেহেশতী বলে মন্তব্য করা তোমার ঠিক হয়নি।

قَوْلُهُ بَخِلَ بِمَا لَا يَنْقُصُهُ **-এর অর্থ :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– তুমিতো লোকটিকে বেহেশতের সুসংবাদ দিচ্ছ, অথচ তুমি তার সম্পর্কে পুরোপুরি জান না। হতে পারে যে, সে এমন কাজ করেছে, যার জন্য আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। হয়তো বা সে এমন বিষয়ে কার্পণ্য করেছে, যাতে কার্পণ্য না করলেও তার কিছু কমত না। যেমন– শিক্ষা দান, জাকাত প্রদান, ছোটখাটো জিনিসপত্র ধার দেওয়া ইত্যাদি এমন বিষয়, যাতে কার্পণ্য না করলে তার কোনো ক্ষতি ছিল না। তবুও সে হীন মানসিকতার পরিচয় দিয়ে এ সামান্য বিষয়সমূহে কার্পণ্য করেছে। অতএব, এ বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ হওয়ার পূর্বে সে বেহেশতে যেতে পারবে না। সুতরাং তুমি দৃঢ়তার সাথে তাকে বেহেশতী বলো না।

٤٦٣٠ وَعَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهٖ وَقَالَ هٰذَا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

৪৬৩০. অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ছাকাফী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে জিনিসগুলো আপনি আমার জন্য ভয়ের বস্তু বলে মনে করেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কোন জিনিসটি? হযরত সুফিয়ান (রা.) বলেন, এ কথা শুনে রাসূল ﷺ নিজের জিহ্বা ধরলেন এবং বললেন, 'এটা'! –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهٖ وَقَالَ هٰذَا **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) নবী করীম ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস কোন্‌টি? তখন নবী করীম ﷺ নিজের জিহ্বা ধরে বললেন যে, এ জিহ্বাই সবচেয়ে ভয়ঙ্কর। জিহ্বার কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, জিহ্বাকে যেমন সত্য কথা বলা, কুরআন তেলাওয়াত করা, হাদীস অধ্যয়ন করা, আল্লাহ তা'আলার জিকির করা প্রভৃতি ভালো কাজে ব্যবহার করা যায়, তেমনিভাবে মিথ্যা কথা বলা, গিবত, প্রতারণা করা, গালমন্দ ও ঝগড়াঝাঁটি করা ইত্যাদি খারাপ কাজেও প্রয়োগ করা যায়। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি তার জিহ্বাকে ভালো কাজে ব্যবহারের পরিবর্তে খারাপ কাজে ব্যবহার করে, তবে সেটা তার জন্য ভয়ঙ্কর হবে।

রাবী পরিচিতি : নাম-সুফিয়ান (রা.), পিতার নাম-আব্দুল্লাহ। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তাঁকে তায়েফের অধিবাসী বলে মনে করা হয়। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকালে তিনি তায়েফের গভর্নর ছিলেন।

٤٦٣١ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهٖ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৬৩১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন ফেরেশতা মিথ্যার দুর্গন্ধে এক ক্রোশ দূরে চলে যান। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا **-এর ব্যাখ্যা :** মহান রাব্বুল আলামীন প্রতিটি মানুষের নিরাপত্তার জন্য তার দেহরক্ষী হিসেবে ফেরেশতা নিয়োজিত করেছেন। উক্ত ফেরেশ্‌তা সর্বাবস্থায়ই তার সাথে থাকে, মৃত্যু পর্যন্ত তার সঙ্গ ত্যাগ করে না।

তবে বান্দা যখন মিথ্যা, গিবত ও অশ্লীল কথা বলে, তখন তার দুর্গন্ধে ফেরেশতা এক মাইল দূরে চলে যায়। উল্লিখিত বাক্যটি এখানে প্রকৃত অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে, অনুরূপভাবে রূপক অর্থেও। বস্তুত মিথ্যা ও অশ্লীল কথা অতি ঘৃণিত বস্তু। আর যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে, সে সকলের ঘৃণার পাত্র, এমনকি সংরক্ষণকারী ফেরেশতারও একথাটিই উল্লিখিত বাক্যে রূপকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٦٣٢ سُفْيَانَ بْنِ اُسَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৩২. অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান ইবনে উসাইদ হাযরামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন- সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতকতা হলো এই যে, তুমি তোমার কোনো মুসলমান ভাইকে কোনো কথা বললে, আর সে ওটাকে সত্য বলে জানল। অথচ প্রকৃতপক্ষে তুমি তার সাথে মিথ্যা বলেছ। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا الخ -এর ব্যাখ্যা : বাক্যটি كَبُرَتْ ফে'লের فَاعِلٌ হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, এটা সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজি যে, তুমি তোমার কোনো মুসলমান ভাইকে মিথ্যা কথা বল, অথচ সে তোমার কথার প্রতি আস্থা স্থাপন করে আছে এবং তার ধারণা যে, মুসলমান কখনো মিথ্যা বলে না। তাই সে তোমাকে সত্যবাদী মনে করে, অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তুমি মিথ্যাবাদী। সুতরাং এরূপ খেয়ানত করা হারাম।

وَعَنْ ٤٦٣٣ عَمَّارٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانٌ مِنْ نَارٍ . (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৪৬৩৩. অনুবাদ : হযরত 'আম্মার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়ায় দ্বিমুখী হবে, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে। -[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ذَا وَجْهَيْنِ -এর ব্যাখ্যা : ذَا وَجْهَيْنِ -এর মর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে মোল্লা আলী কারী (র.) দুটো ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন, যথা-

১. কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজেকে কারো সম্মুখে এমনভাবে উপস্থাপন করে যে, সে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতাকাঙ্ক্ষী। অথচ সে তার অবর্তমানে এমন কথা বলে, যা ঐ ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
২. আবার কেউ কেউ বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক শত্রুকে এ কথা বোঝাতে চায় যে, সে তার বন্ধু ও সাহায্য-সহযোগিতাকারী। অথচ সে ঐ ব্যক্তির শত্রুর কাছে গিয়ে এ ব্যক্তির দুর্নাম করে এবং ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে এ ব্যক্তির দুর্নাম করে। মোটকথা, ذَا وَجْهَيْنِ দ্বারা মুনাফেককে বোঝানো হয়েছে, যে সামনে বলে এক কথা আর পিছনে বলে অন্য কথা। আর এমন মুনাফেকের শাস্তি হলো এই যে, তার মুখে আগুনের জিহ্বা হবে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম- 'আম্মার (রা.), পিতার নাম- ইয়াসার, উপনাম- ইয়াকজাল, মাতার নাম সুমাইয়া। তাঁর মাতা সুমাইয়া ইসলামের প্রথম শহীদ হিসেবে আখ্যায়িত হন। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আম্মার (রা.)-এর পিতা ইয়াসার তাঁর দু-ভাই 'হারিছ' ও 'মালিক'-এর সাথে তাদের চতুর্থ ভাইয়ের সন্ধানে মক্কায় আগমন করেন। পরে হারিছ ও মালিক ইয়ামনে প্রত্যাবর্তন করে, আর ইয়াসার মক্কায়ই থেকে যান। অতঃপর তিনি আবূ হুযাইফা ইবনে মুগীরা (রা.)-এর সাথে

বন্ধুত্ব চুক্তিতে আবদ্ধ হন। হযরত আবূ হুযাইফা (রা.) সুমাইয়া নাম্নী তাঁর এক দাসীকে ইয়াসারের সাথে বিয়ে দেন। এ সুমাইয়ার গর্ভেই হযরত 'আম্মার (রা.) ভূমিষ্ঠ হন। হযরত 'আম্মার (রা.) প্রাথমিক পর্যায়ের একজন মুসলিম ছিলেন। কাফের-মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। তিনি ছিলেন প্রাথমিক মুহাজিরদের একজন। বদর ও তৎপরবর্তী সকল যুদ্ধেই তিনি উপস্থিত ছিলেন।

শাহাদাতবরণ : হিজরি ৩৭ সালে সংঘটিত সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা.)-এর পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯৩ বছর। বহু সংখ্যক সাহাবী তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٦٣٤ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا بِاللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيِّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ) وَفِيْ اُخْرٰى لَهٗ وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৪৬৩৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– একজন পূর্ণ মু'মিন তিরস্কার ও অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, আর অশ্লীল গালমন্দকারী ও প্রগল্‌ভ হতে পারে না। –[তিরমিযী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

বায়হাকীর অপর বর্ণনায় আছে وَلَا الْفَاحِشِ الْبَذِيِّ অর্থাৎ 'অশ্লীল প্রগল্‌ভ'। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

লানত সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : ইসলামি শরিয়তের কোনো ব্যক্তির উপর লানত বা অভিসম্পাত করা বৈধ নয়। কেননা নবী করীম ﷺ বলেছেন– لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُسْلِمِ عَلَيْكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ اَوْ غَضَبُ اللّٰهِ অর্থাৎ 'তোমরা কোনো মুসলমানকে এরূপ বলবে না, 'তোমার উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত বা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি'। তবে সামগ্রিকভাবে কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের উপর অভিসম্পাত করা বৈধ। যেমন বলা হয়– لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ অর্থাৎ 'মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত'। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তির কুফ্‌র বা শিরক অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে বলে নস দ্বারা প্রমাণিত, তার উপর লানত বা অভিসম্পাত করা বৈধ। যেমন– আবূ জাহ্‌ল, আবূ লাহাব, ওত্‌বা, শায়বা প্রমুখ ব্যক্তিরা কুফ্‌র অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং তাদের উপর অভিসম্পাত করা বৈধ।

وَعَنْ ٤٦٣٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا وَفِيْ رِوَايَةٍ لَا يَنْبَغِيْ لِلْمُؤْمِنِ اَنْ يَكُوْنَ لَعَّانًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৬৩৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– একজন পরিপূর্ণ মু'মিন অতিরিক্ত অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, একজন মু'মিনের পক্ষে খুব অভিসম্পাতকারী হওয়া সমীচীন নয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَا يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ لَعَّانًا**-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ মু'মিনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেছেন যে, একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাতকারী হতে পারে না। অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, একজন পরিপূর্ণ মু'মিন অশ্লীল গালমন্দকারী ও প্রগল্‌ভ হতে পারে না ; বরং মু'মিন হবে একজন চরিত্রবান সার্বিক আদর্শ মানুষ বা ব্যক্তি।

وَعَنْ ٤٦٣٦ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ وَلَا بِغَضَبِ اللّٰهِ وَلَا بِجَهَنَّمَ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلَا بِالنَّارِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৩৬. অনুবাদ : হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা একে অপরকে এভাবে অভিসম্পাত করবে না যে, 'তোমার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক', আল্লাহর গজব হোক' এবং দোজখে প্রবেশের বদদোয়াও করবে না। অপর এক বর্ণনায় জাহান্নামের স্থলে "اَلنَّارُ" শব্দটি উল্লেখ রয়েছে। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَلَاعَنُوْا بِلَعْنَةِ اللّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ মু'মিনদেরকে লক্ষ্য করে বলেছেন যে, তোমরা পরস্পর ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত করো না। কারণ ভর্ৎসনা, অভিসম্পাত, অশ্লীল গালমন্দ ইত্যাদি ফাসিকদের কাজ তথা তাদের চরিত্র। মু'মিন হবে একজন আল্লাহভীরু সহজ-সরল আদর্শে চরিত্রবান ব্যক্তি।

وَعَنْ ٤٦٣٧ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ اِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ دُوْنَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ اِلَى الْاَرْضِ فَتُغْلَقُ اَبْوَابُهَا دُوْنَهَا ثُمَّ تَاْخُذُ يَمِيْنًا وَّشِمَالًا فَاِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ اِلَى الَّذِىْ لَعَنَ فَاِنْ كَانَ لِذٰلِكَ اَهْلًا وَاِلَّا رَجَعَتْ اِلٰى قَائِلِهَا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৩৭. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– যখন বান্দা কোনো বস্তুকে অভিসম্পাত করে, তখন এ অভিসম্পাত আকাশের দিকে উঠে যায়। আর এ অভিসম্পাতের জন্য আকাশের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর ঐ অভিসম্পাত জমিনের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তার জন্য জমিনের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। অতঃপর ডানদিক-বামদিকে যায় এবং যখন সেখানেও কোনো রাস্তা না পায়, শেষ পর্যন্ত সেই ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যার উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে। যদি সে অভিসম্পাতের উপযুক্ত হয়, তবে তার উপর আপতিত হয়। অন্যথা অভিসম্পাতকারীর দিকেই ফিরে আসে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِلَّا رَجَعَتْ اِلٰى قَائِلِهَا **-এর ব্যাখ্যা :** যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর উপর অভিসম্পাত করে, তখন উক্ত অভিসম্পাত আকাশ, জমিন, ডান, বাম সবদিক ঘুরে সেই ব্যক্তি বা বস্তুর দিকে প্রত্যাবর্তন করে, যার উপর অভিসম্পাত করা হয়েছে। যদি সেই ব্যক্তি বা বস্তু অভিসম্পাতের উপযোগী হয়, তবে তার উপর আপতিত হয়। অন্যথা অভিসম্পাতকারীর দিকেই ফিরে আসে।

نُزُوْلٌ ও هُبُوْطٌ **-এর মধ্যকার পার্থক্য :** মিরকাত গ্রন্থকার বলেন, نُزُوْلٌ ও هُبُوْطٌ এ দুয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই ; বরং এদের একটি অপরটির অর্থে ব্যবহৃত হয়। উভয়টির অর্থ হলো– অবতীর্ণ হওয়া। তবে সাধারণত "هُبُوْطٌ" শব্দটি দেহবিশিষ্টের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, আর نُزُوْلٌ দেহবিশিষ্ট ও দেহবিহীন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীসটি অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, করো উপর অভিসম্পাত করা যাবে না। কেননা এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে অভিসম্পাতকারীই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অধিকাংশ সময় সেসব লোকেরাই লা'নত করে, যারা প্রায়শ কবীরা গুনাহে লিপ্ত থাকে। গালমন্দ, অশ্লীল কথাবার্তাও সেই লা'নতের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, তাদেরকে ফাসিক বলা যায়। সুতরাং অত্র হাদীসের প্রেক্ষিতে আমাদেরকে এ বদ-অভ্যাস থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

وَعَنْ ٤٦٣٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلاً نَازَعَتْهُ الرِّيْحُ رِدَاءَهُ فَلَعَنَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ تَلْعَنْهَا فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ وَاِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِاَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়ছিল। তখন লোকটি বাতাসকে অভিসম্পাত করল। এটা শুনে রাসূল ﷺ বললেন, বাতাসকে অভিসম্পাত করো না। কেননা এটা তো আদিষ্ট। প্রকৃত ঘটনা এই যে, যে ব্যক্তি কোনো বস্তুকে অভিসম্পাত করে, যদি সেই বস্তুটি অভিসম্পাতযোগ্য না হয়, তবে অভিসম্পাতকারীর দিকেই ফিরে আসে। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّهَا مَامُوْرَةٌ-এর ব্যাখ্যা : প্রাকৃতিক বস্তুর কোনো ক্ষমতা নেই ; বরং তা আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণে। সুতরাং তাকে গালমন্দ করে কোনো লাভ নেই। গালমন্দ করলে প্রকৃত অর্থে তা আল্লাহকে মন্দ বলার শামিল। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ وَاَنَا الدَّهْرُ অর্থাৎ "তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না, প্রকৃতপক্ষে আমিই যুগ।" অর্থাৎ যুগ আমার নিয়ন্ত্রণে চলে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : প্রায়শ আমরা দেখতে পাই যে, প্রাকৃতিক আবহাওয়া কিংবা কোনো কাজকর্ম নিজেদের প্রতিকূল হতে দেখলে তৎক্ষণাৎ আবহাওয়া কিংবা জামানাকে শুধুমাত্র অভিযুক্ত করে ক্ষান্ত হয় না ; বরং লানত ও গালিগালাজ করতে একটুও চিন্তা বোধ করে না। কিন্তু এটা যে কত বড় গুনাহের কাজ, তা চিন্তা করা উচিত। তবে আমাদের প্রতিকূলতার মধ্যে কি যে কল্যাণ রয়েছে, তা এর নিয়ন্ত্রকই বেশি জানেন। আল্লাহর সিদ্ধান্তের উপর সন্তুষ্ট থাকাই একজন মু'মিনের মূল বৈশিষ্ট্য।

وَعَنْ ٤٦٣٩ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يُبْلِغُنِىْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমার সাথিদের মধ্যে কেউ আমাকে কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে কোনো খারাপ কথা শোনাবে না। কেননা আমি এটা ভালোবাসি যে, যখন আমি তোমাদের কাছে আসি, তখন আমার বক্ষ পরিষ্কার থাকবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– আমি যেন সন্তুষ্ট চিত্তে মুক্ত মন নিয়ে তোমাদের সাথে মিশতে পারি। সুতরাং তোমাদের এমন কোনো কথা বা কাজ যেন আমার কাছে না পৌঁছে, যা আমি পছন্দ করি না। আল্লামা ইবনুল মালিক (র.) বলেন, اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ-এর দ্বারা রাসূল ﷺ এ আশা প্রকাশ করেছেন যে, আমি যেন তোমাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করতে পারি।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, কারো মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা অন্যের কাছে প্রকাশ না করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে আলাপ করে তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু আমাদের বর্তমান সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, পরচর্চা ও পরনিন্দার রোগটি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে অশান্তির কালো ছায়া পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে। সুতরাং বর্তমান যুগ সন্ধিক্ষণে যদি আমরা হাদীসটির শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করতে পারি, তাহলেই সমাজ জীবনে পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠা হওয়া সম্ভব।

وَعَنْ ٤٦٤٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِىْ قَصِيْرَةً فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَزَجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৪০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বললাম, সাফিয়ার সম্পর্কে আপনাকে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে, সে এরূপ এরূপ। অর্থাৎ সে বেঁটে। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি এমন একটা কথা বললে, যদি এর সাথে সমুদ্রকে মিশিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা সমুদ্রকে পরিবর্তন করে দেবে।

–[আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত সাফিয়া (রা.)-এর পরিচিতি : উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর এবং হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইসলাম পূর্বকালে কিনানাহ ইবনে আবিল হাকীক -এর সাথে বিয়ে হয়। ৭ম হিজরিতে সংঘটিত খায়বর যুদ্ধে কিনানাহ নিহত হলে হযরত সাফিয়া (রা.) বন্দি হয়ে দিহইয়া কালবী (রা.)-এর ভাগে পড়েন; কিন্তু হযরত সাফিয়া (রা.) নবী বংশের দুলালী ছিল বিধায় এবং নানা সমালোচনার অবতারণা হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে রাসূল ﷺ তাঁকে হযরত দিহইয়া (রা.)-এর নিকট থেকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। অতঃপর হযরত সাফিয়া ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বিয়ে করলেন। হযরত সাফিয়া (রা.) দৈহিক আকৃতিতে একটু বেঁটে ছিলেন। একদিন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বেঁটে বলে তাঁকে কটাক্ষ করেন এবং হাতের বিঘত দেখান অর্থাৎ তুমি এক বিঘতের নারী। হযরত সাফিয়া (রা.) রাসূল ﷺ-কে ব্যাপারটি অবহিত করলেন। তিনি হযরত সাফিয়া (রা.)-কে প্রতিউত্তরে বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, 'আমি নবী বংশের দুলালী'। কিন্তু হযরত সাফিয়া (রা.) এমন কোনো কথা বলেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না, যা তাঁর মহৎ গুণের একটি। আর তাদের মধ্যে এসব কিছু কখনো হিংসা-বিদ্বেষজনিত কারণে ছিল না; বরং এসব ছিল সাংসারিক জীবনের স্বাভাবিক আনুষঙ্গিক বিষয়, যা অন্তরে প্রশান্তি ও কৌতুকের সৃষ্টি করত।

قَوْلُهُ لَوْ مَزَجَ بِهَا الْبَحْرُ لَمَزَجَتْهُ -এর ব্যাখ্যা : একদিন হযরত আয়েশা (রা.) হযরত সাফিয়াহ (রা.) সম্পর্কে মন্তব্য করলেন যে, সে বেঁটে। এতদশ্রবণে রাসূলুল্লাহ ﷺ ক্রোধান্বিত হয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-কে লক্ষ্য করে উপরিউক্ত উক্তি করলেন, যার ব্যাখ্যা হলো, হে আয়েশা! তুমি এমন এক জঘন্যতম উক্তি করেছ যে, যদি এ কথাটিকে দেহবিশিষ্ট মেনে নেওয়া হয় এবং তাকে সমুদ্রের অথৈ পানিতে মিশ্রিত করা হয়, তাহলে সমুদ্রের সমগ্র পানির অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে তা ময়লাযুক্ত ও কর্দমাক্ত হয়ে যাবে। এ কথার মাধ্যমে রাসূল ﷺ এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, হে আয়েশা! তুমি যে উক্তি করেছ, তা নিঃসন্দেহে গিবত। আর গিবতের অবস্থা যদি হয় এই, তাহলে তার পাপ যে হবে কত বড় মারাত্মক, তা সহজেই অনুমেয়।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষাই লাভ করে থাকি যে, ছোট একটি কুৎসাও বিরাট পাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং গোটা পরিবার ও সমাজকে কলুষিত করে তোলে। সুতরাং এতটুকু কুৎসা ও গিবত থেকে আমাদের বেঁচে থাকা একান্ত কর্তব্য।

وَعَنْ ٤٦٤١ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِىْ شَىْءٍ اِلَّا زَانَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৬৪১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো কিছুতে নির্লজ্জতা বা অশ্লীলতা সেটাকে ত্রুটিপূর্ণ করে দেয়। আর কোনো কিছুতে লজ্জাশীলতা বা শালীনতা সেটাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِى شَيْءٍ الخ-**এর মর্মার্থ :** অশ্লীলতা ও লজ্জাশীলতা যেমন পরস্পর বিরোধী দুটো অবস্থা, অনুরূপভাবে এদের প্রতিক্রিয়াও ভিন্ন। লজ্জাশীলতা বা শালীনতা এমন একটি মহৎ গুণ, যা ব্যক্তিকে সৌন্দর্য্যমণ্ডিত করে তোলে। অপরপক্ষে নির্লজ্জতা বা অশ্লীলতা এমন একটি দোষ, যা ব্যক্তিকে ত্রুটিপূর্ণ ও অপমানিত করে ছাড়ে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে "شَيْءٌ" শব্দটি مُبَالَغَةٌ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কোনো অচেতন পদার্থের মধ্যে যখন অশ্লীলতা ও শালীনতা দ্বারা দোষ বা গুণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে, তখন মানুষের মধ্যে তা দ্বারা যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

وَعَنْ ٤٦٤٢ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَيَّرَ اَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ يَعْنِىْ مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَلَيْسَ اِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ لِاَنَّ خَالِدًا لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ)

৪৬৪২. অনুবাদ : হযরত খালিদ ইবনে মা'দান (র.) হযরত মু'আয (রা.) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি [মু'আয] বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইকে লজ্জা দেয়, সে লজ্জাদাতা সেই অপরাধ না করা পর্যন্ত মরবে না। রাবী বলেন, অর্থাৎ যে অপরাধ হতে সে প্রত্যাবর্তন করেছে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গরীব, এর সনদ মুত্তাসিল নয়। কেননা খালিদ ইবনে মা'দান রাবী হযরত মু'আয (রা.)-কে দেখেননি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَعْمَلَهُ-**এর ব্যাখ্যা :** লজ্জা দানকারী মৃত্যুর পূর্বে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় অনুরূপ অপরাধে অপরাধী হবেই। কেননা প্রবাদে বলা হয়, "যে যারে নিন্দে, সে তারে পিন্দে"। বস্তুত যে লোক তওবা করে, পূর্বের মত থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে আল্লাহ তা'আলা অত্যধিক ভালোবাসেন। সুতরাং কোনো বান্দাকে যখন আল্লাহ তা'আলা মাফ করে দিয়েছেন, তার সেই অন্যায়কে মানুষের সম্মুখে তুলে ধরা পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়া তাই সাজা স্বরূপ তাকে সেই অপরাধে নিপতিত করেন।

وَعَنْ ٤٦٤٣ وَاثِلَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ فَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪৬৪৩. অনুবাদ : হযরত ওয়াছিলা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তুমি তোমার কোনো মুসলমান ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ কর না। হতে পারে আল্লাহ তা'আলা তাকে অনুগ্রহ করবেন, আর তোমাকে নিপতিত করে দেবেন। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لِاَخِيْكَ-**এর ব্যাখ্যা :** কোনো মুসলমান ব্যক্তি যদি বিপদগ্রস্ত হয়, তবে তার সাহায্য-সহযোগিতায় অপরাপর মুসলমান ব্যক্তিদের এগিয়ে আসা উচিত। চাই সে শত্রু হোক বা মিত্র হোক। তার বিপদটা শারীরিক হোক বা আর্থিক হোক অথবা দীনি হোক, সর্বাবস্থায়ই তার সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। নবী করীম ﷺ বলেছেন– فَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করে।

কোনো এক কবির ভাষায়– درد دل کیلئے پیدا کیا انسان کو * ورنہ طاعت کیلئے کم نہ تھے کرو بیان

মোটকথা, বিপদগ্রস্তের বিপদ দূর করার জন্য এগিয়ে আসাই একজন মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, শত্রুকে বিপদে পড়তে দেখলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মনে খুশির উদ্রেক হয়। আল্লাহর রাসূল ﷺ -এরূপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন– তুমি তোমার কোনো মুসলমান ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। হতে পারে, তুমি নিজেই একদিন এ বিপদে নিপতিত হবে।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– হযরত ওয়াছিলা (রা.), পিতার নাম–আসকা' লাইছী (রা.)। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। নবী করীম ﷺ তাবূক যুদ্ধের প্রস্তুতিকালে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি তিন বছর পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমত করেন। তিনি ছিলেন 'আহলে সুফ্ফা'র একজন। প্রথমে তিনি বসরায় বসবাস করেন। অতঃপর সিরিয়া, তারপর তিনি 'বাইতুল মুকাদ্দাস' গমন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন।

ইন্তেকাল : তিনি ১০০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। বহু সংখ্যক লোক তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٦٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا أُحِبُّ أَنِّيْ حَكَيْتُ أَحَدًا وَإِنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

৪৬৪৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– আমি কারো সম্পর্কে গল্প বলা পছন্দ করি না, যদিও আমার জন্য এরূপ এরূপ হয়। –[ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَنَّ لِيْ كَذَا وَكَذَا -এর অর্থ : নবী করীম ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তির দোষ-ত্রুটির কাহিনী বর্ণনার জন্য যদি আমাকে দুনিয়াবি তথা পার্থিব বহু সম্পদ দেওয়া হয়, তবুও আমি তা বর্ণনা করা পছন্দ করি না, চাই সে দোষ বাচনিক হোক কিংবা কার্যত হোক। আল্লামা তীবী (র.) এ হাদীসের অর্থ বলেন, মিথ্যা কাহিনী ও সম্পদে দুনিয়াকে আমি একত্রিত করা পছন্দ করি না। কেননা এটা একটা মন্দ কাজ। আল্লামা নববী (র.) বলেন, এটা গিবতের অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং এটা হারাম।

٤٦٤٥ - وَعَنْ جُنْدُبٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ ثُمَّ عَقَلَهَا ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ أَتٰى رَاحِلَتَهُ فَأَطْلَقَهَا ثُمَّ رَكِبَ ثُمَّ نَادٰى اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ وَمُحَمَّدًا وَلَا تُشْرِكْ فِيْ رَحْمَتِنَا أَحَدًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَتَقُوْلُوْنَ هُوَ أَضَلُّ أَمْ بَعِيْرُهُ أَلَمْ تَسْمَعُوْا إِلٰى مَا قَالَ قَالُوْا بَلٰى . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا فِيْ بَابِ الْاِعْتِصَامِ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ .

৪৬৪৫. অনুবাদ : হযরত জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মরুচারী বেদুঈন আসল, নিজের উটকে বসাল এবং পা বাঁধল। অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে নামাজ আদায় করল। নামাজের সালাম ফেরানোর পর সে নিজের উটের কাছে এসে সেটার পা খুলল এবং উটটির পিঠে আরোহণ করে সশব্দে এ কথা বলে চলে গেল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে অনুগ্রহ কর। আমাদের অনুগ্রহে অন্যকে অংশীদার কর না। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের কি ধারণা! এ বেদুঈন লোকটি বেশি মূর্খ, না তার উটটি? তোমরা কি শোননি, লোকটি কি বলল? তাঁরা বললেন, জী হ্যাঁ। –[আবূ দাঊদ]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস– كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا 'বাবুল ইতিসাম'-এর প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هُوَ اَضَلُّ اَمْ بَعِيْرُهُ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশে "اَضَلُّ" শব্দটি اَجْهَلُ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যটির অর্থ হলো- 'বেদুঈন লোকটি বেশি মূর্খ, না তার উটটি।' নবী করীম ﷺ এ উক্তির মাধ্যমে বেদুঈন লোকটিকে উটটির চেয়ে বেশি মূর্খ বলে আখ্যায়িত করতে চেয়েছেন। কারণ, লোকটি আল্লাহর প্রশস্ত রহমত ও অনুগ্রহকে সংকীর্ণ করে ফেলেছে, অথচ দোয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধতা নিষিদ্ধ। দোয়ার মধ্যে সমস্ত মু'মিনকে অন্তর্ভুক্ত করাই সুন্নত। তদুপরি লোকটি রাসূল ﷺ -এর জন্য নির্দিষ্ট অনুগ্রহে নিজেকে শরিক করেছে, যা চরম বেআদবি।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٤٦ عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ تَعَالٰى وَاهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৬৪৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন কোনো পাপী লোকের প্রশংসা করা হয়, আল্লাহ তা'আলা ক্রুদ্ধ হন এবং তার প্রশংসার কারণে আল্লাহ তা'আলার আরশ কেঁপে ওঠে। -[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ -এর অর্থ : নবী করীম ﷺ বলেছেন- 'পাপী ব্যক্তির প্রশংসায় আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠে।' এ উক্তির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র ক্রোধের আধিক্যতা বর্ণনা করা হয়েছে যে, পাপী ব্যক্তির প্রশংসা করায় আল্লাহ এত বেশি রাগান্বিত হন যে, তাঁর ভয়ে আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠে। এ ধরনের দৃষ্টান্ত পবিত্র কুরআন মাজীদে রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন-

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا . اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا . (سُوْرَةُ مَرْيَمَ : ٩١ - ٩٠)

আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন- এ উক্তির মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, পাপী ব্যক্তির প্রশংসা করা একটি জঘন্যতম অপরাধ। কারণ পাপী ব্যক্তির প্রশংসা করায় প্রশংসাকারীর এমন এক বিষয়ের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে, যে বিষয়ের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট; বরং এরূপ প্রশংসা দ্বারা প্রশংসাকারী কুফরের নিকটবর্তী হয়ে যায়। কেননা সে আল্লাহ কর্তৃক হারাম বিষয়কে হালাল মনে করেছে।

قَوْلُهُ اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ -এর অর্থ : নবী করীম ﷺ বলেছেন- যখন কোনো পাপী লোকের প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রশংসাকারীর উপর ক্রুদ্ধ হন। কারণ এটা দ্বারা একদিকে যেমন পাপীকে পাপ কাজ করার প্রতি আরো উৎসাহ দেওয়া হয়, অন্যদিকে প্রশংসাকারীর এ কাজের প্রতি সমর্থন আছে বলে প্রকাশ পায়। অথচ পাপ কাজের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা এবং পাপ কাজের সমর্থন করা উভয়ই অবৈধ। আর প্রশংসাকারীর প্রশংসার কারণে যেহেতু একটা অবৈধ কাজের ব্যাপক প্রসার ঘটে, এ কারণে আল্লাহ উক্ত ব্যক্তির উপর ক্রুদ্ধ হন।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, অত্যাচারী, দুষ্কৃতিকারী, ফাসিক, কাফির তথা পাপীদের প্রশংসা করা থেকে বিরত থাকা একান্ত প্রয়োজন।

٤٦٤٧ وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا اِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ)

৪৬৪৭. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মু'মিনকে বিশ্বাস ভঙ্গ ও মিথ্যা ব্যতীত অন্যান্য যে কোনো স্বভাবে তৈরি করা হয়। -[আহমাদ। আর ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ **-এর ব্যাখ্যা :** বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচার–এ দুটো স্বভাব সমষ্টিগতভাবে বা পৃথকভাবে কোনো মু'মিনের মধ্যে থাকতে পারে না। মু'মিনকে সত্যবাদিতা ও আমানতদারি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্বভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাচার প্রভৃতি কুস্বভাব যার মধ্যে থাকে, সে মু'মিন হতে পারে না। এজন্য বলা হয়েছে–

لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ، اِنَّ الْكِذْبَ فُجُوْرٌ، وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِىْ اِلَى النَّارِ .

অবশ্য এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, যদি ব্যাপারটি এরূপ হয়, তাহলে কোনো কোনো মু'মিনের মধ্যে মিথ্যা ও খেয়ানত প্রকাশ পায় কেন? এর জবাবে বলা হয় যে, মু'মিনের পক্ষ থেকে মিথ্যা বা খেয়ানত যা কিছু প্রকাশিত হয়, তা তার একটি অস্থায়ী সংযোজিত স্বভাবের দরুন হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ স্বভাব তার সৃষ্টিগত নয়।

অথবা উত্তর এই যে, হাদীসটির মাধ্যমে মু'মিনকে উক্ত স্বভাব দু'টো পরিহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ : আমরা বাস্তবে দেখছি যে, যারা সত্যিকারের ঈমানদার বা মু'মিন, সাধারণত এ স্বভাব দুটো তাদের মধ্যে নেই। আর যাদের মধ্যে পাওয়া যায়, সে পূর্ণ ঈমানদার নয়।

٤٦٤٨ وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (رح) اَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ بَخِيْلًا قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ لَهُ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ كَذَّابًا قَالَ لَا . (رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ مُرْسَلًا)

৪৬৪৮. অনুবাদ : তাবেঈ হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলাইম যুহরী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি ভীরু হতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। তাঁকে আরো জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি কৃপণ হতে পারে? রাসূল ﷺ বললেন, 'হ্যাঁ'। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, ঈমানদার কি মিথ্যাবাদী হতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'না'। –[মালিক। ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَيَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ جَبَانًا **-এর ব্যাখ্যা :** কৃপণতা ও কাপুরুষতা ঈমান বা বিশ্বাসের পরিপন্থি স্বভাব নয়। সুতরাং একজন লোক মু'মিন থাকা অবস্থায়ও তার মধ্যে উল্লিখিত স্বভাব দুটো বিদ্যমান থাকতে পারে। এটা সাধারণ বা পরিপূর্ণ ঈমানের বিরোধী নয়। তবে মু'মিন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হতে পারে না। কেননা মিথ্যা ঈমান বা বিশ্বাসের পরিপন্থি। সুতরাং এক ব্যক্তি মু'মিনও হবে, আবার মিথ্যাবাদীও হবে, এটা হতে পারে না।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম– সাফওয়ান (র.), পিতার নাম– সুলাইম, তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেঈ ছিলেন। তিনি মদিনা শরীফের অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন বড় 'আবেদ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আনাস (রা.) এবং অনেক তাবেঈ হতে তিনি হাদীস গ্রহণ করেছেন। হযরত ইবনে উয়াইনা (র.) তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

ইন্তেকাল : তিনি ১৩২ হিজরি সালে ইন্তেকাল করেছেন।

٤٦٤٩ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ فَيَاْتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكِذْبِ فَيَتَفَرَّقُوْنَ فَيَقُوْلُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ سَمِعْتُ رَجُلًا اَعْرِفُ وَجْهَهُ وَلَا اَدْرِىْ مَا اسْمُهُ يُحَدِّثُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬৪৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, শয়তান কোনো কোনো সময় মানুষের আকৃতি ধারণ করে কোনো সম্প্রদায়ের কাছে আসে এবং তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলে। অতঃপর দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে চলে যায়। তখন তাদের মধ্য থেকে কোনো একজন বলে, আমি এক ব্যক্তির কাছ থেকে এ কথা বলতে শুনেছি, তাকে দেখলে চিনি; কিন্তু নাম জানি না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَتَمَثَّلُ فِىْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, শয়তান মানুষের আকৃতি ধারণ করে। প্রকাশ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, এখানে শয়তান দ্বারা উদ্দেশ্য জিন-শয়তান। আর 'হাদীস' দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস বা সাধারণ মানুষের কথা, যে কোনোটাই উদ্দেশ্য হতে পারে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীস উদ্দেশ্য হয়, তাহলে উল্লিখিত হাদীসাংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শয়তান যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না; কিন্তু তাঁর উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারে। কেননা মিথ্যা একটি ইচ্ছাধীন কাজ। মিথ্যাবাদী একে যে কোনো বিষয়ের সাথে সংযোজন করতে পারে। অবশ্য এরূপ করায় রাসূল ﷺ-এর রিসালাতে ত্রুটি হওয়া আবশ্যক নয়। কিন্তু তার আকৃতি ধারণ করতে পারলে তাতে রিসালাতের ত্রুটি হতো। তবে এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা উদ্দেশ্য না হয়ে মানুষের কথা উদ্দেশ্য হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শয়তান দ্বারা মানুষ শয়তানও উদ্দেশ্য হতে পারে। তখন অর্থ হবে, মানুষরূপ শয়তান কোনো সৎ ও পুণ্যবান নির্ভরযোগ্য লোকের আকৃতি ধারণ করে মিথ্যা ও অবান্তর কথা বলে জনগণকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে।

قَوْلُهُ فَيَاتِى الْقَوْمَ فَيُحَدِّثُهُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** গণজমায়েত থেকে অনেক লোক বক্তব্য শুনে থাকে। আর শয়তান মিথ্যা প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে গণজমায়েতকে ব্যবহার করে। অনেক লোক সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে তা বলে বেড়ায়। সরল বিশ্বাসে এরূপ প্রাণহীন কথা প্রচার করাও শয়তানি কাজ, যেহেতু এটা দ্বারা শয়তানের উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করা হয়। সুতরাং প্রাণহীন শোনা কথায় কান দেওয়া, প্রচার করা বা তাতে আমল করা মু'মিনের জন্য সমীচীন নয়।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ কথা জানতে পারলাম যে, শয়তান মানুষের রূপ ধারণ করে জনসমাজের মধ্যে মিথ্যা কথা প্রচার করে বেড়ায়। সুতরাং সত্য-মিথ্যা যাচাই না করে শোনা কথা প্রচার করা উচিত নয়।

وَعَنْ ٤٦٥٠ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ (رحـ) قَالَ اَتَيْتُ اَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِى الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ اَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَاِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِنْ اِمْلَاءِ الشَّرِّ.

৪৬৫০. অনুবাদ : তাবেঈ হযরত ইমরান ইবনে হিত্তান (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আবূ যার (রা.)-এর কাছে আসলাম এবং তাঁকে কালো চাদর জড়ানো একাকী মসজিদে অবস্থানরত পেলাম। আমি বললাম, হে আবূ যার! এ একাকিত্ব কিরূপ? তখন হযরত আবূ যার (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– একাকী থাকা খারাপ সহ-উপবেশনকারীর চেয়ে উত্তম এবং ভালো সহ-উপবেশনকারী একাকী থাকার চেয়ে ভালো। ভালো কথা শিক্ষা দেওয়া চুপ থাকার চেয়ে উত্তম, আর চুপ থাকা খারাপ শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে উত্তম।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ **-এর ব্যাখ্যা :** সমাজ বা পরিবেশ যখন খারাপ হয়ে যায়, তখন তাকে সংশোধন করার চেষ্টা করাই একজন মু'মিনের জন্য অপরিহার্য। তবে এ কাজে যদি সে ব্যর্থ হয়, তখন খারাপ পরিবেশের সাথে নিজেকে জড়িত না করে নির্জনতা অবলম্বন করাই উত্তম। কেননা এ ক্ষেত্রে যদি সে খারাপ পরিবেশের সংস্পর্শে আসে, তবে নিজেও খারাপ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং এ অবস্থায় নির্জনতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। এদিকে লক্ষ্য করেই নবী করীম ﷺ বলেছেন– اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ

قَوْلُهُ اَلْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** একাকী বসে থাকার চেয়ে সৎলোকের সাহচর্য অবলম্বন করা উত্তম। কেননা নির্জনতা অবলম্বন করলে যেমন নিজে কারো দ্বারা উপকৃত হতে পারে না, অনুরূপভাবে জনগণও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। পক্ষান্তরে সে যদি লোকজনের সাথে মেলামেশা করে, তাহলে সেও যেমন মানুষের দ্বারা উপকৃত হতে পারে, তেমনি মানুষও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। সুতরাং একাকী জীবনযাপন না করে মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবং মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা লাভ করার জন্য ভালো লোকদের সান্নিধ্য লাভ করা উচিত।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস অধ্যয়নে আমরা নিম্নলিখিত শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি–

১. সৎ সঙ্গ অবলম্বন করা। ২. অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করা।

৩. ভালো কথা ও কাজে অংশগ্রহণ করা। ৪. খারাপ কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা।

রাবী পরিচিতি : নাম–ইমরান (র.), পিতার নাম–হিত্তান দাওসী খাযরাজী। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীদের নিকট থেকে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। আবার তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত মুহাম্মদ ইবনে সীরীন, হযরত ইয়াহইয়া ইবনে আবী কাছীর (র.) প্রমুখগণ।

٤٦٥١ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَقَامُ الرَّجُلِ بِالصَّمْتِ اَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّيْنَ سَنَةً ـ

৪৬৫১. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো ব্যক্তির নীরব থাকায় যে মর্যাদা লাভ হয়, তা ষাট বছরের নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম।

٤٦٥٢ - وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهٖ اِلٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَوْصِنِىْ قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لَا تَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِىْ قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ ـ

৪৬৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে হাজির হলাম। অতঃপর হযরত আবূ যার (রা.) দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন। তিনি এতটুকু পর্যন্ত বললেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে উপদেশ দিন। রাসূল ﷺ বললেন, আমি তোমাকে আল্লাহভীতির উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটা তোমার সকল কাজের অধিক সৌন্দর্যের কারণ হবে। আমি বললাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, কুরআন পাঠ ও আল্লাহর স্মরণকে তোমার জন্য আবশ্যিক করে নাও। কেননা এটা তোমার জন্য আকাশে স্মরণযোগ্য এবং জমিনে আলোক স্বরূপ হবে। আমি আরজ করলাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, দীর্ঘ সময় নীরব থাক। কেননা নীরবতা শয়তানকে দূরীভূত করে এবং তোমার দীনি কাজে তোমার জন্য সহায়ক হয়। আমি আরজ করলাম, আরো কিছু উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অধিক হাসি থেকে নিরাপদে থাক। কেননা এটা অন্তরকে মৃত করে ফেলে এবং মুখমণ্ডলের জ্যোতিকে দূর করে দেয়। আমি বললাম, আরো কিছু বলুন। রাসূল ﷺ বললেন, তিক্ত হলেও ন্যায় কথা বলবে। আমি অনুরোধ করলাম, আরো উপদেশ দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহর রাস্তায় কাজ করতে গিয়ে কোনো নিন্দুকের তিরস্কারকে ভয় করো না। আমি বললাম, আমাকে আরো কিছু বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন তোমাদের অন্তরে অপরের কুৎসা রটানোর ইচ্ছা হয়, তখন এ ধারণায় তোমরা ইচ্ছাকে থামিয়ে দেবে যে, তোমার মধ্যে ত্রুটি রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– 'তাকওয়া বা আল্লাহভীতি তোমার দীনি এবং পার্থিব যাবতীয় বিষয়ে অধিক সৌন্দর্যের কারণ হবে।' কেননা আল্লাহভীতি অর্জিত হয় প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকারের শির্ক পরিত্যাগ করা, ছোট-বড় যাবতীয় গুনাহ থেকে বিরত থাকা, সন্দেহজনক কার্যাদি থেকে দূরে থাকা, বৈধ কাজসমূহ সম্পাদনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা, প্রবৃত্তির চাহিদামূলক কাজ থেকে বেঁচে থাকা, সর্বাবস্থায় অন্তরকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর কল্পনা থেকে মুক্ত রাখা ইত্যাদি দ্বারা।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ হযরত আবূ যার (রা.)-কে উপদেশ দিলেন যে, তুমি কুরআন পাঠ ও আল্লাহর স্মরণকে তোমার জন্য আবশ্যিক করে নাও। কারণ এটা তোমার জন্য আকাশে স্মরণযোগ্য এবং জমিনে আলোক স্বরূপ হবে। এর মর্ম হলো এই যে, এ দুটো কাজের দরুন ফেরেশতারা তোমার জন্য দোয়া ও ইস্তিগফার করবে এবং আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করবেন। আর জমিনের মানুষের অন্তরে তোমার প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, মর্যাদা, ভালোবাসা ও প্রেম সৃষ্টি হবে। ফলে মানুষ তোমার দিকে আকৃষ্ট হবে এবং তারা তোমার দ্বারা সুপথ প্রাপ্ত হবে। অথবা বাক্যটির মর্মার্থ এই যে, কুরআন পাঠ দ্বারা তুমি আকাশে স্মরণযোগ্য হবে, আল্লাহ্র স্মরণ জমিনে আলোক স্বরূপ হবে।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى أَمْرِ دِيْنِكَ-এর ব্যাখ্যা : পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর জিকির, সত্য কথা বলা প্রভৃতি ভালো কাজ যেমন মুখ দ্বারা প্রকাশ পায়, তেমনি অশ্লীল কথা, গিবত, মিথ্যা কথা ইত্যাদি খারাপ কাজও মুখ দ্বারা প্রকাশিত হয়। ভালো কথা ও কাজ মানুষকে বেহেশতের দিকে ধাবিত করে, আর খারাপ কথা ও কাজ মানুষকে জাহান্নামের পথে অগ্রসর করায়। শয়তানের কাজ হলো মিথ্যা, গিবত, অশ্লীল ইত্যাদি খারাপ কাজ মানুষের দ্বারা করিয়ে তাকে দীনের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া এবং জাহান্নামের পথে ধাবিত করা। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ যার (রা.)-কে উপদেশ দিলেন যে, তুমি নীরবতা অবলম্বন কর। কেননা এটা শয়তানকে দূরীভূত করবে এবং দীনি কাজে তোমাকে দৃঢ় থাকার সহায়তা করবে।

قَوْلُهُ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, অধিক হাসি অন্তরকে মৃত করে ফেলে এবং মুখমণ্ডলের জ্যোতিকে দূর করে দেয়। এর ব্যাখ্যা হলো, অধিক হাসির কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায়, ফলে ইবাদাত-বন্দেগি করার ক্ষেত্রে অলসতার সৃষ্টি হয়। এখানে মৃত বলতে প্রকৃত মৃত উদ্দেশ্য নয়। দ্বিতীয়ত হাসির কারণে মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য ও ঔজ্জ্বল্য দূরীভূত হয়ে যায়। এসব কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ অট্টহাসি পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

قَوْلُهُ قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন যে, সত্য ও ন্যায় কথা বলবে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বদা চেষ্টা করবে। অবশ্য এটা কারো স্বার্থে আঘাত হানতে পারে, কারো নিকট তিক্ত লাগতে পারে, কোনো কোনো মহল থেকে বাধাও আসতে পারে; কিন্তু এসব বাধাবিপত্তিতে অবদমিত না হয়ে সবকিছু উপেক্ষা করে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে।

قَوْلُهُ لَا تَخَفْ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ-এর ব্যাখ্যা : দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব আদায় করতে গেলে শুধু যে তুমি মানুষের প্রশংসা লাভ করবে তা নয়; বরং বিভিন্ন মহল থেকে নিন্দা বা তিরস্কারও আসতে পারে। আর আসাটাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে তোমার করণীয় হলো, সকল দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে একমাত্র দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে। কারো কোনো কথায় ভ্রুক্ষেপ করবে না। কারণ তুমি যদি কারো প্রশংসা বা তিরস্কারের পরোয়া কর, তবে তোমার মধ্যে ভীরুতা সৃষ্টি হবে, যা তোমার আসল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বিরাট বাধার সৃষ্টি করবে।

قَوْلُهُ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ-এর ব্যাখ্যা : যখন তোমার অন্তরে অপরের কুৎসা রটনার ইচ্ছা হয়, তখন এ ধারণায় তোমার ইচ্ছাকে থামিয়ে দেবে যে, তোমার মধ্যেও ত্রুটি রয়েছে। অর্থাৎ অন্যের দোষ দেখার পূর্বে নিজের দোষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহলে তুমি দেখতে পাবে যে, তুমি যে দোষের কথা অন্যের সম্পর্কে প্রকাশ করার ইচ্ছা করেছ, তা হয়তো তোমার মধ্যেই বিদ্যমান আছে। অতএব, তুমি অন্যের কুৎসা রটনায় ব্রতী হবে না।

وَعَنْ ٤٦٥٣ اَنَسٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ هُمَا اَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَاَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ طُوْلُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا عَمِلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا .

৪৬৫৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হে আবূ যার! তোমাকে কি এমন দুটো স্বভাবর কথা বলব, যে স্বভাবদ্বয় পিঠে খুব হাল্কা; কিন্তু পাপ-পুণ্যের পাল্লায় খুব ভারী? আমি বললাম, জী বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম ব্যবহার। যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! বান্দা এ দুটো কাজের মতো উত্তম আর কোনো কাজ করে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَاَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন–"এ দুটো স্বভাব তথা দীর্ঘ নীরবতা ও উত্তম ব্যবহার পিঠে খুব হাল্কা; কিন্তু পাপ-পুণ্যের পাল্লায় খুবই ভারী।" অর্থাৎ উল্লিখিত স্বভাব দুটো অর্জন করা তুলনামূলকভাবে সহজ তবে এর ছওয়াব অনেক বেশি, যা পরকালে নেকির পাল্লাকে ভারী করবে। যেমন, অন্য এক হাদীসে আছে– كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ اِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِى الْمِيْزَانِ......

وَعَنْ ٤٦٥٤ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ مَرَّ النَّبِىُّ ﷺ بِاَبِىْ بَكْرٍ وَهُوَ يَلْعَنُ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَقَالَ لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَاَعْتَقَ اَبُوْ بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ بَعْضَ رَقِيْقِهٖ ثُمَّ جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ لَا اَعُوْدُ رَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَحَادِيْثَ الْخَمْسَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ .

৪৬৫৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন, তখন তিনি [আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)] তাঁর কোনো এক দাসকে ভর্ৎসনা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দিকে তাকালেন এবং বললেন, ভর্ৎসনাকারী ও সিদ্দীক কখনও একই ব্যক্তি হতে পারে না পবিত্র কা'বার প্রভুর কসম! এটা শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ঐ দিনই কিছু দাস মুক্ত করে দিলেন। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং বললেন, ভবিষ্যতে আমি কখনও এ কাজের পুনরাবৃত্তি করব না। –[বায়হাকী উপরিউক্ত পাঁচটি হাদীস শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَعَّانِيْنَ وَصِدِّيْقِيْنَ كَلَّا -এর ব্যাখ্যা : "ভর্ৎসনাকারী ও সিদ্দীক কখনো একই ব্যক্তি হতে পারে না।" এ কথাটির তাৎপর্য বা ব্যাখ্যা এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উদ্দেশ্যমূলকভাবেই জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি কি এমন ব্যক্তি দেখেছ, যিনি একই সময়ে ভর্ৎসনাকারী এবং সিদ্দীক বা উঁচু স্তরের মু'মিন? তিনি এর জবাবে নিজেই দিয়েছেন যে, এরূপ কখনো হতে পারে না। কারণ একজন সিদ্দীক পর্যায়ের মু'মিনের কখনো ভর্ৎসনা করার মতো দোষ থাকতে পারে না অথবা ভর্ৎসনাকারী এতটুকু মর্যাদা সম্পন্ন মু'মিন হতে পারে না। এ বাণী শ্রবণের সাথে সাথে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) অপ্রত্যাশিত অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তখনি কয়েকজন দাস মুক্ত করে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়ে নিজের আন্তরিক অনুশোচনা ও ভবিষ্যতে এরূপ ভুল না করার প্রতিজ্ঞার কথা অকপটে ঘোষণা করলেন।

وَعَنْ ٤٦٥٥ أَسْلَمَ (رض) قَالَ إِنَّ عُمَرَ دَخَلَ يَوْمًا عَلٰى أَبِيْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقِ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ فَقَالَ عُمَرُ مَهْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ إِنَّ هٰذَا أَوْرَدَنِي الْمَوَارِدَ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৪৬৫৫. অনুবাদ : হযরত আসলাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা.) হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট আসলেন, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নিজের জিহ্বা টানছিলেন। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, থামুন দেখি! আপনি কি করছেন? আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, এ জিহ্বাই আমাকে ধ্বংসের স্থানসমূহে অবতীর্ণ করেছে। -[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُوَ يَجْبِذُ لِسَانَهُ-এর মর্মার্থ : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নিজের জিহ্বার উপর ক্রোধ প্রকাশার্থে নিজ অঙ্গুলি দ্বারা জিহ্বা ধরে টানছিলেন। কারণ জিহ্বার দরুনই তিনি ধ্বংসের স্থানে অবতীর্ণ হন বলে মন্তব্য করেছেন। অবশ্য জিহ্বার কারণে তিনি কোনো অন্যায় কাজে পতিত হয়েছেন বলে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রমাণ নেই। তথাপি তিনি আত্মসমালোচনা হিসেবে এ কাজ করেছেন।

রাবী পরিচিতি : নাম–আসলাম (রা.), উপনাম–আবূ খালিদ। তিনি ছিলেন একজন হাবশী গোলাম। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হিজরি ১১ সালে তাঁকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) হতে তিনি হাদীস শ্রবণ করেছেন। তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) প্রমুখ। ১১৪ বছর বয়সে মারওয়ানের রাজত্বকালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٦٥٦ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِضْمَنُوْا لِيْ سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ أُصْدُقُوْا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوْا إِذَا وَعَدْتُّمْ وَأَدُّوْا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا أَيْدِيَكُمْ .

৪৬৫৬. অনুবাদ : হযরত ওবাদাহ ইবনে সামিত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা তোমাদের পক্ষ থেকে আমাকে ছয়টি জামানত দাও, আমি তোমাদের জন্য বেহেশতের জামিন হবো– ১. যখন তোমরা কথা বলবে, সত্য বলবে। ২. যখন প্রতিশ্রুতি দেবে, প্রতিশ্রুতি পালন করবে। ৩. যখন তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখা হবে, তা পরিশোধ করবে। ৪. নিজের লজ্জাস্থানসমূহকে হেফাজত করবে। ৫. নিজ দৃষ্টি অবনমিত রাখবে। ৬. নিজের হস্তদ্বয়কে আয়ত্তে রাখবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ-এর অর্থ : নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি ব্যাপারে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তবে সে অন্যান্য গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকতে পারবে। তাই তিনি বলেছেন যে, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের জামিন হবো।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, হাদীসে উল্লিখিত ছয়টি বিষয়কে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করা একান্ত প্রয়োজন। এ ছয়টি বিষয় রক্ষা করে চললে একদিকে যেমন বড় ধরনের গুনাহ থেকে নিরাপদে থাকা যায়, অপরদিকে সমাজে আদর্শ মানুষ হিসেবেও পরিচিতি লাভ করা যায়। একজন মু'মিন উল্লিখিত বিষয়সমূহ মেনে চললে তাকে পূর্ণ মু'মিন বলা যাবে।

وَعَنْ ٤٦٥٧ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنَمٍ وَاَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اِذَا رُأُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ . (رَوَاهُمَا اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৬৫৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গানাম ও হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। নবী করীম ﷺ বলেছেন– আল্লাহর প্রিয় বান্দা তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয়। আর আল্লাহ তা'আলার নিকৃষ্ট বান্দা তারা, যারা মানুষের পরোক্ষ নিন্দা করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং পূত-পবিত্র লোকদের পদস্খলন প্রত্যাশা করে। –[বর্ণিত হাদীসদ্বয় আহমাদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَّذِيْنَ اِذَا رُأُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসাংশের দুটো অর্থ হতে পারে। যথা–

১. তাদের চেহারার উজ্জ্বলতা দেখলে নিজেদের মধ্যে আল্লাহর স্মরণ ও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

২. তাদের চেহারার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও ইবাদত। কারণ এ দৃষ্টি নিক্ষেপই তাদেরকে ইবাদতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

রাবী পরিচিতি : নাম–আব্দুর রহমান (র.), পিতার নাম–গানাম আশ'আরী শামী। তিনি ইসলাম ও জাহেলিয়াত উভয় যুগই পেয়েছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায়ই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনি দেখেননি। হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ইয়ামনে প্রেরিত হওয়ার পর হতে তিনি তাঁর সঙ্গ অবলম্বন করেছেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর সাথেই ছিলেন। শাম দেশের মধ্যে তিনি সর্বাপেক্ষা বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.), হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) প্রমুখ বড় বড় সাহাবী হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৭৮ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٦٥٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) اَنَّ رَجُلَيْنِ صَلَّيَا صَلٰوةَ الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ وَكَانَا صَائِمَيْنِ فَلَمَّا قَضَى النَّبِىُّ ﷺ الصَّلٰوةَ قَالَ اَعِيْدُوْا وُضُوْءَكُمَا وَصَلٰوتَكُمَا وَامْضِيَا فِىْ صَوْمِكُمَا وَاقْضِيَاهُ يَوْمًا اٰخَرَ قَالَا لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اغْتَبْتُمْ فُلَانًا .

৪৬৫৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুজন রোজাদার ব্যক্তি জোহর কিংবা আসর নামাজ আদায় করল। যখন নবী করীম ﷺ নামাজ সমাপন করলেন, বললেন– তোমরা যাও পুনরায় অজু কর এবং নামাজ আদায় কর এবং তোমাদের রোজা পূর্ণ করে অন্য কোনোদিন সেটা কাজা কর। তারা আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেন কাজা করব? রাসূল ﷺ বললেন, কেননা তোমরা অমুক ব্যক্তির পরোক্ষ নিন্দা-রটনা করেছ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ صَلَّيَا صَلٰوةَ الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ **-এর ব্যাখ্যা :** এ বাক্যটির অর্থ হচ্ছে– "তারা উভয়ে জোহর কিংবা আসরের নামাজ আদায় করেছে বা পড়েছে।" যদিও এ বাক্যের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে এটা ব্যক্ত হয়নি যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামাজ আদায় করেছিল; কিন্তু হাদীসের পরবর্তী আলোচনা দ্বারা এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে নামাজ আদায় করেছিল। সে হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে–তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে জোহর কিংবা আসরের নামাজ আদায় করেছিল।

اَعْبُدُوْا শব্দটি বহুবচন ব্যবহারের কারণ : এখানে যদিও সম্বোধিত ব্যক্তি মাত্র দুজন, তথাপি اَعِيْدُوْا ফে'লটি বহুবচন হিসেবে এজন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে, اَقَلُّ الْجَمْعِ اِثْنَيْنِ অর্থাৎ বহুবচনের সর্বনিম্ন সংখ্যা দুই হিসেবে দুজনের স্থলে বহুবচন প্রয়োগ করা যায়। এমনকি আরবি ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় দ্বিবচনের কোনো প্রচলন নেই।

قَوْلُهُ وَاقْضِيَاهُ يَوْمًا اٰخَرَ-এর ব্যাখ্যা : "তোমরা উভয়ে রোজাকে ভঙ্গ কর না, পূর্ণ কর। তবে পরবর্তী সময় তা কাজা করে নেবে।" এ আদেশের ব্যাখ্যা হলো, যেহেতু ইবাদতের পূর্বে গুনাহে লিপ্ত হওয়া সেই ইবাদতের পূর্ণতার অন্তরায় হয়ে থাকে, সেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সেই ক্ষতিপূরণ করার নিমিত্তে পরবর্তী সময় রোজা কাজা করার আদেশ দিয়েছেন। সম্ভবত এ আদেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে গিবত করার অপরাধের জন্য কঠোর ধমক দেওয়া ও উক্ত পাপের জঘন্যতা সম্পর্কে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে দান করেছেন। এমনকি অনেক সময় গিবতকারী ব্যক্তির নেক আমল গিবতকৃত ব্যক্তির অনুকূলে চলে যায়, আর সে নিজে আমলশূন্য হয়ে পড়ে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পুনরায় নামাজ আদায় ও রোজা কাযা করার আদেশ দিয়েছেন।

গিবত কি নামাজ-রোজা বিনষ্টকারী : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, اِقْضِيَاهُ يَوْمًا اٰخَرَ الخ অর্থাৎ "রোজাকে পূর্ণ কর, রোজা ছেড়ে দিয়ো না; বরং অন্য কোনোদিন সেটার কাজা কর।"

اِحْيَاءُ الْعُلُوْمِ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.)-এর মতে, গিবত রোজা বিনষ্টকারী। তিনি অত্র হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করেন। কিন্তু জমহুর ইমামগণ বলেন যে, গিবত বা পরনিন্দা দ্বারা রোজা বা অজু ভঙ্গ হয় না। কেননা রোজা ও অজু যেসব কারণে বিনষ্ট হয় গিবত সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং উসূলে ফিক্হের বিধান অনুযায়ী গিবত রোজা ও অজু ভঙ্গকারী হতে পারে না। তবে প্রশ্ন হতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন পুনরায় অজু করতে ও নামাজ আদায় করতে বললেন এবং রোজা সমাপনান্তে অন্য দিন কাজা করতে বললেন? এর উত্তরে বলা হয়–

১. আলোচ্য হাদীসে যে অন্য দিনে রোজা কাজা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে তা অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য করা হয়েছে, যাতে রোজার পবিত্রতা নির্ভুলভাবে রক্ষা করা হয়। রোজাদার কঠোরভাবে নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রিত করে। এরূপ কঠোর নিয়ন্ত্রণমূলক হাদীসের দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– "যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করল, সে কাফের হলো।" "মসজিদের প্রতিবেশীর জন্য মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও নামাজ নেই।" "রাসূল ﷺ লোকটিকে বললেন, তোমরা আবারও নামাজ আদায় কর, যেহেতু নামাজ আদায় করনি" ইত্যাদি।

২. শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, যদি গিবত দ্বারা প্রকৃতপক্ষেই রোজা নষ্ট হয়ে যেত, তাহলে 'রোজা পূর্ণ কর, রোজা ছেড় না' কেন বললেন? এতে বোঝা যায় যে, অতিরিক্ত সতর্কতার জন্য কাজা করতে বলা হয়েছে।

৩. রোজা রাখার আদেশ ঐ দু-ব্যক্তির জন্য নির্দেষ্ট ছিল। এ আদেশ সাধারণের জন্য ছিল না। সুতরাং লোক দুটোও নির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল। কেননা শরিয়তের মূলনীতির কোনো পরিমাপের মধ্যে না পড়ায় তাদের কাছেও বিষয়টি ব্যতিক্রম মনে হচ্ছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সুনির্দিষ্ট আদেশের কারণ ব্যক্ত করেছিলেন।

٤٦٥٩ - وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتّٰى يَغْفِرَهَا لَهُ صَاحِبُهُ وَفِىْ

৪৬৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'গিবত' ব্যভিচারের চেয়ে ভয়ঙ্কর। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গিবত ব্যভিচার হতে ভয়ঙ্কর কিভাবে হতে পারে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষ ব্যভিচার করে, অতঃপর তওবা করে এবং আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে তওবা কবুল করেন। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, অতঃপর ব্যভিচারী তওবা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করেন; কিন্তু পরোক্ষ নিন্দাকারীকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করেন না, যতক্ষণ না যার নিন্দা করা হলো সে ক্ষমা করে।

رِوَايَةِ اَنَسٍ قَالَ صَاحِبُ الزِّنَا يَتُوْبُ وَصَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ . (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

হযরত আনাস (রা.)-এর বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– জেনাকারী বা ব্যভিচারী তওবা করে; কিন্তু পরোক্ষ নিন্দাকারীর জন্য তওবা নেই। –[উপরিউক্ত তিনটি হাদীস ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْغِيْبَةُ-এর অর্থ : কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে তার অবর্তমানে তার এমন কোনো দোষ অন্যের কাছে প্রকাশ করা, যা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শুনলে খারাপ মনে করবে। আর যদি তার মধ্যে সেই দোষ না থাকে, যা বলা হয়েছে, তখন হবে بُهْتَان ; গিবত ও বুহতান উভয়টির গুনাহ অত্যন্ত মারাত্মক।

اَلتَّوْبَةُ-এর সংজ্ঞা : "اَلتَّوْبَةُ" **শব্দটি বাবে** نَصَرَ-এর মাসদার, আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা। শরিয়তের পরিভাষায় তওবার অর্থ হলো– গুনাহের কাজ পরিত্যাগ করে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করা। তাওবার জন্য তিনটি শর্ত রয়েছে। যথা– ১. কৃত পাপ বা অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। ২. বর্তমানে উক্ত অপরাধে লিপ্ত না থাকা। ৩. ভবিষ্যতে পুনরায় লিপ্ত না হওয়ার সংকল্প করা। এ তিনটি শর্তের সমন্বয়ে যে তওবা হয়, সেটাই আল্লাহ তা'আলার নিকট গ্রহণযোগ্য।

قَوْلُهُ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– 'গিবত ব্যভিচারের চেয়েও কঠোর ও ভয়ানক।' এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, ব্যভিচারী গিবতকারীর চেয়ে কিভাবে ভয়ঙ্কর হতে পারে? অথচ ব্যভিচার এমন একটি অপরাধ, যার জন্য শরিয়তের পক্ষ থেকে শাস্তির বিধান নির্ধারিত আছে; কিন্তু গিবতের জন্য শরিয়তের কোনো শাস্তির বিধান নেই? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, ব্যভিচারীর সম্পর্ক আল্লাহর বিধানের সাথে। শাস্তি দ্বারা অথবা তওবা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দিতে পারেন; পক্ষান্তরে গিবতের সম্পর্ক সরাসরি বান্দার সাথে। যার গিবত করা হলো সে যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গিবতের গুনাহ ব্যভিচারের চেয়ে ভয়ানক।

قَوْلُهُ صَاحِبُ الْغِيْبَةِ لَيْسَ لَهُ تَوْبَةٌ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– 'পরোক্ষ নিন্দাকারীর জন্য তওবা নেই।' এর তাৎপর্য তথা ব্যাখ্যা হলো, পরোক্ষ নিন্দাকারী এ কাজটিকে অতি নগণ্য ধারণা করে, যদিও আল্লাহর নিকট কাজটি জঘন্যতম। আর এ নগণ্য ধারণা করার কারণে সে তা থেকে তওবা করারও প্রয়োজন মনে করে না, ফলে তার তওবা করাই ভাগ্যে জোটে না। তাই বলা হয়েছে, পরোক্ষ নিন্দাকারীর জন্য কোনো তওবা নেই।

وَعَنْ ٤٦٦٠ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ كَفَّارَةِ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْتَهُ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَهُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِى الدَّعَوَاتِ الْكَبِيْرِ وَقَالَ فِيْ هٰذَا الْاِسْنَادِ ضُعْفٌ)

৪৬৬০. **অনুবাদ** : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– গিবতের কাফ্ফারা হলো, গিবতকারী যার গিবত করেছে, তার জন্য মাগফিরাত প্রার্থনা করবে এবং এভাবে বলবে, হে আল্লাহ! আমাদেরকে এবং তাকে ক্ষমা কর।
–[ইমাম বায়হাকী (র.) 'দা'ওয়াতুল কাবীর'-এ বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটির বর্ণনা সূত্র দুর্বল।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَفَّارَةُ الْغِيْبَةِ اَنْ تَسْتَغْفِرَ لِمَنْ اغْتَبْتَهُ-এর ব্যাখ্যা : "গিবতের কাফ্ফারা হলো, গিবতকারী যার গিবত করেছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবে।" এ ব্যাপারে সঠিক ব্যাখ্যা হলো, যার গিবত করেছে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। তবে সে ব্যক্তি যদি এত দূরে থাকে যে, তার সাথে সাক্ষাৎ করা সম্ভব নয় অথবা সে যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে সে ক্ষেত্রে আল্লাহর কাছে খাঁটি তওবা করবে এবং উক্ত ব্যক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করবে। ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাওয়ার অর্থ হলো, তার কাছে গিয়ে এতটুকু বললেই চলবে যে, আমি আপনার গিবত করেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। গিবতের বিষয়টি উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অবলম্বনকারী কতিপয় আলিমের মতে, গিবতের বিষয়টিও উল্লেখ করতে হবে। তবে হানাফী ইমামগণ বলেন, তার মনকে যেভাবে সন্তুষ্ট করা যায়, সেটাই আসল উদ্দেশ্য।

بَابُ الْوَعْدِ
পরিচ্ছেদ : ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি

"اَلْوَعْدُ" শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার, মূলবর্ণ (و - ع - د) জিনসে مِثَال وَاوِىْ অর্থ– ওয়াদা করা, প্রতিশ্রুতি করা। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি পালন করা একটি মানবীয় মহৎ গুণ। ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনে ওয়াদা রক্ষার জন্য সরাসরি নির্দেশ রয়েছে। যেমন, মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

١. وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ٢. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْآ اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ٣. اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا ٤. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللّٰهَ لَئِنْ اٰتَانَا مِنْ فَضْلِهِ الخ

এতদ্ভিন্ন নবী করীম ﷺ বলেছেন– ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফেকের আলামত। নবী করীম ﷺ জীবনে কখনও ওয়াদা ভঙ্গ করেননি। অত্র পরিচ্ছেদে ওয়াদা পালনের বিষয়ে নবী করীম ﷺ-এর শিক্ষা বিবৃত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٦١ جَابِرٍ (رض) قَالَ لَمَّا مَاتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَجَاءَ اَبَا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ اَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةٌ فَلْيَاْتِنَا قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ وَعَدَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يُعْطِيَنِىْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا وَهٰكَذَا فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ جَابِرٌ فَحَثٰى لِىْ حَثْيَةً فَعَدَدْتُهَا فَاِذَا هِىَ خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ خُذْ مِثْلَيْهَا. (متفق عليه)

৪৬৬১. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলেন এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর কাছে বাহরাইনের গভর্নর হযরত 'আলা ইবনে আল-হাযরামীর তরফ থেকে মালামাল আসল, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বললেন, "নবী করীম ﷺ-এর উপর কার দেনা আছে, অথবা কারো সাথে তিনি ওয়াদা করেছিলেন, তারা যেন আমার কাছে আসে।" হযরত জাবির (রা.) বলেন, আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, আমাকে এতগুলো এতগুলো এতগুলো দেবেন। তিনি [রাসূল ﷺ] নিজের দু-হাত প্রসারিত করে তিনবার ইশারা করেছিলেন। হযরত জাবির (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) আমাকে আঁজলা ভরে এক আঁজলা মাল দিলেন। আমি গণনা করে দেখলাম, এতে পাঁচশ' দিরহাম আছে এবং তিনি [আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)] বললেন, পাঁচশ' পাঁচশ' করে আরো দু-বার গুণে নাও। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيُّ**-এর পরিচয় :** নাম–আব্দুল্লাহ (রা.), পিতার নাম–আব্দুল্লাহ। তিনি 'আলা আল-হাযরামী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি 'হাযরামাউত'-এর অধিবাসী ছিলেন। নবী করীম ﷺ -এর জীবদ্দশায় হাযরামী বাহরাইনের শাসনকর্তা ছিলেন। পরবর্তীতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.)-ও তাঁকে এ পদে বহাল রাখেন। ১৪ হিজরিতে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ دَيْنٌ-এর ব্যাখ্যা : হযরত আবূ বকর (রা.)-এর কাছে বাহরাইনের গভর্নর হযরত 'আলা আল-হাযরামীর পক্ষ থেকে অনেক মালামাল আসল। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, নবী করীম ﷺ -এর কাছে কারো কোনো পাওনা আছে কি? অথবা তিনি কাউকে কিছু দেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন, যা তিনি পরিশোধ করে যেতে পারেননি। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর এ বক্তব্য দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে যে তার স্থলাভিষিক্ত হবে বা ওয়ারিশ হবে, তার জন্য উক্ত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার দেনা পরিশোধ করা মোস্তাহাব। অনুরূপভাবে এ হাদীসটিতে এ কথার দিকে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে যে, ওয়াদা করাও ঋণের সমতুল্য।

قَوْلُهُ فَبَسَطَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-এর তাৎপর্য : নবী করীম ﷺ -এর ইন্তেকালের পর ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর নিকট বাহরাইনের শাসনকর্তার পক্ষ থেকে কিছু সম্পদ আসল। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তখন জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন যে, রাসূল ﷺ যদি কারো নিকট ঋণী থেকে থাকেন অথবা কারো সাথে কোনো ওয়াদা করে তা পূর্ণ না করে গিয়ে থাকেন, তবে সে যেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করে আমি তাঁর যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করব। এতদশ্রবণে হযরত জাবির (রা.) বললেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এত, এত, এত সম্পদ দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন। অর্থাৎ রাসূল ﷺ হস্তদ্বয় প্রসারিত করে মালের পরিমাণের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। অতঃপর যখন হযরত জাবির (রা.) খলিফার দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি শব্দ প্রয়োগে হস্তদ্বয় প্রসারিত করে রাসূল ﷺ-এর ওয়াদাকৃত সম্পদের পরিমাণ দেখিয়ে দিলেন। এটাই উল্লিখিত অংশে বর্ণিত হয়েছে।

قَوْلُهُ خُذْ مِثْلَيْهَا-এর ব্যাখ্যা : হযরত জাবির (রা..) যখন খলিফার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিশ্রুতির কথা বললেন, তখন খলিফা নিজের এক অঞ্জলি মুদ্রা তাকে প্রদান করে বললেন, তুমি এ অঞ্জলিতে যা পেয়েছ, এর আরও দু-গুণ পরিমাণ মুদ্রা তুলে নাও। সুতরাং এতে তিনি মোট পনেরশ' দিরহাম পাওয়ার অধিকারী হলেন।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে তার উপর যদি কোনো ঋণ থাকে, তাহলে তার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির উক্ত ঋণ পরিশোধ করা অপরিহার্য। আমাদের সমাজে উক্ত হাদীসটির শিক্ষা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত আছে। জানাজার নামাজের পূর্বে ওয়ারিশদের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মৃত ব্যক্তি কারো কাছে ঋণী আছে কিনা। অতঃপর ঋণ থাকলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٦٦٢ - عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ (رض) قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ وَأَمَرَ لَنَا بِثَلٰثَةَ عَشَرَ قُلُوْصًا فَذَهَبْنَا نَقْبِضُهَا فَأَتَانَا مَوْتُهُ فَلَمْ يُعْطُوْنَا شَيْئًا فَلَمَّا قَامَ أَبُوْ بَكْرٍ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عِدَةٌ فَلْيَجِئْ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَمَرَ لَنَا بِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৬৬২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ জুহাইফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি যে, তাঁর শুভ্রতা প্রকাশ পেয়েছিল। হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র হযরত হাসান (রা.) রাসূল ﷺ -এর অনুরূপ ছিলেন। নবী করীম ﷺ আমাদেরকে তেরোটি সবল উট দিতে আদেশ করেছিলেন। আমরা সেই উটগুলো আনতে গেলাম। আমাদের কাছে তাঁর ইন্তেকালের সংবাদ পৌঁছল, তখন আমাদেরকে কোনোকিছু দেওয়া হলো না। অতঃপর যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) খলিফা নির্বাচিত হলেন, তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি কারো সাথে কোনো ওয়াদা করে থাকেন, তবে সে যেন আমার কাছে আসে। তখন আমি তাঁর কাছে হাজির হলাম এবং এ ঘটনা তাঁকে জানালাম। তিনি আমাদেরকে তা [তেরোটি উট] দিয়ে দিতে আদেশ করলেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত আলী (রা.)-এর পুত্র হযরত হাসান (রা.) নবী করীম ﷺ -এর সদৃশ ছিলেন। হযরত আবূ জুহাইফা (রা.) যে, রাসূল ﷺ -এর সাহচর্য লাভ করেছেন, সেই কথাটি প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি উপরিউক্ত বাক্যটি অত্র হাদীসের সাথে সংযোজন করেছেন। অবশ্য তিনি সে সময় কম বয়সের বালক ছিলেন, যখন রাসূল ﷺ -এর ইন্তেকাল হয়।

قَوْلُهُ قُلُوْصٌ **-এর সংজ্ঞা :** "قُلُوْصٌ" শব্দটি একবচন, বহুবচনে قُلُصٌ , قَلَائِصُ : এর অর্থের ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। জোয়ান উষ্ট্রী অথবা যতদিন সেটায় আরোহণ করা যায় এবং সফরের উপযোগী থাকে. এ ধরনের উটকে قُلُوْص বলা হয়। তবে পুরুষ উটকে قُلُوْص বলা হয়। অভিধানে এর অর্থ পাওয়া যায়, লম্বা পা বিশিষ্ট জোয়ান উষ্ট্রী।

রাবী পরিচিতি : নাম–ওহাব, উপনাম–আবূ জুহাইফা (রা.), পিতার নাম–আব্দুল্লাহ আল-আমেরী। তিনি কূফা নগরীর অধিবাসী। তিনি নবী করীম ﷺ-এর ছোট সাহাবী ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৪৫ খানা। 'মুত্তাফাকুন আলাইহি' হাদীসের সংখ্যা ২ খানা। এককভাবে বুখারী ২ খানা, আর ইমাম মুসলিম ৩ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ৭৪ হিজরিতে ৮০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٦٦٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْحَسْمَاءِ (رضـ) قَالَ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ اَنْ اٰتِيَهُ بِهَا فِيْ مَكَانِهٖ فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلٰثٍ فَاِذَا هُوَ فِيْ مَكَانِهٖ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ اَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلٰثٍ اَنْتَظِرُكَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৬৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ হাসমা (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর নবুয়ত লাভের পূর্বে একদা আমি তাঁর কাছ থেকে কিছু কেনাকাটা করি, যার কিছু মূল্য পরিশোধ করতে বাকি রয়ে গিয়েছিল। আমি তাঁর সাথে ওয়াদা করেছিলাম যে, আমি অবশিষ্ট দাম নিয়ে তাঁর নির্ধারিত স্থানে এসে হাজির হবো। আমি এ প্রতিশ্রুতির কথা ভুলে গেলাম। তিনদিন পরে আমার স্মরণ হলো। এসে দেখলাম, তিনি সেই নির্দিষ্ট স্থানেই আছেন। আমাকে দেখে তিনি বললেন, তুমি আমাকে খুব বিপদে ফেলেছিলে। আমি তিনদিন যাবৎ তোমার অপেক্ষা করছি। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ **-এর অর্থ :** "بَايَعْتُ" -এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে– বায়'আত করা বা অঙ্গীকার করা। যেমন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূল ﷺ -এর হাতে হাত রেখে ঈমান এবং ইসলামের উপর বায়'আত তথা অঙ্গীকার করেছেন। তবে এখানে অর্থ হলো– ক্রয়বিক্রয় করা। এখানে بيع শব্দের অর্থ হচ্ছে ক্রয় করা, তাই বলা হয়েছে- بَايَعْتُ مِنَ الْبَيْعِ اَلْاَمْنَ الْمُبَايَعَةَ

قَوْلُهُ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَيَّ **-এর তাৎপর্য :** নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, তুমি আমাকে বিপদে ফেলেছিলে। এখানে এ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকি দাম পরিশোধ করার জন্য ঐ স্থানে তিনদিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। কেননা দাম পরিশোধ করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হতো, তাহলে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই লোকটির খোঁজে বের হতেন ; কিন্তু তিনি তা না করে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। এর দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, রাসূল ﷺ লোকটির সাথে দেওয়া ওয়াদা পূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই ঐ স্থানে অপেক্ষা করছিলেন। এখানে লক্ষণীয় যে, তিনি অপেক্ষা করার পর লোকটিকে সামনে পেয়ে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করলেন না ; বরং তিনি বাস্তব কষ্টের অবস্থার অভিযোগ করেছেন, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে কোনো দূষণীয় নয়।

ওয়াদা পালন সম্পর্কে শরিয়তের বিধান : যদি কোনো ব্যক্তি ওয়াদা পালন করার অভিপ্রায় নিয়ে ওয়াদা করে থাকে, আর কোনো বিশেষ কারণে তা রক্ষা করতে না পারে, এতে সে গুনাহ্গার হবে না। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এ ব্যাপারে সকল

ইমামের ঐকমত্য যে, নিষিদ্ধ নয় এমন বস্তু সম্পর্কে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার সময় মনে মনে তা পালন না করার ইচ্ছা পোষণ করলে তা হবে মুনাফেকী। এ শ্রেণির লোককে হাদীসে "إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ" বলে মুনাফেকের নিদর্শন বলেছেন।

وَعَنْ ٤٦٦٤ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৬৬৪. **অনুবাদ :** হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের সাথে কোনো বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়, আর তার এ অভিপ্রায় থাকে যে, সে প্রতিশ্রুতি পালন করবে। অতঃপর কোনো কারণবশত প্রতিশ্রুতি পালন করতে পারল না এবং সময় মতো আসল না, তবে তার পাপ হবে না। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ-এর ব্যাখ্যা : ওয়াদাকারী যখন ওয়াদা করে, তখন তার অন্তরে সেই ওয়াদা পূরণ করার সদিচ্ছা ছিল। যদি সে কোনো কারণবশত সেই ওয়াদা পালন করতে না পারে, তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। কিন্তু যদি ওয়াদা পূরণের সদিচ্ছায় ওয়াদা করেছে; কিন্তু পরবর্তী সময় সে বিনা ওজরে ওয়াদা পূরণ করেনি, তবে সে গুনাহগার হবে।

نِيَّتٌ শব্দের অর্থ : نِيَّتٌ [নিয়ত] শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– اَلْقَصْدُ وَالْإِرَادَةُ অর্থাৎ মনের দৃঢ় সংকল্প ও অন্তরের গভীর স্পৃহা। কিন্তু শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার সন্তোষ লাভ ও তাঁর আদেশ পালনের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করার দিকে হৃদয়-মনের লক্ষ্য আরোপ করা এবং বাহ্যিক অঙ্গ দ্বারা তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করা।

রাবী পরিচিতি : নাম– যায়েদ (রা.), পিতার নাম– আরকাম (রা.) আনসারী খাযরাজী, উপনাম-আবূ আমর। তিনি একজন সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। 'আতা ইবনে ইয়াসার প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৭৮ সালে ৮৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٦٦٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ دَعَتْنِيْ أُمِّيْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَا تَعَالَ أُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا أَرَدْتِّ أَنْ تُعْطِيَهُ قَالَتْ أَرَدْتُّ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِيْهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كِذْبَةٌ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪৬৬৫. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমার মা আমাকে ডাকলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের ঘরে বসা ছিলেন। মা বললেন, এদিকে এসো, তোমাকে কিছু দেব। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মাকে বললেন, তুমি তাকে কি দিতে ইচ্ছা করেছ? তিনি বললেন, আমি তাকে একটি খেজুর দিতে ইচ্ছা করেছি। তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, সাবধান! যদি তুমি তাকে কিছু না দিতে, তবে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা কথা লেখা হতো। –[ইমাম আবূ দাঊদ এবং বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমের (রা.)-এর পরিচিতি : নাম– আব্দুল্লাহ (রা.), পিতার নাম– 'আমের (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবদ্দশাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মের পর তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে আনা হলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শরীরে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং তাঁর হেফাজতের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন। রাসূলুল্লাহ

ﷺ যখন ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তিন বছর। হযরত ওসমান (রা.) তাঁকে বসরা ও খোরাসানের গভর্নর নিয়োগ করেছিলেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতকাল পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। হিজরি ৫৯ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা অর্জন করতে পারি যে, কাউকে কোনো কিছু দেবে বলে লোভ দেখানো ঠিক হবে না। এরূপ করলে তার আমলনামায় মিথ্যার গুনাহ লিখা হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٦٦ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَاْتِ اَحَدُهُمَا اِلٰى وَقْتِ الصَّلٰوةِ وَذَهَبَ الَّذِىْ جَاءَ لِيُصَلِّىْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ. (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৪৬৬৬. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি কোনো ব্যক্তি কারো সাথে ওয়াদা করে, তন্মধ্যে একজন নামাজের সময় পর্যন্ত না আসে, তখন যে ব্যক্তি যথাসময়ে আসল, সে যদি যথাসময়ে নামাজে চলে যায়, তবে তার কোনো পাপ হবে না। –[রাযীন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ذَهَبَ الَّذِىْ جَاءَ لِيُصَلِّىْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ **-এর অর্থ :** দুব্যক্তি পরস্পর ওয়াদা করল যে, তারা উভয়ে নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে একত্রিত হবে। অতঃপর একজন উপস্থিত হলো : কিন্তু অপরজন উপস্থিত হলো না। এমতাবস্থায় নামাজের সময় উপস্থিত হলো। এখন যদি প্রথম ব্যক্তি নামাজ পড়তে চলে যায়, অতঃপর দ্বিতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হয়, তবে প্রথম ব্যক্তি ওয়াদা ভঙ্গকারী সাব্যস্ত হবে না। কেননা নামাজ আদায় করা দীনের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয় তথা ফরজ। উল্লিখিত হাদীসে এ কথার দিকে পরোক্ষ ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রাকৃতিক কোনো প্রয়োজন তথা খানাপিনা বা পায়খানা-প্রস্রাবের জন্যও যদি বাইরে যায়, তবে সে ক্ষেত্রেও সে ওয়াদা ভঙ্গকারী হবে না।

بَابُ الْمِزَاحِ
পরিচ্ছেদ : ঠাট্টা ও কৌতুক প্রসঙ্গ

"اَلْمِزَاحُ" শব্দটি فِعَالٌ -এর ওযনে বাবে مُفَاعَلَة -এর মাসদার, মূলবর্ণ (م ـ ز ـ ح) জিনসে صَحِيْح অর্থ– ঠাট্টা করা, কৌতুক করা। এ ছাড়া اَلْمُزَاحُ মীম অক্ষরে পেশ দিয়েও পড়া যায়, তখন এটা বাবে فَتَحَ -এর মাসদার হবে। অর্থ একই অর্থাৎ কৌতুক করা, ঠাট্টা করা। মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলোর মধ্যে কৌতুক বা ঠাট্টা হলো অন্যতম। নির্দোষ কৌতুক নিষিদ্ধ নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺও মাঝে মাঝে তাঁর সাহাবীদের সাথে কৌতুক করতেন। ঘৃণাভরে হাস্যকৌতুক করা হারাম। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর চরিত্রের একটি অন্যতম দিক হলো, জীবন প্রবাহের নিত্য-নৈমিত্তিক কর্মকাণ্ডের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশগ্রহণ। হাস্যকৌতুক থেকেও তাঁকে দূরে দেখা যায়নি। তবে একটি সীমিত গণ্ডির মধ্যে থেকে তিনি স্বীয় সহচরবৃন্দের সাথে মাঝে-মধ্যে হাস্যকৌতুক করতেন, যা ছিল নির্দোষ ও আদর্শ কৌতুক। কৌতুকের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করাই পাপের দিকে পদক্ষেপ। অত্র পরিচ্ছেদে কৌতুকের নির্দোষ সীমা ও ধরন কি হবে, সে বিষয়ে নবী করীম ﷺ -এর শিক্ষা বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٦٦٧ - عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ اِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَيُخَالِطُنَا حَتّٰى يَقُوْلَ لِاَخٍ لِّىْ صَغِيْرٍ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ كَانَ لَهُ نُغَيْرٌ يَلْعَبُ بِهٖ فَمَاتَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৬৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাথে উৎফুল্ল মেজাজ ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করতেন। এমনকি আমার ছোট ভাইকেও জিজ্ঞেস করতেন, হে আবূ উমাইর ! তোমার ছোট্ট বুলবুলি কি করল? উমায়েরের একটি ছোট্ট বুলবুল পাখি ছিল। সে সেটা নিয়ে খেলা করত। পাখিটি মরে গিয়েছিল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيُخَالِطُنَا -এর অর্থ : নবী করীম ﷺ আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন, সামাজিক আচার-আচরণ করতেন। আমাদের সাথে উঠাবসা করতেন এবং আমাদের সাথে হাস্যকৌতুক করতেন, যা তাঁর সহজ-সরল, অনাড়ম্বর ও অহমিকামুক্ত জীবনযাপন করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বস্তুত এটাই তাঁর সেই মহৎ গুণ, যা দ্বারা তিনি সমাজে উঁচু-নিচু সকল স্তরের মানুষের একান্ত আপনজন হওয়ার, তাদের মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেওয়ার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

قَوْلُهُ يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশটি বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কৌতুকের উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। উমায়ের হযরত আনাস (রা.)-এর বৈপিত্রেয় ভাই অর্থাৎ মা এক, আর পিতা দুজন। হযরত উমায়েরের পিতার নাম আবূ তালহা যায়েদ ইবনে সাহ্‌ল আনসারী। আবূ উমায়ের তার উপনাম, প্রকৃত নাম কাবশা। তার একটি ছোট বুলবুলি পাখির ছানা ছিল। সে এটা নিয়ে খেলাধুলা করত। সেই বুলবুলি ছানাটি মরে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে হাস্যকৌতুক করে বলেছিলেন– يَا اَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ অর্থাৎ হে আবূ উমায়ের ! বুলবুলি ছানাটি কি করল?

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীসের মাধ্যমে কয়েকটি শরয়ী বিধান পাওয়া যায়, তা হলো–

১. تَصْغِيْرُ الْاَسْمَاءِ বা কোনো নামকে সংক্ষিপ্তকরণ জায়েজ।

২. ছোট বালক-বালিকাদের উপনাম সংযুক্তকরণ জায়েজ।

৩. ছন্দ মিলিয়ে কথা বলে চমক সৃষ্টি করায় দোষ নেই।

৪. ছোট বাচ্চাদের পাখি পালন, পাখির ছানা নিয়ে খেলা করা বৈধ। তবে সেটাকে কষ্ট দেওয়া হারাম।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٦٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا قَالَ اِنِّيْ لَا اَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৬৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলছেন? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, [এ কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তার মধ্যেও] আমি সত্য কথাই বলছি। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّكَ تُدَاعِبُنَا **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের ব্যাখ্যা হলো, হে রাসূল! আপনিও আমাদের সাথে কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলছেন? تُدَاعِبُ শব্দটি دَعْبٌ মূলবর্ণ থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ– تُمَازِحُ। সম্ভবত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) কৌতুক করা থেকে রাসূল ﷺ -এর শান অনেক ঊর্ধ্বে ধারণা করেছিলেন এবং সেটা তাঁরা অশোভনীয় বলে ধারণা করেছেন। এজন্য তাঁরা বাক্যটি তাকীদের সাথে ব্যবহার করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সরাসরি তাদের ধারণাকে বাতিল না করে প্রত্যুত্তরে বলেছেন–اِنِّيْ لَا أَقُوْلُ اِلَّا حَقًّا অর্থাৎ 'আমি কৌতুক করার মধ্যেও সত্য কথাই বলে থাকি।' যা দ্বারা তিনি প্রকারান্তরে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, মিথ্যা ও অশ্লীল কৌতুক করা আমার শান নয়, সেই ক্ষেত্রে তোমাদের ধারণা অবাস্তব নয়; কিন্তু সত্য ও শালীনতাপূর্ণ কৌতুকে কোনো দোষ নেই এবং তা আমার শানের পরিপন্থি নয়

وَعَنْ ٤٦٦٩ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا اِسْتَحْمَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ فَقَالَ مَا اَصْنَعُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهَلْ تَلِدُ الْاِبِلُ اِلَّا النُّوْقَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৬৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে সওয়ারি চাইল। তখন তিনি বললেন, আমি তোমার সওয়ারির জন্য উষ্ট্রীর বাচ্চা দান করব। তখন লোকটি বলল, আমি উষ্ট্রীর বাচ্চা দিয়ে কি করব? অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, উট তো উষ্ট্রী-ই প্রসব করে। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنِّيْ حَامِلُكَ عَلٰى وَلَدِ نَاقَةٍ **-এর তাৎপর্য :** এ কথার তাৎপর্য হলো, যখন এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে সওয়ারির জন্য একটি উষ্ট্রী চাইল, তখন নবী করীম ﷺ কৌতুক করে বলেছিলেন যে, আমি তোমাকে একটি উষ্ট্রীর বাচ্চার উপর আরোহণ করিয়ে দেব। অথচ রাসূল ﷺ খুব ভালোভাবে জানেন যে, উটের বাচ্চার উপর সওয়ার হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি কথাটি বলেছিলেন ঠাট্টা ও কৌতুক করে। এতে শরিয়তের কোনো ক্ষতি হয়নি। কেননা পরে যখন তিনি দেখতে পেলেন যে, লোকটি তার কথার গূঢ় রহস্য বুঝতে পারেনি, তখন তিনি মূল কথাটি বুঝিয়ে বললেন।

قَوْلُهُ هَلْ تَلِدُ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقَ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ যখন লোকটিকে বললেন, আমি তোমার সওয়ারির জন্য উষ্ট্রীর বাচ্চা দান করব। তখন সে একটু অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলল, আমি সওয়ারি চেয়েছিলাম, উষ্ট্রীর বাচ্চা তো সওয়ার হওয়ার যোগ্য নয়, এটা দ্বারা আমি কি করব ? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকটিকে বুঝিয়ে দিলেন যে, বাচ্চা বলতে যে ছোট উটই উদ্দেশ্য হবে এমন নয়। কেননা বড় উটও তো উষ্ট্রীর বাচ্চা হয়ে থাকে।

٤٦٧٠ - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৬৭০. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, হে দু-কর্ণধারী ! −[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে বললেন, 'হে দু-কর্ণধারী!' এ বাক্যটির ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীন বিভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন। নিম্নে সেগুলো বর্ণিত হলো−

১. এ বাক্যটি হযরত আনাস (রা.)-এর সতর্কতার প্রতি ইঙ্গিত করে।

২. হয়তো তার কর্ণদ্বয় লম্বা ছিল অথবা কর্ণে অন্য কোনো দোষ ছিল।

৩. নবী করীম ﷺ হযরত আনাস (রা.)-কে কৌতুক করে কথাটি বলেছিলেন।

٤٦٧١ - وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لِامْرَأَةٍ عَجُوزٍ إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ فَقَالَتْ وَمَا لَهُنَّ وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَقَالَ لَهَا أَمَا تَقْرَئِيْنَ الْقُرْآنَ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا. (رَوَاهُ رَزِيْنٌ وَفِي شَرْحِ السُّنَّةِ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ)

৪৬৭১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ এক বৃদ্ধা মহিলাকে বললেন, কোনো বৃদ্ধা বেহেশ্‌তে যাবে না। বৃদ্ধা আরজ করল, কি কারণে বৃদ্ধারা বেহেশ্‌তে যাবে না ? অথচ এ বৃদ্ধা মহিলা কুরআন পাঠ করেছিল। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি কি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করনি− إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً অর্থাৎ আমি মহিলাদেরকে দ্বিতীয়বার পয়দা করব, তখন তাদেরকে কুমারী বানাব। −[রাযীন, শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে মাসাবীহের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন− 'বৃদ্ধারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না।' রাসূল ﷺ -এর এ উক্তির ব্যাখ্যা হলো, বৃদ্ধারা বৃদ্ধার আকৃতিতে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না ; বরং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কুমারী বেশে পুনরায় সৃষ্টি করবেন এবং তারা সেই অবস্থায়ই বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে। নবী করীম ﷺ কৌতুক করে উক্ত বৃদ্ধাকে এ কথাটি বলেছেন, অথচ সত্য কথাই বলেছেন।

قَوْلُهُ أَمَا تَقْرَئِيْنَ الْقُرْآنَ -এর ব্যাখ্যা : 'বৃদ্ধারা বেহেশ্‌তে যাবে না' কথাটি শুনে উক্ত বৃদ্ধা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিল, "وَمَا لَهُنَّ" অর্থাৎ 'তাদের কি অপরাধ?' এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি কুরআন মাজীদ পড় না ?' পবিত্র কুরআনেই এর উত্তর রয়েছে। অর্থাৎ বৃদ্ধারাও নবযৌবনা হিসেবেই বেহেশ্‌তে যাবে।

قَوْلُهُ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا -এর অর্থ : মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন যে, আমি বৃদ্ধাদেরকে পুনরায় নবযৌবনা ও রূপ-লাবণ্যের অধিকারিণী করে দেব, তখন তারা আর বৃদ্ধা থাকবে না। তাই বলা হয়েছে যে, বৃদ্ধারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না।

وَعَنْ ٤٦٧٢ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَ اسْمُهُ زَاهِرَ بْنَ حَرَامٍ وَكَانَ يَهْدِيْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْبَادِيَةِ فَيُجَهِّزُهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّهُ وَكَانَ دَمِيْمًا فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ يَبِيْعُ مَتَاعَهُ فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ فَقَالَ أَرْسِلْنِيْ مَنْ هٰذَا فَالْتَفَتَ فَعَرَفَ النَّبِيَّ ﷺ فَجَعَلَ لَا يَأْلُوْ مَا أَلْزَقَ ظَهْرَهُ بِصَدْرِ النَّبِيِّ ﷺ حِيْنَ عَرَفَهُ وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ يَشْتَرِي الْعَبْدَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِذًا وَاللّٰهِ تَجِدُنِيْ كَاسِدًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لٰكِنْ عِنْدَ اللّٰهِ لَسْتَ بِكَاسِدٍ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৬৭২. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'যাহের ইবনে হারাম' নামক এক বনভূমির বাসিন্দা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য বনভূমি থেকে উপঢৌকন হিসেবে কিছু নিয়ে আসত। সে যখন চলে যাওয়ার মনস্থ করত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পথের সম্বল গোছগাছ করে দিতেন। একদিন নবী করীম ﷺ তার সম্পর্কে বললেন. যাহের আমাদের জন্য বনভূমির গোমস্তা, আর আমরা তার শহরের গোমস্তা। নবী করীম ﷺ তাঁকে ভালোবাসতেন। সে ছিল দেখতে কুৎসিত। একদিন নবী করীম ﷺ বাজারে আসলেন, তখন যাহের তার পণ্য সামগ্রী বিক্রি করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ পিছন থেকে তাকে বুকে চেপে ধরলেন, ফলে সে তাঁকে দেখতে পেল না। যাহের বলল, কে? আমাকে ছেড়ে দাও। সে আড়চোখে লক্ষ্য করে নবী করীম ﷺ -কে চিনতে পেল। তখন সে তার পিঠকে নবী করীম ﷺ -এর বুকের সাথে বরকতের জন্য মিলাতে চেষ্টা করে সফল হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতে লাগলেন, 'গোলাম কিনবে কে?' যাহের এটা শুনে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আপনি আমাকে অকেজো পাবেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলার নিকট তুমি অকেজো নও। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوْهُ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেন, যাহের আমাদের জন্য বনভূমির গোমস্তা, আর আমরা তার শহরের গোমস্তা। অর্থাৎ সে আমাদেরকে বাইরের মালামাল সংগ্রহ করে দেয়, আর আমরা তাকে শহরের মালামাল সংগ্রহ করে দেই।

قَوْلُهُ وَاللّٰهِ تَجِدُنِيْ كَاسِدًا **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ যাহের সম্পর্কে বলেন, গোলাম কিনবে কে? তখন যাহের বলল. হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো অকেজো-অকর্মণ্য লোক। আমাকে যে ক্রয় করবে, তার কি লাভ হবে? এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরিউক্ত উক্তি করলেন, যার ব্যাখ্যা হলো, কেজো-অকেজো নির্ণয় আল্লাহর ব্যাপার, মানুষের নয়। কোনো বস্তু বাহ্যিক দৃষ্টিতে খারাপ হতে পারে, তাই বলে তা আভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে খারাপ হতে হবে, এমন নয়। তুমি হয়তো বা নিজেকে অকেজো মনে করতে পার; কিন্তু আল্লাহর নিকট তুমি অকেজো নও।

وَعَنْ ٤٦٧٣ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْاَشْجَعِيِّ (رضـ) قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكٍ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ مِنْ اَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَىَّ وَقَالَ ادْخُلْ فَقُلْتُ اَكُلِّىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كُلُّكَ فَدَخَلْتُ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ اِنَّمَا قَالَ اَدْخُلُ كُلِّىْ مِنْ صِغَرِ الْقُبَّةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৭৩. অনুবাদ : হযরত আওফ ইবনে মালিক আল-আশজা'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূকের যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলাম। তিনি একটি চামড়ার তাঁবুর মধ্যে অবস্থান করছিলেন। আমি সালাম প্রদান করলে তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, ভিতরে চলে এসো। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সম্পূর্ণ শরীরটা নিয়েই ভিতরে আসব ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, সম্পূর্ণটা নিয়েই। তখন আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। হযরত ওসমান ইবনে আবুল 'আতিকা বলেন, আওফ ইবনে মালিক 'আমি সম্পূর্ণ প্রবেশ করব?' বলে কৌতুক করার কারণ ছিল এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাঁবুটি ছিল ছোট। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

তাবূক যুদ্ধের ঘটনা : 'তাবূক' হলো ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ, যা নবম হিজরিতে সংঘটিত হয়। 'তাবূক' মদিনা থেকে প্রায় চৌদ্দ মনযিল দূরে, শাম দেশে অবস্থিত। রাসূল ﷺ হঠাৎ জানতে পারলেন যে, রোমের বাদশাহ হেরাকল এবং মূতার যুদ্ধে পরাজিত ইহুদি সম্প্রদায় একত্রে মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। সময়টি ছিল গ্রীষ্মকাল এবং অত্যন্ত অভাব-অনটনের। অন্যান্য যুদ্ধে সাধারণত রাসূল ﷺ ইঙ্গিতমূলক আলোচনা করতেন, সরাসরি কিছু বলতেন না। কিন্তু তাবূক যুদ্ধের কথা রাসূল ﷺ সরাসরি ব্যক্তি করলেন। চাঁদা সংগ্রহের জন্য প্রত্যাদেশ দেন। ফলে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর সমস্ত সম্পদ রাসূল ﷺ -এর দরবারে উপস্থিত করেন। এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর সাথে ছিল বিশ হাজার সৈন্য। ৫ রজব বৃহস্পতিবার রাসূল ﷺ সশস্ত্র বাহিনীসহ 'তাবূক' নামক স্থানে উপনীত হন। কিন্তু মুসলিম বাহিনীর চূড়ান্ত প্রস্তুতি জানতে পেরে ইহুদিরা ভীত হয়ে আর সামনে অগ্রসর হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীসহ পনেরো দিন তাবূকে অবস্থান করত মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন। পথিমধ্যে মুনাফেক কর্তৃক নির্মিত 'মসজিদে যেরার' ধ্বংস করেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাবী পরিচিতি : নাম– আওফ (রা.), পিতার নাম– মালিক। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি খায়বর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। শাম দেশে বসবাস করতেন, হিজরি ৭৩ সালে সেখানে ইন্তেকাল করেন। অনেক সাহাবী ও তাবেঈ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

وَعَنْ ٤٦٧٤ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ اِسْتَاْذَنَ اَبُوْ بَكْرٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا فَلَمَّا دَخَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا وَقَالَ لَا اَرَاكِ تَرْفَعِيْنَ صَوْتَكِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ حِيْنَ خَرَجَ اَبُوْ بَكْرٍ كَيْفَ

৪৬৭৪. অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) নবী করীম ﷺ -এর ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন, তখনই তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর সুউচ্চ কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। যখন তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে চড় মারার অভিপ্রায়ে তাঁর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, সাবধান ! ভবিষ্যতে যেন তোমাকে কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর স্বরের চেয়ে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে না শুনি। তখন নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে থামাতে এবং শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। অতঃপর রাগান্বিতভাবেই হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) বের হয়ে চলে গেলেন। যখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) চলে গেলেন তখন নবী করীম ﷺ বললেন, লোকটার হাত

رَأَيْتِنِيْ أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ فَمَكَثَ أَبُوْ بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقَالَ لَهُمَا أَدْخِلَانِيْ فِيْ سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِيْ فِيْ حَرْبِكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

থেকে তোমাকে কিভাবে বাঁচালাম দেখলে? রাবী বর্ণনা করেন যে, এ ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আসেননি। অতঃপর একদিন তিনি উপস্থিত হয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এবং ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) উভয়েই পারস্পরিক সমঝোতার পরিবেশে রয়েছে। তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) উভয়কে লক্ষ্য করে বললেন, যেভাবে তোমরা আমাকে তোমাদের যুদ্ধের অংশীদার করেছিলে, সেভাবে তোমাদের সন্ধি ও সমঝোতায়ও অংশীদার কর। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, আমরা তা-ই করলাম। আমরা তা-ই করলাম। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَيْفَ رَأَيْتِنِيْ أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ -এর সাথে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁকে [আয়েশাকে] চড় মারার অভিপ্রায়ে তাঁর হাত ধরে ফেললেন। তখন নবী করীম ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে থামাতে ও শান্ত করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। এতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ কৌতুক করে উপরিউক্ত উক্তি করলেন, যার অর্থ এই যে, 'দেখলে তো লোকটার হাত থেকে তোমাকে কিভাবে বাঁচালাম।'

রাসূল ﷺ مِنَ الرَّجُلِ বললেন; কিন্তু مِنْ أَبِيْكِ বললেন না কেন? নবী করীম ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাকে লোকটির হাত থেকে রক্ষা করেছি'; কিন্তু 'তোমাকে তোমার পিতার হাত থেকে রক্ষা করেছি' বললেন না কেন? এর অন্তর্নিহিত রহস্য হলো, যদি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) পিতা হিসেবে তোমাকে মারতে চাইতেন, তাহলে পিতৃস্নেহে মারা সম্ভব হতো না। কেননা পিতৃস্নেহ ও সন্তানকে মারধর করা পরস্পর বিরোধী। বস্তুত তিনি একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি হিসেবে আল্লাহর রাসূল ﷺ -এর সাথে অন্যায় হচ্ছে দেখে সত্যি সত্যিই মারতে উদ্যত হয়েছিলেন। সুতরাং তোমার উপর ক্রোধ 'বাপ' হিসেবে ছিল না; বরং 'মর্দে মুমিন' হিসেবে ছিল। তাই তিনি মারতে না পারায় রাগ করে চলে গেলেন। সে জন্য নবী করীম ﷺ مِنَ الرَّجُلِ বলেছেন।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আমাদের সমাজে অনেক মেয়েই তার স্বামী বা স্বামীর পরিবারস্থ লোকদের সাথে মন্দ আচরণ করতে থাকে, ফলে পরস্পর আত্মীয়দের মধ্যে নানা প্রকার বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদ হয়ে যায়। কিন্তু যদি মেয়ের পিতামাতা বা অন্যান্য অভিভাবক যথাসময়ে মেয়ের পক্ষপাতিত্ব না করে যথোপযুক্ত শাসন করে, তাহলে সেই বিবাদ বা বিপদ থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

রাবী পরিচিতি : নাম− নু'মান (রা.), উপনাম-আবূ আব্দুল্লাহ, পিতার নাম-বশীর। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি কূফায় বসবাস করতেন। হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর সময় তিনি সেখানকার গভর্নর ছিলেন। হিজরি ৬৪ সালে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর সনদে ১১৪ খানা হাদীস বর্ণিত আছে।

وَعَنْ ٤٦٧٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تُمَارِ أَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ وَلَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৬৭৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন− তুমি তোমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে ঝগড়া করবে না, কৌতুক করবে না এবং এমন ওয়াদা করবে না, যা রক্ষা করতে পারবে না। −[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُمَارِ اَخَاكَ وَلَا تُمَازِحْهُ الخ -**এর ব্যাখ্যা :** 'তুমি তোমার ভাই তথা অপর মুসলমানের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করো না এবং তাকে এরূপ কৌতুকপূর্ণ কথা বলো না, যাতে সে মনে কষ্ট পায়; আর তার সাথে এমন ওয়াদা করো না, যা তুমি পালন করবে না।' এখানে কৌতুক দ্বারা নাজায়েজ ও মনে কষ্টদায়ক কৌতুক করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে ; জায়েজ ও সত্য কৌতুক করা নিষেধ করা হয়নি। সত্য ও শালীনতাপূর্ণ আনন্দদায়ক কৌতুক করার বৈধতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আমল দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

দু-হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্ব : পূর্বোল্লিখিত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, নবী করীম ﷺ স্বয়ং কৌতুক করেছেন। অতএব কৌতুক করা বৈধ। পক্ষান্তরে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কৌতুক করা বৈধ নয়। অতএব, উভয় হাদীসে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। মুহাদ্দিসীনগণের পক্ষ থেকে উক্ত দ্বন্দ্বের সমাধান নিম্নরূপ বর্ণিত হয়েছে–

সমাধান : আল্লামা ইমাম নববী (র.) বলেন, যে কৌতুক করা হতে নিষেধ করা হয়েছে তা ঐ ধরনের কৌতুক যাতে খুব বাড়াবাড়ি ও স্থায়িত্ব রয়েছে। কারণ কৌতুকের বাড়াবাড়ি অতি স্ফূর্তি ও হাসিঠাট্টা সৃষ্টি করে, ফলে অন্তর কঠিন করে ফেলে। এতে আল্লাহভীতি প্রবেশ করতে পারে না। কখনও কখনও হাস্যকৌতুক মনঃকষ্ট ও ঝগড়াঝাঁটিতে পরিণত হয়, স্বাভাবিক ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে ফেলে। এসব কুফল থেকে নিজেকে রক্ষা করে কৌতুকপূর্ণ কথাবার্তা বলায় কোনো দোষ নেই, তা মুবাহের মধ্যে শামিল হবে। যেমন, নবী করীম ﷺ লাঞ্ছিত ব্যক্তির মন জয় এবং তার প্রতি নিজের অনুরাগ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে থাকতেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত হাদীসটি এ ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি দূষণীয় দিকগুলোর প্রতি নির্দেশ করে বর্ণিত হয়েছে। নবী করীম ﷺ -এর নিজের উপর নিজের কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল। তাঁর কৌতুক উপরোল্লিখিত কুফল থেকে মুক্ত ছিল। তাই নিষেধ করা তাদের জন্য প্রযোজ্য হবে, যারা নিজেদেরকে নিজেরা নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। আর তিনি নিজে কৌতুক করতেন এজন্য যে, তিনি তা নির্দোষ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত রাখতেন।

এতদ্ভিন্ন নবুয়তের গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাবমূর্তি নবী করীম ﷺ -কে সাধারণ মানুষের অবস্থা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে রাখত, তাই তিনি মানবীয় সাধারণ আচরণ জাগ্রত করার মানসে নিরাপদ গণ্ডি সীমার মধ্যে থেকে কৌতুকপূর্ণ আচরণ করতেন। এরই ফলে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন– 'আমি কৌতুকের মধ্যেও সত্যি কথাই বলে থাকি।' এ ব্যাখ্যায় হাদীসদ্বয়ের কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

بَابُ الْمُفَاخَرَةِ وَالْعَصَبِيَّةِ
পরিচ্ছেদ : বংশগৌরব ও পক্ষপাতিত্ব

"اَلْمُفَاخَرَةُ" শব্দটি বাবে مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার, যার অর্থ হচ্ছে– গর্ব করা, গৌরব করা। এটা মানবীয় চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। গৌরব দু-প্রকার হতে পারে–১. নিন্দনীয়। যেমন, প্রতারণার উদ্দেশ্যে বা পার্থিব কোনো ব্যক্তির স্বার্থ চরিতার্থের জন্য মিথ্যা বংশগৌরব করা। এ প্রকার বংশগৌরব প্রকাশ করা ইসলামি শরিয়ত সমর্থন করে না। ২. প্রশংসনীয়। যেমন, কাফেরের সাথে যুদ্ধের সময় বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে গৌরবের কথা প্রকাশ করা। এ প্রকার গৌরব প্রকাশ করা জায়েজ ও সর্বজন স্বীকৃত কাজ। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ

"اَلْعَصَبِيَّةُ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে– পক্ষপাতিত্ব; স্বজনপ্রীতি। পরিভাষায়, রক্তের বন্ধনে আবদ্ধতার অনুভূতি এবং সেই অনুভুতির কারণে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করাকে عَصَبِيَّة বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় একে গোত্রবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা বলা যেতে পারে। জাহিলি যুগে এ عَصَبِيَّة -এর শিকার হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনা না করে শুধু নিজ গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের মনোভাব নিয়ে আরবরা বছরের পর বছর ধরে এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকত। পবিত্র ইসলাম এ ধ্বংসাত্মক عَصَبِيَّة [পক্ষপাতিত্ব]-কে ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করেছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٧٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَكْرَمُ قَالَ اَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَاَكْرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِىْ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ فَخِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْاِسْلَامِ اِذَا فَقِهُوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৭৬. অনুবাদ : আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করা হলো, কে সবচেয়ে সম্মানিত? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে জিজ্ঞেস করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সকল মানুষের মধ্যে সম্মানিত ব্যক্তি হযরত ইউসুফ (আ.) যিনি আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর নবীর পুত্র এবং আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর বন্ধু হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রপৌত্র ছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা এ দৃষ্টিকোণ থেকেও জিজ্ঞেস করিনি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আরবদের বংশ ও গোত্র সম্পর্কে কি জিজ্ঞেস করছ? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, জী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্ধকার যুগে ভালো ছিল, সে ইসলামি যুগেও ভালো, যখন দীন ইসলামের সমঝদার হয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের আলোকে মর্যাদার উৎস : অত্র হাদীস অধ্যয়নে নিম্নলিখিত বস্তুসমূহ মর্যাদার উৎস বলে প্রমাণিত হয়– ১. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি ২. নবুয়তের বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার ও বংশগত কৌলিন্য। ৩. বংশগত ঐতিহ্য ও পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য।

মানুষের কয় ধরনের সম্মানের আভাষ পাওয়া যায় : অত্র হাদীস হতে বোঝা যায় যে, মানুষ সাধারণত কয়েকটি দিক দিয়েই সম্মানিত হতে পারে– ১. উত্তম আমল ও প্রশংসনীয় চরিত্রের দিক দিয়ে, ২. বংশাবলিতে কৌলিন্যের দিক দিয়ে এবং ৩. বংশাবলি হলেও সেখানে কৌলিন্যকে বিবেচনা করা হয়নি, সেদিক দিয়ে।

উল্লিখিত হাদীসে নবী করীম ﷺ প্রথম প্রকারের বিবেচনায় বললেন যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত সে ব্যক্তি, যে সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু। দ্বিতীয় প্রকারের বিবেচনায় নবী করীম ﷺ সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর নাম বলেন। কেননা তিনি বংশাবলির দিক থেকে কুলীন ও শ্রেষ্ঠ। এ সম্পর্কে অন্যান্য হাদীসে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকারের বিবেচনায় নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের মধ্যে যে জাহেলিয়াত যুগে সবচেয়ে ভালো ছিল ইসলামি যুগেও সে সবচেয়ে ভালো। এ কথাটি সূর্যের আলোকের মতো স্পষ্ট যে, সবদিক দিয়েই রাসূলুল্লাহ ﷺ শ্রেষ্ঠ ছিলেন। কেননা তিনি স্বয়ং বলেছেন- أَنَا سَيِّدُ وُلْدِ اٰدَمَ وَلَا فَخْرَ অর্থাৎ 'আমি আদম সন্তানের মধ্যে সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ, এতে আমার গৌরব নেই।'

হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মর্যাদাশীলতার ভিত্তি : নবী করীম ﷺ হযরত ইউসুফ (আ.)-কে সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী বলার একাধিক কারণ হতে পারে-

১. নবী করীম ﷺ -এর স্বভাবসুলভ বিনয় প্রকাশার্থে হযরত ইউসুফ (আ.)-কে উচ্চ মর্যাদাশীল বলেছেন।
২. নবী করীম ﷺ-কে আল্লাহ "أَفْضَلُ الْبَشَرِ" বা "سَيِّدُ الْمُرْسَلِيْنَ" উপাধিতে ভূষিত করার পূর্বে এ হাদীসটি ইরশাদ করেছেন, তাই তিনি ইউসুফ (আ.)-কে শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী বলেছেন।
৩. হযরত ইউসুফ (আ.) তাঁর সমসাময়িক যুগে অন্যান্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। নবী করীম ﷺ-এর সাথে তুলনামূলকভাবে নয়।

قَوْلُهُ خِيَارُكُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِى الْإِسْلَامِ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ -এর এ কথাটি খুবই তাৎপর্যবহ। তিনি কাফেরদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যারা জাহিলি যুগে জ্ঞানে-গুণে, আদব-আখলাকে ও বুদ্ধিমত্তায় এবং নেতৃত্বে উত্তম ও মর্যাদাশীলরূপে সমাজে বিবেচিত হতো, তারা যখন কুফরির অন্ধকার থেকে বের হয়ে ইসলামি আলোর জগতে প্রবেশ করেছে, তখন তারাই ইসলামি সমাজে জ্ঞানে-গুণে, নেতৃত্বে উচ্চ মর্যাদাশীল হয়েছে। এখানে নবী করীম ﷺ "إِذَا فَقِهُوْا" বলে একটি শর্ত আরোপ করেছেন অর্থাৎ তারা যদি ইসলামের সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে। যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হলো; কিন্তু তার আদর্শকে পুরোপুরিভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হলো না, তারা উচ্চ মর্যাদাশীল বিবেচিত হবে না। কেননা উচ্চ মর্যাদাবান হওয়ার মাপকাঠি হলো "تَفَقُّهٌ فِى الدِّيْنِ" বা দীনের সঠিক ও গভীর জ্ঞান আহরণ করা।

ইসলামের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.) জাহিলি সমাজেও জ্ঞানে-গুণে, নেতৃত্বে ও কর্তৃত্বে শীর্ষস্থানীয় মর্যাদাবান ব্যক্তিরূপে বিবেচিত হতেন; কিন্তু তাঁরা যখন 'কালিমা শাহাদাত'-এর স্বীকৃতি দিয়ে ইসলামি সমাজে প্রবেশ করলেন, তখন দীনের গভীর উপলব্ধির ভিত্তিতে শীর্ষস্থানীয় মর্যাদাবান সাহাবীতে পরিণত হলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত আরব সমাজের নেতৃত্বের চাবিকাঠিও তাঁদের হাতে আসল। এটাই নবী করীম ﷺ -এর উপরিউক্ত বাণীর তাৎপর্য।

٤٦٧٧ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَرِيْمُ ابْنُ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحٰقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৬৭৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- সম্মানিত ব্যক্তি সম্মানিত ব্যক্তির পুত্র, সম্মানিত ব্যক্তির পৌত্র এবং সম্মানিত ব্যক্তির প্রপৌত্র হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রপৌত্র, হযরত ইসহাক (আ.)-এর পৌত্র ও হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ.)। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হযরত ইউসুফ (আ.) সম্মানিত হওয়ার কারণ : প্রখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, হযরত ইউসুফ (আ.)-এর মধ্যে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ গুণ একত্রিত হয়েছিল। যেমন-নবুয়ত, জ্ঞান, সৌন্দর্য, সচ্চরিত্র, ভদ্রোচিত আচরণ, মর্যাদা সম্পন্ন পিতৃকুল, ন্যায়পরায়ণতা, দুনিয়া-আখেরাতের নেতৃত্ব, বংশগৌরব এবং পরিশেষে বংশ পরম্পরায় চারজন নবীর মধ্যে চতুর্থ নবী ইত্যাদি, যেমন-

قَالَ الْمُحَدِّثُ الدِّهْلَوِيُّ (رحـ) لِأَنَّهُ اِجْتَمَعَ لَهُ شَرَفُ النُّبُوَّةِ وَالْعِلْمُ وَالْجَمَالُ وَالْعِفَّةُ وَكَرَمُ الْأَخْلَاقِ وَكَرَمُ الْاٰبَاءِ وَالْعَدْلُ وَ رِيَاسَةُ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ وَشَرَفُ النَّسَبِ لِأَنَّهُ نَبِيٌّ مِنْ نَبِيٍّ رَابِعُ أَرْبَعَةٍ .

وَعَنْ ٤٦٧٨ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ (رض) قَالَ فِىْ يَوْمِ حُنَيْنٍ كَانَ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ اٰخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهٖ يَعْنِىْ بَغْلَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ نَزَلَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبْ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ، قَالَ فَمَا رُأِىَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ اَشَدُّ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৭৮. **অনুবাদ :** হযরত বারা ইবনে 'আযিব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিছ নবী করীম ﷺ -এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন। যখন মুশরিকরা তাঁকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলল, রাসূল ﷺ খচ্চরের পৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করলেন এবং বলতে লাগলেন– "আমি নবী, না মিথ্যার কোনো সূত্র– আমি যে আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র।" রাবী বলেন, সেদিন তাঁর চেয়ে অধিক বীর বিক্রম আর কাউকেও দেখা যায়নি।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَبُوْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ **-এর পরিচয় :** আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিছ ছিলেন আব্দুল মুত্তালিবের পৌত্র। নবী করীম ﷺ -এর চাচাতো ভাই। হযরত হালীমা সাদিয়া (রা.)-এর দুধ পানকারী হিসেবে নবী করীম ﷺ -এর দুধ ভাই। তিনি একজন বিদগ্ধ কবি ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি অনেক বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করেছিলেন। 'শা'য়েরে রাসূল' হযরত হাস্‌সান ইবনে ছাবিত (রা.) সেসব কবিতার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খাঁটি মুসলমান হন। বর্ণিত আছে যে, তিনি স্বীয় অতীত কার্যকলাপের লজ্জায় কখনও নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে মাথা উঠিয়ে কথা বলতেন না।

قَوْلُهٗ فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُوْنَ **-এর ব্যাখ্যা :** হুনায়েনের যুদ্ধের দিন হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারিছ (রা.) যখন নবী করীম ﷺ -এর খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছিলেন এবং মুশরিকরা চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলেছিল, তখন নবী করীম ﷺ সওয়ারি থেকে অবতরণ করে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, আমি আল্লাহর নবী, এতে মিথ্যার লেশমাত্র নেই। আর আমি কুরাইশদের নেতা আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।

اَنَا النَّبِىُّ لَا كَذِبْ * اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ **-এর ব্যাখ্যা :** 'আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই; আমি সেই আব্দুল মুত্তালিবের পুত্র, যিনি শৌর্য-বীর্যে, শাসনে ও রাজনীতিতে খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন। 'মাসাবীহ'-এর গ্রন্থকার উপরিউক্ত বাক্যকে নবী করীম ﷺ -এর বংশগৌরবের উক্তি মনে করে উক্ত হাদীসকে বংশগৌরবের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন, রাসূল ﷺ -এর বাণীকে বাপ-দাদার গৌরব বলে মনে করা ঠিক নয়। কেননা রাসূল ﷺ গৌরব ও অহংকার থেকে পবিত্র ছিলেন। তাঁর বাণীতে আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– আমি আদম সন্তানের শ্রেষ্ঠ, এতে আমার কোনো গর্ব নেই। এতদ্ব্যতীত আব্দুল মুত্তালিব ছিলেন মুশরিক। একজন মুশরিকের মাধ্যমে রাসূল ﷺ কিভাবে গৌরব বোধ করতে পারেন? অথচ তিনি বাপ-দাদার গৌরব করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং মুহাদ্দিসীন এ হাদীসকে 'বংশগৌরব' পরিচ্ছেদে এনে যথার্থ কাজ করেননি। এ ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ প্রকৃতপক্ষে নিজের নবুয়তের প্রশংসা করে ইহুদি-নাসারা ও গণক ঠাকুরদের আগাম কথার উপর জোর দেওয়ার ইচ্ছা করেছেন। আহলে কিতাব ও গণক ঠাকুররা রাসূল ﷺ -এর জন্মের পূর্ব থেকেই এ কথা বলে আসছিল যে, আব্দুল মুত্তালিবের বংশধরদের মধ্যে এক নবীর আবির্ভাব হবে। রাসূল ﷺ এ বিষয়ের উপরই জোর দিয়ে বলেছেন যে, আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর সেই নবী, যাঁর খবর আহলে কিতাব ও গণক ঠাকুররাও দিয়েছে। এতে নিজের নবুয়তের দাবির উপর জোর দেওয়া মাত্র, এতে গৌরবের কিছু নেই। সুতরাং এটা বংশগৌরবের পরিচ্ছেদে সংযোজন করা ঠিক হয়নি।

মাসাবীহ-এর গ্রন্থকার ও অন্যান্য মুহাদ্দিসীন যাঁরা এ হাদীসকে বংশগৌরব পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন তাঁদের পক্ষ থেকে উত্তর দেন যে, গৌরব দু-প্রকার হয়ে থাকে–

১. নিন্দনীয় বংশগৌরব, যা জাহিলি যুগে জাহেলিয়াতের রীতিনীতি অনুযায়ী শোনানো হয়। লোক দেখানো ও প্রচারণার জন্য খুব সাড়ম্বরে মিথ্যা বংশগৌরব প্রকাশ করা হতো। এ নিন্দনীয় বংশগৌরব রাসূল ﷺ -এর জন্য অসম্ভব কাজ।

২. প্রশংসনীয় ও আদিষ্ট গৌরব, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ অর্থাৎ 'তোমার প্রভুর প্রদত্ত অনুগ্রহের ঘোষণা কর।' এ আয়াতের আদেশ অনুসারে আল্লাহর অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা, নিজের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করা রাসূলের যথার্থ ও প্রশংসনীয় কাজ। সুতরাং একে বংশগৌরব পরিচ্ছেদে সংযোজন ঠিক হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের সময় বীরত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে গৌরবের কথা বা কবিতার চরণ পাঠ করা জায়েজ ও সর্বজন স্বীকৃত কাজ। নবী করীম ﷺ -এর এ বাণীও এ দৃষ্টিকোণ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে।

قَوْلُهُ فَمَا رَأَى مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدَّ مِنْهُ -এর ব্যাখ্যা : সেদিন অন্য কাউকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা দৃঢ় সংকল্পচিত্ত, শক্তি-সামর্থ্য ও শৌর্য-বীর্যের অধিকারী দেখা যায়নি। সেদিন তাঁর প্রতি পদক্ষেপে অসীম বীরত্ব ও শৌর্য-বীর্যের প্রমাণ ফুটে উঠেছে।

হুনায়েন যুদ্ধ : মক্কা শরীফ থেকে প্রায় তিন মনযিল দূরে তায়েফের নিকটবর্তী একটি স্থান। এ যুদ্ধ মক্কা বিজয়ের পর ৮ম হিজরিতে সংঘটিত হয়। 'হাওয়াযিন' এবং 'বনূ ছাকীফ' গোত্রদ্বয় মক্কা বিজয়ের সংবাদ শ্রবণ করে ঘৃণা এবং ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে পড়ে। উপরন্তু সমস্ত আরবই এ বিজয়কে তাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর ভেবেছে। হুনায়েন যুদ্ধে মুজাহিদদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার আশি জন। এ সংখ্যাধিক্যের দরুন মুসলমানদের মধ্যে গর্বের সৃষ্টি হয় বলে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ (اَلْاٰيَةَ) মুসলমানগণ প্রথমদিকে সাময়িকভাবে পরাস্ত হলেও পরবর্তীতে তাঁরা বিজয় লাভ করেন। এ যুদ্ধে ছয় হাজার কাফির সৈন্য বন্দি হয়। বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজার ছাগল ও চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা মুসলমানদের হস্তগত হয়। মুসলমানদের মধ্যে ছয়জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেন। আর কাফের সৈন্যদের ৭১ জন নিহত হয়। প্রথমে যুদ্ধের ময়দান থেকে মুসলমানগণ কাফেরদের আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়ে পালাতে শুরু করে; কিন্তু হযরত আব্বাস (রা.) রাসূল ﷺ -এর আদেশে চিৎকার দিয়ে মুসলমানদেরকে পুনঃ রণক্ষেত্রে একত্রিত করেন। কেননা হযরত আব্বাস (রা.)-এর কণ্ঠ ছিল খুবই উঁচু। তাঁর আওয়াজ প্রায় আট মাইল দূর থেকে শোনা যেত। মুসলমানদেরকে রাসূল ﷺ আসতে দেখে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে থাকেন-

إِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ ، أَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

وَعَنْ ٤٦٧٩ أَنَسٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬৭৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর সমীপে হাজির হয়ে আরজ করল, হে সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সৃষ্টির সেরা ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ -এর ব্যাখ্যা : 'হে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি!' এ বাক্যটি নবী করীম ﷺ -এর জন্য প্রযোজ্য, যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। "بَرِيَّةٌ" শব্দটি بَرَأَ মূলবর্ণ থেকে নির্গত। এর অর্থ مَخْلُوْقٌ বা সৃষ্ট। সে হিসেবে خَيْرَ الْبَرِيَّةِ -এর অর্থ- সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ বা উত্তম ব্যক্তিত্ব। আর তিনি হলেন আমদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ।

خَيْرَ مُشَارٌ إِلَيْهِ -এর- ذَاكَ : হাদীসে উল্লিখিত ذَاكَ إِبْرَاهِيْمُ : এখানে ذاك হলো إِسْم اشَارَه , আর এর مُشَارٌ إِلَيْهِ হচ্ছে خَيْرَ الْبَرِيَّةِ ; অর্থাৎ লোকটি যখন রাসূল ﷺ -কে خَيْرَ الْبَرِيَّةِ বলে সম্বোধন করেছিল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বভাবসুলভ বিনয়ী ভাব প্রকাশ করে বললেন-না; বরং হযরত ইবরাহীম (আ.) সৃষ্টিকুল শ্রেষ্ঠ।

হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে خَيْرَ الْبَرِيَّةِ বলার তাৎপর্য : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সৃষ্টিকুলের উত্তম পুরুষরূপে অভিহিত করেছেন। অথচ কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, নবী করীম ﷺ -ই সৃষ্টির সেরা মানুষ, তাহলে নবী করীম ﷺ হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সৃষ্টির সেরা বলে আখ্যায়িত করার তাৎপর্য কি? মুহাদ্দিসগণ সে সম্পর্কে নিম্নলিখিত উক্তি করেছেন-

১. নবী করীম ﷺ অতিশয় বিনয় ও শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থে এরূপ বলেছেন। মহান ব্যক্তিবর্গ অন্য কোনো মহান ব্যক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত হযরত ইবরাহীম (আ.) ছিলেন নবী করীম ﷺ -এর ঊর্ধ্বতন পুরুষ। অতএব, ঊর্ধ্বতন পুরুষগণের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এরূপ বলা হয়েছে।

২. অথবা বলা যেতে পারে যে, উত্তম অনেকেই হয়, তবে সর্বোত্তম হয় একজনই। সুতরাং হযরত ইবরাহীম (আ.) সৃষ্টিকুলের উত্তম পুরুষদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। আর মহানবী ﷺ সৃষ্টির সর্বোত্তম ও সেরা সৃষ্টি ছিলেন।

৩. নবী করীম ﷺ -এর এ উক্তির মর্মার্থ এটাও হতে পারে যে, হযরত ইবরাহীম (আ.) সমসাময়িক যুগের উত্তম ও সেরা মানুষ ছিলেন।

৪. কথাটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়েছে। মূল ও শাখা বিবেচনায় হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সেরা মানুষ বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীর আদি থেকে এমন কোনো স্বনামধন্য ব্যক্তি হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মতো পাওয়া যায় না, যার ঔরসে অর্থাৎ বংশধরদের মধ্যে এত প্রসিদ্ধ ও আল্লাহর প্রিয় নবীগণ জন্মলাভ করেছেন, আর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ তাঁর অধস্তন পুরুষ।

৫. এটাও বলা যেতে পারে যে, নবী করীম ﷺ "سَيِّدُ الْبَشَرِ" ও "أَفْضَلُ الْخَلَائِقِ" উপাধিতে ঘোষিত হওয়ার পূর্বে তিনি এরূপ উক্তি করেছেন।

وَعَنْ ٤٦٨٠ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُطْرُوْنِيْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنَ مَرْيَمَ فَاِنَّمَا اَنَا عَبْدُهٗ فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৮০. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– খ্রিস্টানরা মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আ.)-এর যেভাবে প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরাও এভাবে আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো আল্লাহর বান্দা। তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং আল্লাহর রাসূল বল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ابْنَ مَرْيَمَ বলার কারণ : এখানে হযরত ঈসা (আ.)-কে হযরত মরিয়মের পুত্র বলা হয়েছে। এর কারণ হলো, নাসারাগণ হযরত ঈসা (আ.)-কে আল্লাহর বান্দা ও রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ বা আল্লাহর পুত্রের আসনে বসিয়ে দিয়েছিল। এটা ছিল তাদের সরাসরি কুফরি। এ কুফরি ধারণাকে রদ করার উদ্দেশ্যে রাসূল ﷺ বলেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহ নয়, আল্লাহর পুত্রও নয়; বরং তিনি আল্লাহর বান্দা ও মরিয়মের পুত্র।

وَعَنْ ٤٦٨١ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَيَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَفْخَرَ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَبْغِيْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬৮১. অনুবাদ : হযরত 'ইয়ায ইবনে হিমার আল-মুজাশি'ঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানিয়েছেন যে, তোমরা পরস্পরে বিনয়ী হও। এমনকি এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির উপর যেন গৌরব না করে এবং এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির উপর যেন অত্যাচার না করে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'ইয়ায ইবনে হিমার এর পরিচিতি : নাম– 'ইয়ায (রা.), পিতার নাম–হিমার আল-মুজাশি'ঈ। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁকে বসরার অধিবাসী বলে গণ্য করা হয়। তিনি ছিলেন নবী করীম ﷺ-এর বহুদিনের বন্ধু। বহু সংখ্যক লোক তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি 'তামীম' বংশের লোক ছিলেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٨٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِاٰبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ اَوْ لَيَكُوْنُنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الْجُعَلِ الَّذِىْ يُدَهْدِهُ الْخُرَاءَ بِاَنْفِهِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِىٌّ اَوْ فَاجِرٌ شَقِىٌّ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৮২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ঐ সব লোকেরা তাদের সেসব বাপ-দাদাদের গৌরব করা থেকে বিরত থাকবে, যারা মরে দোজখের অঙ্গারে পরিণত হয়েছে; অথবা আল্লাহ তা'আলার নিকট আবর্জনার কীট অপেক্ষা লাঞ্ছিত হবে, যে কীট আবর্জনাকে নিজের নাক দ্বারা দোলা দেয়। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব-অহংকার ও বাপ-দাদার গৌরবের ব্যাধি দূর করেছেন। এখন চাই ধর্মভীরু মু'মিন হোক বা ধর্মহীন পাপী হোক, সমস্ত মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান, আর হযরত আদম (আ.) মাটি দ্বারা তৈরি।

–[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنَ الْجُعْلِ الَّذِىْ يُدَهْدِهُ الخ -এর ব্যাখ্যা : যেসব লোক কুফরি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, তাদেরকে নিয়ে যে ব্যক্তি গর্ব করে, সেই ব্যক্তির উদাহরণ পায়খানার সেই কীটের ন্যায়, যে কীট নিজের নাক দ্বারা ময়লাকে দোলা দেয়। এর দ্বারা গৌরবকৃতকে একটি নিকৃষ্টতম কীটের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُوْ اٰدَمَ وَاٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ **-এর ব্যাখ্যা :** কারো পক্ষে গর্ব-অহংকার করা যে সম্পূর্ণ অসঙ্গত, তার প্রমাণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ ﷺ উপরিউক্ত উক্তি করলেন। যার মর্মার্থ হলো, সমস্ত মানুষ হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান, আর হযরত আদম (আ.) মাটি দ্বারা তৈরি। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর এ বক্তব্যের মাধ্যমে আমরা গর্ব না করার দুটো সঙ্গত কারণ খুঁজে পাই। প্রথমত সমস্ত মানুষ যেহেতু হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান, সুতরাং তারা সকলে পরস্পর ভাই ভাই। কাজেই এক ভাইয়ের উপর অপর ভাইয়ের গর্ব করা বোকামি। দ্বিতীয়ত সমস্ত মানুষ মাটির তৈরি, সুতরাং মাটির তৈরি মানুষ মাটি নিয়ে কিভাবে গর্ব করতে পারে!

وَعَنْ ٤٦٨٣ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ (رح) قَالَ انْطَلَقْتُ فِىْ وَفْدِ بَنِىْ عَامِرٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْنَا اَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ السَّيِّدُ اللّٰهُ فَقُلْنَا وَاَفْضَلُنَا فَضْلًا وَاَعْظَمُنَا طَوْلًا فَقَالَ قُوْلُوْا قَوْلَكُمْ اَوْ بَعْضَ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৮৩. অনুবাদ : মুতার্‌রিফ ইবনে 'আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বনূ 'আমির-এর প্রতিনিধিদলের সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে গেলাম। তখন আমরা তাঁকে লক্ষ্য করে বললাম, আপনি আমাদের নেতা। তিনি বললেন, নেতা হলেন আল্লাহ। আমরা বললাম, আপনি মর্যাদার দিক দিয়ে আমাদের তুলনায় অধিক মর্যাদাবান এবং দানের দিক দিয়ে আপনি সর্বাধিক সম্মানিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এ কথা বল অথবা তার চেয়ে কম বল এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে উকিল না বানায়। -[আহ্‌মাদ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قُوْلُوا قَوْلَكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** আমার প্রশংসায় অতি বাড়াবাড়ি করো না। এতটুকু বল কিংবা তার চেয়ে কমই বল না কেন, তাতে কিছু আসে-যায় না। অতিরিক্ত করে কিছু বলা শয়তানের কাজ। অতএব, তোমরাও বাড়াবাড়ি করে শয়তানের প্রতিনিধিতে পরিণত হয়ো না এবং শয়তানের কাজকে অগ্রসর করে দিয়ো না।

আল্লামা তূরপুশ্তী (র.) বলেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা যে নামে আমার নামকরণ করেছেন অর্থাৎ নবী বা রাসূল, তোমরা আমাকে সেই নামেই সম্বোধন কর। সাইয়েদ বা নেতা বলে ডাকবে না, যেমন তোমরা তোমাদের মাতাব্বর-মোড়লকে সম্বোধন করে থাক।

রাবী পরিচিতি : নাম–মুতার্‌রিফ (র.), পিতার নাম–'আব্দুল্লাহ, দাদার নাম–আশ-শিখ্‌খীর (রা.)। তিনি একজন তাবেঈ এবং বসরার অধিবাসী ছিলেন। হযরত আবূ যার (রা.) এবং হযরত ওসমান ইবনে আবুল 'আস (রা.) থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৮৭ সালের পরে তিনি ইন্তেকাল করেন।

عَنْ ٤٦٨٤ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوٰى . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৬৮৪. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ধন-সম্পদ হলো মান-মর্যাদা এবং আল্লাহ্‌ভীরুতা হলো দয়া-দাক্ষিণ্য। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَسَبُ الْمَالُ **-এর ব্যাখ্যা :** অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্থিব সম্পদ দুনিয়ায় মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির একটি উপায়। পক্ষান্তরে আখেরাতের মর্যাদা একান্ত আল্লাহভীতির মধ্যেই নিহিত।

হযরত হাসান বসরী (র.)-এর পরিচয় : নাম–হাসান বসরী (র.)। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবী ভূপৃষ্ঠে বেঁচে ছিলেন। তখনকার পরিবেশে সর্বত্র 'ইলমে রিসালাতের আওয়াজ মুখরিত ছিল। হযরত ইবনে সা'দ (র.) তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (র.) বহু পূর্ণত্ব ও যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি অতি বড় আলিম ছিলেন। শুদ্ধ ভাষী, মিষ্টভাষী, সুন্দর ও অমায়িক ছিলেন। বিশেষভাবে 'ইলমে হাদীসে তাঁর গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি হযরত ওসমান, হযরত আলী, হযরত আবূ মূসা আশ'আরী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) প্রমুখ বড় বড় সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٦٨٥ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَعَزّٰى بِعَزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَعِضُّوْهُ بِهَنِّ اَبِيْهِ وَلَا تَكْنُوْا . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৬৮৫. অনুবাদ : হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজেকে জাহেলিয়াতের গৌরবে গৌরাবান্বিত করে, তার দ্বারা তার পিতৃ-পুরুষের লজ্জাস্থানকে কর্তন করাও। আর এ কথাগুলো তাকে ইঙ্গিতে নয়; বরং পরিষ্কার ভাষায় বলে দাও। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاَعِضُّوْهُ بِهَنِّ اَبِيْهِ **-এর অর্থ :** যে ব্যক্তি সেসব বাপ-দাদার উপর গৌরব করে, যারা জাহেলিয়াতের যুগে মরে গিয়েছে, তাকে বল যে, মৃত পিতৃপুরুষদের লজ্জাস্থানকে কর্তন করে মুখে তুলে নাও। অর্থাৎ তাদের ব্যাপারে গর্ব করা, আর তাদের লজ্জাস্থান কর্তন করে মুখে তুলে চিবানো একই সমান।

وَعَنْ ٤٦٨٦ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ عُقْبَةَ (رحـ) عَنْ اَبِىْ عُقْبَةَ (رضـ) وَكَانَ مَوْلًى مِنْ اَهْلِ فَارِسٍ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اُحُدًا فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّىْ وَاَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِىُّ فَالْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ هَلَّا قُلْتَ خُذْهَا مِنِّىْ وَاَنَا الْغُلَامُ الْاَنْصَارِىُّ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৮৬. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুর রাহমান ইবনে আবূ 'উকবাহ (র.) হযরত আবূ 'উকবাহ (রা.) হতে বর্ণনা করেন, আবূ 'উকবাহ (রা.) মুক্ত দাস ছিলেন এবং পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। মুশরিকদের মধ্য হতে এক ব্যক্তিকে তরবারি বা বর্শা দ্বারা আঘাত করলাম এবং বললাম, আমার তরফ থেকে আঘাত গ্রহণ কর, আমি পারস্যের দাস। এটা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং বললেন, তুমি কেন এ কথা বললে না যে, আমার তরফ থেকে আঘাত গ্রহণ কর, আমি আনসারীদের দাস। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هَلَّا قُلْتَ خُذْهَا مِنِّىْ وَاَنَا الْغُلَامُ الْاَنْصَارِىُّ **-এর ব্যাখ্যা :** তৎকালীন সম্মুখ যুদ্ধে আক্রমণকারী আক্রমণকালে নিজের নাম- ধাম ও বংশ পরিচয় বীরত্ব প্রদর্শনার্থে ও প্রতিপক্ষকে ভীত-সন্ত্রস্ত করার উদ্দেশ্যে গর্বভরে বলত। নবী করীম ﷺ হযরত আবূ 'উকবাহ (রা.)-কে পারস্যের গোলাম না বলে আনসারীদের আজাদকৃত গোলাম বলতে এজন্য নির্দেশ দিলেন যে, তখনকার দিনে পারস্যবাসী বলতেই কাফের-মুশরিক বোঝা যেত। কারণ তৎকালে পারস্যের লোকেরা আগুনের পূজা করত। তারা ছিল উদীয়মান ইসলামের চরম শত্রু সমসাময়িক যুগে পারস্যের রাজশক্তি হিসেবে কথিত হতো। পারস্যের গোলাম বলতে শ্রোতার ধারণা পরিষ্কার হবে না। কারণ শ্রোতামাত্রই তখন বুঝতে পারে যে, পারস্যবাসী বলতে অগ্নিপূজক বা মুশরিক বোঝায়। তখনকার দিনে আনসারী বলতে এক আল্লাহর বিশ্বাসী হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী মুসলিম সম্প্রদায় বলে সর্বত্র বিদিত ছিল। সুতরাং আনসারীদের গোলাম বললে মুসলিম সম্প্রদায় বলে এক বাক্যেই বোঝা যেত। এরূপ কথা বললে ইসলামি শক্তির প্রচার ও প্রভাব বিস্তার লাভ করত। এ কারণেই নবী করীম ﷺ তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং তাঁর উক্তির প্রতিবাদ করেছেন।

উহুদ : মদিনা শরীফের নিকটবর্তী উত্তরদিকের একটি পাহাড়। এখানে হযরত হারূন (আ.)-এর রওজা মুবারক রয়েছে। ৩য় হিজরির শাওয়াল মাসের ৭ তারিখ শনিবার দিন মক্কার কাফেরদের সাথে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কাফেররা বদর প্রান্তরে শোচনীয় পরাজয় বরণ করার গ্লানিসমূহের প্রতিশোধ নেওয়ার অভিসন্ধিতে বলিষ্ঠ প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। তাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল তিন হাজার, আর মুজাহিদরা ছিল মাত্র সাতশ'। এ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। আর কাফেরদের ২২ জন মতান্তরে ৩৩ জন সৈন্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

রাবী পরিচিতি : নাম–'আব্দুর রহমান (র.), পিতার নাম–আবূ 'উকবাহ আল-আনসারী (রা.)। তিনি ছিলেন একজন সম্মানিত তাবেঈ। তিনি তাঁর পিতার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। দাউদ ইবনে হুসাইন তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٦٨٧ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَصَرَ قَوْمَهُ عَلٰى غَيْرِ الْحَقِّ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ الَّذِىْ رَدٰى فَهُوَ يُنْزَعُ بِذَنَبِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৮৭. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নিজের সম্প্রদায়ের সাহায্য করে, তার তুলনা সেই উটের মতো, যা কূপে পতিত হয়েছে, অতঃপর সেটার লেজ ধরে উদ্ধারের জন্য টানা হচ্ছে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُوَ كَالْبَعِيْرِ-এর ব্যাখ্যা : এখানে "هُوَ" যমীরের مَرْجِعْ হলো قَوْم, অর্থ– উটের শরীরের তুলনায় তার লেজ খুবই ছোট এবং হালকা-দুর্বল। সুতরাং কূপে পড়া উটকে লেজ ধরে উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করা যেমন বৃথা, অনুরূপভাবে যে সম্প্রদায় বাতিলের জন্য যুদ্ধ করে তারা মূলত ধ্বংসে পতিত হয়েছে।

আল্লামা তূরপুশ্তী (র.) বলেন, হাদীসটির অর্থ হলো, যে ব্যক্তি বাতিলের সাহায্য করে নিজেকে সমাজে বড় করে তুলে ধরতে চায়, তার উদাহরণ সেই উটের ন্যায়, যে উট গভীর কূপে পতিত হয়েছে, আর তার লেজ ধরে উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে লেজ ছিঁড়ে যেতে বাধ্য, তবুও উটকে তোলা সম্ভব হবে না। অবশেষে উটটি ধ্বংসই হবে। অনুরূপভাবে অন্যায় ও বাতিল সম্প্রদায় নিশ্চিত ধ্বংস হবে। এর সাহায্যকারী প্রাণপণ চেষ্টা করলেও তাদের কোনো উপকার তো করতেই পারবে না; বরং তাদের সাথে সেও ধ্বংস হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

وَعَنْ ٤٦٨٨ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَا الْعَصَبِيَّةُ قَالَ اَنْ تُعِيْنَ قَوْمَكَ عَلَى الظُّلْمِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৮৮. অনুবাদ : হযরত ওয়াছিলা ইবনে আস্‌কা' (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আসাবিয়্যাত' কি? রাসূল ﷺ বললেন, আসাবিয়্যাত হলো তোমার গোত্রকে অন্যায় ব্যাপারে সাহায্য করা। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

عَصَبِيَّة শব্দের অর্থ : عَصَبِيَّة শব্দের অর্থ হচ্ছে, অন্যায়ের সময় স্বগোত্রকে মদদ-সাহায্য করা। ইসলামের আবির্ভাবের পর عَصَبِيَّة শব্দটি বর্বর যুগের খারাপ প্রথার সাথে সম্পৃক্ত থাকায় তা ঘৃণিত অর্থে অর্থাৎ বর্বরতা ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

وَعَنْ ٤٦٨٩ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ (رضـ) قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ خَيْرُكُمُ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيْرَتِهٖ مَا لَمْ يَاْثَمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৮৯. অনুবাদ : হযরত সুরাকাহ ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে নিজের গোত্রের অন্যায়-অত্যাচার দমন করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপরাধ না করে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَا لَمْ يَاْثَمْ-এর অর্থ : কোনো ব্যক্তি গোত্রীয় অন্যায়-অত্যাচারকে দমন করতে গিয়ে নিজেই যদি কোনো অপরাধ করে বসে, তবে সে ব্যক্তি উত্তম নয়। সুতরাং অন্যায় দমন করতে গিয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত সে এ দমন কার্যে অপরাধ না করবে, ততক্ষণ সে উত্তম ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

রাবী পরিচিতি : নাম–সুরাকাহ (রা.), পিতার নাম–মালিক, পিতামহ–জু'শুম। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। বহু সংখ্যক লোক তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ২০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٦٩٠ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَصَبِيَّةً وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلٰى عَصَبِيَّةٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৯০. অনুবাদ : হযরত যুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি 'আসাবিয়্যাত'-এর দিকে লোকদেরকে আহ্বান করে, নিজে 'আসাবিয়্যাত'-এর উপর যুদ্ধ করে এবং 'আসাবিয়্যাত'-এর উপর মৃত্যুবরণ করে, সে ব্যক্তি আমাদের দলের নয়। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا اِلٰى عَصَبِيَّةِ-এর ব্যাখ্যা : عَصَبِيَّة তথা গোত্রবাদ বা বংশগত পক্ষপাতিত্ব জাহিলি যুগের একটি কুপ্রথা ও ঘৃণ্যতম কুসংস্কার। ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও আদর্শের আলোকপ্রাপ্ত কোনো মুসলিম জাহিলি যুগের সেই কুপ্রথার অনুসারী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন থাকতে পারে না। এজন্য নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি এ ঘৃণিত গোত্রবাদে বিশ্বাস করে, কিংবা গোত্রবাদে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করে, সে আমাদের [মুসলমানদের] দলভুক্ত নয়।

عَصَبِيَّة বলতে কি বুঝায়? "عَصَبِيَّة" শব্দটির আভিধানিক অর্থ– পক্ষপাতিত্ব ; স্বজনপ্রীতি। পরিভাষায়, রক্তের বন্ধনে আবদ্ধতার অনুভূতি ও সেই অনুভূতির কারণে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করাকে عَصَبِيَّة বলা হয়। আধুনিক পরিভাষায় গোত্রবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা বলা যেতে পারে। জাহিলি যুগে এ আসাবিয়্যাতের শিকার হয়ে ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিবেচনা না করে শুধু নিজ গোত্রীয় পক্ষপাতিত্বের মনোভাব নিয়ে আরবগণ বছরের পর বছর ধরে এক গোত্র অন্য গোত্রের সাথে মারামারি-কাটাকাটিতে লিপ্ত থাকত। পবিত্র ইসলাম এ কুখ্যাত আসাবিয়্যাতকে ঘৃণা করে প্রত্যাখ্যান করেছে।

শরিয়তের পরিভাষায় আসাবিয়্যাত : শরিয়তের পরিভাষায় বংশীয় লোকদের জন্য সাহায্য-সহানুভূতি করাকে আসাবিয়্যাত বলা হয়। আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানের আলোকে গোত্রবাদ ও বর্ণবাদকেও আসাবিয়্যাত বলা যায়। ব্যাপক অর্থে সাম্প্রদায়িকতাই হলো এর সঠিক অর্থ। মোটকথা, ন্যায়-অন্যায় বিচার-বিশ্লেষণ না করে নিজ বংশের এলাকায় ও জাতির লোকজনের যে কোনো বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব করা এবং তাদের সাহায্য-সহযোগিতা করাকে 'আসাবিয়্যাত' বলে। আর একে আধুনিক পরিভাষায় সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়। সাম্প্রদায়িকতার পরিসর ব্যাপক হওয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন– ১. বংশীয় সাম্প্রদায়িকতা। ২. গোত্রীয় সাম্প্রদায়িকতা। ৩. বর্ণভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা। ৪. ভাষাভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা। ৫. অঞ্চলভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা। ৬. ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িকতা।

ইসলাম এ ব্যাপারে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দেয় এবং যে আদর্শ ও নীতিমালা গ্রহণ করে তা হলো, ন্যায়-ইনসাফের প্রতিষ্ঠা এবং জুলুম-অত্যাচার ও অন্যায় নিবারণ। সুতরাং ন্যায়-ইনসাফের খাতিরে সর্বদাই নিজ বংশ, গোত্র, জাতি ও এলাকার লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা এবং এর জন্য সংগ্রাম করাকে ইসলাম সমর্থন জানায় এবং পুণ্যের কাজ মনে করে। পক্ষান্তরে অন্যায়-অবিচার ও জুলুমের সহযোগিতা করাকে নিন্দা জানায় এবং পাপের কাজ মনে করে।

শরিয়তের দৃষ্টিতে আসাবিয়্যাতের হুকুম : আসাবিয়্যাত তথা সাম্প্রদায়িকতা বংশীয়, গোত্রীয়, বর্ণগত, ভাষাগত, অঞ্চলগত কিংবা ধর্মীয় ইত্যাদি যে কোনোরূপ সাম্প্রদায়িকতাকেই ইসলাম প্রশ্রয় দান করে না; বরং ইসলাম সর্বক্ষেত্রে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের মূলোৎপাটন কামনা করে। ন্যায়সঙ্গতভাবে স্ববংশীয়, স্বগোত্রীয়, স্ববর্ণীয়, স্বজাতীয়, স্বদেশীয় কিংবা স্বধর্মীয় লোকের সাহায্য-সহযোগিতা করাকে যেমন ইসলাম উৎসাহিত করে, তেমনিভাবে এদের কারো সাহায্য করাকে ইসলাম জুলুমরূপে চিহ্নিত করে। আসাবিয়্যাত বা সাম্প্রদায়িকতা ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম।

রাবী পরিচিতি :

নাম ও পরিচয় : নাম–জুবাইর (রা.), পিতার নাম–মুত'ইম, মাতার নাম–উম্মে হাবীবা অথবা উম্মে জামীল। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। হুদাইবিয়া ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্তী সময়ে মতান্তরে মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে সুলাইমান ইবনে সা'দ ও 'আব্দুর রাহমান ইবনে আযহার এবং তাবেঈ সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়াব তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট বংশ বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন।

ইন্তেকাল : তিনি হযরত আমীরে মুআবিয়া (রা.)-এর রাজত্বকালে ৫৭/৫৮ অথবা ৫৯ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٦٩١ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪৬৯১. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো কিছুর ভালোবাসা তোমাকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حُبُّكَ الشَّيْءَ يُعْمِيْ وَيُصِمُّ **-এর ব্যাখ্যা :** যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ভালোবাসে, তখন ভাবাবেগে সে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুর কোনো দোষকেই দোষ বলে মনে করে না; যেন এ ব্যাপারে সে অন্ধ। অনুরূপভাবে সে উক্ত ব্যক্তি বা বস্তুর দোষ-ত্রুটির কথা শুনেও শোনে না; যেন এ ব্যাপারে সে বধির। মোটকথা, লোকটি তার প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিটির কোনো খারাপ কথা বা আচরণকে খারাপ মনে করে না; বরং তার সকল আচার-আচরণকে সে ভালো দৃষ্টিতে দেখে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٩٢ عُبَادَةَ بْنِ كَثِيْرِنِ الشَّامِيِّ مِنْ أَهْلِ فِلَسْطِيْنَ عَنْ اِمْرَأَةٍ مِّنْهُمْ يُقَالُ لَهَا فَسِيْلَةُ اِنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ قَالَ لَا وَلٰكِنْ مِنَ الْعَصَبِيَّةِ اَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৬৯২. অনুবাদ : হযরত 'উবাদাহ ইবনে কাছীর শামী (র.) [যিনি ছিলেন ফিলিস্তিনের অধিবাসী] হতে বর্ণিত, তিনি স্বীয় গোত্রের 'ফাসীলাহ' নাম্নী এক মহিলার নিকট থেকে বর্ণনা করেন। ফাসীলাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সমীপে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো ব্যক্তির নিজের গোত্রকে ভালোবাসা কি আসাবিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত? রাসূল ﷺ বললেন, 'না'; বরং আসাবিয়্যাত হলো কোনো ব্যক্তির নিজের গোত্রকে জুলুমে সাহায্য করা। –[আহমাদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ফিলিস্তিন : মিশরের দক্ষিণে বিশাল এক এলাকা। মুসলমান এবং ইহুদি উভয় সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করে। ১৯৪৮ ইংরেজি সালে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধলে এ এলাকা দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, ফলে অধিকাংশ এলাকা ইহুদিরা দখল করে এর নাম রাখে 'ইসরাঈল'। মুসলমানদের দখলে সামান্য অংশ বাকি থাকলেও তা হাতছাড়া হয়ে যায়। বর্তমানে ইসরাঈলীদের হাত থেকে ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার জন্য মুসলমানগণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের অভিলাষ, নিজেদের জন্য সামান্য স্বাধীন ভূমি অধিকার করা, যেখানে নিজেদের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া ফিলিস্তিনে রয়েছে মুসলমানদের তৃতীয় কিবলা 'বাইতুল মুকাদ্দাস', যা ইহুদিরা দখল করে রেখেছে। যেদিন মুসলমানগণ এ পবিত্র ভূমিকে নিজেদের অধীনে আনতে পারবে, সেদিন হবে মুসলমানদের বিজয়।

وَعَنْ ٤٦٩٣ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْسَابُكُمْ هٰذِهٖ لَيْسَتْ بِمُسَبَّةٍ عَلٰى اَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنُوْ اٰدَمَ طَفُّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوْهُ لَيْسَ لِاَحَدٍ عَلٰى اَحَدٍ فَضْلٌ اِلَّا بِدِيْنٍ وَتَقْوٰى كَفٰى بِالرَّجُلِ اَنْ يَكُوْنَ بَذِيًّا فَاحِشًا بَخِيْلًا. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৬৯৩. অনুবাদ : হযরত 'উকবাহ ইবনে 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের বংশ পরিচয় এমন জিনিস নয় যে, তোমরা এর কারণে অন্যকে মন্দ বলবে। তোমরা সবাই এক আদমের সন্তান। পাল্লার সমান পাল্লা। কোনো একদিক পূর্ণ করে নিতে পার না। দীন ও আল্লাহ্‌ভীতি ছাড়া তোমাদের কারো উপর কারো মর্যাদা নেই। এক ব্যক্তি মন্দ ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে প্রগল্‌ভ, অশ্লীলভাষী ও কৃপণ। –[আহমাদ এবং বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ طَفُّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, পাল্লার উভয় দিক সমান, অনুরূপভাবে আদম সন্তান হিসেবে তোমাদের বংশ পরিচয়ে ভালো-মন্দ সমান। মোল্লা আলী কারী (র.) বলেন, "طَفُّ" শব্দটি مَنْصُوْب অথবা مَرْفُوْع উভয় হরকত দিয়ে পড়া যায়। তবে مَنْصُوْب হলে مَنْصُوْبٌ بِنَزْعِ خَافِضٍ হবে। আর مَرْفُوْع হওয়ার অবস্থায় এটা بَدَل হবে অথবা خَبَر ثَانِيْ হবে। আর كُلُّكُمْ মুবতাদা।

بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ
পরিচ্ছেদ : অনুগ্রহ ও স্বজনে সদাচার

"اَلْبِرُّ" এবং "اَلصِّلَةُ" শব্দদ্বয়ের অর্থ বিশ্লেষণে 'মিরকাত' গ্রন্থকার আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) 'নেহায়া' গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন– اَلْبِرُّ الْاِحْسَانُ ; এখানে "بِرٌّ" অর্থ হলো– অনুগ্রহ। আর এ শব্দটি পিতামাতার উপর অনুগ্রহ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়– اَلْبِرُّ هُوَ فِيْ حَقِّ الْاَبَوَيْنِ ; এবং "اَلصِّلَةُ" শব্দের অর্থ হচ্ছে– মিলানো, একত্রকরণ।

অত্র পরিচ্ছেদে "صِلَه" দ্বারা পরোক্ষভাবে সদ্ব্যবহারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সদাচরণ মানুষের একটি উত্তম গুণ। এটা মানুষের হৃদয় জয়ে সাহায্য করে থাকে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জাতি হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সামাজিক জীবনে সে অনেক কিছুর অভাব বোধ করে থাকে। এ অভাব বোধ থেকেই পারস্পরিক লেনদেন ও যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটেছে। আর এ কারণেই পারস্পরিক সমঝোতা, সহানুভূতি ও সদাচারের তীব্র প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এসব গুণাবলির পথে গর্ব ও অহংকারই বড় অন্তরায়। মানুষ একই আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর সন্তান। তিনি মাটির তৈরি ছিলেন। এ অনুভূতিই মানুষকে অহংকারমুক্ত রাখতে পারে। তবুও মানুষ এসব মানবীয় গুণাবলি থেকে প্রবৃত্তির তাড়নায় দূরে সরে পড়ে। এজন্যই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ মানুষের এ মানবিক মূল্যবোধ পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এ মূল্যবোধের পরিপূর্ণতা দান করেন। তিনি সমগ্র মানব জাতিকে একটি বৃহত্তর পরিবারের সাথে তুলনা করে প্রত্যেককে তার সদস্য হিসেবে ঘোষণা করেন। এ পরিবারের সদস্য হিসেবে পারস্পরিক অনুগ্রহ ও সদাচরণের মহান শিক্ষা তিনি মানব জাতিকে দান করেন।

নবী করীম ﷺ নারী জাতিকে সমাজের উচ্চাসনে সমাসীন করে জাহেলিয়াতের বিকৃত ধ্যানধারণার মূলোৎপাটন করেন। মায়ের স্থান পিতার ঊর্ধ্বে নির্ধারণ করে এবং মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত বলে ঘোষণা করে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। পিতামাতার সন্তুষ্টিই আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির মাপকাঠি, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জাহান্নামি, আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী বেহেশত লাভকারী। এসব মৌলিক শিক্ষা প্রদান করে মানব সভ্যতাকে গতিশীল ও কল্যাণময় করে তুলেছেন। নবী করীম ﷺ -এর এ শিক্ষাই আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত ইসলামি শিক্ষা। এ পরিচ্ছেদের বিভিন্ন হাদীসে ইসলামের এ মহান শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায় আলোচিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٦٩٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِىْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبُوْكَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৯৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সাহচর্যে আমার সদাচার পাওয়ার সবচেয়ে অগ্রাধিকারী কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি বলল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমার মা'। লোকটি আবারো জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমার বাবা'। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার বাবা, তারপর তোমার নিকট আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধব। – [বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

প্রশ্নকারী লোকটি কে? অত্র হাদীসে প্রশ্নকারী সাহাবীর নামের উল্লেখ নেই। তবে 'তিরমিযী' ও 'আবূ দাঊদ' গ্রন্থে বাহ্য ইবনে হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমার দাদা মুআবিয়া ইবনে হায়দা কুরাইশী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খেদমতে আরজ করলেন, কে আমার কাছে সর্বাধিক সদাচরণের যোগ্য ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তোমার মা'। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার মা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার মা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে ? এবার রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার পিতা। অতঃপর বললেন, পিতার পর পর্যায়ক্রমে নৈকট্যের ভিত্তিতে আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদাচরণ করবে। উভয় হাদীসের বিষয়বস্তু এবং প্রশ্নোত্তরের শব্দাবলি অনেকটা কাছাকাছি। তাই আলোচ্য হাদীসে প্রশ্নকারীর নাম উল্লেখ না থাকলেও ধারণা করা যায় যে, এখানে প্রশ্নকারী সেই সাহাবী হযরত মুআবিয়া ইবনে হায়দা কুরাইশী (রা.) ছিলেন।

মাতাপিতার মর্যাদা : সদাচরণের ক্ষেত্রে মাতাপিতার স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। কেননা সন্তানের লালনপালন ও চরিত্র গঠনের সার্বিক দায়িত্বে মাতাপিতা নিয়োজিত থাকেন বিধায় তাঁদের মর্যাদা অপরিসীম। অত্র হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস এর বাস্তব প্রমাণ। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থাৎ 'জননীর পদতলে সন্তানের বেহেশত।' পবিত্র কুরআনেও পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশের মাধ্যমে তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে। মাতাপিতার সদাচরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا .

অর্থাৎ এবং তোমার প্রতিপালক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে, আর মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। তাঁদের একজন অথবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হলে তাঁদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলবে না এবং তাঁদেরকে ভর্ৎসনাও করো না। তাঁদের সাথে সম্মানসূচক নম্র কথা বলবে। অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থাকবে, আর বলবে– হে আমার প্রতিপালক ! উভয়ের প্রতি অনুগ্রহ কর, যেভাবে তারা শৈশবে আমাদেরকে অনুগ্রহ পরবশ হয়ে লালনপালন করেছেন।

–[সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩-২৪]

এ ছাড়া সূরা লুকমানে বর্ণিত আছে–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهٗ فِيْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيْرُ .

অর্থাৎ আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়াতে লাগে দু-বছর। সুতরাং আমার প্রতি ও পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। –[সূরা লুকমান : ১৪]

অনুরূপ আরো বিভিন্ন আয়াত ও নবী করীম ﷺ-এর হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, সম্মান ও মর্যাদার দিক দিয়ে মাতাপিতার স্থান অনেক ঊর্ধ্বে। তন্মধ্যে মাতার স্থান পিতার স্থানের চেয়েও ঊর্ধ্বে।

পিতার উপর মাতার শ্রেষ্ঠত্বের কারণ : পবিত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, পিতামাতা উভয়েরই মর্যাদা অপরিসীম। কিন্তু গর্ভধারিণী স্নেহময়ী মাতার কতগুলো বিশেষ বিশেষত্বের কারণে পিতার উপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব হাদীসের আলোকে প্রমাণিত হয়। এর কারণ মুহাদ্দিসীনে কেরাম নিম্নরূপ নিরূপণ করেছেন–

১. গর্ভ ধারণের পর দীর্ঘ দশটি মাস মাতা অবর্ণনীয় কষ্ট অতি আন্তরিকতার সাথে সহ্য করে নেন, যে কষ্ট পিতার সইতে হয় না। আর এ কারণেই পিতার উপর মাতার শ্রেষ্ঠত্ব।

২. সন্তান প্রসবের সময় একমাত্র মাতাই প্রসববেদনা বরণ করে নেন। পরে ভূমিষ্ঠ সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে মাতা সব ব্যথা-বেদনা ভুলে যান।

৩. সন্তানকে দুধ পান করানোর দায়িত্ব মাতাই গ্রহণ করে থাকেন। শিশুকালে লালনপালন এবং পরিচর্যার ভার মায়ের উপরই ন্যস্ত থাকে। মাতা শীতের রজনী জেগে থেকে সন্তানকে পালন করেন। মোটকথা, উল্লিখিত কষ্টসমূহ পিতার মোটেও স্বীকার করতে হয় না ; স্নেহময়ী মাতাই তা গ্রহণ করে থাকেন বিধায় পিতার উপর মাতার শ্রেষ্ঠত্বই বেশি।

"اُمُّكَ" **শব্দটি তিনবার বলার কারণ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে কোনো এক সাহাবীর প্রশ্নোত্তরে নবী করীম ﷺ "اُمُّكَ" শব্দটি পর পর তিনবার উল্লেখের কারণ সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিমত উল্লেখ করা যায়–

১. এ হাদীসে "اُمُّكَ" শব্দটি পর পর তিনবার উল্লেখ করে মায়ের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করাই নবী করীম ﷺ -এর উদ্দেশ্য। যেমন অন্য এক হাদীসে আছে যে, اَلْجَنَّةُ تَحْتَ اَقْدَامِ الْاُمَّهَاتِ অর্থাৎ 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।'

২. প্রশ্নকারী সাহাবী স্বীয় জননীর উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন বিধায় নবী করীম ﷺ "اُمُّكَ" শব্দটি পর পর তিনবার উল্লেখ করে তাঁর হকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

৩. আবার কেউ কেউ অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, মায়ের গর্ভাশয় পর পর তিনটি আবরণ দ্বারা আবৃত। প্রসবের সময় সন্তান উক্ত তিনটি আবরণ অতিক্রম করে জন্মগ্রহণ করে। ফলে অত্র হাদীসে মায়ের হক সম্পর্কে তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. নবী করীম ﷺ اُمُّكَ শব্দটি তিনবার উল্লেখ করেছেন, পবিত্র কুরআনের এ আয়াতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে– حَمَلَتْهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَّ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُوْنَ شَهْرًا ; কেননা এ আয়াতে মায়ের কষ্টের কথা তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে।

اَدْنَاكَ **দু-বার বলার কারণ :** আলোচ্য হাদীসে সদাচরণের দায়িত্ব বর্ণনার ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ পিতামাতার সাথে সদাচরণের কর্তব্য বর্ণনা করার পর "اَدْنَاكَ" শব্দটি দু-বার উল্লেখ করে تَاكِيْد করেছেন যে, পিতামাতার সাথে সদাচরণ ছাড়াও আত্মীয়স্বজনের প্রতি অবশ্যই সদাচরণ করতে হবে।

অথবা, "اَدْنَاكَ" শব্দটি দু-বার বলে আত্মীয় ও বন্ধু-বান্ধবদের স্তর ও পর্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, অধিক নিকটবর্তীদের সাথে প্রথমে সদাচরণ করবে, তারপর পর্যায়ক্রমে পরবর্তীদের সাথে সদাচরণ করবে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : এ ধরাধামে যাদের মাধ্যমে আমরা এসেছি, তারা হলেন মাতাপিতা। গর্ভ ধারণের পর থেকে বিভিন্ন প্রকার অবর্ণনীয় কষ্ট মা সহ্য করে নেন। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মাতাপিতার স্নেহ-ভালোবাসা ও আদর–যত্নে সন্তান বড় হয়। শীতের কত রজনী জেগে থেকে মা সন্তানের লালনপালন করেন। অনেক সময় পিতামাতা না খেয়েও সন্তানের মুখে আহার তুলে দেন। শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করে সন্তানদেরকে মানুষের মতো মানুষ করে তোলেন। সেই মহান মাতাপিতার উপর সন্তানদের হক বা দায়িত্ব ও কর্তব্য যে কতটুকু, সে কথাই আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, 'আমি তো মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী সন্তানের জন্য কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে আসছে এবং তার দুধ ছাড়াতে দু'বছর লাগে। সুতরাং আমার প্রতি এবং পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট।' মাতাপিতার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়াই এ হাদীসের শিক্ষা। অতএব, আমাদেরকে তাদের সুখ-শান্তি ও সন্তুষ্টির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা উচিত।

٤٦٩٥ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ رَغِمَ اَنْفُهُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৬৯৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলূল্লাহ ﷺ বলেছেন– তার নাসিকা ধুলোয় মলিন হোক, তার নাসিকা ধুলোয় মলিন হোক, তার নাসিকা ধুলোয় মলিন হোক, অর্থাৎ অপদস্থ হোক। তিনি জনৈক সাহাবী কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে সে? রাসূলূল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি নিজের পিতামাতার কোনো একজনকে বা উভয়কে বার্ধক্য অবস্থায় পেল, অথচ [তাদের খেদমত করে] সে বেহেশ্তে প্রবেশ করল না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ -এর এ উক্তির শাব্দিক অর্থ হলো– 'নাক ধুলোয় মলিন হোক।' এ বাক্যটি আরবদের পরিভাষায় অসন্তুষ্টি এবং ধ্বংসের অর্থে ব্যবহৃত হয়, যদিও এটা বদদোয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু কোনো কোনো সময় আবেগ-আদর অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অবশ্য হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসে মাতাপিতার অবাধ্য সন্তানের ধ্বংস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ সে নিতান্তই হতভাগ্য ও বদ-নসীব।

قَوْلُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ-এর যমীরের مَرْجِعْ কি : رَغِمَ أَنْفُهُ বাক্যের "ه" যমীরের مَرْجِعْ এখানে অস্পষ্ট। এর কারণ হলো, যাতে শ্রোতার মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। আর এজন্য বাক্যটি তিনবার আনয়ন করে تَاكِيْد করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় পিতামাতা উভয়কে অথবা উভয়ের যে কোনো একজনকে তাঁদের বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তাঁদের সেবা-যত্ন করে সন্তুষ্টি অর্জন করেনি; বরং তাঁদের অবাধ্য চলেছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। যদি সে ঈমানদার হয় এবং পিতামাতার খেদমত ব্যতীত অন্যান্য সৎকর্ম করে থাকে, তখন সে সেই অপরাধের জন্য প্রথমে শাস্তি ভোগ করে জান্নাতে প্রবেশ করবে। কেননা পিতামাতার খেদমত করা সন্তানের উপর ওয়াজিব এবং তা বর্জন করা কবীরা গুনাহ। অথবা ঈমান-আমল বহাল থাকা অবস্থায় তাঁদের সাথে সদাচরণ করেছে বা করেনি এমন দু-ব্যক্তির জান্নাতের বৈশিষ্ট্য সমান হবে না। অথবা 'সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' এটা কঠোরতম সুরে বলা হয়েছে।

আল্লামা নববী (র.) বলেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশের যোগ্যতা হারিয়েছে। এ ছাড়া আল্লামা তীবী (র.) বলেন, এখানে জান্নাতে প্রবেশ না করার অর্থ হলো, সে অপমানিত ও লজ্জিত হবে।

পিতামাতার আনুগত্যের বিধান : মাতাপিতা আমাদের এ পৃথিবীতে অস্তিত্বের উপলক্ষ এবং আমাদের জীবনের যাবতীয় কল্যাণের চাবিকাঠি। তাই আল্লাহ তা'আলা তাঁর আনুগত্যের পরই পিতামাতার আনুগত্যের দায়িত্ব বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া বহু হাদীসে এ ব্যাপারে تَاكِيْد এসেছে। সুতরাং পিতামাতার আনুগত্য সন্তানের উপর ওয়াজিব।

قَوْلُهُ عِنْدَ الْكِبَرِ -এর অর্থ : অত্র হাদীসে عِنْدَ الْكِبَرِ শব্দটি قَيْد اِتِّفَاقِيْ হয়েছে। কেননা পিতামাতা সর্বাবস্থায়ই সন্তানের আনুগত্য ও সেবা-যত্ন পাওয়ার যোগ্য; অথবা বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতা সন্তানের সেবা-যত্নের বেশি মুখাপেক্ষী এবং এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে বেশি। তাই عِنْدَ الْكِبَرِ বলা হয়েছে। তবে সর্বাবস্থায়ই পিতামাতার খেদমত করা সন্তানের উপর ওয়াজিব।

وَعَنْ ٤٦٩٦ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ (رض) قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ أُمِّيْ قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا قَالَ نَعَمْ صِلِيْهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৯৬. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মা আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন মুশরিকা। এ ঘটনা ঐ সময়ের, যখন কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মা আমার কাছে এসেছেন, তিনি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট। সুতরাং আমি কি তার সাথে সদ্ব্যবহার করব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তার সাথে উত্তম আচরণ কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَهْدِ قُرَيْش-এর বিশ্লেষণ : عَهْد قُرَيْش বলতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বোঝানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ৬ষ্ঠ হিজরিতে কুরাইশদের সাথে হুদায়বিয়ার সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন। অত্র হাদীসের ঘটনা সেই সময়কার। হযরত আসমা (রা.) একজন উঁচু স্তরের ইসলামের একনিষ্ঠ ভক্ত সাহাবীয়া ছিলেন। আপন মায়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণকে উপেক্ষা করে মায়ের সাথে সদাচরণ করা যাবে কিনা, তিনি সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট জানতে চেয়েছিলেন।

অমুসলিম মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা কি? উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, পিতামাতা বিধর্মী হলেও তাদের সাথে জাগতিক ব্যাপারে সৌজন্যমূলক আচরণ করা মুসলিম সন্তানের জন্য কর্তব্য। যে কোনো অবস্থায় তাদেরকে কষ্ট দেওয়া যাবে না। তাদের সেবা-যত্ন করতে হবে। এ ব্যাপারে আলোচ্য হাদীসটি প্রমাণ করে যে, কাফির মাতাপিতার ভরণপোষণ দেওয়া মুসলিম সন্তানের উপর ওয়াজিব। কেননা কাফেরদের প্রতি সদ্ব্যবহার করা জায়েজ। অবশ্য পিতামাতা যদি দীনের কোনো কাজ পালনে সন্তানকে বাধা প্রদান করে অথবা ইসলামের পরিপন্থি কোনো কাজ করতে আদেশ প্রদান করে, তাহলে সে আদেশ পালন করা সন্তানের কর্তব্য নয়। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে– لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

قَوْلُهُ وَهِيَ رَاغِبَةً -এর ব্যাখ্যা : হাদীসে বর্ণিত "رَاغِبَةً" শব্দ দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি ইসলাম গ্রহণে আগ্রহিনী। এ অর্থে তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। অথচ হাদীসের বাহ্যিক শব্দে দেখা যায়, হযরত আসমা (রা.) তার মায়ের সাথে সদাচরণ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অনুমতি চেয়েছেন। এর সমাধানে বলা হয় যে, এখানে হাদীসের বাক্যে কিছু অংশ উহ্য রয়েছে। যথা– وَهِيَ رَاغِبَةٌ عَنِ الْاِسْلَامِ وَكَارِهَةٌ لَهُ অর্থাৎ তিনি ইসলাম গ্রহণে বিমুখ ছিলেন। এ দৃষ্টিতে তার সাথে সদাচারণ করতে আপত্তি উঠা স্বাভাবিক।

এতদ্ব্যতীত অপর এক রেওয়ায়াতে رَاغِبَةً অর্থাৎ আমার হিজরত ও ইসলাম গ্রহণকে অপছন্দকারিণী এবং سَاخِطَةً অর্থাৎ অসন্তুষ্টি প্রকাশকারিণী রয়েছে। উভয় রেওয়ায়েতের সামঞ্জস্য বিধান এভাবে করা যেতে পারে যে, وَهِيَ رَاغِبَةٌ فِيْ مَالِيْ وَرَاغِبَةٌ عَنْ اِسْلَامِيْ অর্থাৎ তিনি আমার মালসম্পদের প্রতি আগ্রহিণী এবং আমার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে অপছন্দকারিণী। অতএব, হাদীসের উভয় রেওয়ায়েতের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

মোটকথা, দীনের ব্যাপারে পার্থক্য এবং বিরোধ বংশীয় লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করাকে নিষেধ করে না; বরং সর্বদা সদ্ব্যবহার করারই আদেশ দিয়ে থাকে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : ইসলাম ধর্ম যে কত মহৎ, কত উদার, তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে এ হাদীসটি। হিজরতের পর হযরত আসমা (রা.)-এর নিকট যখন তাঁর মাতা মুশরিকা অবস্থায় মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছিলেন, তখন তিনি স্বীয় মুশরিকা মায়ের সাথে কি ধরনের আচরণ করবেন সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে উত্তম আচরণ করার জন্য হযরত আসমা (রা.)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশের মাধ্যমেই ফুটে উঠেছে যে, মায়ের মর্যাদা কত ঊর্ধ্বে। মাতাপিতার সাথে সদ্ব্যবহার করা, সেবাযত্ন করা, বার্ধক্য অবস্থায় খেদমত করা, আহার-বিহারের ব্যবস্থা করা, তাদেরকে কষ্ট-যাতনা না দেওয়া, গাল-মন্দ না করা, চাই সে অন্য ধর্মাবলম্বী হোক না কেন ইত্যাদি হচ্ছে আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা। আর এ হাদীসের মর্মবাণী যদি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি, তাহলে আমরা সকলেই উভয় জাহানে সফলকাম হবো।

রাবী পরিচিতি : নাম– আসমা (রা.), পিতার নাম– আবূ বকর সিদ্দীক (রা.), মাতার নাম– কাতলা বিনতে আব্দুল ওয্যা, স্বামীর নাম– যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা.)। তিনি ইসলামের প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। নারী পুরুষের মধ্যে তিনি ইসলাম গ্রহণে ১৮তম ব্যক্তি। কয়েক বছর বিবাহিত জীবন অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত যুবাইর (রা.) তাঁকে তালাক প্রদান করেন। তালাকের পর তিনি স্বীয় পুত্র হযরত 'আব্দুল্লাহ (রা.)-এর নিকট মৃত্যু পর্যন্ত থাকেন। হযরত আসমা (রা.) ১০০ বছর বেঁচে ছিলেন। তিনি অত্যন্ত উদারচেতা ধৈর্যশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি কয়েকবার হজ আদায় করেছেন। তিনি নবী করীম ﷺ হতে সর্বমোট ৬৫ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম মুসলিম (র.) যৌথভাবে তাঁর নিকট থেকে ১৪ খানা এবং এককভাবে ইমাম বুখারী (র.) ৪ খানা এবং ইমাম মুসলিম (র.) ৪ খানা হাদীস বর্ণনা করেন। তাঁর নিকট থেকে অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইর, উরওয়া, 'আব্দুল্লাহ ইবনে কায়সার ও 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) উল্লেখযোগ্য। তিনি ৭৩ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন, তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ১০০ বছর।

وَعَنْ ٤٦٩٧ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اٰلَ أَبِىْ فُلَانٍ لَيْسُوْا لِىْ بِأَوْلِيَاءَ إِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৯৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– অমুকের বাপের সন্তানরা আমার বন্ধু নয়; বরং আমার বন্ধু আল্লাহ তা'আলা এবং পুণ্যবান মু'মিনগণ। তবে হ্যাঁ, তদের সাথে আমার আত্মীয়তা আছে, আমি তাদের সিক্ততার সাথে সিক্ত করি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اٰلَ أَبِىْ فُلَانٍ **দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে?** اٰلَ أَبِىْ فُلَانٍ অর্থাৎ 'অমুকের বাপের সন্তান।' এর দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, সে সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়–

১. কেউ কেউ বলেন, এ কথার দ্বারা আবূ আওদা অর্থাৎ আলকামা ইবনে কায়েসকে বোঝানো হয়েছে। তিনি ৮৭ বছর বয়সে কূফায় ইন্তেকাল করেন। তার ছেলের নাম 'আব্দুল্লাহ।

২. কেউ কেউ বলেন, এটা দ্বারা মক্কায় অবস্থানরত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোত্রের অর্থাৎ কুরাইশ, বনী হাশিমের লোকজনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যারা তখনো ইসলাম গ্রহণ করেনি।

৩. আবার কেউ কেউ বলেন, اٰلَ أَبِىْ فُلَانٍ বলে আবূ লাহাব, আবূ সুফিয়ান অথবা হাকাম ইবনে 'আসকে বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اٰلَ أَبِىْ فُلَانٍ **বলার কারণ কি?** কারো নাম উল্লেখ না করে اٰلَ أَبِىْ فُلَانٍ বলার কারণ এই যে, নাম বললে তখনকার পরিস্থিতিতে প্রকাশ্য বিপর্যয়ের সম্ভাবনা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইঙ্গিতবহ শব্দ ব্যবহার করে বিপর্যয় ও হিংসা এড়িয়ে গিয়েছেন। অথবা বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক ব্যক্তির নাম প্রকাশ করেছেন ; কিন্তু বর্ণনাকারী ফিতনার আশঙ্কায় সংক্ষিপ্ত করেছেন।

قَوْلُهُ لَيْسُوْا لِىْ أَوْلِيَاءَ **-এর ব্যাখ্যা :** এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে, তারা যদিও রক্তের বন্ধনে আমার নিকটতম এবং সে কারণে আমি তাদের সাথে বাহ্যিক সৌজন্যমূলক আচরণ করি; কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে আমার বন্ধু নয়। কারণ রক্তের সম্বন্ধ বা নিকটাত্মীয় বন্ধুত্বের মানদণ্ড নয়; বরং বন্ধুত্বের মানদণ্ড হলো আখেরাতের কল্যাণ ও ধর্মীয় বন্ধন।

قَوْلُهُ إِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমার বন্ধু আমার রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত কিংবা আত্মীয়স্বজন নয়; বরং আমার প্রকৃত বন্ধু আল্লাহ তা'আলা ও সৎকর্মশীল মু'মিনগণ। বস্তুত এটা দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ পবিত্র কুরআন মাজীদের আয়াত إِنَّ وَلِيِّىَ اللّٰهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِيْنَ এবং فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ -এর প্রতিধ্বনি করেছেন। আবার কেউ কেউ বলেছেন, صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ দ্বারা নবীগণকে বোঝানো হয়েছে। আবার কারো মতে, এটা দ্বারা হযরত আবূ বকর (রা.) ও হযরত ওমর (রা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেউ বলেন, হযরত আলী (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে। তবে صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ হাদীসাংশ দ্বারা সকল মু'মিনকেই উদ্দেশ্য নেওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত।

قَوْلُهُ أَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا **-এর ব্যাখ্যা :** রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ ও পুণ্যবান মু'মিনদের সাথেই আমার একমাত্র বন্ধুত্ব। এ ছাড়া কারো সাথে আমার বন্ধুত্বের বাঁধন নেই। তবে হ্যাঁ, আত্মীয়তার বন্ধনে যারা আবদ্ধ তাদের সাথে সদ্ব্যবহার অব্যাহত থাকবে। মোটকথা, এ উক্তি দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ আত্মীয়তার সম্পর্ক ও অধিকার রক্ষার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

রাবী পরিচিতি : নাম– আমর (রা.), পিতার নাম– আস। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। হিজরি ৫ম বর্ষে মতান্তরে ৮ম বর্ষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা.) এবং হযরত ওসমান ইবনে তালহা (রা.)-এর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে একসাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে আম্মানের প্রশাসক পদে

নিয়োগ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তিরোধান পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি হযরত ওমর (রা.), হযরত ওসমান (র.) এবং হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর অধীনেও প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকালে মিশর জয় করেন এবং হযরত ওমর (রা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত সেখানে প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। হযরত ওসমান (রা.) তাঁকে সেখানে চার বছরকাল উক্ত পদে বহাল রাখেন, তারপর তাঁকে বরখাস্ত করেন। পরবর্তী সময়ে হযরত মুআবিয়া (রা.) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁকে পুনরায় নিয়োগ করেন। হিজরি ৪৩ সালে ৯০ বছর বয়সে তিনি সেখানে ইন্তেকাল করেন। তাঁর পুত্র হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) মিশরের প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হন। পরবর্তী সময় হযরত মুআবিয়া (রা.) তাঁকে বরখাস্ত করেন। তাঁর পুত্র 'আব্দুল্লাহ (র.), ইবনে ওমর (র.), হযরত কায়েস ইবনে হাজিম (র.) প্রমুখ তাঁর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন।

٤٦٩٨ - وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৯৮. অনুবাদ : হযরত মুগীরাহ ইবনে শু'বা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মায়ের অবাধ্যতা, কন্যাদের জীবন্ত প্রোথিতকরণ, কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি হারাম করেছেন। আর তোমাদের জন্য বৃথা তর্কবিতর্ক, অধিক জিজ্ঞাসাবাদ ও সম্পদ বিনষ্ট অপছন্দনীয় করেছেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসে মাতাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : অত্র হাদীসে মায়েদের কথা বিশেষভাবে আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, মায়েরা জন্মগতভাবে দুর্বল হয়ে থাকে। বার্ধক্যে পিতাদের তুলনায় মায়েরাই সন্তানের প্রতি অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। তা ছাড়া এতে মর্যাদার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে যে, মায়ের প্রসঙ্গটি আলোচনা করে পিতার প্রসঙ্গটি উহ্য রেখেছেন। মূলত পিতামাতা উভয়কে কষ্ট দেওয়া বা তাদের অবাধ্য হওয়া হারাম।

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ -এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الخ-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর মাতাদেরকে কষ্টদান হারাম করে দিয়েছেন। চাই সে কষ্ট মুখ দ্বারা হোক বা কোনো কাজ বা আচরণের মাধ্যমে হোকনা কেন। কেননা আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পরই মাতাপিতার স্থান।

قَوْلُهُ وَأْدَ الْبَنَاتِ -এর ব্যাখ্যা : وَأْدَ الْبَنَاتِ -এর অর্থ হচ্ছে– কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিতকরণ। জাহেলিয়াত যুগে বংশীয় কলঙ্ক থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত মাটি চাপা দেওয়া হতো। ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে তা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। কেননা এটা কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে বৃহত্তম গুনাহ। এটা দ্বারা বংশ ধ্বংস হয়ে যায়, যা বিশ্ব সমাজ ধ্বংসের অন্যতম কারণ। তাই এটাকে হারাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ مَنْعَ وَهَاتِ -এর ব্যাখ্যা : "مَنْعَ" শব্দের অর্থ– নিষেধ করা অর্থাৎ অন্যকে কিছু দান করার ব্যাপারে নিষেধ করা। এটা দ্বারা কার্পণ্য উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর "هَاتِ" শব্দটির অর্থ হচ্ছে– দাও, আনো। অর্থাৎ অন্যের কাছে যা রয়েছে, তা পেতে আগ্রহী হওয়া। এটা দ্বারা সম্পদ হরণের আগ্রহ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এক কথায় مَنْعَ وَهَاتَ দ্বারা কার্পণ্য ও অন্যের সম্পদ সম্পর্কে লোভ উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সুতরাং এরূপ করা হারাম করা হয়েছে।

قَوْلُهُ قِيْلَ وَقَالَ -এর ব্যাখ্যা : "قِيْلَ" শব্দের অর্থ হলো– 'বলা হয়েছে' আর "قَالَ" শব্দটির অর্থ– 'বলেছে'। এখানে قِيْلَ وَقَالَ দ্বারা অযথা তর্ক-বিতর্ক ও অধিক বাক্য ব্যয় উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এটা ছিদ্রান্বেষণ অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা অযথা তর্কবিতর্ক করা এবং অন্যের ছিদ্রান্বেষণকে হারাম করেছেন।

قَوْلُهُ كَثْرَةَ السُّؤَالِ **-এর ব্যাখ্যা :** كَثْرَةَ السُّؤَالِ -এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। যথা–

১. অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে লোকদেরকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে বারংবার জিজ্ঞেস করা মাকরূহ।

২. পরীক্ষা করার জন্য নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ এবং সংগ্রাম বা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো জ্ঞানের বিষয় সম্পর্কে অধিক প্রশ্ন করা।

৩. রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জন্য কষ্ট ও বিরক্তিকর।

قَوْلُهُ إِضَاعَةَ الْمَالِ **-এর ব্যাখ্যা :** "إِضَاعَةَ الْمَالِ" -এর অর্থ হচ্ছে– সম্পদ বিনষ্ট করা। যদি সম্পদ ব্যয় করা অত্যাবশ্যক ও উত্তম কাজের জন্য হয়, তবে তা বিনষ্ট করা হয় না; বরং শরিয়তের অনুমোদন ব্যতীত অকারণে খরচ করাকে বিনষ্টকরণ বোঝায়। অনুরূপভাবে সম্পদ পানিতে ফেলে দেওয়া বা আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়াকে সম্পদ বিনষ্টকরণ বোঝায়।

হাদীসের শিক্ষা : ইসলাম একটি সমাজভিত্তিক ধর্ম। এ সমাজকে সংস্কারের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিধান প্রবর্তন করেছেন। আলোচ্য হাদীসে নিম্নলিখিত ছয়টি বিধান বর্ণনা করেছেন, যেগুলো সমাজে শৃঙ্খলার জন্য একান্ত অপরিহার্য– ১. মাতাপিতাকে দুঃখকষ্ট না দেওয়া। ২. কন্যাসন্তানদেরকে জীবন্ত প্রোথিত না করা। ৩. কৃপণতা ও ভিক্ষাবৃত্তি পরিহার করা। ৪. অযথা ও নিরর্থক কথাবার্তা না বলা। ৫. অধিক প্রশ্ন না করা বা অধিক না চাওয়া। ৬. ধনসম্পদ অকারণে বিনষ্ট না করা।

আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর উল্লিখিত নির্দেশসমূহ মেনে চলি, তবে আমাদের সমাজ আদর্শ সমাজে পরিণত হবে এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি নেমে আসবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দিন।

রাবী পরিচিতি : নাম– মুগীরা (রা.), পিতার নাম– শু'বা (রা.)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। ৬ষ্ঠ হিজরিতে খন্দকের যুদ্ধের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুহাজির হয়ে মদিনায় আগমন করেন। অতঃপর তিনি কূফায় অবস্থান গ্রহণ করেন। সেই সময় তিনি সেখানে হযরত মুআবিয়া (রা.) কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে একদল লোক হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৫০ সালে তিনি সত্তর বছর বয়সে সেখানেই ইন্তেকাল করেন।

٤٦٩٩ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৬৯৯. অনুবাদ : হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– নিজের মাতাপিতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে অন্যতম। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মানুষ কি তার পিতামাতাকে গালি দেয়? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, সে কোনো ব্যক্তির বাবা ও মাকে গালি দেয়, আবার সে ব্যক্তি তার বাবা ও মাকে গালি দেয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

পিতামাতাকে গালি দেওয়ার হুকুম : পিতামাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহ। আলোচ্য হাদীসটি এর বাস্তব প্রমাণ। এ ছাড়াও পবিত্র কুরআনে পাকে এসেছে– وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا الخ অতএব, প্রমাণিত হলো যে, কোনো অবস্থায়ই পিতামাতাকে গালি দেওয়া যাবে না।

قَوْلُهُ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ হলো– 'সে কোনো ব্যক্তির বাবা-মাকে গালি দেয়, প্রত্যুত্তরে সে ব্যক্তিও তার বাবা-মাকে গালি দেয়।' কোনো ব্যক্তি যখন অন্য কোনো ব্যক্তির মা-বাবাকে গালি দিল, তখন অবশ্যই সে তার পিতামাতাকে গালি দেবে। প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতামাতাকে গালি না দিলে দ্বিতীয় ব্যক্তিও প্রথম ব্যক্তির মা-বাবাকে গালি দিত না। অতএব, প্রথম ব্যক্তিই পরোক্ষভাবে স্বীয় পিতামাতাকে গালি দেওয়ার কারণ হলো। এটাই হলো আলোচ্যাংশের ব্যাখ্যা।

سَبٌّ ও شَتْمٌ-এর মধ্যে পার্থক্য : "سَبٌّ" শব্দটি عَامٌّ। যেমন– سَبٌّ সর্বপ্রকার গালি-অভিসম্পাতকে অন্তর্ভুক্ত করে; কিন্তু "شتم" শব্দটি عَامٌّ নয়। এতে অভিসম্পাত অন্তর্ভুক্ত হয় না। মূলত سَبٌّ হলো সম্পর্ক ছেদ করা, দোষারোপ করা। আর شَتْمٌ যদি শাস্তিযোগ্য হয়, তখন তা কবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন, কুফর অথবা জেনার অপবাদ দিয়ে গালি দেওয়া। এর উত্তরে যদি বলে, তোমার পিতাও জেনাকারী ও কাফের, তাহলে কবীরা গুনাহ হবে; কিন্তু যদি এর চেয়ে নিম্নস্তরের গালি দেয়, যেমন– তোমার পিতা আহাম্মক অথবা মূর্খ, তখন তা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ ও শিক্ষা : প্রত্যক্ষভাবে পিতামাতার সাথে নাফরমানি করা এবং পরোক্ষভাবে তাঁদেরকে গালি দেওয়া বা গালি শোনানোর কারণ সৃষ্টি করা কবীরা গুনাহ। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজে বহু সন্তান এমন আছে যে, মাতাপিতাকে সরাসরি গালমন্দ করে না বটে; কিন্তু তাদেরকে গালি শোনানোর কারণ সৃষ্টি করে। অতএব, আমাদের উচিত সেই কারণ সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা। এতে উভয় জাহানেরই মঙ্গল ও কল্যাণ রয়েছে।

٤٧٠٠ وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭০০. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষের সর্বোত্তম অনুগ্রহের কাজ হলো, পিতার মৃত্যুর পর তার পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ صِلَةُ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيْهِ-**এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, পিতার বন্ধু তথা আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করা। এটা মানুষের সর্বোত্তম কাজের অন্যতম একটি। আত্মীয় ছাড়াও যদি অন্য কোনো লোকের সাথে পিতার বন্ধুত্ব ছিল প্রমাণিত হয়, তবে তাঁর সাথে সদাচরণ করা সর্বোত্তম কাজ।

قَوْلُهُ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ-**এর অর্থ :** "بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ"-এ অংশের দুটো ব্যাখ্যা মুহাদ্দিসীনে কেরামের নিকট থেকে পাওয়া যায়– ১. بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ-এর অর্থ হলো, পিতার মৃত্যুর পর। ২. পিতা যদি কোথাও সফরে যান।
উভয় অবস্থায়ই পিতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদাচরণ করা সর্বোত্তম কাজ।

٤٧٠١ وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭০১. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকার প্রশস্ততা ও মরণে বিলম্বতা কামনা করে, সে যেন আত্মীয়স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ-**এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এটা কামনা করে যে, তার জীবিকা প্রশস্ত করা হোক, তার জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য অর্জিত হোক। এখানে "يُبْسَطُ" শব্দটি مَجْهُوْل হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থ এই যে, যদি সেই ব্যক্তি এ প্রত্যাশা করে যে, তার জীবিকার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা বরকত দান করুন, তাহলে সে যেন আত্মীয়স্বজনের সাথে সদাচার করে।

قَوْلُهُ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ-**এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের শাব্দিক অর্থ হলো– 'তার জন্য তার মৃত্যুর অবধারিত সময় বিলম্বিত হবে।' "اَثَرٌ" শব্দটির অর্থ– 'পদচিহ্ন'। اَثَرٌ বা পদচিহ্ন যেহেতু জীবনের একটি অংশ, সেহেতু اَثَرٌ শব্দের অর্থ করা হয়েছে عُمْرٌ বা বয়স তথা জীবন। সুতরাং বাক্যটির ভাবগত অর্থ হয়, 'তার আয়ু বর্ধিত হোক'।

قَوْلُهُ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ -এর অর্থ : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো– 'সে তার রক্তের বন্ধনকে যুক্ত করুক।' অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন ও রক্ত বন্ধনে আবদ্ধ লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার, তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও তাদের বঞ্চিত করা থেকে বিরত থাকা, যাতে পারস্পরিক সম্পর্কচ্ছেদ না ঘটে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের সাথে দ্বন্দ্ব ও সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বাহ্যিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, আত্মীয়স্বজনের সাথে উত্তম ব্যবহার করা হলে জীবিকায় প্রাচুর্যতা দেখা যায় এবং মরণ বিলম্বিত হয়, অথচ কুরআন মাজীদ ও অন্যান্য হাদীসের ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জীবিকা ও মৃত্যু একটি পূর্ব নির্ধারিত বিষয়। তাকদীরে যা লিখিত আছে, তাই লাভ করা যাবে এবং নির্ধারিত সময়েই মৃত্যু ঘটবে। যেমন, পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُونَ অর্থাৎ 'যখন মৃত্যুর নির্ধারিত সময় এসে যাবে, তখন সামান্যতম সময় পরেও করা হবে না এবং আগেও করা হবে না।' উপরিউক্ত হাদীসের ভাষা ও কুরআন মাজীদের ঘোষণায় দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এ দ্বন্দ্ব অবসানে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন–

১. আলোচ্য হাদীসে জীবিকার প্রাচুর্যতা এবং দীর্ঘ জীবন লাভের অর্থ হচ্ছে, জীবিকা ও জীবনের বরকত, রহমত, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সমাবেশ ঘটা।
২. দীর্ঘ জীবিকা দ্বারা সুনাম ও সুখ্যাতি স্থায়ী হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে।
৩. দীর্ঘ জীবন দ্বারা সুসন্তানের কথা বলা হয়েছে, যাদের কারণে তার সুনাম সুখ্যাতি সম্প্রসারিত হবে এবং মরণের পর তার জন্য দোয়া করবে।
৪. এ বর্ধিতকরণ 'লাওহে মাহফূয'-এর লিখন অনুসারই হবে। কথিত আছে যে, কারো আয়ু ৬০ বছর। যদি সে আত্মীয়স্বজনের প্রতি সদাচরণ করে, তবে তার আয়ু চল্লিশ বছর বৃদ্ধি করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলার জানা আছে যে, সে আত্মীয়স্বজনের সাথে সদাচরণ করবে, ফলে তার মোট আয়ু হবে ১০০ বছর।

মোটকথা, জীবিকার প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধির জন্য স্বজনে সদাচার একটি কার্যকারণ বিশেষ। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যাকে জীবিকার প্রশস্ততা ও দীর্ঘায়ু দান করতে চান, তাকে স্বজনের প্রতি সদাচরণ করার সামর্থ্যও দান করেন। আর বৃদ্ধিকরণ যদিও প্রকাশ্যে মানবীয় দৃষ্টিতে বৃদ্ধিকরণ বোঝায়, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ইলমে এ বৃদ্ধি-হ্রাস নয়। [এ বিষয় আল্লাহই বেশি জানেন।]

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : সংঘাত, সংঘর্ষ আর কোলাহলময় এ পৃথিবীর মানব জাতির জন্য বর্ণিত হাদীসটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবহ। হাদীসে বলা হয়েছে, যদি কেউ স্বীয় জীবিকার প্রশস্ততা এবং মরণে বিলম্বতা কামনা করে, সে যেন আত্মীয়স্বজনের সাথে সদাচরণ করে। মানব জীবনের সবচেয়ে প্রধান দুটো জিনিস হলো, জীবিকা ও মৃত্যু। এ দুটো বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে আত্মীয়তার বন্ধনকে। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার বন্ধন সুদৃঢ় রাখবে ও তাদের সাথে সদাচরণ করবে, তার জীবিকা বৃদ্ধি পাবে এবং মৃত্যু বিলম্বিত হবে। কাজেই হাদীসের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, স্বজনে সদাচারই হলো আলোচ্য হাদীসের শিক্ষা। আর এ হাদীসের মর্মবাণী যদি আমরা আমাদের জীবনে বাস্তবিকপক্ষে প্রয়োগ করতে পারি, তাহলে সমাজে কোনো সংঘাত থাকতে পারে না।

وَعَنْ ٤٧٠٢ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَلَقَ اللّٰهُ الْخَلْقَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ فَاَخَذَتْ بِحَقْوِي الرَّحْمٰنِ فَقَالَ مَهْ قَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ اَلَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ قَالَتْ بَلٰى يَا رَبِّ قَالَ فَذَاكِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭০২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা সকল মাখলূককে সৃষ্টি করলেন। আর যখন তা থেকে অবসর হলেন, তখন 'আত্মীয়তা' উঠে দাঁড়াল এবং আল্লাহ রাহমানুর রাহীম-এর কোমর ধরল। তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, থাম, কি চাও বল। 'আত্মীয়তা' আরজ করল, এ স্থান তার, যে তোমার কাছে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ থেকে রেহাই প্রার্থনাকারী। আল্লাহ তা'আলা বললেন, তুমি কি এ কথায় সম্মত আছ যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল ও সমুন্নত রাখবে, তার সাথে আমিও সদাচরণ করব; আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমিও তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব? রাহেম তথা আত্মীয়তা আরজ করল, হ্যাঁ, রাজি আছি, হে আমার প্রভু! আল্লাহ তা'আলা বললেন, তাহলে তোমার সাথে আমার এ ওয়াদা-ই রইল। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ -এর ব্যাখ্যা : "فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ" অর্থাৎ 'যখন আল্লাহ তা'আলা মাখলূক সৃষ্টির পর অবসর হলেন।' এ কথাটি আল্লাহ তা'আলার শানে সরাসরি প্রযোজ্য হয় না। কারণ তাঁর কোনো কাজ বা ব্যস্ততা নেই, যা থেকে তিনি অবসর হবেন। তা ছাড়া এটা হলো সৃষ্টির সিফাত। এর উত্তরে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, কথাটি রূপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন, فَلَمَّا فَرَغَ অর্থ হলো- قَضَا অর্থাৎ 'পূর্ণ করলেন' বা 'শেষ করলেন'।

قَوْلُهُ فَاَخَذَتْ بِحَقْوَى الرَّحْمٰنِ -এর ব্যাখ্যা : "حَقْوٰى" শব্দটির অর্থ- লুঙ্গি, লুঙ্গি বাঁধার স্থান, কোমর। এর অর্থ 'আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন'। এটা দ্বারা ফরিয়াদ বা প্রার্থনার ইস্তেআরা করা হয়েছে। অর্থাৎ কারো কাছে কোনো জিনিস যদি শক্তভাবে চাওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন তার আঁচল ধরে চাওয়া হয়। যেমন, আরবরা বলেন- عُذْتُ بِحَقْوَىْ فُلَانٍ অর্থাৎ اِسْتَجَرْتُ وَاعْتَصَمْتُ অর্থাৎ আমি প্রার্থনা করলাম এবং শক্তভাবে ধারণ করলাম। মোটকথা, আত্মীয়তা নিজের ভাষায় অথবা নিজের অবস্থায় প্রার্থনা করেছে, আল্লাহর মহত্ত্ব-গৌরবে যেন কেউ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে।

৪৭০৩ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৭০৩. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- 'রাহেম' [আত্মীয়তা] শব্দটি আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম 'রাহ্মান' থেকে উদ্ভূত। আল্লাহ তা'আলা 'রাহ্ম' [আত্মীয়তা] -কে বলেছেন, যে ব্যক্তি তোমাকে সংযোজন করে, আমি তার সাথে সংযোজিত হবো; আর যে ব্যক্তি তোমাকে ছিন্ন করে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلرَّحِمُ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশে নবী করীম ﷺ 'রাহেম' তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, 'রাহেম' তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক, এটা 'রাহমান' শব্দ থেকে নির্গত। অর্থাৎ رَحِمٌ এবং رَحْمٰن উভয় শব্দের মূলবর্ণ হলো ر - ح - م, যার অর্থ- 'আল্লাহর রহমত' যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, সে নিজেকে রহমত থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করবে, সে নিজেকে রহমতের অধিকারী করবে। সুতরাং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা প্রত্যেকের জন্য কর্তব্য।

قَوْلُهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ -এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসাংশের অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলা আত্মীয়তার বন্ধনকে সম্বোধন করে বলেন, যে তোমাকে যুক্ত করেছে অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন রেখেছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেনি, আমি আল্লাহ তা'আলা তার সাথে যুক্ত থাকব। তার প্রতি আমার দয়া, অনুগ্রহ ও করুণা নিবদ্ধ থাকবে।

قَوْلُهُ مَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ -এর ব্যাখ্যা : আর যে ব্যক্তি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করেছে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখেনি, আমি আল্লাহ তা'আলা তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব। তার প্রতি আমার দয়া, অনুগ্রহ ও রহমত থাকবে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নকারী আমার অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

৪৭০৪ وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِىْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِىْ قَطَعَهُ اللّٰهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭০৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- 'রাহেম' তথা আত্মীয়তা আল্লাহ তা'আলার আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে এবং বলছে, যে ব্যক্তি আমাকে যোজন করবে অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে, আল্লাহ তা'আলা তার সাথে যোজিত হবেন এবং যে ব্যক্তি আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– আত্মীয়তা [রাহেম] আল্লাহ তা'আলার আরশের সাথে ঝুলন্ত রয়েছে। এখানে مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার বিরুদ্ধে সে [রাহেম] আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে এবং ফরিয়াদ করে যে, আল্লাহ তা'আলাও যেন তাকে ছিন্ন করেন।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। আজ যদি আমাদের সমাজে এ হাদীসের মর্মবাণী বাস্তবায়িত থাকত, তবে সমাজ দ্বন্দ্ব-কলহ থেকে মুক্ত থাকত। আমরা যদি হাদীসের উপর আমল করতে পারি, তবে সমাজ হবে সুন্দর, সুখী ও সমৃদ্ধশালী।

وَعَنْ ٤٧٠٥ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭০৫. অনুবাদ : হযরত যুবাইর ইবনে মুত'ইম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো– সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। قَاطِعٌ শব্দটির দুটো অর্থ হতে পারে–

১. قَطْعُ الرَّحِمِ বা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী

২. قَطْعُ الطَّرِيْقِ বা ডাকাত

হাদীসে এ উভয় অর্থই নেওয়া যেতে পারে। তবে হাদীসটি যেহেতু بَابُ الْبِرِّ وَالصِّلَةِ -এর অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু প্রথম অর্থ নেওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত। ইমাম নববী (র.) বলেন, যারা ডাকাতকে হত্যা করা জায়েজ মনে করে, তারা অত্র হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণ করেন।

দু-হাদীসের দ্বন্দ্বের নিরসন : অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বেহেশতে প্রবেশ করবে না। كِتَابُ الْإِيْمَانِ -এর অপর এক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, যে ব্যক্তি "لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" বলবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এর সমাধান মুহাদ্দিসীনে কেরাম এভাবে করেছেন যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী প্রথমবার জান্নাতে প্রবেশ করবে না। তবে দোজখে শাস্তি ভোগ করার পর ঈমানের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যেখানে বলা হয়েছে যে, তাওহীদের উপর মৃত্যুবরণ করলেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার অর্থ হলো, নিঃশর্ত জান্নাতে প্রবেশ। সেটা প্রথমে হোক বা পরে হোক। কাজেই উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব থাকে না।

অথবা, এর সমাধানে প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ককে ছিন্ন করা বৈধ বলে ধারণা করে, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

অথবা, বলা যেতে পারে, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী নেককার লোকদের সাথে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ ধরনের ব্যাখ্যার পর হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব বা বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ٤٧٠٦ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৭০৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী সে নয়, যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে; বরং আত্মীয়তা রক্ষাকারী সে, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, আর সে সেই সম্পর্ককে যোজন করে আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ -এর ব্যাখ্যা : অর্থ হলো– প্রতিদান দেওয়া বা বদলা দেওয়া। অর্থাৎ কেউ যদি কারো আত্মীয়তা রক্ষা করে, সে আত্মীয়তা রক্ষাকারী গণ্য হবে না; বরং সে-ই আত্মীয়তা রক্ষাকারী হবে যার সাথে কেউ সম্পর্কচ্ছেদ করে, আর সে তা রক্ষা করে। এ ধরনের আচরণে উৎসাহ দানের ব্যাপারে এ হাদীসটিতে নির্দেশ করা হয়েছে। এ মর্মে হযরত আলী (রা.) বলেছেন– صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ وَاحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلٰى نَفْسِكَ هٰذَا অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে তার সাথে তুমি সম্পর্ক রক্ষা কর এবং যে তোমায় নিপীড়ন করে তাকে তুমি ক্ষমা কর, যে তোমার সাথে অসৎ ব্যবহার করে, তুমি তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। তুমি সত্য কথা বল, যদিও তোমার নিজের বিপক্ষে হয়।'

وَعَنْ ٤٧٠٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭০৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার এমন কিছু আত্মীয় আছে, আমি তাদের সাথে সদাচরণ করি; কিন্তু তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করি, তারা আমার ক্ষতি সাধন করে। আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও ক্ষমা প্রদর্শন করি, তারা আমার সাথে বর্বরতা প্রদর্শন করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যেরূপ বলছ, যদি তুমি সেরূপ আচরণই করে থাক, তবে তুমি যেন তাদের প্রতি গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি এ গুণের উপর বহাল থাক, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সর্বদা তোমার সাথে একজন সাহায্যকারী থাকেন, তিনি তাদের ক্ষতিকে প্রতিরোধ করেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আগত ব্যক্তি বলল, আমি আমার আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করা সত্ত্বেও তারা আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। অথবা এর অর্থ হলো, এমন লোকদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, যাদের সাথে আমি সম্পর্ক রক্ষা করে চলি; কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলে না।

قَوْلُهُ اُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ-এর দরবারে আগত ব্যক্তি বলল, তারা এরূপ বিপরীতমুখী আচরণ করে যে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, অথচ তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে এবং আমি তাদের উপকার করতে চাই; কিন্তু তারা আমার ক্ষতি করতে সচেষ্ট থাকে।

قَوْلُهُ اَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ -এর অর্থ : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য-সহ্য গুণ প্রদর্শন করি। তারা আমাকে কষ্ট দিলে ধৈর্যের সাথে মোকাবিলা করি; কিন্তু তারা আমার সাথে বিপরীত আচরণ করে। বর্বর ও মূর্খতাসুলভ পন্থায় আমার সাথে সামান্যতম অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

قَوْلُهُ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ -এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ তুমি যেন তাদের উপর গরম ছাই নিক্ষেপ করছ। মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ বাক্যের বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন–

১. কেউ কেউ বলেন, যেহেতু তারা তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সেহেতু তোমার প্রদত্ত দান তাদের জন্য হারাম হলো। আর এ অকৃতজ্ঞতা জনিত অপরাধের পরিণামে তাদের পেটে আগুন প্রবেশ করবে।

২. আল্লামা তুরপুশতী (র.) বলেন, তোমার অনুগ্রহের বিনিময়ে তারা মন্দ আচরণ করল, এতে মনে হলো, যেন তুমি তাদেরকে আগুন তথা অখাদ্য দিচ্ছ।

৩. কেউ কেউ বলেন, তোমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পার বিনিময়ে তাদের মনোবৃত্তির কারণে নিজেরা নিজেদেরকে অপমানিত ও অপদস্থ মনে করতে লাগল, ফলে তোমার অনুগ্রহ ও অনুকম্পা তাদের জন্য গরম ছাই নিক্ষেপ সমতুল্য হলো।

৪. কেউ কেউ বলেন, তোমার অনুগ্রহরূপী অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তাদের অন্তরের বর্বরতার আবর্জনাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ একদিন না একদিন তাদের বোধোদয় হবে এবং তারা অনুতপ্ত হবে।

৫. কেউ কেউ বলেন, হিংসায় তাদের মুখ ছাইবর্ণ ধারণ করবে।

قَوْلُهُ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, তোমার আচরণ যদি এরূপ হয় যা তুমি প্রকাশ করছ, তবে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য-সহযোগিতা সর্বদা তোমার সাথি হবে। সর্বাবস্থায় তুমি আল্লাহর সাহায্য লাভে ধন্য হবে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আমাদের বর্তমান সমাজে এর দৃষ্টান্ত অনেক। কোনো ব্যক্তি নিকটতম কোনো আপন লোকের প্রতি-নেক নিয়তে এবং সৎ উদ্দেশ্যে কল্যাণ করতে চাইলে অপরজন মনে করে, নিশ্চয়ই সে নিজের কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্য আমার সাথে এ অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করছে। অবশেষে ঐ ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তো দূরে থাক, উল্টো তার প্রতি হিংসা ও ঘৃণা প্রকাশ করে এবং তার ক্ষতি সাধনের মত হীন চিন্তায় লিপ্ত হয়। সুতরাং আমাদের উচিত, এ ব্যাপারে নিকটতম আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ নীতি বহাল রাখা এবং তার যথার্থ মূল্যায়ন করা। এতেই প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা। হাদীসের শিক্ষাই একমাত্র ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত শান্তি আনতে পারে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٧٠٨ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ وَلَا يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيْبُهُ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৭০৮. **অনুবাদ :** হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- দোয়া ব্যতীত আর কিছুই ভাগ্যকে ফেরায় [পরিবর্তন করে] না, পুণ্য ব্যতীত আর কিছুই আয়ুকে বাড়ায় না এবং কৃত পাপ ব্যতীত আর কিছুই মানুষকে জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে না। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ-এর ব্যাখ্যা : তাকদীর দু-প্রকার। যথা- ১. مُبْرَمٌ [মুবরাম] ২. مُعَلَّقٌ [মু'আল্লাক]।

প্রথম প্রকার : অর্থাৎ مُبْرَمٌ [মুবরাম] তাকদীর কখনো পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার : অর্থাৎ مُعَلَّقٌ [মু'আল্লাক] তাকদীর দোয়া, আমল ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল। দোয়ার কারণে তা রদবদল হয়ে থাকে। অত্র হাদীসে যে তাকদীরের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বিতীয় শ্রেণির তাকদীর। তাকদীরের অধ্যায়ে আছে যে, বান্দা যদি দোয়া করে, তবে এ বিপদআপদ তার দোয়ার কারণে দূর হয়ে যাবে। তাহলে বুঝতে হবে যে, দোয়া দ্বারা বিপদআপদ দূর হওয়া তাকদীরে ছিল। কারণ জগতে যা কিছু হয় ও ঘটে, সবকিছুই ভাগ্যলিপি অনুসারেই হয় এবং ঘটে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণী- لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ اِلَّا الدُّعَاءُ দ্বারা দোয়ার প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রদবদল হওয়া উদ্দেশ্য নয়।

قَوْلُهُ لَا يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, পুণ্যকর্ম ও সদাচার দ্বারা আয়ু বৃদ্ধি পায়। বাহ্যত এ অর্থ গ্রহণ করলে স্বাভাবিকভাবে একটি প্রশ্নের উদ্রেক হয় যে, নির্দিষ্ট হায়াত আবার কিভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে। এর ব্যাখ্যায় আল্লামা তূরপুশতী (র.) বলেন যে, সম্ভবত এখানে 'কদর' বলতে সেই বিষয় উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যা পুণ্যকর্ম ও সদাচার না হলে সংকুচিত হতো। আর তাও 'লাওহে মাহ্ফূয'-এ লিপিবদ্ধ অদৃষ্টের আলোকেই হয়ে থাকে।

অথবা বলা যেতে পারে– لَا يَزِيْدُ فِى الْعُمْرِ اِلَّا الْبِرُّ দ্বারা এটাই বোঝানো উদ্দেশ্য যে, উদাহরণস্বরূপ কোনো ব্যক্তির বয়স চল্লিশ বছর, নেকির কারণে সে এ চল্লিশ বছরে অধিক কাজ করবে, যা করতে স্বাভাবিকভাবে ষাট বছরের প্রয়োজন হয়। মোটকথা, হায়াত ঠিকই রয়েছে, তবে নেক কাজের মধ্যে বরকত প্রদান করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেন, কৃত পাপ ব্যতীত আর কিছুই কোনো ব্যক্তিকে জীবিকা হতে বঞ্চিত করে না। অর্থাৎ কৃত পাপই কোনো ব্যক্তিকে রিজিক বা জীবিকা থেকে বঞ্চিত করে।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, অনেক পাপী, অপরাধী ও কাফের রয়েছে। তাদের জীবিকা ও অর্থ–সম্পদ একজন ধর্মভীরু মুসলমানের তুলনায় অনেক বেশি। তাহলে কৃত পাপের কারণে জীবিকা সংকুচিতা হওয়ার বাণীর সাথে বাস্তবের সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তরে বলা হয় যে, এখানে জীবিকা অর্থে পরকালের জীবিকা বোঝানো হয়েছে। আর তা হলো, গুনাহের কারণে ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া। আর যদি জীবিকা বলতে ইহকালীন জীবিকা বোঝায়, তবে বুঝে নিতে হবে যে, ইহকালীন জীবিকাও তিন প্রকার বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে, যথা– ১. ধন-সম্পদ। ২. সুস্থতা ও নিরাপত্তা। ৩. মানসিক স্বস্তি ও পরিতৃপ্তি। এ ক্ষেত্রে জবাব এই যে, কাফের ও পাপীদের যদিও পার্থিব অনেক ধন-সম্পদ হাতে আসে, তবুও প্রকৃত স্বস্তি ও আন্তরিক পরিতৃপ্তি কখনো আসে না। অতএব, এ প্রচুর সম্পদ আপাত দৃষ্টিতে সম্পদ হলেও পরিতৃপ্তি প্রদানে অক্ষম বিধায় সম্পদ নামের অযোগ্য। মুফতীয়ে আযম মাওলানা শফী (র.)-এর মতে, কাফেরের যে ধন-সম্পদ সঞ্চিত আছে, তা প্রকৃত শান্তি নয়; বরং শান্তির উপকরণ।

আবার কারো মতে, এ হাদীসটি সেসব গুনাহ্গার মু'মিনদের জন্য নির্দিষ্ট যাদেরকে আপদ-বিপদে নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই পাপ মুক্ত করে অবশেষে বেহেশতে প্রবেশ করাতে চান।

وَعَنْ ٤٧٠٩ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَاءَةً فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا قَالُوْا حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ كَذٰلِكُمُ الْبِرُّ كَذٰلِكُمُ الْبِرُّ وَكَانَ اَبَرَّ النَّاسِ بِاُمِّهِ. (رَوَاهُ فِى شَرْحِ السُّنَّةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ نِمْتُ فَرَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ بَدَلَ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ.

৪৭০৯. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি বেহেশতে প্রবেশ করলাম এবং এতে কুরআন পাঠ করতে শুনলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম এবং এতে কুরআন পাঠ করতে শুনলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ ব্যক্তি কে? ফেরেশ্তাগণ বললেন, হারিছা ইবনে নু'মান (রা.)। [এটা শুনে সাহাবায়ে কেরামের মনে প্রশ্ন জাগল, হারিছা কিভাবে এত মর্যাদা লাভ করল? তাই হুযূর ﷺ বললেন,] পুণ্যের প্রতিফল এরূপই, পুণ্যের প্রতিফল এরূপই। সে তার মায়ের সাথে সকল মানুষের তুলনায় সর্বোত্তম সদাচরণ করত। –[শরহে সুন্নাহ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।] অপর এক বর্ণনায় আছে, 'আমি বেহেশতে প্রবেশ করলাম'-এর স্থলে 'আমি ঘুমালাম এবং নিজেকে বেহেশতে দেখলাম'। এখানে "فَرَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ" বাক্যটি "دَخَلْتُ الْجَنَّةَ" -এর পরিবর্তে নেওয়া হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসাংশের দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বশরীরে জান্নাতে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু যুহরী হতে বর্ণিত– نِمْتُ فَرَاَيْتُنِىْ فِى الْجَنَّةِ -এর দ্বারা বোঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নযোগে বেহেশ্তের উক্ত ঘটনা দর্শন করেছেন। এ দুটো রেওয়ায়াতের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। কেননা দ্বিতীয় হাদীসটি প্রথম হাদীসের ব্যাখ্যা স্বরূপ। প্রথম হাদীসে রাসূল ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতে প্রবেশ করেছি; কিন্তু তিনি স্পষ্ট করে বলেননি যে, তার প্রবেশ স্বশরীরে ছিল। যুহরীর বর্ণনা দ্বারা এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি স্বপ্নে তা দেখেছিলেন। তাই উভয় বর্ণনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

قَوْلُهُ فَسَمِعْتُ فِيْهَا قِرَاءَةً **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের ব্যাখ্যা হলো, নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, আমি সেখানে কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ শুনেছি, যা কেউ পাঠ করছিল। কিংবা কোনো পাঠকের কেরাত শুনেছি। সে হিসেবে قراءة -এর تَنْوِيْن টি مُضَاف اِلَيْه -এর পরিবর্তে এসেছে। অর্থাৎ سَمِعْتُ قِرَاءَةَ قَارِئٍ অর্থাৎ আমি সেখানে জনৈক পাঠকারীর কেরাত শুনতে পেয়েছি।

حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ **-এর পরিচিতি :** নাম–হারিছা (রা.), পিতার নাম– নু'মান। তিনি প্রথম সারির সাহাবীদের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি বদর ও উহুদসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি মাতৃসেবায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

قَالُوْا **-এর** فَاعِلٌ **কারা :** হাদীসে উল্লিখিত قَالُوْا শব্দের فَاعِلٌ হলো ফেরেশ্তাগণ। অর্থাৎ ফেরেশ্তাগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, জান্নাতে পবিত্র কুরআন পাঠকারী হচ্ছেন হযরত হারিছা ইবনে নু'মান (রা.)।

قَوْلُهُ كَذٰلِكُمُ الْبِرُّ **-এর তাৎপর্য :** এর অর্থ এই যে, এটাই সদাচরণের প্রতিফল। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মুখে হযরত হারিছা ইবনে নু'মান (রা.)-এর মর্যাদার কথা শুনলেন, তখন তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের বিস্ময় লক্ষ্য করে বললেন, হ্যাঁ, সদাচরণের প্রতিফল এরূপই হয়ে থাকে। সুতরাং এতে বিস্ময়ের কোনো কারণ নেই।

كَذٰلِكُمُ الْبِرُّ **দু-বার বলার কারণ :** নবী করীম ﷺ "كَذٰلِكُمُ الْبِرُّ" বাক্যটি تَاكِيْد -এর জন্য দু-বার উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি উপস্থিত সাহাবীদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, মায়ের সাথে সদাচরণের বিনিময়ে হযরত হারিছা ইবনে নু'মান (রা.)-এর মতো সৌভাগ্য তোমাদের হতে হবে। এখানে كَذٰلِكُمْ -এর مُخَاطَبْ হচ্ছেন মজলিসে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম।

قَوْلُهُ كَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেন, হযরত হারিছা ইবনে নু'মান (রা.) সর্বশ্রেষ্ঠ মাতৃসেবক ছিলেন। যে কারণে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ অনুপম মর্যাদার অধিকারী করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নযোগে বেহেশতে তাঁর কেরাত শ্রবণ করেছেন, যা তাঁর অনন্য মর্যাদারই সাক্ষ্য বহন করে।

قَوْلُهُ كَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ **-এ উক্তিটি কার :** এটা অত্র হাদীসের রাবী হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর হতে পারে অথবা স্বয়ং নবী করীম ﷺ-এরও হতে পারে।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, মায়ের মর্যাদা অপরিসীম। হযরত হারিছা ইবনে নু'মান (রা.) স্বীয় মাতার সাথে সদাচরণের ফলেই রাসূল ﷺ তাঁকে জান্নাতে কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনেছেন। অতএব, আমাদের কর্তব্য হবে মাতাপিতার সাথে সদাসর্বদা সদ্ব্যবহার করা। তাহলে আমরাও হয়তো হযরত হারিছা ইবনে নু'মান (রা.)-এর মতো সৌভাগ্য অর্জন করতে পারব।

وَعَنْ ٤٧١٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৭১০. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টিতে এবং প্রতিপালকের অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টিতে।

–[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ **-এর ব্যাখ্যা :** হাদীসের আলোচ্যাংশের ব্যাখ্যা হলো, পিতার সন্তুষ্টিতেই প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি। অর্থাৎ পিতামাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের সেবা-যত্নের মাধ্যমে যদি তাদেরকে সন্তুষ্ট করা যায়, তাহলে এর বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট থাকেন।

قَوْلُهُ سَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ **-এর ব্যাখ্যা :** পিতার অসন্তুষ্টিতেই প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি। পিতামাতার সাথে খারাপ ব্যবহারের ফলে যদি তাঁরা মনে কোন কষ্ট পান, তাহলে এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

وَالِدٌ-কে খাস করার কারণ : অত্র হাদীসে وَالِدٌ দ্বারা শুধু পিতাকে বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। এখানে পিতামাতা উভয়কে বোঝানো হয়েছে। যেমন, অন্য এক রেওয়ায়াতে পাওয়া যায়– رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَا الْوَالِدَيْنِ وَسَخَطُهُ فِيْ سَخَطِهِمَا

وَعَنْ ٤٧١١ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِىْ اِمْرَأَةً وَاِنَّ اُمِّىْ تَامُرُنِىْ بِطَلَاقِهَا فَقَالَ لَهُ اَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَحَافِظْ عَلَى الْبَابِ اَوْ ضَيِّعْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৭১১. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসল এবং বলল, আমার স্ত্রী আছে। আমার মা চান যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দেই। তখন হযরত আবুদ দারদা (রা.) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– পিতা হলেন বেহেশতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। যদি তুমি ভালো মনে কর, তবে এ দরজাকে রক্ষণাবেক্ষণ কর; আর যদি ইচ্ছে কর, তবে বিনষ্ট কর। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মাতাপিতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের বিধান : মাতাপিতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা শরিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। পিতামাতা যদি পুত্রবধূর মধ্যে ধর্মীয় কোনো বিধান, যেমন–ফরজ, ওয়াজিব লঙ্ঘন বা অস্বীকার করতে দেখেন, তাহলে মুত্তাকী পিতামাতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা জায়েজ। কেউ কেউ ওয়াজিব বলেও মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যদি পিতামাতা ব্যক্তিগত কারণে বা আক্রোশে তালাক দিতে বলেন, তাহলে পুত্রের জন্য সেটা পালন করা অপরিহার্য নয়।

মাতার আলোচনায় পিতার নাম উল্লেখ করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে আগন্তুক মায়ের ইচ্ছা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, অথচ হযরত আবুদ দারদা (রা.) পিতার মর্যাদা উল্লেখ সম্বলিত রাসূল ﷺ-এর বাণী উদ্ধৃত করেছেন। আল্লামা কাযী (র.) বলেন, পিতা বলতে 'জিন্স' তথা পিতামাতাকে বোঝানো হয়েছে। এতদ্ব্যতীত পিতার কথাই যদি বলা হয়, তবু এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট যে, রাসূল ﷺ-এর অনেক হাদীসেই মাতাকে পিতার চেয়ে বেশি মর্যাদা সম্পন্না বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই পিতার আদেশ যদি পালনীয় হয়, তবে মাতার আদেশ আরও বেশি গুরুত্বের সাথে পালনীয় হবে। অতএব, আগন্তুকের মায়ের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে হবে।

قَوْلُهُ اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ-এর ব্যাখ্যা : 'পিতা বেহেশতের মধ্যবর্তী দরজা' বলতে উত্তম দরজা বোঝানো হয়েছে। আর উত্তম দরজা বুঝতে বেহেশতে প্রবেশের জন্য উত্তম উপলক্ষ বুঝতে হবে। অর্থাৎ বেহেশতে প্রবেশের উত্তম উপলক্ষ হলো পিতার হক আদায় করা। মূলত হাদীসের ইঙ্গিত হলো, পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তির নেক আমল কোনো কাজে আসবে না।

قَوْلُهُ اِنْ شِئْتَ حَافِظْ عَلَى الْبَابِ-এর অর্থ : হাদীসের আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যেহেতু পিতা বেহেশতে প্রবেশের উত্তম দরজা তথা অন্যতম অবলম্বন, এখন যদি তুমি সে দরজাকে তোমার জন্য উন্মুক্ত রাখতে চাও, তবে পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনের স্বার্থে তাদের আদেশ অনুযায়ী কাজ কর।

اَوْ ضَيِّعْ-এর অর্থ : কিংবা তুমি বেহেশতে প্রবেশের এ সুযোগকে নষ্ট করে দাও। অর্থাৎ তাদের মনঃপূত কাজ করে বেহেশতে প্রবেশের পথকে সুগম করার পরিবর্তে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করে বেহেশতে প্রবেশ করার সে সুযোগ ও অধিকারকে হাতছাড়া করে ফেল।

وَعَنْ ٤٧١٢ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ (رح) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَبَرُّ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ اَبَاكَ ثُمَّ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৭১২. অনুবাদ : তাবেঈ হযরত বাহ্য ইবনে হাকীম (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর পিতামহ বলেছেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কার সাথে উত্তম আচরণ করব? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি বললাম, অতঃপর কার সাথে? তিনি বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার মায়ের সাথে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কার সাথে? এবার রাসূল ﷺ বললেন, তোমার বাবার সাথে, তারপর তোমার নিকটতম আত্মীয়স্বজনের সাথে, তারপর তাদের নিকটতম আত্মীয়দের সাথে। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ-এর- ضَمِيْر এর- مَرْجِعْ কি? এখানে- اَبِيْهِ-এর যমীরের مَرْجِعْ হলো পূর্বে উল্লিখিত "بَهْز"। অনুরূপভাবে- جَدِّهٖ-এর যমীরের مَرْجِعْ ও بَهْز : অর্থাৎ হযরত بَهْز স্বীয় পিতার মাধ্যমে পিতামহ হতে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে جَدّ দ্বারা مُعَاوِيَه بْنِ حَيْدَة-কে বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ الْاَقْرَبَ فَالْاَقْرَبَ-এর ব্যাখ্যা : উল্লিখিত হাদীসে যাদের সাথে সদাচার করতে হবে, তাদের একটি পর্যায়ক্রমিক বর্ণনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সদাচার প্রাপ্তির সর্বাধিক অধিকারী হচ্ছেন মাতা, তারপর পিতা, অতঃপর পর্যায়ক্রমে اَلْاَرْحَام সদ্ব্যবহার পাওয়ার উপযুক্ত।

[এ হাদীসের বাকি আলোচনা পরিচ্ছেদের প্রথম হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে।]

وَعَنْ ٤٧١٣ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَا اللّٰهُ وَاَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ اِسْمِيْ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهٗ وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَتُّهٗ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৭১৩. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, কল্যাণময় মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আমি আল্লাহ', 'আমিই রাহমান' আমি 'রাহেম'কে সৃষ্টি করেছি। 'রাহেম' নামটি আমি আমার 'রাহমান' নাম থেকে অনুসৃত করেছি। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে সংযোজিত করবে অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমি তাকে আমার রহমতের সাথে সংযুক্ত করব। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে আমার রহমত থেকে ছিন্ন করব। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

حَدِيْث قُدْسِى-এর সংজ্ঞা : "قُدْسِى" শব্দের অর্থ– পবিত্র। আর 'হাদীসে কুদ্সী' হলো রাসূল ﷺ-এর সেই পবিত্র বাণী, যার ভাব আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরে ইল্হাম বা স্বপ্নযোগে জানিয়ে দিতেন। আর এটা নবী করীম ﷺ নিজের ভাষায় প্রকাশ করতেন এবং তা "قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى" বলে বর্ণনা আরম্ভ করতেন।

حَدِيْث قُدْسِى ও حَدِيْث رَسُوْل-এর মধ্যকার পার্থক্য : হাদীসে কুদ্সী ও হাদীসে নববী উভয়ই 'ওহী গাইরে মাতলূ'। পার্থক্য শুধু এই যে–

১. হাদীসে কুদসী আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ-কে ইল্হাম বা স্বপ্নযোগে জানিয়ে দিতেন। আর মহানবী ﷺ এগুলো বর্ণনার সময় "قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى" বলে বর্ণনা করেছেন। আর যদি হাদীসের ভাব ও ভাষা উভয়ই নবী করীম ﷺ-এর হয়, তা-ই হাদীসে নববী।

২. হাদীসে নববী ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উভয় ব্যাপারে হয়ে থাকে। আর হাদীসে কুদসী শুধু পারলৌকিক ব্যাপারে হয়ে থাকে।

حَدِيْث قُدْسِى ও قُرْاٰن-এর মধ্যে পার্থক্য : পবিত্র কুরআনের ভাব ও ভাষা উভয়ই মহান আল্লাহ তা'আলার। পক্ষান্তরে হাদীসে কুদ্সীর ভাব আল্লাহ তা'আলার ; কিন্তু তা রাসূল ﷺ-এর ভাষায় প্রকাশ পেত। মোটকথা, পবিত্র কুরআনকে বলা হয় ওহীয়ে মাতলূ, আর হাদীসে কুদ্সী হলো ওহীয়ে গাইরে মাতলূ।

قَوْلُهُ اَنَا الرَّحْمٰنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَ الخ-এর অর্থ : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, আমি রাহমান, আমি রাহেম বা আত্মীয়তাকে সৃষ্টি করেছি এবং রাহেম নামটি আমার নাম রাহমান থেকে অনুসৃত করেছি। এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার একটি গুণবাচক নাম হলো 'রাহমান' অর্থাৎ দয়ালু। সেই 'রাহমান' নাম থেকেই আমি সৃষ্টি করেছি 'রাহেম'কে। উভয়ের মূলধাতু একই হওয়ার কারণে তার মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য বিদ্যমান। আর এ কারণেই 'রাহেম'-এর সাথে রাহমান নামের গুণাবলি সম্পৃক্ত। অতএব, রাহমান নামের সার্থকতা ও মর্যাদা রক্ষার্থে রাহেম বা আত্মীয়তার দায়িত্ব পালন করা অপরিহার্য কর্তব্য।

قَوْلُهُ فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ-এর অর্থ : ইবারতের অর্থ– 'যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে, আমি তাকে আমার রহমতের সাথে সংযোজিত রাখব।' এখানে وَصَلَهَا-এর "هَا" যমীরের مَرْجِعْ হলো رَحِم ; আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখল, সে ব্যক্তিকে আমি আমার রহমতের বারিধারায় সিক্ত করে রাখব।

قَوْلُهُ مَنْ قَطَعَ بَتَتُّهُ-এর অর্থ : আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে, আমি তাকে আমার রহমত হতে বিচ্ছিন্ন করব, যেহেতু رَحِم টি রাহমান হতে উৎকলিত, সেহেতু রাহমানের মর্যাদা বজায় রাখার নিমিত্তে রাহেম বা আত্মীয়তার কর্তব্য আদায় করলে বান্দা আল্লাহর রহমত লাভ করবে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এতে যদি উদাসীনতা বা অবহেলা করে, তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত হবে। এটাই স্বাভাবিক। এ কথাই আলোচ্য হাদীসাংশে বলা হয়েছে।

রাবী পরিচিতি : নাম–'আব্দুর রহমান (রা.), পিতার নাম–আওফ। তিনি বেহেশতের শুভ সংবাদ প্রাপ্ত একজন বিশিষ্ট সাহাবী। তিনি 'ফীল' বা হস্তী বাহিনীর হামলার দশ বছর পর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ মুহাম্মদ যরবী আল-কারখী। তিনি প্রাথমিক অবস্থায় হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি দু-বার হিজরত করেছেন। তিনি নবী করীম ﷺ -এর সাথে সকল জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। উহুদের যুদ্ধে তিনি অসাধারণ দৃঢ়চিত্ততা প্রদর্শন করেন। তাবুকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর পিছনে সালাত আদায় করেন। তিনি উহুদ যুদ্ধে অধিক আঘাত পেয়েছিলেন। তিনি হিজরি ৩২ সালে ৭২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।

وَعَنْ ٤٧١٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ فِيْهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭১৪. **অনুবাদ :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে আবূ আওফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সেই সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত নাজিল হবে না, যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী। –[ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلٰى قَوْمٍ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন ব্যক্তি আছে, যে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে না; বরং তা ছিন্ন করে, সে সম্প্রদায়ের উপর আল্লাহ তা'আলার রহমত বর্ষিত হয় না। তারা আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকে। কেউ কেউ বলেন, তারা রহমতের বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকে।

রাবী পরিচিতি : নাম–'আব্দুল্লাহ (রা.), পিতার নাম–আবূ আওফা। তিনি একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। খায়বর যুদ্ধসহ অন্যান্য যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। নবী করীম ﷺ-এর ইন্তেকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি মদিনায় ছিলেন। তারপর তিনি কূফায় গমন করেন এবং ৮৭ হিজরি সনে কূফায় পরলোকগমন করেন।

وَعَنْ ٤٧١٥ أَبِي بَكْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرٰى أَنْ يُعَجِّلَ اللّٰهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৪৭১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ বকরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো পাপই এতটা যোগ্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা'আলা খুব শীঘ্র এ দুনিয়াতেই তার বিনিময় দেবেন এবং আখেরাতেও তার জন্য শাস্তি জমা করে রাখবেন। তবে হ্যাঁ, এ রূপ দুটো পাপ রয়েছে, ১. সমসাময়িক নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং ২. আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করা। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنَ الْبَغْيِ وَقَطِيْعَةِ الرَّحِمِ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ মুসলিম নেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করা এ দুটি পাপের জঘন্যতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, স্বীকৃত মুসলিম নেতার বিরুদ্ধাচরণ করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ করা এমন জঘন্য পাপ, যার শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানে হবে। সুতরাং এরূপ মহাপাপ থেকে বিরত থাকতে হবে।

وَعَنْ ٤٧١٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلَا عَاقٌّ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ . (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৪৭১৬. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– উপকার করে খোঁটা দানকারী, পিতামাতার অবাধ্য ও সর্বদা মদ্য পানকারী বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। –[নাসাঈ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, উপকার করে খোঁটা দানকারী বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। কোনো ব্যক্তি কারো উপকার করলে এরপর কথায় বা কাজে মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার পর যদি সেই উপকারের খোঁটা সদাসর্বদা দিতে থাকে, তাহলে এ উপকারের কোনো ফল তো হবেই না; বরং হাদীসের আলোকে দেখা যায়, সে ব্যক্তি খোঁটার বদৌলতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

قَوْلُهُ وَلَا عَاقٌّ-এর ব্যাখ্যা : "عَاقٌّ" শব্দের অর্থ হলো– 'নাফরমান'। কেউ যদি পিতামাতার সাথে নাফরমানি করে, সদাচারের পরিবর্তে অসৌজন্যমূলক আচরণ করে, সে ব্যক্তি নাফরমান। আর এ নাফরমান ব্যক্তিও জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

قَوْلُهُ وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ **-এর ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ সর্বদা মদ পানকারী বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। মদ পান করা ইসলামে গর্হিত একটি কাজ। এটা যদি হালাল মনে করে পান করে বা স্বাভাবিকভাবে পান করে, তাহলে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

দু-হাদীসের দ্বন্দ্বের অবসান : উল্লিখিত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, খোঁটা দানকারী, পিতামাতার অবাধ্য ব্যক্তি এবং মদ্য পানকারী এ তিন ব্যক্তি উক্ত অপরাধের কারণে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না। অথচ কিতাবুল ঈমানে উল্লিখিত "مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ" এ হাদীসের আলোকে দেখা যাচ্ছে যে, শুধু কালিমা উচ্চারণকারীই জান্নাতে প্রবেশ করবে। বাহ্যত উক্ত হাদীসদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানকল্পে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন–

১. এসব ব্যক্তি নেক্কার লোকদের সাথে বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না।

২. তাদের স্বীয় পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর তারা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে।

৩. যে ব্যক্তি উল্লিখিত কাজগুলো বৈধ ধারণা করে করতে থাকে। প্রথম হাদীসে এ ধরনের ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে যে, তারা বেহেশতে প্রবেশ করবে না।

এ ব্যাখ্যার পর উভয় হাদীসের মধ্যে আর কোনো বিরোধ থাকে না।

٤٧١٧ - وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُوْنَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَاةٌ فِي الْأَثَرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৭১৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় শিক্ষা কর, তাহলে আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারবে। কেননা আত্মীয়তার সম্পর্ক আপনজনের মধ্যে সম্প্রীতি, ধনসম্পদের মধ্যে প্রবৃদ্ধি এবং আয়ুতে দীর্ঘজীবী হওয়ার উপলক্ষ হয়। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَعَلَّمُوْا مِنْ أَنْسَابِكُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো– 'তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় অবগত হও।' এর মধ্যে বাপ, দাদা, ভাই, বোন, খালু, মামা প্রমুখ অন্তর্ভুক্ত। এদের পরিচয় জানা থাকলে তাদের সাথে সদাচার করা সহজ হবে। আর এজন্যই হাদীসে নির্দেশ এসেছে যে, 'তোমরা তোমাদের বংশ পরিচয় অবগত হও'।

قَوْلُهُ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ **-এর ব্যাখ্যা :** আত্মীয়তার সম্পর্ক দ্বারা আপনজনদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। আত্মীয়দের পরিচয় জানা থাকলে এবং তাদের নিকট যাওয়া-আসা থাকলে আন্তরিক হৃদ্যতার বাঁধন সৃষ্টি হয়। পরস্পর সম্প্রীতি-সৌহার্দ বজায় থাকে, যার ফলে দুনিয়াতেই এক স্বর্গীয় পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

قَوْلُهُ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ **-এর ব্যাখ্যা :** আত্মীয়দের সাথে সদাচারের দ্বিতীয় সুফল হলো, ধনসম্পদের প্রাচুর্যতা। আপনজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করলে, তাদের হক যথাযথভাবে পালন করলে ধনসম্পদে প্রাচুর্য আসে। অথবা مَثْرَاةٌ -এর ব্যাখ্যায় বলা যায়, মালের মধ্যে এমন বরকত আসে, যার কারণে অল্পতেও অনেক মনে হয়।

قَوْلُهُ مَنْسَاةٌ فِي الْأَثَرِ **-এর অর্থ :** স্বজনে সদাচারের আর একটি সুফল হলো, মৃত্যু বিলম্বে হওয়া। এখানে أَثَر অর্থ أَجَلْ বা মৃত্যু। আত্মীয়দের সাথে সদ্ব্যবহার করলে আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির হায়াত বৃদ্ধি করে দেন। আর হায়াত বৃদ্ধির অর্থ হলো, নির্দিষ্ট সময়ে অনেক উত্তম কাজ করার সৌভাগ্য হয়।

غَرِيْبٌ **হাদীসের সংজ্ঞা :** যে বিশুদ্ধ হাদীসের রাবী একজন, তাকে 'হাদীসে গারীব' বলে।

٤٧١٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا فَهَلْ لِيْ مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِرَّهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৭১৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক বড় পাপ করেছি। আমার তওবা কি কবুল হতে পারে? রাসূল ﷺ বললেন, তোমার কি মা আছে? সে বলর, জী না। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার কি কোনো খালা আছে? লোকটি বলল, জী হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, তবে তার সাথে উত্তম আচরণ কর। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنِّى أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيْمًا -এর ব্যাখ্যা : ذَنْبًا عَظِيْمًا বললে স্বাভাবিকভাবে কবীরা গুনাহ বোঝায়। এজন্য তওবা অপরিহার্য। অথচ রাসূল ﷺ লোকটিকে তওবা না করে মায়ের অবর্তমানে খালার সাথে সদাচারের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, রাসূল ﷺ লোকটিকে তওবা করতে নির্দেশ দিলেন না কেন?

এ প্রশ্নের জবাব হলো, আল্লাহভীরুগণ কথা বা কাজে ছোট-খাটো কোনো পাপ করলেও আল্লাহর ভয়ে আতঙ্কিত হন এবং সে পাপকে নিজেদের আল্লাহভীরুতার দৃষ্টিতে বড় পাপ বলে মনে করেন। সম্ভবত লোকটির পাপ প্রকৃতপক্ষে খুব জঘন্য ছিল না। এতদ্ব্যতীত তার কথায় বোঝা যায় যে, সে কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়েছে। অনুতপ্ত হওয়াই প্রকৃত তওবা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা পাপ করে, অতঃপর তওবা করে, তিনি তাদের ক্ষমা করে দেন। সম্ভবত রাসূল ﷺ ওহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, তার অনুতপ্ত হওয়ার কারণে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে পুণ্যের পথে থাকার জন্য উপলক্ষ হিসেবে তিনি মায়ের সাথে সদাচরণ অথবা মায়ের অবর্তমানে খালার সাথে সদাচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- إِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنَاتٍ অর্থাৎ 'যারা তওবা করে, ঈমান রাখে এবং ভালো কাজ করে আল্লাহ ঐ সমস্ত লোকদের খারাপ কাজগুলোকে ভালো কাজে পরিবর্তন করে দেন।' সুতরাং মায়ের সাথে মধুর ব্যবহার নিঃসন্দেহে ভালো কাজ। কাজেই এ ভালো কাজের অসিলায় আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় খারাপ কাজকে ভালো কাজে পরিবর্তিত করে দেন।

٤٧١٩ - وَعَنْ أَبِىْ أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ (رض) قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ نَعَمْ اَلصَّلٰوةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا - (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৭১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ উসাইদ সায়েদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে বসেছিলাম। বনী সালামা গোত্রের এক ব্যক্তি আসল এবং আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতার মৃত্যুর পরও কি তাদের প্রতি সদাচরণ করার মতো কোনোকিছু অবশিষ্ট থাকে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ আছে। তা হলো, তাঁদের জন্য দোয়া করা, তাঁদের ওয়াদা পূরণ করা, তাঁদের আত্মীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। -[আবূ দাঊদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

মৃত পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক : হাদীসের আলোকে মৃত পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়েদের হকগুলো নিম্নরূপ- ১. তাঁদের জানাজা আদায় করা। ২. তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা। ৩. তাঁদের কৃত অঙ্গীকার বা তাঁদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা। ৪. তাঁদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। ৫. তাঁদের বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

قَوْلُهُ اِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا -এর অর্থ : পিতামাতা তাঁদের জীবদ্দশায় যেসব ওয়াদা ও অসিয়ত করে পূরণ করতে পারেনি, তাঁদের মৃত্যুর পর সন্তানরা তা পূরণ করা।

صِلَةِ الرَّحِمِ الَّتِىْ لَا تُوْصَلُ اِلَّا بِهِمَا -এর ভাবার্থ : আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, পিতামাতার ইন্তেকালের পর তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করার পদ্ধতি হলো, তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদাচরণ করা। আর তাঁদের আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদাচরণ করা বস্তুত তাঁদের সাথে সদাচরণ করা।

মৃত পিতামাতার প্রতি সন্তানের হক : হাদীসের আলোকে মৃত পিতামাতার প্রতি ছেলেমেয়েদের হকগুলো নিম্নরূপ– ১. তাঁদের জানাজা আদায় করা। ২. তাঁদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা। ৩. তাঁদের কৃত অঙ্গীকার বা তাঁদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা। ৪. তাঁদের মাধ্যমে সৃষ্ট আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা। ৫. তাঁদের বন্ধুদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

রাবী পরিচিতি : হযরত আবূ উসাইদ আস-সায়েদী (রা.) তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মালিক ইবনে রাবীয়াহ আল-আনসারী। তিনি ইসলামের অনেক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। বহু সংখ্যক বর্ণনাকারী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হিজরি ৬০ সালে ৭৮ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বদরী সাহাবীদের মধ্যে তিনিই সর্বশেষে ইন্তেকাল করেন।

৪৭২০ وَعَنْ أَبِى الطُّفَيْلِ (رض) قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعِرَّانَةِ إِذْ أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ حَتّٰى دَنَتْ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَبَسَطَ لَهَا رِدَاءَهُ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَنْ هِىَ فَقَالُوْا هِىَ أُمُّهُ الَّتِىْ أَرْضَعَتْهُ. (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

৪৭২০. অনুবাদ : হযরত আবূ তুফায়েল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'জিইর্‌রানাহ' নামক স্থানে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গোশ্‌ত বণ্টন করতে দেখলাম। এমন সময় এক মহিলা আগমন করলেন, যখন তিনি রাসূল ﷺ-এর নিকটবর্তী হলেন, রাসূল ﷺ তাঁর জন্য নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তখন তিনি [মহিলা] সেই চাদরের উপর বসলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ মহিলাটি কে? তাঁরা বলল, ইনি সেই মহিলা, যিনি রাসূল ﷺ-কে শৈশবে স্তন্য পান করিয়েছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

রাবী পরিচিতি : নাম–'আমির, পিতার নাম–ওয়াসিলা, উপনাম–আবূ তুফায়েল (রা.)। তিনি উপনামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি নবী করীম ﷺ -কে ৮ বছরকাল জীবিত পেয়েছিলেন। তিনিই সর্বশেষ সাহাবী, যিনি ১০২ হিজরিতে মক্কায় ইন্তেকাল করেন। তাঁর পরে পৃথিবীতে আর কোনো সাহাবী জীবিত ছিলেন না।

جِعِرَّانَه কোথায় অবস্থিত? جِعِرَّانَه মক্কার অদূরে অবস্থিত একটি স্থান। এখানে হুনায়েনের যুদ্ধের গনিমতের মাল বণ্টন করা হয়েছিল।

আগমনকারী মহিলার পরিচয় : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত আগমনকারী মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুধমাতা হযরত হালীমা বিনতে আবূ যুরাইব (রা.) ছিলেন। তিনি হাওয়াযিন গোত্রের বনী সা'দ গোত্রের লোক ছিলেন। হুনায়েন যুদ্ধের গনিমতের মাল বণ্টনের দিন তিনি রাসূল ﷺ -এর খেদমতে হাজির হয়েছিলেন।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : নবী করীম ﷺ বিবি হালীমাকে দেখামাত্র দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা করলেন এবং বসার জন্য নিজের পবিত্র চাদরখানা বিছিয়ে দিলেন। জীবন প্রবাহে প্রতিটি বিষয় রাসূল ﷺ নিজে বাস্তবায়ন করে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদান করেছেন। জন্মের পূর্বে পিতৃবিয়োগ ও শৈশবে মাতৃবিয়োগ হওয়ার কারণে তিনি পিতামাতার খেদমতের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে উম্মতকে দেখানোর সুযোগ না পেলেও তিনি নিজ পিতৃতুল্যদের সাথে যে উত্তম আচরণ করেছেন এবং দুধমাতা হালীমার প্রতি যে সম্মান ও মর্যাদার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছিলেন, তা থেকেই উম্মতগণ এ শিক্ষা লাভ করতে পারে। পিতামাতার প্রতি করণীয় সম্পর্কে তাঁর পবিত্র মুখের বাণী থেকেও অবশিষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। তাই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (اَلْاٰيَة)

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٧٢١ ابْنِ عُمَرَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بَيْنَمَا ثَلٰثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشُوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوْا اِلٰى غَارٍ فِى الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالًا عَمِلْتُمُوْهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمُ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِىْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِىْ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَىَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وَلَدِىْ وَاِنَّهُ قَدْ نَاٰى بِىَ الشَّجَرُ فَمَا اَتَيْتُ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلَابِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُءُوْسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِىْ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِىْ وَدَأْبُهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَجَ اللّٰهُ لَهُمْ حَتّٰى يَرَوْنَ السَّمَاءَ

৪৭২১. **অনুবাদ :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– তিন ব্যক্তি পথ চলছিলেন। হঠাৎ তাঁদেরকে বৃষ্টিতে পেলে তাঁরা এক পর্বতের গুহায় আশ্রয় নিলেন। এ সময় হঠাৎ পর্বত থেকে একটি প্রকাণ্ড পাথর এসে গুহার মুখে পতিত হলো এবং তাঁদের বের হওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিল। তাঁদের মধ্য থেকে একজন অপরজনকে বললেন, তোমরা তোমাদের কোনো নেক কাজ দেখ, যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যেই করেছ। আর সে কাজকে উপলক্ষ করে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বিপদ থেকে মুক্তির প্রার্থনা কর। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা হয়তো এ পাথর দূর করে দেবেন।

তখন তাঁদের একজন বললেন, হে আল্লাহ! আমার অতি বৃদ্ধ মাতাপিতা ছিলেন এবং কয়েকটি ছোট বাচ্চা ছিল। আমি ছাগল চরাতাম। যখন সন্ধ্যায় তাদের নিকট ফিরে আসতাম, তখন দুধ দোহন করতাম। আমার সন্তানদের পান করানোর আগেই আমার পিতামাতাকে দুধ পান করাতাম। ঘটনাক্রমে একদিন চারণ-বৃক্ষ আমাকে দূরে নিয়ে গেল। অর্থাৎ ছাগল চরাতে চরাতে এতটা দূরে চলে গেলাম যে, যথাসময়ে বাড়িতে পৌঁছতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। দেখলাম, আমার মা-বাবা উভয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি প্রতিদিনের মতো আজো দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে মা-বাবার কাছে এসে তাঁদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি তাঁদেরকে ঘুম থেকে জাগানো ভালো মনে করলাম না এবং অপছন্দ করলাম বাচ্চাগুলোকে দুধ পান করাতে তাঁদের পূর্বে, অথচ বাচ্চাগুলো আমার পায়ের কাছে ক্ষুধায় কাঁদছিল। সকাল হওয়া পর্যন্ত আমার ও তাদের এ অবস্থা ছিল। হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাকো যে, আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে আমাদের জন্য এতটুকু পথ খুলে দাও, যেন আকাশ দেখতে পাই। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথরকে এতটুকু সরিয়ে দিলেন যে, আকাশ দেখা যেতে লাগল।

قَالَ الثَّانِىْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِىْ بِنْتُ عَمٍّ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ كُنْتُ اسْتَاجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِىْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَظْلِمْنِىْ وَاَعْطِنِىْ حَقِّىْ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَهْزَاْ بِىْ فَقُلْتُ اِنِّىْ لَا اَهْزَاُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيْهَا فَاَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اِنِّىْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مَا بَقِىَ فَفَرَجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ! আমার এক চাচাতো বোন ছিল। আমি তাকে অত্যধিক ভালোবাসতাম, যতটা বেশি কোনো পুরুষ কোনো মহিলাকে ভালোবাসতে পারে না। আমি তাকে উপভোগ করতে চাইলাম। সে এ কাজে অস্বীকার করল, যতক্ষণ না আমি তাকে একশ' দিনার দেই। তখন আমি জোর প্রচেষ্টা চালালাম এবং একশ' দিনার যোগাড় করে তার সাথে সাক্ষাৎ করলাম। যখন তার দু'পায়ের মধ্যখানে হাঁটু গেড়ে বসলাম, সে বলল, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর, মোহর অর্থাৎ কুমারিত্ব নষ্ট কর না। তৎক্ষণাৎ আমি দাঁড়ালাম। হে আল্লাহ! যদি তুমি জেনে থাকো যে, আমি এ কাজ একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করেছি, তবে আমাদের জন্য পথ খুলে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথর আরো কিঞ্চিৎ সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহ! আমি এক ব্যক্তিকে এক 'ফরক' পরিমাণ খাদ্যের বিনিময়ে মজুর নিয়োগ করলাম। যখন সে ব্যক্তি নিজ কাজ সমাধা করে বলল, আমার পাওনা আমাকে দাও। আমি তাকে প্রাপ্য দিলাম। সে তা ফেলে চলে গেল, তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করল না। আমি তার পাওনা দ্বারা চাষাবাদ আরম্ভ করলাম। সেটার আয় দ্বারা অনেকগুলো গরু ও রাখাল যোগাড় করলাম। তখন একদা লোকটি আমার কাছে আসল এবং বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার প্রতি অবিচার করো না। আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এ গরুগুলো এবং তার রাখালসমূহ নিয়ে যাও। সে বলল, আল্লাহকে ভয় কর, আমার সাথে ঠাট্টা কর না। তখন আমি বললাম, তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। ঐ গরু ও রাখালগুলো নিয়ে যাও। সুতরাং সে ওগুলো নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! যদি তুমি জানো যে, এ কাজ আমি শুধু তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই করেছি, তবে এখনো যতটুকু বাকি, সে রাস্তা খুলে দাও। তখন আল্লাহ তা'আলা পাথর সরিয়ে রাস্তা খুলে দিলেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَفَرَجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** অত্র হাদীসে কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া যায়, যেমন–

১. বিপদ-মসিবতের সময় যে কোনো বান্দা নিজের কোনো নেক আমল দ্বারা অসিলা হিসেবে পেশ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট বিপদ মুক্তির প্রার্থনা করা মোস্তাহাব।
২. নিজের সন্তানসন্ততি অপেক্ষা মাতাপিতার খেদমত করা এবং সব কাজে তাঁদের হক ও অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়া সন্তানের অপরিহার্য কর্তব্য।

৩. কোনো হারাম বা নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য সংকল্প করে বা উদ্যত হয়ে পরক্ষণে যথাসাধ্য চেষ্টা করে সেই কাজ থেকে বিরত থাকা খুবই প্রশংসনীয় ও পুণ্যের কাজ।

৪. অন্যের ধনসম্পদের মধ্যে লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে বা অন্য কোনো ব্যবসা-বাণিজ্য বৈধ ও ন্যায়সঙ্গতভাবে পরিচালনা করলে যদি তার মালিক পরে এতে সন্তুষ্টি প্রদান করে কিংবা অনুমতি দান করে, তবে সেই পরিচালনা জায়েজ। এটা হানাফী ইমামদের মাযহাব।

৫. অত্র হাদীস থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে,আহ্লুল্লাহ এবং ওলী আল্লাহদের কারামত হক ও সত্য। এটাই আহলে হক ইমামদের মাযহাব।

وَعَنْ ٤٧٢٢ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ (رضـ) اَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَدْتُّ اَنْ اَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ اُمٍّ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَاِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭২২. অনুবাদ : হযরত মুআবিয়া ইবনে জাহিমাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর পিতা জাহিমাহ নবী করীম ﷺ -এর কাছে আসলেন। অতঃপর আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করি, এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছে কি? তিনি বললেন, জী হ্যাঁ। রাসূল ﷺ বললেন, মায়ের সেবাকেই অবলম্বন কর। কেননা বেহেশ্ত তাঁর পায়ের কাছে। −[আহ্মাদ, নাসাঈ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ جِئْتُ اَسْتَشِيْرُكَ-এর ব্যাখ্যা : বর্ণনাকারী হযরত মুআবিয়া (রা.)-এর পিতা জাহিমাহ (রা.) যুদ্ধে শরিক হওয়ার নিমিত্তে রাসূল ﷺ-এর অনুমতি চেয়ে বলেছেন− হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছায় আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি। কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁকে জিহাদের পরিবর্তে মায়ের খেদমতে নিয়োজিত থাকার পরামর্শ দিলেন।

জিহাদের চেয়ে মায়ের খেদমত প্রাধান্যের কারণ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মায়ের খেদমত ইসলামি জিহাদে অংশগ্রহণের চেয়েও উত্তম। আর এজন্যই রাসূল ﷺ হযরত জাহিমাহ (রা.)-কে মায়ের খেদমত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ প্রাধান্য দেওয়ার কারণ নিম্নরূপ−

১. জিহাদের সাধারণ হুকুম হলো 'ফরযে কিফায়াহ'। পক্ষান্তরে মাতাপিতার খেদমত করা সন্তানের উপর 'ফরযে আইন'।

২. বর্ণিত সাহাবী মায়ের খেদমতে কিছুটা গাফেল বা উদাসীন ছিলেন বিধায় রাসূল ﷺ মায়ের খেদমতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

৩. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি জিহাদের জন্য উপযোগী ছিল না বিধায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে মায়ের খেদমতের মাধ্যমে সৌভাগ্য অর্জনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।

وَعَنْ ٤٧٢٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ كَانَتْ تَحْتِيْ اِمْرَأَةٌ اُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلِّقْهَا فَاَبَيْتُ فَاَتٰى عُمَرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَلِّقْهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৭২৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিবাহ বন্ধনে এক মহিলা ছিল, আমি তাকে ভালোবাসতাম। অথচ আমার পিতা হযরত ওমর (রা.) তাকে ঘৃণা করতেন। তিনি আমাকে বললেন, তুমি এ মহিলাকে তালাক দিয়ে দাও। আমি অস্বীকার করলাম। তখন আমার পিতা হযরত ওমর (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে আসলেন এবং তাঁকে ঘটনা বললেন। তখন রাসূল ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তাকে তালাক দিয়ে দাও। −[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَتْ تَحْتِىْ اِمْرَأَةٌ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমার বিবাহ বন্ধনে এক মহিলা ছিল, যাকে আমি খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু আমার পিতা হযরত ওমর (রা.) তাকে পছন্দ করতেন না। তাই তিনি আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। আমি তাতে রাজি না হওয়ায় আমার পিতা এ ব্যাপারটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে আমার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার কথা বললেন। কেননা আমার স্ত্রীর উপর আমার পিতার অসন্তুষ্টি দীনি ব্যাপারে ছিল।

পিতামাতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বিধান : মাতাপিতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা শরিয়তের সাথে সম্পৃক্ত। পিতামাতা যদি পুত্রবধূর মধ্যে ধর্মীয় কোনো বিধান, যেমন–ফরজ, ওয়াজিব লঙ্ঘন বা অস্বীকার করতে দেখেন, তাহলে মুত্তাকী পিতামাতার নির্দেশে স্ত্রীকে তালাক প্রদান করা জায়েজ। কেউ কেউ বলেছেন, ওয়াজিব। কিন্তু যদি পিতামাতা ব্যক্তিগত কোনো কারণে বা আক্রোশে তালাক দিতে বলেন, তাহলে পুত্রের জন্য তা পালন করা অপরিহার্য নয়।

وَعَنْ ٤٧٢٤ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلٰى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৭২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সন্তানের উপর মা-বাবার কি দাবি আছে? রাসূল ﷺ বললেন, তাঁরা দুজন তোমাদের বেহেশ্ত ও দোজখ। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ **-এর ব্যাখ্যা :** কোনো ব্যক্তি পিতামাতার হক সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন– هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ অর্থাৎ 'পিতামাতা হচ্ছে তোমার জান্নাত ও জাহান্নাম।' নবী করীম ﷺ এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে, যে সন্তান পিতামাতার হক আদায় করবে, তাঁদের সেবাযত্ন করবে, তাঁদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। এক কথায়, তাঁদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য সমস্ত পথ অবলম্বন করবে, সে সন্তানের জন্য বেহেশ্ত অপরিহার্য। পক্ষান্তরে যে এটার বিপরীত করবে, তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত।

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান : অত্র হাদীসে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রাপ্তির একমাত্র উপায় নির্ধারণ করা হয়েছে মাতাপিতার হক আদায় এবং অনাদায়ের মাধ্যমে। এখানে স্বভাবত একটি প্রশ্ন জাগে, অন্য সমস্ত বিধান পরিহার করে কিভাবে শুধু মাতাপিতার কথা উল্লেখ করা হলো? এর সমাধানে হাদীসের ব্যাখ্যা এভাবে করা হয়েছে–

১. নবী করীম ﷺ কিছুটা মুবালাগা করে পিতামাতার মর্যাদা নির্ধারণ করেছেন, যাতে প্রশ্নকারীর হৃদয়ে পিতামাতার প্রতি কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়।
২. জান্নাত ও জাহান্নামের অধিকারী হওয়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও একটা অন্যতম কারণ।
৩. আল্লামা তীবী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানে অতি সূক্ষ্মভাবে উত্তর দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, পিতামাতার হক হলো তাঁদের সাথে সদাচরণ করা, আর নাফরমানি বর্জন করা।

وَعَنْ ٤٧٢٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ لَيَمُوْتُ وَالِدَاهُ اَوْ اَحَدُهُمَا وَاِنَّهُ لَهُمَا لَعَاقٌّ فَلَا يَزَالُ يَدْعُوْ لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتّٰى يَكْتُبَهُ اللّٰهُ بَارًّا.

৪৭২৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন কোনো বান্দার মাতাপিতা অথবা তাদের যে কোনো একজন মৃত্যুবরণ করে এমন অবস্থায় যে, সে তাঁদের অবাধ্য। অতঃপর তাঁদের মৃত্যুর পর সেই অবাধ্য পুত্র তাঁদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে পুণ্যবানদের সাথে লিপিবদ্ধ করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَكْتُبُهُ اللّٰهُ بَارًّا **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, পিতামাতার মৃত্যুর পর তাঁদের জন্য দোয়া ও ইস্তিগ্‌ফার করলে তার দরুন তার সেসব গুনাহ দূরীভূত হয়ে যাবে, যা সে তাঁদের জীবদ্দশায় নাফরমানি করেছিল। ফলে তার এ ইস্তিগ্‌ফার ও ক্ষমা প্রার্থনা সেই ইস্তিগ্‌ফার ও ক্ষমা চাওয়ার ন্যায় হবে, যা সে তাঁদের জীবদ্দশায় করলে ফলপ্রসূ হতো। অবশেষে সে নেক লোকদের দলে শামিল হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٤٧٢٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ الْجَنَّةِ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا وَمَنْ اَصْبَحَ عَاصِيًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ اَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوْحَانِ مِنَ النَّارِ اِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا قَالَ رَجُلٌ وَاِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ ـ

৪৭২৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় ভোর করল যে, সে তার মাতাপিতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আদেশের অনুগত রয়েছে, তখন তার সেই ভোর এমন অবস্থায় হয়, যেন তার জন্য বেহেশতের দুটো দরজা খোলা থাকে। যদি একজন হয়, তখন বেহেশতের একটি দরজা খোলা থাকে। আর যে ব্যক্তি মাতাপিতার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কাছে অপরাধী হিসেবে ভোর করে, তবে সে যেন এমনভাবে ভোর করল যে, দোজখের দুটো দরজা তার জন্য খোলা থাকে। আর যদি তাঁদের একজন থাকে, তবে একটি দরজা খোলা থাকে। এ সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, যদি তাঁরা পুত্রের উপর অবিচার করে? জবাবে নবী করীম ﷺ বললেন, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি অবিচার করে, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি অবিচার করে, যদিও তাঁরা পুত্রের প্রতি অবিচার করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَصْبَحَ مُطِيْعًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি পিতামাতার সেবাযত্ন ও তাঁদের ন্যায়সঙ্গত আদেশ পালন সংক্রান্ত আল্লাহ প্রদত্ত বিধি-নিষেধ পালন করত প্রকারান্তরে আল্লাহর আনুগত্যের নিদর্শন পেশকারী অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়। অর্থাৎ রাতে কিংবা সকালে ঘুম থেকে উঠার পর যে পিতামাতার অবাধ্য আচরণ করেনি; বরং এ হিসেবে সে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যকারী হয়েছে, যেহেতু পিতামাতার বৈধ আনুগত্য শুধু তাদের আনুগত্যই নয়, পক্ষান্তরে তা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যও বটে।

قَوْلُهُ اَصْبَحَ عَاصِيًا لِلّٰهِ فِىْ وَالِدَيْهِ **-এর অর্থ :** যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্যতা করেছে, প্রকারান্তরে সে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করেছে। কারণ পিতামাতার সেবাযত্ন করা ও তাঁদের ন্যায়সঙ্গত আদেশ পালন করা আল্লাহ তা'আলারই আদেশ। সুতরাং সে পিতামাতার অবাধ্যতা করে আল্লাহ তা'আলার আদেশ অমান্য করেছে, ফলে তার জন্য দোজখের দরজাই উন্মুক্ত হয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا **-এর অর্থ :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যদি তার পিতামাতার একজন জীবিত থাকে, আর সে তার উপর সন্তুষ্টকারী অবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়, তবে তার জন্য বেহেশতের একটি দরজা খোলা থাকবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ ظَلَمَاهُ **-এর অর্থ :** পিতামাতা যদি পার্থিব বিষয়ে তার প্রতি অবিচার করে, তথাপি সে তাদের অবাধ্যতা করলে তাকে হাদীসে উল্লিখিত পরিণাম ভোগ করতে হবে। অবশ্য আখেরাতের বেলায় পিতামাতা যদি তার প্রতি অবিচার করে এবং সেই কারণে সে তাদের অবাধ্যতা করে তাহলে তার কোনো অপরাধ হবে না।

وَعَنْهُ ٤٧٢٧ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ وَلَدٍ بَارٍّ يَنْظُرُ اِلٰى وَالِدَيْهِ نَظْرَةَ رَحْمَةٍ اِلَّا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ بِكُلِّ نَظْرَةٍ حَجَّةً مَبْرُوْرَةً قَالُوْا وَاِنْ نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ نَعَمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ .

৪৭২৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন কোনো মাতাপিতার ভক্ত সন্তান নিজের মাতাপিতার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে দেখে, আল্লাহ তা'আলা তার প্রতিটি দৃষ্টির বিনিময়ে তার আমলনামায় একটি নফল হজ এর ছওয়াব লিপিবদ্ধ করেন। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি দৈনিক একশ' বার দৃষ্টিপাত করে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তারও। আল্লাহ মহান ও পবিত্র।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

وَلَدٍ بَارٍّ [সদাচারী সন্তান]-এর পরিচয় : যে সন্তান মাতাপিতার অবাধ্য নয়, তাঁদের সেবাযত্নের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখে, সবসময় সদাচরণ করে, হাসিমুখে কথা বলে, পিতামাতার মনে কষ্ট হয়– এ রকম সামান্যতম আচরণও করে না এবং সেই সাথে আল্লাহর বিধানগুলো যথাযথভাবে পালন করে, সে-ই হচ্ছে হাদীসের ভাষায় وَلَدْ بَارْ বা সদাচারী সন্তান।

حَجٌّ مَبْرُوْرٌ-এর সংজ্ঞা : হজ আদায়কালে তা যদি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্তভাবে পালিত হয় এবং হজকারী পূর্ণ ইখলাসের সাথে আদায় করে, তাকে حَجٌّ مَبْرُوْرٌ বা গৃহীত হজ বলে। এক কথায়, 'হজ্জে মাকবূল'কেই 'হজ্জে মাব্‌রূর' বলা হয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টিতে তাকালে হজ্জে মাব্‌রূর তথা গৃহীত নফল হজের ছওয়াব দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَطْيَبُ-এর অর্থ : প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছেন, যদি দৈনিক একশ' বার এরূপ করে, তবে কি সে একশ' কবুল হজের ছওয়াব লাভ করবে। তদুত্তরে বলা হয়েছে, হ্যাঁ সে একশ' বারই এ ফজিলত লাভ করবে এবং আল্লাহর জন্য এটা অসম্ভব নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিমান। তিনি যা ইচ্ছা, তা-ই করতে পারেন। কোনো সীমাবদ্ধতার মধ্যে তিনি আবদ্ধ নন। আর তিনি হচ্ছেন মহাপবিত্র সত্তা। তাঁর ইচ্ছা ও অভিপ্রায়ের মধ্যে যে কোনো লোকসান থেকে তিনি সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র। অতএব, আল্লাহ্‌র পক্ষে এহেন প্রতিদান দেওয়া আদৌ অসম্ভব নয়।

وَعَنْ ٤٧٢٨ اَبِىْ بَكْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كُلُّ الذُّنُوْبِ يَغْفِرُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهَا مَاشَاءَ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يُعَجِّلُ لِصَاحِبِهٖ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ .

৪৭২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ বকরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রত্যেক পাপ আল্লাহ তা'আলা যতটুকু ইচ্ছে ক্ষমা করে দেন; কিন্তু মাতাপিতার অবাধ্যতা ক্ষমা করেন না; বরং আল্লাহ তা'আলা এটার শাস্তি দুনিয়াতেই তার মৃত্যুর পূর্বে তাকে প্রদান করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا عُقُوْقَ الْوَالِدَيْنِ-এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো, পিতামাতার সাথে নাফরমানি করা। এটা কবীরা গুনাহের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সমস্ত গুনাহ-ই মাফ করে দেবেন; কিন্তু পিতামাতার নাফরমানি তিনি মাফ করবেন না। আর যদি একান্তই ক্ষমা করেন, তাহলে এর কারণে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে।

قَوْلُهُ فِى الْحَيٰوةِ قَبْلَ الْمَمَاتِ-এর ব্যাখ্যা : পিতামাতার সাথে নাফরমান সন্তান মৃত্যুর পূর্বেই এর শাস্তি ভোগ করবে। এ বাক্যটির দুটো অর্থ হতে পারে, যথা–

১. اَلْحَيٰوةُ-এর প্রথমে যে اَلِفْ لَامْ টি এসেছে, এটা مُضَافْ اِلَيْهِ-এর পরিবর্তে এসেছে। তাহলে বাক্যটি হবে– فِىْ حَيٰوةِ الْعَاقِّ قَبْلَ مَمَاتِهٖ অর্থাৎ 'অবাধ্য সন্তান মৃত্যুর পূর্বে স্বীয় জীবদ্দশায় পাপের শাস্তি প্রাপ্ত হবে।'

২. বাক্যের অর্থ হবে– فِىْ حَيٰوةِ الْوَالِدَيْنِ قَبْلَ مَمَاتِهِمَا অর্থাৎ 'পিতামাতার মৃত্যুর পূর্বেই তাঁদের জীবদ্দশায় নাফরমান সন্তান শাস্তি ভোগ করবে।'

আয়াতের সাথে হাদীসের দ্বন্দ্ব : উল্লিখিত হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেছেন, পিতামাতার সাথে অবাধ্যাচরণকারীকে মাফ করা হবে না, অথচ পবিত্র কুরআনে এসেছে– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ; এ আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, শিরক ব্যতীত আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন। বাহ্যত হাদীস এবং আয়াতের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধানে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন–

১. হাদীসের অর্থ হলো, কর্ম পরিমাণ শাস্তি ভোগ করার পর মাফ করা হবে। কৃত অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে না–এ কথা আয়াতে বলা হয়নি। অতএব, উভয়ের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

২. হাদীসের হুকুমটি অধিকতর কঠোরতা ও ভীতি প্রদর্শনার্থে বর্ণিত হয়েছে, যাতে কেউ-ই এ ধরনের কাজ না করে।

٤٧٢٩ - وَعَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَقُّ كَبِيْرِ الْاِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ. (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْخَمْسَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭২৯. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনুল 'আস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাইয়ের উপর, যেমন পিতার অধিকার তার পুত্রের উপর। [উপরের পাঁচটি হাদীস বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ حَقُّ كَبِيْرِ الْاِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ **-এর ব্যাখ্যা :** বড়কে শ্রদ্ধা করা এবং সম্মান করার কথা এ হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন– পিতামাতার প্রতি সন্তানের যেমন হক বা কর্তব্য রয়েছে, তেমনিভাবে বড় ভাইয়ের প্রতিও ছোট ভাইয়ের হক রয়েছে। কেননা পিতার পরেই বড় ভাইয়ের স্থান। অতএব, বড় ভাইকে পিতার মতোই শ্রদ্ধা-ভক্তি করতে হবে। তাঁর সাথে এমন কোনো অসৌজন্যমূলক আচরণ করা যাবে না, যাতে তিনি মনে সামান্যতম কষ্ট পেতে পারেন।

بَابُ الشَّفْقَةِ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْخَلْقِ
পরিচ্ছেদ : সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ

"اَلشَّفْقَةَ" শব্দটি اِشْفَاقٌ থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো– ভয় বা আশঙ্কা করা। আর اَلشَّفْقَةُ দয়া বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করা, অবশ্য সাথে ভয়ও বিজড়িত রয়েছে। কেননা যিনি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি দয়া বা অনুগ্রহ রাখেন, তিনি আবার সেই ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে ক্ষতি ও অনিষ্টকর কোনোকিছু পৌঁছার ভয় বা আশঙ্কাও রাখেন।

আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন তাঁর অনুগ্রহ লাভের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা। মূলত এ বিশাল পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর একটি বৃহত্তর পরিবারের ছোট ও বড় সদস্য। আল্লাহ তা'আলা কোনো কিছুকেই বৃথা সৃষ্টি করেননি। সৃষ্টজীবের প্রতি দয়াময় আল্লাহর ভালোবাসার অন্ত নেই। তাই তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসলে তিনি সন্তুষ্ট হন। তাই দেখা যায় যে, বনী ইসরাঈলের জনৈকা মহিলা একটি বিড়ালকে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেললে তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন, তাকে দোজখে নিক্ষেপের নির্দেশ দেন। পক্ষান্তরে জনৈক পাপীয়সী মহিলা তার ওড়নার আঁচল ছিঁড়ে মোজায় বেঁধে কূপের গভীর থেকে পানি তুলে তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পান করানোর ফলে আল্লাহ তা'আলা খুশি হয়ে তাকে ক্ষমা করে দেন। সৃষ্টজীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন সম্পর্কে বিবিধ আলোচনা অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের মধ্যে রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٣٠ - عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৩০. অনুবাদ : হযরত জারীর ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না, আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ **-এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া অনুগ্রহ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তা করে না, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং সে আল্লাহ তা'আলার রহমত লাভে অগ্রগামী হতে পারবে না। কেননা সৃষ্টির সেবার মাঝেই স্রষ্টার অনুগ্রহ নিহিত।

قَوْلُهُ لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ **-এর তাৎপর্য :** যেহেতু মহান রাব্বুল আলামীনের রহমত সার্বজনীন, তাঁর রহমত বাধ্য-অবাধ্য নির্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য, সে হিসেবে এখানে لَا يَرْحَمُ اللّٰهُ কথাটির অর্থ হলো, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণ রহমত থেকে বঞ্চিত হবে এবং রহমত লাভে অগ্রগামী হবে না। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হাদীসে দ্বিতীয় 'রহমত' শব্দটি প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত। কেননা সৃষ্টির পক্ষ থেকে রহমত অর্থ হলো বিনয়-নম্রতা। আর এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে জায়েজ নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে 'রহমত' হলো সন্তুষ্টি। কেননা যার হৃদয় নম্র হয়েছে, আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন। অথবা রহমত অর্থ– اِنْعَامٌ [পুরস্কার]। কেননা প্রভু তাঁর প্রজার উপর যখন অনুগ্রহশীল হন, তখন প্রজা তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান পেতে থাকে। মোটকথা, এখানে মানুষের প্রতি নির্দয় ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সার্বজনীন রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কথা বলা হয়নি; বরং এর দ্বারা খাস রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া উদ্দেশ্য।

হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ : বাস্তব জীবনে আমরা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ মোতাবেক মানুষের প্রতি দয়া, স্নেহ, মমতা প্রদর্শন করতে পারি, তাহলে সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে অফুরন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি নেমে আসবে। অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, রাসূল ﷺ বলেছেন– তোমরা জগদ্বাসীকে দয়া কর, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে দয়া করবেন।

وَعَنْ ٤٧٣١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ أَمْلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৩১. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক বেদুঈন নবী করীম ﷺ -এর সমীপে হাজির হলো এবং বলল, তোমরা কি শিশুদের চুম্বন করো? আমরা তো শিশুদের চুম্বন করি না। এটা শুনে নবী করীম ﷺ বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা বের করে নেন, তবে আমি কি সক্ষম হবো তা তোমার অন্তরে পুনঃ প্রবেশ করাতে? –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ أَتُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ এবং বড়দেরকে শ্রদ্ধা করে না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। নবী করীম ﷺ -এর বাণীর পরিপ্রেক্ষিতে একদা রাসূল ﷺ-এর দরবারে সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছোট শিশুদেরকে আদর করে চুম্বন করছিলেন, এহেন মুহূর্তে এক বেদুঈন সেখানে এসে এটা দেখে আশ্চর্য হয়ে বলল, তোমরা শিশুদেরকে চুম্বন করো, আমরা তো এটা করি না। অর্থাৎ তার নিকট এটা অপছন্দনীয় ছিল।

قَوْلُهُ أَوْ أَمْلِكُ لَكَ إِنْ نَزَعَ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ **-এর ব্যাখ্যা :** আগন্তুক বেদুঈনের কথা শুনে রাসূল ﷺ কিছুটা অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, যদি আল্লাহ তা'আলা তোমার অন্তর থেকে স্নেহ-মমতা বের করে নেন, তবে আমি কি সক্ষম হবো, তা তোমার অন্তরে পুনঃ প্রবেশ করাতে? এখানে اَ 'ইনকার' [অস্বীকার] অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আমি সক্ষম হবো না তোমার হৃদয়কোণে প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-মমতা অনুপ্রবেশ করাতে।

وَعَنْهَا ٤٧٣٢ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَقَسَّمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَحَدَّثْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৩২. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক মহিলা আমার কাছে আসল। তার সাথে তার দুজন কন্যা ছিল। সে আমার কাছে কিছু ভিক্ষা চাইল। তখন আমার কাছে একটি মাত্র খেজুর ছাড়া কিছুই ছিল না। আমি সেটাই তাকে দিয়ে দিলাম। সে খেজুরটিকে তার দু-কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিল, তা থেকে নিজে কিছুই খেল না। অতঃপর সে উঠে চলে গেল। তারপর নবী করীম ﷺ ঘরে প্রবেশ করলেন, আমি ঘটনাটি তাঁর কাছে বললাম। তখন রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি এ কন্যাদের দ্বারা পরিক্ষিত হবে এবং সেই কন্যাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, তবে এ কন্যারাই তার জন্য দোজখের আগুনের সামনে অন্তরাল হবে। অর্থাৎ তাকে দোজখ থেকে রক্ষা করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ **-এর ব্যাখ্যা :** উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমার নিকট জনৈকা মহিলা আসল, তার সাথে তার দু-কন্যাসন্তান ছিল। আর সে মহিলা আমার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছিল। আমি তাকে দেওয়ার মতো একটি খেজুর ব্যতীত আর কিছু পাইনি, তাই সেটা তাকে দিলাম। এখানে تَسْأَلُنِي -এর পরে একটি مَفْعُوْل উহ্য রয়েছে। অর্থাৎ تَسْأَلُنِي عَطِيَّةً -

قَوْلُهُ مَنِ ابْتُلِىَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ **-এর ব্যাখ্যা :** যুগে যুগে নারী জাতি ছিল অবহেলিত ও অবজ্ঞার পাত্র। আইয়্যামে জাহেলিয়াতে কন্যাসন্তানদের দুর্ভাগ্যের কারণ বলে মনে করা হতো। তাদেরকে জীবন্ত প্রোথিত করার মতো বীভৎস রীতি তাদের মাঝে বিরাজমান ছিল। নির্যাতনের এ আস্তাকুঁড় থেকে সমাজে নারীর মর্যাদায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কন্যাদের দ্বারা পরীক্ষিত হবে অর্থাৎ তাদের জন্মকে অপমান মনে না করে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে, সে হবে সৌভাগ্যবান। আর বিনিময়ে সে দোজখের লেলিহান অগ্নিশিখা থেকে মুক্তি পাবে।

قَوْلُهُ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ **-এর তাৎপর্য :** যে ব্যক্তি কন্যাসন্তানের প্রতি যথাযথ আদর-যত্ন নেবে, তাদের প্রতি কোনো অবজ্ঞা-অবহেলা প্রদর্শন করবে না, কিংবা কন্যাসন্তান হওয়ায় অসন্তুষ্ট হবে না, তার জন্য আল্লাহর নবী সুসংবাদ দান করছেন যে, এ সন্তানগণই তার জন্য জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় দানকারী প্রাচীর হবে। এর দ্বারা কন্যাসন্তানের প্রতি জাহিলি যুগে এমনকি বর্তমান যুগেও যে বৈরিভাব রয়েছে, তার অনিষ্টকারীতাই তুলে ধরা হয়েছে এবং সমাজ থেকে এ মানসিকতা দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

কন্যাসন্তানের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বদানের কারণ : মেয়েদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় অনুগ্রহের অধিক মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি অনুগ্রহ দ্বারা তাদেরকে লজ্জা-শরম থেকে নিরাপদ রেখেছে, তাকে এর প্রতিদানে দোজখের আগুন থেকে উত্তমরূপে রক্ষা করা হবে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা বাস্তবে এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে, সন্তানাদির লালনপালন, বিশেষ করে কন্যাসন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ অত্যধিক ছওয়াব ও পুণ্যের কাজ। তাদের লালনপালনের সাথে উপযুক্ত দীনি শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় আদব-কায়দা শিক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত মানুষরূপে গড়ে তোলা এবং যথাসময়ে তাদেরকে ভালো পাত্রের সাথে বিয়ে-শাদির ব্যবস্থা করাই মা-বাবার প্রধান কর্তব্য। তবেই সে কন্যাসন্তান কিয়ামতের দিন মাতাপিতার জন্য দোজখের সম্মুখে প্রাচীর হবে। অনেকে মনে করেন মেয়েদের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যা না করলে হয় না, এমন কর্তব্য আদায় করলেই নিজের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এটা ভুল ধারণা ; বরং অপরিহার্য দায়িত্বের বাইরেও তাদের জন্য কিছু করতে হবে। কেননা অত্র হাদীসকে 'দয়া-অনুগ্রহ' পরিচ্ছেদে বর্ণনা করার ইঙ্গিত এদিকে বহন করে যে, কেবলমাত্র আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করলেই পরকালের কল্যাণ অর্জিত হবে না; বরং মেয়েদেরকে শিশুকাল থেকে উত্তমভাবে লালনপালন করে অবশেষে একটি দীনদার ছেলের কাছে পাত্রস্থ করলে উল্লিখিত ছওয়াব লাভ করা যাবে।

وَعَنْ ٤٧٣٣ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا وَهُوَ هٰكَذَا وَضَمَّ اَصَابِعَهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৩৩. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি দুটো কন্যার বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালনপালন করবে, সে ব্যক্তি ও আমি কিয়ামতের দিন এভাবে একত্রিত হবো, যেমন এ দুটো অঙ্গুলি রয়েছে। এই বলে তিনি নিজের দুটো আঙুল একত্রে মিলালেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَتّٰى تَبْلُغَا **-এর ব্যাখ্যা :** এ বাক্যটির দুটো অর্থ হতে পারে, যথা–

১. এটা দ্বারা জন্মের পর হতে সাবালিকা হওয়া পর্যন্ত সময়কে বোঝানো হয়েছে।

২. বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর পর্যন্ত সময়কে حَتّٰى تَبْلُغَا দ্বারা বোঝানো হয়েছে। অবশ্য উভয় অর্থই একটি আরেকটির পরিপূরক।

قَوْلُهُ اَنَا وَهُوَ هٰكَذَا **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ আলোচ্য হাদীসাংশে ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি তার কন্যাসন্তানকে দয়া ও স্নেহের মাধ্যমে লালনপালনপূর্বক সাবালিকা হওয়ার পর যথাযোগ্য পাত্র দেখে বিয়ে দেয়, তার সম্পর্কে নবী করীম ﷺ তাঁর তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল উত্তোলন করে বলেন, কিয়ামতের দিন আমি ও তার অবস্থা এভাবে পাশাপশি হবে। অর্থাৎ এর দ্বারা সে ব্যক্তির মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٧٣٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهٗ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য উপার্জনকারী আল্লাহর রাস্তায় আত্মনিয়োগকারীর মতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা, রাসূল ﷺ এটাও বলেছেন যে, বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য উপার্জনকারী সেই রাতজাগা ইবাদতকারীর মতো, যে অলসতা করে না এবং ঐ রোজাদারের মতো যিনি কখনো রোজা ভাঙ্গে না।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْاَرْمَلَةُ -এর ব্যাখ্যা : "اَلْاَرْمَلَةُ" শব্দের অর্থ হচ্ছে– বিধবা, বিপত্নীক। স্বামীহীনা মহিলাকে 'আরমিলা' বলা হয় ; পূর্বে তার বিয়ে হয়ে থাকুক বা না-ই থাকুক, সে রমণী ধনবতী হোক বা না-ই হোক। এ হিসেবে অবিবাহিতা নারীকেও اَرْمَلَةٌ বলা যায়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তালাকপ্রাপ্ত নারীকে اَرْمَلَةٌ বলা হয়। আল্লামা ইবনে কুতাইবা (র.) বলেন, স্বামী পরিত্যক্তা, নিঃস্ব, দরিদ্র মহিলাকে اَرْمَلَةٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ كَالسَّاعِىْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -এর অর্থ : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যারা স্বামীহীনা বিধবা মহিলা ও দরিদ্রজনের সাহায্য-সহযোগিতায় ব্রতী হবে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার নিকট ধর্মীয় জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুজাহিদদের সমতুল্য। অর্থাৎ যারা স্বামীহীনা, বিধবা মহিলা ও দরিদ্রজনকে সাহায্য করে, তারা একই রকম ছওয়াবের অধিকারী হবেন।

قَوْلُهُ اَلسَّاعِىْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ -এর অর্থ : স্বামীহীনা, বিধবা ও দরিদ্রজনের অভাব-অভিযোগ পূরণ, তাদের কাজ কর্মের তত্ত্বাবধান, তাদের অবস্থা উন্নয়ন ও তাদের জন্য অর্থ ব্যয়কারী ব্যক্তি ধর্মীয় জিহাদে অংশগ্রহণকারীর সমতুল্য ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে।

قَوْلُهُ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, বিধবা মহিলার সমস্যা সমাধান ও তার প্রয়োজন পূরণে সাহায্যকারী ব্যক্তির মর্যাদা আল্লাহ তা'আলার নিকট তার রাহে জিহাদকারী, নিরলসভাবে রাত জেগে ইবাদতকারী ও অবিরাম রোজা পালনকারী ব্যক্তিগণের সমতুল্য।

وَعَنْ ٤٧٣٥ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهٗ وَلِغَيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৭৩৫. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি ও এতিমদের পালনকারী, এতিম নিজের হোক বা অন্য কারো হোক বেহেশতে এরূপ হবো, এ কথা বলে রাসূল ﷺ নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। তখন দু-অঙ্গুলির মধ্যে সামান্য ব্যবধান ছিল।

–[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ الخ -এর ব্যাখ্যা : এতিমের অভিভাবক– সে এতিম নিকটতম আত্মীয়দের হোক কিংবা দূরবর্তী হোক, তাদের লালনপালনকারীদের সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির দিকে ইশারা করে বললেন, কিয়ামতের ময়দানে সেই ব্যক্তি ও আমি এভাবে থাকব। এতিমের এহেন মর্যাদার কারণ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ এমন জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন, যারা ছিল অজ্ঞ, মূর্খ ও নির্বোধ। রাসূল ﷺ তাদের অভিভাবক হয়ে সত্য-সুন্দরের পথ দেখিয়েছেন। যে ব্যক্তি এতিমের অভিভাবক হয়ে তাকে লালনপালন করল,

শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করল, আল্লাহ তা'আলার নিকট তার অনেক মর্যাদা রয়েছে। আর এ মর্যাদার প্রেক্ষিতে সেই ব্যক্তি কিয়ামতের ময়দানে রাসূল ﷺ-এর সাথে একত্রিত হয়ে উঠার সৌভাগ্য অর্জন করবে।

٤٧٣٦ - وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكٰى عُضْوًا تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৩৬. অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়ার ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখবে। দেহের কোনো একটি অঙ্গে যদি ব্যথা পায়, তবে শরীরের সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এর কারণে জাগরণ ও জ্বরের মাধ্যমে তার ব্যথায় সহ-অংশীদার হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ **-এর অর্থ :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, তুমি খাঁটি ও পূর্ণ ঈমানদারকে দেখতে পাবে যে, তারা রক্তের সম্পর্কের কারণে নয়; বরং নিছক ঈমানী ভ্রাতৃত্বের কারণে পরস্পর সহানুভূতিশীল ও সাহায্য-সহায়তাকারী। অর্থাৎ ঈমান তাদেরকে রক্তের বন্ধন অপেক্ষা অধিক সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছে।

كَمَثَلِ الْجَسَدِ **বলার তাৎপর্য :** উল্লিখিত হাদীসে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের একটি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দেহের একটি অঙ্গে ব্যথা-বেদনা বা অসুস্থতা দেখা দিলে স্বাভাবিকভাবেই তার সম্পূর্ণ দেহ সেই ব্যথার শিকার হয়ে পড়ে, সমগ্র দেহ ব্যাধির শিকার হয়। তেমনি প্রকৃত মুসলিমের অন্তরে ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি এতখানি প্রকট যে, যদি পৃথিবীর অন্য প্রান্তেও একজন মুসলমান বিপদগ্রস্ত হন, নির্যাতনের সম্মুখীন হন, তখন তার অন্তরে সেই ঈমানী ভ্রাতৃত্ব তাকে এমনভাবে বিচলিত করে তোলে যে, সে তার মুসলমান ভাইয়ের ব্যাপারে নির্বিকার থাকতে পারে না এবং সে তার বিপদগ্রস্ত মুসলিম ভাইয়ের সাহায্যের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়েন।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : উল্লিখিত হাদীসের শিক্ষা এটাই যে, মুসলমানদেরকে তাদের ঈমানী ভ্রাতৃবন্ধনকে সুসংহত করে নিজেদের কল্যাণে ব্রতী হতে হবে এবং যে কোনো মুসলমানের বিপদাপদে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে হবে, তবেই মুসলমানরা তাদের অতীত সোনালি যুগ ফিরে পেতে ও হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হবে।

٤٧٣٧ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ وَإِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اشْتَكٰى كُلُّهٗ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৩৭. অনুবাদ : উক্ত হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- সকল মু'মিন এক অখণ্ড ব্যক্তির মতো। যদি কোনো ব্যক্তির চক্ষু ব্যথা হয়, তবে তার সর্বাঙ্গ ব্যথিত হয়, আর যদি তার মাথা ব্যথা হয়, তখন তার সারা শরীর ব্যথিত হয়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ **-এর ব্যাখ্যা :** বিশ্ব মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে এ হাদীসখানা। ঈমানের একই সুতোয় যারা গ্রথিত, তারা যে দেশের, যে এলাকার এবং যে বংশেরই হোক না কেন, তাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই- নেই কোনো বৈষম্য। তারা একটি মানুষের শরীরের ন্যায়। তার অঙ্গের কোনো স্থানে আঘাত পেলে তার প্রতিক্রিয়া যেমন সমস্ত অঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনিভাবে বিশ্বের কোনো মুসলমান যদি নির্যাতিত হয়, তাহলে তার ব্যথায় সমস্ত মুসলমানের ব্যথাতুর হওয়া উচিত। আর এ কথার দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে আলোচ্য হাদীসে।

وَعَنْ ٤٧٣٨ أَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهٗ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীর বা ইমারতের মতো, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় করে। এটা বলে রাসূল ﷺ এক হাতের অঙ্গুলি অপর হাতের অঙ্গুলির মধ্যে প্রবেশ করালেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ-এর ব্যাখ্যা : একজন মু'মিনের সাথে অন্য একজন মু'মিনের কি ধরনের সম্পর্ক হবে, তার বর্ণনা দিয়ে নবী করীম ﷺ বলেছেন– প্রাচীর বা ইমারতের প্রত্যেকটি ইট যেমন একটির সাথে অন্যটি অত্যন্ত সুদৃঢ় ভাবে সম্পৃক্ত, ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নেই, ঠিক তেমনিভাবে মু'মিনদের পারস্পরিক সম্পর্ক ইস্পাত-কঠিন দৃঢ়। বাতিল কোনো শক্তি তা ছিন্ন করতে অক্ষম।

وَعَنْهُ ٤٧٣٩ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهٗ كَانَ اِذَا اَتَاهُ السَّائِلُ اَوْ صَاحِبُ الْحَاجَةِ قَالَ اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا وَيَقْضِى اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهٖ مَا شَاءَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৩৯. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, যখন রাসূল ﷺ -এর কাছে কোনো ভিক্ষুক বা অভাবী লোক আসত, তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামকে বলতেন, তোমরা সুপারিশ কর, তাহলে তোমাদের সুপারিশের ছওয়াব দেওয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা যে আদেশ জারি করতে চান, তা রাসূল ﷺ -এর জবানিতে জারি করেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِشْفَعُوْا فَلْتُؤْجَرُوْا-**এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন আমার সম্মুখে অথবা অন্য কারো নিকট কোনো অভাবী ভিক্ষুক অথবা অন্য কেউ কোনো প্রয়োজনের হাত সম্প্রসারিত করবে, তখন তার অভাব বা প্রয়োজন পূরণের জন্য তোমরা সুপারিশ করবে, সেই সুপারিশ গৃহীত হোক বা না হোক। এর ফলে সুপারিশকারী অধিক ছওয়াব অর্জন করবে।

قَوْلُهٗ يَقْضِى اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ رَسُوْلِهٖ مَا شَاءَ-**এর অর্থ :** মহান রাব্বুল আলামীন যা ফয়সালা বা সিদ্ধান্ত দিতে চান, তা তাঁর রাসূল ﷺ-এর ভাষায় ব্যক্ত করেন। তাই রাসূল ﷺ-এর ভাষায় এবং তাঁর মুবারক জবানে এ কথাটি ব্যক্ত করেছেন–

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ

মোটকথা, রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমেই মহান রাব্বুল আলামীনের বিধান বাস্তবায়িত হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٤٧٤٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهٗ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ اَنْصُرُهٗ ظَالِمًا قَالَ تَمْنَعُهٗ مِنَ الظُّلْمِ فَذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৪০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমার মুসলমান ভাইকে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক সাহায্য কর। এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অত্যাচারিতকে সাহায্য করব, অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? রাসূল ﷺ বললেন, তাকে অত্যাচার থেকে ফেরাও, এটাই অত্যাচারীর প্রতি তোমার সাহায্য। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَكَيْفَ اَنْصُرُهُ ظَالِمًا**-এর অর্থ :** উল্লিখিত হাদীসে নবী করীম ﷺ অত্যাচারী ও অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য করার নির্দেশ করেছেন। অত্যাচারিতকে সাহায্য করার অর্থ তো সুস্পষ্ট; কিন্তু অত্যাচারীকে সাহায্য করার পন্থা অস্পষ্ট। তাই এখানে রাসূল ﷺ -এর নিকট ظَالِمٌ [অত্যাচারী]-কে সাহায্য করার অর্থ জানতে চেয়েছেন। জালিমকে তার অত্যাচার তথা ظُلْم থেকে বিরত রাখা হলো তার সাহায্য। কেননা এটা দ্বারা একদিকে ظَالِمٌ পারলৌকিক শাস্তি থেকে রেহাই পায়, অপরদিকে মজলুমও জালিমের কবল থেকে মুক্তি পায়।

قَوْلُهُ ذٰلِكَ نَصْرُكَ اِيَّاهُ**-এর ব্যাখ্যা :** জালিমকে যদি তার অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখা যায়, তাহলে সেটাই হবে তার জন্য সাহায্য। কেননা জালিম যদি জুলুম করত, তাহলে এ জুলুমের কারণে সে পরকালে শাস্তি প্রাপ্ত হতো। এ শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়াই হলো তার জন্য সাহায্য।

وَعَنْ ٤٧٤١ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৪১. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মুসলমান মুসলমানের ভাই। কোনো মুসলমান না কোনো মুসলমানের উপর জুলুম করবে, না তাকে ধ্বংসের দিকে সমর্পণ করবে। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের অভাব মোচনে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের দুঃখকষ্ট লাঘব করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দুঃখকষ্ট লাঘব করবেন। যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবেন –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ**-এর ব্যাখ্যা :** মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন– اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ আর এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের যেমন অধিকার ও কর্তব্য থাকে, তেমনি মুসলমানদেরও তার দীনি ভাইয়ের প্রতি অধিকার ও কর্তব্য রয়েছে।

قَوْلُهُ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ**-এর ব্যাখ্যা :** কোনো মুসলমান না কোনো মুসলমানের উপর জুলুম করবে, না ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেবে। কেননা নিজের ভাইকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার অর্থ নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া।

قَوْلُهُ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ**-এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ-ক্রটি ঢেকে রাখবেন। এ দোষ দ্বারা শারীরিক দোষ, ব্যক্তিগত দোষ বুঝিয়েছেন, যা সমাজ জীবনে কোনো ক্ষতিকর নয়; বরং কোনো ফ্যাসাদ সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে, এরূপ দোষ গোপন রাখাই কর্তব্য। যদি এ রকম না হয়, তখন এ দোষ বিচারকের নিকট জানিয়ে দেওয়াই কর্তব্য।

قَوْلُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ**-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের ব্যাখ্যা হলো, যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সমস্যা সমাধানে ও প্রয়োজন পূরণে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করবে, আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় সমস্যা সমাধানে ও প্রয়োজন পূরণে সাহায্য করবেন। তার সমস্যাবলি অতি সহজে সমাধান হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ ...... يَوْمَ الْقِيٰمَةِ**-এর ব্যাখ্যা :** যদি কোনো মুসলমান নিঃস্বার্থভাবে অন্য মুসলমানের কষ্ট লাঘব করে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামতের কষ্টসমূহ লাঘব করে দেবেন। কিয়ামতের সেই মহাবিপদের মুহূর্তে আল্লাহ তা'আলা তাকে শান্তি দান করবেন।

হাদীসের শিক্ষা : উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে ইসলামি সমাজের জন্য প্রধান পাঁচটি শিক্ষা রয়েছে–

১. প্রথমেই বলা হয়েছে– اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ অর্থাৎ 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই।' গোটা মুসলিম সমাজ যে একই ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, সে কথা রাসূল ﷺ বার বার বিভিন্নভাবে বলে দিয়েছেন। ভাইয়ের প্রতি ভাইয়ের যে কর্তব্য রয়েছে, ঠিক সেই কর্তব্য রয়েছে এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের। এ অংশের শিক্ষা হলো এটাই।

২. মুসলমান ভাইয়ের উপর কোনো অত্যাচার করা যাবে না এবং তাকে ধ্বংস তথা শত্রুর হাতেও ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

৩. মুসলমান ভাইয়ের যাবতীয় দোষ-ত্রুটি গোপন রাখতে হবে। এর সুফল বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা দোষ গোপনকারী ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

৪. মুসলমান ভাইয়ের যথাসম্ভব সমস্ত সমস্যা সমাধান ও প্রয়োজন পূরণে সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার প্রয়োজন পূরণ করবেন।

৫. অন্য মুসলমান ভাইয়ের দুঃখকষ্ট নিঃস্বার্থভাবে লাঘব করতে হবে। এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তার কিয়ামতের কষ্টসমূহ লাঘব করে দেবেন।

وَعَنْ ٤٧٤٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهٖ ثَلٰثَ مِرَارٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এক মুসলমান অপর মুসলমানের দীনি ভাই। কোনো মুসলমান অপর মুসলমানের উপর অবিচার করবে না, তাকে অপদস্থ করবে না এবং অবজ্ঞা করবে না। আল্লাহ ভীতি এখানে! এ কথা বলে রাসূল ﷺ নিজের বক্ষের দিকে তিনবার ইঙ্গিত করে বললেন, একজন মানুষের জন্য এতটুকু অন্যায়ই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে। মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের রক্ত, ধনসম্পদ ও মানসম্মান হারাম। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ **-এর ব্যাখ্যা :** এক মুসলমান অন্য মুসলমানের দীনি ভাই। এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে লজ্জিত করবে না। লোকচোখে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। তাকে অসম্মানজনক উপাধি দিয়ে, বিদ্রূপ-উপহাস করে, তার দীন-হীন অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করবে না। বরং সেও নিজের দীনি ভাই হিসেবে তাকে উপযুক্ত মর্যাদা দান করবে।

قَوْلُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا **-এর ব্যাখ্যা :** কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানকে তাকওয়ার অভাব বা স্বল্পতার অজুহাতেও অবজ্ঞা বা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবে না। কারণ তাকওয়া অদৃশ্য বস্তু, যার স্থান হলো কলব। আর কলবের প্রকৃত সংবাদ আল্লাহ তা'আলাই সমধিক অবহিত। সুতরাং বাহ্যিক অবস্থা দেখেই কাউকে তাকওয়াহীনতার হুকুম দেওয়া যাবে না এবং সেজন্য তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা যাবে না। এ উদ্দেশ্যেই রাসূল ﷺ বক্ষপানে ইঙ্গিত করেছেন। اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا অর্থাৎ 'তাকওয়া এখানে বিরাজ করছে'। আর তা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউই জানেন না।

قَوْلُهُ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ **-এর ব্যাখ্যা :** একজন মানুষের জন্য এতটুকু অন্যায়ই যথেষ্ট যে, সে নিজের মুসলমান ভাইকে হেয় জ্ঞান করবে। কোনো মুসলমানকে নিজের চেয়ে ছোট মনে করা, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করা ইসলামের আদর্শ নয়। আর এর পরিণতি কখনো শুভ হতে পারে না।

قَوْلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো–একজন মুসলমানের সবকিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। এখানে প্রধানত জান, মাল ও ইজ্জত-সম্মানকে হারাম করা হয়েছে। কোন মুসলমানকে অন্যায়-অবৈধভাবে হত্যা করা যাবে না। তার ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে হরণ করা যাবে না। তার মান-ইজ্জত নষ্ট করাও হারাম।

হাদীসের বাস্তব শিক্ষা ও প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা নিম্নবর্ণিত কতিপয় বাস্তব শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি– ১. মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। ২. এক ভাই অপর ভাইয়ের প্রতি জুলুম বা অত্যাচার করতে পারবে না। ৩. এক মুসলমান অপর মুসলমানকে অপমান করতে পারবে না। ৪. এক মুসলমান অপর মুসলমানকে তাচ্ছিল্য বা হেয় দৃষ্টিতে দেখতে পারবে না। ৫. একজন মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত-সম্মান-আব্রু বিনষ্ট করা অন্য মুসলমানের জন্য সম্পূর্ণ হারাম।
সুতরাং যে কোনো মূল্যে সর্বাবস্থায় এগুলোকে হেফাজত ও রক্ষা করতে হবে। যদি আমরা আলোচ্য হাদীস অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র গঠন করতে পারি, তবে আমরা একটি সুখী ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো।

٤٧٤٣ - وَعَنْ عَيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلٰثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَ رَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِىْ قُرْبٰى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ وَاَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ اَلضَّعِيْفُ الَّذِىْ لَا زَبْرَ لَهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعٌ لَا يَبْغُوْنَ اَهْلًا وَلَا مَالًا وَالْخَائِنُ الَّذِىْ لَا يَخْفٰى لَهُ طَمَعٌ وَاِنْ دَقَّ اِلَّا خَانَهُ وَ رَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِىْ اِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ وَذَكَرَ الْبُخْلَ اَوِ الْكِذْبَ وَالشِّنْظِيْرَ الْفَحَّاشَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৪৩. অনুবাদ : হযরত ইয়ায ইবনে হিমার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন প্রকার লোক বেহেশ্তবাসী– ১. দেশের শাসক, যিনি সুবিচারক ও দাতা, যাকে ভালো ও সৎ কাজ করার যোগ্যতা দান করা হয়েছে। ২. যিনি সকলের প্রতি অনুগ্রহকারী, নিকটাত্মীয় ও মুসলমানদের প্রতি কোমলপ্রাণ। ৩. যিনি নিষিদ্ধ বস্তু এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষাকারী, সন্তানসন্ততি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসাকারী। পাঁচ প্রকার লোক দোজখবাসী– ১. দুর্বল জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি, যে নিজের স্থূল বুদ্ধির কারণে নিজেকে কুকর্ম থেকে ফেরাতে পারে না। আর এ ব্যক্তি তোমাদের অধীনস্থ চাকরবাকরদেরই একজন। সে স্ত্রীও চায় না, হালাল মালেরও পরোয়া করে না। অর্থাৎ নিজে ব্যভিচারে লিপ্ত থাকার কারণে স্ত্রীর প্রয়োজন বোধ করে না। হারাম মাল উপার্জনেই সন্তুষ্ট। হারাম হোক আর হালাল হোক, তার পেট ভরলেই সে যথেষ্ট মনে করে। ২. এমন খেয়ানতকারী, যার লালসা গোপন ব্যাপার নয়, তুচ্ছ ব্যাপার হলেও সে অসাধুতা অবলম্বন করে। ৩. সেই ব্যক্তি, যে তোমাকে তোমার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদের মধ্যে ধোঁকায় ফেলার জন্য সকাল-সন্ধ্যা চিন্তায় লিপ্ত থাকে। অতঃপর রাসূল ﷺ ৪. কৃপণ ও মিথ্যাবাদী এবং ৫. দুশ্চরিত্র ও অশ্লীল বাক্যালাপকারীর কথা বর্ণনা করেছেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ذُوْ سُلْطَانٍ-এর অর্থ : নবী করীম ﷺ তিন প্রকার লোককে জান্নাতবাসী বলেছেন। তাদের মধ্যে প্রথম হলো, এমন বাদশাহ বা শাসক, যিনি হবেন ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, যাকে ভালো ও সৎ কাজ করার যোগ্যতা দেওয়া হয়েছে। শাসক স্বভাবত কঠোর মনোভাবের হয়ে থাকে। এ কঠোরতার পরিবর্তে যে শাসক উক্ত গুণাবলির অধিকারী হবে, তাকেই রাসূল ﷺ জান্নাতবাসী বলেছেন।

قَوْلُهُ رَجُلٌ رَحِيْمٌ-এর অর্থ : জান্নাতবাসীদের দ্বিতীয়জন হলেন, এমন ব্যক্তি, যিনি ছোট-বড় সকলের প্রতি অনুগ্রহকারী এবং নিকটাত্মীয় ও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কোমলপ্রাণ।

قَوْلُهُ عَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ-এর ব্যাখ্যা : যে আল্লাহ তা'আলার নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিজেকে পবিত্র রাখে এবং ভিক্ষাবৃত্তি থেকে আত্মরক্ষা করে চলে, আর সন্তানসন্ততি সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসাকারী। এ ব্যক্তিকেও আল্লাহর রাসূল জান্নাতবাসী হিসেবে অভিহিত করেছেন।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْكُمْ تَبَعٌ-এর ব্যাখ্যা : এখানে দোজখবাসী একদল লোকের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তারা অপরিপক্ব জ্ঞানের অধিকারী। নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা নিজেদেরকে কুকর্ম থেকে ফেরাতে পারে না। তারা স্ত্রী গ্রহণ না করে সর্বদা ব্যভিচারে লিপ্ত থাকে। হালাল মালের পরিবর্তে হারাম মাল দ্বারা উদর পূর্তি করে। এরা বিত্তবানদের অধীনে থেকে নিজেরা আত্মভোলা হয়ে এসব কুকর্মে সর্বদা লিপ্ত থাকে। এদেরকেই নবী করীম ﷺ জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

قَوْلُهُ اَلشِّنْظِيْرُ الْفَحَّاشُ-এর অর্থ : এর অর্থ হচ্ছে, দুশ্চরিত্র ও অশ্লীল বাক্যালাপকারী। চরিত্র মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পদ। চরিত্রহীন মানুষ সকলের নিকট ঘৃণিত। আর অশ্লীল বাক্যালাপকারীকে কেউই পছন্দ করে না। রাসূল ﷺ এদেরকে জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

وَعَنْ ٤٧٤٤ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সেই সত্তার শপথ! যাঁর হাতে আমার প্রাণ, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না সে নিজের মুসলমান ভাইদের জন্য সেই জিনিস পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ الخ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– কোনো লোক পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না সে নিজের মুসলমান ভাইদের জন্য সেই বস্তু পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। ইসলামে মুসলিম ভাইয়ের জন্য অনেক হক তথা অধিকার রয়েছে। নিজের উপর বিবেচনা করে একজন মুসলমান ভাইয়ের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করা ইসলামের শিক্ষা। আলোচ্য অংশে নবী করীম ﷺ এ দিকটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন।

مَحَبَّةٌ-এর অর্থ ও প্রকারভেদ : مَحَبَّةٌ শব্দের অর্থ– 'অন্তরের ঝোঁক'। আর ব্যবহারিক অর্থ হচ্ছে– 'ভালোবাসা'। এটা দু-প্রকার– ১. مَحَبَّةٌ اِضْطِرَارِيَّةٌ ২. مَحَبَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ

১. مَحَبَّةٌ اِضْطِرَارِيَّةٌ-এর সংজ্ঞা : যে ভালোবাসা স্বভাবত যেমন–পিতামাতা, সন্তানসন্ততি ও স্ত্রীর প্রতি সৃষ্টি হয়, তাকে اِضْطِرَارِيْ বলে।

২. مَحَبَّةٌ اِخْتِيَارِيَّةٌ**-এর সংজ্ঞা :** যে মহব্বত কোনো কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন, কারো গুণে মুগ্ধ হওয়া বা রূপে মুগ্ধ হওয়া। কিংবা কৃতজ্ঞতায় আকৃষ্ট হয়ে ভালোবাসা স্থাপন করা, তাকে اِخْتِيَارِيْ বলে।

অত্র হাদীসে দ্বিতীয় প্রকারের মহব্বতের কথা বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٧٤٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِيْ لَا يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৪৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার হবে না, আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার হবে না। জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَاْمَنُ جَارُهٗ بَوَائِقَهٗ-এর ব্যাখ্যা : যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়, সে ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার নয়। ইসলামে প্রতিবেশীর হক অপরিসীম। এমন কোনো কাজ বা আচরণ করা যাবে না, যাতে প্রতিবেশী সামান্যতম মনে কষ্ট পেতে পারে। অন্য এক রেওয়ায়াতে আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– তোমরা এমনভাবে ঘর উঠাবে না, যেন প্রতিবেশীর আলো-বাতাসের প্রতিবন্ধকতা হয়ে যায়। হাদীসের এসব বাণী উপেক্ষা করে যে সর্বদা প্রতিবেশীর অনিষ্ট সাধনে ব্যাপৃত থাকবে, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলার কসম করে বলছেন, সে ব্যক্তি ঈমানদার নয়, অর্থাৎ পরিপূর্ণ মু'মিন নয়। রাসূল ﷺ এ কথাটি তিনবার উল্লেখ করেছেন।

وَعَنْ ٤٧٤٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَّا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৪৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে না, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ **-এর ব্যাখ্যা :** যার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ নয়, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এর অর্থ এই নয় যে, সে কখনো বেহেশতে প্রবেশ করবে না। অবশ্য পাপ পরিমাণ শাস্তি ভোগের পর সে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ করবে।

وَعَنْ ٤٧٤٧ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَازَالَ جِبْرَئِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৪৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হযরত জিবরাঈল (আ.) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার উপদেশ দিতে থাকতেন। এমনকি আমার ধারণা হয়েছিল যে, তিনি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঠিক করে দেবেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, হযরত জিবরাঈল (আ.) সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর অধিকার পূর্ণ করার জন্য উপদেশ দিতে থাকতেন। অর্থাৎ তাদের সাথে সর্বদা উত্তম আচরণ করতে হবে, ত্রুটি প্রদর্শন করা ঠিক হবে না, তাদের দুঃখকষ্ট দূরীভূত করতে সচেষ্ট হতে হবে। এক কথায়, রাসূল ﷺ-কে তাদের প্রতি উদার ও সহানুভূতিশীল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

قَوْلُهُ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত জিবরাঈল (আ.) নবী করীম ﷺ-কে প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে এত তাকিদ দিয়েছেন, যাতে তিনি মনে করেছিলেন, হয়তো প্রতিবেশী সম্পদের ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। অর্থাৎ নবী করীম ﷺ-এর ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো হযরত জিবরাঈল (আ.) প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকার স্থির করে দেবেন। এখানে স্বভাবত এ প্রশ্ন জাগে যে, রাসূল ﷺ-এর প্রতিবেশী কিভাবে তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারে, অথচ তিনিই বলেছেন– 'আমরা কারো উত্তরাধিকারী হই না এবং কাউকে উত্তরাধিকার বানাই না'–বাহ্যিকভাবে এ উভয় হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়।

এর সমাধানে বলা যেতে পারে যে, আলোচ্য হাদীসেও এ কথা সুস্পষ্ট বা আকার ইঙ্গিতে উল্লিখিত হয়নি যে, প্রতিবেশী রাসূল ﷺ-এর ওয়ারিশ হবে ; বরং প্রতিবেশীর যথার্থ হক আদায়ের প্রতি জোর দিয়েছেন, যাতে উম্মাতে মুহাম্মাদীয়া এর উপর কর্তব্যপরায়ণ থাকে। অথবা বলা যেতে পারে যে, হযরত আয়েশা (রা.) এবং হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস প্রথম পর্যায়ের, যাতে রাসূল ﷺ-এর প্রতিবেশী তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়া ধারণা করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে এর পরিণতি অভিহিত হওয়ার পর রাসূল ﷺ বলেছেন, আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী কেউ হয় না। সুতরাং এভাবে আলোচনা করলে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ٤٧٤٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلَا يَتَنَاجٰى اِثْنَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ اَجَلِ اَنْ يُّحْزِنَهٗ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৪৮. **অনুবাদ :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমরা তিন ব্যক্তি একত্রে থাকবে, তোমাদের দুজনে পরস্পর অপরজনকে বাদ দিয়ে কানে কানে কথা বলবে না, যতক্ষণ না তোমরা জনতার সাথে মিশে যাও। এটা এজন্য যে, এতে অপর ব্যক্তি মনঃক্ষুণ্ন হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مِنْ اَجَلِ اَنْ يُّحْزِنَهٗ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন তোমরা তিন বন্ধু একত্রিত হবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে পরস্পর কানে কানে কথা বলবে না, এতে তৃতীয় বন্ধুর মনে দুঃখ বা ব্যথা লাগতে পারে। আর সে এ ধারণাও করতে পারে, হয়তো তার সম্পর্কেই কিছু কু-মন্তব্য করা হয়েছে। কিন্তু বহু মানুষের সাথে মিশে গেলে এতে কোনো দোষ নেই। এটা حَقُّ الْعِبَادِ -এর মধ্যে শামিল। এদিকে গুরুত্ব আরোপের জন্য নবী করীম ﷺ উপরিউক্ত বাণী ইরশাদ করেছেন।

হাদীসের বাস্তব শিক্ষা ও প্রয়োগ : কানে কানে চুপে চুপে কথা বলা সাধারণত নাজায়েজ নয়। সর্বকালের সর্বসমাজে এ নীতি প্রচলিত রয়েছে। কেননা সব কথা সকলের সামনে প্রকাশ করা অনেক সময় বিপদ-বিপর্যয়ের কারণ হয়ে বসে। তবে যেখানে মাত্র তিনজন লোক থাকে, সেখানে একজনকে বাদ দিয়ে দুজনে চুপে চুপে কথা বললে তৃতীয় ব্যক্তির মনে অহেতুক সন্দেহ জাগবে যে, সম্ভবত আমার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বা আমার কোনো দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করছে ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশ্ন জাগার অবকাশ দেখা দেবে। ফলে তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে। যার পরিণামে একটি শান্ত সমাজ অশান্তিতে পরিণত হবে। সুতরাং আমাদেরকে অত্র হাদীসের উপর আমল করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

وَعَنْ ٤٧٤٩ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ ثَلٰثًا قُلْنَا لِمَنْ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهٖ وَلِرَسُوْلِهٖ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৪৯. **অনুবাদ :** হযরত তামীম দারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন, দীন হলো সহমর্মিতা বা কল্যাণ কামনা। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কার জন্য সহমর্মিতা? রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলার জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের নেতার জন্য এবং সর্বসাধারণ মুসলমানদের জন্য। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ **-এর ব্যাখ্যা :** "اَلنَّصِيْحَةُ" -এর আভিধানিক অর্থ– পবিত্রতা, অকপটতা ও সাধুতা। এটা نَصَحْتُ الْعَسَلَ থেকে উদ্ভূত। আর এটা বলা হয় তখন, যখন মধুকে চাক থেকে নির্গত করে খাঁটি মধুতে রূপান্তরিত করা হয়। পরিভাষায়, নসিহত সেই সহমর্মিতা বা কল্যাণ কামনাকে বলা হয়, যা পবিত্র মন ও ভালোবাসার ফলে হয়ে থাকে। অর্থাৎ দীনদারির মহান নির্দশন ও ভিত্তি হলো সহমর্মিতা ও অপরের কল্যাণ কামনা। আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, নসিহত এমন একটি অর্থবহ শব্দ, যার অর্থ শুধু একটি শব্দ দ্বারা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়।

اَلنَّصِيْحَةُ لِلّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহর জন্য নসিহত বলতে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তাওহীদের বদ্ধমূল বিশ্বাসের সাথে সাথে আল্লাহর অন্যান্য সিফাত বা গুণাবলির প্রতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস পোষণ করা। অকপট চিত্তে আল্লাহর ইবাদত করা, আল্লাহর নিয়ামতকে সুসম দৃষ্টিতে অনুধাবন করা এবং শোকর আদায় করা। তাঁর আদেশ পালন ও নিষেধ পরিত্যাগে সর্বশক্তি নিয়োগ করা। এক কথায়, আল্লাহর নির্দেশাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁর সৃষ্টি নিচয়ের উপর সহানুভূতিশীল হওয়াই হলো اَلنَّصِيْحَةُ لِلّٰهِ তথা আল্লাহর জন্য নসিহত।

اَلنَّصِيْحَةُ لِكِتَابِهٖ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহর কিতাবের জন্য 'নসিহত' বলতে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা বোঝায় যে, এ কিতাব আল্লাহ তা'আলার তরফ থেকে প্রত্যাশিত হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। সৃষ্টির কেউই এ ধরনের বাক্য তৈরি করতে সক্ষম নয়। এর আদেশ ও নিষেধ অনুযায়ী আমল করা, যথাযথভাবে অধ্যয়ন করা এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, এর প্রতিটি বাণীর উপর গভীর চিন্তা-গবেষণা করা। মুহকাম তথা স্পষ্ট বিধান সংবলিত আয়াতসমূহের উপর আমল করা এবং মুতাশাবিহ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহের উপর পূর্ণ ঈমান আনয়ন করা।

اَلنَّصِيْحَةُ لِرَسُوْلِهٖ -এর ব্যাখ্যা : 'রাসূলের জন্য নসিহত' বলতে রাসূল ﷺ-এর নবুয়তে বিশ্বাস করা, তিনি যা নিয়ে এসেছেন সেটাকে গ্রহণ করে সেই মোতাবেক আমল করা, তাঁকে অনুসরণ করা, তাঁর প্রতি অন্তরে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা স্থাপন করা এবং তাঁর সুন্নতকে সমুন্নত করা।

اَلنَّصِيْحَةُ لِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ -এর ব্যাখ্যা : 'মুসলমানদের ইমাম বা নেতার প্রতি নসিহত বা সহমর্মিতা' বলতে ইহ ও পরকালের কল্যাণ সম্পর্কে তাঁদের ভালো কাজের আদেশ প্রতিপালন করা, তাঁদের ভুল-ভ্রান্তিতে সতর্ক করে দেওয়া, অবিচার করলে তাঁদেরকে জানিয়ে দেওয়া, তাঁদের পিছনে সালাত আদায় করা, তাঁদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করা, জাকাতের মাল তাঁদের নিকট প্রদান করা এবং তাঁদের উপর মিথ্যা অপবাদ না দেওয়া।

اَلنَّصِيْحَةُ لِعَامَّتِهِمْ -এর ব্যাখ্যা : 'মুসলমান জনসাধারণের প্রতি নসিহত বা সহমর্মিতা' বলতে ইহ ও পরকালের কল্যাণ সম্পর্কে তাদেরকে সদুপদেশ ও সুশিক্ষা দান করা, তাদের অনিষ্ট হতে পারে এমন কারণ দূর করা, কল্যাণ হতে পারে এমন কাজের প্রতি সচেষ্ট থাকা ইত্যাদি।

রাবী পরিচিতি : নাম–তামীম (রা.), পিতার নাম–আউস। তাঁর এক পূর্বপুরুষের নাম ছিল দার। সেদিকে নিসবত করে তাঁর নাম রাখা হয়েছে 'তামীমুদ্দারী'। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তামীম (রা.) اَلدَّارِىْ না اَلديرى এ নিয়ে অনেক মতপার্থক্য রয়েছে। তবে অধিকাংশের মতে, তিনি তামীম আদ্দারী (রা.)। তিনি প্রথমে নাসারা ছিলেন। ৯ম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণ করে মদিনায় বসবাস করতে থাকেন। হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের পর তিনি মদিনা থেকে শাম বা সিরিয়া চলে যান এবং আমরণ সেখানেই অবস্থান করেন। তিনি ১৮টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি এক রাকাত নফল নামাজে সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ করতেন। তিনি সর্বপ্রথম মসজিদে বাতি জ্বালানোর রীতি প্রচলন করেন।

٤٧٥٠ - وَعَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى اِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৫০. **অনুবাদ :** হযরত জারীর ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে নিম্নোক্ত কথাগুলোর বায়'আত বা আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার শপথ করলাম– ১. নামাজ প্রতিষ্ঠা করা, ২. জাকাত প্রদান করা এবং ৩. প্রত্যেক মুসলমানের মঙ্গল কামনা করা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

صَلٰوة এবং زَكٰوة -কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে হযরত জারীর (রা.) শুধু সালাত ও জাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। বাকিগুলো উল্লেখ না করার কারণ বর্ণনায় মুহাদ্দিসীনগণ বলেন, প্রথমত কালিমা উল্লেখ না করার কারণ হলো, কালিমা পাঠ করে যে মুসলমান হতে হয়, সেটা তদানীন্তন সময় সুস্পষ্ট ছিল বিধায় উল্লেখের কোনো প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়ত সাওম ও হজ উল্লেখ না করার কয়েকটি কারণ হতে পারে–

১. ইমাম নববী (র.) বলেন, "اَرْكَانُ الْاِسْلَامِ" -এর মধ্যে শাহাদাতাইনের পর গুরুত্বের দিক দিয়ে সালাত এবং জাকাতের স্থান, বিধায় হযরত জারীর (রা.) এ দুটোকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

২. বলা যেতে পারে যে, সমস্ত ইবাদত দু-ভাগে বিভক্ত। যেমন, 'ইবাদতে বাদানিয়াহ' এবং 'ইবাদাতে মালিয়াহ'। ইবাদতে বাদানিয়ার মধ্যে সালাত এবং সাওম অন্তর্ভুক্ত। ইবাদাতে মালিয়াহ হচ্ছে জাকাত। আর হজের মধ্যে ইবাদতে বাদানিয়াহ এবং মালিয়াহ উভয়ই শামিল। হাদীসে সালাত এবং জাকাত উল্লেখের মাধ্যমে হযরত জারীর (রা.) উভয় প্রকার ত৽

বাদানিয়াহ ও মালিয়াহ দ্বারা সমস্ত ইবাদতকে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেছেন। তাই ভিন্নভাবে সেগুলোর কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয়নি।

৩. শারীরিক ইবাদতের মধ্যে নামাজের কথা বললেই রোজার কথা এসে যায়। কারণ রোজার তুলনায় নামাজ কঠিন কাজ। যারা প্রকৃত নামাজি হয়, তারা অবশ্যই রোজা রাখে; কিন্তু যারা রোজা রাখে, তারা সকলেই প্রকৃত নামাজি হতে পারে না। অপর দিকে হজ শারীরিক ও বৈষয়িক উভয় প্রকার ইবাদতের সংমিশ্রণ। যেহেতু বর্ণনাকারী শারীরিক ও বৈষয়িক ইবাদতকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। আর হজ উভয়ের মধ্যে মিশ্রিত থাকায় এটাকে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেননি।

৪. কেউ কেউ বলেন, যখন এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে, তখনো নামাজ ও জাকাত ছাড়া অন্যান্য ইবাদতগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে ফরজ ঘোষিত হয়নি। এজন্য হযরত জারীর (রা.) অন্যান্য ইবাদতগুলোর নাম উল্লেখ করেননি। অবশ্য শেষোক্ত অভিমতটি ঠিক নয়। কেননা হযরত জারীর (রা.) রাসূল ﷺ-এর ইন্তেকালের মাত্র ৪০ দিন পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। কাজেই তখন পর্যন্ত রোজা ও হজ আনুষ্ঠানিকভাবে ফরজ না হওয়ার কথা বলা একটি অযৌক্তিক দাবি।

اَلنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ-এর ব্যাখ্যা : এক মুসলমান অপর মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা, এটা মুসলমানদের একটি বৈশিষ্ট্য। ইমাম নববী (র.) বলেন, বর্ণিত আছে যে, হযরত জারীর (রা.) তিনশ' দিরহামে একটি ঘোড়া ক্রয় করেন। হযরত জারীর ঘোড়ার মালিককে বলেন, তোমার ঘোড়াটি তিনশ' টাকার চেয়ে উত্তম, তুমি এটা চারশ' টাকায় বিক্রি কর। লোকটি বলল, 'আব্দুল্লাহ! সেটা আপনার ইচ্ছা' এবার হযরত জারীর (রা.) বললেন, তোমার ঘোড়া চারশ' টাকার চেয়ে উত্তম, তুমি তা আমার কাছে পাঁচশ' টাকায় বিক্রি কর। এভাবে আটশ' টাকা পর্যন্ত তিনি নিজেই এর দাম বৃদ্ধি করলেন এবং আটশ' টাকায় ক্রয় করলেন। এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-এর হাতে সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনার বায়'আত গ্রহণ করেছি।

বাস্তব প্রয়োগ : আমরা যদি মহানবী ﷺ-এর শিক্ষানুযায়ী দৈনন্দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে কায়েম করি, জাকাত প্রদান করি এবং মুসলমানদের কল্যাণমূলক কাজ করি, তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নেমে আসবে এবং পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٧٥١ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৭৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবুল কাসেম ﷺ, যিনি 'সত্যবাদী সত্যায়িত' তাঁকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– অনুগ্রহ ও দয়া পাপী লোকের অন্তর ব্যতীত বের করে দেওয়া হয় না। –[আহ্‌মাদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ-এর ব্যাখ্যা : এটা নবী করীম ﷺ-এর অন্যতম দুটো উপাধি। اَلصَّادِقُ [সাদিক] অর্থ– সত্যবাদী। যে নিজের কথা এবং কাজে সত্যবাদী, তাকে اَلصَّادِقُ বলা হয়। আর "اَلْمَصْدُوْقُ" অর্থ– সত্যবাদিতায় সত্যায়িত। নবী করীম ﷺ নিজে ছিলেন صَادِقٌ বা সত্যবাদী, যা সর্বজন স্বীকৃত এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সত্যবাদিতায় সত্যায়িত। তাই রাসূল ﷺ -কে "اَلصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ" বলা হয়।

قَوْلُهُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ-এর অর্থ : এর অর্থ হলো– অনুগ্রহ ও দয়া পাপী লোকদের অন্তর ব্যতীত বের করে দেওয়া হয় না। রহমত বা অনুগ্রহ আল্লাহ তা'আলার পবিত্র একটি গুণ, যা মানুষকে তিনি প্রদান করে থাকেন। আর এর অবস্থানস্থল হলো অন্তরের অন্তস্তল। পাপী লোকের অন্তর যেহেতু কলুষিত ও অপবিত্র, সেই অপবিত্র অন্তরে আল্লাহর পবিত্র গুণ রহমত বা অনুগ্রহ স্থান লাভ করতে পারে না। তাই আল্লাহ তা'আলা পাপীর অন্তর থেকে রহমত বা দয়া বের করে দেন।

٤٧٥٢ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৭৫২. **অনুবাদ :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শনকারীদের প্রতি আল্লাহ রাহমানুর রাহীম অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষণ করেন। সুতরাং তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর, তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন।

–[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ **-এর ব্যাখ্যা :** তোমরা জমিনের অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর। এ বাক্যটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক, যার প্রমাণ مَنْ শব্দটি। এর দ্বারা মানুষ জাতি সে নেক্কার হোক বা বদ্‌কার হোক, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ, এক কথায় সবই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ অনুগ্রহের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকলেই শামিল। সাদা-কালোর কোনো প্রশ্ন এখানে নেই। আল্লাহর সৃষ্টজীবের সকলের উপরই অনুগ্রহ করা কর্তব্য।

قَوْلُهُ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ **-এর তাৎপর্য :** নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা যদি জমিনবাসীর উপর সদয় হও, তার বিনিময়ে আকাশবাসী তোমার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। "مَنْ فِى السَّمَاءِ" -এ বাক্য দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে, এ নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলাকে বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে– 'তোমরা জমিনবাসীর উপর অনুগ্রহ কর, বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর অধিক অনুগ্রহকারী হবেন।' আর "مَنْ فِى السَّمَاءِ" দ্বারা মহান রাব্বুল আলামীনের সুউচ্চ মর্যাদা বোঝানো হয়েছে। আবার কেউ কেউ বলেন, "مَنْ فِى السَّمَاءِ" দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে–তোমরা জমিনবাসীর উপর অনুগ্রহ করলে ফেরেশ্‌তারা তোমাদের বিপদাপদ থেকে হেফাজত করবেন এবং গুনাহের মাগফিরাত কামনা করবেন।

٤٧٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيْرَنَا وَيَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৭৫৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদেরকে অনুগ্রহ করে না, আমাদের বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, ভালো কাজের আদেশ করে না এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে না, সে আমাদের দলের নয়। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ مِنَّا **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি অনুগ্রহ করে না, বড়দের প্রতি সম্মান দেখায় না, ভালো কাজের আদেশ এবং মন্দ কাজের নিষেধ করে না, সে আমাদের নয়। এর অর্থ এই নয় যে, সে ইসলাম বহির্ভূত। উপরিউক্ত গুণাবলি মানবিক মূল্যবোধের বহিঃপ্রকাশ, যা শাশ্বত ইসলামের উপাদান, যে উপাদানের স্বয়ংসম্পূর্ণতা দান করেছেন রাসূল ﷺ। কাজেই যার মধ্যে এটা পাওয়া গেল না, তাকে মুসলমান বলা গেলেও রাসূল ﷺ-এর খাঁটি অনুসারী বলা যাবে না। সেজন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, সে আমাদের নয়।

হাদীসের বাস্তব শিক্ষা ও প্রয়োগ : আলোচ্য হাদীসে সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য চারটি নির্দেশ রয়েছে– ১. ছোটদের প্রতি স্নেহশীল হওয়া। ২. বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া।

এ দুটোর সমন্বয় ছাড়া সমাজ জীবনে একদিকে যেমন ভারসাম্য বিনষ্ট হয়, অপরদিকে হৃদ্যতা ও সহিষ্ণুতা তিরোহিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় স্তরে নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা এবং চারিত্রিক মানোন্নয়নের জন্য বলা হয়েছে।

৩. সৎ ও ভালো কাজের আদেশ করা তথা একে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা।

৪. অন্যায় ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা তথা একে নির্মূল করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এ সমাজ হবে একটি সুখ-সমৃদ্ধ শান্তি নিকেতন।

وَعَنْ ٤٧٥٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا مِنْ اَجَلِ سِنِّهِ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ عِنْدَ سِنِّهِ مَنْ يُكْرِمُهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৭৫৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে যুবক কোনো বৃদ্ধকে বার্ধক্যের কারণে ইজ্জত-সম্মান করবে, আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধাবস্থার জন্য এমন লোককে নিয়োগ করবেন, যে তাকে ইজ্জত-সম্মান করবেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন, যদি কোনো যুবক কোনো বৃদ্ধকে তার বার্ধক্যের কারণে ইজ্জত-সম্মান করে, আল্লাহ তা'আলা তার বৃদ্ধ অবস্থায় অনুরূপ এমন একজন যুবককে নিয়োগ করবেন, যে তাকে ইজ্জত-সম্মান করবে। 'খেদমত করলে খেদমত পাওয়া যায়।' এ কথারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে রাসূলের উক্ত বাণী। আলোচ্য হাদীস দ্বারা পরোক্ষভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, সেই যুবক বার্ধক্য পর্যন্ত হায়াত লাভ করবে।

وَعَنْ ٤٧٥٥ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللّٰهِ اِكْرَامُ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلَ الْقُرْاٰنِ غَيْرَ الْغَالِىْ فِيْهِ وَلَا الْجَافِىْ عَنْهُ وَاِكْرَامُ السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বৃদ্ধ মুসলমানকে ইজ্জত-সম্মান করা, কুরআন পাঠককে সম্মান করা– যতক্ষণ সে কুরআনের বাক্যের বা অর্থের বাড়াবাড়ি ও বিকৃত না করে এবং ন্যায়বিচারক শাসককে সম্মান করা, সবকিছুই আল্লাহকে সম্মান করারই অংশবিশেষ। –[আবূ দাউদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِجْلَالِ اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যের অর্থ হচ্ছে 'আল্লাহ্‌র সম্মান' অর্থাৎ যদি কেউ বৃদ্ধ মুসলমান, কুরআনের পাঠক এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করে, তাহলে এটাই হবে আল্লাহ তা'আলাকে সম্মান করার সমতুল্য। আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি সম্মান করা এবং ইজ্জত দেখানো কোনো মানুষের পক্ষে তো সম্ভব নয়। তাই নবী করীম ﷺ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপকরণ হিসেবে এটা বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ حَامِلُ الْقُرْاٰنِ **-এর ব্যাখ্যা :** 'কুরআন বহনকারী'–এ কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক। এর মধ্যে কুরআনের হাফিজ, মুফাস্‌সির এবং তিলাওয়াতকারী সকলেই অন্তর্ভুক্ত।

قَوْلُهُ غَيْرَ الْغَالِىْ فِيْهِ-এর ব্যাখ্যা : "اَلْغَالِىْ" শব্দটি اَلْغُلُوُّ থেকে নিষ্পন্ন। এর শাব্দিক অর্থ- অতিরঞ্জিত বা অতিরিক্ত করা। পবিত্র কুরআনের অতিরিক্ত করাটা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে, যেমন-

১. মাখরাজ, মাদ্দ, লাহ্ন ইত্যাদির প্রতি লক্ষ্য রেখে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। যেখানে মাদ্দ নেই সেখানে টানা, এক আলিফের স্থানে দু-আলিফ বা তিন আলিফ দীর্ঘ করা। একে কুরআনের মধ্যে غَالِىْ বা অতিরিক্ত করা বোঝানো হয়েছে। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমরা কুরআনকে তার সীমানা থেকে অতিক্রম করে পাঠ করো না।'

২. এর দ্বারা কুরআনের তাফসীরের মধ্যে অতিরিক্ত করা বা নিজ খেয়াল-খুশি মতো তাফসীর করাকে কুরআনের মধ্যে অতিরিক্ত করা বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ وَلَا الْجَافِىْ عَنْهُ-এর ব্যাখ্যা : اَلْجَفَاءُ-এর আভিধানিক অর্থ- কোনো জিনিস অবগত হওয়ার পর তাচ্ছিল্যভাবে বর্জন করা, বিশেষভাবে ভুলে যাওয়া। এর দ্বারা এখানে কুরআন পাঠের নিয়মগুলো পরিহার করাকে جَفَاءٌ বলা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلسُّلْطَانُ الْمُقْسِطُ-এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ- ন্যায়পরায়ণ শাসক। যে শাসক আল্লাহ এবং রাসূলের বিধান অনুযায়ী শাসিতদের উপর ন্যায়বিচার করবে, তাকে اَلسُّلْطَانُ الْمُقْسِطُ বলা হয়। তার মধ্যে ব্যক্তিগত অভিমতের কোনো স্থান থাকবে না।

وَعَنْ ٤٧٥٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَشَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمِيْنَ بَيْتٌ فِيْهِ يَتِيْمٌ يُسَاءُ اِلَيْهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৭৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- মুসলমানদের ঘরের মধ্যে উত্তম ঘর সেটা, যাতে এতিম আছে, আর তার সাথে উত্তম আচরণ করা হয় এবং মুসলমানের ঘরের মধ্যে খারাপ ঘর সেটা, যাতে এতিম আছে, আর তার সাথে অসদাচরণ করা হয়। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُحْسَنُ اِلَيْهِ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন, মুসলমানদের ঘরের মধ্যে সেই ঘরটি সর্বোত্তম, যে ঘরে এতিম রয়েছে, আর তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করা হয়। এখানে উত্তম আচরণ দ্বারা তাকে সযত্নে লালনপালন করা, আদবকায়দা শেখানো, শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করা, এক কথায় উত্তমরূপে গড়ে তোলাকেই বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ يُسَاءُ اِلَيْهِ-এর ব্যাখ্যা : হাদীসের শেষাংশে নবী করীম ﷺ বলেন, মুসলমানদের ঘরের মধ্যে সেই ঘরটি সর্বনিকৃষ্ট, যে ঘরে এতিম রয়েছে, আর তার সাথে সদাচরণ করা হয় না, তাকে অনর্থক কষ্ট বা দুঃখ দেওয়া হয়, তার সার্বিক কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না। কিন্তু যদি শিষ্টাচার বা শিক্ষাদীক্ষার জন্য তাকে শাসন করা হয়, তা দুর্ব্যবহারের অন্তর্ভুক্ত নয়।

وَعَنْ ٤٧٥٧ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيْمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ اِلَّا لِلّٰهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ تَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ وَمَنْ اَحْسَنَ اِلٰى يَتِيْمَةٍ اَوْ يَتِيْمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৭৫৭. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোনো এতিমের মাথায় হাত বুলাবে, যে চুলের উপর দিয়ে তার হাত বুলাবে, তার প্রতিটি চুলের জন্য এক-একটি ছওয়াব লেখা হবে। যে ব্যক্তি কোনো বালিকা অথবা এতিম বালকের সাথে ভালো ব্যবহার করবে, যে তার তত্ত্বাবধানে আছে, আমি এবং সে বেহেশতে এ দুটোর মতো হবো, যেমনিভাবে এ দুটো অঙ্গুলি মিলিত হয়ে আছে। রাসূল ﷺ নিজের দু-অঙ্গুলি একত্রে মিলালেন। -[আহমাদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كُنْتُ اَنَا وَهُوَ فِى الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ-**এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি কোনো অনাথ-অসহায় এতিমের মাথায় স্নেহ-আদরের পরশ বুলাবে, তার সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং তার তত্ত্বাবধানে নিজেকে নিয়োজিত করবে, তার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ স্বীয় তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করে বলেন, আমি এবং সে ব্যক্তি বেহেশতে এ দুটো অঙ্গুলির মতো পাশাপাশি অবস্থান করব। এতিম হচ্ছে অসহায়, এ অসহায়কে দুনিয়ায় যে আশ্রয় দেবে, পরকালে আল্লাহ তা'আলা তাকে আশ্রয় দেবেন। এ শুভ সংবাদই এ অংশে নিহিত রয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : ইসলামি সমাজের জন্য হাদীসটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বান্দার জন্য আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির যাবতীয় উপায়-উপকরণ তিনি এ পার্থিব জীবনে সৃষ্টি করে রেখেছেন। আর রাসূল ﷺ-এর ভাষায় এর প্রকাশ ঘটেছে। মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য, বিশেষ করে এতিম বালক-বালিকার উপর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের শিক্ষাই আলোচ্য হাদীসের প্রতিপাদ্য বিষয়, যেমন–

১. তার মাথায় স্নেহ-মমতার হাত বুলাতে হবে
২. তার সাথে সদাসর্বদা সদাচরণ করতে হবে। মনে দুঃখ পেতে পারে, এমন সামান্যতম আচরণও করা যাবে না।
৩. যথার্থ তত্ত্বাবধান করতে হবে।
৪. তাকে শিক্ষাদীক্ষা এবং শিষ্টাচার শেখাতে হবে। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়ই হলো উক্ত হাদীসের শিক্ষা। যদি আমরা আমাদের সমাজে এ হাদীসের শিক্ষা বাস্তবায়িত করতে পারি, তবে আমাদের সমাজ সুখী ও সমৃদ্ধশালী সমাজে পরিণত হবে ইনশাআল্লাহ।

وَعَنْ ٤٧٥٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اٰوٰى يَتِيْمًا اِلٰى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ اِلَّا اَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ وَمَنْ عَالَ ثَلٰثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ اللّٰهُ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْ اِثْنَتَيْنِ قَالَ اَوْ اِثْنَتَيْنِ حَتّٰى لَوْ قَالُوْا اَوْ وَاحِدَةً لَقَالَ وَاحِدَةً وَمَنْ اَذْهَبَ اللّٰهُ بِكَرِيْمَتَيْهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا كَرِيْمَتَاهُ قَالَ عَيْنَاهُ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৭৫৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো এতিমকে নিজের খাদ্য-পানীয়তে ঠাঁই দেবে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই বেহেশ্‌ত অবধারিত করে দেবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে এমন কোনো পাপ না করে, যা মার্জনা করা হয় না। যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা বা তিনটি বোনকে প্রতিপালন করবে, তাদের শিষ্টাচার শেখাবে এবং অনুগ্রহ ও অনুকম্পা প্রদর্শন করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরমুখাপেক্ষিতা মুক্ত করেন, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্‌ত অবধারিত করেছেন। এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দু-কন্যা বা দু-বোনের লালনপালনে কি ছওয়াব হবে? রাসূল ﷺ বললেন, দুজনের ব্যাপারে একই ছওয়াব মিলবে। যদি কেউ [সাহাবায়ে কেরাম (রা.)] এক বোন বা কন্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন, তবে তার সম্পর্কেও রাসূল ﷺ এটাই বলতেন। রাসূল ﷺ আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির দুটো প্রিয় বস্তু নিয়ে গিয়েছেন, তার জন্য বেহেশ্‌ত অবধারিত রয়েছে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! তার প্রিয় বস্তুদ্বয় কি? তিনি বললেন, তার চক্ষুদ্বয়। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوٰى يَتِيْمًا اِلٰى طَعَامِهٖ وَشَرَابِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি এতিম-অনাথকে নিজ আহার্য-পানীয় থেকে অংশ দিয়েছেন, চাই তাকে নিজের সঙ্গে একত্রে খাদ্য গ্রহণে আহ্বান করুক কিংবা নিজের খাদ্য থেকে তাকে কিছু খাবার দিয়ে দিক। এক কথায়, এতিম-অনাথ, যার খাদ্য-পানীয় সংস্থানের জিম্মা বহনকারী পিতামাতা নেই, তাকে যে ব্যক্তি পিতৃ-মাতৃ স্নেহ দ্বারা আপ্যায়ন করবে, তার জন্য হাদীসে উল্লিখিত সুসংবাদ রয়েছে।

قَوْلُهُ اِلَّا اَنْ يَّعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ **-এর ব্যাখ্যা :** এতিম লালনপালন করলে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি শির্‌ক করে, তার জন্য এ শুভ সংবাদ প্রযোজ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ আল্লামা তীবী (র.) বলেছেন, এটাই স্পষ্ট মত। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ– সৃষ্টির প্রতি অত্যাচার করলে জান্নাত অবধারিত হবে না। কেননা حَقُّ الْعِبَادِ এতিমের সেবা দ্বারা মাফ হবে না।

قَوْلُهُ مَنْ عَالَ ثَلٰثَ بَنَاتٍ اَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْاَخَوَاتِ **-এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাসন্তান কিংবা পিতামাতার অবর্তমানে বা তাদের কর্মক্ষমতাহীন অবস্থায় তিনটি বোনের প্রতিপালনের দায়িত্ব পালন করেছে, তার জন্য হাদীসে উল্লিখিত সুসংবাদ রয়েছে।

قَوْلُهُ فَاَدَّبَهُنَّ وَرَحِمَهُنَّ حَتّٰى يُغْنِيَهُنَّ **-এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তান কিংবা তদ্রূপ তিনটি বোনকে প্রতিপালন করেছে, তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষাদান করেছে ও দয়া করেছে, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির জন্য বেহেশ্‌ত অবধারিত করে দেবেন।

قَوْلُهُ مَنْ اَذْهَبَ اللّٰهُ بِكَرِيْمَتَيْهِ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা যার প্রিয় বস্তু দুটো নিয়ে যান অর্থাৎ তার চক্ষু দুটো নিয়ে যান, তার জন্য বেহেশ্‌ত অবধারিত হয়েছে। কারণ পার্থিব জীবনে সে চক্ষুতুল্য অমূল্য রত্ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে তার জন্য সু-বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও শির্‌ক এবং ক্ষমার অযোগ্য গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা শর্ত। এর অর্থ এই নয় যে, শির্‌ক-কুফরি যা-ই করুক, অন্ধত্বের কারণে সে বেহেশ্‌ত পেয়ে যাবে।

وَعَنْ ٤٧٥٩ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَاَنْ يُّؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهٗ خَيْرٌ لَهٗ مِنْ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِصَاعٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَنَاصِحُ الرَّاوِيْ لَيْسَ عِنْدَ اَصْحَابِ الْحَدِيْثِ بِالْقَوِيِّ)

৪৭৫৯. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো ব্যক্তি তার সন্তানকে শিষ্টাচারের একটি কথা শিখানো এক সা' পরিমাণ খাদ্য দান করার চেয়েও উত্তম। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব। এর রাবী 'নাসেহ' হাদীসবিদদের মতে সবল নয়।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَاَنْ يُّؤَدِّبَ الرَّجُلُ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো তার আদব বা শিষ্টাচার। এটা মনি-মুক্তার অলঙ্কারের চেয়েও অতি মূল্যবান, যার কোনো তুলনাই হতে পারে না। প্রতিটি মানুষের স্বীয় সন্তানদেরকে শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত করা কর্তব্য। কথা-কাজ, আচার-আচরণ, চলাফেরা, এক কথায় সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে অত্র হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তি তার সন্তানকে শিষ্টাচারের একটি কথা শিখানো এক সা' তথা সাড়ে তিন সের খাদ্যবস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়েও উত্তম।

وَعَنْ ٤٧٦٠ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ مِنْ نَحْلٍ اَفْضَلَ مِنْ اَدَبٍ حَسَنٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا عِنْدِيْ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ)

৪৭৬০. **অনুবাদ :** তাবেঈ হযরত আইয়ূব ইবনে মূসা (র.) হতে বর্ণিত। তিনি তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো পিতা তার সন্তানকে উত্তম শিষ্টাচারের চেয়ে শ্রেয় কোনো বস্তু দান করে না। –[তিরমিযী, বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, আমার মতে এটা মুরসাল হাদীস।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهٗ **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো তার আদব বা শিষ্টাচার। এটা মনি-মুক্তার অলঙ্কারের চেয়েও অতি মূল্যবান, যার কোনো তুলনাই হতে পারে না। প্রতিটি মানুষের জন্য স্বীয় সন্তানদেরকে শিষ্টাচারের গুণে গুণান্বিত করা কর্তব্য। কথা-কাজ, আচার-আচরণ, চলাফেরা, এক কথায় সর্বক্ষেত্রে তাদেরকে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। এর প্রতি গুরুত্বারোপ করে অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কোনো ব্যক্তি তার সন্তানকে শিষ্টাচারের একটি কথা শিখানো এক সা অর্থাৎ সাড়ে তিন সের খাদ্যবস্তু আল্লাহর রাস্তায় দান করার চেয়েও উত্তম।

قَوْلُهٗ عِنْدِيْ حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ **-এর ব্যাখ্যা :** যখন কোনো তাবেঈ কোনো সাহাবীর মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে হাদীস বর্ণনা করেন। সাধারণত এভাবে বর্ণিত হাদীসকে 'মুরসাল হাদীস' বলা হয়। যদি সেই মুরসালকারী রাবী ছিকাহ তথা নির্ভরযোগ্য হন, তখন জমহুরে মুহাদ্দিসীনদের মতে, উক্ত মুরসাল হাদীস গ্রহণযোগ্য।

وَعَنْ ٤٧٦١ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ نِ الْاَشْجَعِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَا وَامْرَأَةٌ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ كَهَاتَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَاَوْمَأَ يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ اِلَى الْوُسْطٰى وَالسَّبَّابَةِ اِمْرَأَةٌ اٰمَتْ مِنْ زَوْجِهَا ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلٰى يَتَامَاهَا حَتّٰى بَانُوْا اَوْ مَاتُوْا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

৪৭৬১. **অনুবাদ :** হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজাঈ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি ও বিবর্ণ গণ্ডদ্বয় বিশিষ্ট মহিলা কিয়ামতের দিন এরূপ হবো। ইয়াযীদ ইবনে যুরাই (র.) নিজের মধ্যমা ও তর্জনী অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। আর বিবর্ণ গণ্ড বা গাল বিশিষ্ট মহিলার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন, যে মহিলা নিজের স্বামী হারিয়েছে [মৃত্যুর কারণে হোক বা তালাকের কারণে হোক], যার জাঁকজমক ও রূপ রয়েছে; কিন্তু এতিম সন্তানদের লালনপালনের উদ্দেশ্যে নিজেকে বন্দি করে রেখেছে, যতদিন তার এতিম সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পৃথক হয়ে গিয়েছে বা মৃত্যুবরণ করেছে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

ইয়াযীদ ইবনে যুরাই (র.)-এর পরিচয় : নাম–ইয়াযীদ (র.), পিতার নাম–যুরাই। তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেঈ ছিলেন। তাঁর উপনাম ছিল আবূ মুআবিয়া আল-হাফিজ। তিনি হযরত আইয়ূব (র.) এবং হযরত ইউনুস (র.) হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর নিকট থেকে ইবনুল মাদায়েনী (র.) এবং মুসাদ্দাদ (র.) হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল

(র.) বলেন, তিনি বসরায় অবস্থানকারী সর্বশেষ তাবেঈ। ১৮২ হিজরির শাওয়াল মাসে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল ৮১ বছর।

قَوْلُهُ سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ-**এর ব্যাখ্যা :** মুখশ্রী বিবর্ণ মহিলাকে : "سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ" বলা হয়। যে মহিলা মূলত রূপসী, সুন্দরী, লাবণ্যতায় ভরপুর, সুস্বাস্থ্যের অধিকারিণী ছিল, অথচ দুঃখকষ্ট ভোগ করার কারণে দেহ জীর্ণ-শীর্ণ এবং চেহারা বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে। যেমন, ভরা যৌবনে স্বামীর মৃত্যুর কারণে কিংবা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার কারণে এতিম সন্তানদের কচি মুখের দিকে তাকিয়ে অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে নিজের সাজসজ্জা পরিহার করে অবর্ণনীয় দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে সন্তান লালনপালনে সদাসর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে, ফলে তার লাবণ্যময়ী মুখশ্রী বিনষ্ট হয়ে কালো বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

قَوْلُهُ اِمْرَأَةٌ اٰمَتْ-**এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ হচ্ছে, স্বামীহীনা বিধবা মহিলা। স্বামীর মৃত্যুর কারণে সে বিধবা হোক কিংবা তালাকপ্রাপ্ত হোক, আর যে বয়সেরই হোক না কেন, উক্ত রমণীকে اَيِّمٌ বলা হয়।

قَوْلُهُ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ-**এর ব্যাখ্যা :** এটা হলো হাদীসে বর্ণিত রমণীর সিফাত বা বিশেষণ। হাদীসে যদিও তাকে বিবর্ণ গন্ডদ্বয় বিশিষ্ট আখ্যায়িত করা হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে মর্যাদাশীল ও রূপসী। এখানে مَنْصَبٌ দ্বারা তার বংশীয় মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর جَمَالٌ দ্বারা রূপ-সৌন্দর্য এবং চরিত্রবতী বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ بَانُوْا اَوْ مَاتُوْا-**এর ব্যাখ্যা :** কোনো বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা রমণী অন্য স্বামী গ্রহণ না করে এতিম কচি সন্তানের লালনপালনে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে, তাদের বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে পৃথক হওয়া পর্যন্ত অথবা মারা যাওয়া পর্যন্ত। এখানে بَانُوْا অর্থ– শারীরিক পরিপূর্ণতা কিংবা জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ব হওয়া।

হাদীসের বাস্তব শিক্ষা ও প্রয়োগ : অত্র হাদীস হতে আমরা কতিপয় বিষয় অবগত হতে পারি, যেমন– ১. এতিম-অনাথ শিশুদের লালনপালন আখেরাতে নবী করীম ﷺ-এর নিকটবর্তী মর্যাদা লাভের কারণ।

২. যে বিধবা মহিলা এতিম সন্তানের মুখের দিকে চেয়ে তাদের লালনপালন ও সেবাযত্নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে, তার মর্যাদা নবী করীম ﷺ-এর কাছাকাছি। ফলে সে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়েছে।

৩. নিজের রূপে-গুণে অন্যত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া অপেক্ষা এতিমের খেদমত করা অনেক অনেক গুণে উত্তম ইত্যাদি।

٤٧٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ اُنْثٰى فَلَمْ يَاْدِهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا يَعْنِى الذُّكُوْرَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৭৬২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যার একটি কন্যা আছে, সে তাকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেনি, তার উপর তার পুত্রদের অগ্রাধিকার দেয়নি, তাকে আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَاْدِهَا-**এর অর্থ :** জাহেলিয়াত যুগে কন্যাসন্তানকে বংশীয় মর্যাদার কেলেঙ্কারি মনে করা হতো। তাই জন্মের সাথে সাথে ঘৃণাভরে তাদেরকে জীবন্ত সমাধি দেওয়া হতো। এ জঘন্যতম নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপের মূলোৎপাটনের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ এহেন বর্বর ও লোমহর্ষক কাজ থেকে বিরত ব্যক্তিকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছেন।

قَوْلُهُ لَمْ يُهِنْهَا-**এর অর্থ :** এর অর্থ হলো, কন্যাসন্তানকে হেয় প্রতিপন্ন করেনি, তাকে ঘৃণিত বা অপমানিত মনে করে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেনি।

হাদীসের শিক্ষা : ইসলামে কন্যাসন্তান যে ঘৃণ্য আর অপমানের পাত্র নয়, বঞ্চিত নয়, তারা সামাজিক কোনো অধিকার থেকে লাঞ্ছিত নয়, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ বাস্তব শিক্ষা নিহিত রয়েছে আলোচ্য হাদীসে। বর্বর জাহিলি যুগে কন্যাদেরকে ঘৃণাভরে জীবন্ত প্রোথিত করা হতো, বঞ্চিত করা হতো সব ধরনের অধিকার থেকে। সেই লাঞ্ছিত-অপমানিত-অবহেলিত নারী সমাজ কে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে বের করে স্বাধীন-মুক্ত ঘোষণা দিয়েছে একমাত্র ইসলাম। আলোচ্য হাদীস এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আর বলা হয়েছে, যে তার কন্যা সন্তানকে জীবন্ত প্রোথিত করেনি, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করেনি, তার উপর তার পুত্রদেরকে প্রাধান্য দেয়নি, এর বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয়, আজ কাল কিছু নামধারী প্রগতিশীল ব্যক্তি ইসলামকে নারী স্বাধীনতার অন্তরায় আখ্যায়িত করছে। অবশ্য এটা তাদের ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞতারই ফলশ্রুতি।

وَعَنْ ٤٧٦٣ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهٗ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ فَنَصَرَهٗ نَصَرَهُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ فَاِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ اَدْرَكَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৭৬৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তির সম্মুখে তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের পরোক্ষ নিন্দা করা হয়, আর সে তার সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, অতঃপর সে তার সাহায্য করল, আল্লাহ তা'আলা তাকে ইহকাল ও পরকালে সাহায্য করবেন। আর যদি সাহায্য না করল, অথচ সে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে, আল্লাহ তা'আলা এজন্য তাকে ইহকাল ও পরকালে পাকড়াও করবেন। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَنِ اغْتِيْبَ عِنْدَهٗ اَخُوْهُ الْمُسْلِمُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى نَصْرِهٖ **-এর অর্থ :** যে ব্যক্তির সম্মুখে তার অপর মুসলমান ভাইয়ের গিবত করা হচ্ছে, আর সে তাকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে অর্থাৎ গিবতকারীকে বাধা দানে সক্ষম। যদি সেই ব্যক্তি ঈমানী ভ্রাতৃত্ববোধের তাগিদে তার সেই ভাইয়ের সাহায্য করে এবং গিবতকারীকে বাধা প্রদান করে ; কিংবা যে ভুল বোঝাবুঝির কারণে সেই ব্যক্তি গিবত করতে উদ্যোগী হয়, তা নিরসনের চেষ্টা এবং গিবতকারীকে গিবত করা থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তাকে সাহায্য করবেন।

"غِيْبَةٌ" **-এর সংজ্ঞা ও হুকুম :** কোনো ব্যক্তির মধ্যে যেসব ত্রুটি রয়েছে, তা তার অগোচরে বলাকে غِيْبَةٌ বা পরোক্ষ নিন্দা বলা হয়। আর ব্যক্তির মধ্যে যে দোষ নেই, তার নামে এমন দোষ প্রচার করাকে بُهْتَانٌ বা মিথ্যা অপবাদ বলা হয়। গিবত ও বুহতান উভয়টিই কবীরা গুনাহ। এটা দ্বারা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও পরস্পর শত্রুতা বৃদ্ধি পায়। গিবতকে ব্যভিচার অপেক্ষা জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَدْرَكَهُ اللّٰهُ بِهٖ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করেনি, তার গিবত করতে দেখেও গিবতকারীকে বাধা দান করেনি, আল্লাহ তা'আলা তাকে এ অপরাধের জন্য ইহ ও পরকালে শাস্তি দান করবেন। অর্থাৎ সে ব্যক্তি নিজেও গিবতকারীর সমান গুনাহগার হবে।

وَعَنْ ٤٧٦٤ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ ذَبَّ عَنْ لَحْمِ اَخِيْهِ بِالْمَغِيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُعْتِقَهٗ مِنَ النَّارِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭৬৪. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার গোশ্ত খাওয়া থেকে অন্যকে প্রতিহত করবে, তবে আল্লাহ তা'আলার উপর তার দাবি এই যে, তাকে দোজখের আগুন থেকে মুক্তি দেবেন।

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَحْمَ اَخِيْهِ-এর ব্যাখ্যা : গিবত বা পরনিন্দাকে ভাইয়ের গোশ্‌ত বা মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটা চরম ঘৃণিত ও অপছন্দনীয়। এটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- لَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ অর্থাৎ তোমরা একে অন্যের গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে মৃতু ভাইয়ের গোশ্‌ত ভক্ষণ করতে? অতঃপর এটা তো তোমরা অপছন্দ করবে।

قَوْلُهُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ الخ-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি পরনিন্দা থেকে নিন্দাকারীকে প্রতিহত করবে, তার সম্পর্কে রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার উপর তার দাবি হলো তাকে দোজখের অগ্নি থেকে মুক্তি দেবেন। এটা দ্বারা বোঝা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, বান্দার কোনো কাজের প্রতিদান দেওয়া আল্লাহ তা'আলার উপর ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক নয়। মূলত এ বাক্যটি অনুগ্রহ ও অনুকম্পা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

وَعَنْ ٤٧٦٥ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَرُدُّ عَنْ عِرْضِ اَخِيْهِ اِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ تَلَا هٰذِهِ الْاٰيَةَ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৭৬৫. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের মানসম্মান বিনষ্ট করা থেকে অন্যকে বিরত রাখে, আল্লাহ তা'আলার উপর তার এ দাবি যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার উপর থেকে দোজখের আগুন বিদূরিত করবেন। অতঃপর রাসূল ﷺ কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন- وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ [অর্থাৎ আর আমাদের উপর বিশ্বাসীদের সাহায্য করা কর্তব্য।] -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ حَقًّا عَلَيْنَا-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার উপর কোনো কাজ ওয়াজিব বা আবশ্যকীয় নয়, তবুও তিনি অনুগ্রহ করে স্বেচ্ছায় উক্ত দায়িত্বটি নিজের উপর নিয়েছেন। যেমন, বয়স্ক সন্তানের দায়দায়িত্ব পিতার উপর আবশ্যকীয় নয়, তবুও পিতা স্বেচ্ছায় তা নিজের উপর বহন করছেন। অথবা এটাও বলা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে মদদ ও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই হিসেবে ওয়াদা পূরণ করা আবশ্যক।

وَعَنْ ٤٧٦٦ جَابِرٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ اِمْرَأً مُسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ يَنْتَهِكُ فِيْهِ حُرْمَتَهُ وَيَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ وَمَا مِنْ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِىْ مَوْضِعٍ يَنْتَقِصُ مِنْ عِرْضِهِ وَيَنْتَهِكُ فِيْهِ مِنْ حُرْمَتِهِ اِلَّا نَصَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৭৬৬. অনুবাদ : হযরত জাবির হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন- যে মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের এমন জায়গায় সাহায্য পরিত্যাগ করবে, যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে অথবা তার ইজ্জত হানি করা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এমন জায়গায় তার সাহায্য পরিত্যাগ করবেন, যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করা পছন্দ করবে। আর যে মুসলমান তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের এমন স্থানে সাহায্য করবে, যেখানে সে অসম্মানিত হচ্ছে বা তার মানহানি করা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা এমন স্থানে তাকে সাহায্য করবেন, যেখানে সে নিজেকে সাহায্য করা পছন্দ বা প্রত্যাশা করবে। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَنْتَقِصُ فِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ-এর ব্যাখ্যা : এ বাক্যটি পূর্ববর্তী বাক্য يَنْتَهِكُ فِيْهِ الخ-এর উপর عَطْف হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, সে এমন স্থানে তার মুসলমান ভাইয়ের সাহায্য করেছে, যেখানে তার উক্ত মুসলমান ভাইয়ের মানহানি হচ্ছিল। কেউ তার সাথে এমন আচরণ করছিল, যা তার মানহানির কারণ হবে। এমতাবস্থায় সে মানহানি করায় উদ্ধত ব্যক্তিকে তা থেকে নিবৃত্ত করে তার মানহানি হতে দেয়নি। এর মাধ্যমে সে তার উক্ত মুসলমান ভাইয়ের যে সাহায্য করল, এর প্রতিদানে আল্লাহ তা'আলা ইহ ও পরকালে তাকে মানহানির হাত থেকে রক্ষা করবেন।

قَوْلُهُ اِلَّا خَذَلَهُ اللّٰهُ فِىْ مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيْهِ نُصْرَتَهُ-এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ হচ্ছে, যে মুসলমান তার সম্মুখে অন্য মুসলমানের অপমান ও মানহানির ঘটনা ঘটতে দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে, প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা করেনি, আল্লাহ তা'আলা তাকে প্রত্যাশিত সাহায্য ক্ষেত্রে সাহায্য করবেন না, দুনিয়া ও আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে এমনিভাবে অপমানিত করবেন।

অন্যের মানহানির কুফল : যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কারো মানহানি করবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে একইভাবে দুনিয়া ও আখেরাতে মানহানিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করবেন।

হযরত জাবের (রা.)-এর পিতার নাম : হযরত জাবির (রা.)-এর নামে তিনজন রাবী আছেন– ১. হযরত জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা.)। ২. হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ (রা.)। ৩. হযরত জাবির ইবনে 'আতীক (রা.)। তবে আলোচ্য হাদীসে হযরত জাবির (রা.)-এর দ্বারা হযরত জাবির ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা.)-ই উদ্দেশ্য।

٤٧٦٧ وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَاٰى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كَانَ كَمَنْ اَحْيٰى مَوْؤُدَةً. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

৪৭৬৭. **অনুবাদ :** হযরত উকবাহ ইবনে আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের ত্রুটি দেখে, অতঃপর সেটা গোপন করে, তার ছওয়াব সেই সমান হবে, যে জীবন্ত প্রোথিত কোনো কন্যাকে বাঁচাল। –[আহমাদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) একে সহীহ হাদীস বলেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ كَمَنْ اَحْيٰى مَوْؤُدَةً-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি দেখে তা গোপন করে, তার ছওয়াব সেই ব্যক্তির সমান হবে, যে জীবন্ত প্রোথিত কোনো কন্যাকে বাঁচাল। কেউ যদি কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি দেখে তা সংশোধন করতে না বলে জনসমক্ষে প্রকাশ করে, যে কারণে সেই মুসলমান অন্তরে ব্যথা পায়, এটা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আর কন্যাসন্তানদেরকেও জীবন্ত প্রোথিত করা কবীরা গুনাহের মধ্যে শামিল। এটা থেকে যদি কেউ কোনো কন্যাকে নিষ্কৃতি দিতে পারে, তাহলে এতে যে পরিমাণ ছওয়াব হবে, সে পরিমাণ ছওয়াবের অধিকারী হবে ঐ ব্যক্তি যে কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীস থেকে আমাদের সম্মুখে দুটো বিষয় স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে– ১. কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি কিংবা গোপনীয় কিছু দেখলে বা জানতে পারলে তা গোপন রাখা অপরিহার্য। কেননা এটা শুধু সামাজিক কল্যাণ সাধনই করবে না; বরং আখেরাতেও এর ছওয়াব হবে অপরিসীম। ২. কন্যাসন্তানকে আমাদের সমাজে জীবন্ত প্রোথিত করার রীতি না থাকলেও কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করাকে নিজের জন্য কল্যাণকর বলে ধারণা করা হয় না। সুতরাং অত্র হাদীসে আমাদেরকে এ শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন কন্যাসন্তানকে উত্তমরূপে লালনপালন করি এবং তাদের প্রতি সদয় হই। কারণ, তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখা এবং তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া বিরাট ছওয়াব তথা পুণ্যের কাজ।

وَعَنْ ٤٧٦٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَحَدَكُمْ مِرْاَةُ اَخِيْهِ فَاِنْ رَاٰى بِهٖ اَذًى فَلْيُمِطْ عَنْهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَضَعَّفَهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ وَلِاَبِىْ دَاوُدَ الْمُؤْمِنُ مِرْاَةُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ اَخُو الْمُؤْمِنِ يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهٗ وَيَحُوْطُهٗ مِنْ وَّرَائِهٖ.

৪৭৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা প্রত্যেকেই তোমাদের মুসলমান ভাইয়ের আয়না স্বরূপ। যদি কেউ দেখে তার মধ্যে খারাপ কিছু, সে যেন সেটা তার থেকে বিদূরিত করে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসটি যা'ঈফ বলেছেন। তিরমিযী ও আবূ দাউদের অপর বর্ণনায় আছে যে, মুসলমান মুসলমানের আয়না স্বরূপ। মুসলমান মুসলমানের ভাই। যা তাকে ধ্বংস করবে, এমন বস্তু সে তার থেকে বিদূরিত করে এবং তার অনুপস্থিতিতে তার অধিকার সংরক্ষণ করে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلْمُؤْمِنُ مِرْاَةُ الْمُؤْمِنِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** এক মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য দর্পণ বা আয়না স্বরূপ। আয়নার স্বচ্ছ পর্দায় যেমন মুখমণ্ডলের সামান্য ত্রুটি পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠে এবং সাথে সাথে একে পরিষ্কার করে ফেলে, ঠিক তেমনি একজন মু'মিনের সামান্যতম ত্রুটি অন্য মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়লে তার কর্তব্য হবে তা সংশোধন করে দেওয়া, যেন এজন্য অন্য কেউ তাকে নিন্দা করতে না পারে। কারণ মানুষ অন্যের দোষ দেখতে খুবই অভ্যস্ত। সুতরাং কারো কোন ত্রুটি দেখলে তা উপদেশবাণী কিংবা দোয়ার মাধ্যমে দূর করার চেষ্টা করা খাঁটি ঈমানদারের মৌলিক কর্তব্য। অথবা 'এক মু'মিন অন্য মু'মিনের দর্পণ স্বরূপ'–এর অর্থ হলো, যদি কোনো মুসলমান অন্য মুসলমানের মধ্যে গর্হিত কোনো কাজ দেখতে পায়, তাহলে তার উচিত হবে নিজের দিকে তাকিয়ে ঐ ধরনের ত্রুটি নিজের মধ্যে থাকলে তা সংশোধন করে নেওয়া।

يَكُفُّ عَنْهُ ضَيْعَتَهٗ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যা মুসলমান ভাইকে ধ্বংস করবে, এমন বস্তু তার থেকে বিদূরিত করবে। এটা এক মুসলমান ভাইয়ের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের উপর একটি নৈতিক কর্তব্য, এ ক্ষতি শারীরিক বা আর্থিক যা-ই হোক না কেন। মুসলমান সকলেই একই অঙ্গ সমতুল্য। সুতরাং একজনের ক্ষতি অপরজনের ক্ষতিরই সমতুল্য।

قَوْلُهٗ وَيَحُوْطُهٗ مِنْ وَرَائِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ– 'মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার অধিকার সংরক্ষণ করবে।' এটা হাদীসে বর্ণিত এক মুসলমান ভাইয়ের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের উপর দ্বিতীয় নৈতিক দায়িত্ব। কোনো মুসলমান ভাই যদি স্বীয় বাড়ি থেকে কোথাও সফরে যায়, তখন তার অনুপস্থিতিতে তার সমস্ত ধনসম্পদ দেখাশোনা এবং সংরক্ষণ করার দায়িত্ব হচ্ছে, প্রতিবেশী অপর মুসলিম ভাইয়ের উপর।

অথবা, এর ব্যাখ্যায় বলা যেতে পারে যে, মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা এবং তাকে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করা অপর মুসলমান ভাইয়ের উপর কর্তব্য।

وَعَنْ ٤٧٦٩ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَكًا يَحْمِىْ لَحْمَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَنْ رَمٰى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيْدُ بِهٖ شَيْنَهٗ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتّٰى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৭৬৯. অনুবাদ : মু'আয ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে মুনাফিকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার জন্য একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাবেন, যে তার মাংস দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবে। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন বিষয়ে অপবাদ দেবে, যার দ্বারা সে তাকে কলঙ্কিত করতে চায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোজখের সেতুর উপর বন্দি করবেন, যতক্ষণ না সে কথিত অপবাদ থেকে বের হয়ে আসবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে মুনাফেকের অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করল, অর্থাৎ যখন কোনো মুনাফেক কোনো মুসলমানের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত হয়, তার অগোচরে গিবত করে বেড়ায় এবং ইজ্জত-আব্রু হানি করে, তখন যদি অন্য কোনো মুসলমান স্বীয় মুসলিম ভাইকে সেই মুনাফেকের রুদ্র-রোষ থেকে রক্ষা করে, এর প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার জন্য একজন ফেরেশ্‌তা পাঠাবেন যিনি তার শরীর দোজখের আগুন থেকে রক্ষা করবেন।

قَوْلُهُ حَبَسَهُ اللّٰهُ عَلٰى جِسْرِ جَهَنَّمَ-এর ব্যাখ্যা : মুসলমান আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। তাই তার মানসম্মান, ইজ্জত-আব্রু সংরক্ষণ করা প্রত্যেকের কর্তব্য। অতএব, যদি কেউ কোনো মুসলমানকে এমন অপবাদ দেয়, যার দ্বারা সে তাকে কলঙ্কিত করতে চায় কিংবা তাকে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন করার কু-মতলব থাকে, তার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাকে দোজখের সেতুর উপর বন্দি করবেন, যতক্ষণ সে নিজের কথিত অপবাদ থেকে বের হয়ে আসবে।

৪৭৭০ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهٖ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪৭৭০. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম বন্ধু সেই ব্যক্তি, যে তার নিজের বন্ধুর কাছে উত্তম এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী সেই ব্যক্তি, যে তার নিজের প্রতিবেশীর কাছে উত্তম। –[তিরমিযী ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান, গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ الخ-এর ব্যাখ্যা : একজন ব্যক্তি ভালো ও সৎ হওয়ার জন্য তাকে একদিকে যেমন আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর নির্দেশিত পথে জীবনযাপন করতে হবে, তেমনি তাকে তার সঙ্গী-সাথি ও বন্ধু-বান্ধবের সাথেও সদাচরণ করে তাদের দৃষ্টিতে ভালো ও সৎ প্রমাণ করতে হবে, তবেই সে আল্লাহ তা'আলার নিকট ভালো লোক হিসেবে গণ্য হবে। ধার্মিকতাই তার ভালো লোক হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। তৎসঙ্গে সঙ্গী-সাথি ও বন্ধু-বান্ধবের সাথেও সদাচরণ করতে হবে। এ জন্যই নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'উত্তম সাথি সেই ব্যক্তি, যে তার সাথিদের নিকট ভালো ও উত্তম।'

قَوْلُهُ خَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهٖ-এর ব্যাখ্যা : উত্তম প্রতিবেশী সেই ব্যক্তি, যার আচার-আচরণ দ্বারা অপর প্রতিবেশী কষ্ট পায় না। যে তাদের সুখে-দুঃখে সমঅংশীদার হয়, বিপদে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। অন্তত সদুপদেশ ও সৎ পরামর্শ দ্বারা হলেও তাদের উপকার করতে সচেষ্ট থাকে এবং যাদের আচার-আচরণে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশী সন্তুষ্ট থাকে, তারাই হলো উত্তম প্রতিবেশী। আর এরাই আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম প্রতিবেশী হিসেবে পরিগণিত।

প্রতিবেশী : 'প্রতিবেশী' বলতে একই স্থানে পাশাপাশি বসবাসকারী লোকদেরকেই বোঝানো হয়ে থাকে। আর সেই প্রতিবেশী স্ব-ধর্মাবলম্বী হোক কিংবা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হোক, সকলেই হাদীসের উল্লিখিত جَارٌ-এর অন্তর্ভুক্ত। জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল প্রতিবেশীর সাথে ন্যায়ানুগ ও সদাচারী ব্যক্তিকেই হাদীসে উত্তম প্রতিবেশী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহার করা একান্ত প্রয়োজন। এতে যেমন তার কোনো শত্রু থাকবে না, অপরদিকে আল্লাহ তা'আলাও সন্তুষ্ট থাকবেন এবং পরকালে তাকে মুক্তি দেবেন।

وَعَنْ ٤٧٧١ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ لِيْ اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ اَوْ اِذَا اَسَأْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَمِعْتَ جِيْرَانَكَ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ وَاِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُوْلُوْنَ قَدْ اَسَأْتَ فَقَدْ اَسَأْتَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৭৭১. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -কে জিজ্ঞেস করল– হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিভাবে জানব যে, আমি ভালো কাজ করলাম কিংবা খারাপ কাজ করলাম? নবী করীম ﷺ বললেন, যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে বলতে শুনবে যে, তুমি ভালো করেছ, তবে তুমি ভালো কাজ করলে। আর যখন তুমি তোমার প্রতিবেশীকে বলতে শুনবে যে, তুমি খারাপ কাজ করেছ, তবে তুমি খারাপ কাজ করলে। -[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَدْ اَحْسَنْتَ فَقَدْ اَحْسَنْتَ -এর ব্যাখ্যা : কে ভালো লোক, কে প্রতিবেশীর সাথে মধুর আচরণ করে, এটা প্রমাণিত হবে তার আচরণের ফলে ন্যায়পরায়ণ ও মুখলিস প্রতিবেশীর মন্তব্যের মাধ্যমে। একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিরূপে বুঝতে পারব যে, আমি প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করেছি, আর তার মঙ্গল সাধন করেছি। অথবা তাদের সাথে অসদাচরণ করেছি বা অমঙ্গল কামনা করেছি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তিকে বললেন, এটা তুমি নিরূপণ করতে পারবে তোমার প্রতিবেশীর সাক্ষ্যের উপর। তারা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে বলে তুমি ভালো করেছ, তাহলে তুমি প্রকৃতপক্ষেই ভালো করেছ। আর যদি তারা মন্তব্য করে যে, তুমি খারাপ করেছ, তাহলে তুমি বুঝবে সত্যিই তুমি খারাপ করেছ। এটাই হলো তোমার ন্যায়-অন্যায় অনুধাবনের মাপকাঠি।

وَعَنْ ٤٧٧٢ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৭৭২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান কর। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْزِلُوا النَّاسَ -এর অর্থ : শাব্দিক অর্থে যদিও বাক্যটির অর্থ 'মানুষকে অবতীর্ণ কর'; কিন্তু এখানে মর্যাদা দান কর অর্থে গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য ও উপযুক্ত মর্যাদা দান কর এবং সেই অনুযায়ী তার সাথে আচরণ কর।

مَنَازِلُ বলতে কি বোঝানো হয়েছে? "مَنَازِلٌ" শব্দটি مَنْزِلٌ-এর বহুবচন, এর অর্থ– স্তর, অবস্থান ও মর্যাদা। এখানে এটা দ্বারা মর্যাদাগত অবস্থান বা মর্যাদার স্তর বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন মানুষকে বিভিন্ন পদমর্যাদায় মর্যাদাবান করেছেন, যদিও তারাও মানুষ হিসেবে সকলেই সমান। যেমন, নির্বোধের উপর জ্ঞানীর, অশিক্ষিতের উপর শিক্ষিতের, বদকারের উপর নেক্কারের মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃত। এ প্রেক্ষিতে তাদের সাথে আচরণের তারতম্য থাকাও বাঞ্ছনীয়। তাই সামাজিক ও প্রাকৃতিক দায়িত্ব হলো, যে যেই মর্যাদা ও স্তরের, তাকে সেই আসনে রাখতে হবে। এটা ইসলামের আদর্শ।

একটি প্রশ্ন ও তার সমাধান : আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে হযরত আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর হযরত আদম (আ.) মাটির তৈরি। আর এটা কুরআন ও হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। সুতরাং এ ক্ষেত্রে স্থান ও ব্যক্তিভেদে কেন ভিন্ন আচরণ করতে বলা হয়েছে? আর এ আচরণের প্রকৃতি-ই বা কিরূপ?

উত্তরে বলা যেতে পারে যে, মর্যাদার এ তারতম্য প্রকৃতপক্ষে সমাজের তারতম্যতা রক্ষার জন্য বৃহদার্থে সমতা রয়েছে। ছোট-বড় যন্ত্রাংশ নিয়ে যেমন একটি সচল ইঞ্জিন বিদ্যমান, এর সচলতা রক্ষা করার জন্য ছোট-বড় যন্ত্রাংশগুলো যেটা যেখানে স্থাপন করা প্রয়োজন সেটাকে সেখানেই স্থাপন করতে হবে। তদ্রূপ সমাজকে সচল রাখতে হলেও ছোট-বড় তারতম্য থাকতে হবে। যেমন, বিয়ে বাড়িতে জামাতার মর্যাদা, যদিও সেখানে তার পিতামাতা, বয়োজ্যেষ্ঠ ও গুরুজনরা উপস্থিত থাকেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ অর্থাৎ 'আমি তাদের কারো উপর কারো মর্যাদা বৃদ্ধি

করেছি।' তাই আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবায়ে কেরামের তুলনায় আম্বিয়ায়ে কেরামের মর্যাদা অনেক বেশি, তাবেঈদের তুলনায় সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা বেশি. মূর্খের তুলনায় জ্ঞানীর মর্যাদা, অশিক্ষিতের তুলনায় শিক্ষিতের মর্যাদা, প্রজার তুলনায় রাজার মর্যাদা বেশি ইত্যাদি। এক কথায় বলা যায় যে, ফিতরাতের দিক দিয়ে সকল মানুষ ও তাদের মর্যাদা সমান; কিন্তু আমালিয়াতের দিক দিয়ে তাদের মর্যাদা বিভিন্ন। দ্বিতীয়ত মর্যাদার প্রকৃতি নিরূপণ করতে পারলেই আচরণের প্রকৃতি নিরূপণ করা যায়। এভাবে মর্যাদা অনুসারে তাদের ইজ্জত করতে হয়। তবে এখানে লক্ষণীয় যে, কোনো অবস্থাতেই মনিবকে সম্মান এবং চাকরকে অসম্মান করা যাবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٧٧٣ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ قُرَادٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ تَوَضَّاَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهِ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ اَوْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا ائْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ.

৪৭৭৩. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুর রহমান ইবনে আবূ কুরাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম ﷺ অজু করলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর অজুর পানি স্বীয় শরীরে মর্দন করতে লাগলেন। নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে বললেন, কিসে তোমাদেরকে এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করল? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, যার আন্তরিক বাসনা যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ তাঁকে ভালোবাসবেন, সে যেন যখন কথা বলে সত্য বলে, যখন তার কাছে গচ্ছিত রাখা হয় সে তা যথারীতি ফেরত দেয় এবং যার প্রতিবেশী আছে, সে প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীসুলভ উত্তম আচরণ করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا-এর অর্থ : একদিন নবী করীম ﷺ অজু করছিলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর অবশিষ্ট অজুর পানি শরীরে মাখছিলেন। এটা দেখে রাসূল ﷺ তাঁদেরকে বললেন, 'কোন বস্তু তোমাদের এ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করল?'

قَوْلُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় অধীর হয়ে এবং তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একদা সাহাবায়ে কেরাম রাসূল ﷺ-এর অজুর পানি শরীরে মাখছিলেন। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসা পেতে চাও অথবা তাঁদেরকে ভালোবাসতে চাও, তাহলে তিনটি কাজ তোমাদেরকে করতে হবে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো, তোমরা সদাসর্বদা সত্য কথা বলবে। সত্য কথা বলা মানুষের একটি উত্তম ভূষণ। একমাত্র সত্য কথাই মানুষকে মুক্তি দিতে পারে। অন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, 'সত্য কথা মানুষকে মুক্তি দেয় এবং মিথ্যা মানুষকে ধ্বংস করে।' তাই রাসূল ﷺ -এর প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছেন।

قَوْلُهُ لِيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا ائْتُمِنَ-এর ব্যাখ্যা : আমানত সংরক্ষণ করা প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়। এর খেয়ানত কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ এবং রাসূলের ভালোবাসা পেতে হলে এবং তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন. যে ব্যক্তি তার কাছে গচ্ছিত সম্পদকে সঠিক মালিকের কাছে যথারীতি ফেরত প্রদান করবে, সে ব্যক্তিই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের ভালোবাসা অর্জন করতে পারবে।

قَوْلُهُ لِيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -এর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়, সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশী সুলভ উত্তম আচরণ করে। প্রতিবেশীর হক অপরিসীম। দুঃখে-শোকে তার সমবেদনা জ্ঞাপন করা, তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা, তার ক্ষতি হতে পারে এমন কাজ থেকে সর্বদা

বিরত থাকা, তার চলার পথে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা, তাকে প্রয়োজনে অন্ন-বস্ত্র প্রদান করা। এক কথায়, সর্বাবস্থায় তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতে হবে। প্রতিবেশীর সন্তুষ্টিই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং রাসূলের সন্তুষ্টি।

وَعَنْ ٤٧٧٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭৭৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, সে ব্যক্তি পূর্ণ মু'মিন নয়, যে উদর পূর্তি করে খায় অথচ তার পাশেই তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে। –[উপরিউক্ত হাদীস দুটো ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ **-এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি নিজে পানাহার করে পরিতৃপ্তি লাভ করে, প্রতিবেশীর প্রতি যার লক্ষ্য নেই, তার দুঃখ-দুর্দশায় অংশীদার হয় না, সাধ্যানুসারে সাহায্য করে না, সে ব্যক্তি প্রকৃত ঈমানদার নয়। অপরদিকে যার প্রতিবেশী অনাহারে দিনাতিপাত করে, অথচ তাকে খাদ্য-আহার প্রদানের মতো খানা ঘরে আছে; কিন্তু সে দেয় না, সে ব্যক্তিও পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারে না। যদি দেওয়ার মতো অতিরিক্ত কিছু না-ও থাকে, তবুও নিজের খাদ্য থেকে কিছু অংশ দিয়ে হলেও তাকে সাহায্য করতে হবে। অন্যথা কৃপণ বলে চিহ্নিত হবে, ফলে ঈমানের মধ্যে দুর্বলতা দেখা দেবে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, এখানে لَيْسَ الْمُؤْمِنُ অর্থ হবে– اَلْمُؤْمِنُ الْكَامِلُ অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার নয়।

قَوْلُهٗ وَجَارُهٗ جَائِعٌ **-এর ব্যাখ্যা :** প্রতিবেশী এমন ক্ষুধার্ত যে, জঠর জ্বালায় সে কাতর হয়ে পড়েছে। এ সময় তাকে নিজের প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত থেকে দিতে হবে। যদি অতিরিক্ত কিছু দেওয়ার মতো না থাকে, তবে নিজের চাহিদার চেয়ে তার চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে তাকে সাহায্য করতে হবে। পবিত্র কুরআনে এমন নিষ্ঠাবান এক আনসারী সাহাবীর আত্মত্যাগের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাজিল করেছেন– يُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ الخ

হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ : এ হাদীসের উপর আমল করতে পারলে আমরা একদিকে পূর্ণ ঈমানদার হতে পারব। আমাদের সমাজ জীবনে পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা বৃদ্ধি পাবে। অপরদিকে কুরআনের ঐ আয়াতটির বাস্তব প্রয়োগে আমরাও এর অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হবো।

وَعَنْ ٤٧٧٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلٰوتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ اَنَّهَا تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِىَ فِى النَّارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنَّ فُلَانَةَ تُذْكَرُ قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلٰوتِهَا وَاِنَّهَا تَصَدَّقَ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ وَلَا تُؤْذِىْ بِلِسَانِهَا جِيْرَانَهَا قَالَ هِىَ فِى الْجَنَّةِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে বেশি বেশি নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং দান-দক্ষিণায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে; কিন্তু নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। রাসূল ﷺ বললেন, সে দোজখে যাবে। লোকটি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক মহিলা, যার সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম রোজা রাখে, কম দান-দক্ষিণা করে এবং কম নামাজ পড়ে। সে শুধু কয়েক টুকরো পনির আল্লাহর রাস্তায় দান করে; কিন্তু নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল ﷺ বললেন, সে জান্নাতে যাবে।

–[আহমাদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تُؤْذِىْ جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا-এর অর্থ : হাদীসে বর্ণিত জনৈকা মহিলা, যার অধিক নফল নামাজ, রোজা এবং বদান্যতা সম্পর্কে জনশ্রুতি ছিল; কিন্তু এতদসত্ত্বেও নবী করীম ﷺ তাকে 'জাহান্নামি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। শুধুমাত্র একটি কারণে, যেহেতু সে প্রতিবেশীকে কথা দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করত, তাদের অন্তরে কষ্ট দিত। যেমন, প্রতিবেশীকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে, তাদের গিবত করে বেড়ান ইত্যাদি। জিহ্বা মানুষের সবচেয়ে বড় মরণাস্ত্র। স্বাভাবিক অস্ত্রের আঘাত ভালো হয়ে যায়; কিন্তু 'জিহ্বা' নামক অস্ত্রের আঘাত ক্ষতবিক্ষত কোমল অন্তর থেকে কখনো মুছে যায় না। আর সে কারণেই এখানে জিহ্বাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো একজন কবি বলেছেন– جَرَاحَةُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ * وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ অর্থাৎ 'তরবারির ক্ষতের নিরাময় রয়েছে; কিন্তু জিহ্বা দ্বারা যে ক্ষত হয়, তার নিরাময় হয় না।'

قَوْلُهُ تَذْكُرُ قِلَّةَ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا-এর অর্থ : 'জনৈকা মহিলা রোজা, সদকা ইত্যাদি কম আদায় করে।' এর অর্থ হলো, নামাজ, রোজা, সদকা ইত্যাদি ফরজসমূহ যথাযথভাবে আদায় করে; কিন্তু নফল পর্যায়ে খুব একটা আদায় করার ব্যাপারে জনশ্রুতি তেমন নেই। সুতরাং এ হিসেবে প্রসিদ্ধি নেই।

قَوْلُهُ اِنَّهَا تَصَدَّقَ بِالْاَثْوَارِ مِنَ الْاَقِطِ-এর অর্থ : এর অর্থ হলো– 'সে শুধু অল্প কয়েক টুকরো পনির আল্লাহর রাস্তায় দান করে।' এটা দ্বারা জনৈকা মহিলার সামান্য দানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ هِىَ فِى الْجَنَّةِ-এর ব্যাখ্যা : যে মহিলা অল্প নফল নামাজ, অল্প নফল রোজা এবং সামান্য দান-সদকা করত, কিন্তু প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত না, তাকে নবী করীম ﷺ জান্নাতের অধিবাসী হিসেবে সত্যায়িত করেছেন। এর তাৎপর্য হলো, নফল নামাজ-রোজা ইত্যাদি হচ্ছে حَقُّ اللّٰهِ [আল্লাহর হক] আর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়া হচ্ছে حَقُّ الْعِبَادِ [মানুষের হক], যা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার হক তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিতে পারেন ; কিন্তু বান্দার হক যতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষমা না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তা মাফ করবেন না। অতএব, 'মানুষের অধিকার'-এর গুরুত্ব অপরিসীম। জনৈকা মহিলার মধ্যে প্রথম গুণটি কিছু থাকলেও দ্বিতীয় গুণটি পুরোপুরি ছিল বিধায় নবী করীম ﷺ তাকে 'জান্নাতি' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হাদীসের শিক্ষা : আলোচ্য হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, প্রতিবেশীর অধিকার অপরিসীম। তার সাথে সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করা ওয়াজিব। এর ব্যতিক্রম করা হারাম এবং এটাও বোঝা যায় যে, নফল ইবাদত করা অপেক্ষা প্রতিবেশীর সাথে উত্তম সম্পর্ক রাখা অনেক শ্রেয়। আমাদের সমাজে আমরা এমন বহু লোককে দেখতে পাই, যারা হারাম পথে উপার্জন করে নফল ছওয়াবের জন্য ব্যয় করে। যেমন, হারাম পথে আয় করে মসজিদ-মাদ্রাসা নির্মাণ করে, গরিব-মিসকিনকে খানা খাওয়ায়। তাই বলা হয়েছে যে, হারাম পথে উপার্জনকারী ও নফল কাজে ব্যয়কারী জাহান্নামি।

٤٧٧٦ - وَعَنْهُ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ وَقَفَ عَلٰى نَاسٍ جُلُوْسٍ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ قَالَ فَسَكَتُوْا فَقَالَ ذٰلِكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنَا بِخَيْرِنَا مِنْ شَرِّنَا فَقَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجٰى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجٰى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৪৭৭৬. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় উপবিষ্ট সাহাবীর নিকট এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন, আমি কি তোমাদেরকে অবহিত করব না তোমাদের মধ্যে ভালো লোক কে এবং খারাপ লোক কে? রাবী বলেন, এটা শুনে সাহাবায়ে কেরাম চুপ রইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বললেন। তখন এক ব্যক্তি বলল, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের ভালো লোকদেরকে খারাপ লোক থেকে পৃথক করে দেখিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে ভালো সেই ব্যক্তি, যার ভালো কাজের আশা করা যায় এবং যার মন্দ থেকে নিরাপত্তা আশা করা যায়। আর তোমাদের মধ্যে খারাপ সেই ব্যক্তি, যার ভালো কাজের আশা করা যায় না, যার অনিষ্টতা থেকে নিরাপত্তার আশা করা যায় না। –[ইমাম তিরমিযী ও বায়হাকী হাদীসটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

সাহাবীদের নীরব থাকার কারণ : সাহাবায়ে কেরামের চুপ থাকার কারণ ছিল যে, প্রশ্ন করা ভালো, না চুপ থাকা ভালো, তা তাঁরা ঠিক করতে পারছিলেন না। তাঁরা ভয় করছিলেন– لَا تَسْئَلُوْا عَنْ اَشْيَاءَ اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ -এর অন্তর্ভুক্ত হয় কিনা। তা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী– 'কোনো কাজে প্রশ্ন না করে চুপ থাকা রহমত স্বরূপ। কাজেই তোমরা এ ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করবে না।' এ কথার উপর আমল করে তাঁরা চুপ করেছিলেন। এটা বলা যেতে পারে যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথায় ভয় পেয়েছিলেন। ভালো-মন্দ নির্দিষ্ট করে প্রকাশ করা হলে লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। তাঁদের এ অবস্থা বুঝতে পেরে রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো ব্যক্তির নাম নির্দিষ্ট না করে ভালো-মন্দের বর্ণনা দিয়েছেন, যেন কাউকে অপমান বা লজ্জা না পেতে হয়। তাই তিনি বলেছেন, 'উত্তম সেই ব্যক্তি, যে মানুষের উপকার করার জন্য সর্বদা চেষ্টা করে, কখনো কারো ক্ষতি করে না, আর মানুষ সর্বদা এ ব্যক্তি থেকে নিরাপদে থাকে।'

قَوْلُهُ خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجٰى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ -এর ব্যাখ্যা : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যার কল্যাণ প্রত্যাশা করা যায় এবং তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ থাকা যায়। এর অর্থ এই যে, সমাজে সে-ই প্রকৃত ভালো মানুষ, যে অন্যের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হিসেবে লোকেরা তার নিকট থেকে কল্যাণ প্রত্যাশা করে। আর অন্যের ক্ষতি সাধন করা তার কর্ম নয় বিধায় সমাজের লোকেরা তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদে থাকে। অর্থাৎ যে পরোপকার করে, কারো ক্ষতি সাধন করে না, সে-ই ভালো মানুষ।

قَوْلُهُ مَنْ لَا يُرْجٰى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের অর্থ হলো, তোমাদের মধ্যে মন্দ লোক সেই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে কেউ কোনোরূপ মঙ্গল বা উপকার আশা করতে পারে না, কারো উপকার করা তার স্বভাব নয়, আর তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপত্তা অনুভব করা যায় না; বরং সকলেই তার খারাবির ব্যাপারে আশঙ্কাগ্রস্ত থাকে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলার পদ্ধতি আমরা অত্র হাদীস থেকে এভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি, যেভাবে রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ সম্পর্কে বলব না?' অর্থাৎ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে বলব। আমরা আরো জানতে পারি যে, যে কথা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা বার বার আবৃত্তি করা উচিত। অবশেষে তাদেরকে এ কথাটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, কারো মধ্যে কোনো দোষ-ত্রুটি দেখতে পেলে মানুষের সম্মুখে তাকে লজ্জা দেওয়া অন্যায়। অবশ্য এমন ইঙ্গিত-ইশারায় কথা বলতে হবে, যেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বুঝতে পারে। যদি আমরা এ নীতি মোতাবেক আমল করতে পারি, তবে অনেক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাব।

٤٧٧٧ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَخْلَاقَكُمْ كَمَا قَسَّمَ بَيْنَكُمْ اَرْزَاقَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُعْطِى الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِى الدِّيْنَ اِلَّا مَنْ اَحَبَّ فَمَنْ اَعْطَاهُ اللّٰهُ الدِّيْنَ فَقَدْ اَحَبَّهُ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِسَانُهُ وَلَا يُؤْمِنُ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ ـ

৪৭৭৭. **অনুবাদ :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে তোমাদের চরিত্র বণ্টন করেছেন, যেভাবে তোমাদের রিজিক বণ্টন করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তিকে দুনিয়া দান করেন, যাকে প্রিয়জন মনে করেন এবং ঐ ব্যক্তিকেও দান করেন, যাকে প্রিয়জন মনে করেন না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালোবেসেছেন, তাকে ছাড়া অন্য কাউকে দীন দান করেন না। অতএব যাকে আল্লাহ তা'আলা দীন দান করেন, তাকে তিনি ভালোবেসেছেন। যার হাতে আমার প্রাণ, সেই সত্তার কসম, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান হতে পারে না, যতক্ষণ না তার অন্তর ও মুখ [রসনা] মুসলমান হবে এবং কোনো ব্যক্তি ঐ সময় পর্যন্ত মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না তার প্রতিবেশী তার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُعْطِى الدُّنْيَا -এর ব্যাখ্যা : দুনিয়ার ধনসম্পদ সকলের জন্য অবারিত। আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালোবাসেন আর যাকে ভালোবাসেন না সকলকেই তিনি ইচ্ছা অনুযায়ী ধনসম্পদ দান করেন। আর দীন দান করেন তাকে, যাকে তিনি পছন্দ করেন। সুতরাং দীনদার হওয়া আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হওয়ার প্রমাণ, মালদার হওয়া আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হওয়ার প্রমাণ নয়। ধনসম্পদ প্রদান যদি আল্লাহ তা'আলার প্রিয় হওয়ার প্রমাণ হতো, তাহলে কাফের-মুশরিকরা এক ফোঁটা পানিও পেত না।

قَوْلُهُ لَا يُعْطِى الدِّيْنَ -এর ব্যাখ্যা : এখানে দীন অর্থ 'উত্তম চরিত্র' এবং 'প্রশংসনীয় শিষ্টাচার'। এ মহৎ গুণটি আল্লাহ তা'আলা সকলকে দান করেন না। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার একান্ত প্রিয়জন, যাকে তিনি আপন করুণায় সিক্ত করতে চান, একমাত্র তাকেই এ বিশেষ গুণটি দান করে থাকেন, যার আলোকে তার হৃদয়-মন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উঠে। এ উত্তম চরিত্র যার মধ্যে আছে, বুঝতে হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষভাবে ভালোবাসেন। তাই বর্ণিত হয়েছে, যাকে আল্লাহ ভালোবাসেন না তাকে দীন তথা উত্তম চরিত্র প্রদান করা হয় না।

قَوْلُهُ لَا يُسْلِمُ عَبْدٌ حَتّٰى يُسْلِمَ قَلْبُهُ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ বলেন, 'সে ব্যক্তি মুসলমান নয়, যার অন্তর এবং জিহ্বা মুসলমান না হবে।' এর ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূল ﷺ সম্পর্কে কোনো মানুষের আন্তরিক বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলেই তাকে মুসলমান বলা যাবে। মানুষের জিহ্বা বা মুখ হলো অন্তর নামক মেশিনের স্বীকার। অন্তরে যা থাকবে, তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে মুখ দ্বারা। অতএব, কলব এবং লিসানের মধ্যে সমন্বয় সাধন হলে অর্থাৎ অন্তরের বিশ্বাস এবং মৌখিক স্বীকারোক্তি পাওয়া গেলেই তাকে মুসলমান বলা যাবে। এ বাস্তবতার দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে উল্লিখিত হাদীসাংশের মাধ্যমে

قَوْلُهُ حَتّٰى يَأْمَنَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ -এর ব্যাখ্যা : প্রতিবেশীর উপর প্রতিবেশীর অধিকারের ব্যাপারে ইসলামি শরিয়তে জোর তাকিদ রয়েছে। যে প্রতিবেশীর অধিকার পালিত হয়নি, তার উপর তার প্রতিবেশীর পক্ষ হতে জুলুম হয়েছে বলে ইসলাম ঘোষণা দিয়েছে। সুতরাং ঈমানী দায়িত্ব হলো, প্রতিবেশীর অধিকার যে পালন করবে না সে প্রকৃত ঈমানদার হতে পারে না।

٤٧٧٨ - وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ. (رَوَاهُمَا اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭৭৮. **অনুবাদ :** আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মুসলমান প্রেম-প্রীতি ও ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল। তার মধ্যে কোনো কল্যাণ বা মঙ্গল নেই, যে ব্যক্তি অন্যকে ভালোবাসে না এবং অন্য মুসলমানও তার প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে না। –[হাদীসদ্বয় ইমাম আহমাদ ও বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ -এর ব্যাখ্যা : মু'মিন হলো ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল বা ভালোবাসার প্রতীক। ইসলামের সুশিক্ষায় মুসলমানের অন্তর উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। তারা পায় সামাজিক জীবনের সার্বিক দিকনির্দেশনা। আর এর মাধ্যমেই তারা উজাড় করে দিতে পারে হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি। অতি আপন করে নিতে পারে সর্বসাধারণকে। মুসলমানদের এ সুমহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বহু বিধর্মী পর্যন্ত সঠিক পথের দিশা পেয়েছে। এ কারণেই মহানবী ﷺ মু'মিনদেরকে ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

قَوْلُهُ لَا خَيْرَ فِيْمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা পেতে হলে প্রথমে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। মানুষকে ভালোবাসার অর্থ তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তার কল্যাণে সদাসর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখা, তার সুখ-দুঃখের সমভাগী হওয়া। যার মধ্যে সমবেদনা বোধটুকু নেই, তাকে অন্য মানুষেরা কখনোই ভালোবাসতে পারে না। যে মানুষের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত, সে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা থেকেও বঞ্চিত। আল্লাহ্‌র ভালোবাসা পাওয়ার পূর্বশর্ত হলো বান্দার ভালোবাসা। অতএব, যে আল্লাহর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত, তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকতে পারে না।

وَعَنْ ٤٧٧٩ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ قَضٰى لِاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِىْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِىْ وَمَنْ سَرَّنِىْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ.

৪৭৭৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি আমার উম্মতের মধ্য থেকে কারো অভাব পূরণ করবে, যাতে তার ইচ্ছা যে, সে তাকে সন্তুষ্ট করবে, তবে সে আমাকে সন্তুষ্ট করল। যে ব্যক্তি আমাকে সন্তুষ্ট করল, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করল। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল, আল্লাহ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُرِيْدُ اَنْ يَسُرَّهُ-এর ব্যাখ্যা : অন্যের প্রয়োজন মেটানো ও অভাব মোচন করা আল্লাহ তা'আলার দেওয়া মানুষের একটি বিশেষ মানবিক গুণ। এ গুণের সাথে যদি নিঃস্বার্থ অভিপ্রায়ের সংযোজন হয়, লক্ষ্য হয় যদি অন্যের সন্তুষ্টি অর্জন করা, তাহলে এর ফলে খুশি হন রাসূল ﷺ। আর রাসূল ﷺ-এর সন্তুষ্টি মানে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি। আল্লাহর সন্তুষ্টি যার নসিবে আছে, তার মঙ্গলে আল্লাহ তা'আলা সর্বদা নিয়োজিত থাকেন। যেমন, অন্য এক হাদীসে এসেছে– وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দাকে সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার কোনো ভাইকে সাহায্য করতে থাকে।

وَعَنْهُ ٤٧٨٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَغَاثَ مَلْهُوْفًا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ ثَلٰثًا وَسَبْعِيْنَ مَغْفِرَةً وَاحِدَةٌ فِيْهَا صَلَاحُ اَمْرِهِ كُلِّهِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُوْنَ لَهُ دَرَجَاتٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

৪৭৮০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারিত ব্যক্তির ফরিয়াদে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য তিয়াত্তরটি মাগফিরাত অবধারিত করবেন। তন্মধ্যে একটি দান এই যে, এতে তার পার্থিব সকল কাজের সংশোধনের দায়দায়িত্ব গ্রহণ। আর বাহাত্তরটি দান হলো, কিয়ামতের দিন তার মর্যাদা বৃদ্ধির উপকরণ।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ اَغَاثَ مَلْهُوْفًا الخ-এর ব্যাখ্যা : "مَلْهُوْفٌ" শব্দের অর্থ– মজলুম বা অত্যাচারিত, নির্যাতিত, নিপীড়িত। অত্যাচারিতের ফরিয়াদ আল্লাহর দরবারে বিনা অন্তরায়ে পৌছে যায়। মজলুমের করুণ আর্তনাদে যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করে, তাকে রক্ষা করে জালিমের অত্যাচারের স্টীম রোলার থেকে, নির্যাতনের প্রতিবাদ করে বলিষ্ঠ কণ্ঠে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা সে ব্যক্তিকে স্বীয় রহমত দ্বারা সিক্ত করেন। ক্ষমা করে দেন অগণিত অপরাধ, দান করেন অপরিসীম কল্যাণ। ইহকালে এবং পরকালে উভয় জগতে তার জন্য থাকবে শান্তির সুষমা।

وَعَنْهُ ٤٧٨١ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلٰى عِيَالِهِ. (رَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭৮১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আনাস (রা.) ও হযরত 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সকল সৃষ্ট বস্তু আল্লাহ তা'আলার পরিবারের সন্তানসন্ততি বিশেষ। সৃষ্টজীবের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় সেই, যে তার সন্তানসন্ততির প্রতি অনুগ্রহ করে। –[ইমাম বায়হাকী (র.) উপরিউক্ত তিনটি হাদীস শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** 'সকল সৃষ্টি আল্লাহ তা'আলার পরিবার'– কথাটি রূপকভাবে ব্যবহৃত হলেও অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। সৃষ্টির স্রষ্টা হিসেবে পরিবারের অভিভাবক হিসেবে গোটা পরিবারের দেখাশোনা, জীবিকা প্রদান এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সকল অভিভাবকের অভিভাবক মহান আল্লাহ তা'আলা গ্রহণ করেছেন। তিনি সৃষ্টি নিচয়ের জন্য আলো-বাতাস সমানভাবে বণ্টন করে দিয়েছেন। প্রকৃত সমৃদ্ধ করেছেন সকলকে। আর এজন্যই তিনি সকল মাখলূকের অধিপতি বা অভিভাবক।

وَعَنْ ٤٧٨٢ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جَارَانِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৭৮২. অনুবাদ : হযরত উকবাহ ইবনে 'আমির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার আদালতে যে মামলার বিচার হবে, তা হলো দুজন প্রতিবেশীর ঝগড়ার মামলা। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহর হক সংক্রান্ত বিচার-আচারের পর বান্দার হক সম্পর্কিত মকদ্দমায় প্রথম দুই প্রতিপক্ষ হবে দুজন প্রতিবেশী। কারণ পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় যে, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম আল্লাহ তা'আলার হক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্য হতে নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। জুলুম-অত্যাচার সংশ্লিষ্ট বান্দার হকের প্রশ্নে সর্বাগ্রে হত্যাকাণ্ড বিষয়ের সর্বপ্রথম বিচার অনুষ্ঠিত হবে। আর মুআমালা সম্পর্কিত ব্যাপারে সর্বপ্রথম দুই প্রতিবেশীর মধ্যকার আচরণ সম্পর্কিত বিষয়ে ফয়সালা হবে। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– اَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جَارَانِ

বিভিন্ন হাদীসের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার সমাধান : আলোচ্য হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, প্রতিবেশীর ঝগড়ার বিচার হবে সর্বপ্রথম। অথচ অপর এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত হয়েছে, সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব-নিকাশ হবে এবং আরেক রেওয়ায়াতে আছে, সর্বপ্রথম হত্যাকাণ্ড ও খুনখারাবি মামলার বিচার হবে। আপাতদৃষ্টিতে এ হাদীস তিনটি পরস্পর বিরোধী। মুহাদ্দিসগণ এর সমাধানে বলেছেন, হক তথা অধিকার প্রথমে দু-ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। একটি আল্লাহর হক এবং অপরটি বান্দার হক। সুতরাং আল্লাহর হকের মধ্যে সর্বাগ্রে নামাজের বিচার হবে এবং বান্দার হকের মধ্যে জুলুম-অত্যাচার তথা খুনখারাবির বিচার সর্বপ্রথম হবে। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মাখলূকাতের সাথে মু'আমালা সম্পর্কিত ব্যাপারে দুজন প্রতিবেশীর ঝগড়ার বিচার প্রথমে হবে। মোটকথা, হাদীসসমূহের মধ্যস্থিত অগ্রের ব্যাপারটি বিভিন্ন শ্রেণিতে পৃথক পৃথক হওয়ায় হাদীসসমূহের মধ্যে বিরোধ থাকে না।

وَعَنْ ٤٧٨٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلًا شَكَا اِلَى النَّبِىِّ ﷺ قَسْوَةَ قَلْبِهٖ قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৭৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে নিজের কঠিন হৃদয় সম্পর্কে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রতিকার হিসেবে বললেন যে, এতিমের মাথায় হাত বোলাও এবং নিঃস্বদেরকে খাদ্য খাওয়াও। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَسْوَةَ قَلْبِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** قَسْوَةَ قَلْبٍ অর্থ– হৃদয়ের কঠিনতা। যে হৃদয়ে ভালোবাসা নেই, করুণার লেশমাত্র নেই, দয়ামায়া ও প্রেম-প্রীতি নেই এটাই হলো কঠিন হৃদয়। বিভিন্ন অপকর্ম এবং পাপ কাজ করার কারণে অন্তর কঠিন হয়ে যায়।

قَوْلُهُ اَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ **-এর ব্যাখ্যা :** জনৈক ব্যক্তি হযরত নবী করীম ﷺ-কে তার হৃদয়ের কঠিনতা সম্পর্কে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন, এতিম-অনাথের মাথায় করুণার হাত বোলাতে। পিতামাতাহীন অসহায় শিশুর দিকে তাকালে তার মাথায় ভালোবাসার হাত স্পর্শ করলে যত কঠিন হৃদয়ই হোক না কেন, স্বভাবতই সে হৃদয়ে কিছুটা মমতার উদ্রেক হবে, সহনশীলতায় উদ্বেলিত হবে এবং কঠিনতা বিদূরিত হবে। এ কারণেই কঠিন হৃদয়ের অধিকারীকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এতিমের মাথায় হাত বোলাতে উপদেশ দিয়েছেন।

قَوْلُهُ اَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ **-এর তাৎপর্য :** অন্তরের কঠিনতা দূর করার দ্বিতীয় পন্থা হলো, মিসকিন তথা ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করা। ধনসম্পদের প্রাচুর্যতার কারণে মানুষের মন স্বভাবত কঠিন হয়ে যায়। কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি যদি মিসকিনকে আহ্বান করে খাদ্য প্রদান করে, তখন তাকে দেখে নিজের মনে দুঃখের উন্মেষ ঘটে, চিন্তার সাগরে সে নিমগ্ন হয়, হয়তো আল্লাহ তা'আলা তাকেও এভাবে অন্ন-বস্ত্রহীন করতে পারত, পথের ভিখারি বানাতে পারত-এ চিন্তার প্রভাব কিছুটা হৃদয়পটে অঙ্কিত হবে। যার ফলে তার উপর আল্লাহ তা'আলার বিশেষ কৃপার কথা স্মরণ হবে। আর এ কারণেই তার হৃদয়ের কঠিনতা বিদূরিত হবে।

হাদীসের বাস্তব শিক্ষা ও প্রয়োগ : আমাদের সকলের অন্তরের মধ্যে কমবেশি কিছু না কিছু কঠোরতা অবশ্যই আছে, যার দরুন আমাদের মধ্যে পরশ্রীকারতার মতো খারাপ চরিত্রের জন্মলাভ ঘটেছে, ফলে প্রশস্ত ও উদার অন্তর দিয়ে আমরা মানুষকে ভালোবাসতে পারি না। অথচ মু'মিনের অন্তর হতে হবে কোমল। কঠিনমনা মানুষ যেমন মানুষের কাছে ঘৃণিত, তেমনি আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকেও বঞ্চিত। অতএব, অত্র হাদীসের আলোকে আমাদের অন্তরকে কোমল করার জন্য রাসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত এ নীতি অবলম্বন করে চলা উচিত।

وَعَنْ ٤٧٨٤ سُرَاقَةَ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلَا اَدُلُّكُمْ عَلٰى اَفْضَلِ الصَّدَقَةِ اِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةً اِلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৭৮৪. অনুবাদ : হযরত সুরাকাহ ইবনে মালিক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– আমি কি তোমাদেরকে উত্তম সদকা সম্পর্কে অবহিত করব না? এটা তোমার ঐ কন্যার প্রতি সদকা করা, যাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, আর তুমি ছাড়া তার উপার্জনশীল অন্য কেউ নেই।
–[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِبْنَتُكَ مَرْدُوْدَةً اِلَيْكَ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ উত্তম সদকার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তোমাদের কারো কন্যা যদি তার স্বামীর ঘর থেকে তালাকপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে আসে বা তার স্বামীর মৃত্যুর কারণে তোমাদের নিকট এসে আশ্রয় প্রার্থী হয়, তখন তোমরা তার প্রতি সদয় হয়ে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা কর এবং আন্তরিকতার সাথে তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর। এটা তোমাদের পক্ষ থেকে উত্তম সদকা হিসেবে পরিগণিত হবে।

بَابُ الْحُبِّ فِى اللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ

পরিচ্ছেদ : আল্লাহ তা'আলার প্রতি ভালোবাসা এবং বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা

"اَلْمَحَبَّةُ" শব্দটির অর্থ হলো مَيَلَانُ الْقَلْبِ অর্থাৎ অন্তরের ঝোঁক, কোনো বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি অন্তর বিগলিত হওয়া, সেদিকে ঝুঁকে যাওয়ার নাম মহব্বত। কেউ কেউ বলেন- مَيْلُ الْقَلْبِ اِلَى الشَّئِ لِتَصَوُّرِ الْكَمَالِ فِيْهِ অর্থাৎ কোনো বস্তুর মধ্যে বিশেষ সৌন্দর্যের পূর্ণতার ধারণায় তার প্রতি অন্তরের আকৃষ্ট হওয়াকে 'মহব্বত' বলে। মহব্বত সম্পর্কিত বহু আয়াত পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে, যেমন-

১. يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ .

২. لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৩. اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا .

اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : পার্থিব কোনো স্বার্থে কোনো ব্যক্তির দেহ বা শরীরকে মহব্বত না করা, পরকালে উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্য নিহিত থাকা এবং তার মধ্যে এমন কিছু গুণাবলি আছে, যা আমার মধ্যে সৃষ্টি হলে পরকালে উপকৃত হওয়ার আশা করা যায়। যেমন, শিক্ষককে এজন্য মহব্বত করতে হয় যে, তাঁর ভালোবাসায় বিদ্যা অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে নেক আমল করার সুযোগ পাবে। ফলে এ কারণে পরকালে কামিয়াবি হাসিল হবে।

اَلْحُبُّ مِنَ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : মানুষ যখন নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে, তখন আল্লাহ তা'আলাও তার প্রতি সন্তুষ্ট হন। যেমন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসায় নিজের কন্যা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে বিয়ে দেন এবং সমস্ত সম্পদ দীনের জন্য উৎসর্গ করে শুধু রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নয় ; বরং মু'মিনগণ ও আল্লাহ তা'আলারও সর্বোচ্চ ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

'মহব্বত' -এর প্রকারভেদ : 'মহব্বত' প্রথমত দু-প্রকার- ১. فِطْرِىْ বা প্রকৃতিগত এবং ২. غَيْرُ فِطْرِىْ বা অপ্রকৃতিগত।

১. **فِطْرِىْ বা প্রকৃতিগত :** স্বভাবত মানুষ নিজের অজ্ঞাতে কারো প্রতি যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, তাকে مَحَبَّةٌ فِطْرِىْ [মুহাব্বতে ফিতরী] বলে। যেমন, সন্তানের উপর পিতামাতার ভালোবাসা। এ প্রকারের মহব্বতকে مَحَبَّةٌ طَبْعِىْ ও বলা হয়।

২. **غَيْرُ فِطْرِىْ বা অপ্রকৃতিগত :** এ প্রকারের মহব্বতকে اِخْتِيَارِىْ ও বলা হয়। এটা এমন ভালোবাসা, যার ভিত্তি জন্মগত দিক দিয়ে নয়; বরং অন্য বহিরাগত গুণাবলির কারণে হয়ে থাকে।

غَيْرُ فِطْرِى বা অপ্রকৃতিগত আবার দু-প্রকার : ১. مَحَبَّةٌ اِيْمَانِىْ ও ২. مَحَبَّةٌ عَقْلِىْ

১. **مَحَبَّةٌ اِيْمَانِىْ :** যা স্বাভাবিকভাবে অপছন্দ হলেও ঈমানের কারণে কোনো জিনিসের ভালোবাসা অন্তরে আসা। যেমন, শীতকালে অজু করে নামাজ পড়া কষ্টকর হলেও ঈমানের দাবি অনুযায়ি অজু করে নামাজ আদায় করতে হয়।

৩. **مَحَبَّةٌ عَقْلِىْ :** ঐ সকল বস্তুর ভালোবাসাকে বলে, যা স্বভাবের দাবিতে নয় বা বিশ্বাসের প্রেক্ষিতে নয়; বরং জ্ঞানের দাবিতে ভালোবাসা। যেমন, তিক্ত ঔষধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপকারার্থে সেবন করা।

উল্লিখিত পরিচ্ছেদে এমন কতিপয় হাদীস বর্ণনা করা হচ্ছে, যার মাধ্যমে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে কিভাবে কি উদ্দেশ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবে, তার বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হয়েছে বিধায় এ পরিচ্ছেদের নাম রাখা হয়েছে-

بَابُ الْحُبِّ فِى اللّٰهِ وَمِنَ اللّٰهِ .

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٧٨٥ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ)

৪৭৮৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- রূহসমূহ শরীরে প্রবেশ করার পূর্বে একদল পতাকাধারী সৈন্যের মতো ছিল। যে রূহসমূহ শরীরে প্রবেশ করানোর পূর্বে পরস্পর পরিচিত ছিল, এখনো তারা পরস্পর পরিচিত এবং একে অপরের সাথে বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। আর যে রূহসমূহ ঐ সময় পরস্পর অপরিচিত ছিল, তাদের এখনো পরস্পর মতানৈক্য রয়েছে। -[বুখারী, ইমাম মুসলিম (র.) এ হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ- আত্মাসমূহ রূহজগতে সৈন্যদলের মতো সারিবদ্ধ ও পরস্পর মুখোমুখি অবস্থানকারী কিংবা মিশ্রিত অবস্থায় ছিল। যার দরুন নিকটস্থ ও সামনাসামনি অবস্থানকারী আত্মাগুলো পরস্পর পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে। আর দূরবর্তী ও বিপরীত দিকে অবস্থানকারী আত্মাগুলো পরস্পর পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়নি।

قَوْلُهُ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِئْتَلَفَ **-এর অর্থ :** ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়েছে। সে হিসেবে ইহকালে মানুষের সৃষ্ট বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতা রূহ জগতের পরিচিতির উপর ভিত্তি করেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ **-এর অর্থ :** আর রূহজগতে যে সকল আত্মা পরস্পর অপরিচিত ছিল, পার্থিব জগতেও তারা বিরোধকারী ও শত্রুতা পোষণকারী হবে। ফলে জীবনযাপনে পরস্পর গড়মিল থাকবে।

٤٧٨٦ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبَّهُ قَالَ فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِي السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْاَرْضِ وَاِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرَئِيْلَ فَيَقُوْلُ اِنِّيْ اُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضْهُ قَالَ فَيُبْغِضُهُ جِبْرَئِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِيْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلَانًا فَاَبْغِضُوْهُ قَالَ فَيُبْغِضُوْنَهُ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْاَرْضِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাস। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.)ও তাকে ভালোবাসতে থাকেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাস। তখন আকাশের অধিবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতঃপর সে বান্দার জন্য জমিনেও স্বীকৃতি স্থাপন করা হয়। আর যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে ডেকে বলেন যে, আমি অমুক বান্দাকে ঘৃণা করি, তুমিও তাকে ঘৃণা কর। রাবী বলেন, অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আ.)ও তাকে ঘৃণা করেন এবং আকাশে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ তা'আলা অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, তোমরাও তাকে ঘৃণা কর এবং আকাশবাসীরাও তার প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। অতঃপর তার জন্য জমিনেও ঘৃণা স্থাপন করা হয়। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَّ اللّٰهَ اِذَا اَحَبَّ عَبْدًا **-এর ব্যাখ্যা :** 'আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে ভালবাসেন'-এর ব্যাখ্যায় আল্লামা নববী (র.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে সরল সঠিক পথের দিশা প্রদান করেন, তার উপর যাবতীয় নিয়ামত সুপ্রসন্ন করে দেন, তার উপর রহমত বর্ষণ করেন। বেশি বেশি নেক কাজ করার তাওফীক দান করেন এবং অন্যায় ও অসৎ পথ থেকে ফিরিয়ে রাখেন। এক কথায় তার সার্বিক বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার আল্লাহ তা'আলা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেন।

قَوْلُهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرَئِيْلُ .... اَهْلُ السَّمَاءِ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং আকাশের অধিবাসী অর্থাৎ অন্যান্য ফেরেশতাদের ভালোবাসার অর্থ হলো, তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে সেই ব্যক্তির মাগফিরাত প্রার্থনা করে, তার সার্বিক কল্যাণ কামনায় সদা নিয়োজিত থাকে, আর দুনিয়াবাসীদের মধ্যে তার সুনাম-সুখ্যাতি বিস্তৃত করে, যার ফলে অন্যান্য লোকেরা তাকে সম্মান-শ্রদ্ধা করতে থাকে।

قَوْلُهُ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা যাকে ভালোবাসেন, তিনি পৃথিবীতে তার জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করেন। সেই ব্যক্তি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যায়, তাকে সকলেই সম্মান এবং মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখে। এটা আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে অথবা আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কুদরতে মনুষ্য অন্তরে তার শ্রদ্ধা-ভক্তি জাগিয়ে তোলেন।

قَوْلُهُ يُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা যার প্রতি অসন্তুষ্টি ও বিরাগভাজন হয়ে পড়েন, তাকে অপমানিত-লাঞ্ছিত করতে মনস্থ করেন, তখন তিনি একইভাবে হযরত জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে কিংবা স্বয়ং নিজ কুদরতে মনুষ্য অন্তরে তার প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দেন।

وَعَنْـــــهُ ٤٧٨٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, সেই লোকেরা কোথায়? যারা আমার ইজ্জতের খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসত। আজ আমি তাদেরকে আমার ছায়ায় জায়গা দেব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ **-এর অর্থ :** আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্বে এবং গৌরবে যারা পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছে, পার্থিব কোনো স্বার্থের জন্য ভালোবাসা স্থাপন করেনি, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তারা আজ কোথায়? অথবা যারা আমার প্রতিদানের উদ্দেশ্যে এবং আমার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিল, তারা আজ কোথায়?

قَوْلُهُ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলার 'ছায়া' সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন উক্তি করেছেন-

১. আমি তাদেরকে আমার সাহায্যের ছায়াতলে আশ্রয় দান করব।
২. আমার আরশের ছায়াতলে তাদেরকে ছায়া দান করব।
৩. গরমের পর যে ছায়ার প্রয়োজন, সেই ছায়াতলে তাদেরকে স্থান দেব।
৪. ছায়া অর্থ- আল্লাহ তা'আলার নিয়ামত ও শান্তি।
৫. 'তুবা' বৃক্ষের ছায়ায় স্থান দেওয়া হবে।

প্রতিশ্রুত ছায়া কখন দান করা হবে? বেহেশতে প্রবেশ করার পূর্বে সূর্য যখন মাথার নিকটবর্তী হবে, তেজ দীপ্তিতে সূর্যরশ্মি বিকিরণ করতে থাকবে, তখন মানুষ দিশেহারা হয়ে এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহাগৌরবে ভালোবাসা স্থাপনকারীগণকে রহমতের ছায়াতলে আশ্রয় দান করবেন।

وَعَنْهُ ٤٧٨٨ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَارْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ اَنِّيْ اَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৭৮৮. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এক ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় রওয়ানা করল। সে অপর গ্রামে ছিল। আল্লাহ তা'আলা তার রাস্তায় তার অপেক্ষায় একজন ফেরেশতা বসিয়ে দিলেন। সে যখন সেখানে পৌছল, ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যেতে ইচ্ছে করেছ? সে বলল, ঐ গ্রামে আমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে ইচ্ছে করেছি। ফেরেশতা বলল, তার কাছে তোমার কোনো অনুগ্রহ পাওনা আছে যে, তুমি তা আনবে? সে বলল, না, আমি শুধু আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য তাকে ভালোবাসি। তখন ফেরেশতা বলল, আমি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে প্রেরিত হয়েছি। আল্লাহ তোমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে অনুরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি তাকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য ভালোবেসেছ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ **-এর ব্যাখ্যা :** নিঃস্বার্থ মহব্বত আল্লাহ তা'আলার নিকট অধিক প্রিয় বস্তু। এক ব্যক্তি এ নিঃস্বার্থ ভালোবাসায় অন্য গ্রামের এক মুসলিম ভাইয়ের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিল। এ সাক্ষাৎ দুনিয়ার কোনো স্বার্থলাভের জন্য ছিল না, একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসা এবং সন্তুষ্টি অর্জনই লক্ষ্য ছিল। যাত্রাপথে সেই ব্যক্তিকে ফেরেশতা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার কথা অবহিত করে বললেন, তুমি যেরূপ ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাস, আল্লাহ তা'আলাও তোমাকে সেরূপ ভালোবাসেন।

قَوْلُهُ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষ মানুষের কাছে যেমন স্বার্থ আদায়ের জন্য কিংবা কোনো প্রয়োজন মেটাতে যায়, অনুরূপভাবে নিঃস্বার্থ চিত্তে দীনি মহব্বতেও একে অন্যের নিকট ছুটে যায়। আলোচ্য হাদীসে মুসলিম ভাইয়ের নিকট পথগামী এক ব্যক্তিকে মানবরূপী ফেরেশতারা তার গমনের কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করল, তুমি কি তোমার ভাইয়ের কাছে তোমার কোনো হক বা অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছ, যা তার নিকট প্রাপ্য আছ? এখানে নিয়ামত দ্বারা কোনো বস্তু পাওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ **-এর মর্মার্থ :** মুসলিম ভাইয়ের কাছে গমনকারী ব্যক্তি ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে বলল, আমি আমার দীনি ভাইকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ভালোবাসি। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য। এ ছাড়া দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য এতে নেই।

وَعَنْ ٤٧٨٩ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৮৯. **অনুবাদ :** হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে হাজির হলো এবং জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি অভিমত? যে কোনো দলকে ভালোবাসে; কিন্তু তাদের সাথে কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সেই ব্যক্তি তার সাথেই আছে, যাকে সে ভালোবাসে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ الخ **-এর অর্থ :** আপনি কি বলেন বা কি অভিমত পোষণ করেন? সেই ব্যক্তি সম্পর্কে, যে ওলামায়ে কেরাম বা সালেহীনদের মধ্য থেকে কাউকে দাবি করে যে, আমি তাকে ভালোবাসি। এখানে "كَيْفَ" শব্দটি مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ مَا تَقُوْلُ আর اَحَبَّ ফি'লটি يَدَّعِى الْمُحَبَّةَ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ لَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ **-এর অর্থ :** অর্থাৎ সে কখনো তাদের সাহচর্য পায়নি। হাদীস বিশারদগণ এর বিভিন্ন অর্থ করেছেন– ১. তাদের সাহচর্য অবলম্বন করেনি। ২. ইলম বা বিদ্যায় তাদের সমপর্যায়ে পৌছেনি। ৩. আমলে তাদের সমকক্ষ হয়নি। ৪. তাদের সাথে মিলন হয়নি তথা তাদের যুগ পায়নি, তবে তাদেরকে মহব্বত করে।

قَوْلُهُ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ **-এর ব্যাখ্যা :** যদি কেউ কোনো আলিম বা সালেহীনকে ভালোবাসে, আর কোনো কারণবশত তাদের সাক্ষাৎ না পায়, তাদের সাথে সঙ্গ লাভ না করে, তাদের কোনো উপকার বা কল্যাণ নাও করে, তবু তার প্রিয় ও আকাঙ্ক্ষিত লোকদের সাথে হাশর হবে। তার আকাঙ্ক্ষিত দলের সে বন্ধুত্ব লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা কালামে পাকে বলেছেন– 'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভক্তি ভরে অনুসরণ করে, তারা ঐ লোকদের সাথে হাশরের ময়দানে উঠবে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন।'

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : বলা হয় যে, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।' সঙ্গী-সাথির প্রভাব অপরজনের মধ্যে প্রভাবিত হবেই। অত্র হাদীসের আলোকে আমরা পরিষ্কারভাবে এ মহা সত্য কথাটি উপলব্ধি করতে পারি যে, দুনিয়ায় যে যাকে বা যে নীতি-আদর্শকে ভালোবাসে, সে সেই আদর্শে প্রভাবিত হয় এবং তার যাবতীয় কার্যক্রমে সেই আদর্শের প্রতিফলন ঘটে। অতএব, আমাদের উচিত আমরা যেন এমন লোকদেরকে ভালোবাসি এবং তাদের নীতি-আদর্শে অনুপ্রাণিত হই, যারা নেক্কার, পুণ্যবান ও পরহেজগার।

৪৭৯০ وَعَنْ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا اَنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَأَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَىْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ فَرَحَهُمْ بِهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৯০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামত কখন হবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, অনুশোচনা তোমার জন্য। কিয়ামতের জন্য তুমি কি প্রস্তুত করেছ? সে জবাবে বলল, আমি কিছুই তৈরি করিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ -কে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি তার সাথেই হবে যাকে তুমি ভালোবাস। রাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন, ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলমানদেরকে আমি কোনো কথায় এতটা খুশি হতে দেখিনি, যতটা খুশি হয়েছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ বাণীতে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا **-এর ব্যাখ্যা :** 'তুমি কিয়ামত দিবসের জন্য কি তৈরি করেছ?' এ কথাটি রাসূল ﷺ নেতিবাচক সুরে বলেছেন। কেননা এ কথা দ্বারা তিনি তাকে এ কথাটি বোঝাতে চেয়েছেন যে, সে সম্পর্কে তোমার প্রশ্ন করাটা অবান্তর ; বরং যে কথাটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, সেদিনের জন্য তোমার নেক আমলের পুঁজি কি আছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখ। পরে যখন সে সর্বোত্তম পুণ্যের কথা প্রকাশ করল, তখন রাসূল ﷺ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

قَوْلُهُ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ **-এর ব্যাখ্যা :** যে যাকে ভালোবাসে, তার হাশর তার সাথেই হবে। এ বাস্তব সত্যটি বিধৃত হয়েছে আলোচ্য হাদীসাংশে। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছুটা ধমকের সুরে বললেন, তুমি এজন্য কি প্রস্তুতি নিয়েছ? লোকটি অপরাধীর ন্যায় বিনীত কণ্ঠে বলল, আমি তেমন কোনো প্রস্তুতি নেইনি, তবে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ -কে মনে-প্রাণে ভালোবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যাকে ভালোবাস, তার সাথেই তোমার হাশর হবে।

قَوْلُهُ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْاِسْلَامِ -এর ব্যাখ্যা : এ উক্তিটি রাবী হযরত আনাস (রা.)-এর। তিনি বলেছেন– যখন জনৈক ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ" সেই মুহূর্তের বর্ণনায় হযরত আনাস (রা.) বলেন, এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম যে, এত আনন্দিত হয়েছেন, যা ইসলাম গ্রহণের পর আমি আর কখনো দেখিনি। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মনে-প্রাণে ভালোবাসতেন, নিজেদের জানমালের চেয়েও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেশি মহব্বত করতেন, ফলে তাঁরই সাথে তাদের হাশর হবে, একই বেহেশতে অবস্থান করবেন। এ খুশিতে তারা আত্মহারা হয়ে উঠেছিলেন, এটাই আলোচ্যাংশের অর্থ।

وَعَنْ ٤٧٩١ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالسُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تُبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৭৯১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সৎলোকের সাহচর্য ও অসৎলোকের সাহচর্য যথাক্রমে কস্তূরী বিক্রেতা ও কর্মকারের ভাট্টিতে ফুঁক দেওয়ার মতো। কস্তূরী বিক্রেতা হয়তো তোমাকে এমনিতেই কিছু দান করবে অথবা তুমি তার নিকট থেকে কিছু কস্তূরী ক্রয় করবে। আর অন্ততপক্ষে কিছু না হলেও তার সুঘ্রাণ তোমার অন্তর ও মস্তিষ্ককে সঞ্জীবিত করবে। পক্ষান্তরে ভাট্টিতে ফুঁক দানকারী তোমার কাপড় জ্বালিয়ে দেবে। আর কিছু না হলেও তার দুর্গন্ধ তুমি পাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَامِلُ الْمِسْكِ وَنَافِخُ الْكِيْرِ -এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ সৎ সাথিকে কস্তূরী বহনকারীর সাথে তুলনা করেছেন। অথচ কস্তূরী বহনকারীর কস্তূরীর সুঘ্রাণ শুধু বহনকারীকেই মোহিত করে না; বরং সেটা তার সাহচর্যে আগমনকারী ও আশে-পাশের লোকজনকেও আপন সৌরভ দ্বারা বিমোহিত করে তোলে। তেমনি সৎ-সাথির চরিত্র মাধুর্যও তার সাথিদের পুলকিত করে, তাদের মধ্যেও তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। আর দুষ্ট ও মন্দ সাথিকে কর্মকারের হাপরে ফুঁক দানকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা দ্বারা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে হয়তো তার সাথির বস্ত্র পুড়িয়ে দেবে কিংবা তা থেকে একপ্রকার বিকৃত দুর্গন্ধ বের হবে। অর্থাৎ দুষ্ট ও মন্দ সাথির চরিত্রের দূষণীয় দিকগুলো তার মধ্যে প্রভাব সৃষ্টি করে তাকেও মন্দে পরিণত করবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

وَعَنْ ٤٧٩٠ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ . (رَوَاهُ مَالِكٌ) وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِىْ جَلَالِىْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ .

৪৭৯২. **অনুবাদ :** হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– যারা আমার সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সভা-সমাবেশে উপস্থিত হয়ে আমার গুণগান করে, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আমারই ভালোবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের সম্পদ পরস্পরের মধ্যে ব্যয় করে, তাদেরকে ভালোবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়। –[মালেক]

তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমার মহত্ত্ব ও সম্মানের খাতিরে যারা পরস্পর মহব্বত করে, তাদের জন্য পরকালে বিরাট নূরের মিনার হবে, যা দেখে নবী ও শহীদগণ ঈর্ষা করবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ -এর ব্যাখ্যা : মহান রাব্বুল 'আলামীন ইরশাদ করেন, যারা একমাত্র আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পরস্পর ভালোবাসার সেতু বন্ধনে আবদ্ধ হবে, প্রেম-প্রীতির একই ডোরে গ্রথিত হবে, তাদের এ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভালোবাসার মাঝে কোনো স্বার্থ-সিদ্ধির ফন্দি আসবে না, থাকবে না কোনো কু-মতলব, তাহলে এ নিঃস্বার্থ ভালোবাসার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জান্নাতে অনুপ্রবেশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

قَوْلُهُ الْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ -এর ব্যাখ্যা : যারা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে পরস্পর এক জায়গায় সমবেত হয় এবং সেখানে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব, সার্বভৌমত্ব নিয়ে আলোচনা করে, তাঁর মনোনীত দীন ইসলাম গোটা জমিনের বুকে প্রচার এবং প্রসারের রাস্তা পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তাদের জন্যও আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্ত প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন।

قَوْلُهُ الْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ -এর অর্থ : মহান রাব্বুল আলামীন বলেন, যারা আমার উদ্দেশ্যে পরস্পর সাক্ষাৎ করে, তাদের জন্য বেহেশ্তের প্রতিশ্রুতি রইল। এখানে দেখা-সাক্ষাৎ করার অর্থ হলো, মুসলমান ভাইয়ের খোঁজখবর নেওয়া, তার অসুবিধা দূরীভূত করা, তাকে সার্বিক-সহযোগিতা দান করা।

قَوْلُهُ الْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ -এর ব্যাখ্যা : যারা মহান রাব্বুল 'আলামীনের ভালোবাসা অর্জনের জন্য নিজেদের ধনসম্পদ পরস্পরের মধ্যে ব্যয় করে, একজন অপরজনের আর্থিক অসুবিধা লাঘব করে, দীনতা দূরীভূত করে, আর এর পিছনে যদি কোনো কু-মতলব না থাকে, না থাকে কোনো স্বার্থ সিদ্ধির ধান্ধা, আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতের ওয়াদা করেছেন।

قَوْلُهُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার মহত্ত্ব প্রকাশ ও আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনকল্পে যারা পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করে অর্থাৎ আমার দীনের স্বার্থে এবং আমার সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে এ ভালোবাসা গড়ে তোলে। তাদেরকে ভালোবাসা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়।

غِبْطَةٌ -এর অর্থ : 'গিব্তাহ' শব্দের অর্থ হলো, নিয়ামতের অধিকারী ব্যক্তির নিয়ামতের ধ্বংস কামনা না করে নিজেও তদ্রূপ নিয়ামত লাভের প্রত্যাশা করা। এটা ইসলামি শরিয়তে নাজায়েজ নয়। কারণ, এতে কোনোরূপ হিংসা-বিদ্বেষ বা ঈর্ষা নেই; বরং নিজেও সেই নিনয়ামতের অধিকারী হওয়ার প্রত্যাশা করে মাত্র।

قَوْلُهُ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসাংশের বর্ণনায় এ প্রশ্ন হয় যে, নবী ও রাসূলগণের মর্যাদা সাধারণভাবেই সমগ্র মানুষের শীর্ষে। আর শহীদগণও আল্লাহর রাস্তায় জান ও মাল কুরবানি করার মহিমায় আল্লাহ তা'আলার নিকট উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। বিনা হিসেবেই তাঁরা জান্নাতি হবেন। তাঁদের এ বিরাট মর্যাদা ও মহত্ত্ব লাভ হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা কিভাবে এসব লোকের মর্যাদা দেখে লোভাতুর হবেন।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এ প্রশ্নের সমাধানে অত্র হাদীসের নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন−

১. হাদীসে غِبْطَةٌ [লোভাতুর]-এর প্রকৃত মর্ম গ্রহণ করা হয়নি; বরং এর মর্ম হলো, নবী-রাসূল ও শহীদগণ এসব লোকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকবেন এবং তাঁদের মহত্ত্ব ও মর্যাদার জন্য খুশি হবেন। মনে হবে যেন তারাও এরূপ মর্যাদা ও মর্তবার প্রত্যাশা করেন।

২. এর তাৎপর্য হলো, নবী ও শহীদগণ কোনোকিছুর জন্য লোভাতুর হলে তাঁদের এ মর্তবা দেখে লোভাতুর হতেন।

৩. অথবা, উত্তরে বলা যায় যে, কম মর্তবাবানদের মধ্যেও এমন এক আকর্ষণীয় বিষয় রয়েছে, যা শীর্ষস্থানীয় লোকগণ নিজেদের মধ্যে দেখবেন না। যেমন, এক লোক বিপুল সহায়-সম্পদের মালিক। পক্ষান্তরে আর এক লোক একটি মাত্র আকর্ষণীয় বস্তুর মালিক। কিন্তু বিপুল সম্পদের মালিক অগাধ সম্পদের মধ্যে ডুবে থেকেও ঐ আকর্ষণীয় বস্তুটি পেতে ইচ্ছুক হয়। এখানেও ব্যাপারটি অনুরূপ হবে। যেমন, হাজার গোলামের মালিকও অন্য কারো নিকট একটি ছোট সুন্দর গোলাম দেখে মনে করে যে, এ ফুটফুটে গোলামটি যদি আমার হতো।

রাবী পরিচিতি : নাম− মু'আয (রা.), পিতার নাম− জাবাল, উপনাম− আবূ আব্দুল্লাহ আল-আনসারী আল-খাযরাজী। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। আনসারীদের মধ্যে থেকে যে ৭০ জন আকাবার দ্বিতীয় বায়'আতে অংশগ্রহণ করেন, তিনি

তাদের মধ্যে একজন। তিনি বদর যুদ্ধ ও পরবর্তী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণ করেন। নবী করীম ﷺ তাঁকে বিচারক ও শিক্ষকরূপে ইয়ামন প্রেরণ করেন। তাঁর নিকট থেকে হযরত ওমর (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.), হযরত ইবনে ওমর (রা.)-সহ অনেক সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। কারো মতে, তিনি ১৮ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরি অষ্টাদশ বর্ষে ৩৮ বছর বয়সে মহামারী রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٧٩٣ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَا هُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلَا اَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَا يَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَأَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ اَبِيْ مَالِكٍ بِلَفْظِ الْمَصَابِيْحِ مَعَ زَوَائِدَ وَكَذَا فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭৯৩. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার বান্দাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যে, তাঁরা নবীও নন, শহীদও নন; কিন্তু কিয়ামতের দিন নবীগণ ও শহীদগণ আল্লাহ তা'আলার কাছে তাঁদের মর্যাদা দেখে ঈর্ষা করবেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাঁরা কারা? আমাদেরকে বলুন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাঁরা সেসব লোক, যাঁরা শুধু আল্লাহ তা'আলার কুরআনের খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসে, তাঁদের মধ্যে কোনো নিকট আত্মীয়তার সম্পর্কও নেই, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে ধনসম্পদের লেনদেনের সম্পর্কও নেই। আল্লাহর কসম! তাঁদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে অথবা তাঁরা স্বয়ং আলোকবর্তিকা হবে। তাঁরা সে সময় ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত হবে; তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে। অতঃপর রাসূল ﷺ এ আয়াত পাঠ করলেন– অর্থাৎ 'সাবধান! নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুগণের কোনো ভয় নেই। তাঁরা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না।' –[আবূ দাঊদ। আর ইমাম বাগ্‌বী (র.) 'শরহে সুন্নাহ' গ্রন্থে আবূ মালিক (র.) থেকে মাসাবীহ্‌র শব্দে কিছু অতিরিক্ত শব্দযোগে বর্ণনা করেছেন। অনুরূপভাবে শু'আবুল ঈমানেও।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ-এর ব্যাখ্যা : যাঁরা আল্লাহ তা'আলার 'রূহু'-এর খাতিরে একে অপরকে ভালোবাসবে, হাশরের ময়দানে তাঁদের বিশেষ উঁচু মর্তবা প্রত্যক্ষ করে নবী ও শহীদগণ পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হবেন। এখানে "رُوْحٌ" শব্দের ব্যাখ্যায় নিম্নরূপ অভিমত পাওয়া যায়। "رُوْحٌ" -এর ر অক্ষরকে পেশ এবং যবর উভয় কিরাআতে পড়া যায়। পেশযোগে এর অর্থ– এমন বস্তু, যা দ্বারা সৃষ্টবস্তু জীবিত থাকে। অর্থাৎ রূহ বা আত্মা। আর এটা দ্বারা পবিত্র কুরআন উদ্দেশ্য। যেমন, আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَكَذٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوْحًا مِنْ اَمْرِنَا ; এখানে "رُوْح" শব্দ দ্বারা পবিত্র কুরআনকে বোঝানো হয়েছে। এ নামকরণের কারণ হলো, কুরআন যেমন আত্মাকে সজীব রাখে, অনুরূপভাবে রূহও শরীরকে উজ্জীবিত রাখে। এ অবস্থায় হাদীসাংশের অর্থ হবে, তাঁরা কুরআনের অনুসরণে, ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থে এবং মুসলিম বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব বজায় রাখার জন্য পরস্পর ভালোবাসার সূত্রে আবদ্ধ হয়।

অথবা, "رَوْحٌ" অর্থ– মহব্বত বা ভালোবাসা। যেমন, প্রিয়জনকে বলা হয়– اَنْتَ رَوْحِيْ (তুমি আমার প্রাণ)। অর্থাৎ আমার প্রিয়, আমার প্রাণের ন্যায়। তখন এর অর্থ হবে, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অন্তরে যে নির্ভেজাল ও নির্মল ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে তাঁরা আল্লাহর উদ্দেশ্যেই পরস্পর ভালোবাসার একই সূত্রে গ্রোথিত হয়।'

قَوْلُهُ اِذَا خَافَ النَّاسُ -এর ব্যাখ্যা : 'হাশরের ময়দানে যখন মানুষ ভয়ে বিহ্বল ও বিচলিত থাকবে।' এ বাক্যে "اَلنَّاسُ"-এর মধ্যে নবী, রাসূল, শহীদ এবং সাধারণ সকল মানুষই অন্তর্ভুক্ত। তবে নবীগণ কেন ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে? এর উত্তর এই যে, প্রত্যেক নবী-রাসূল-ই নিজ নিজ উম্মতের জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকবেন। উম্মতের আশঙ্কায় তাঁরা ভীত-সন্ত্রস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবেন; কিন্তু আল্লাহর উদ্দেশ্যে যাঁরা পরস্পরকে ভালোবেসেছেন, তাঁরা কিয়ামতের দিন অনেক সম্মান লাভ করবেন। তাঁদের সেদিন কোনো চিন্তাভাবনার কিছুই থাকবে না। সেদিন নবীগণ উম্মতের চিন্তায় এবং উম্মতগণ নিজেদের চিন্তায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত থাকবেন।

قَوْلُهُ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ : নবী ও শহীদগণের ঈর্ষা সংক্রান্ত ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٤٧٩٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِاَبِيْ ذَرٍّ يَا اَبَا ذَرٍّ اَيُّ عُرَى الْاِيْمَانِ اَوْثَقُ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ اَلْمُوَالَاةُ فِي اللّٰهِ وَالْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৭৯৪. **অনুবাদ :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ যার (রা.)-কে বললেন, হে আবূ যার! ঈমানের কোন্ শাখাটি অধিক মজবুত? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। রাসূল ﷺ বললেন, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পরস্পর সখ্যতা স্থাপন করা এবং শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ঘৃণা করা। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْاِيْمَانُ **-এর অর্থ : "**اَلْاِيْمَانُ" শব্দের আভিধানিক অর্থ– আন্তরিক বিশ্বাস। আর পরিভাষায় اِيْمَانٌ হচ্ছে, তাওহীদের আন্তরিক বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির নাম।

قَوْلُهُ الْمُوَالَاةُ فِي اللّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করা। ইসলামি মূল্যবোধের ভিত্তিতে পরস্পর সহনশীলতার মাধ্যমে নিঃস্বার্থভাবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে একে অন্যের সাথে প্রেম-প্রীতি- ভালোবাসা আর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই হচ্ছে اَلْمُوَالَاةُ فِي اللّٰهِ ; এটা ঈমানের অধিক মজবুত শাখা।

قَوْلُهُ اَلْحُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِي اللّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** কাউকে ভালোবাসা, ভালো জানা এবং কাউকে ঘৃণা করা, তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা ইত্যাদি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হবে। কোনো মানুষ দীনদার ও আল্লাহভীরু হলে তাকে এ দীনদারির জন্য ভালোবাসতে হবে, হয়তো সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসার মাঝেই বিধাতার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে। পক্ষান্তরে কারো মধ্যে আল্লাহদ্রোহিতা পরিলক্ষিত হলে একমাত্র এ কারণেই তাকে ঘৃণা করা যাবে বা তার সাথে শত্রুতা পোষণ করা যাবে।

وَعَنْ ٤٧٩٥ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا عَادَ الْمُسْلِمُ اَخَاهُ اَوْ زَارَهُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّاْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৭৯৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যখন কোনো মুসলমান তার কোনো ভাইয়ের রোগ দেখতে যায় অথবা সাক্ষাৎ করতে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমার জীবন সুখের হলো, তোমার চলন উত্তম হলো এবং তুমি বেহেশতে একটি ইমারত বানিয়ে নিলে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ-এর ব্যাখ্যা : যদি কোনো মুসলমান তার কোনো রুগ্ণ ভাইয়ের পরিচর্যা করতে যায় অথবা কোনো সুস্থ ব্যক্তির সাক্ষাতে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন, সেই ব্যক্তির জন্য পরকাল এবং ইহকাল উভয় জগতে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে। তার পরকালীন জীবন হবে মঙ্গলময়, নিষ্কন্টক লাভ করবে সে চিরস্থায়ী সুখময় সুদীর্ঘ জীবন। طبت দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর তার পার্থিব জীবনের প্রত্যেকটি পদচিহ্ন হবে পরকালীন সাফল্যময় জীবনের কারণ স্বরূপ। অর্থাৎ তার হাঁটা-চলা উত্তম কাজের জন্যই হবে, যার ফলে সে পরকালে দীর্ঘস্থায়ী সুখময় জীবনের অধিকারী হবে।

وَعَنْ ٤٧٩٦ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اِنَّهُ يُحِبُّهُ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৭৯৬. অনুবাদ : হযরত মিকদাদ ইবনে মা'দীকারাব (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি তার অপর কোনো মুসলমান ভাইকে ভালোবাসে, সে যেন তাকে খবর দিয়ে দেয় যে, তাকে ভালোবাসে। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ-এর ব্যাখ্যা : যদি কেউ অপর কাউকে অন্তরের অন্তস্তল দিয়ে ভালোবাসে, অত্যন্ত আপন মনে করে, তাহলে সে যেন তার এ নির্ভেজাল ভালোবাসার কথা প্রতিপক্ষকে অবহিত করে দেয়। এটা অবগত হওয়ার পর হয়তো তার হৃদয়ের মণিকোঠায় ভালোবাসার উদ্রেক হবে, অন্তর ঝুঁকে পড়বে প্রথম ব্যক্তির প্রতি, ফলে উভয়ের মধ্যে ভালোবাসার সেতুবন্ধন অতি মজবুত হবে। উভয়েই একে অপরকে জানতে এবং চিনতে সচেষ্ট হবে। আর একে অন্যের সাহায্য-সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে। এতে দুনিয়াতেই তাদের মাঝে সৃষ্টি হবে এক বেহেশ্‌তী পরিবেশ।

وَعَنْ ٤٧٩٧ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ نَاسٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ اِنِّيْ لَاُحِبُّ هٰذَا لِلّٰهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَعْلَمْتَهُ قَالَ لَا قَالَ قُمْ اِلَيْهِ فَاَعْلِمْهُ فَقَامَ اِلَيْهِ فَاَعْلَمَهُ فَقَالَ اَحَبَّكَ الَّذِيْ اَحْبَبْتَنِيْ لَهُ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ) وَفِيْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ وَلَهُ مَا اكْتَسَبَ.

৪৭৯৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর নিকট দিয়ে গমন করল। নবী করীম ﷺ -এর কাছে তখন লোকজন ছিল। তাঁর কাছে উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমি এ ব্যক্তিকে আল্লাহরই উদ্দেশ্যে ভালোবাসি। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কি তাকে এ কথা জানিয়েছ? লোকটি বলল, জী-না। রাসূল ﷺ বললেন, উঠ এবং তাকে জানিয়ে দাও। তখন লোকটি উঠে তার নিকট গেল এবং তাকে জানিয়ে দিল। তখন লোকটি জবাবে বলল, তোমাকে সেই সত্তা ভালোবাসবেন, যাঁর সন্তুষ্টির জন্য তুমি আমাকে ভালোবেসেছ। রাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন, অতঃপর লোকটি ফিরে আসলে নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তখন লোকটি রাসূল ﷺ -কে জানাল, গমনকারী যা বলেছে। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, তুমি কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির সাথে হবে, যাকে তুমি ভালোবাস। আর তুমি তোমার নিয়তের বিনিময় পাবে। –[ইমাম বায়হাকী (র.) এ হাদীসটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

তিরমিযীর এক বর্ণনায় আছে যে, মানুষ সেই ব্যক্তির সাথে হবে, যে তাকে ভালোবাসে এবং সেই জিনিসের বিনিময় পাবে, যা সে নিয়ত দ্বারা অর্জন করেছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, 'কিয়ামতের দিন তুমি তার সাথে হবে, যাকে তুমি ভালোবাস। মানব জাতি অনুকরণ প্রিয়। যে যাকে ভালোবাসে, তাকে সে অনুকরণ এবং অনুসরণ করে চলে। মানুষের চরিত্র, প্রভাব বিস্তারশীল। একজনের চরিত্র তার প্রিয়জনকে প্রভাবান্বিত করে। চাই সেই চরিত্র খারাপ আর ভালো যা-ই হোক না কেন। সুতরাং ভালো মানুষের সংশ্রব অন্যকে মধুর চরিত্রের অধিকারী করে এবং তাকে আদর্শ মানুষে পরিণত করে। অনুরূপভাবে খারাপ মানুষের সংশ্রবও মানুষকে দুশ্চরিত্রবান করে এবং তাকে অতিশয় খারাপ মানুষে রূপান্তরিত করে। এর ফলস্বরূপ কিয়ামতের অবশ্যম্ভাবী দিনে প্রত্যেকে নিজ নিজ পছন্দনীয় ব্যক্তিদের সাথেই কিয়ামতের ময়দানে উপস্থিত হবে।

قَوْلُهُ مَا احْتَسَبْتَ -এর অর্থ : "اِحْتِسَابٌ" শব্দের অর্থ হলো– কোনো বস্তুকে হিসাব বা গণনার মধ্যে রাখা। আর পরিভাষায়, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কোনো কাজ করাকে "اِحْتِسَابٌ بِالْعَمَلِ" বলা হয়।

وَعَنْ ٤٧٩٨ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَاكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

৪৭৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, মু'মিন ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না এবং তোমার খাদ্য আল্লাহভীরু লোক ছাড়া যেন অন্য কেউ না খায়। –[তিরমিযী, আবূ দাউদ ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تُصَاحِبْ اِلَّا مُؤْمِنًا -এর ব্যাখ্যা : ঈমানদার ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাবে না।' অর্থাৎ পূর্ণ ঈমানদার ব্যতীত কারো সংশ্রবে থাকার ইচ্ছে করবে না। এ হাদীস দ্বারা কাফের, মুনাফিক, ফাসিক ও গুনাহগারদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। কেননা তাদের সঙ্গ দীনের ব্যাপারে অকল্যাণ বয়ে আনে। اَلصُّحْبَةُ مُتَاثِّرَةٌ তথা সংশ্রব প্রতিক্রিয়াশীল বিধায় নাফরমানদের সঙ্গ মু'মিনদের জন্য ক্ষতিকর।

قَوْلُهُ لَا يَاْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِىٌّ **-এর ব্যাখ্যা :** তোমার খাদ্য আল্লাহভীরু ব্যতীত অন্য কেউ যেন না খায়। অর্থাৎ পরহেজগার মুত্তাকী ব্যতীত অন্য কাউকে খাদ্য খাওয়াবে না। কারণ গুনাহগারকে খাদ্য দিলে সে খেয়ে আল্লাহ তা'আলার নাফরমানি করবে। আর নেক্কারদের খাওয়ালে তা খেয়ে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার বন্দেগি করবে।

طَعَامٌ দ্বারা কোন্ খাদ্য উদ্দেশ্য : হাদীসটি দাওয়াতের খাদ্যের বেলায় প্রযোজ্য, অনাহারীর খাদ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا অর্থাৎ 'আর তারা আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মিসকিন ও এতিমকে আহার্য দান করে।' লক্ষণীয় যে, এখানে তাকওয়ার শর্তারোপ করা হয়নি। সুতরাং বোঝা যায়, হাদীসে উক্ত "طَعَامٌ" দ্বারা দাওয়াতের খাদ্য উদ্দেশ্য। অনাহারী হিসেবে খাদ্যের মুখাপেক্ষীকে দেওয়া খাদ্য উদ্দেশ্য নয়। তাই আল্লামা তীবী (র.) বলেন– اِنَّ هٰذَا فِىْ طَعَامِ الدَّعْوَةِ وَالضِّيَافَةِ دُوْنَ طَعَامِ الْحَاجَةِ অর্থাৎ 'এ হাদীসটি দাওয়াত ও জেয়াফতের খাদ্যের বেলায় প্রযোজ্য, অনাহারী-অভুক্তের বেলায় প্রযোজ্য নয়।'

وَعَنْ ٤٧٩٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ وَقَالَ النَّوَوِىُّ اِسْنَادُهٗ صَحِيْحٌ)

৪৭৯৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষ তার বন্ধুর আদর্শে গড়ে উঠে। সুতরাং তার বন্ধু নির্বাচনের সময় এ বিষয়ে খেয়াল রাখা উচিত যে, সে কাকে বন্ধু হিসেবে নির্বাচন করছে। –[তিরমিযী, আহমাদ ও বায়হাকী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান গারীব। ইমাম নববী (র.) বলেন, এর বর্ণনাসূত্র সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمَرْءُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ-**এর ব্যাখ্যা :** মানুষ তার বন্ধুর ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত হয়। কাজেই প্রকৃত বন্ধুত্ব দীনি সম্পর্ক ছাড়া কল্পনা করা যায় না। অতএব, বন্ধুত্ব করার সময় লোকটিকে দেখে নিতে হবে। যদি সে ফাসিক, পাপী এবং দুনিয়াদার হয়, তবে তার সাথে বন্ধুত্ব করবে না। কারণ তার মধ্যেও সেই স্বভাব প্রসারিত হতে পারে।

قَوْلُهُ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ-**এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ এই যে, কারো সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করার পূর্বে লক্ষ্য করতে হবে, কার সাথে বন্ধুত্ব করা হচ্ছে, সে কিরূপ লোক, তার চরিত্র কিরূপ, সে কি আকিদা-বিশ্বাস পোষণ করে। অর্থাৎ এসব দিক বিবেচনা করে ও দেখেশুনে বন্ধুত্ব স্থাপন করা উচিত।

قَوْلُهُ وَقَالَ النَّوَوِيُّ اِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ-**এর ব্যাখ্যা :** 'মেশকাত' গ্রন্থকার আল্লামা ওয়ালী উদ্দীন ইমাম নববীর উক্ত মন্তব্য দ্বারা বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে একটি ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন করেছেন। হাফিয সিরাজ উদ্দীন আল-কাযবিনী অত্র হাদীসটিকে مَوْضُوْعٌ বলে আখ্যায়িত করেছেন। হাফিয ইবনে হাজার আস্‌কালানী (র.) উপরিউক্ত অভিমতটি প্রত্যাখ্যান করে বলেন, ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসটি 'হাসান' বলেছেন এবং ইমাম নববী (র.) একে সহীহ বলেছেন। আর গ্রন্থকারও হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

غَرِيْبٌ وَحَسَنٌ-**এর সংখ্যা :** "حَسَنٌ" ঐ হাদীসকে বলে, যার রাবীগণের মধ্যে হিফ্য, স্মরণশক্তি, আদালত এবং পরহেজগারি পূর্ণমাত্রায় নেই। তবে তিনি মিথ্যা বা ফিস্ক-এর অভিযোগে অভিযুক্ত হননি। যে সহীহ হাদীসটি কোনো এক যুগে মাত্র একজ ন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে 'হাদীসে গারীব' বলে।

حَدِيْثٌ حَسَنٌ দু-প্রকার। ১. حَسَنٌ لِغَيْرِهٖ ২. حَسَنٌ لِذَاتِهٖ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ হাসান ও পরোক্ষ হাসান। ফলে সেটা 'সহীহ'-এর পর্যায় পৌঁছতে পারে না। কিন্তু 'গারীব' হাদীস সহীহ হতে পারে। শুধু রাবীর সংখ্যা কম হওয়ায় গারীব বলা হয়।

وَعَنْ ٤٨٠٠ يَزِيْدَ بْنِ نَعَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اٰخَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلْيَسْأَلْهُ عَنْ اِسْمِهٖ وَاسْمِ اَبِيْهِ وَمِمَّنْ هُوَ فَاِنَّهُ اَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৮০০. **অনুবাদ :** হযরত ইয়াযীদ ইবনে না'আমাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন কোনো মানুষ কোনো মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে, সে যেন তার নাম, তার পিতার নাম এবং কোন্ গোত্রে জন্মলাভ করেছে তা জিজ্ঞেস করে নেয়। কেননা এটা বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنَّهُ اَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ-**এর ব্যাখ্যা :** কেউ যদি কারো সাথে বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হতে চায় অথবা কাউকে হৃদয়ের অতি আপন বানাতে চায়, তাহলে তার উচিত হবে সেই ব্যক্তির জীবন বৃত্তান্ত অবহিত হওয়া এবং তার পূর্ণ পরিচয় অবগত থাকা। এতে সে বন্ধুর সুখে-দুঃখে তার পাশে দাঁড়াতে পারবে, ফলে তাদের বন্ধুত্ব অত্যন্ত গভীর এবং সুদৃঢ় হবে।

রাবী পরিচিতি : নাম–ইয়াযীদ (রা.), পিতার নাম–না'আমাহ, তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। হুনায়েন-এর যুদ্ধে মুসলমানদের বিপক্ষে ছিলেন। যুদ্ধের পর পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইমাম তিরমিযী (র.)-এর মতে, নবী করীম ﷺ হতে তাঁর বর্ণিত কোনো হাদীস নেই। তিনি সাঈদ ইবনে সালমান হতে হাদীস বর্ণনা করেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٠١ - عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ قَائِلٌ اَلصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ وَقَالَ قَائِلٌ اَلْجِهَادُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِى اللّٰهِ وَالْبُغْضُ فِى اللّٰهِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَ رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ الْفَصْلَ الْاَخِيْرَ)

৪৮০১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আগমন করলেন এবং বললেন, তোমরা কি জান, আল্লাহ তা'আলার কাছে কোন্ কাজ সবচেয়ে বেশি প্রিয়? কেউ কেউ বলল, নামাজ ও জাকাত, আর কেউ কেউ বলল, জিহাদ। নবী করীম ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় কাজ হলো, একমাত্র আল্লাহ্রই উদ্দেশ্যে কাউকে ভালোবাসা এবং একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে কাউকে ঘৃণা করা। –[আহমাদ ও আবূ দাউদ। ইমাম আবূ দাউদ (র.) শুধু শেষ বাক্যটি বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَىُّ الْاَعْمَالِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার আদেশসমূহ প্রতিপালন ও নিষেধাজ্ঞাসমূহ থেকে বিরত থাকার পর আল্লাহ তা'আলার নিকট কোন্ আমলটি অধিক প্রিয়, তা কি তোমরা বলতে পার? কারণ, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকে সালাত, জাকাত ও জিহাদের উত্তর পাওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলার জন্য ভালোবাসা ও আল্লাহর জন্য শত্রুতা পোষণ করা উত্তম আমল। অথচ আমলসমূহের মধ্যে সালাত উত্তম আমল, মালী ইবাদতের মধ্যে জাকাত উত্তম এবং দীনের খাতিরে জিহাদ করা উত্তম ইবাদত হওয়া কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং বোঝা যায়, এখানে ফরজ ও ওয়াজিব পালন করা এবং হারাম থেকে বিরত থাকার পর মোস্তাহাব হিসেবে কোন্ আমলটি, তা-ই জানতে চেয়েছেন।

اَلْحُبُّ ও اَلْبُغْضُ **-এর অর্থ** : اَلْحُبُّ : অর্থাৎ কোনো কিছুর মধ্যে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার দরুন সেটার প্রতি অন্তর ধাবিত হওয়া। যেমন, সুন্দর জিনিসের প্রতি মনের আকর্ষণ তার মধ্যে সৌন্দর্যের বৈশিষ্ট্য থাকার কারণেই হয়েছে। তাই আরবিতে বলা হয়– مَيَلَانُ الْقَلْبِ اِلٰى شَيْئٍ لِكَمَالٍ فِيْهِ

اَلْبُغْضُ : অর্থাৎ نَفْرَةُ الْقَلْبِ مِنْ شَيْئٍ لِنَقْصٍ فِيْهِ তথা কোনো জিনিসের মধ্যে ত্রুটি থাকার দরুন সেটা থেকে অন্তরে বিরক্তি বা ঘৃণা আসা। যেমন, বিশ্রী-কুৎসিতের প্রতি মনের ঘৃণা তার ত্রুটিপূর্ণ রূপের কারণে হওয়া।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস অধ্যয়নে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, কাউকে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহ তা'আলার জন্য ঘৃণা করা উত্তম কাজ। আমরা যদি হাদীসের শিক্ষা নিজেদের জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি, তাহলে আমাদের জীবনে নেমে আসবে সুখ-শান্তি ও কল্যাণ।

٤٨٠٢ - وَعَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ اِلَّا اَكْرَمَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৮০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উমামাহ বাহিলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে বান্দা কোনো বান্দাকে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যেই ভালোবাসল, সে যেন প্রতিপালক মহীয়ান-গরিয়ানকেই সম্মান করল। –[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস অধ্যয়নে এ শিক্ষা লাভ করা যায় যে, কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে ভালোবাসাই হলো মহান রাব্বুল 'আলামীনকে ভালোবাসা। সুতরাং মুসলমান পরস্পর ভালোবাসা সৃষ্টি করাই হলো এ হাদীসের দাবি। আমরা আমাদের জীবনে হাদীসের শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করতে চেষ্টা করি।

وَعَنْ ٤٨٠٣ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ خِيَارُكُمُ الَّذِيْنَ اِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৮০৩. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন যে, আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, তোমাদের মধ্যে ভালো লোক কে? সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূল ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্যে ভালো লোক সেই ব্যক্তি, যাকে দেখলে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণে আসে।

–[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللّٰهُ **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ হলো তিনি, যাকে দেখলে আল্লাহ তা'আলার কথা স্মরণ হয়। আল্লাহভীরু লোকের অন্তরে আল্লাহর ইবাদতের ফলে নূর তথা রশ্মি সৃষ্টি হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চেহারার মাধ্যমে। এ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে পরকালের ভয়াবহ অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার লক্ষ্যে সদাসর্বদা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধান পালনে সচেষ্ট থাকে। সুতরাং যাকে নির্মল হৃদয় এবং পাপহীন চোখ দিয়ে দেখলে স্বভাবতই মহান রাব্বুল আলামীনের কথা স্মরণ হবে, সে ব্যক্তিই হলো উত্তম লোক।

وَعَنْ ٤٨٠٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدٌ فِى الْمَشْرِقِ وَاٰخَرُ فِى الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَقُوْلُ هٰذَا الَّذِىْ كُنْتَ تُحِبُّهُ فِىَّ ـ

৪৮০৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যদি দুজন ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ মহীয়ান-গরিয়ানের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালোবাসে, তন্মধ্যে একজন প্রাচ্যে বাস করে এবং অপরজন পাশ্চাত্যে বাস করে, আল্লাহ তা'আলা উভয়কে কিয়ামতের দিন একত্র করে বলবেন যে, এই সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি আমার জন্য ভালোবাসতে।

وَعَنْ ٤٨٠٥ اَبِىْ رَزِيْنٍ (رض) اَنَّهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى مِلَاكِ هٰذَا الْاَمْرِ الَّذِىْ تُصِيْبُ بِهِ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ وَاِذَا خَلَوْتَ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ مَا اسْتَطَعْتَ بِذِكْرِ اللّٰهِ وَاَحِبَّ فِى اللّٰهِ وَاَبْغِضْ فِى اللّٰهِ يَا اَبَا رَزِيْنٍ هَلْ شَعَرْتَ اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ زَائِرًا اَخَاهُ شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ كُلُّهُمْ يُصَلُّوْنَ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اِنَّهُ وَصَلَ فِيْكَ

৪৮০৫. অনুবাদ : হযরত আবূ রাযীন (রা.) হতে বর্ণিত। একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন– হে আবূ রাযীন! আমি কি তোমাকে ঐ দীনি কাজের শেকড় সম্পর্কে বলে দেব, যা দ্বারা তুমি দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ লাভ করতে পারবে? তুমি আল্লাহকে স্মরণকারীদের বৈঠকে বসবে। আর যখন একা একা হও, তখন যতটা সম্ভব আল্লাহর জিকিরে নিজের রসনাকে নাড়াচাড়ায় রাখ। আর একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালোবাসবে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ঘৃণা করবে। হে আবূ রাযীন! তুমি কি জান, যখন কোনো ব্যক্তি তার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তখন তার পিছনে সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তার জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং বলে, হে প্রতিপালক! এ ব্যক্তি একমাত্র তোমারই সন্তুষ্টির জন্য সাক্ষাৎ করল, তুমি তাকে তোমার রহমত ও কল্যাণ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দাও। সুতরাং তোমার

فَصِلْهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ جَسَدَكَ فِيْ ذٰلِكَ فَافْعَلْ .

পক্ষে যদি সম্ভব হয় তোমার কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে যাওয়া, তবে এরূপ করবে। অর্থাৎ মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَيْكَ بِمَجَالِسِ اَهْلِ الذِّكْرِ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ হযরত আবূ রাযীন (রা.)-কে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ সম্পর্কে অবহিত করে বলেন, তোমার উপর অপরিহার্য সেসব লোকদের সাহচর্য অর্জন করা, যাঁরা সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকেন। কেননা জিকিরের মজলিস হলো বেহেশতের বাগিচা স্বরূপ।

قَوْلُهُ فَحَرِّكْ لِسَانَكَ **-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ হযরত আবূ রাযীন (রা.)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে ইরশাদ করেন যে, যখন তুমি একাকী হবে, তখন তুমি তোমার জিহ্বাকে আল্লাহর স্মরণে নাড়তে থাকবে। এটা দ্বারা নবী করীম ﷺ আল্লাহর জিকিরের প্রতি তাকিদ প্রদান করেছেন, যেন বান্দা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে অমনোযোগী না হয়।

قَوْلُهُ شَيَّعَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ مَلَكٍ -এর ব্যাখ্যা : যারা কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতে ঘর থেকে বের হয়, সত্তর হাজার ফেরেশ্‌তা তাদের জন্য দোয়া করে, তাদের মাগফিরাত কামনা করে। কেননা মানুষের জন্য ফেরেশতাদের দোয়া নিঃস্বার্থভাবে হয়ে থাকে, তাই সেটা কবুল হয়

হাদীসের শিক্ষা : হযরত আবূ রাযীন (রা.) কর্তৃক হাদীসের আলোকে ইহ-পারলৌকিক কল্যাণার্থে কয়েকটি শিক্ষা আমরা অর্জন করতে পারি। প্রতিটি শিক্ষা অত্র হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদে উল্লেখ করেছি।

রাবী পরিচিতি : নাম-লাকীত, পিতার নাম-আমির ইবনে সাবিরাহ, কুনিয়াত-আবূ রাযীন (রা.)। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তিনি তায়েফবাসী ছিলেন। তাঁর পুত্র আসিম (র.) এবং ইবনে ওমরসহ অনেকেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন

٤٨٠٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فِى الْجَنَّةِ لَعُمُدًا مِنْ يَاقُوْتٍ عَلَيْهَا غُرَفٌ مِنْ زَبَرْجَدٍ لَهَا اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تُضِيْءُ كَمَا يُضِيْءُ الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ يَسْكُنُهَا قَالَ الْمُتَحَابُّوْنَ فِى اللّٰهِ وَالْمُتَجَالِسُوْنَ فِى اللّٰهِ وَالْمُتَلَاقُوْنَ فِى اللّٰهِ . (رَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৮০৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বেহেশতে ইয়াকুতের স্তম্ভসমূহ রয়েছে, যার উপর পান্নার নির্মিত অট্টালিকা রয়েছে। ঐ অট্টালিকার দরজাসমূহ সদা উন্মুক্ত। এমন উজ্জ্বল ও চকচক করছে যে, যেরূপ উজ্জ্বল তারকা চকচক করে। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এতে কারা বাস করবে? তিনি বললেন, সেসব লোক, যারা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালোবাসে, একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে পরস্পর বসে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে। –[উপরিউক্ত হাদীস তিনটি ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ -এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ 'বেহেশেতের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত।' হাদীসবিশারদগণ এর দুটো ব্যাখা করেছেন। যেমন, এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বেহেশ্‌ত সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ ক্ষতি সাধন থেকে, এটা সম্পূর্ণ মুক্ত বিধায় এর দ্বার সর্বদা অবারিত, উন্মোচিত।

অথবা, اَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বেহেশ্‌ত স্বীয় দ্বার খোলা রেখে তার অধিবাসীর আগমন অপেক্ষায় আকুল হয়ে রয়েছে।

بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْهُ مِنَ التَّهَاجُرِ وَالتَّقَاطُعِ وَاتِّبَاعِ الْعَوْرَاتِ
পরিচ্ছেদ : সাক্ষাৎ ত্যাগ, সম্পর্কচ্ছেদ ও দোষান্বেষণের নিষেধাজ্ঞা

"اَلتَّهَاجُرُ" শব্দটি اَلْهَجْرُ শব্দ থেকে নির্গত। এর অর্থ– পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ করা, সাক্ষাৎ ত্যাগ করা। এর বিপরীত শব্দ হলো اَلتَّوَاصُلُ, যা اَلْوَصْلُ হতে নির্গত।

"اَلتَّقَاطُعُ" শব্দটি اَلْقَطْعُ থেকে নির্গত। এ শব্দ দুটোর অর্থ প্রায় একই। অবশ্য اَلتَّهَاجُرُ শব্দটি ব্যাপকার্থবোধক। এটা দ্বারা আত্মীয়-অনাত্মীয় সকলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করাকে বুঝায়। আর اَلتَّقَاطُعُ শব্দ কেবল নিকটাত্মীয়দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অথবা বলা যেতে পারে যে, اَلتَّقَاطُعُ শব্দটি اَلتَّهَاجُرُ শব্দের বয়ান ও তাফসীর স্বরূপ নেওয়া হয়েছে। আত্মীয়স্বজন এবং দীনদার মুসলমান ভাইদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদের কঠোর পরিণতির কথা কুরআন-হাদীসে বিবৃত হয়েছে।

"اَلْاِتِّبَاعُ" শব্দের অর্থ– অন্বেষণ করা। আর اَلْعَوْرَاتُ শব্দের অর্থ– দোষ-ত্রুটি। অর্থাৎ কোনো মুসলমান ভাইয়ের খুঁটিনাটি দোষ-ত্রুটি মানুষের কাছে প্রকাশ করার জন্য তার পিছনে সর্বদা লেগে থাকা। এটা শরিয়ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কেননা এটা পারিবারিক, পারিপার্শ্বিক ও সামাজিক জীবনে মারাত্মকভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٨٠٧ - عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮০৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো মুসলমান ব্যক্তির জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের বেশি সময় অপর কোনো মুসলমান ভাইকে ত্যাগ করে। অর্থাৎ তারা কোথাও একে অপরের সম্মুখীন হলে একজন এদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অপরজন ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাদের দুজনের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম করে কথাবার্তা আরম্ভ করে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّهْجُرَ اَخَاهُ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে اَخٌ বলতে মুসলমান ভাই উদ্দেশ্য। আর এটা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত। আত্মীয়তা সূত্রে ভাই হোক বা রক্ত সম্পর্কে ভাই হোক বা সঙ্গী-সাথি হিসেবে ভাই হোক, এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে তিন দিন তিন রাতের অতিরিক্ত সময় সম্পর্কচ্ছেদ অবস্থায় থাকবে না। যদি কারণবশত মনোমালিন্য হয়ে থাকে, এ সময়সীমার মধ্যে আপস করে নেবে।

قَوْلُهُ خَيْرُهُمَا الَّذِىْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ বা মনোমালিন্যের কারণে যদি দুজন মুসলমানের মধ্যে সম্পর্ক নষ্ট হয়, এমতাবস্থায় তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথম অপরজনের সাথে আপসের উদ্যোগ নেবে এবং তাকে সালাম দেবে, সেই ব্যক্তি তাদের উভয়ের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি বলে গণ্য হবে। এটা বিনয়ী স্বভাব ও ইসলামি চরিত্রের পরিচায়ক রূপে সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আপসে অনীহা প্রদর্শন করবে, রুক্ষতা ও হঠকারিতার পরিচয় দেবে, সে ব্যক্তি ফাসিকীর বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।

وَعَنْ ٤٨٠٨ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا تَنَاجَشُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلَا تَنَافَسُوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা কোনো বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কুচিন্তা হলো সবচেয়ে মিথ্যা কথা। কারো খারাপ বা দোষের খবর জানার চেষ্টা করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, আর একজনের দরের উপর দিয়ে মাল দর করো না। পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, আর পরোক্ষ নিন্দাবাদে একে অপরের পিছনে লেগো না ; বরং তোমরা সকলেই আল্লাহর বান্দা, ভাই ভাই হয়ে থাকবে। অপর এক রেওয়ায়াতে আছে, পরস্পরে লোভ-লালসা করো না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ– 'কুচিন্তা থেকে বেঁচে থাক। কেননা কুচিন্তা করা সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যা।' কারণ অনুমান করে সন্দেহ পোষণ করা অনেক সময়ই অবাস্তব হয়। আর অবাস্তব বস্তুই হলো মিথ্যা। এতদ্ভিন্ন কোনো কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে যদি প্রথমে একবার মনের মধ্যে সন্দেহ জাগে, দ্বিতীয় পর্যায়ে তা মিথ্যা পরিণত হয়। তাই বলা হয়েছে, 'ধারণা বড় মিথ্যা'। শরিয়তের দৃষ্টিতে অনুমান ভিত্তিতে কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা হারাম। মুসলমান মুসলমান সম্পর্কে কু-ধারণা করা শয়তানের প্ররোচনা। পবিত্র কুরআনে এটা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ রয়েছে, যেমন– اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ অর্থাৎ 'তোমরা সাধারণত অনুমান করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কোনো কোনো ধারণা পাপ।'

قَوْلُهُ لَا تَحَسَّسُوْا **-এর অর্থ :** 'কারো দোষের বিষয় অনুসন্ধান করো না।' অর্থাৎ কারো দোষ-ত্রুটি তালাশ করো না। কারণ তুমি যদি তার মধ্যে কোনো দোষের সন্ধান পাও, তবে তুমি তাকে দোষী সাব্যস্ত করবে এবং তাকে লজ্জিত-অপমানিত করবে। অথচ হাদীসে নিজের দোষ-ত্রুটির দিকে তাকিয়ে অন্যের দোষ-ত্রুটি থেকে বিরত থাকাকে সৌভাগ্যের বিষয় বলা হয়েছে। যেমন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– طُوْبٰى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوْبِ النَّاسِ অর্থাৎ 'সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যাকে তার নিজের দোষ অন্যের দোষ চর্চা থেকে বিরত রাখে।'

قَوْلُهُ لَا تَجَسَّسُوْا **-এর ব্যাখ্যা :** 'তোমরা গোয়েন্দাগিরি করো না।' এটা কারো দোষ বা গুণ উভয় অনুসন্ধানকেই বোঝানো হয়। দোষ অনুসন্ধান করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ তো সুস্পষ্ট। তদ্রূপ কারো ভালো কিছু জানার পর অন্তরে হিংসা জন্মাতে পারে, তাই জানার চেয়ে না জানাই নিরাপদ।

قَوْلُهُ وَلَا تَنَاجَشُوْا **-এর ব্যাখ্যা :** "اَلنَّجَشُ" শব্দের অর্থ হচ্ছে, ক্রয়ের উদ্দেশ্য ব্যতীত মালের মূল্য বৃদ্ধির জন্য দর করা। যেমন, কোনো ক্রেতা কোনো মাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে দর কষাকষি করছে, এমন সময় অন্য একজন লোক সেটার মূল্য অনেক বেশি বলে ফেলেছে এ উদ্দেশ্যে যে, প্রথমজন যেন বেশি মূল্যে ক্রয় করে। মূলত দ্বিতীয় ব্যক্তির ক্রয়ের কোনো ইচ্ছে নেই। এটা এক প্রকার দালালি, যা হঠকারিতার শামিল। এ ধরনের হঠকারিতা হারাম।

قَوْلُهُ لَا تَحَاسَدُوْا **-এর ব্যাখ্যা :** "اَلْحَسَدُ" অর্থ– হিংসা করা। অন্যের ধনসম্পদ, মান-সম্মান, প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে কারো অন্তরে হিংসা জাগা এবং মনে মনে সেটা বিনষ্ট হওয়ার কামনা করা হাসাদের অন্তর্ভুক্ত। ইসলাম এ ধরনের ধারণা পোষণ করার ব্যাপারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

قَوْلُهُ لَا تَدَابَرُوْا **-এর ব্যাখ্যা :** 'তোমরা পরস্পর পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না।' অর্থাৎ একে অপরের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করো না। কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ– তোমরা একে অপরের গিবত বা পরোক্ষ নিন্দাবাদ করো না।

قَوْلُهُ كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا -এর ব্যাখ্যা : 'তোমরা আল্লাহ তা'আলার বান্দাগণের সাথে ভাই ভাই হয়ে যাও।' এর তাৎপর্য এই যে, তোমরা আল্লাহর বান্দাগণের সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ কর। অর্থাৎ সে তোমার দীনি ভাই হিসেবে তার সাথে সে রকম আচরণ কর, যা তুমি তোমার ভাইয়ের সাথে করে থাক। সে হিসেবে তুমি তার ব্যাপারে কু-ধারণা কর না। তার ছিদ্রান্বেষণে লিপ্ত হয়ো না। তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করো না। তার দরের উপর দর করো না। তার প্রতি ঈর্ষা কর না। এক কথায়, তার সাথে ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণ কর।

হাদীসের শিক্ষা : অত্র হাদীসটি ইসলামি সমাজ জীবনের জন্য রক্ষাকবচ বিশেষ। মানুষ মানুষের প্রতি যাতে অসহিষ্ণু-অসংবেদনশীল না হয়ে উঠে, আলোচ্য হাদীসে সেসব কারণ উল্লেখ করে সেগুলো থেকে বিরত থাকার তাকিদ করা হয়েছে। আমরা প্রতিনিয়তই প্রত্যক্ষ করছি যে, ব্যক্তির প্রতি খারাপ ধারণা রাখার ফলে সমাজ-পরিবেশে অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারো গোপন বিষয়ে অনুসন্ধান করা, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ রাখা এবং একজন অন্যজনের দোষ-ত্রুটি গেয়ে বেড়ানো ইত্যাকার সমস্ত কাজই ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব ও পারস্পরিক সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধনকে শিথিল ও ছিন্ন করে ফেলে। এসব নীতি বিরোধী কাজগুলোকে মূলত এ কারণেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এগুলোর প্রতিটি বিষয় নিয়ে গভীর সন্ধানী দৃষ্টিতে বিচার করা হলে প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তিই স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের আলোচ্য হাদীসের প্রতিটি নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই বিরাট কল্যাণ নিহিত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে অত্র হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক উল্লিখিত নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে চলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

৪৮০৯ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا اِلَّا رَجُلٌ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اَنْظِرُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَصْطَلِحَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮০৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সোমবার ও বৃহস্পতিবার বেহেশতের দরজা খোলা হয় এবং প্রত্যেক বান্দাকে ক্ষমা করা হয়, এ শর্তে যে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কোনো কিছুকে অংশীদার করবে না। আর সেই ব্যক্তি এ ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থেকে যায়, যে কোনো মুসলমানের সাথে হিংসা ও শত্রুতা পোষণ করে। ফেরেশতাদেরকে বলা হয় যে, এদের অবকাশ দাও, যেন তারা পরস্পর মীমাংসা করে নিতে পারে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُفْتَحُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ -এর ব্যাখ্যা : 'বেহেশতের দরজা খোলা হয়।' আল্লামা কাযী আয়ায (র.) বলেন, এর অর্থ হলো, বিশেষ করে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তা'আলা অধিক পরিমাণে মাগফিরাত ও রহমত নাজিল করেন, মর্যাদা বুলন্দ করেন এবং উত্তম প্রতিদান করেন। অথবা এ বাক্যটি স্বীয় প্রকাশ্য অর্থের উপরও প্রযোজ্য হতে পারে।

شَحْنَاءُ -এর অর্থ : "شَحْنَاءُ" "শব্দটি বহুবচন, একবচনে اَلشَّحْنُ অর্থ– হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা ইত্যাদিতে তার অন্তর পরিপূর্ণ হওয়া। সুতরাং সেটা দূর হওয়া পর্যন্ত তাকে সময় দাও।

৪৮১০ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮১০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রত্যেক সপ্তাহে দু-বার অর্থাৎ সোমবার ও বৃহস্পতিবার বান্দার কার্যাবলি আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়; কিন্তু ঐ বান্দাকে ক্ষমা করা হয় না, যে নিজে কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করে। তার সম্পর্কে বলে দেওয়া হয় যে, তাদেরকে সময় দাও, যাতে তারা পরস্পর আপস হতে পারে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُعْرَضُ أَعْمَالُ النَّاسِ **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষের কৃত আমলসমূহ সপ্তাহের সোমবার এবং বৃহস্পতিবার পেশ করা হয়। এ কথার মাঝে অস্পষ্টতা বিদ্যমান যে, কার নিকট এ আমলসমূহ পেশ করা হয়। এর ব্যাখ্যায় হাদীস বিশারদগণ বলেন, হয়তো এটা আল্লাহ তা'আলার সামনে পেশ করা হয় অথবা ফেরেশতাদের সামনে পেশ করা হয়, তবে প্রথম অভিমতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

আরবিতে সাত বারের নাম : يَوْمُ السَّبْتِ - শনিবার, يَوْمُ الْأَحَدِ - রবিবার, يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ - সোমবার, يَوْمُ الثُّلَثَاءِ- মঙ্গলবার, يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ - বুধবার, يَوْمُ الْخَمِيْسِ- বৃহস্পতিবার, يَوْمُ الْجُمُعَةِ - শুক্রবার।

কোন্ কোন্ দিন আমল পেশ করা হয় : প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার এ দু-দিনে মানুষের আমল আল্লাহ তা'আলার দরবারে পেশ করা হয়।

إِيْمَان শব্দের অর্থ : "إِيْمَانٌ" শব্দটি বাবে إِفْعَالٌ-এর মাসদার। এর অর্থ– বিশ্বাস করা। শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাতের উপর অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে মৌখিক স্বীকারোক্তি করত বাহ্যিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা তা কার্যে পরিণত করাকে إِيْمَانٌ [ঈমান] বলে

قَوْلُهُ اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا -এর ব্যাখ্যা : মহান রাব্বুল 'আলামীন ফেরেশ্তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবেন, 'এ দু-ব্যক্তির আমলের প্রতিদান দেওয়া স্থগিত রাখ, তারা শত্রুতা থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দান কর।'

وَعَنْ ٤٨١١ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِيْ مُعَيْطٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِيْ خَيْرًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَزَادَ مُسْلِمٌ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يُرَخِّصُ فِيْ شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِيْ ثَلْثٍ اَلْحَرْبُ وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيْثُ الرَّجُلِ إِمْرَأَتَهُ وَحَدِيْثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ فِيْ بَابِ الْوَسْوَسَةِ .

৪৮১১. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে কুলছূম বিনতে উকবাহ ইবনে আবূ মু'আইত (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে ব্যক্তি মিথ্যা বলেও লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে, উভয় পক্ষকে ভালো কথা বলে, একের পক্ষ থেকে অপরকে ভালো কথা পৌঁছায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম মুসলিম (র.) এক বর্ণনায় এ কথাগুলো বৃদ্ধি করেছেন– হযরত উম্মে কুলছূম (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে তিনটি কাজ ব্যতীত কোনো কাজে কখনো মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনিনি– ১. শত্রুর বিরুদ্ধে মুসলমানের যুদ্ধের সময়, ২. বিবদমান দু-পক্ষের মীমাংসা করানোর সময় এবং ৩. স্বামী স্ত্রীর সাথে, স্ত্রী স্বামীর সাথে কথা বলার সময়। এ প্রসঙ্গে হযরত জাবির (রা.) বর্ণিত হাদীস "إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ" 'প্রতারণা' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِيْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ **-এর ব্যাখ্যা :** ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মিথ্যা বলেও লোকদের মধ্যে মীমাংসা করে। অর্থাৎ যদি বিবদমান দু-পক্ষের মধ্যে মীমাংসার প্রয়োজনে কোনো মিথ্যা কথা বলে অথবা কোনো ভালো কথা কারো সম্পর্কে প্রচার করে, তাহলে ঐ লোককে মিথ্যাবাদী বলা যাবে না। কারণ সে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ এড়াবার উদ্দেশ্যে এবং বিবাদ মীমাংসার জন্যই মিথ্যা বলেছে। আর এরূপ মিথ্যা সংঘর্ষের তুলনায় নগণ্য।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا **-এর ব্যাখ্যা :** উভয় পক্ষকে ভালো কথা বলে, এক পক্ষ থেকে অপরকে ভালো কথা পৌছায়। অর্থাৎ যে ভালো কথা তাদের পক্ষ থেকে শোনেনি, তা অপর পক্ষের নিকট পৌছে দেয়। যেমন, অমুক ব্যক্তি আপনার নিকট সালাম প্রেরণ করেছে, সে আপনাকে ভালোবাসে, সে আপনার সম্পর্কে ভালো বলেছে। এর উদ্দেশ্য হলো, বিবাদ মীমাংসা করা।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨١٢ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ الْكِذْبُ اِلَّا فِيْ ثَلٰثٍ كِذْبُ الرَّجُلِ اِمْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكِذْبُ فِى الْحَرْبِ وَالْكِذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৮১২. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মিথ্যা বলা শুধু তিন জায়গায় জায়েজ আছে– ১. নিজের স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য পুরুষের মিথ্যা কথা বলা, ২. যুদ্ধের সময় মিথ্যা বলা এবং ৩. মানুষের মধ্যে আপস-মীমাংসার উদ্দেশ্যে মিথ্যা বলা। –[আহমাদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَحِلُّ الْكِذْبُ اِلَّا فِيْ ثَلٰثٍ **-এর ব্যাখ্যা :** তিন স্থানে মিথ্যা বলার অনুমতি রয়েছে। বিরাট ধরনের সমস্যাকে এঁড়ানোর জন্য। যেমন–

১. দুজন বিবদমান লোকের মধ্যে মীমাংসা করার জন্য মিথ্যা বলা। হয়তো এমনও হতে পারে, যদি এ বিবাদ দীর্ঘায়িত হয়, সেটা মারাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে, ফলে সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

২. জিহাদ-যুদ্ধে নিজের সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি এবং শত্রু-সৈন্যদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য মিথ্যা বলা। হয়তো মুসলমান সৈন্যদের মধ্যে হতাশা দেখা দিতে পারে, ফলে এ হতাশা পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাই রাসূল ﷺ বলেছেন– "اَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ" অর্থাৎ 'যুদ্ধ হলো একটি ধোঁকা বা প্রতারণা।'

৩. স্ত্রী স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে এমন কিছু আবেগ-আপ্লুত কথা প্রকাশ করা, যাতে তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রেম-প্রীতি বৃদ্ধি পায়। অন্যথা এমনও হতে পারে, তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা না জন্মে সেটা অন্যের প্রতি জন্মাতে পারে, ফলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে। মোটকথা, বিশেষ পরিস্থিতিতে উক্ত তিন জায়গায় প্রয়োজন মোতাবেক মিথ্যা বলার অনুমতি আছে। তবে সর্বাবস্থায় সত্যের উপর অটল থাকাই শ্রেয় ও উত্তম।

وَعَنْ ٤٨١٣ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَكُوْنُ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلٰثَةٍ فَاِذَا لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذٰلِكَ لَا يَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِاِثْمِهِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮১৩. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো মুসলমানের পক্ষে এটা উচিত নয় যে, তিন দিনের বেশি সময় নিজের কোনো মুসলমান ভাইয়ের উপর রাগ হয়ে কথা বলা ত্যাগ করবে। যখন তার সাথে সাক্ষাৎ হবে, তাকে তিনবার সালাম করবে। প্রত্যেক বারেই যদি জবাব না দেয়, তবে সে তার গুনাহ নিয়েই ফিরবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَدْ بَاءَ بِاِثْمِهِ **-এর মর্মার্থ :** যাদের মধ্যে তিনদিন পর্যন্ত কথাবার্তা বন্ধ, এ সময়ের পর পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হলে রাগান্বিত ব্যক্তিকে পর পর তিনবার সালাম করবে। যদি সে প্রত্যেকবার সালামের জবাব না দেয়, তখন সে দু-ভাবে গুনাহগার হবে–১. সালামের জবাব না দেওয়ায়, ২. তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বর্জন রাখায়।

وَعَنْ ٤٨١٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلٰثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তিন দিনের বেশি সময় অপর কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করবে। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশি সময় অপর ভাইকে ত্যাগ করল, আর এ সময় তার মৃত্যু হলো, তবে সে দোজখে প্রবেশ করবে।

–[আহমাদ ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ **-এর ব্যাখ্যা :** যে ব্যক্তি তিনদিনের বেশি সময় পর্যন্ত কোনো মুসলমানের সাথে রাগ করে কথাবার্তা বর্জন করে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে সে জাহান্নামে যাবে। আসলে এ হুকুমটি কঠোরতা প্রকাশার্থে বর্ণনা করা হয়েছে, যেন কেউ এ কাজ করতে উদ্যত না হয়। অথবা এ কাজের গুনাহ এরূপ কঠোর যে, তার উপর জাহান্নামের আগুন ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে কিনা, এ হাদীসের ভাষ্যে তা স্পষ্ট নয়। আবার কেউ কেউ বলেন, এর অর্থ হলো, সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

وَعَنْ ٤٨١٥ أَبِىْ خِرَاشٍ نِ السُّلَمِىِّ (رضـ) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ খিরাশ সুলামী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে এক বছর যাবৎ সম্পর্ক ছিন্ন করল, সে যেন তার রক্তপাত করল। অর্থাৎ তাকে একজন মুসলমান হত্যার শাস্তি দেওয়া হবে।

–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ **-এর ব্যাখ্যা :** কোনো মুসলমানের সাথে রাগের বশীভূত হয়ে সম্পর্কচ্ছেদ করা, তার সাথে কথাবার্তা বর্জন করা এবং এ অবস্থায় দীর্ঘ একবছর অতিবাহিত হলে তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে সে একজন মুসলমান হত্যার সমপাপের অধিকারী হবে। হত্যা এবং কথা বর্জন এক পর্যায়ের নয়। গুনাহের দিক দিয়ে শিরকের পরই হত্যার স্থান। তাই বলতে হবে যে, উক্ত বাক্যটি তাকিদের জন্য নেওয়া হয়েছে, যেন কেউ এ পাপ কাজে লিপ্ত না হয়।

রাবী পরিচিতি : নাম–হাদ্‌রাদ, পিতা–আবূ হাদ্‌রাদ, কুনিয়াত–আবূ খিরাশ (রা.)। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন। তিনি আসলামী বা সুলামী গোত্রের ছিলেন। তিনি একটি মাত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٨١٦ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلٰثٍ فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلٰثٌ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اِشْتَرَكَا فِى الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْاِثْمِ وَخَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ . (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– একজন মুসলমানের এটা বৈধ নয় যে, সে কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি সময় সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকবে। তিনদিন উত্তীর্ণ হতেই সে যেন তার প্রতিপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তাকে সালাম করে। যদি সে তার সালামের জবাব দেয়, তবে উভয়েই ছওয়াবের অংশীদার হবে। আর যদি সালামের জবাব না দেয়, তবে সে পাপী হবে এবং সালাম দানকারী মুসলমান সম্পর্কচ্ছেদ জনিত পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

–[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِشْتَرَكَا فِى الْاَجْرِ -এর ব্যাখ্যা : দুজন মুসলমান পরস্পরে কোনো বিষয়ে রাগ করার পর যদি উভয়ের সাক্ষাৎ হয়, তখন একজন সালাম করলে অপরজন যথারীতি তার উত্তর দিলে উভয়ে সমভাবে ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর এরূপ রাগ করে তিন দিনের অধিক কথাবার্তা হতে বিরত থাকা বৈধ নয়।

قَوْلُهُ خَرَجَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ -এর ব্যাখ্যা : দুজন মুসলমান ভাইয়ের পরস্পরে রাগ করার পর উভয়ের সাক্ষাৎ হলে একজন অপরর্জনকে সালাম দিলে অপরজন যদি সালামের উত্তর না দেয়, তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি গুনাহগার হবে। তবে সালামদাতা ব্যক্তি সম্পর্কচ্ছেদের অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٤٨١٧ أَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّلٰوةِ قَالَ قُلْنَا بَلٰى قَالَ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِىَ الْحَالِقَةُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

৪৮১৭. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি কি তোমাদের এমন কাজ সম্পর্কে বলব না, যার ছওয়াবের মর্যাদা রোজা, সদকা ও নামাজের ছওয়াবের চেয়েও বেশি? হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, তখন আমরা বললাম, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, সেই কাজ হলো, দুজন মুসলমানের মধ্যে আপস করানো। যে ব্যক্তি ঝগড়া ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে, সে যেন মস্তক মুণ্ডনকারী। –[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ– 'আমি কি তোমাদেরকে সেই আমল সম্পর্কে সংবাদ দান করব, যা রোজার তুলনায় মর্যাদার দিক থেকে অতি উত্তম ও ছওয়াবের দিক বিবেচনায় অধিকতর?' আর এখানে اَلصِّيَامُ বা রোজা দ্বারা নফল রোজাই উদ্দেশ্য। কেননা পরবর্তী বক্তব্য দ্বারা সেটাই প্রমাণ পাওয়া যায়, যেহেতু এটাকে সদকার তুলনায় অধিক মর্যাদা ও ছওয়াবপূর্ণ বলা হয়েছে। আর সদকা সাধারণত নফল হিসেবেই অধিক পরিমাণে হয়ে থাকে।

হাদীসে বর্ণিত صِيَامٌ, صَدَقَةٌ ও صَلَاةٌ দ্বারা কোন্ প্রকার উদ্দেশ্য : হাদীসে উল্লিখিত صِيَامٌ রোজা, صَدَقَةٌ সদকা ও صَلَاةٌ নামাজ দ্বারা এদের নফলকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা দু-ব্যক্তির মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করা একটি সমাজ সেবামূলক কাজ এবং নফল ইবাদত। আর নফল ইবাদত সেটা যত গুরুত্বপূর্ণ হোক, তা ফরজ-ওয়াজিবের সমতুল্য হতে পারে না।

قَوْلُهُ اِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ -এর ব্যাখ্যা : 'দুজন মুসলমানের মধ্যে আপস-মীমাংসা করানো।' এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, যথা– ১. ঐ সৎ গুণের অবতারণা, যা দ্বারা জাতির মধ্যে সম্প্রীতি, ভালোবাসা ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২. কেউ বলেন, এর অর্থ– দু-জনের মধ্যকার ঝগড়া-বিবাদ এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদের অবসান ঘটানো। বিবদমান দু-পক্ষের মধ্যে সৃষ্ট পরিস্থিতিকে "ذَاتُ الْبَيْنِ" বলা হয়।

وَعَنْ ٤٨١٨ الزُّبَيْرِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

৪৮১৮. অনুবাদ : হযরত যুবাইর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন– বিগত উম্মতের ব্যাধি তোমাদের মধ্যে বিস্তার লাভ করেছে। বিগত উম্মতের ব্যাধি ছিল হিংসা ও ঘৃণা। এটা হলো মুণ্ডনকারী। আমি এ মুণ্ডন দ্বারা চুল মুণ্ডনকে বুঝাইনি; বরং সেটা দ্বারা দীনের মুণ্ডন বা মূলোচ্ছেদ বুঝিয়েছি।

–[আহমাদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمُ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের ব্যাখ্যা হলো, দৈহিক ব্যাধি যেভাবে সংক্রামিত হয়ে গোটা জনপদে ছড়িয়ে পড়ে, তদ্রূপ তোমাদের মাঝে পূর্ববর্তী উম্মতদের দুটো জটিল আত্মিক ব্যাধি সংক্রামিত হয়ে পড়েছে। আর এ জটিল সংক্রামক আত্মিক ব্যাধি দুটো হলো ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষ, যা মানুষের দীনের ধ্বংস সাধন করে থাকে। পূর্ববর্তী উম্মতদের মধ্যে এ দুটো ব্যাধি বিরাজমান ছিল এবং এরই ফলে তারা দীন-ধর্ম বিমুখ হয়ে ধ্বংসে পতিত হয়েছে।

حَسَد **-এর সংজ্ঞা :** "حَسَد" হাসাদ হলো একটি আত্মিক ব্যাধি। এটা অন্তরে ক্রিয়াশীল থাকে, এর বাংলা প্রতিশব্দ হলো ঈর্ষা। এ ঈর্ষার কারণে মানুষ অন্যের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণ হয়ে উঠে। নিয়ামতের অধিকারী ব্যক্তির নিয়ামত হতে বঞ্চিত হওয়া তার কাম্যবস্তু হয়ে পড়ে। তদস্থলে সে নিজেই সে নিয়ামতের অধিকারী হওয়াকে পছন্দ করে। এমনকি সেজন্য সে তার কূট-চক্রান্ত জাল বিস্তার করতে দ্বিধাবোধ করে না। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এ ঈর্ষারূপ আত্মিক ব্যাধিকে দীন বিনাশকারী রূপে আখ্যায়িত করেছেন।

قَوْلُهُ "هِيَ الْحَالِقَةُ" **-এর ব্যাখ্যা :** "اَلْحَالِقَةُ" শব্দের অর্থ– মুণ্ডনকারী। এখানে এটা দ্বারা দীনের মূলোচ্ছেদকারী উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এখানে هِيَ যমীরটি হয়তো তৎসংশ্লিষ্ট اَلْبَغْضَاءُ-এর প্রতি رَاجِعٌ হবে। তখন এর অর্থ হবে, হিংসা-বিদ্বেষই দীনের মূলোচ্ছেদকারী। কিংবা যমীরটি اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ উভয়ের সমষ্টির প্রতি رَاجِعٌ হবে। তখন এর অর্থ হবে, ঈর্ষা ও হিংসা-বিদ্বেষই দীনের মূলোচ্ছেদকারী উভয় অর্থই এখানে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

وَعَنْ ٤٨١٩ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি রাসূলে কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা হিংসা হতে বেঁচে থাক। কেননা হিংসা সৎকর্মসমূহকে ভক্ষণ করে ফেলে, যেমনিভাবে কাষ্ঠখণ্ডকে আগুন ভক্ষণ করে ফেলে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ **-এর ব্যাখ্যা :** তোমরা ধনসম্পদ ও পার্থিব সম্মান-মর্যাদার প্রশ্নে অন্যের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা থেকে বেঁচে থাক। কেননা এটা দূষণীয়। অবশ্য পরকালীন বিষয়ে গিব্‌তাহ বা অন্যের মধ্যে যে বিশেষত্ব রয়েছে, তা নিজের মধ্যে অর্জিত হওয়ার আগ্রহ করা দূষণীয় নয়।

قَوْلُهُ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ **-এর ব্যাখ্যা :** হিংসা-বিদ্বেষ সৎকর্ম বিনষ্ট করে দেয়। কারণ কিয়ামতের দিন হিংসুকের সৎকর্মগুলো যার সাথে হিংসা করা হয়েছে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে। তখনই দেখা যাবে, তার সৎকর্মগুলো হিংসায় খেয়ে ফেলে। কেউ কেউ বলেন, হিংসার কারণে সৎকর্মসমূহ কবুল হবে না। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অভিমত। মু'তাযিলাগণ বলেন, হিংসার দরুন সৎকর্মগুলো অসৎকর্মে পরিণত হয়।

وَعَنْهُ ٤٨٢٠ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৮২০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– দু-ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া-বিপর্যয় সৃষ্টি করা থেকে তোমরা নিজেকে রক্ষা কর। কেননা এ কাজ দীনকে ধ্বংসকারী। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِيَّاكُمْ وَسُوْءَ ذَاتِ الْبَيْنِ **-এর ব্যাখ্যা :** মানুষের মাঝে পারস্পরিক সংঘাত সৃষ্টি করে দেওয়া, তাদের মাঝে পারস্পরিক সম্প্রীতি নষ্ট করে দেওয়া এবং পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির চেষ্টা করা মারাত্মক অপরাধ। এসব কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য নবী করীম ﷺ উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

وَعَنْ ٤٨٢١ اَبِىْ صِرْمَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৮২১. অনুবাদ : হযরত আবূ সিরমা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কষ্ট দেবেন এবং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে বিপদে ফেলবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদে ফেলবেন। –[ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَاقَّ ও ضَارَّ **-এর মধ্যে পার্থক্য :** অর্থের দিক দিয়ে ضَارَّ ও شَاقَّ শব্দ দুটো প্রায় সমপর্যায়ের। অবশ্য এর মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বিদ্যমান। ধনসম্পদের বিনষ্ট সাধনকে ضَرَرٌ বলে, আর শারীরিক ক্ষতি বা কষ্ট দেওয়াকে مَشَقَّةٌ বলে। অথবা ضَرَرٌ দ্বারা শারীরিক, আর্থিক, ইহকালীন এবং পরকালীন সকল প্রকার ক্ষতিকে বোঝায়, আর مَشَقَّةٌ এমন বিরুদ্ধাচরণ, যা কলহ-বিবাদ এবং যুদ্ধ ডেকে আনে। তবে প্রথম মতটাই গ্রহণযোগ্য।

وَعَنْ ٤٨٢٢ اَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَلْعُوْنٌ مَنْ ضَارَّ مُؤْمِنًا اَوْ مَكَرَ بِهٖ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৮২২. অনুবাদ : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত, যে কোনো মুসলমানকে কষ্ট দেয় অথবা কোনো মুসলমানের সাথে প্রবঞ্চনা করে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ مَكَرَ بِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ– সে তার সাথে প্রতারণা বা ধোঁকাবাজি করবে। অর্থাৎ প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে তার ক্ষতি সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা করবে। এ ধরনের ব্যক্তি সম্পর্কে নবী করীম ﷺ বলেছেন যে, সেই ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রহমত থেকে বিতাড়িত হবে। কেননা কোনো মু'মিনকে কষ্ট দেওয়া পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-কে কষ্ট দেওয়া, আর এটা হারাম।

وَعَنْ ٤٨٢٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهٗ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِهٖ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৮২৩. অনুবাদ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বারের উপর উঠলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললেন, 'হে মুসলমানগণ! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং অন্তরে ইসলামের প্রভাব রাখোনি, তোমরা মুসলমান-দেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের দোষ অন্বেষণ করো না। কেননা যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ অন্বেষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ অন্বেষণ করেন। আল্লাহ তা'আলা যার দোষ খুঁজবেন, তাকে অপমান করবেন, যদিও সে নিজের ঘরের মধ্যে থাকে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهِ -এর ব্যাখ্যা : এখানে 'মুখে মুখে ইসলাম গ্রহণ করা' দ্বারা মু'মিন এবং মুনাফিক উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। আর 'ঈমানের প্রভাব অন্তরে পৌছেনি' দ্বারা ফাসিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কাজেই বাক্যটির অর্থ– একদা রাসূল ﷺ মু'মিন, মুনাফিক এবং ফাসিক সকলকে সম্বোধন করে উপদেশ দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَلَوْ فِيْ جَوْفِ رَحْلِهِ -এর ব্যাখ্যা : কারো দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের ছিদ্রান্বেষণে মগ্ন থাকে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দেন, যদিও সে লোকালয় থেকে অন্ধ গুহার মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা যার দোষ প্রকাশ করে দেবেন, অবশ্যই সে অপমানিত হবে।

হাদীসের শিক্ষা : উল্লিখিত হাদীস অধ্যয়নে আমরা নিম্নবর্ণিত শিক্ষা অর্জন করতে পারি–

১. কোনো মুসলমানকে কোনো অবস্থাতেই নিরর্থক শারীরিক এবং মানসিক কষ্ট দেওয়া যাবে না।
২. কোনো মুসলমানকে লজ্জা দেওয়া যাবে না এবং তাকে এমন কোনো কথা বলা যাবে না, যেন সে সমাজের কাছে লজ্জা পায়।
৩. কোনো মুসলমানের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা যাবে না। হাদীসের এ শিক্ষা যদি যথাযথভাবে আমরা বাস্তবায়িত করতে পারি, তাহলে আমাদের ব্যক্তিগত এবং সামাজিক জীবনে কোনো মারাত্মক ধরনের বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না, দেখা দেবে না কোনো সংঘাত-সংঘর্ষ। ফলে সৃষ্টি হবে সুখী ও সমৃদ্ধশালী একটি সমাজ।

وَعَنْ ٤٨٢٤ سَعِيْدِ بْنِ زَيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبٰوا الْاِسْتِطَالَةَ فِيْ عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৮২৪. অনুবাদ : হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সবচেয়ে বড় সুদ হলো কোনো মুসলমানের অন্যায়ভাবে মানহানি করা। –[আবূ দাঊদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ إِنَّ مِنْ اَرْبَى الرِّبٰوا -এর ব্যাখ্যা : সুদ যেমন মারাত্মক ক্ষতিকর, অন্যের মানহানি করার উদ্দেশ্যে অশালীন ভাষা ব্যবহার এটা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিকর। অর্থাৎ এটা সুদ অপেক্ষাও জঘন্যতম পাপ।

قَوْلُهُ الْاِسْتِطَالَةَ -এর মর্মার্থ : "اَلْاِسْتِطَالَةَ" অর্থ– দীর্ঘায়িত করা, বাড়াবাড়ি করা, অতিরিক্ত করা। এখানে অর্থ হচ্ছে, কোন মুসলমানের ইজ্জত নষ্ট করার উদ্দেশ্যে অহংকার ও গর্ব করে গালি দেওয়া, গিবত ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। এটাকে সুদের সাথে তুলনা করার কারণ হচ্ছে, মুসলমানদের মানইজ্জত ধনসম্পদের চেয়ে অধিকতর মূল্যবান। তাই এর বেশকম করাও সুদের মতো।

وَعَنْ ٤٨٢٥ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا عَرَجَ بِيْ رَبِّيْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِيْ اَعْرَاضِهِمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮২৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন আল্লাহ তা'আলা আমাকে উপরে নিয়ে গেলেন, আমি সেখানে এমন লোকদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখ তামার তৈরি। সেসব নখ দ্বারা তারা তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষ খোঁচাচ্ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা সেসব লোক, যারা মানুষের মাংস খায় অর্থাৎ পরোক্ষ নিন্দা করে এবং মানুষের পিছনে লেগে থাকে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ-এর ব্যাখ্যা : পরনিন্দাকারী ও অপরের দোষান্বেষণকারীর প্রাথমিক শাস্তি হবে যে, এ কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা শাস্তি স্বরূপ নিজেরা নিজেদের গাল তথা মুখমণ্ডল তামা সাদৃশ্য নির্মিত নখ দ্বারা আঁচড়াতে থাকবে, অনুরূপভাবে তারা নিজেদের বক্ষকে নিজেরা আঁচড়াতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা বেশি জানেন, তাদের এ সাজার সমাপ্তি কোথায়? আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ ধরনের গুনাহ থেকে মুক্তি দিন।

قَوْلُهُ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ-এর ব্যাখ্যা : মি'রাজের রাতে নবী করীম ﷺ একদল লোককে দেখতে পেলেন যে, তারা তাদের শক্ত নখ দ্বারা নিজেদের চেহারার গোশ্ত কাটছে। এটা দেখে নবী করীম ﷺ হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? হযরত জিবরাঈল (আ.) উত্তরে বললেন, এরা সেসব লোক, যারা দুনিয়ায় অন্যের দোষ খুঁজে বের করত এবং মানুষকে অপমান করার জন্য ফন্দি আঁটত, আজ তাদের এ পরিণতি।

৪৮২৬ وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اَكْلَةً فَاِنَّ اللّٰهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ كَسٰى ثَوْبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَكْسُوْهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَقُوْمُ لَهُ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮২৬. অনুবাদ : হযরত মুস্তাওরিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের পরোক্ষ নিন্দা করে বা মন্দ বলে একটি গ্রাস খেল, আল্লাহ তা'আলা তাকে সেই পরিমাণ জাহান্নামের আগুন খাওয়াবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের অপদস্থ ও অপমানের বিনিময়ে কাপড় পরিধান করল, আল্লাহ তা'আলা সেটার বিনিময়ে তাকে সমপরিমাণ জাহান্নামের আগুনের পোশাক পরিধান করাবেন। আর যে ব্যক্তি কাউকে দাঁড় করায় বা নিজে দণ্ডায়মান হয়ে লোকদেরকে নিজের বুজুর্গি শোনায় বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব দেখায়, কিয়ামতের দিন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা তার ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্বলতা শোনানোর জন্য এবং দেখানোর জন্য দাঁড় করাবেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ اَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اَكْلَةً-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের গিবত করে বা তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় কিংবা তার বিরোধী পক্ষের সহায়তা করে এক গ্রাস বা এক বেলা খাদ্য গ্রহণ করেছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দোজখের আগুন থেকে এ পরিমাণ খাওয়াবেন।

৪৮২৭ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮২৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– ভালো চিন্তা ও উত্তম ধারণা করাও ইবাদত। –[আহমাদ ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ-এর ব্যাখ্যা : মহান রাব্বুল 'আলামীনের সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করা। যেমন, আল্লাহ তা'আলা মহান, তিনি অন্তর্যামী, তিনি সকলের রিজিকদাতা, সবকিছুর অধিপতি, রাজাধিরাজ ইত্যাদি ধারণা পোষণ করা একপ্রকার ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ বলেন, কোনো মু'মিনের পক্ষে মু'মিন সম্পর্কে সৎ ধারণা রাখা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

وَعَنْ ٤٨٢٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ اِعْتَلَّ بَعِيْرٌ لِصَفِيَّةَ وَعِنْدَ زَيْنَبَ فَضْلُ ظَهْرٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِزَيْنَبَ اَعْطِيْهَا بَعِيْرًا فَقَالَتْ اَنَا اُعْطِىْ تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَهَجَرَهَا ذَا الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمَ وَبَعْضَ صَفَرٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا فِىْ بَابِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ.

৪৮২৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী সাফিয়্যার উটটি পীড়াগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন রাসূল ﷺ-এর অপর স্ত্রী হযরত যয়নব (রা.)-এর কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি সওয়ারি ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবি যয়নবকে বললেন, তাঁকে একটি উট দাও। তখন তিনি বললেন, আমি ঐ ইহুদিনীকে উট দেব? (অর্থাৎ নিশ্চয়ই উট দেব না)। এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অসন্তুষ্ট হলেন এবং জিলহজ, মহররম ও সফর মাসের কিছুদিন তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন। –[আবূ দাউদ]

এ প্রসঙ্গে হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রা.)-এর হাদীস "مَنْ حَمٰى مُؤْمِنًا" সৃষ্টিকুলের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ পরিচ্ছেদ (بَابُ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ) -এ বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَنَا اُعْطِىْ تِلْكَ الْيَهُوْدِيَّةَ-এর ব্যাখ্যা : হযরত সাফিয়্যা (রা.) ছিলেন খায়বর এলাকার ইহুদি সর্দার হুয়াই ইবনে আখতাবের কন্যা। বংশ পরম্পরায় তিনি ছিলেন হযরত মূসা (আ.)-এর বড় ভাই হযরত হারূন (আ.)-এর খান্দানের মহিলা। সপ্তম হিজরিতে খায়বর বিজয়ের সময় হযরত সাফিয়্যা (রা.) দাসী হিসেবে বন্দি হয়ে মুসলমানদের হাতে আসলে রাসূল ﷺ তাঁকে আজাদ করে দিয়ে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন। এ হিসেবে হযরত যয়নব (রা.) তাঁকে ইহুদিনী হিসেবে তিরস্কার করেছিলেন। এখানে হাদীসের শব্দ "اَنَا اُعْطِىْ" -এর মধ্যে هَمْزَةِ اِسْتِفْهَامْ উহ্য আছে। তাই বাক্যটি প্রশ্নবোধক। অর্থাৎ আমি কি তাকে উট দেব? কখনো দেব না।

দ্বন্দের অবকাশ : কারো সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বর্জন করা নাজায়েজ, তাহলে কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যয়নব (রা.)-এর সাথে দীর্ঘ প্রায় তিনমাস কথাবার্তা বন্ধ রেখেছিলেন। এর উত্তরে বলা যায়, দীনের খাতিরে কারো সাথে আজীবন কথা বর্জন করা বৈধ, যতক্ষণ না সে তওবা করে। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরাম হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা.) ও তাঁর সঙ্গী-সাথিদের সাথে পঞ্চাশ দিন কথাবার্তা ও যাবতীয় সম্পর্ক বর্জন করেছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিস্বার্থ বা পার্থিব কোনো ব্যাপারে কারো সাথে সম্পর্কচ্ছেদ বৈধ নয়। হযরত যয়নব (রা.)-কে শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য ছিল।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٢٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهٗ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ سَرَقْتَ قَالَ كَلَّا وَالَّذِىْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيْسٰى اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَكَذَّبْتُ نَفْسِىْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হযরত মরিয়মের পুত্র হযরত ঈসা (আ.) এক ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। হযরত ঈসা (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি চুরি করেছ? সে বলল, কখনো না। ঐ সত্তার কসম! যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য উপাসনাযোগ্য নেই। হযরত ঈসা (আ.) বললেন, আমি আল্লাহ তা'আলার উপর বিশ্বাস স্থাপন করলাম এবং নিজেকে নিজে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করলাম। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَذَّبْتُ نَفْسِىْ-এর ব্যাখ্যা : অর্থাৎ মহান সত্তার কসমের সম্মান প্রদর্শন করার অভিপ্রায়ে নিজেকেই অসত্য বলছি। হাদীসটির মর্মার্থ হলো, কেউ আল্লাহ তা'আলার নাম নিয়ে মিথ্যা কসম করলেও ঐ নামের সম্মান রক্ষার্থে তার প্রতি সত্য ধারণা পোষণ করা শ্রেয়। আর এটা মূলত হযরত ঈসা (আ.)-এর ভুল নয়। কারণ, সাধারণত চুরি যেহেতু এভাবেই হয়ে থাকে, এজন্য তিনি বাহ্যিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন, তুমি কি চুরি করেছ? (أَسَرَقْتَ)

وَعَنْ ٤٨٣٠ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا وَكَادَ الْحَسَدُ اَنْ يَغْلِبَ الْقَدْرَ.

৪৮৩০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দরিদ্রতা যেন প্রায়ই কুফরির সীমানা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেবে, আর উচ্চাশা যেন তাকদীরের উপর জয়লাভ করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَادَ الْفَقْرُ اَنْ يَكُوْنَ كُفْرًا-এর ব্যাখ্যা : গরিব-ধনী অর্থের বিবেচনায় নয়; বরং হৃদয় যার গরিব সে-ই প্রকৃত অভাবী। এ গরিব হৃদয়ই হলো কুফরির কারণ। এটা কখনো আল্লাহর সর্বক্ষমতার উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, আবার কখনো তাঁর সিদ্ধান্তের উপর অনীহা সৃষ্টি করে অথবা কখনো এ দরিদ্রতাই সরাসরি কুফরির মধ্যে লিপ্ত করে ফেলে। আর এটা এভাবে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কাফের-মুশরিক-আল্লাহদ্রোহীরা পার্থিব ধন-ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যতার মাঝে ডুবে রয়েছে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা দরিদ্রতার চরম নিচু সীমায় বসবাস করে। স্বভাবত এটা দেখে অনেকেই বিব্রত হতে পারে। এজন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন– 'দরিদ্রতা যেন কুফরির সীমা পর্যন্ত পৌছিয়ে দেয়।'

وَعَنْ ٤٨٣١ جَابِرٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ اعْتَذَرَ اِلٰى اَخِيْهِ فَلَمْ يَعْذِرْهُ اَوْ لَمْ يَقْبَلْ عُذْرَهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَ الْمَكَّاسُ الْعَشَّارُ)

৪৮৩১. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি নিজের কোনো মুসলমান ভাইয়ের কাছে ওজর-আপত্তি করে, সেই মুসলমান যদি তাকে অপারগ বা ওজরযোগ্য মনে না করে অথবা যদি তাকে ক্ষমা না করে, তবে জালিম তহশিলদারের মতো পাপী হবে। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী (র.) বলেন, مَكَّاسٌ অর্থ– ওশর আদায়কারী বা তহশিলদার।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ خَطِيْئَةِ صَاحِبِ مَكْسٍ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, কোনো ব্যক্তি যদি ওজর ও অক্ষমতা পেশ করার পর যে ব্যক্তি তার ওজর গ্রহণ করল না বা তাকে ক্ষমা করল না, সে ব্যক্তি অত্যাচারী তহশিলদারের ন্যায় অপরাধী। কেননা অত্যাচারী তহশিলদারের নিকট যেমন জমিদার বলে, আমার জমির খাজনা প্রদান করা হয়েছে, অমুক শহরে আমি খাজনা প্রদান করেছি; কিন্তু তহশিলদার তা না মেনে জমিদারের কাছ থেকে পুনরায় খাজনা আদায় করে। সুতরাং যে ব্যক্তি ওজর গ্রহণ না করে, সে এবং অত্যাচারী তহশিলদার সম-অপরাধী।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, ওজর পেশকারীর ওজর গ্রহণ করা অপরিহার্য; অন্যথা সে জালিম তহশিলদারের মতো গুনাহগার হবে। তবে আমাদের সমাজে কোনো ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত ওজর-আপত্তি গ্রহণ করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বা ব্যক্তিবিশেষে সেটার ব্যতিক্রম থাকলেও সর্বসাধারণের মধ্যে আজো ওজর-আপত্তি গ্রহণ করার মানসিকতা ও সামাজিকতা বিদ্যমান রয়েছে। কথিত আছে, "اَلْعُذْرُ عِنْدَ الْكَرِيْمِ مَقْبُوْلٌ" অর্থাৎ 'মহৎ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট ওজর-আপত্তি গৃহীত হয়ে থাকে।' অর্থাৎ যিনি মহান, তিনি ওজর-আপত্তি গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দিন। আমীন!

بَابُ الْحَذَرِ وَالتَّأَنِّيْ فِي الْأُمُوْرِ
পরিচ্ছেদ : আত্মসংযম ও কাজে ধীরস্থিরতা

"اَلْحَذَرُ" **শব্দের অর্থ :** আত্মসংযম বা সকল প্রকার ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকা। কথাটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থক। اَلْحَذَرُ এমন কাজ থেকে বিরত থাকাকে বলে, যে কাজ ইহকালীন ও পরকালীন চিরস্থায়ী সুখ থেকে বঞ্চিত করে এবং আত্মার উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

"اَلتَّأَنِّيْ" **শব্দের অর্থ :** কোনো কাজ ধীরস্থিরভাবে করা, তাড়াহুড়া না করা। ধীরস্থির এবং চিন্তাভাবনা না করে কোনো কাজ করলে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, সেটা সফলকাম হয় না। আর ধীরস্থিরতার মধ্যে আল্লাহর সাহায্যও এসে থাকে। যেমন, অন্য এক হাদীসে এসেছে– اَلْأَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ ধীরস্থিরভাবে কাজ করার মহৎ গুণটি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া করে কাজ করার বদ-অভ্যাসটি শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে এ প্রসঙ্গেই হাদীস বর্ণিত হয়েছে

اَلْفَصْلُ الْأَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٨٣٢ - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮৩২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এক গর্ত থেকে মু'মিনকে দু-বার ধ্বংস করা যায় না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসটির পটভূমি : 'আবুল উয্‌যা' নামক এক ব্যক্তি কুরাইশ কাফেরদের মধ্যে একজন বিখ্যাত কবি ছিল। সে কবিতার ছন্দে মুসলমান ও মু'মিনদের কুৎসা রচনা করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করত। অপরদিকে স্বীয় দলের দুরাচার লোকদেরকে কবিতার মাধ্যমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অত্যাচার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করত। বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ময়দানে আসলে সে বন্দি হয়ে মদিনায় আনীত হয়। তখন সে রাসূল ﷺ-এর কাছে এ অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে ভবিষ্যতে এরূপ আর করবে না। এ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাসূল ﷺ তাকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে দিলেন। কিন্তু দেখা গেল, এ পাপিষ্ঠ তার সেই মন্দ চরিত্র থেকে ফেরেনি। এমনকি পরবর্তী বছর উহুদের যুদ্ধেও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কবিতা আবৃত্তি করে ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। এবারও সে মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়ে মদিনায় আনীত হলো এবং রাসূল ﷺ তাকে কতল করার নির্দেশ দিলেন। এবারও সে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাবে না বলে শক্তভাবে প্রতিশ্রুতি দিল এবং সাহাবায়ে কেরামও তার পক্ষে সুপারিশ করলেন। এ সময় রাসূল ﷺ বললেন, এক গর্ত থেকে মু'মিনকে দু-বার দংশন করা যায় না। অর্থাৎ একবার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর বিচক্ষণ-বুদ্ধিমান মুসলমান দ্বিতীয়বার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। সে সতর্ক হয়ে যায় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পথগুলো বন্ধ করে দেয়। অবশেষে রাসূল ﷺ-এর নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়।

"اَلْمُؤْمِنُ" **বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?** আলোচ্য হাদীসে মু'মিন বলতে জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ব মু'মিনকে বোঝানো হয়েছে। কেননা যে মু'মিন জ্ঞান-বুদ্ধিতে পরিপক্ব নয়, তাকে ধোঁকা দেওয়া বা সে বার বার ধোঁকা খাওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

قَوْلُهُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ **-এর ব্যাখ্যা :** একই গর্ত থেকে মু'মিন দু-বার দংশিত হয় না। এর অর্থ এই যে, মুসলমান কারো দ্বারা একবার প্রতারিত হলে পুনর্বার তার দ্বারা প্রতারিত হয় না; বরং সে সাবধান হয়ে যায়। কিংবা মুসলমান একবার কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় তার ক্ষতির শিকার হয় না।

وَعَنْ ٤٨٣٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ إِنَّ فِيكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮৩৩. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ 'আব্দুল কায়েস' গোত্রের গোত্রপতিকে বললেন, তোমার মধ্যে দুটো চরিত্র এমন আছে যে, আল্লাহ তা'আলা সেটা পছন্দ করেন– ১. সহনশীলতা ও ২. ধীরস্থিরতা বা চিন্তাভাবনা করে কাজ করা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"أَشَجُّ عَبْدِ الْقَيْسِ" **বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে :** 'আব্দুল কায়েস' গোত্রের দলপতি বলতে তাদের প্রতিনিধি দলের নেতা মুনযির ইবনে আয়েয (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে।

"عَبْدُ الْقَيْسِ" **-এর পরিচয় :** "عَبْدُ الْقَيْسِ" একটি গোত্রের নাম। তারা মক্কার পূর্বাঞ্চলীয় এলাকায় বসবাস করত। তাদের নেতার নাম ছিল মুনযির ইবনে আয়েয (রা.)। তারা মুসলমান হয়েছিল এবং ৫ম বা ৮ম হিজরি সালে ইসলামি শিক্ষালাভের জন্য তাদের একটি প্রতিনিধি দল মদীনায় আগমন করে।

"اَلْأَنَاةُ" **বলতে কি বোঝায়?** "أَنَاةٌ" বলতে ধীরস্থিরভাবে কাজ করাকে বোঝায় বা কাজের পরিণাম চিন্তা করে কাজ করাকে বোঝায়, যেন পরে এ কাজের পরিণামে তাকে দুশ্চিন্তা করতে না হয়।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٣٤ سَهْلِ بْنِ سَعْدِنِ السَّاعِدِيِّ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْأَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطٰنِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِيْ عَبْدِ الْمُهَيْمِنِ بْنِ عَبَّاسِ الرَّاوِيْ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهٖ)

৪৮৩৪. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ সা'য়িদী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন– ধীরস্থিরভাবে কাজ করা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আসে, আর তাড়াহুড়া করে কাজ করা শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব। কোনো কোনো হাদীসবিদ এর অন্যতম রাবী আব্দুল মুহাইমিন ইবনে আব্বাস (রা.)-এর স্মরণশক্তি সম্পর্কে মতভেদ করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْأَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ **-এর ব্যাখ্যা :** কাজের মধ্যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা এবং কাজের পরিণাম চিন্তা করে কাজ করাকে "الأناة" বলে। মানুষের মধ্যে কাজের পূর্বে তার কাজের পরিণামদর্শী হওয়া আল্লাহ তা'আলার একটি দান। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষ লাভ করে থাকে।

وَعَنْ ٤٨٣٥ أَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا حَلِيْمَ إِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ وَلَا حَكِيْمَ إِلَّا ذُوْ تَجْرِبَةٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪৮৩৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করেছে, সে ব্যতীত কেউ সহনশীল হয় না এবং যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সে ব্যতীত কেউ বিচারক হয় না। –[আহমাদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি হাসান ও গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا حَلِيْمَ اِلَّا ذُوْ عَثْرَةٍ -এর ব্যাখ্যা : হোঁচট খেয়ে মানুষ ধৈর্যশীল হয়ে থাকে। যে যত বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়, কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করে, বিভিন্ন কথাবার্তা, ভাষণ-বক্তৃতা, লেখা-রচনায় বার বার ভুল করে লজ্জিত হয়, সে ব্যক্তিই উদ্যম আগ্রহ নিয়ে এর মোকাবিলা করে। ফলে সে তার চরম ধৈর্যের ফসল স্বরূপ জীবনে কামিয়াব হয়। লোহা যেমন আগুনে পুড়ে পিটিয়ে খাঁটি করা হয়, তদ্রূপ সেই ব্যক্তিও বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত উপেক্ষা করে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

قَوْلُهُ لَا حَكِيْمَ اِلَّا ذُوْ تَجْرِبَةٍ -এর ব্যাখ্যা : হাকীম বা দার্শনিক হওয়ার পূর্বশর্ত হলো অভিজ্ঞতা অর্জন করা। আর অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন জ্ঞান-সমুদ্রে ডুবে থাকা। যে ব্যক্তি জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে জ্ঞানান্বেষণে ব্যয় করে, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সেটা নিয়ে সর্বদা গবেষণা করে, সেই ব্যক্তিই জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান পায় এবং ইচ্ছেমতো সে তা দ্বারা পরিতৃপ্ত এবং সমৃদ্ধ হয়। ফলে সেই ব্যক্তিই কেবল দার্শনিক হতে পারে।

٤٨٣٦ - وَعَنْ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ اَوْصِنِيْ فَقَالَ خُذِ الْاَمْرَ بِالتَّدْبِيْرِ فَاِنْ رَاَيْتَ فِيْ عَاقِبَتِهٖ خَيْرًا فَامْضِهٖ وَاِنْ خِفْتَ غَيًّا فَامْسِكْ . (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৮৩৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে আরজ করল, আপনি আমাকে উপদেশ দিন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি নিজের কাজ খুব চিন্তাভাবনা করে সম্পাদন কর। যদি তার শেষ ফল ভালো দেখ, তবে করে ফেল। আর যদি শেষ ফল ভ্রান্ত ও খারাপ বলে ধারণা কর, তবে তা পরিত্যাগ কর। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خُذِ الْاَمْرَ بِالتَّدْبِيْرِ -এর ব্যাখ্যা : এক ব্যক্তি রাসূল ﷺ -এর নিকট এসে কিছু উপদেশ প্রদানের আরজ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তুমি পরিণাম ভেবে কাজ করবে' শেষ পরিণতি ভালো না মন্দ, সেটা না ভেবে যারা কোনো কাজে হাত দেয়, তাদের ব্যর্থ হওয়ারই সম্ভাবনা খুব বেশি। জীবনে তাদের চরম গ্লানি ভোগ করতে হয়। বাংলা ভাষায় প্রবাদ আছে, 'ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না'। আর এ কথাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বহু পূর্বে ঘোষণা করেছেন। অতএব, আমাদের সকলের চিন্তাভাবনা করে কাজ করা উচিত।

٤٨٣٧ - وَعَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ (رحـ) عَنْ اَبِيْهِ قَالَ الْاَعْمَشُ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التُّؤَدَةُ فِيْ كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ اِلَّا فِيْ عَمَلِ الْاٰخِرَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮৩৭. অনুবাদ : হযরত মুসআব ইবনে সা'দ (র.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। আ'মাশ (র.) বলেন, আমি এ বাণী নবী করীম ﷺ -এর বলেই জানি যে, রাসূল ﷺ বলেছেন- সব কাজেই দেরি করা ও ধীরে-সুস্থে করা উত্তম; কিন্তু আখেরাতের কাজ ব্যতীত। অর্থাৎ আখেরাতের কাজ তাড়াতাড়ি করা উত্তম।

-[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْاَعْمَشُ -এর পরিচিতি : হযরত আ'মাশ (র.) একজন প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল সালমান ইবনে মিহরান আল-কাহিলী আল-আসাদী। তিনি 'বনূ কাহিল'-এর আজাদকৃত গোলাম ছিলেন। তিনি ৬০ হিজরিতে 'রিয়া' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তাঁকে 'কূফা'য় আনা হলে 'বনূ কাহিল'-এর এক ব্যক্তি তাঁকে ক্রয় করেন এবং তাঁকে আজাদ করে দেন। তিনি হাদীস সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। অধিকাংশ কূফাবাসী তাঁর উপর নির্ভর করত। তাঁর নিকট থেকে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১৪৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

قَوْلُهُ اِلَّا فِىْ عَمَلِ الْاٰخِرَةِ **-এর ব্যাখ্যা :** পার্থিব কাজ চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে ধীরস্থিরভাবে করা শ্রেয়। কেননা এর পরিণাম প্রথমেই উপলব্ধি করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে পরকালের অবশ্যম্ভাবী মুক্তির উত্তম কাজ যথাশীঘ্র করাই বাঞ্ছনীয়।

وَعَنْ ٤٨٣٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৮৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– উত্তম চালচলন, ধীরস্থির পদক্ষেপ এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুয়তের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ **-এর ব্যাখ্যা :** "اَلسَّمْتُ" শব্দের অর্থ– পছন্দনীয় চালচলন ও উত্তম চারিত্রিক রীতিনীতি। এ ছাড়া اَلسَّمْتُ শব্দের অর্থ– রাস্তা, পথ। এটা দ্বারা সৎ লোকদের পদাঙ্কের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে হিসেবে এখানে اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ দ্বারা উত্তম চালচলন উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

اَلتُّؤَدَةُ ও اَلْاِقْتِصَادُ **-এর পার্থক্য :** اَلْاِقْتِصَادُ শব্দের অর্থ– সকল কাজে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা। আর "اَلْاِقْتِصَادُ" অর্থ– সর্বাবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। সংকোচন ও অতিরঞ্জন বা সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকা। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, اَلتُّؤَدَةُ শব্দটি عَامٌ তথা ব্যাপকার্থক। এটা ভালো-মন্দ উভয়বিধ কাজেই ধীরস্থিরতা অবলম্বন করাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর اَلْاِقْتِصَادُ শব্দটি خَاصٌ তথা বিশেষার্থক। এটা শুধুমাত্র ভালো কাজে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাকে বোঝায়।

قَوْلُهُ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّةِ **-এর ব্যাখ্যা :** 'নবুয়তের অংশ'–এ কথাটির তাৎপর্য এই যে, এসব উত্তম চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আম্বিয়ায়ে কেরামের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের অন্তর্ভুক্ত। আর এটা তাদের মর্যাদার অংশবিশেষ। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এ সব উত্তম চরিত্র অর্জনে নবীগণের অনুসরণ কর। এর অর্থ এই নয় যে, নবুয়ত একটি বিভাজ্য বস্তু, আর যার মধ্যে এসব চরিত্র বা গুণাবলি পাওয়া যাবে, সেই ব্যক্তি নবী হয়ে যাবে; বরং নবুয়ত একটি ঐশী দান, আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা এ পদমর্যাদা দান করেন কেউ নিজ ইচ্ছায় বা নিজ চেষ্টা-সাধনা দ্বারা নবী হতে পারে না। কিংবা এর অর্থ– এসব চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সেই মহৎ গুণের অন্তর্গত, যা শিক্ষাদানের জন্য নবী-রাসূলগণ এ দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন।

وَعَنْ ٤٨٣٩ اِبْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْهَدْىَ الصَّالِحَ وَالسَّمْتَ الصَّالِحَ وَالْاِقْتِصَادَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮৩৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন– উত্তম অভ্যাস, উত্তম চালচলন এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুয়তের পঁচিশ ভাগের এক ভাগ। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلسَّمْتُ ও اَلْهَدْىُ **-এর মধ্যে পার্থক্য :** যে বস্তুর সম্পর্ক আভ্যন্তরীণের সাথে রয়েছে, সেটা اَلْهَدْىُ, আর যার সম্পর্ক বাহ্যিকের সাথে, সেটাকে বলা হয় اَلسَّمْتُ। এ পর্যায়ে এটাকে ঈমান ও ইসলামের সাথে তুলনা করা যায়। সুতরাং যার মধ্যে উভয় গুণ একত্রিত হয়, সে উত্তমের উপরে উত্তম, যাকে আরবিতে نُوْرٌ عَلٰى نُوْرٍ বলা হয়।

وَعَنْ ٤٨٤٠ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ اَمَانَةٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮৪০. অনুবাদ : হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলে, অতঃপর এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করে, তবে তা [শ্রোতার জন্য] আমানত তথা গচ্ছিত বস্তু।

–[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَهِيَ اَمَانَةٌ **-এর ব্যাখ্যা :** যখন কোনো ব্যক্তি কোনো কথা বলে এদিক-সেদিক তাকায়, তখন শ্রোতার বুঝে নিতে হবে যে, লোকটি কথাটি অন্য লোক থেকে গোপন রাখতে চায়। অতএব, শ্রোতার উচিত হবে সেটাকে আমানত মনে করে রক্ষা করা। কারো কাছে তা প্রকাশ করে পবিত্র আমানতের খেয়ানত করা ঠিক হবে না।

وَعَنْ ٤٨٤١ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِاَبِي الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيِّهَانِ هَلْ لَكَ خَادِمٌ قَالَ لَا فَقَالَ فَاِذَا اَتَانَا سَبْيٌ فَأْتِنَا فَاُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَاسَيْنِ فَاَتَاهُ اَبُو الْهَيْثَمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِخْتَرْ مِنْهُمَا فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اِخْتَرْ لِيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ خُذْ هٰذَا فَاِنِّيْ رَاَيْتُهُ يُصَلِّيْ وَاسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوْفًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৮৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ আবুল হাইছাম ইবনে তাইয়্যিহান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোনো খাদেম আছে? তিনি আরজ করলেন, জী-না। রাসূল ﷺ বললেন, যখন আমার কাছে গোলাম আসে, তুমি আসবে। অতঃপর নবী করীম ﷺ -এর কাছে দুজন গোলাম আনা হলে আবুল হাইছাম (রা.) হাজির হলেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এ দুজনের মধ্য থেকে একজনকে নিয়ে যাও। তিনি আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমার জন্য বেছে দিন। নবী করীম ﷺ বললেন, যার কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হয়, তাকে বিশ্বস্ত হওয়া উচিত। তুমি এ গোলামটিকে নিয়ে যাও। আমি তাকে নামাজ পড়তে দেখেছি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি তার সাথে সদাচরণ করবে।–[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ **-এর ব্যাখ্যা :** "اَلْمُسْتَشَارُ" অর্থ– যার নিকট পরামর্শ চাওয়া হয়। আর "مُؤْتَمَنٌ" অর্থ– আমানতদার বা বিশ্বস্ত অর্থাৎ কারো নিকট কোনো পরামর্শ চাওয়া হলে সে সেটার ব্যাপারে আমানতদার। তার পরামর্শের উপরই হয়তো নির্ভর করবে সেই ব্যক্তির ভাগ্যলিপি সুতরাং পবিত্র আমানত রক্ষার্থে সেই ব্যক্তির জন্য যা উত্তম, সেই পরামর্শই দিতে হবে। অন্যথা পরামর্শদাতা আমানত খেয়ানতের অপরাধে অপরাধী হবে।

রাবী পরিচিতি : হযরত আবুল হাইছাম ইবনে তাইয়্যিহান আল-আনসারী (রা.) প্রথম যুগের একজন মুসলমান। তিনি রাসূল ﷺ-এর অত্যন্ত প্রিয় সাহাবী ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম মালিক ইবনে তাইয়্যিহান। তাঁর কুনিয়াত আবুল হাইছাম। হিজরতের পূর্বে রাসূল ﷺ যে বারোজন লোককে 'নকীব' হিসেবে মদিনায় পাঠিয়েছিলেন, আবুল হাইছাম ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি বদর-উহুদসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সহ বিভিন্ন সাহাবী তাঁর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনকালে ২০ হিজরিতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ বলেন, ৩৭ হিজরিতে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে ইন্তেকাল করেন।

قَوْلُهُ اِسْتَوْصِ بِهِ مَعْرُوفًا -এর ব্যাখ্যা : এর অর্থ হলো– তুমি এ গোলামের সাথে সদাচার করবে। অথবা এর অর্থ এই যে, সদাসর্বদা তুমি তাকে সদুপদেশ দেবে। আল্লামা তীবী (র.) এর অর্থ বর্ণনায় বলেন, রাসূল ﷺ হযরত আবুল হাইছাম (রা.)-কে বললেন, তুমি আমার নির্বাচন অনুযায়ী এ গোলামটিকে গ্রহণ কর। কেননা এ গ্রহণের মধ্যে আমি তোমার কল্যাণ দেখছি। সুতরাং এটাকে গ্রহণ কর।

৪৮৪২ وَعَنْ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ اِلَّا ثَلٰثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ اَوْ فَرْجٌ حَرَامٌ اَوِ اقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُد) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اِنَّ اَعْظَمَ الْاَمَانَةِ فِىْ بَابِ الْمُبَاشَرَةِ فِى الْفَصْلِ الْاَوَّلِ.

৪৮৪২. **অনুবাদ :** হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, সকল বৈঠকের ব্যাপারই আমানতের মতো। তবে তিনটি বৈঠকের ব্যাপার আমানত স্বরূপ নয়, যথা– ১. অন্যায়ভাবে হত্যার ষড়যন্ত্র বৈঠকের কথাবার্তা, ২. গোপনে ব্যভিচারের ষড়যন্ত্রের কথাবার্তা এবং ৩. অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র বৈঠকের কথাবার্তা। –[আবূ দাঊদ]
এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ সাঈদ (রা.) -এর "اِنَّ اَعْظَمَ الْاَمَانَةِ" হাদীসটি "بَابُ الْمُبَاشَرَةِ" নামক পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ -এর ব্যাখ্যা : মজলিস আমানত তুল্য, কাজেই মজলিসের আলোচ্য বিষয় প্রচার করে আমানত বিনষ্ট করা জায়েজ নয়। তবে হাদীসে উল্লিখিত তিন প্রকার মজলিসের তথ্য উদ্‌ঘাটন করলে আমানত বিনষ্ট হবে না।

قَوْلُهُ اِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ -এর অর্থ : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়া, ছিনতাই করা।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪৮৪৩ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ قَالَ لَهُ قُمْ فَقَامَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَدْبِرْ فَاَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اَقْبِلْ فَاَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اُقْعُدْ فَقَعَدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ وَلَا اَفْضَلُ مِنْكَ وَلَا اَحْسَنُ مِنْكَ بِكَ اٰخُذُ وَبِكَ اُعْطِىْ وَبِكَ اُعْرَفُ وَبِكَ اُعَاتِبُ وَبِكَ الثَّوَابُ وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ.

৪৮৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা যখন 'জ্ঞান' সৃষ্টি করলেন, তখন 'জ্ঞান'কে বললেন, তুমি দাঁড়াও, তখন জ্ঞান দাঁড়াল। অতঃপর তাকে বললেন, পিছনে ফিরো। সে পিছনে ফিরল। অতঃপর তাকে বললেন, সামনের দিকে ফিরো। সে ফিরল। অতঃপর বললেন, বস। সে বসল। অতঃপর তাকে বললেন, আমি তোমার চেয়ে উত্তম, শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর কোনো বস্তু সৃষ্টি করিনি। আমি তোমার সাহায্যেই বান্দার নিকট থেকে বন্দেগি গ্রহণ করি, তোমারই দ্বারা বান্দাকে দান করি, তোমারই দ্বারা আমি পরিচিত হই, তোমার দ্বারা অসন্তুষ্টি দেখাই, তোমারই দ্বারা পুণ্য দান করি, আর তোমারই উপর শাস্তি দেই। [অনেক আলিম এ হাদীসটির বিশুদ্ধতার ব্যাপারে ঘোরতর সমালোচনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ الْعَقْلَ -এর ব্যাখ্যা : প্রকাশ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, عَقْل -এরও দেহাবয়ব আছে। যেমন, আল্লাহ তা'আলা জীবন এবং মৃত্যুকে দুম্বার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। আগে-পিছে যাওয়া, উঠা-বসা মানুষের জ্ঞানের তারতম্য অনুসারে। এসব গোপন কার্যসমূহ আকল বা জ্ঞান থেকে সৃষ্টি হয়। সম্ভবত কিয়াম ও কুউদ দ্বারা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্যের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'ইকবাল' দ্বারা কোনো বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধের অর্থ করা হয়েছে। 'ইদবার' দ্বারা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে জড়িত বিষয় থেকে বিমুখ থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, সম্পূর্ণ বাক্যটির দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, عَقْل হলো শরিয়তের বিধান পালনের হেতু। এ কারণে আদেশ-নিষেধ আছে। এটা দ্বারাই সৃষ্টির ইবাদতের পরিসমাপ্তি হয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইবাদতের জন্যই আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।

قَوْلُهُ مَا خَلَقْتُ خَلْقًا هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ -এর ব্যাখ্যা : যেহেতু মনুষ্য জ্ঞান-বুদ্ধি এমন এক রত্ন, যার ভিত্তিতেই মানুষ শ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করেছে এবং অন্যান্য সৃষ্টি থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। আর এ জ্ঞান-বুদ্ধির প্রাচুর্য ও স্বল্পতা বিচারেই ব্যক্তি সম্মানিত বা অসম্মানিত হয়ে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির আদিতে জ্ঞান-বুদ্ধিকে সম্বোধন করেছেন– 'আমি তোমার তুলনায় উত্তম কোনো সৃষ্টি সৃজন করিনি।'

قَوْلُهُ وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ -এর ব্যাখ্যা : কোনো কোনো আলিম এ হাদীসটির দুর্বলতার ব্যাপারে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। এর সত্যতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এটা দ্বারা এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ বিষয়ে আলিমগণের মতান্তর রয়েছে। আল্লামা সাখাবী (র.) বলেন, অত্র হাদীসটি হযরত আবূ উমামাহ (রা.), হযরত আয়েশা (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.), হযরত ইবনে আব্বাস (র.) ও হাসান বসরী (র.) হতে বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকটি সনদ দুর্বল। সনদগুলো একত্রিত করলেও সমর্থনযোগ্য হয় না। কাজেই ওলামাদের সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, এটা গ্রহণযোগ্য নয়

وَعَنْ ٤٨٤٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُوْنُ مِنْ اَهْلِ الصَّلٰوةِ وَالصَّوْمِ وَالزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حَتّٰى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ كُلَّهَا وَمَا يُجْزٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ.

৪৮৪৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এক ব্যক্তি নামাজি, রোজাদার, জাকাতদাতা, হজ ও ওমরা পালনকারী হয়, এমনকি রাসূল ﷺ বলতে বলতে সকল ভালো কাজের নামই বললেন; কিন্তু কিয়ামতের দিন তাকে তার জ্ঞান পরিমাণই প্রতিফল দেওয়া হবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা সব মানুষকে একইভাবে সমপরিমাণ আকল বা জ্ঞান দান করেননি। ফলে যে ব্যক্তি তার সে মূল্যবান জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি ইবাদত যথাযথভাবে আদায় করবে, প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি তার আকলের মূল্যায়ন করল। বস্তুত আকল বা জ্ঞানই হলো ইবাদতের মূল কেন্দ্রস্থল। আকল না থাকলে কোনো মানুষের পক্ষে ইবাদত বাস্তবায়ন সম্ভব হতো না। সুতরাং প্রতিটি মানুষ তার জ্ঞান পরিমাণই প্রতিফল পাবে।

وَعَنْ ٤٨٤٥ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا اَبَا ذَرٍّ لَا عَقْلَ كَالتَّدْبِيْرِ وَلَا وَرَعَ كَالْكَفِّ وَلَا حَسَبَ كَحُسْنِ الْخُلُقِ.

৪৮৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাকে বললেন, হে আবূ যার (রা.)! তদবীর বা পরামর্শের মতো কোনো জ্ঞান নেই, নিবৃত্ত থাকার মতো কোনো আল্লাহভীতি নেই এবং উত্তম চরিত্রের মতো কোনো আভিজাত্য নেই।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا وَرَعَ كَالْكَفِّ -**এর ব্যাখ্যা :** যে কাজ করা উচিত নয়, এমন কাজ থেকে বিরত থাকাকেই تَقْوٰى বা আল্লাহভীতি বলে। আবার কেউ কেউ বলেন, এখানে বিরত থাকা মানে মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা। আবার কেউ কেউ বলেন, অন্যায় কাজ থেকে নিজের হাত ও মুখকে হেফাজতে রাখাকেই تَقْوٰى বলে। তবে اَلْكَفُّ -কে যখন এককভাবে মুতলাক বর্ণনা করা হয়, তখন উভয় হাতের যে কোনো এক হাতের তালুকে বোঝায়।

وَعَنْ ٤٨٤٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاِقْتِصَادُ فِى النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِيْشَةِ وَالتَّوَدُّدُ اِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ . (رَوَى الْبَيْهَقِيُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৮৪৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– খায়খরচার ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা জীবনযাপনের অর্ধেক, মানুষের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞানের অর্ধেক এবং জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে সুন্দরভাবে প্রশ্ন করা বিদ্যার অর্ধেক।

[উপরিউক্ত চারটি হাদীস ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ -**এর ব্যাখ্যা :** উল্লিখিত বাক্যটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, সঠিক প্রশ্ন করাটাও গভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞার নিদর্শন। অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করাও চরম নির্বুদ্ধিতা। এ সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদা ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ছাত্রদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমরা অন্তরে উদ্ভূত যে কোনো প্রশ্ন আমার থেকে জেনে নেবে, এর মধ্যে কোনোরকম লজ্জা করবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনৈক ছাত্র প্রশ্ন করল যে, রোজা রাখার সময় হলো সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, এখন যদি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তই না হয়, তখন রোজার কি হুকুম হবে? সুতরাং এ রকম অবাস্তব প্রশ্ন না করাই উচিত, যাতে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায় না।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে অমিতব্যয়িতা ও কৃপণতা উভয়টি দূষণীয়। অপব্যয়ে মানুষ অল্পদিনেই গরিব হয় এবং কৃপণতার ফলে মানুষের কাছে হেয় ও নিন্দনীয় হয়। তাই আমাদের মিতব্যয়ী হওয়া উচিত। অনুরূপভাবে মানুষের সাথে সদাচরণ এবং অজানা বস্তু জানার জন্য জ্ঞান-আহরণ আমাদের জীবনের কাম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

بَابُ الرِّفْقِ وَالْحَيَاءِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ
পরিচ্ছেদ : নম্রতা, লজ্জাশীলতা ও উত্তম স্বভাব

"اَلرِّفْقُ" শব্দের অর্থ– নম্রতা, কোমলতা। আল্লামা তীবী (র.)-এর পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, কোনো কাজকে সুন্দর-সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য সহকর্মী বন্ধু-বান্ধবদের সাথে নরম, কোমল ও ভদ্রতাসুলভ আচরণ করার নামই হলো 'রিফ্‌ক'। এটা মানুষের মানবিক একটি বিশেষ গুণ

"اَلْحَيَاءُ" শব্দের অর্থ– লজ্জা, লাজুকতা। কোনো কাজের পরিণামে তিরস্কার বা অপমানের ভয়ে সেটা থেকে বিরত থাকার নাম 'হায়া'। আল্লামা জানবাদীল বাগদাবী (র.) এর সংজ্ঞায় বলেন– اَلْحَيَاءُ هِيَ حَالَةٌ تَتَوَلَّدُ مِنْ رُؤْيَةِ الْاٰلَاءِ وَالتَّقْصِيْرِ فِيْ شُكْرِ النَّعْمَاءِ অর্থাৎ 'হায়া এমন একটি অবস্থার নাম, যা নিয়ামত দর্শনের পর ও তার শোকর জ্ঞাপনে কার্পণ্যতার কারণে সৃষ্টি হয়।' এ ছাড়া আরো বলা হয় যে, শরিয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত কাজসমূহ থেকে প্রবৃত্তিকে কাবু করে রাখা প্রশংসনীয় লাজুকতা।

"حُسْنُ الْخُلُقِ" অর্থ– সচ্চরিত্র বা উত্তম স্বভাব। এটা মানুষের বিশেষ একটি অলঙ্কার। উত্তম চরিত্রের পরিচয় হলো, পূত-পবিত্র জীবনযাপন করা, সততার সাথে ব্যবহারিক জীবন পরিচালনা করা, আহকামে শরিয়তের পূর্ণ অনুসারী হওয়া, রাসূল ﷺ যা রেখে গিয়েছেন তা যথাযথভাবে পালন করা। এক কথায়, কুরআনের আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী গোটা জীবন পরিচালনা করা। কেননা পবিত্র কুরআনই হলো রাসূলের চরিত্র। যেমন, হযরত আয়েশা (রা.) বলেন– كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰنُ অর্থাৎ 'গোটা কুরআনই হলো রাসূল ﷺ-এর চরিত্র।' অত্র পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٤٧ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لَا يُعْطِيْ عَلَى مَا سِوَاهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لِعَائِشَةَ عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ اِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا شَانَهُ.

৪৮৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং নম্র, তিনি নম্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি কঠোরতার উপর যা দান করেন না, তা নম্রতার জন্য দান করেন। নম্রতা ছাড়া অন্যকিছুতেই তা দান করেন না। –[মুসলিম]

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে বললেন, নম্রতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করে নাও এবং কঠোরতা ও নির্লজ্জতা থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা যে জিনিসের মধ্যে নম্রতা আছে, সে নম্রতাই তার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কারণ হয়। আর যে জিনিস থেকে নম্রতাকে প্রত্যাহার করা হয়, সেটা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত দয়ালু। তিনি কোমলতা ও দয়ার্দ্রতাকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'আলা দয়ালু হওয়ার অর্থ হলো, তিনি বান্দার প্রতি মেহেরবান, বান্দার জন্য সহজ ও সুলভ হওয়ার ইচ্ছা করেন। বান্দার জন্য কঠিন হোক এমন কিছু চান না। তাই তিনি বান্দার অপরাধ মার্জনা করেন, তাদের সাধ্যাতিরিক্ত কোনো কাজের নির্দেশ দেন না। ফলে বান্দার পরস্পরের হৃদ্যতা ও দয়ার্দ্রতা গড়ে উঠাকে তিনি ভালোবাসেন এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতায় তিনি সন্তুষ্ট হন, আর সেটার প্রশংসা করেন।

قَوْلُهُ الْعُنْفَ وَالْفُحْشَ-এর অর্থ : "اَلْعُنْفُ" শব্দের অর্থ– নির্দয়, নিষ্ঠুর ও কঠোরমনা হওয়া। এক কথায়, দয়া, অনুগ্রহ ও সহনশীল না হওয়া। এটা মানব চরিত্রের পরিপন্থি একটি জঘন্য দোষ।

"اَلْفُحْشُ" শব্দের অর্থ– গর্হিত ও নির্লজ্জতা, অমার্জিত ও বেহায়াপনা। এ দুটো বস্তু মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। তাই রাসূল ﷺ এ দুটো বদ-অভ্যাসকে পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছেন।

قَوْلُهُ لَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ **-এর ব্যাখ্যা :** যে জিনিস থেকে কোমলতা বের করে দেওয়া হয়, সেটা অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য ও ত্রুটিপূর্ণ। মূলত প্রত্যেক জিনিসের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য সেটার কোমলতার মধ্যেই নিহিত থাকে। তাই বলা হয়, যার অন্তরে কোমলতা নেই, সে মাটি, মূর্তি বা কাষ্ঠ সাদৃশ্য। কাজেই প্রতিটি মানুষের উচিত কোমলতার পূর্ণ আচরণে জীবন গড়ে তোলা। কেননা নির্দয় লোক সমাজের কাছে নিন্দনীয় ও ধিকৃত।

٤٨٤٨ - وَعَنْ جَرِيْرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮৪৮. অনুবাদ : হযরত জারীর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, যেন তাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ **-এর ব্যাখ্যা :** নম্রতা-কোমলতা যাবতীয় কল্যাণের উৎস। আর এটা আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ। তিনি যাকে স্বীয় মেহেরবানিতে আবদ্ধ করতে চান, তাকে সেটা দান করেন। পক্ষান্তরে যাকে যাবতীয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে চান, তাকে এ গুণটি থেকেও বঞ্চিত করা হয়, যেন তাকে সকল প্রকার পুণ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়।

٤٨٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮৪৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ একদা আনসারদের এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। সে আনসারী তখন তাঁর ভাইকে লজ্জা সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা লজ্জা ঈমানের অংশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"اَلْحَيَاءُ" **শব্দের অর্থ :** "اَلْحَيَاءُ" শব্দের অর্থ– স্বভাবগত অথবা শরিয়ত মোতাবেক যে কাজটি গর্হিত ও মন্দ, তা করা থেকে নিজের প্রবৃত্তিকে বিরত রাখার নাম 'হায়া'। তবে শরিয়তের দৃষ্টিতে যা করা হারাম বা মাকরূহ; কিংবা বর্জন করা উত্তম, এমন বিষয়ে লজ্জা করে ছেড়ে দেওয়া প্রশংসনীয়। حَيَاء -এর আভিধানিক অর্থ হলো– বর্জন করা, ত্যাগ করা। আর শরিয়তের পরিভাষায়, শরিয়তের দৃষ্টিতে যা মন্দ বা গর্হিত, তা পরিত্যাগ করার জন্য চরিত্র বা স্বভাব গঠন করা।

قَوْلُهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيْمَانِ **-এর ব্যাখ্যা :** অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে লজ্জাই মানুষকে বিরত রাখে। এটাই ঈমানের বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং হাদীসের মর্মার্থ হলো, লাজুকতা বা লজ্জাবোধ ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ তথা ঈমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা।

٤٨٥٠ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِيْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮৫০. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– লজ্জাশীলতা পুণ্য বৈ কিছুই আনয়ন করে না। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, লজ্জাশীলতার সবগুলো প্রকারই উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي اِلَّا بِخَيْرٍ-এর ব্যাখ্যা : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। যার লজ্জা নেই, সে চতুষ্পদ জানোয়ারের মতো অবাধে যে কোনো কাজ করতে পারে। লজ্জাহীন মানুষের কাছে তার বিবেক হার মেনে যায় বিধায় ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের ভয় তার থাকে না। সুতরাং যে কোনো কাজ করতে তার বিবেকে বাঁধে না। ফলে এ লজ্জাহীনতাই তার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনে। পক্ষান্তরে যার মাঝে 'লজ্জা' নামক গুণটি বিদ্যমান, সে অবাধে কু-রিপুর তাড়নায় যে কোনো কাজ করতে পারে না। কেননা তার মাঝে ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের ভয় রয়েছে। অতএব, বলা চলে, লজ্জাশীলতা পুণ্য বৈ কিছুই আনয়ন করে না।

٤٨٥١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৮৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– অতীতের নবীদের বাণী থেকে মানুষ যা পেয়েছে, তা এই যে, যখন তুমি লজ্জাকে তুলে রাখবে, তখন তোমার মনে যা চায় তা-ই করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ-এর ব্যাখ্যা : পূর্ববর্তী নবীগণের বাণীসমূহ। অর্থাৎ মহানবী ﷺ-এর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের বাণী। পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের বাণী বলে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ খবরসমূহ ওহীর ফলশ্রুতি।

قَوْلُهُ اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ-এর ব্যাখ্যা : লজ্জাই অনুচিত কাজ করতে বাধা প্রদান করে। প্রত্যেক অনুচিত কাজ লজ্জার কারণে সংঘটিত হয় না। এভাবে فَاصْنَعْ-তে যে আমরের শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, তা খবর অর্থে ধমক দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

পূর্ববর্তী নবীদের যেসব বাণী মানব সমাজে পৌঁছেছে, লজ্জা তার মধ্যে অন্যতম। কেননা লজ্জা অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং শরিয়ত প্রবর্তিত নিষেধাজ্ঞা থেকে এবং যেসব কাজ করতে ভালো মনে না হয়, তা থেকেও বিরত রাখে।

٤٨٥٢ - وَعَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رض) قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْاِثْمِ فَقَالَ اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْاِثْمُ مَاحَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ اَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮৫২. অনুবাদ : হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পুণ্য ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, পুণ্য হলো উত্তম স্বভাব এবং পাপ হলো, যা তোমার অন্তরে যাতনা সৃষ্টি করে এবং তুমি ঐ কাজ জনসমাজে প্রকাশ হওয়াকে খারাপ মনে কর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ-এর ব্যাখ্যা : নেক বা পুণ্য হলো উত্তম স্বভাব। যে উত্তম স্বভাবের অধিকারী সে হয় সচ্চরিত্রবান, তার হৃদয় হয় কোমল। এ উত্তম স্বভাবের কারণে সে জেনা-ব্যভিচার, হারামি-বদমাশি ইত্যাকার যাবতীয় অশালীন ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকে এবং নিজেকে ভালো কাজে নিবেদিত রাখে। ফলে সে পুণ্যবান হয়, যা সে উত্তম স্বভাবের কারণেই হতে পেরেছে। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'স্বভাব ভালো যার, সব ভালো তার।'

قَوْلُهُ اَلْاِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ-এর ব্যাখ্যা : গুনাহ বা পাপের সংজ্ঞা যা-ই থাকুক না কেন, তবে যেসব কাজ করলে অন্তরে ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়, বিবেকের দংশনে জ্বলতে-পুড়তে হয় এবং নিজেকে স্বাভাবিকভাবেই অপরাধী মনে হয়, সেটাই পাপ, সেটাই গুনাহ। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে 'আকল' বা বিবেক দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সেই বিবেকই বলে দেবে, কোনটি ভালো-ন্যায়, কোনটি খারাপ-অন্যায়। সকলের অগোচরে নিথর-নিস্তব্ধ রজনীতে অত্যন্ত সন্তর্পণে কোনো কাজ করার

পর যদি বিবেক বলে দেয় এটা অন্যায়, তাহলে বুঝতে হবে এটাই পাপের কাজ। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– اَلْاِثْمُ مَا حَاكَ فِىْ صَدْرِكَ পাপ হলো, যা তোমার অন্তরে যাতনা সৃষ্টি করে।

٤٨٥٣ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مَنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنِكُمْ اَخْلَاقًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৮৫৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আমার কাছে খুব প্রিয়, যার চরিত্র ভালো। –[বুখারী]

٤٨٥٤ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮৫৪. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি, যে চরিত্রের দিক দিয়ে উত্তম। –[বুখারী ও মুসলিম]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٤٨٥٥ - عَنْ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنْ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ اُعْطِىَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৮৫৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন– যাকে নম্রতার অংশ প্রদান করা হয়েছে, তাকে ইহ ও পরকালের কল্যাণ প্রদান করা হয়েছে। আর যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে, তাকে ইহ ও পরকালের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। –[শরহে সুন্নাহ]

٤٨٥٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

৪৮৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– লজ্জা ঈমানের একটি অংশ। ঈমানদার বেহেশ্‌তে যাবে। লজ্জাহীনতা অত্যন্ত মন্দ কাজ, মন্দকারী লোক দোজখে যাবে। –[আহমাদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ **-এর ব্যাখ্যা :** এখানে 'ঈমান' শব্দের অর্থ– ঈমানদার এবং اَلْجَفَاءُ [জাফা] শব্দের অর্থ– নিষ্ঠুর ব্যক্তি।

قَوْلُهُ اَلْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ **-এর অর্থ :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, লজ্জাহীনতা অত্যন্ত বদকাজ। বদকার লোক দোজখে যাবে। যার লজ্জা নেই, সে অবাধে যে কোনো খারাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে। খারাপ করতে করতে এক পর্যায় ঈমান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে সেজন্য জাহান্নাম সুনিশ্চিত। তাই বলা হয়েছে যে, লজ্জাহীনতা অত্যন্ত মন্দ কাজ, মন্দ লোক দোজখে যাবে।

وَعَنْ ٤٨٥٧ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَاخَيْرُ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ قَالَ الْخُلُقُ الْحَسَنُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَفِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ)

৪৮৫৭. অনুবাদ : মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তম কোন্ জিনিসটি যা মানব জাতিকে দেওয়া হয়েছে? রাসূল ﷺ বললেন, 'উত্তম স্বভাব'। –[ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে এবং হযরত উসামাহ ইবনে শারীক (রা.) হতে শরহে সুন্নাহ-এ বর্ণিত হয়েছে।]

وَعَنْ ٤٨٥٨ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الْغَلِيْظُ الْفَظُّ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ فِيْ سُنَنِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَصَاحِبُ جَامِعِ الْأُصُوْلِ فِيْهِ عَنْ حَارِثَةَ وَكَذَا فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِيُّ يُقَالُ الْجَعْظَرِيُّ الْفَظُّ الْغَلِيْظُ وَفِيْ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ وَهَبٍ وَلَفْظُهُ قَالَ وَالْجَوَّاظُ الَّذِيْ جَمَعَ وَمَنَعَ وَالْجَعْظَرِيُّ الْغَلِيْظُ الْفَظُّ.

৪৮৫৮. অনুবাদ : হযরত হারিছাহ ইবনে ওহাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব ও কঠোর ভাষা ব্যবহারকারী বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না। রাবী বলেন, اَلْجَوَّاظُ অর্থ– দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব। -এ হাদীসটি হযরত আবূ দাঊদ (র.) তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে বর্ণনা করেন। আর বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেন এবং জামিউল উসূল প্রণেতা এতে হযরত হারিছাহ হতে বর্ণনা করেন। অনুরূপ শরহে সুন্নাহ গ্রন্থে হযরত হারিছাহ হতে বর্ণিত ভাষ্যটি নিম্নরূপ– لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِيُّ يُقَالُ الْجَعْظَرِيُّ الْفَظُّ الْغَلِيْظُ আর মাসাবীহ গ্রন্থে এ হাদীসটি ইকরিমা ইবনে ওহাব হতে বর্ণিত হয়েছে। সেখানে এগুলো উল্লেখ করা হয়েছে যে, اَلْجَوَّاظُ সে ব্যক্তিকে বলা হয়, যে লোক ধনসম্পদ সঞ্চয় করে; কিন্তু সেটা থেকে কাউকে দান করে না এবং اَلْجَعْظَرِيُّ শব্দের অর্থ হচ্ছে কঠোর ও রুক্ষ ভাষা ব্যবহারকারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْجَوَّاظُ الْجَعْظَرِيُّ-এর ব্যাখ্যা : اَلْجَوَّاظُ শব্দের অর্থ– দুশ্চরিত্র, মন্দ স্বভাব। হযরত ইকরিমা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, اَلْجَعْظَرِيُّ ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যে ধনসম্পদ জমা করে এবং সেটা থেকে কাউকে দান করে না। অর্থাৎ চরম কৃপণ। আর اَلْجَعْظَرِيُّ অর্থ– রুক্ষ বা কঠোরভাষী। যে সর্বদা মানুষের সাথে শক্ত ভাষা ব্যবহার করে, তাকে হাদীসের ভাষায় اَلْجَعْظَرِيُّ বলা হয়। কৃপণ এবং রুক্ষভাষী আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত বিধায় এ বদগুণের অধিকারীরা জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে।

وَعَنْ ٤٨٥٩ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَثْقَلَ شَىْءٍ يُوْضَعُ فِى مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَاِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِىَّ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَ رَوٰى اَبُوْ دَاوُدَ الْفَصْلَ الْاَوَّلَ)

৪৮৫৯. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মু'মিনদের পাল্লায় ভারী যে বস্তুটি রাখা হবে, তা হলো উত্তম চরিত্র। আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী ও বাচালকে ঘৃণা করেন। –[তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। ইমাম আবূ দাঊদ (র.) এর প্রথমাংশ বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُوْضَعُ فِى مِيْزَانٍ**-এর অর্থ :** কিয়ামতের দিন মু'মিনদের পাল্লায় ভারী যে বস্তুটি রাখা হবে, তা হলো তার উত্তম চরিত্র। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ক্ষমতাবলে উত্তম চরিত্রের আকৃতি প্রদান করবেন এবং মীযানে ওজন করবেন, যেমনিভাবে তিনি ওযন করবেন প্রত্যেকের নেক-বদ আমলসমূহ।

وَعَنْ ٤٨٦٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮৬০. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, মু'মিনগণ তাদের উত্তম চরিত্র দ্বারা রাতে ইবাদতকারীর ও দিনে রোজাদারের মর্যাদা লাভ করে থাকবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ**-এর ব্যাখ্যা :** নবী করীম ﷺ উত্তম চরিত্রবান ব্যক্তির মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন যে, যে ব্যক্তি দিনে রোজা রাখে এবং রাতে নামাজ পড়ে, তার যে মর্যাদা চরিত্রবান ব্যক্তিরও মর্যাদা তদ্রূপ। আলোচ্য হাদীসে নবী করীম ﷺ চরিত্রবান ব্যক্তির ফজিলত বর্ণনা পূর্বক মানুষকে চরিত্রবান হওয়ার প্রতি তাকিদ ও উৎসাহী করেছেন।

قَوْلُهُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ**-এর ব্যাখ্যা :** হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন, হাসিমুখে দানের হাত প্রশস্ত রাখা এবং অন্য কাউকে দুঃখ-যাতনা দেওয়া থেকে নিজের হাত-মুখকে নিরাপদ রাখার নাম حُسْنُ الْخُلُقِ বা উত্তম চরিত্র।

وَعَنْ ٤٨٦١ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالدَّارِمِىُّ)

৪৮৬১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যার গিফারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি যখন যেভাবেই থাকবে, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করবে। মন্দ কাজ হয়ে গেলে সাথে সাথেই ভালো কাজ করবে। কারণ ভালো কাজ মন্দকে মুছে ফেলে। আর মানুষের সাথে সদাচরণ করবে।

–[আহমাদ, তিরমিযী ও দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ-এর ব্যাখ্যা : যেখানে যে অবস্থায় থাকো, আল্লাহকে ভয় কর। অর্থাৎ আল্লাহ ও রাসূল ﷺ-এর আদেশগুলো পালন ও নিষেধগুলোকে পরিহার করার মাধ্যমে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ আল্লাহ্‌ভীরুতার নিম্নস্তর হলো, আল্লাহর শির্‌ক থেকে বেঁচে থাকা। আল্লাহভীরু লোকেরা প্রথমে বড় বড় গুনাহগুলো পরিহার করে এবং ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর গুনাহগুলোও আল্লাহ তা'আলার ভয়ে পরিত্যাগ করে। অনুরূপভাবে ফরজ-ওয়াজিব আদেশগুলো পালন করে ক্রমান্বয়ে সুন্নত-মোস্তাহাব ইত্যাদিরও পাবন্দ হয়।

قَوْلُهُ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا-এর ব্যাখ্যা : পাপ করার পর পুণ্য কাজ করার অর্থ এই নয় যে, প্রথমে পাপ করার অনুমতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভুলবশত কোনো পাপ করার কথা বলা হয়েছে। আর কারো মতে, পাপ বলতে সগীরা গুনাহর কথা বলা হয়েছে। আর পুণ্য বলতে তওবা ও আনুগত্যমূলক ইবাদতের কথা বলা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, অনুরূপ বস্তু ছাড়া বস্তুর চিহ্ন মুছে ফেলা যায় না। যেমন, কালো রং সাদা রং দ্বারা মোছা যায়। এখানেও مَجَازِىٌّ [মাজাযী] অর্থে পাপকে পুণ্য দ্বারা মোছার কথা বলা হয়েছে। কারণ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে– اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ইমাম বায়যাবী (র.) বলেন, পাপ বলতে আল্লাহ তা'আলার হকের লঙ্ঘন বুঝিয়েছেন। সেটা ছোট হোক বা বড় হোক বান্দার হক নয়। কারণ বান্দার হক অনুমতি বা ক্ষমা ছাড়া ক্ষমা হয় না। পুণ্য বলতে প্রথমে তওবা অতঃপর আনুগত্যমূলক ইবাদত বোঝানো হয়েছে। –[মিরকাত]

قَوْلُهُ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ- এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ– মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা। "خَالِقْ" শব্দটি এখানে اَلْمُخَالَقَةُ মাসদার থেকে আমর -এর সীগাহ। কিন্তু اَلْخَلْقُ থেকে اِسْمِ فَاعِلٍ নয়। خُلُقٍ حَسَنٍ তথা উত্তম চরিত্র হলো, সহাস্য মুখে প্রস্ফুটিত চেহারায় মিলিত হওয়া। লজ্জার ক্ষেত্রে লজ্জাশীলতা প্রদর্শন করা। দানক্ষেত্রে ব্যয় করা ও দুঃখকষ্ট সহ্য করা। অর্থাৎ মানুষের সাথে আচার-আচরণের মহৎ চারিত্রিক গুণাবলির নিদর্শন উপস্থাপন কর এবং তদনুরূপ আচরণ কর।

وَعَنْ ٤٨٦٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلٰى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ)

৪৮৬২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি কি তোমাদেরকে সেই লোকের কথা বলে দেব না? যার উপর দোজখের আগুন হারাম হবে, যাকে দোজখের আগুন পরিত্যাগ করবে। সে ঐ লোক, যার মেজাজ নরম, স্বভাব কোমল ও আচরণ নম্র। –[আহমাদ ও তিরমিযী] [ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ قَرِيْبٌ سَهْلٌ- এর অর্থ : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানুষের সাথে একত্রিত হওয়া, অত্যন্ত হৃদ্যতার সাথে মানুষের সাথে মেলামেশা করা, শক্তি এবং সাধ্যানুযায়ী অন্যের প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট হওয়া, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদির মধ্যে উদারতা ও সহনশীলতা প্রদর্শন করা।

وَعَنْ ٤٨٦٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خِبٌّ لَئِيْمٌ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন– পুণ্যবান লোকেরা আত্মভোলা ও দয়ালু থাকেন। পক্ষান্তরে পাপী লোকেরা ধূর্ত, দুঃশ্চরিত্র ও কৃপণ হয়ে থাকে।

–[আহমাদ, তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ-এর অর্থ : ঈমানদারগণ স্বভাবতই সাদাসিধা, সহজ-সরল প্রকৃতির হয়ে থাকেন। তারা কদাচিৎ অসৎকাজের শিকার হয়ে পড়লেও এটা তাদের মূর্খতার জন্য হয় না; বরং তাদের সভ্যতা, নম্রতা ও সচ্চরিত্রের জন্য হয়ে থাকে। এটা তাদের সরল অন্তঃকরণ এবং মানুষ সম্পর্কে সৎ-ধারণার কারণেই হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَلْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ-এর ব্যাখ্যা : ধোঁকাবাজ-প্রতারক মানুষের মধ্যে প্রবঞ্চনা, ঝগড়া-বিবাদ বিস্তারের চেষ্টা করে থাকে। ধোঁকাবাজ বিবাদ-বিসম্বাদ অনুসন্ধান করে বেড়ায় এবং সে নিজের যা আছে, তাতে সন্তুষ্ট থাকে না।

وَعَنْ ٤٨٦٤ مَكْحُوْلٍ (رحـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ الْاَنِفِ اِنْ قِيْدَ انْقَادَ وَاِنْ اُنِيْخَ عَلٰى صَخْرَةٍ اِسْتَنَاخَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا)

৪৮৬৪. অনুবাদ : হযরত মাকহুল (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মু'মিন লোক ঐ উটের মতো ধীরস্থির ও নরম স্বভাবের হয়ে থাকে, যার নাকের মধ্যে রশি লাগানো হয়েছে। যখন সেটাকে টেনে নেওয়া হয়, সে টেনে চলে এবং পাথরের উপর বসাতে চাইলে সে পাথরের উপরেই বসে পড়ে। –[ইমাম তিরমিযী (র.) এ হাদীসটি 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْمُؤْمِنُوْنَ هَيِّنُوْنَ لَيِّنُوْنَ كَالْجَمَلِ الخ-এর ব্যাখ্যা : মু'মিনগণ নিয়ন্ত্রণহীন নয়; বরং তারা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত। স্বেচ্ছাচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, আর মুক্ত প্রাণীর ন্যায় লাগামহীন তারা নয়। তাদের দৃষ্টান্ত হলো, নাকে রশি লাগানো উটের মতো, চালকের ইচ্ছা অনুযায়ী সে পরিচালিত হয়। তদ্রূপ মু'মিন 'ঈমান' নামক রশিতে আবদ্ধ। যার মহাচালক হলেন স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাঁর প্রদত্ত বিধিবিধান অনুযায়ী নির্দেশিত পথে চলাই মু'মিনদের কর্তব্য। আর সেই পথে চললেই একজন মু'মিন হবে ধীরস্থির ও কোমল স্বভাবের অধিকারী।

রাবী পরিচিতি : নাম–মাকহুল (র.), কুনিয়াত-আবূ আব্দুল্লাহ আশ-শামী, পিতার নাম-'আব্দুল্লাহ। তিনি একজন বিশিষ্ট তাবেঈ ছিলেন। তিনি 'কায়েস' গোত্রের এক মহিলার আজাদকৃত গোলাম ছিলেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, তিনি বনী লাইছ গোত্র কর্তৃক আজাদকৃত ছিলেন। তিনি ইমাম আওযায়ী (র.)-এর শিক্ষক ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে অনেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি ১১৮ হিজরিতে ইন্তেকাল করেন।

وَعَنْ ٤٨٦٥ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَلْمُسْلِمُ الَّذِيْ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُهُمْ وَلَا يَصْبِرُ عَلٰى اَذَاهُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৮৬৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– যে মুসলমান মানুষের সাথে মিলেমিশে বাস করে এবং মুসলমানের জ্বালা-যন্ত্রণায় ধৈর্যধারণ করে, সে ঐ মুসলমানের চেয়ে উত্তম, যে মানুষের সাথে মিশে না এবং তাদের জ্বালা-যন্ত্রণা সহ্য করে না।

–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَفْضَلُ مِنَ الَّذِيْ لَا يُخَالِطُهُمْ-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি সমাজ জীবনে মানুষের সাথে লেনদেন এবং আচার-অনুষ্ঠানে মেলামেশা করেনি তথা পার্থিব জীবনে দুঃখকষ্ট ও জ্বালা-যন্ত্রণায় পতিত হয়নি, এমন ব্যক্তির চেয়ে যে ব্যক্তি এসব কিছুতে পতিত হয়ে ধৈর্যের সাথে সেটাকে অতিক্রম করে, সে অনেক উত্তম মু'মিন। নবীগণই সবচেয়ে কঠোরতম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তারপর পর্যায়ক্রমে যারা তাঁদের নিকটতম মর্যাদায় রয়েছে, তারাই সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন। অবশ্য সেই বিপদ বা পরীক্ষা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

وَعَنْ ٤٨٦٦ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُنَفِّذَهٗ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِاَبِىْ دَاوُدَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَبْنَاءِ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مَلَاَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ اَمْنًا وَاِيْمَانًا وَذُكِرَ حَدِيْثُ سُوَيْدٍ مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ فِىْ كِتَابِ اللِّبَاسِ .

৪৮৬৬. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে মু'আয (রা.) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি তার নিজের রাগকে সংযত করে রাখে এমন অবস্থায় যে, সে নিজের রাগ দ্বারা নিজের মনোবৃত্তিকে চরিতার্থ করতে পারে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে সৃষ্টিকুলের সম্মুখে ডাকবেন এবং তার পছন্দমতো যে হুরকে সে নিতে চায়, সে হুরকেই বেছে নেওয়ার জন্য তাকে অনুমতি দেওয়া হবে। –[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

ইমাম আবূ দাঊদ (র.)-এর এক রেওয়ায়াতে আছে, যা সুওয়াইদ ইবনে ওহাব (র.) নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীর সন্তান হতে বর্ণনা করেছেন, উক্ত ব্যক্তিও তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা ঐ ব্যক্তির অন্তরকে ঈমান ও শান্তি দ্বারা ভরে দেবেন। আর সুওয়াইদ (র.)-এর "مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ" হাদীসটি "كِتَابُ اللِّبَاسِ"-এ বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ هُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُنَفِّذَهٗ-এর ব্যাখ্যা : ক্রোধ বা রাগ মানুষের কু-প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া। রাগের বশবর্তী হয়ে কারো উপর প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি নিজেকে সংযত রাখে, ক্ষমতা প্রয়োগ না করে, তবে তার এ মহৎ ধৈর্যের ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে বিশেষ সৌভাগ্যের অধিকারী করবেন, যা আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٦٧ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ . (رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنْ اَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ)

৪৮৬৭. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে তালহা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– প্রতিটি দীন [ধর্ম] বা জীবন বিধানের একটি উত্তম সিফাত আছে। ইসলামি জীবন বিধানে ঐ সিফাত বা গুণটি হলো লজ্জাশীলতা।

–[ইমাম মালিক (র.) 'মুরসাল' হিসেবে বর্ণনা করেন। ইমাম ইবনে মাজাহ ও ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে হযরত আনাস ও হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا-এর অর্থ : "خُلُقٌ" শব্দের অর্থ– দীনিচরিত্র, জীবন বিধান, স্বভাব ও মেজাজ ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ বলেন, অভ্যাস। অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্মে বিশেষ একটি রীতিনীতি আছে, যে রীতি মোতাবেক জীবনকে পরিচালিত করা হয়। তবে আল্লামা তীবী (র.) বলেন, প্রত্যেক 'আহলে দীন'-এর উপর এমন একটি চরিত্র প্রাধান্য থাকে, যা লজ্জাশীলতা ব্যতীত অন্য কিছু। কিন্তু আমাদের দীন-শরিয়তের মধ্যে লজ্জাশীলতা হলো সর্বোত্তম সিফাত।

وَعَنْ ٤٨٦٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ وَفِىْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَاِذَا سُلِبَ اَحَدُهُمَا تَبِعَهُ الْاٰخَرُ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৮৬৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন– লজ্জা ও ঈমানকে এক স্থানে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ এরা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যখন তাদের মধ্য থেকে একটিকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন অপরটিকেও উঠিয়ে নেওয়া হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বর্ণনায় এ মর্মে উল্লেখ আছে যে, যখন লজ্জা ও ঈমানের মধ্য থেকে যে কোনো একটি দূর করা হয়, তখন অপরটিও চলে যায়। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْحَيَاءُ وَالْاِيْمَانُ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا **-এর ব্যাখ্যা :** 'হায়া' বা লজ্জাশীলতা এবং 'ঈমান' পরস্পর ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটি অপরটির পরিপূরক। একটির অনুপস্থিতিতে অপরটি নিরর্থক। ঈমানের পরিপূর্ণতার পূর্বশর্ত হলো লজ্জাশীলতা। লজ্জাহীন ব্যক্তি মু'মিনে কামিল হতে পারে না। ঈমানকে যদি দেহ ধরা হয়, তাহলে সেটার ভূষণ হলো লজ্জাশীলতা। বস্ত্রহীন দেহের অস্তিত্ব যেমন কল্পনা করা যায় না, তদ্রূপ লজ্জাহীন ঈমান নিরর্থক। তাই রাসূল ﷺ বলেছেন– লজ্জা ও ঈমান পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

وَعَنْ ٤٨٦٩ مُعَاذٍ (رضـ) قَالَ كَانَ اٰخِرُ مَا وَصَّانِىْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِىْ فِى الْغَرْزِ اَنْ قَالَ يَا مُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ . (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৪৮৬৯. অনুবাদ : হযরত মু'আয (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যখন রিকাবে পা রাখলাম, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে শেষ উপদেশ দিলেন, হে মু'আয! মানুষের তালিম ও তরবিয়তের জন্য নিজের চরিত্রকে ভালো কর। –[মালিক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اٰخِرُ مَا وَصَّانِىْ **-এর ব্যাখ্যা :** ৯ম হিজরিতে যখন হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে ইয়েমেনের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো, তখন সেখানে তাঁর যাত্রার প্রাক্কালে তিনি ঘোড়ায় আরোহণ করে রিকাবে পা রাখছেন, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে উক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন।

قَوْلُهُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ **-এর ব্যাখ্যা :** হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) যখন ইয়েমেনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, হে মু'আয! তুমি মানুষের জন্য নিজের চরিত্রকে উত্তম কর। রাসূল ﷺ-এর এ উপদেশের মাঝে বিরাট তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। যিনি শাসক কিংবা বিচারক অথবা নেতৃস্থানীয় কোনো ব্যক্তি হবেন, তখন তার কর্তব্য হলো, নিজেকে নিটোল, নির্ভেজাল, পরিমল ও পূত-পবিত্র চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলা। কেননা শাসিত বা অধীনস্থদের উপর তার কথা বা শাসনের প্রভাব বিস্তার করে। শাসিতরা তাদের শাসকের অনুসরণ করে থাকে। অতএব, শাসকই যদি নীতিনৈতিকতার পরিপন্থি উদ্ভট চরিত্রের অধিকারী হন, তাহলে শাসিতের মাঝে তিনি আদর্শ হিসেবে অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয় হতে পারবেন না।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীস থেকে আমরা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি যে, আমরা ছোট-বড় কিছু না কিছু দায়িত্ব নিয়ে হয়তো শাসক অথবা বিচারক হই। সুতরাং আমাদের উচিত আমরা সচ্চরিত্র ও উত্তম আচরণ অবলম্বন করে অর্পিত দায়িত্ব আদায় করি। অন্যথা মানুষকে একদিকে যেমন আকৃষ্ট করতে পারব না, অপরদিকে আমাদের কথার প্রভাবও তাদের উপর বিস্তার করবে না। যেমন, আল্লাহর কালামে নির্দেশ রয়েছে– اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

وَعَنْ ٤٨٧٠ مَالِكٍ (رحـ) بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ . (رَوَاهُ فِي الْمُؤَطَّا وَرَوَاهُ أَحْمَدُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ)

৪৮৭০. অনুবাদ : হযরত মালিক (র.) হতে বর্ণিত, তিনি এ হাদীস সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– উত্তম চরিত্রকে পূর্ণতা দান করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। –['মুয়াত্তা' গ্রন্থে এ হাদীসটিকে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম আহমাদ (র.) এ হাদীসটিকে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ-এর ব্যাখ্যা : আরবদের মধ্যে উত্তম চরিত্র যে পরিমাণ হ্রাস পেয়েছিল, রাসূল ﷺ সেটাকে পূর্ণতা দান করেছেন। যেমন, রাসূল ﷺ বলেছেন– পূর্ববর্তী সমস্ত নবীদের সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো ঐ মনোরম প্রাসাদের মতো, যাকে খুব চমৎকার রূপে নির্মাণ করা হয়েছে; কিন্তু একখানা ইট পরিমাণ স্থান খালি রাখা হয়েছে। সুতরাং আমি নিজেই সে শূন্যতাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি অর্থাৎ নবী আগমনের সর্বশেষ তথা নবুয়তি প্রাসাদের শেষ ইট আমি। আমার দ্বারাই সেটার পূর্ণতা হাসিল হয়েছে

وَعَنْ ٤٨٧١ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا نَظَرَ فِي الْمِرْآةِ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ حَسَّنَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ وَزَانَ مِنِّيْ مَا شَانَ مِنْ غَيْرِيْ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ مُرْسَلًا)

৪৮৭১. অনুবাদ : হযরত জা'ফর ইবনে মুহাম্মদ (র.) তাঁর পিতার নিকট থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন আয়না দেখতেন, তখন বলতেন, সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য, যিনি আমার গঠন-আকৃতিকে সুন্দর করেছেন এবং আমার স্বভাবকেও উত্তম করেছেন। আর যেসব গঠন আকৃতি এবং স্বভাব অন্যের ত্রুটিযুক্ত, আমাকে সেগুলো থেকে মুক্ত করেছেন। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ حَسَّنَ خَلْقِيْ وَخُلُقِيْ-এর ব্যাখ্যা : নবী করীম ﷺ শারীরিক ও দৈহিক গড়নে-গঠনে যে, সমস্ত মানবকুলের চেয়ে সুন্দর ছিলেন– এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.)-এর এ কথাটিই যথেষ্ট যে, 'তাঁর চেয়ে সুন্দর আমি আগে ও পরে কাউকে দেখিনি।' আর তাঁর স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর "كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ" উক্তি অর্থাৎ 'পবিত্র কুরআনই হলো তাঁর চরিত্র' বস্তুত আল্লাহ তা'আলা কারো প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করলে সেজন্য প্রভুর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তাই রাসূল ﷺ আয়না দেখে নিজের গঠন-আকৃতিতে আল্লাহ তা'আলা যে সৌন্দর্য দান করেছেন সেটার প্রতি আপ্লুত হয়ে সৃষ্টিকর্তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

وَعَنْ ٤٨٧٢ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِيْ فَأَحْسِنْ خُلُقِيْ . (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৪৮৭২. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রায়ই বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে উত্তমরূপে সৃষ্টি করেছ এবং আমার চরিত্রকেও তুমি উত্তম কর। –[আহমাদ]

وَعَنْ ٤٨٧٣ اَبِى هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوْا بَلٰى قَالَ خِيَارُكُمْ اَطْوَلُكُمْ اَعْمَارًا وَاَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৮৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমি কি বলে দেব না যে, তোমাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জী হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার বয়স বেশি এবং যার চরিত্র ভালো। –[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خِيَارُكُمْ اَطْوَلُكُمْ اَعْمَارًا وَاَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا **-এর ব্যাখ্যা :** যারা বয়সে প্রবীণ এবং চরিত্র নিষ্কলুষ ও পূত-পবিত্র তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তম বলে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে দীর্ঘ হায়াত বা প্রকৃত বয়স যে কোনোটি হতে পারে। অর্থাৎ যারা এটা দ্বারা প্রকৃত বয়সে প্রবীণ, যে বয়স উত্তম চরিত্রে পরিপূর্ণ; কিংবা অল্পবয়স অথবা এ অল্পবয়স-ই অধিক নেক আমলে ভরপুর, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْهُ ٤٨٧٤ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

৪৮৭৪. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যাদের চরিত্র উত্তম, তারাই পূর্ণ ঈমানদার। –[আবূ দাঊদ ও দারেমী]

وَعَنْهُ ٤٨٧٥ اَنَّ رَجُلًا شَتَمَ اَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ ﷺ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا اَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ النَّبِىُّ ﷺ وَقَامَ فَلَحِقَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يَشْتُمُنِىْ وَاَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطٰنُ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ ثَلٰثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ

৪৮৭৫. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ বসেছিলেন, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে গালিগালাজ করতে লাগল। রাসূল ﷺ এটা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং মৃদু হাসতে লাগলেন। লোকটি যখন খুব বেশি মন্দ বকল, তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তার কোনো কথার প্রতি-উত্তর দিলেন। এতে নবী করীম ﷺ খুব রাগান্বিত হলেন এবং উঠে গেলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর পিছন পিছন গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! লোকটি আমাকে মন্দ বলছিল আর আপনি বসেছিলেন। যখন আমি তার কোনো কথার প্রতি-উত্তর করলাম, আপনি রাগ করে উঠে আসলেন। তিনি বললেন, তোমার সাথে একজন ফেরেশ্‌তা ছিলেন, যিনি ঐ লোকটির জবাব দিচ্ছিলেন। যখন তুমি নিজেই তার জবাব দিলে, তখন তোমাদের মাঝে শয়তান হাজির হলো। তারপর তিনি বললেন, 'হে আবূ বকর! তিনটি কথা আছে, সেগুলোর প্রত্যেকটি হক।

مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلِمَةٍ فَيُغْضِي عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا أَعَزَّ اللّٰهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيْدُ بِهَا صِلَةً إِلَّا زَادَ اللّٰهُ بِهَا كَثْرَةً وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً إِلَّا زَادَ اللّٰهُ بِهَا قِلَّةً. (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

প্রথমত যদি কোনো বান্দার উপর জুলুম করা হয় এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জুলুমের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করে চুপ করে থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা খুব সাহায্য করেন। দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি তার দানের দরজা খুলে দেয় এবং ঐ দানের সাহায্যে তার স্বজন-প্রতিবেশীর সাথে অনুগ্রহের ইচ্ছা পোষণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার ধনসম্পদ আরো বৃদ্ধি করে দেন। তৃতীয়ত যে ব্যক্তি ভিক্ষার দরজা খুলে দেয়, এটা দ্বারা সে নিজের ধনসম্পদ বৃদ্ধি করতে চায়। এতে আল্লাহ তা'আলা তার ধনসম্পদ আরো কমিয়ে দেন। –[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ-এর ব্যাখ্যা : রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, এমন তিনটি বিষয় আছে যা চির সত্য, অতি বাস্তব, যার প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য; যথা–

১. যদি কোনো বান্দার উপর জুলুম করা হয় এবং ঐ ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য জুলুমের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন।

২. যে ব্যক্তি তার দানের দরজা খুলে দেয় এবং ঐ দানের সাহায্যে তার স্বজন-প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহের ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে তার ধনসম্পদ উত্তরোত্তর বাড়িয়ে দেন।

৩. ভিক্ষুক সেজে ধনসম্পদ বৃদ্ধি করার ইচ্ছা পোষণ করলে আল্লাহ তা'আলা তার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে তার সম্পদের বরকত হ্রাস করে দেন।

وَعَنْ ٤٨٧٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِأَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا إِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يُحْرِمُهُمْ إِيَّاهُ إِلَّا ضَرَّهُمْ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪৮৭৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা যে ঘরের বাসিন্দাদের জন্য কোমলতা পছন্দ করেন, ঐ কোমলতার সাহায্যে তাদের অনেক উপকার করেন। আর যে ঘরের বাসিন্দাদেরকে কোমলতা থেকে বঞ্চিত রাখেন, তাদেরকে সেটা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত করেন। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

بَابُ الْغَضَبِ وَالْكِبَرِ
পরিচ্ছেদ : রাগ ও অহংকার

"اَلْغَضَبُ" শব্দটির অর্থ– রাগ, ক্রোধ। এর বিপরীত শব্দ اَلْحِلْمُ অর্থ– ধৈর্য, শান্তশিষ্ট ইত্যাদি। ক্রোধ বা রাগ মানুষের মনুষ্যত্ব বিধ্বংসী একটি কু-রিপু। এর পরিণতি হলো হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো। ইমাম বায়যাবী (র.) এর সংজ্ঞায় বলেন– اَلْغَضَبُ ثَوَرَانُ النَّفْسِ عِنْدَ اِرَادَةِ الْاِنْتِقَامِ অর্থাৎ প্রতিশোধ নেওয়ার দৃঢ় সংকল্পের সময় অন্তরে যে জিঘাংসার উদ্রেক হয়, সেটাকে غَضَبٌ বা ক্রোধ বলে। এ সময় মানুষের পশুসুলভ আত্মা সক্রিয় হয়, চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায় এবং শিরা-উপশিরা ফুলে-ফেঁপে উঠে। এ রাগের বশবর্তী হয়ে কারো উপর যদি অন্যায়-অবৈধভাবে প্রতিশোধ নেওয়া হয়, তাহলে সত্যিকার অর্থেই সেটা অত্যন্ত জঘন্য ও গর্হিত কাজ হিসেবে বিবেচিত হবে; কিন্তু এ রাগ যদি অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয়, তাহলে সেটা দূষণীয় নয়।

"اَلْكِبَرُ" শব্দটির অর্থ– অহংকার, অহমিকা, আত্মম্ভরিতা প্রভৃতি, যা রাগ বা ক্রোধেরই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। সত্যকে সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া থেকে বিরত রাখাই হলো এর বৈশিষ্ট্য। অহমিকা মানুষকে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চায়। এটা আনুগত্য থেকে বিরত রাখে। অতএব, সর্বাবস্থায় এটা ঘৃণিত। অহংকার মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করে না; বরং এটা আপন মর্যাদা থেকে অপসারিত করে, সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হতে হয়। অহংকারের বিপরীত হলো "تَوَاضُعٌ" বা নম্রতা, সরলতা ও কোমলতা। এটা নিজেকে অতি ছোট ও অত্যধিক বড় মনে করার মধ্যবর্তী অবস্থা। এটাই প্রকৃত ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য পরিচ্ছেদে ক্রোধ-অহংকারের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৪৮৭৭ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَوْصِنِي قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৮৭৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর কাছে আরজ করল, আমাকে কিছু উপদশে দিন। তিনি বললেন, তুমি রাগ করবে না। লোকটি কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করল। রাসূল ﷺ ও প্রত্যেক বারই বললেন, তুমি রাগ করো না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنِ الرَّجُلُ السَّائِلُ؟ : **প্রশ্নকারী লোকটি কে ছিলেন?** হাদীসে বর্ণিত "رَجُلٌ" দ্বারা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) অথবা হারিছা ইবনে কুদামা (রা.) কিংবা সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا **-এর ব্যাখ্যা :** প্রশ্নকারী রাসূল ﷺ-কে অন্য কোনো উপদেশ দেওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করছিল এবং জবাব পরিবর্তন করে অতিরিক্ত অন্যকিছু নসিহত করা কামনা করছিল। কিন্তু রাসূল ﷺ তাকে ঐ কথাটিই প্রত্যেক বার বললেন, যা উত্তম চরিত্রের বুনিয়াদি জিনিস, আর তার জন্যও মঙ্গলজনক।

৪৮৭৮ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِيْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮৭৮. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– সেই ব্যক্তি শক্তিশালী বীর নয়, যে মানুষকে আছাড় দেয়; বরং সেই ব্যক্তিই প্রকৃত শক্তিশালী বীর, যে রাগের সময় নিজেকে সংবরণ করতে সক্ষম। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرْعَةِ -এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, যে কুস্তি করে অন্যকে পরাস্ত করে ধরাশায়ী করে দেয়, সে প্রকৃত বীর নয়।

قَوْلُهُ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ -এর ব্যাখ্যা : সে-ই প্রকৃত বীর,যে চরম ক্রোধের সময়ও নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রেখে পরিণামদর্শিতার সাথে কাজ করতে পারে। কেননা রাগের মাথায় অসঙ্গত কাজ করে পরে অনুশোচনা করতে হয়। نفس -এর কর্তৃত্ব বলতে সর্বাবস্থায় নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করার ক্ষমতা ও দূরদর্শীতাকে বোঝানো হয়েছে, যারা মানুষকে চরম ক্রোধের সময়ও অবিবেচনা প্রসূত কাজ থেকে বিরত রাখে এবং সুস্থ মস্তিষ্কে পরিণামদর্শীতার মাধ্যমে কাজ করার শক্তি দান করে।

وَعَنْ ٤٨٧٩ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كُلُّ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ مُتَكَبِّرٍ.

৪৮৭৯. অনুবাদ : হযরত হারিছা ইবনে ওহাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- আমি তোমাদেরকে বেহেশ্‌তবাসী লোকদের কথা বলে দেব কি? তারা হলেন বৃদ্ধ ও দুর্বল লোক। তারা যদি আল্লাহর দরবারে কসম করে, তখন আল্লাহ তাদের সেই শপথকে সত্যে পরিণত করে দেন। তিনি আরো বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দোজখবাসী লোকদের কথা বলে দেব? তারা হলো, মিথ্যা ও তুচ্ছ বস্তু নিয়ে খুব বিবাদকারী, শান্ত মস্তিষ্কে ধনসম্পদ সঞ্চয়কারী ও অহংকারী। -[বুখারী ও মুসলিম] মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক সম্পদ সঞ্চয়কারী কৃপণ, জারজ ও অহংকারী।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ -এর অর্থ : এমন ব্যক্তি বেহেশ্‌তী হবে, যে মূলত শারীরিক কিংবা চারিত্রিক দুর্বল কিংবা তুচ্ছ-নিকৃষ্ট নয়; বরং তার সরলতায় লোকেরা তাকে দুর্বল, অনুপোযুক্ত এবং তুচ্ছ বলে মনে করে। বস্তুত এসব লোক কোমল, সাদাসিধা ও সহনশীল হয়। আর লোকেরা এ ধরনের লোককে অনুপোযুক্ত ও নির্বোধ মনে করে তাদের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতে থাকে, আর তারা নীরবে সেটা সহ্য করে চলে।

قَوْلُهُ جَوَّاظٍ زَنِيْمٍ -এর ব্যাখ্যা : ধনসম্পদ সঞ্চয়কারী কৃপণ এবং জারজ। এখানে 'জারজ' শব্দ দ্বারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে রাসূল ﷺ-এর নামে অপবাদ বা মিথ্যা উক্তি রটনা করায় আল্লাহ তা'আলা সূরা 'নূন ওয়াল কালাম'-এর মধ্যে তার যে ক'টি দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন, তন্মধ্যে একটি হলো, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা 'জারজ সন্তান'। সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না অন্যথা সমস্ত জারজ সন্তান যে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে না, এমন কথার কোনো ভিত্তি নেই

وَعَنْ ٤٨٨٠ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ النَّارَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبْرٍ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮৮০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন- যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না এবং যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

تَعَارُضٌ এবং তার সমাধান : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আলোচ্য হাদীসটির প্রথমাংশ দ্বিতীয়াংশের পরিপন্থি। প্রথমার্ধে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে কখনো দোজখে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর দ্বিতীয়ার্ধে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তির অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারে না অর্থাৎ সে জাহান্নামি। একজন মু'মিনের অন্তরে সামান্যতম অহংকার থাকা স্বাভাবিক, তখন তার উপর এ হাদীস কিভাবে প্রযোজ্য হবে। অতএব, আলোচ্য হাদীসটির কিছু ব্যাখ্যার প্রয়োজন, যা দ্বারা تَعَارُضٌ দূরীভূত হয়ে যাবে।

আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, হাদীসের শেষাংশের اَلْكِبَرُ অর্থ اَلْكُفْرُ বা اَلشِّرْكُ হতে পারে। অতএব, হাদীসের শেষাংশের অর্থ হলো, যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ কুফরি আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

অথবা, এ হাদীসের অর্থ এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করানোর ইচ্ছা করবেন, তার অন্তর থেকে অহংকার দূরীভূত করে নিষ্কলুষ অবস্থায় বেহেশ্‌তে প্রবেশ করাবেন।

অতএব, উপরিউক্ত ব্যাখ্যার পরও হাদীসের মধ্যে কোনো تَعَارُضٌ থাকতে পারে না।

وَعَنْهُ ٤٨٨١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ اِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ اَنْ يَّكُوْنَ ثَوْبُهٗ حَسَنًا وَنَعْلُهٗ حَسَنًا قَالَ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ اَلْكِبْرُ بَطَلُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮৮১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যার অন্তরে এক বিন্দু অহংকার আছে, সে বেহেশ্‌তে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলেই তো এটা পছন্দ করে যে, তার পোশাক ভালো হোক, জুতো জোড়া ভালো হোক, এসব কি অহংকারের মধ্যে শামিল? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা নিজেও সুন্দর, তিনি পছন্দও করেন সৌন্দর্যকে। আর অহংকার হলো হককে বাতিল করা এবং মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন করা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَا الْمُرَادُ بِالرَّجُلِ؟ :

"رَجُلٌ" দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে? "رَجُلٌ" দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে হাদীসবেত্তাদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এটা দ্বারা হয়তো মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) অথবা 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা.) অথবা রাবীআহ ইবনে 'আমির (রা.)-কে বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ-এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলা সকল সৌন্দর্যের স্রষ্টা ও অধিকারী। তাঁর সত্তা ও গুণাবলি সবকিছুই সুন্দর। আর তাঁর এ সৌন্দর্যের প্রতিক্রিয়া ও ছায়া প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর সৃষ্টিকুলে। তাই সৃষ্টির প্রত্যেক স্তরে ও অঙ্গে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য বিদ্যমান। উদহারণ স্বরূপ মানুষ সৃষ্টির সেরা। তার যাবতীয় অঙ্গ ও গঠনে রয়েছে এক অবর্ণনীয় বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য। সুন্দর করেই তিনি এ নিখিল বিশ্বের সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা নিজেও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন।

قَوْلُهٗ غَمْطُ النَّاسِ-এর অর্থ : غَمْطُ النَّاسِ-এর অর্থ হলো, كِبْرٌ বা অহংকারের দরুন নিজের তুলনায় অন্যকে ছোট ও হীন মনে করা। আল্লাহ তা'আলার অন্যান্য সৃষ্টিকে তুচ্ছ মনে করা।

وَعَنْ ٤٨٨٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮৮২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তিন প্রকার মানুষ আছে, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করবেন না। অন্য এক বর্ণনায় আছে, আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। আর তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবেন। তারা হচ্ছে–বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী বাদশাহ ও অহংকারী গরিব। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يُزَكِّيْهِمْ **-এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ হয়তো এরূপও হতে পারে যে, তাদেরকে বিশুদ্ধ বলে প্রশংসা করবেন না। কিংবা তাদেরকে ক্ষমা করার মাধ্যমে গুনাহের কালিমা থেকে পবিত্র করবেন না।

قَوْلُهُ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ**-এর ব্যাখ্যা :** এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের প্রতি কোনোরূপ দয়া, অনুগ্রহ, ক্ষমা ও অনুকম্পার দৃষ্টি দেবেন না; বরং ক্রোধপূর্ণ অবস্থায় তাদের বিচারকার্য সমাধা করবেন।

وَعَنْهُ ٤٨٨٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَذَفْتُهُ فِى النَّارِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৮৮৩. **অনুবাদ :** উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা বলেন, অহংকার আমার চাদর ও শ্রেষ্ঠত্ব আমার লুঙ্গিস্বরূপ। অতএব, যে ব্যক্তি এ দুটোর কোনো একটি আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে, আমি তাকে দোজখে নিক্ষেপ করব। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করব। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَالْعَظْمَةُ اِزَارِىْ**-এর ব্যাখ্যা :** "اَلْكِبْرِيَاءُ" ও "اَلْعَظْمَةُ" শব্দ দুটো প্রায় সমার্থবোধক। তবে 'আযমত' অপেক্ষা 'কিবরিয়া' শব্দটি উচ্চ পর্যায়ের। জাতি বা সত্তাগত শ্রেষ্ঠত্বকে "كِبْرِيَاءُ" বলা হয়, আর সিফাত বা গুণগত শ্রেষ্ঠত্বকে "عَظْمَةٌ" বলে। আল্লাহ তা'আলা كِبْرِيَاءُ-কে তাঁর চাদর এবং عَظْمَةُ-কে তাঁর লুঙ্গি হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। চাদর ও লুঙ্গি যেমন শরীরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে থাকে, ঠিক তদ্রূপ 'কিব্‌রিয়া' ও 'আয্‌মত' নামক সিফাত দুটোও আল্লাহ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের সাথে খাস। অতএব, কেউ যদি এ শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে চায় অর্থাৎ নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে ধারণা করে, তাহলে সে জাহান্নামের গভীর অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٨٤ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يُكْتَبَ فِى الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبُهُ مَا اَصَابَهُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৮৮৪. **অনুবাদ :** হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– এমন এক ব্যক্তি আছে, যে সর্বদা নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, মানুষের কাছ থেকে দূরে সরে থাকে, এমনকি তার নাম উদ্ধত-অহংকারীদের মধ্যে লেখে দেওয়া হয়। আর উদ্ধত-অহংকারীদের উপর যে বিপদ অবতীর্ণ হয়, তার উপরও সেই বিপদই অবতীর্ণ হয়। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَنْ هُمُ الْمُرَادُ بِالْجَبَّارِيْنَ؟ : اَلْجَبَّارِيْنَ **দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে?** এটা দ্বারা অহঙ্কারী ও অত্যাচারীদের বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ শ্রেণির লোকের নাম অহংকারী ও অত্যাচারীদের তালিকায় লেখা হবে। কিংবা তারা তাদের সাথে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হবে।

وَعَنْ ٤٨٨٥ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (رضـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِىْ صُوَرِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ يُسَاقُوْنَ اِلٰى سِجْنٍ فِىْ جَهَنَّمَ يُسَمّٰى بُوْلَسَ تَعْلُوْهُمْ نَارُ الْاَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ اَهْلِ النَّارِ طِيْنَةِ الْخَبَالِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৮৮৫. অনুবাদ : তাবেঈ হযরত আমর ইবনে শুআইব (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে ছোট পিপীলিকার মতো একত্রিত করা হবে; কিন্তু আকৃতি-অবয়ব হবে মানুষের। চতুর্দিক থেকে অপমান তাদেরকে ঘিরে থাকবে। তাদেরকে 'বাওলাস' নামক জাহান্নামের এক কারাগারের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। তাদের উপর আগুনের কুণ্ডলী হবে এবং তাদেরকে দোজখিদের নিংড়ানো পঁচা রক্ত ও পুঁজ পান করানো হবে, যার নাম 'ত্বীনাতুল খাবাল।'
–[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُوْنَ اَمْثَالَ الذَّرِّ-**এর ব্যাখ্যা :** "ذر" শব্দের অর্থ– ক্ষুদ্র পিপীলিকা। কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে তুচ্ছ ও হেয় করার নিমিত্তে ক্ষুদ্র পিপীলিকার আকৃতিতে হাশর মাঠে সমাবেশ করা হবে। যেহেতু তারা দুনিয়ায় নিজেদেরকে বড় মনে করত, তাই আখিরাতে তাদেরকে খাটো করা হবে।

قَوْلُهُ طِيْنَةِ الْخَبَالِ-**এর ব্যাখ্যা :** দোজখিরা জ্বলে-পুড়ে-পচে দুর্গন্ধময় হবে। তাদের শরীর হতে যেসব পচা রক্ত, পুঁজ ও কদর্য ময়লা ইত্যাদি নির্গত হবে, সেটাকে বলা হয় طِيْنَةِ الْخَبَالِ; দুনিয়ায় যেসব লোক গর্ব-অহংকার করে চলেছে, সেই কদর্য ময়লাই এসব লোকদেরকে খেতে দেওয়া হবে।

بُوْلَسْ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** শব্দটি "ب" যোগে بُوْلَسْ হলে অর্থ– জাহান্নামের একটি কুঠরি, যেখানে প্রবেশ করলে আর বের হওয়ার উপায় থাকবে না। আর শব্দটি ى যোগে অর্থ হলো– 'নিরাশ হওয়া'। তবে সেটাকে এজন্য এই নাম দেওয়া হয়েছে, যেহেতু তাতে প্রবেশের পর তা থেকে মুক্তি লাভের কোনো আশা নেই।

وَعَنْ ٤٨٨٦ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطٰنَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৮৮৬. অনুবাদ : হযরত 'আতিয়্যাহ ইবনে 'উরওয়াহ সা'দী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে এবং শয়তানকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আগুন পানি দ্বারা নেভানো যায়। যখন তোমাদের মধ্যে কারো রাগ আসে, তবে সে যেন অজু করে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلْغَضَبُ مِنَ الشَّيْطَانِ-**এর অর্থ :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো– রাগ বা ক্রোধ শয়তানের পক্ষ থেকে আসে। রাগ মু'মিনের স্বভাব হতে পারে না। কেননা এ রাগের বশবর্তী হয়ে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে মাঝে-মধ্যে এমন কাজ করে ফেলে, যা একমাত্র শয়তানের প্ররোচনায়-ই হয়ে থাকে। এজন্য বলা হয়েছে যে, রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ -এর **মর্মার্থ** : রাগ হলে মানুষের শরীরে একটি উত্তাপ সৃষ্টি হয়, শিরা-উপশিরা ফুলে উঠে। উত্তপ্ততা অগ্নিরই একটি রূপের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আর আগুন দ্বারা পানি নির্বাপিত হয়। অতএব, কারো রাগ সৃষ্টি হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সেটা নিবারণের জন্য সাথে সাথে অজু করার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা অজু করলে শরীরের মধ্যে শীতলতা সৃষ্টি হয়, যা দ্বারা রাগ প্রশমিত হয়।

وَعَنْ ٤٨٨٧ أَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৮৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যখন তোমাদের কারো রাগ বা ক্রোধ হয়, সে যেন বসে পড়ে, তাও রাগ না কমলে সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। –[আহমাদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَلْيَجْلِسْ ..... وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ -এর **ব্যাখ্যা** : রাগের সময় দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে যাওয়া কিংবা শুয়ে পড়ার নির্দেশ দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, শয়তানের প্ররোচনা ও স্বভাবগত প্রতিক্রিয়া হলো গর্ব-অহংকার সৃষ্টি করা, আর বসা কিংবা শোয়ার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে মাটির সাথে মিশে নিজেকে বিনয়ের সাথে মাটি করে ফেলা এবং সাথে সাথে মনের মধ্যে এ ধারণা সৃষ্টি করা যে, আমি তো মাটিরই তৈরি। মাটির স্বভাব তো নিম্নগতি। কাজেই রাগ-ক্রোধ হওয়া যে শয়তানের স্বভাবগত প্রতিক্রিয়া, সেটা আমার মধ্যে বিদ্যমান থাকা উচিত নয়।

وَعَنْ ٤٨٨٨ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَخَيَّلَ وَاخْتَالَ وَنَسِىَ الْكَبِيْرَ الْمُتَعَالَ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ تَجَبَّرَ وَاعْتَدٰى وَنَسِىَ الْجَبَّارَ الْاَعْلٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ سَهَا وَلَهَا وَنَسِىَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ عَتَا وَطَغٰى وَنَسِىَ الْمُبْتَدَأَ وَالْمُنْتَهٰى بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشُّبُهَاتِ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ طَمَعٌ يَقُوْدُهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ هَوًى يُضِلُّهُ بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ رَغَبٌ يُذِلُّهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَقَالَا لَيْسَ اِسْنَادُهُ بِالْقَوِىِّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ اَيْضًا هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৮৮৮. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে 'উমায়েস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– ঐ বান্দাই খারাপ, যে নিজেকে অপরের চেয়ে ভালো মনে করে, অহংকার করে এবং আল্লাহ তা'আলাকে ভুলে যায়। ঐ বান্দাই খারাপ, যে মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার করে, সীমালঙ্ঘন করে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পরাক্রমশালী আল্লাহকে ভুলে যায়। ঐ বান্দাই খারাপ, যে দীনের কাজ ভুলে যায়, দুনিয়ার কাজে মত্ত হয়ে থাকে এবং কবরস্থানের কথা ও শরীর পচে যাওয়ার কথা ভুলে যায়। ঐ বান্দাই খারাপ, যে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধিয়ে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, অবাধ্য হয় এবং নিজের প্রথম ও শেষ ভুলে যায়। ঐ বান্দাই খারাপ, যে দুনিয়াবাসীকে 'দীন' দ্বারা ধোঁকা দেয়। ঐ বান্দাই খারাপ, যে সন্দেহ করে ধর্মকে খারাপ করে দেয়। ঐ বান্দাই খারাপ, যাকে দুনিয়ার লোভ-লালসার দিকে এবং দুনিয়ার পূজারীদের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায়। ঐ বান্দাই খারাপ, যাকে দুনিয়ার লোভ-লালসা ও দুনিয়ার প্রতি আসক্তি অসম্মানিত ও হেয় করে।
–[তিরমিযী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী ও তিরমিযী (র.) বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাসূত্র সবল নয়। ইমাম তিরমিযী (র.) আরো বলেন, এ হাদীসটি গারীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ بِئْسَ الْعَبْدُ-এর তাৎপর্য : উল্লিখিত হাদীসে بِئْسَ الرَّجُلُ অথবা بِئْسَ الْمَرْأَةُ না বলে بِئْسَ الْعَبْدُ বলার তাৎপর্য হলো, পরবর্তী اَوْصَافٌ যেহেতু عَبْدٌ-এর عُبُوْدِيَّتٌ-এর পরিপন্থি, তাই বান্দাকে সতর্ক করার জন্য এখানে اَلْعَبْدُ শব্দটি গ্রহণ করা হয়েছে।

قَوْلُهُ يَخْتِلُ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ-এর ব্যাখ্যা : ধর্মের প্রতি মানুষ স্বভাবতই উদার হয়। ধর্মের বাণী মানুষ অকপট চিত্তে নিঃসংকোচে হৃদয়ের সকল আবেগ দিয়ে গ্রহণ করে; কিন্তু কেউ যদি নিজের কুৎসিত স্বভাবকে ধামাচাপা দিয়ে ধর্মের ছদ্ম আবরণে দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজেকে ধর্মভীরু প্রমাণ করতে গিয়ে সাধু সাজে এবং মানুষকে ধর্মের নামে ধাঁকা দেয়, অসৎ পথে পরিচালিত করে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিকৃষ্ট লোক হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

قَوْلُهُ يَخْتِلُ الدِّيْنَ بِالشُّبُهَاتِ-এর ব্যাখ্যা : সন্দেহ মানুষকে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দেয়। যারা ধর্ম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, ধর্মের বিশদ ব্যাখ্যা সম্পর্কে স্বল্প জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র তারাই না জেনে-শুনে ধর্মের অপব্যাখ্যা করে নিজেও সন্দেহের মধ্যে নিপতিত হয় এবং মানুষকেও গোমরাহ করে। এসব ব্যক্তিবর্গকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিকৃষ্ট বলে আখ্যায়িত করেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٨٩ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৮৮৯. অনুবাদ : হযরত ‘আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ মহীয়ান ও গরীয়ানের দৃষ্টিতে কোনো বান্দা রাগের ঢোকের চেয়ে উত্তম ঢোক গিলে না, যা তিনি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য গিলেন। –[আহমাদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا-এর ব্যাখ্যা : রাগের সময় মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। এ সময় প্রতিপক্ষের থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উন্মুক্ত হয়ে উঠে। কিন্তু তখন যদি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো বান্দা সেই রাগের ঢোককে গিলে ফেলে অর্থাৎ রাগকে স্তিমিত করে দেয়। তার সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সেই ঢোকের চেয়ে উত্তম আর কোনো ঢোক নেই।

وَعَنْ ٤٨٩٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ قَالَ اَلصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفْوُ عِنْدَ الْاِسَاءَةِ فَاِذَا فَعَلُوْا عَصَمَهُمُ اللّٰهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ قَرِيْبٌ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيْقًا)

৪৮৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, আল্লাহ তা'আলার বাণী اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ [অর্থাৎ তুমি খারাপকে ভালো দ্বারা দমন কর।] এর ব্যাখ্যায় বলেন, রাগের সময় ধৈর্যধারণ করা এবং বিপদের সময় ক্ষমা করাই এর তাৎপর্য। যখন মানুষ এরূপ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে বিপদআপদ হতে রক্ষা করেন এবং শত্রুদেরকে তাদের জন্য নত ও অনুগত করে দেন, যেন তারা ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
–[ইমাম বুখারী হাদীসটি বিনা সনদে বর্ণনা করেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি তোমার উপর অন্যায়ভাবে জুলুম করে, যদি তুমি তার সাথে ভালো ব্যবহার কর এবং বিপদে ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অচিরেই তার অন্তরে একটা পরিবর্তন ঘটবে, শত্রুতা মিত্রতায় পরিণত হবে। তার অন্তর হতে হিংসা-বিদ্বেষ, পরোক্ষ নিন্দা ও কূটকৌশল ইত্যাদি দূর হয়ে যাবে।

হাদীসের বাস্তব প্রয়োগ ও শিক্ষা : যদি এক পক্ষ থেকে বার বার শত্রুতা প্রকাশ হতে থাকে, আর অপর পক্ষ থেকে সেটার কোনো প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত না হয়, আমাদের সমাজে আমরা প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি যে, শত্রুতা পোষণকারী পরে একসময় লজ্জিত হয়ে সেই নীতি বর্জন করতে বাধ্য হয়। কাজেই আমাদেরকে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত অত্র আয়াতের ব্যাখ্যা মোতাবেক চরিত্র গঠন করা উচিত।

وَعَنْ ٤٨٩١ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ (رحـ) عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْاِيْمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ.

৪৮৯১. অনুবাদ : হযরত বাহ্‌য ইবনে হাকীম (র.) তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর পিতামহ হতে বর্ণনা করেন যে, রাগ ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়, যেমন সাবির [গাছের তিক্ত আঠা] মধুকে বিনষ্ট করে দেয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ-এর অর্থ : আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, সাবির বা একপ্রকার তিক্ত রস যেভাবে মধুকে বিনষ্ট করে দেয়, তদ্রূপ রাগ-ক্রোধও ঈমানকে বিনষ্ট করে দেয়। রাগ ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য অন্তরায়।

وَعَنْ ٤٨٩٢ عُمَرَ (رضـ) قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يٰاَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ.

৪৮৯২. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা বিনয়ী হও। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। সে নিজেকে নিজে ছোট মনে করে; কিন্তু মানুষের চোখে সে খুবই মহান ও সম্মানিত হয়। যে ব্যক্তি অহংকার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট- অপাংক্তেয় এবং সে নিজেকে নিজে খুব বড় মনে করে। এমনকি সে শেষ পর্যন্ত মানুষের চোখে কুকুর ও শূকরের চেয়েও অধিক ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি অহংকারী, সে নিজেকে নিজে খুব বড় মনে করে। আল্লাহ তা'আলা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে দেন। মানুষের দৃষ্টিতেও সে হেয় প্রতিপন্ন ও ছোট। এমনকি এ অহংকারের কারণেই সে শেষ পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টিতে কুকুর ও শূকরের চেয়েও অধিক ঘৃণিত বলে বিবেচিত হয়।

وَعَنْ ٤٨٩٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ.

৪৮৯৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হযরত মূসা ইবনে 'ইমরান (আ.) আল্লাহ তা'আলার কাছে আরজ করলেন, হে প্রভু! তোমার বান্দাদের মধ্যে তোমার কাছে প্রিয়তম কে? আল্লাহ তা'আলা বললেন, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকলেও যে ক্ষমা করে দেয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ-**এর ব্যাখ্যা :** ক্ষমা করা আল্লাহ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ, আর ক্ষমা করাকেই তিনি পছন্দ করেন। ক্ষমা করার গুণই আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্যে দিয়েছেন। তাই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, ঐ ব্যক্তিই আমার নিকট অতি প্রিয়, যে প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্ষমা করে দেয়।

وَعَنْ ٤٨٩٤ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ.

৪৮৯৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে সংযত রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। যে ব্যক্তি নিজের রাগকে থামিয়ে রাখে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার উপর থেকে শাস্তি থামিয়ে [মাফ করে] দেন। যে নিজের কৃত পাপের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে অজুহাত দর্শায়, আল্লাহ তা'আলা তার অজুহাত কবুল করেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ-**এর ব্যাখ্যা :** জিহ্বা মানুষের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়েও এর ক্ষমতা অত্যধিক। এর ক্ষত অত্যন্ত মারাত্মক, যা তলোয়ারের ক্ষতের চেয়ে ভয়াবহ। যেমন, কবির ভাষায়–

جَرَاحَةُ السِّنَانِ لَهَا الْتِيَامُ * وَلَا يَلْتَامُ مَا جَرَحَ اللِّسَانُ

অর্থাৎ 'তলোয়ারের আঘাতের ঔষধ আছে ; কিন্তু জিহ্বার আঘাতের কোনো ঔষধ নেই।' অতএব, যে তার রসনাকে সংযত-সংবরণ করে রাখতে পারে, আল্লাহ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন।

وَعَنْ ٤٨٩٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ثَلٰثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلٰثٌ مُهْلِكَاتٌ فَاَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرِّضٰى وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِى الْغِنٰى وَالْفَقْرِ وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِىَ اَشَدُّهُنَّ. (رَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَحَادِيْثَ الْخَمْسَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৮৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তিনটি জিনিস পরিত্রাণকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। পরিত্রাণকারী জিনিসগুলো এই– ১. প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। ২. সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থায় উচিত কথা বলা। ৩. ধনী ও দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। ধ্বংসকারী জিনিসগুলো এই– ১. প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া। ২. লোভ-লালসা করা। ৩. কোনো ব্যক্তি নিজেকে নিজে সম্মানিত মনে করা। আর এ স্বভাবটিই সবচেয়ে খারাপ স্বভাব। –[উপরিউক্ত পাঁচটি হাদীস বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ الْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرِّضٰى وَالسَّخَطِ-**এর ব্যাখ্যা :** সন্তুষ্ট ও অসন্তুষ্ট উভয় অবস্থাতেই উচিত কথা বলা। অর্থাৎ কারো ভালোবাসার কারণে অথবা কারো সন্তুষ্টির জন্য হক কথা পরিবর্তন না করা। অর্থাৎ কারো প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার পক্ষে উচিত কথা বলা, আর কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণে তার পক্ষে উচিত কথা বলা থেকে বিরত থাকার নীতি অবলম্বন না করা।

بَابُ الظُّلْمِ
পরিচ্ছেদ : অত্যাচার

"اَلظُّلْمُ" [জুলম]। ইমাম রাগিব (র.) বলেন, এর আভিধানিক অর্থ হলো– وَضْعُ الشَّيْئِ فِيْ غَيْرِ مَوْضَعِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ অর্থাৎ 'কোনো বস্তুকে তার নির্দিষ্ট স্থান থেকে স্থানান্তরিত করে অন্য স্থানে রাখার নামই হলো 'জুল্ম'।' এর পরিসর অত্যন্ত ব্যাপক। জুলুম আল্লাহর সাথে হতে পারে, বান্দার সাথে হতে পারে এবং নিজ আত্মার সাথেও হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সাথে জুলুমের অর্থ হলো, তাঁর বিধিবিধান যথাযথ পালন না করা; তাঁর সাথে শির্ক করা এবং যথার্থ আনুগত্য প্রকাশ না করা। বান্দার সাথে জুলুমের অর্থ হলো, অন্যায়ভাবে তার উপর অত্যাচার করা, তার হক নষ্ট করা ইত্যাদি। আর আত্মার সাথে জ লুমের অর্থ হলো, আল্লাহর নির্দেশাবলি, জিকির-আযকার এবং তাঁর স্মরণ থেকে কলবকে গাফেল রাখা। অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহে জালিমের পরিণতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٨٩٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮৯৬. অনুবাদ : ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– অত্যাচার কিয়ামতের দিন অন্ধকারের কারণ হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ **-এর ব্যাখ্যা :** সৎকর্ম যেমন কিয়ামতেন দিন আলোকরূপে মু'মিনদের চতুর্দিকে দৌড়াদৌড়ি করতে থাকবে, অনুরূপভাবে জুলুমও জালিমদের চতুর্দিক বেষ্টন করে থাকবে। কেউ কেউ বলেন, ظُلُمَاتٌ -এর অর্থ– কঠোরতা, বিপদ ও মসিবত।

وَعَنْ ٤٨٩٧ اَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ الظَّالِمَ حَتّٰى اِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَأَ وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اَلْاٰيَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ মুসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা অত্যাচারীকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর তাকে এমনভাবে পাকড়াও করেন যে, সে আর ছুটে যেতে পারে না। তারপর নবী করীম ﷺ এ আয়াত পাঠ করলেন– وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ অর্থাৎ এরূপ তোমার প্রভুর পাকড়াও যে, যখন তিনি অত্যাচারী গ্রামবাসীদের পাকড়াও করেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ الظَّالِمَ **-এর ব্যাখ্যা :** জালিমকে তার জুলুমের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তার বয়স বাড়িয়ে দেন। তাকে সুযোগ-সুবিধা দেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তাকে এভাবে পাকড়াও করেন যে, সে আর কখনো বের হতে পারে না। অর্থাৎ জালিমের জীবনাবসান চরম দুর্গতিতে পরিসমাপ্ত হয়।

وَعَنْ ٤٨٩٨ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ اِلَّا اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ اَنْ يُّصِيْبَكُمْ مَا اَصَابَهُمْ ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهٗ وَاَسْرَعَ السَّيْرَ حَتّٰى اجْتَازَ الْوَادِىَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৮৯৮. অনুবাদ : হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন 'হিজ্‌র' নামক স্থানের উপর দিয়ে গমন করছিলেন, তখন লোকদেরকে বললেন, সেসব বাড়িঘরে যাবে না, যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছে। তোমরা যখন অতিক্রম করবে ক্রন্দনরত অবস্থায় অতিক্রম করবে, যাতে তোমাদের উপরও ঐ বিপদ না পৌঁছে, যা তাদের উপর পৌঁছেছে। অতঃপর রাসূল ﷺ নিজ মাথা চাদর দ্বারা ঢেকে ফেললেন এবং চলার গতি দ্রুত করলেন, যতক্ষণ না উপত্যকাটি অতিক্রম করে গেলেন।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

اَلْحِجْر-এর পরিচয় ও সংশ্লিষ্ট ঘটনা : 'হিজ্‌র' একটি স্থানের নাম, যেখানে হযরত সালেহ (আ.)-এবং 'ছামূদ' গোত্র বাস করত। তারা তাদের পয়গাম্বর হযরত সালেহ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী বলেছিল এবং কুফরি করেছিল। তারা সংখ্যায় পাঁচ লাখের বেশি ছিল। তারা লোহা বা অন্যান্য বস্তু দ্বারা প্রতিমা বানিয়ে পূজা করত। হযরত সালেহ (আ.)-এর মু'জিযা উষ্ট্রীকে নিষেধ করা সত্ত্বেও হত্যা করেছিল, ফলে তাদের উপর গজব নাজিল হলো। বিকট ধ্বনিতে হৃৎপিণ্ড ফেটে সকলেই নিজ নিজ গৃহে মৃত্যুবরণ করল।

قَوْلُهٗ لَا تَدْخُلُوْا مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ-এর অর্থ : যারা কুফরি করার মাধ্যমে নিজেদের আত্মার প্রতি জুলুম করেছে, তাদের জনপদে প্রবেশ করো না। যার পরিণামে তারা আল্লাহ প্রদত্ত গজবের শিকার হয়েছে, তোমরা সেই গজবের ভয়ে সেখানে প্রবেশ করা থেকে বিরত থাক।

قَوْلُهٗ ثُمَّ قَنَّعَ رَأْسَهٗ وَاَسْرَعَ السَّيْرَ-এর অর্থ : রাসূলুল্লাহ ﷺ অতঃপর স্বীয় মস্তক চাদর দ্বারা আবৃত করে ফেললেন এবং চলার গতি দ্রুত করে সেই উপত্যকাটি তাড়াতাড়ি অতিক্রম করে গেলেন।

وَعَنْ ٤٨٩٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهٖ اَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ اِنْ كَانَ لَهٗ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهٖ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهٖ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৮৯৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তির কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি অত্যাচারঘটিত হক; যেমন, মানহানি বা অন্য কোনো বিষয়ের কোনো হক থাকে, তবে সে যেন সেদিনের পূর্বেই তার কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেয়, যেদিন তার কাছে কোনো দিনার বা দিরহাম থাকবে না। যদি তার নেক আমল থাকে, তাহলে অত্যাচারিতের হক অনুসারে তার কাছ থেকে নেক আমল নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার নেক না থাকে, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির পাপকে তার উপর চাপানো হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ مَنْ كَانَتْ لَهٗ مَظْلِمَةٌ لِاَخِيْهِ-এর ব্যাখ্যা : যে ব্যক্তি তার কোনো দীনি ভাইয়ের প্রতি তার মানহানি বা অন্য কোনো প্রকার জুলুম করে, তার জন্য সেদিনের পূর্বেই প্রতিকার-প্রতিবিধান করে নেওয়া উচিত, যেদিন সে অর্থ-কড়ি শূন্য-নিঃস্ব হয়ে যাবে। অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বেই তার জন্য সেই ভাইয়ের নিকট থেকে ক্ষমা আদায় করে নেওয়া উচিত।

قَوْلُهُ قَبْلَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের দ্বারা কিয়ামত দিবস অথবা তার মৃত্যু উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ তৎপূর্বেই তাকে তার মজলুম ভাইয়ের সাথে আপস করে নিতে হবে। দিনার ও দিরহামের উল্লেখ দ্বারা এ কথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় করে হলেও তার সাথে আপস করে নেবে।

قَوْلُهُ فَحُمِلَ عَلَيْهِ **-এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ এই যে, যদি অত্যাচারী ইহজীবনে তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি কৃত অত্যাচারের মীমাংসা ও আপস না করে, তবে কিয়ামতে তার পুণ্য আমল থেকে মজলুমের ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। যদি তার পুণ্য আমল শেষ হয়ে যায় এবং ক্ষতিপূরণ আদায় শেষ না হয়; কিংবা তার কোনো পুণ্য আমল না থাকে, তবে অত্যাচারিত ব্যক্তির কর্মলিপির পাপরাশি তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে এবং সে নিঃস্ব অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

৪৯০০ وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوْا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّاْتِىْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِصَلٰوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكٰوةٍ وَيَاْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯০০. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা কি জান, গরিব কে? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, আমরা তো মনে করি, আমাদের মধ্যে যার টাকাপয়সা, ধনদৌলত নেই, সে-ই গরিব। রাসূল ﷺ বললেন, কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি গরিব হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে নামাজ, রোজা ও জাকাত আদায় করে আসবে; কিন্তু সাথে সাথে সেসব লোকদেরকেও নিয়ে আসবে যে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো অপবাদ রটিয়েছে, কারো সম্পদ খেয়েছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে; এমন ব্যক্তিদেরকে তার নেকগুলো দিয়ে দেওয়া হবে। অতঃপর যখন তার পুণ্য শেষ হয়ে যাবে অথচ পাওনাদারদের পাওনা হক তখনো বাকি থাকবে, তখন পাওনাদারদের গুনাহ তথা পাপসমূহ তার উপর ঢেলে দেওয়া হবে, আর তাকে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব : পবিত্র কালামে বর্ণিত হয়েছে, "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى" অর্থাৎ একজনের পাপের বোঝা অপরের উপর ন্যস্ত করা হবে না। অথচ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অত্যাচারিত লোকদের পাপ অত্যাচারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হবে। এর জবাবে ইমাম মাযরী (র.) বলেন, এখানে "اِطْلَاقُ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ" হয়েছে। অর্থাৎ অন্যের পাপ সে নিজের ঘাড়ে বহন করার কারণ হয়েছে। আর এটা আল্লাহর কালামের পরিপন্থি নয়। কেননা জালিম প্রকৃতপক্ষে তার কৃত জুলুমের শাস্তি স্বরূপ মজলুমের পাপ বহন করতে বাধ্য হয়েছে। বস্তুত এটাই ইনসাফের দাবি। আর আয়াতের অর্থ হলো অহেতুক একজনের পাপ অপরের ঘাড়ে চাপানো হবে না। সুতরাং আয়াতের সাথে হাদীসের কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

قَوْلُهُ طُرِحَ فِى النَّارِ **-এর তাৎপর্য :** অত্র হাদীসের ভাষ্যে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, বান্দার হক সরাসরি আল্লাহ তা'আলা মাফ করবেন না এবং এ সম্পর্কে কারো সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না। তবে হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করে প্রতিপক্ষকে নিজের পক্ষ থেকে সন্তুষ্ট করে দেয় এবং সেও সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে সে বান্দার পাকড়াও থেকে মুক্তি লাভ করতে পারবে, অন্যথা নয়।

وَعَنْهُ ٤٩٠١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُقَادُ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ جَابِرٍ اِتَّقُوا الظُّلْمَ فِىْ بَابِ الْاِنْفَاقِ .

৪৯০১. অনুবাদ : উক্ত হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন হকদারদের হক আদায় করা হবে। এমনকি যে বকরির শিং নেই, তার জন্য শিংওয়ালা বকরি থেকে বিনিময় আদায় করে দেওয়া হবে। –[মুসলিম] এ প্রসঙ্গে হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীস اِتَّقُوا الظُّلْمَ 'বাবুল ইনফাক'-এ বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ إِلٰى أَهْلِهَا **-এর ব্যাখ্যা :** يَوْمَ الْجَزَاءِ বা প্রতিদান অথবা প্রতিশোধের দিন সৃষ্টিকুলের হক আদায় করে দেওয়া হবে। এ কথার প্রতিধ্বনি রয়েছে আল্লাহ তা'আলার কালামে, 'যে সামান্যতম উত্তম কাজ করবে, সে কিয়ামতের দিন সেটার প্রতিদান দেখবে এবং যে সামান্যতম বদকাজ করবে, সেও সেটার প্রতিশোধ প্রত্যক্ষ করবে।' কেউ যদি দুনিয়ায় কারো উপর অন্যায়-অত্যাচার করে থাকে, তাহলে কিয়ামতেন দিন তাকে সমপরিমাণ শাস্তি দেওয়া হবে। এমনকি জীবজন্তুরও কিসাস নেওয়া হবে। অর্থাৎ দুনিয়ায় একটি পশু অপর পশুর উপর যে পরিমাণ অত্যাচার করবে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ নেওয়া হবে। তারপর তাদেরকে মাটিতে পরিণত করে দেওয়া হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٩٠٢ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا فَلَا تَظْلِمُوْا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৯০২. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা অচৈতন্য হয়ো না যে. তোমরা বলবে, যদি লোকেরা আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, আমরাও ভালো ব্যবহার করব: আর জুলুম করলে আমরাও জুলুম করব ; বরং তোমরা নিজেদের জন্য এ আদেশ ঠিক করে দেবে যে, যদি লোকেরা তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, তোমরাও ভালো ব্যবহার করবে। আর যদি খারাপ ব্যবহার করে, তবে তোমরা জুলুম করবে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً **-এর ব্যাখ্যা :** হাদীসে বর্ণিত "اِمَّعَةً" শব্দটির অনুবাদ 'অচৈতন্য' করা হয়েছে। 'ইম্মাআ' ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়, যার নিজস্ব কোনো বুদ্ধি-বিবেচনা নেই, যে পরের পরামর্শে চলে। আমন্ত্রণ ছাড়াই কোনো সমাবেশ বা ভোজসভায় যোগদান করে এবং বলে বেড়ায়, মানুষ আমার সাথে যেরূপ ব্যবহার করবে আমিও সেরূপ ব্যবহার করব। লোকেরা খারাপ করলে, আমিও খারাপ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তোমরা এরূপ লোক হয়ো না; বরং তোমরা মনস্থির করে নাও যে, লোকেরা খারাপ ব্যবহার করলে তোমরা ভালো ব্যবহার করবে।

قَوْلُهُ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ **-এর অর্থ :** এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা অন্তর স্থির করে নাও যে, এ মর্মে দৃঢ় সংকল্প চিত্ত হও যে, তোমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা হলে তোমরাও ভালো ব্যবহার করবে, আর দুর্ব্যবহার করলেও তোমরা জুলুম করবে না।

وَعَنْ ٤٩٠٣ مُعَاوِيَةَ (رضـ) اَنَّهُ كَتَبَ اِلٰى عَائِشَةَ اَنِ اكْتُبِىْ اِلَىَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِىْ فِيْهِ وَلَا تُكْثِرِىْ فَكَتَبَتْ سَلَامٌ عَلَيْكَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৯০৩. **অনুবাদ :** হযরত মু'আবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট পত্র লেখলেন। ঐ পত্রে লেখা ছিল, আপনি আমাকে উপদেশ দান করে নাতিদীর্ঘ পত্র লেখবেন। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) সেটার জবাবে লেখলেন, সালামুন আলাইকা। পর সমাচার, আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় মানুষের অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও, তার সাহায্যের জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট। তিনি তাকে মানুষের অত্যাচার থেকে বাঁচান। আর যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি চায় আল্লাহর অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন, আস্‌সালামু আলাইকা। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ -এর ব্যাখ্যা : আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টিই একমাত্র নাজাতের পথ। মানুষের শত অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে কোনো কাজ করা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির সাহায্য আর পরিত্রাণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, কোনো মানুষ তার কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে উপেক্ষা করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে নিজ সাহায্য থেকে অবকাশ দিয়ে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন। আর যে মানুষের হাতে অর্পিত হয়, সে অবশ্যই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হবে। ফলে তার ইহকাল-পরকাল উভয়ই বিনষ্ট হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٩٠٤ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ شَقَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ ذَاكَ اِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ اَلَمْ تَسْمَعُوْا قَوْلَ لُقْمَانَ لِابْنِهِ يَا بُنَىَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّوْنَ اِنَّمَا هُوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৯০৪. **অনুবাদ :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াতটি নাজিল হলো− اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ অর্থাৎ 'সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁদের ঈমানে তারা জুলুমকে শামিল করেনি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের কাছে বিষয়টি কঠিন ঠেকল। তাঁরা আরজ করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের উপর অত্যাচার করেনি? রাসূল ﷺ বললেন, অত্যাচার দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়নি; বরং শির্‌ককে বোঝানো হয়েছে। তোমরা লোকমান (আ.)-এর উপদেশ কি শোননি, যা তিনি তাঁর পুত্রকে দান করেছেন? সেটা এই যে, 'হে বৎস! আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরিক করো না, যেহেতু আল্লাহর সাথে শরিক করা ভয়ঙ্কর অত্যাচার।' অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, তোমরা যা মনে করছ, প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অত্যাচার [জুলুম] দ্বারা এ কথাই বোঝানো হয়েছে, যা লোকমান (আ.) তার পুত্রকে বলেছেন। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

مَعْنَى الشِّرْكِ وَاَقْسَامُهُ :

শির্কের অর্থ ও তার প্রকার : শির্ক শব্দের অর্থ– 'অংশ'। তথা আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও গুণাবলিতে অন্য কোনো কিছুকে সমতুল্য মনে করা। প্রকৃতপক্ষে সেটা তাওহীদের বিপরীত। এ পর্যায়ে শির্ক দু-প্রকার– جَلِيٌّ ও خَفِيٌّ তথা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য শির্ক। উভয় প্রকার শির্ক মহাপাপ। আল্লাহ তা'আলা শির্ক জনিত কোনো গুনাহ ক্ষমা করবেন না। তবে সেটা ব্যতীত অন্য গুনাহ যার জন্য ইচ্ছা মাফ করে দেবেন।

لُقْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ কর্তৃক তাঁর পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশ : হযরত লোকমান (আ.) তাঁর পুত্রকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন– يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ 'হে পুত্র! আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করো না। নিশ্চয়ই শির্ক জঘন্য জুলুম।' এখানে আয়াতটির শির্ক অর্থে ظلم শব্দের ব্যবহারের স্বপক্ষে দলিলরূপে পেশ করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٩٠٥ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَبْدٌ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৯০৫. **অনুবাদ :** আবূ উমামাহ বাহিলী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট হবে, যে নিজের পরকালকে পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে ধ্বংস করেছে। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَذْهَبَ اٰخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ -এর ব্যাখ্যা : অন্যের দুনিয়ার কারণে নিজের আখেরাত বা পারলৌকিক সুখ-শান্তি ধ্বংস করেছে। অর্থাৎ একের জন্য দুনিয়া উপার্জন করতে গিয়ে অপরের উপর জুলুম ও অত্যাচার করা হয়েছে। যেমন, শাসকগোষ্ঠী অন্যের উপর জুলুমকে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে।

وَعَنْ ٤٩٠٦ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدَّوَاوِيْنُ ثَلٰثَةٌ دِيْوَانٌ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ الْاِشْرَاكَ بِاللّٰهِ يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ دِيْوَانٌ لَا يَتْرُكُهُ اللّٰهُ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ حَتّٰى يَقْتَصَّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ دِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللّٰهُ بِهٖ ظُلْمُ الْعِبَادِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ فَذَاكَ اِلَى اللّٰهِ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَاِنْ شَاءَ تَجَاوَزَ عَنْهُ.

৪৯০৬. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আমলনামা তিন প্রকার– ১. ঐ আমলনামা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না। আর তা হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে শরিক করা। আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ান বলেন– اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ অর্থাৎ 'অংশীবাদীদেরকে আল্লাহ তা'আলা ক্ষমা করবেন না।' ২. ঐ আমলনামা যাতে মানুষের পারস্পরিক জুলুম-অত্যাচার লিপিবদ্ধ আছে। সেই আমলনামাকে আল্লাহ তা'আলা এমনিতেই ছাড়বেন না। এমনকি একজনের কাছ থেকে অপরজনের প্রতিশোধ নেবেন। ৩. ঐ আমলনামা, যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা ভ্রুক্ষেপ করবেন না। এ আমলনামা হলো বান্দা ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যকার জুলুম সংক্রান্ত বিষয়। এটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। যদি তিনি ইচ্ছে করেন, তাকে শাস্তি দেবেন। আর যদি ইচ্ছে করেন, তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"دِيْوَانٌ" **শব্দের অর্থ :** "دِيْوَانٌ" শব্দটি একবচন, বহুবচনে دَوَاوِيْنُ অর্থ– দফতর, রেজিস্ট্রার; এখানে আমলনামা বা কর্মলিপি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

قَوْلُهُ دِيْوَانٌ لَا يَعْبَأُ اللّٰهُ بِهِ **-এর অর্থ :** অত্র হাদীসে তিন প্রকার আমলনামার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকার হলো, যা সরাসরি আল্লাহ তা'আলার হক সংক্রান্ত আমলনামা, যা একান্তভাবে আল্লাহ তা'আলা ও বান্দার সাথে সম্পর্কিত। এ আমলনামার প্রতি আল্লাহ তা'আলা তেমন গুরুত্ব দেবেন না। কারণ এটা তার একান্ত নিজস্ব হক হিসেবে তিনি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে শাস্তিও দিতে পারেন। ক্ষমা করা হলে তা হবে তাঁর একান্ত অনুগ্রহ, আর শাস্তি দেওয়া হলে তা হবে একান্ত সুবিচার

شِرْكٌ **কি?** আল্লাহ তা'আলার যাত ও সিফাতের সাথে অন্য কাউকে সমতুল্য জ্ঞান করে তাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করাকে شِرْكٌ বা 'অংশীদার করা' বলা হয়।

وَعَنْ ٤٩٠٧ عَلِيٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّمَا يَسْأَلُ اللّٰهَ تَعَالٰى حَقَّهُ وَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقَّهُ .

৪৯০৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– তুমি অত্যাচারিতের বদদোয়া থেকে নিজেকে রক্ষা কর। কেননা সে আল্লাহ তা'আলার কাছে নিজের অধিকার প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা কোনো হকদারকে নিজের পাওনা থেকে বঞ্চিত করেন না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اِيَّاكَ وَ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ **-এর ব্যাখ্যা :** আল্লাহ তা'আলা এবং মজলুমের মাঝে পর্দার কোনো অন্তরায় থাকে না। নির্যাতিত অসহায় ব্যক্তি ব্যথিত হৃদয় নিয়ে আল্লাহর নিকট যে করুণ প্রার্থনা জানায়, গভীর আকুতি প্রকাশ করে, তিনি তা কবুল করেন। তাই রাসূলুল্লাহ ﷺ মজলুমের ফরিয়াদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। কারো উপর এমন কোনো অত্যাচার করা যাবে না, যাতে সে আল্লাহ তা'আলার নিকট জালিমের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হয়।

وَعَنْ ٤٩٠٨ اَوْسِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ (رض) اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُقَوِّيَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ .

৪৯০৮. অনুবাদ : হযরত আওস ইবনে শুরাহ্বীল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– যে ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে এ উদ্দেশ্যে চলে যে, সে তার শক্তি বৃদ্ধি করবে; আর সে এটা জানে যে, সে জুলুমকারী, তবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ **-এর ব্যাখ্যা :** অন্যায় করা, অন্যায় নীরবে সহ্য করা এবং অন্যায়কারীকে সহযোগিতা করা তার হাতকে শক্তিশালী করায় সমান অপরাধ। হাদীসের অর্থ হলো, যে জালিমের সহযোগিতা করল, সে মু'মিনে কামিলের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অথবা এর অর্থ হলো, যে বৈধ মনে করে অত্যাচারীকে সাহায্য করল, সে বাস্তবিকই ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٤٩٠٩ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ اِنَّ الظَّالِمَ لاَ يَضُرُّ اِلاَّ نَفْسَهُ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ بَلٰى وَاللّٰهِ حَتّٰى الْحُبَارٰى لَتَمُوْتُ فِىْ وَكْرِهَا هُزْلاً لِظُلْمِ الظَّالِمِ. (رَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯০৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনেছেন, অত্যাচারী মূলত কারো কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারে না; বরং নিজেই নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) এটা শুনে বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম! এরূপই। এমনকি 'হুবারা' [সারস পাখি]ও অত্যাচারীর অত্যাচারের কারণে নিজের বাসায় থেকে দুর্বল হয়ে পড়ে, পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে। –[ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে উপরিউক্ত চারটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ الْحُبَارٰى"-এর অর্থ : "اَلْحُبَارٰى" এক জাতীয় পাখির নাম, যেগুলো মোরগের চেয়ে একটু বড় এবং গলা লম্বাটে হয়। বোকামি এবং নির্বুদ্ধিতাকে তার সাথে তুলনা করে বলা হয়, "اَبْلَهُ مِنَ الْحُبَارٰى" অর্থাৎ 'হুবারার চেয়ে অধিক বোকা।' কারণ এ পাখিটি তার বাসা ভুলে যায়। এমনকি নিজের ডিম মনে করে অন্য পাখির বাসায় গিয়ে সেটার ডিমেও তা দিয়ে আসে। 'হুবারা' পানি এবং খাদ্যের সন্ধানে বহুদূর পর্যন্ত উড়ে যায়।

بَابُ الْاَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ

পরিচ্ছেদ : ভালো কাজের আদেশ

"اَلْمَعْرُوْفُ" **শব্দের অর্থ :** আরবি পরিভাষায় এর অর্থ ব্যাপক। তবে প্রচলিত অর্থে আল্লাহ তা'আলার ইবাদত-বন্দেগি দ্বারা নৈকট্য লাভ করা, দুনিয়ার মানুষের সাথে সদাচরণ রাখা এবং শরিয়তের যাবতীয় বৈধ কাজগুলো আঞ্জাম দেওয়া। পক্ষান্তরে সর্বপ্রকার অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখা। কেননা نَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ অর্থাৎ অন্যায়কাজসমূহ থেকে নিষেধ করা ব্যতীত اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ পরিপূর্ণ হয় না। গ্রন্থকার এখানে যদিও কেবলমাত্র اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ উল্লেখ করেছেন; কিন্তু একটির আলোচনায় সেটার বিপরীতটি এমনিতেই এসে যায়। তাই একটি উল্লেখ করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। দার্শনিক ইমামগণ বলেন, اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَرِ এ বস্তুদ্বয় দীন-ইসলামের জন্য দিকনির্দেশিকা সমতুল্য। প্রত্যেক নবীর দীন-শরিয়তের মধ্যে এ বস্তুদ্বয় সর্বকালেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অত্র পরিচ্ছেদে এ বিষয়ের হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٩١٠ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهٖ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهٖ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯১০. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন– তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ হতে দেখে, তাহলে সেটাকে নিজ হাতে পরিবর্তন করে দেবে। যদি নিজ হাতে সেগুলো পরিবর্তন করার ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখ দ্বারা নিষেধ করবে। আর যদি মুখ দ্বারা নিষেধ করারও সাধ্য না থাকে, তাহলে অন্তরে সেটা খারাপ জানবে। এটা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচায়ক। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهٖ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, অন্যায় ও গর্হিত কাজ সংঘটিত হতে দেখলে যদি নিজ শক্তি-সামর্থ্য থাকে, এমনকি অন্যান্য ধর্মপরায়ণ মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে বা সংগঠিত করে হলেও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেই অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে। এটাই ঈমানের সর্বোচ্চ স্তর। আর যদি এতটুকু করার শক্তি-সামর্থ্য না থাকে, পরিস্থিতি অনুকূল না হয়, তাহলে মুখের কথার মাধ্যমে এতে বাধা প্রদান করতে হবে। পাপ ও অন্যায়কারীকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে, শরিয়তের উপদেশ বাণী শুনিয়ে তাদেরকে তা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে হবে।

قَوْلُهٗ ذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ **-এর ব্যাখ্যা :** এর ব্যাখ্যা হলো, যদি শক্তি প্রয়োগে বাধাদানের ক্ষমতা না থাকে, মুখে কিছু বলারও উপায় না থাকে; বরং সেক্ষেত্রে নিজেকে পাপ ও অন্যায়কারীদের দ্বারা নির্যাতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এরূপ প্রতিকূল অবস্থায় অন্তরে পাপকে ঘৃণা করতে হবে। অর্থাৎ ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর হলো অন্তরে পাপের প্রতি ঘৃণাভাব পোষণ করা। আর এটাই হলো দুর্বলতম ঈমান, যা কোনো মু'মিনের পক্ষে উচিত নয়; বরং মু'মিন মাত্রই সবল ও সর্বোচ্চ স্তরের ঈমানের অধিকারী হওয়ার জন্য সচেষ্ট থাকা উচিত।

وَعَنْ ٤٩١١ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْمُدْهِنِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا مَثَلُ قَوْمٍ اِسْتَهَمُوْا سَفِيْنَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِىْ اَعْلَاهَا فَكَانَ الَّذِىْ فِىْ اَسْفَلِهَا يَمُرُّ بِالْمَاءِ عَلَى الَّذِيْنَ فِىْ اَعْلَاهَا فَتَاَذَّوْا بِهٖ فَاَخَذَ فَاْسًا فَجَعَلَ يَنْقُرُ اَسْفَلَ السَّفِيْنَةِ فَاَتَوْهُ فَقَالُوْا مَا لَكَ قَالَ تَاَذَّيْتُمْ بِىْ وَلَابُدَّ لِىْ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَنْجَوْهُ وَنَجَوْا اَنْفُسَهُمْ وَاِنْ تَرَكُوْهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৯১১. অনুবাদ : হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত শাস্তি প্রদানের বিষয়ে অলসতা করাকে ঐ সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করা যায়, যারা নৌকায় স্থান পাওয়ার জন্য লটারি দিয়েছে এবং লটারি অনুসারে তাদের কেউ কেউ নৌকার নিচে এবং কেউ কেউ উপরে বসেছে। নৌকার নিচের লোকেরা উপরের লোকদের পাশ দিয়ে পানির জন্য গমনাগমন করত, ফলে উপরের লোকদের কষ্ট হতো। একদা নিচের লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি কুঠার হাতে নিয়ে নৌকার তলায় কাঠ কোপাতে আরম্ভ করল। তখন উপরের লোকেরা তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, সর্বনাশ! তুমি কি করছ? লোকটি বলল, তোমরা আমাদের কারণে কষ্ট পাচ্ছ। আর আমাদেরও পানি একান্ত প্রয়োজন। এমতাবস্থায় যদি তারা তার হস্তদ্বয় ধরে ফেলে, তাহলে তাকেও রক্ষা করবে, নিজেরাও রক্ষা পাবে। আর যদি তাকে তার কাজের উপরই ছেড়ে দেয়, তাহলে তাকেও ধ্বংস করবে, নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ اَهْلَكُوْهُ وَاَهْلَكُوْا اَنْفُسَهُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, সমাজ বিরোধী লোকদেরকে তাদের অপরাধ ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে সমাজের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের অপরিহার্য দায়িত্ব রয়েছে। কেননা রাষ্ট্রীয় কিংবা খোদায়ী আজাব আসলে শুধু অপরাধী ব্যক্তি আক্রান্ত হয় না; বরং দোষী ও নির্দোষী সবাই সেটাতে জড়িত হয়। অপরাধী তার অপরাধের দরুন এবং নিরাপরাধী তার কর্তব্যে অবহেলার দরুন। তাই বলা হয়েছে যে, তারা তাদেরকেও ধ্বংস করবে এবং নিজেদেরকেও ধ্বংস করবে।

হাদীসের শিক্ষা ও বাস্তব প্রয়োগ : অত্র হাদীসে সমাজ পরিচালনার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। সমাজপতিগণ আল্লাহ তা'আলার ইশারায়ই সমাজের নেতৃত্ব লাভ করেন। তাদের উচিত সমাজে সাধারণ লোকদের সুখ-দুঃখ ও অভাব-অভিযোগ দেখা। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করা ও সমাজে সুবিচার কায়েম করা। যদি এটা না করা হয়, তবে নাগরিকদের কেউ কেউ প্রয়োজনের তাগিদে অপরাধ করতে উদ্বুদ্ধ হবে। তাই যদি সময় মতো বাধা না দেওয়া হয়, তাহলে ধ্বংসের অতলে সেও নিমজ্জিত হবে এবং গোটা জাতিকেও নিমজ্জিত করবে।

وَعَنْ ٤٩١٢ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهٗ فِى النَّارِ فَيَطْحَنُ فِيْهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ فَيَجْتَمِعُ اَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ اَىْ فُلَانُ

৪৯১২. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– কিয়ামতের দিন একজন লোককে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, (তাকে আগুনে নিক্ষেপ করার) সাথে সাথেই তার পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বের হয়ে পড়বে। সে নাড়িভুঁড়িকে কেন্দ্র করে সেটার চতুষ্পার্শ্বে এমনভাবে ঘুরতে থাকবে, যেভাবে গাধা আটার চাক্কিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। এটা দেখে দোজখবাসীরা তার পাশে জমায়েত হবে এবং তারা

مَا شَانُكَ اَلَيْسَ كُنْتَ تَامُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ قَالَ كُنْتُ اٰمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَا اٰتِيْهِ وَاَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

বলবে, হে অমুক! তোমার ব্যাপার কি? তুমি না আমাদেরকে ভালো কাজের আদেশ করতে এবং খারাপ কাজে নিষেধ করতে? লোকটি বলবে, আমি তোমাদেরকে ভালো কাজের জন্য আদেশ করতাম; কিন্তু নিজে সেটা করতাম না। আর তোমাদেরকে খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করতাম; কিন্তু নিজে সেটা থেকে বিরত থাকতাম না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"قَوْلُهُ يُجَاءُ بِالرَّجُلِ" **দ্বারা উদ্দেশ্য :** হাদীসের ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায় যে, যারা সৎকাজের আদেশ করত, অথচ নিজেরা সৎ কাজ করত না। আর অসৎ কাজ থেকে লোকদেরকে বারণ করত; কিন্তু নিজেরা সেই কাজ করত, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ দ্বারা তাদেরকে বোঝানো হয়েছে।

قَوْلُهُ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُهُ فِي النَّارِ-এর ব্যাখ্যা : আলোচ্যাংশের অর্থ, বে-আমল ওয়ায়েজকে যখন জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, তখন দোজখের আগুনের তাপে দগ্ধ হয়ে তার নাড়িভুঁড়ি দ্রুত বের হয়ে আসবে। জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পর সর্বক্ষেত্রেই জ্বলতে থাকবে; কিন্তু নাড়িভুঁড়িকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মাধ্যমে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সে পৃথিবীতে উদরপূর্তি করার জন্য ওয়াজ-নসিহত করাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল; কিন্তু তার নিজের মধ্যে তদনুযায়ী আমল করার মনোবৃত্তি ছিল না এবং সে অন্তরের অনুভূতির তাগিদে ও দীনি দায়িত্ব হিসেবে ওয়াজ-নসিহত করার ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٩١٣ حُذَيْفَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَتَامُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهٖ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৯১৩. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন– ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ, নিম্নোক্ত দুটো বিষয়ের মধ্যে একটি অবশ্যই হবে। হয়তো অবশ্যই তুমি সৎকাজের আদেশ দান করবে এবং অবশ্যই মন্দকাজ হতে নিষেধ করবে; নতুবা অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর আজাব নাজিল করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে প্রার্থনা করবে; কিন্তু তোমাদের প্রার্থনা গ্রহণ করা হবে না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ-এর ব্যাখ্যা : সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা ঈমানী দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে যে অবহেলা করবে, অন্যায়-অসত্য কার্যকলাপে বাধা না দিয়ে নীরবে সহ্য করে নেবে অথবা সেটার সহযোগিতা করবে, তার উপর আল্লাহর শাস্তি অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলার নিকট সে শত প্রার্থনা করলেও তার প্রার্থনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَعَنْ ٤٩١٤ الْعُرْسِ بْنِ عُمَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيْئَةُ فِي الْاَرْضِ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৪৯১৪. অনুবাদ : হযরত 'উরস্ ইবনে 'উমাইরা (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেছেন– পৃথিবীর বুকে যখন কোনো গুনাহ করা হয়, তখন যে ব্যক্তি সেটাকে মনে মনে খারাপ জানবে, সে যদি ঐ স্থানে উপস্থিত থাকে, তখন তাকে ঐ ব্যক্তির ন্যায় মনে করা হবে, যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত নেই। আর যে ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত নেই কিন্তু সেসব খারাপ কাজকে মনে মনে ভালোবাসে, সে ঐ ব্যক্তির মতোই হবে, যে সেখানে উপস্থিত আছে। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٤٩١٥ أَبِىْ بَكْرِنِ الصِّدِّيْقِ (رض) قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُوْنَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يُغَيِّرُوْهُ يُوْشِكُ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابِهِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَصَحَّحَهُ) وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ اِذَا رَاَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَاْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا ثُمَّ لَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا يُوْشِكُ اَنْ يَّعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ وَفِىْ اُخْرٰى لَهُ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ هُمْ اَكْثَرُ مِمَّنْ يَّعْمَلُهُ .

৪৯১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে জনগণ! তোমরা নিশ্চয়ই এ আয়াতটি পাঠ করেছ, (অর্থাৎ) 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের উপর একথা আবশ্যিক করে নাও, যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা হেদায়াতের উপর স্থির থাকবে।' এ সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন– মানুষ যখন কোনো খারাপ কাজ হতে দেখে আর সেটাকে পরিবর্তন না করে, তাহলে অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তাঁর আজাব নাজিল করবেন। –[ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি সহীহ বলে বর্ণনা করেছেন।] আবূ দাউদ (র.)-এর এক বর্ণনায় আছে যে, মানুষ যখন কোনো অত্যাচারীকে অত্যাচার করতে দেখে আর তার হাত ধরে না ফেলে, তাহলে অনতিবিলম্বেই আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। ইমাম আবূ দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যে জাতির মধ্যে পাপাচার হয়, আর সে জাতির পরিবর্তন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সেটার পরিবর্তন না করে, তাহলে অনতিবিলম্বে আল্লাহ তা'আলা তাকে শাস্তি প্রদান করবেন। তাঁর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যে জাতি পাপাচারে লিপ্ত হয়, আর পাপে লিপ্তদের তুলনায় সাধারণ লোক সংখ্যায় বেশি হয়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ -এর ব্যাখ্যা : যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত। মহাপরাক্রমশালী রাব্বুল আলামীন যাদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করেছেন, দুনিয়ার কোনো শক্তি তাদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। ফেরাউনের বিত্ত আর অগাধ ক্ষমতা হযরত মূসা (আ.)-এর কর স্পর্শে ধুলোয় বিলীন হয়ে গিয়েছিল। আরবের মরুবাসীদের দুর্দমনীয় শক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে দিয়েছেন।

وَعَنْ ٤٩١٦ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُوْنُ فِىْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِىْ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ وَلَا يُغَيِّرُوْنَ اِلَّا اَصَابَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتُوْا . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯১৬. অনুবাদ : হযরত জারীর ইবনে 'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে জাতিতে কোনো লোক পাপে লিপ্ত থাকে, আর ঐ ব্যক্তিকে পাপ থেকে ফেরাতে জাতির লোকদের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাকে পাপ থেকে না ফেরায়, তাহলে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করবেন। –[আবূ দাউদ ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَقْدِرُوْنَ عَلٰى اَنْ يُّغَيِّرُوْا عَلَيْهِ **-এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ এই যে, সমাজে যখন কতিপয় লোক পাপাচার সংঘটন করছে, সমাজের অন্যান্য লোক তা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা প্রতিরোধ না করে, তবে তারা সকলেই সেই পাপের কারণে আল্লাহর আজাব ও গজবের শিকার হবে।

আয়াত ও হাদীসের দ্বন্দ্ব নিরসন : কুরআনের আয়াত– لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى অর্থাৎ কেউই অন্যের বোঝা বহন করবে না এবং কেউই কারো পাপের জন্য শাস্তি ভোগ করবে না। এ আয়াতের সাথে অত্র হাদীসের যে বিরোধ দেখা যায়, সেটার সমাধান নিম্নরূপ–

১. অন্যের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না। খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদানের যে দায়িত্ব ছিল, তা পালন না করার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।
২. হাদীসটির হুকুম দুনিয়ার শাস্তির জন্য প্রযোজ্য, আর আয়াতের হুকুম আখেরাতের শাস্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কাজেই এতে কোনো দ্বন্দ্ব নেই।

٤٩١٧ - وَعَنْ اَبِىْ ثَعْلَبَةَ (رض) فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ فَقَالَ اَمَا وَاللّٰهِ لَقَدْ سَاَلْتُ عَنْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ بَلْ ائْتَمِرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنَاهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ حَتّٰى اِذَا رَاَيْتَ شُحًّا مُطَاعًا وَهَوًى مُتَّبَعًا وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً وَاِعْجَابَ كُلِّ ذِىْ رَاْىٍ بِرَاْيِهِ وَرَاَيْتَ اَمْرًا لَابُدَّ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ وَدَعْ اَمْرَ الْعَوَامِّ فَاِنَّ وَرَاءَكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ فَمَنْ صَبَرَ فِيْهِنَّ قَبَضَ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيْهِنَّ اَجْرُ خَمْسِيْنَ رَجُلًا يَعْمَلُوْنَ مِثْلَ عَمَلِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْهُمْ قَالَ اَجْرُ خَمْسِيْنَ مِنْكُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯১৭. অনুবাদ : হযরত আবূ ছা'লাবাহ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী– عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ সম্পর্কে বলেন, আল্লাহর কসম! আমি এ আয়াত সম্বন্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞেস করেছি (অর্থাৎ এ আয়াত অনুযায়ী সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা থেকে বিরত থাকব কি না)। রাসূল ﷺ বললেন, 'না'; বরং ঐ পর্যন্ত চালু রাখ, যখন তোমরা দেখবে, কৃপণের অনুসরণ করা হয়, প্রবৃত্তির পূজা করা হয়, ইহকালকে পরকালের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের মতকে পছন্দনীয় বলে মনে করে। তুমি এমন কাজ দেখবে, যা থেকে তুমি এড়িয়ে চলতে পারবে না। তখন তুমি নিজেকেই নিজে রক্ষা কর এবং জনগণকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কারণ তোমাদের ভবিষ্যৎযুগ এমন হবে, তোমাকে শুধু ধৈর্যধারণ করতে হবে এবং এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি ধৈর্যধারণ করবে, তার অবস্থা এরূপ হবে, যেন সে নিজের হাতে নিজে অঙ্গার উঠিয়ে নিয়েছে। সে সময় যে ব্যক্তি ধর্মের কাজে আমল করবে, সে পঞ্চাশজন লোকের আমল করার ছওয়াব পাবে। জনৈক সাহাবী আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই জামানারই পঞ্চাশজন লোকের আমলের ছওয়াবের সমান হবে? রাসূল ﷺ বললেন, না, তোমাদের জামানার পঞ্চাশজনের আমলের ছওয়াবের সমান হবে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَمَنْ صَبَرَ فِيْهِنَّ قَبَضَ عَلَى الْجَمْرِ **-এর ব্যাখ্যা :** দুনিয়ায় এমন একটি মুহূর্ত সৃষ্টি হবে, যখন সত্য-ন্যায়ের সৈনিকদেরকে বাকরুদ্ধ অবস্থায় জীবনযাপন করতে হবে। পাপের আবীলতায়, দুর্নীতি-দুরাচার আর অন্যায়ের স্রোতধারায় দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র যখন ভেসে যাবে, তখন স্বভাবতই বিবেকের তাড়নায় ন্যায়ের দণ্ডধারীরা সিংহের ন্যায় গর্জে উঠবে, অকুতভয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করবে অন্যায়ের। ফলে তারা লাঞ্ছিত হবে পথে-ঘাটে, তখন তাদের ধৈর্যধারণের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ

নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাদের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা এতই কঠিন হবে, যেমন কঠিন জ্বলন্ত আগুন হাতের তালুতে রাখা অবশ্য এর প্রতিদান তাদের জন্য রয়েছে।

٤٩١٨ وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَطِيْبًا بَعْدَ الْعَصْرِ فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يَكُوْنُ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا ذَكَرَهُ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ وَكَانَ فِيْمَا قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ اَلَا فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ وَذَكَرَ اِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ فِى الدُّنْيَا وَلَا غَدْرَ اَكْبَرُ مِنْ غَدْرِ اَمِيْرِ الْعَامَّةِ يَغْرِزُ لِوَاءَهُ عِنْدَ اِسْتِهِ قَالَ وَلَا يَمْنَعَنَّ اَحَدًا مِّنْكُمْ هَيْبَةُ النَّاسِ اَنْ يَّقُوْلَ بِحَقٍّ اِذَا عَلِمَهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنْ رَاٰى مُنْكَرًا اَنْ يُّغَيِّرَهُ فَبَكٰى اَبُوْ سَعِيْدٍ وَقَالَ قَدْ رَاَيْنَاهُ فَمَنَعَتْنَا هَيْبَةُ النَّاسِ اَنْ نَتَكَلَّمَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ اَلَا اِنَّ بَنِىْ اٰدَمَ خُلِقُوْا عَلٰى طَبَقَاتٍ شَتّٰى فَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيٰى مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُوْلَدُ كَافِرًا وَيَحْيٰى كَافِرًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيٰى مُؤْمِنًا وَيَمُوْتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُّوْلَدُ كَافِرًا وَيَحْيٰى كَافِرًا وَيَمُوْتُ مُؤْمِنًا قَالَ وَذَكَرَ الْغَضَبَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ

৪৯১৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের নামাজের পর আমাদের মাঝে বক্তা হিসেবে দাঁড়ালেন ঐ বক্তৃতায় কিয়ামত পর্যন্ত যেসব ঘটনা সংঘটিত হবে সেগুলোর বর্ণনা করলেন। সেসব কথা যে স্মরণ রাখল তো রাখল, আর যে ভুলে গেল তো ভুলে গেল। তিনি যা কিছু বললেন, এতে এ কথাও ছিল যে, দুনিয়াটা একটি মিষ্টি ও সুস্বাদু বস্তু। আল্লাহ তা'আলা এতে তোমাদেরকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়ে দিলেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কিভাবে আমল কর। সাবধান! দুনিয়ার মোহ থেকে বাঁচো এবং বাঁচো রমণীদের থেকে। অতঃপর বললেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন প্রতিটি ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্য একটি ঝাণ্ডা হবে, যা দুনিয়ার ওয়াদা অনুসারে উঁচু-নিচু হবে। কোনো ওয়াদা ভঙ্গকারী জনপ্রতিনিধি বা জনসাধারণের শাসকদের ওয়াদা ভঙ্গের চেয়ে বড় হবে না। তার ঝাণ্ডা তার বসার স্থানের কাছে দণ্ডায়মান করা হবে। তারপর তিনি বললেন, মানুষের ভীতি যেন তোমাদের কাউকে ন্যায় কথা বলা থেকে বিরত না রাখে, যখন সে সেটাকে ন্যায় বলে জানে। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কোডঠত অন্যায় কাজ করতে দেখে, লোকভীতি যেন সেটাকে উৎপাটন করা থেকে বিরত না করে। এই বলে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, আমি অবশ্য অন্যায় কাজ সংঘটিত হতে দেখেছি; কিন্তু মানুষের ভয়ে আমি সেটা নিষেধ করতে পারিনি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, স্মরণ রেখো, আদম সন্তানকে বিভিন্ন স্তরে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, মু'মিন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, মু'মিন হিসেবে জীবনযাপন করে এবং মুমিন হিসেবে মৃত্যুবরণ করে এবং তাদের কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে, জন্মগ্রহণ করে কাফির হিসেবে, জীবনযাপন করে কাফের হিসেবে এবং মৃত্যুবরণ করে কাফের হিসেবে এবং তাদের থেকে কেউ কেউ এমন রয়েছে যে, জন্মগ্রহণ করে মু'মিন হিসেবে, জীবনযাপন করে মুমিন হিসেবে ; কিন্তু মৃত্যুবরণ করে কাফের হিসেবে। আবার কেউ কেউ এমন আছে যে, কাফের হিসেবে জন্মগ্রহণ করে, কাফের হিসেবে জীবনযাপন করে; কিন্তু মৃত্যুবরণ করে মু'মিন হিসেবে। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, তারপর রাসূল ﷺ রাগ [ক্রোধ] সম্পর্কে বললেন, কেউ কেউ এমন আছে, যারা খুব তাড়াতাড়ি রাগে এবং তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়।

فَاِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ بَطِئَ الْغَضَبِ بَطِئَ الْفَئِ فَاِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى وَخِيَارُكُمْ مَنْ يَكُوْنُ بَطِئَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَئِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ يَكُوْنُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِئَ الْفَئِ قَالَ اتَّقُوا الْغَضَبَ فَاِنَّهُ جَمْرَةٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ اَلَا تَرَوْنَ اِلٰى انْتِفَاخِ اَوْدَاجِهِ وَحُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَمَنْ اَحَسَّ بِشَئٍ مِنْ ذٰلِكَ فَلْيَضْطَجِعْ وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْاَرْضِ قَالَ وَذَكَرَ الدَّيْنَ فَقَالَ مِنْكُمْ مَنْ يَكُوْنُ حَسَنَ الْقَضَاءِ وَاِذَا كَانَ لَهُ اَفْحَشَ فِى الطَّلَبِ فَاِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ سَيِّئَ الْقَضَاءِ وَاِنْ كَانَ لَهُ اَجْمَلَ فِى الطَّلَبِ فَاِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى وَخِيَارُكُمْ مَنْ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ اَحْسَنَ الْقَضَاءَ وَاِنْ كَانَ لَهُ اَجْمَلَ فِى الطَّلَبِ وَشِرَارُكُمْ مَنْ اِذَا كَانَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ اَسَاءَ الْقَضَاءَ وَاِنْ كَانَ لَهُ اَفْحَشَ فِى الطَّلَبِ حَتّٰى اِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ عَلٰى رُؤُوْسِ النَّخْلِ وَاَطْرَافِ الْحِيْطَانِ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا فِيْمَا مَضٰى مِنْهَا اِلَّا كَمَا بَقِىَ مِنْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْمَا مَضٰى مِنْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

একটি অপরটির ক্ষতিপূরক। আবার কেউ কেউ এমন আছে, যারা খুব দেরিতে রাগে এবং তাদের রাগ নিবারিত হতেও দেরি হয়। এ দুটো অবস্থাও একটি অপরটির ক্ষতিপূরক। তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যার রাগ দেরিতে আসে এবং তাড়াতাড়ি রাগ প্রশমিত হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তি নিকৃষ্ট, যে তাড়াতাড়ি রাগে এবং দেরিতে ঠাণ্ডা হয়। তারপর রাসূল ﷺ বললেন, তোমরা রাগ থেকে বাঁচো। কেননা সেটা আদম সন্তানের হৃদয়ে একটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তোমরা কি দেখনি যে, মানুষ যখন রাগে, তখন শাহ-রগ ফুলে ওঠে এবং চক্ষুদ্বয় লাল হয়ে যায়। অতএব, তোমাদের কেউ যখন রাগ উপলব্ধি করবে, সে যেন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে এবং ভূমির সাথে মিশে থাকে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ ঋণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে ঋণ পরিশোধ যথাসময়ে করে; কিন্তু সে যদি কাউকে ঋণ দিয়ে থাকে, তাহলে সেটা আদায়ের ব্যাপারে খুব কঠিন হয়ে পড়ে এবং খুব খারাপ ব্যাপার করে। এগুলোর মধ্যে একটি অভ্যাস অপর অভ্যাসটির ক্ষতিপূরক। আবার কোনো লোক এমন আছে, যে ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে খুবই খারাপ; কিন্তু সে যদি কাউকে ঋণ দিয়ে থাকে, তাহলে নরম কথা বলে ঋণ আদায় করে। এসব অভ্যাস একটি অপরটির ক্ষতিপূরক। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কারো নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ করলে ঠিক সময় মতো পরিশোধ করে; আর সে যদি কারো নিকট পাওনা থাকে, তাহলে নরম কথা বলে তার ঐ পাওনা আদায় করে। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বনিকৃষ্ট, যে ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে খারাপ এবং নিজের পাওনা আদায়ের ব্যাপারে কঠিন ও কটুভাষী হয়। [রাবী হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ খুতবার মধ্যে উপদেশমূলক এ কথাগুলো বললেন,] ততক্ষণে সূর্য খেজুরের ডাল এবং দেয়ালের কিনারায় পৌছল। তখন নবী করীম ﷺ বলেছেন–সাবধান! সময় চলে গিয়েছে। তার মোকাবিলায় এতটুকু পরিমাণ দুনিয়াবি জীবন বাকি আছে, যতটুকু এ দিনের ক্ষুদ্রাংশ বাকি আছে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا **-এর ব্যাখ্যা :** অর্থাৎ প্রয়োজনের অধিক সঞ্চয় করা থেকে দূরে থাক। কেননা দুনিয়ার সম্পদ খেতে মিষ্টি এবং দেখতে মনোমুগ্ধকর। ফলে [সম্পদ] যতই বাড়বে, ততোই অভাব দেখা যাবে: 'আর প্রয়োজন নেই'-এমন কথা কোনোদিনই মনে জাগবে না। কাজেই দুনিয়ায় সেই পরিমাণ [সম্পদ] সংগ্রহ কর, যে পরিমাণ আখেরাতে উপকারে আসবে সুতরাং সেই পরিমাণ বৃদ্ধি কর, যে পরিমাণ পরকালে বিপদ হয়ে দাঁড়াবে না।

قَوْلُهُ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ **-এর অর্থ :** 'রমণীদের থেকে বেঁচে থাক'-এর ব্যাখ্যা হলো, নারী ছলনাময়ী, তাদের প্রেমে আসক্ত হয়ে ধনসম্পদ সঞ্চয় করার পিছনে ব্যস্ত হয়ো না। আখেরাতের কাজ থেকে কোনো পুরুষকে বিরত রাখার হাতিয়ার হিসেবে শয়তান নারীকেই ব্যবহার করে। সেটার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায় নারী জাতির ফিতনায় পড়েছিল, ফলে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

وَعَنْ ٤٩١٩ أَبِى الْبُخْتَرِيِّ (رضـ) عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَنْ يَّهْلِكَ النَّاسُ حَتّٰى يَعْذِرُوْا مِنْ أَنْفُسِهِمْ . (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)

৪৯১৯. অনুবাদ : হযরত আবুল বখ্‌তারী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম ﷺ -এর সাহাবীদের মধ্যে একজনের থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত ধ্বংস হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার মধ্যে পাপের পরিমাণ বেশি হবে। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٤٩٢٠ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ نِالْكِنْدِيِّ (رضـ) قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلًى لَنَا أَنَّهُ سَمِعَ جَدِّيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتّٰى يَرَوُا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى أَنْ يُّنْكِرُوْهُ فَلَا يُنْكِرُوْا فَإِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ عَذَّبَ اللّٰهُ الْعَامَّةَ وَالْخَاصَّةَ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৪৯২০. অনুবাদ : হযরত 'আদী ইবনে 'আদী কিন্দী (র.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের এক মুক্ত করা গোলাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেন যে, আমার দাদাকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা'আলা কোনো জাতিকে তাদের বিশেষ কোনো লোকের পাপের কারণে শাস্তি প্রদান করবেন না, যতক্ষণ না ঐ জাতির অধিকাংশ লোক ঐ পাপের কথা জানতে পারবে যে, তাদের মধ্যে খারাপ কাজ করা হচ্ছে এবং তারা সেটা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ না করে। যখন তারা এরূপ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা ঐ জাতির সকলকে ব্যাপকভাবে শাস্তি প্রদান করেন। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلٰى أَنْ يُّنْكِرُوْهُ **-এর ব্যাখ্যা :** অন্যায় প্রতিরোধ করা ঈমানী দায়িত্ব। দেশ এবং রাষ্ট্রে যারা অন্যায় করে, সমাজকে পাপে জর্জরিত করে ফেলে, তখন তাদেরকে প্রতিরোধ করা অন্যান্য মানুষের উপর কর্তব্য। প্রতিরোধের সামর্থ্য না থাকলে অন্য কথা; কিন্তু শক্তি ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সেটার প্রতিরোধ না করে, তাহলে গুটি কয়েক লোকের জন্য গোটা সমাজ বা জাতির উপর আল্লাহ তা'আলার শাস্তি অবতীর্ণ হবে, যার ইঙ্গিত আলোচ্য হাদীসের মধ্যে রয়েছে।

وَعَنْ ٤٩٢١ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَاٰكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ قَالَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ لَا وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ حَتّٰى تَاطِرُوْهُمْ اَطْرًا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

وَفِىْ رِوَايَتِهٖ قَالَ كَلَّا وَاللّٰهِ لَتَاْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَاْخُذُنَّ عَلٰى يَدَىِ الظَّالِمِ وَلَتَاطِرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهٗ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ .

৪৯২১. **অনুবাদ :** হযরত 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– বনী ইসরাঈল গোত্র যখন পাপাচারে লিপ্ত হয়ে গেল, তখন তাদের আলেমগণ প্রথমত তাদেরকে সেটা থেকে নিষেধ করলেন। যখন তারা বিরত হলো না, তখন তারাও তাদের মজলিসে বসতে লাগল এবং তাদের সাথে একত্রে খাদ্য খেতে ও শরাব পান করতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কারো কারো অন্তর কারো কারো অন্তর দ্বারা কলুষিত করে দিলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ.) ও হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ.)-এর জবানিতে তাদের উপর অভিসম্পাত করলেন। এ অভিসম্পাত তাদের পাপের কারণে ও সীমালঙ্ঘন করার কারণে হয়েছে।

রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বালিশে হেলান দিয়ে শুয়েছিলেন। এ কথা বলে তিনি উঠে বসলেন এবং বললেন, ঐ পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন, তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর শাস্তি থেকে রেহাই পাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা অত্যাচারী ও পাপীদের পাপকার্য থেকে নিষেধ করবে।

–[তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

অন্য বর্ণনায় আছে যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন– আল্লাহর কসম! তোমরা তাদেরকে অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। অত্যাচারীদের হস্তদ্বয় ধরে ফেলবে, তাদেরকে সৎকাজের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে এবং সৎকাজের উপর স্থিতিশীল রাখবে। নতুবা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কারো কারো অন্তরকে কারো কারো অন্তরের সাথে মিলিয়ে দেবেন। তারপর বনী ইসরাঈলদেরকে অভিসম্পাত যেভাবে করেছিলেন, তোমাদেরকেও সেভাবে অভিসম্পাত করবেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ **-এর ব্যাখ্যা :** পাপাচারে লিপ্ত বনী ইসরাঈল গোত্রকে প্রথমত তাদের আলিমগণ পাপাচার থেকে পবিত্র থাকার জন্য আদেশ করত; কিন্তু তাদের এ উপদেশে কোনো কাজ না হওয়ায় এক সময় সেই আলিমগণও তাদের সাথে মিলিত হয়ে অপবিত্র খাদ্য ও শরাব পান করতে লাগল। ধীরে ধীরে তাদের গভীর সাহচর্য লাভ করে, ফলে তাদের হৃদয় আস্তে আস্তে কলুষিত হতে লাগল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের কারো কারো অন্তর কারো কারো অন্তর দ্বারা কলুষিত করে দিলেন।

وَعَنْ ٤٩٢٢ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ رِجَالًا تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيْضَ مِنْ نَارٍ قُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرَئِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَيَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ. (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ) وَفِيْ رِوَايَتِهِ قَالَ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَقْرَءُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَلَا يَعْمَلُوْنَ.

৪৯২২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– মি'রাজের রাতে আমি বহু লোককে দেখেছি যে, তাদের ঠোঁট আগুনের কাঁচি দ্বারা কাটা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? জিবরাঈল (আ.) বললেন, এরা আপনার উম্মতের মধ্যে বক্তাগণ, যারা লোকদেরকে ভালো কাজের আদেশ করত; কিন্তু নিজেদেরকে ভুলে যেত। অর্থাৎ নিজেরা সৎকাজ করত না। –[শরহে সুন্নাহ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

ইমাম বায়হাকী (র.)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূল ﷺ বলেছেন– আপনার উম্মতের মধ্যে সেসব খতিব বা বক্তাগণ, যারা এমন সব কথা বলত, যা তারা নিজেরা কার্যকর করত না। তারা আল্লাহ তা'আলার কুরআন পাঠ করত; কিন্তু সেই মতো আমল করত না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ يَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, এসব লোক সমাজে ওয়াজ-নসিহত করে বেড়ায়, অন্যকে সৎকাজের আদেশ দান করে; কিন্তু নিজেরা সম্পূর্ণ বে-আমল। তারা নিজেরাই তাদের কৃত ওয়াজের উপর আমল করে না, যেহেতু তাক্‌ওয়া ও তাবলীগে দীন তাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং নিজেদের সুনাম-সুখ্যাতি ছড়ানো বা নিজেদেরকে বড় করে দেখানোর জন্য অথবা জাগতিক স্বার্থ উদ্ধার ও অর্থোপার্জন করাই তাদের উদ্দেশ্য। বস্তুত এরূপ বে-আমল ওয়ায়েজগণের নসিহতে শ্রোতাগণেরও কোনো উপকার সাধিত হয় না।

قَوْلُهُ خُطَبَاءُ مِنْ أُمَّتِكَ **দ্বারা উদ্দেশ্য :** এখানে সকল ওয়ায়েজকেই উদ্দেশ্য করা হয়নি; বরং বে-আমল, তাক্‌ওয়াবিহীন পেশাদার ওয়ায়েজদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

قَوْلُهُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِيْ **-এর ব্যাখ্যা :** এটা দ্বারা মি'রাজের রাতকে বোঝানো হয়েছে। দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় অবস্থা এবং আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় কুদরতের গোপন রহস্যাদি স্বচক্ষে দেখানোর জন্য আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী ﷺ -কে তাঁর নবুয়তের নবম হিজরিতে রজব মাসের ২৭ তারিখে 'মসজিদুল হারাম' থেকে 'বাইতল মুকাদ্দাস' পর্যন্ত আবার সেখান থেকে 'আরশে আযীম'-এ নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ পরিভ্রমণকে ইস্‌রা বা মি'রাজ বলা হয়। আর উক্ত রাতকে মি'রাজ রাত্রি বলে।

وَعَنْ ٤٩٢٣ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أُنْزِلَتِ الْمَائِدَةُ مِنَ السَّمَاءِ خُبْزًا وَلَحْمًا وَأُمِرُوْا أَنْ لَّا يَخُوْنُوْا وَلَا يَدَّخِرُوْا لِغَدٍ فَخَانُوْا وَادَّخَرُوْا وَرَفَعُوْا لِغَدٍ فَمُسِخُوْا قِرَدَةً وَخَنَازِيْرَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৯২৩. অনুবাদ : হযরত 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– হযরত মূসা (আ.)-এর কওমের উপর আকাশ থেকে রুটি ও গোশ্‌তের বরতন অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং তাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যে, তোমরা আমানতে খেয়ানত করো না। অর্থাৎ প্রয়োজনের অধিক নেবে না এবং অন্যের অংশেও হাত দেবে না এবং আগামীকালের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে না; কিন্তু তারা খেয়ানত করল এবং সঞ্চয়ও করল এবং অন্য দিনের জন্য কিছু খাবার রেখেও দিল। এজন্য আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাদের আকৃতি-অবয়ব পরিবর্তন করে বানর ও শূকর বানিয়ে দেওয়া হলো। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

'مَائِدَةٌ' বলতে কি বোঝানো হয়েছে? 'মায়েদা' সে পাত্রকে বলা হয়, যার মধ্যে খাবার জিনিস রেখে কারো সামনে পেশ করা হয়। যেমন, আধুনিককালে আমরা 'ট্রে' বলে থাকি। আবার কোনো কোনো সময় তার মধ্যে রাখা খাদ্যদ্রব্যকেও মায়েদা বলে। হযরত মূসা (আ.)-এর যুগে তার উম্মতের জন্য 'তীহ' নামক ময়দানে কুরআনের ভাষায় 'মান্না' ও 'সাল্ওয়া' নামক যে খাদ্য সরবরাহ করা হয়েছিল, হাদীসে বর্ণিত মায়েদা দ্বারা সেই খাদ্যের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

হযরত 'আম্মার (রা.)-এর পরিচয় : হযরত 'আম্মার (রা.) একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ইয়াসির। তিনি তাঁর দু-ভাই হারিছ ও মালিক সহ মক্কায় আগমন করেন। ইয়াসির মক্কায় এক বিয়ে করেন। সে ঘরে 'আম্মার জন্মগ্রহণ করেন। হযরত 'আম্মার প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। তিনি বদরের যুদ্ধসহ সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হিজরি ৩৭ সালে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে শহীদ হন। তখন তাঁর বয়স ছিল ৯৩ বছর।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٤٩٢٤ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ تُصِيْبُ اُمَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ مِنْ سُلْطَانِهِمْ شَدَائِدُ لَا يَنْجُوْ مِنْهُ اِلَّا رَجُلٌ عَرَفَ دِيْنَ اللّٰهِ فَجَاهَدَ عَلَيْهِ بِلِسَانِهِ وَيَدِهِ وَقَلْبِهِ فَذٰلِكَ الَّذِىْ سَبَقَتْ لَهُ السَّوَابِقُ وَ رَجُلٌ عَرَفَ دِيْنَ اللّٰهِ فَصَدَّقَ بِهِ وَ رَجُلٌ عَرَفَ دِيْنَ اللّٰهِ فَسَكَتَ عَلَيْهِ فَاِنْ رَاٰى مَنْ يَّعْمَلُ الْخَيْرَ اَحَبَّهُ عَلَيْهِ وَاِنْ رَاٰى مَنْ يَّعْمَلُ بِبَاطِلٍ اَبْغَضَهُ عَلَيْهِ فَذٰلِكَ يَنْجُوْ عَلٰى اِبْطَانِهِ كُلِّهِ.

৪৯২৪. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– শেষ জামানায় আমার উম্মাতের উপর তাদের শাসকদের পক্ষ থেকে কঠিন বিপদ আপতিত হবে। ঐ বিপদ থেকে শুধু সেসব লোকই রেহাই পাবে, যারা আল্লাহ তা'আলার দীন সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবে। সে তার নিজের মুখ, হাত ও অন্তর দ্বারা সত্যকে প্রকাশ করার জন্য জিহাদ করবে। এ ব্যক্তির সৌভাগ্য তার জন্য অগ্রগামী হয়েছে। অন্য আরেক ব্যক্তি হবে, যে আল্লাহ তা'আলার দীন সম্পর্কে জানবে, এতে বিশ্বাস স্থাপন করবে। অন্য এক ব্যক্তি হবে, যে আল্লাহ্‌র দীন সম্পর্কে জানবে; কিন্তু চুপচাপ থাকবে। যখন কাউকে কোনো নেক কাজ করতে দেখবে, তখন তাকে ভালোবাসবে। আর যখন কাউকে অসৎকাজ করতে দেখবে, তখন তাকে ঘৃণা করবে। এ ব্যক্তিও অন্তরে ভালোবাসা ও বিদ্বেষভাব লুক্কায়িত রাখার কারণে পরিত্রাণ পাবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"شَدَائِدُ" বলতে কি বোঝানো হয়েছে : "شَدَائِدُ" শব্দটি شِدَّةٌ-এর বহুবচন, এর অর্থ– কঠিন বিপদ। এটা দ্বারা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিপদ বোঝানো হয়েছে। আলোচ্য হাদীসে এ ধরনের বিপদ থেকে আত্মরক্ষারও পথনির্দেশ রয়েছে।

"سُلْطَانِهِمْ" দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে : "سُلْطَانٌ" শব্দটি سُلْطَانٌ মূলধাতু থেকে নিষ্পন্ন, যার অর্থ– ক্ষমতা। আর সুলতান বা রাজা-বাদশাহগণ যেহেতু সর্বময় ক্ষমতাবান হয়ে থাকেন, তাই তাদেরকে সুলতান বলা হয়। এখানে এটা দ্বারা সকল প্রকার অত্যাচারী শাসককেই বোঝানো হয়েছে। যদিও তারা অনৈসলামিক রাজতন্ত্রী শাসক কিংবা পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী গণতান্ত্রিক স্বৈরাচারী শাসক হোক কিংবা সর্বহারার একনায়কত্বের দাবিদার সমাজবাদী একনায়ক হোক। سُلْطَانِهِمْ দ্বারা সকল অত্যাচারী শাসককেই বোঝানো হয়েছে।

وَعَنْ ٤٩٢٥ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْحَى اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ اِلٰى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَا رَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىْ سَاعَةٍ قَطُّ .

৪৯২৫. অনুবাদ : হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ান হযরত জিবরাঈল (আ.)-কে আদেশ করেন যে. অমুক শহর বা জনপদটিকে সেটার বাসিন্দাসহ উল্টিয়ে দাও। তখন হযরত জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন, হে প্রভু! ঐ জনপদে তোমার অমুক বান্দা রয়েছে, যে এক মুহূর্ত তোমার নাফরমানি করেনি। রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, তার ও তাদের সকলের উপর শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল পাপীদের পাপাচার দেখে আমার সন্তুষ্টির জন্য এক মুহূর্তের জন্যও পরিবর্তন হয়নি। অর্থাৎ সে পাপীদের পাপ এক মুহূর্তের জন্যও খারাপ মনে করেনি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ **-এর ব্যাখ্যা :** এর অর্থ হচ্ছে, লোকটি এরূপ ইবাদত-গুযার ব্যক্তি, যিনি এক চক্ষুর পলক বন্ধ করার মতো সামান্যতম সময়ও আপনার নাফরমানি করেনি। সর্বদাই আপনার বন্দেগিতে লিপ্ত ছিল।

قَوْلُهُ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِىْ سَاعَةٍ قَطُّ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, সে নিজে বড় ধার্মিক সেজেছে সত্য; কিন্তু তার চোখের সামনে সমাজে অন্যায় ও পাপাচার হতে দেখে তার চেহারা বিবর্ণ হয়নি, বিরক্তির ছাপও ফুটে উঠেনি।

وَعَنْ ٤٩٢٦ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَقُوْلُ مَالَكَ اِذَا رَاَيْتَ الْمُنْكَرَ فَلَمْ تُنْكِرْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُلَقّٰى حُجَّتَهُ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ خِفْتُ النَّاسَ وَ رَجَوْتُكَ . (رَوَى الْبَيْهَقِىُّ الْاَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯২৬. অনুবাদ : আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– আল্লাহ মহীয়ান-গরীয়ান কিয়ামতের দিন বান্দাকে জিজ্ঞেস করবেন এবং বলবেন, যখন শরিয়ত বিরোধী কাজ সংঘটিত হতে দেখছিলে, তখন তোমার কি হয়েছিল যে, তুমি এতে নিষেধ করতে পারনি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রমাণ শিখিয়ে দেওয়া হবে। যখন আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করার মর্জি করবেন, তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি মানুষের জুলুম-অত্যাচারের ভয়ে ভীত ছিলাম এবং তোমারই ক্ষমার আশা পোষণ করেছিলাম। –[ইমাম বায়হাক (র.) উল্লিখিত হাদীস তিনটি শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهُ خِفْتُ النَّاسَ الخ **-এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, আমি মানুষের জুলুম-অত্যাচারের ভয়ে ভীত ছিলাম এবং তোমারই ক্ষমার আশা পোষণ করেছিলাম। এর দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রভাবে ভীত হয়ে অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করা থেকে বিরত থাকলে আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা তাকে ক্ষমা করবেন।

وَعَنْ ٤٩٢٧ اَبِىْ مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ اِنَّ الْمَعْرُوْفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيْقَتَانِ تَنْصِبَانِ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَاَمَّا الْمَعْرُوْفُ فَيُبَشِّرُ اَصْحَابَهٗ وَيُوْعِدُهُمُ الْخَيْرَ وَاَمَّا الْمُنْكَرُ فَيَقُوْلُ اِلَيْكُمْ اِلَيْكُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهٗ اِلَّا لُزُوْمًا ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯২৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন– সেই পবিত্র সত্তার কসম! যাঁর হাতে মুহাম্মদ-এর প্রাণ, কিয়ামতের দিন সৎ ও অসৎ কাজগুলোকে বিশেষ আকৃতিতে তৈরি করা হবে এবং তাদের সম্মুখে উপস্থাপন করা হবে। ভালো কাজগুলো তার আমলকারীকে সুসংবাদ দেবে এবং ভালো ফলাফলের অঙ্গীকার করবে। আর মন্দ কাজগুলো তার আমলকারীকে বলবে, দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। প্রকৃতপক্ষে তারা দূর হয়ে যাওয়ার শক্তি পাবে না; বরং তার সাথেই জড়িয়ে থাকবে। –[আহমাদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنَّ الْمَعْرُوْفَ وَالْمُنْكَرَ خَلِيْقَتَانِ-**এর ব্যাখ্যা :** ইহকালে কৃত ভালো এবং খারাপ উভয় কাজের আকৃতি কিয়ামতের দিন প্রদান করে স্ব-স্ব ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। এখন স্বভাবত একটি প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এর তো কোনো অবয়ব নেই, সুতরাং কি করে সেটা আকৃতি ধারণ করবে ? এর উত্তরে বলা যায়, দুনিয়ায় যে বস্তুর আকৃতি নেই, আল্লাহ তা'আলা মহীয়ান-গরীয়ান তার বিশেষ ক্ষমতাবলে কিয়ামতের দিন তার অবয়ব তৈরি করবেন এবং এগুলো মানুষের সম্মুখে তৈরি করা হবে।

قَوْلُهٗ فَيَقُوْلُ اِلَيْكُمْ اِلَيْكُمْ-**এর ব্যাখ্যা :** আলোচ্যাংশের অর্থ হলো, কিয়ামতের দিন মন্দকাজসমূহ তার আমলকারীকে বলবে, اِلَيْكُمْ اِلَيْكُمْ অর্থাৎ দূর হয়ে যাও, দূর হয়ে যাও। اِلَيْكُمْ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, اِبْتَعِدْ عَنِّىْ অর্থাৎ আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও। সেটাকে দু-বার উল্লেখ করার কারণ হলো, আরবরা যখন কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে নিজেদের থেকে দূরে রাখতে চায়, তখন اِلَيْكُمْ اِلَيْكُمْ তথা এ শব্দটি দু-বার বলে থাকেন। তাই তাদের পরিভাষা অনুযায়ী বলা হয়েছে।

كِتَابُ الرِّقَاقِ
অধ্যায় : মন-গলানো উপদেশমালা

"اَلرِّقَاقُ" শব্দটি বহুবচন, একবচনে رَقِيْقٌ এখানে অর্থ হলো, এমন বাক্য বা বাণীসমূহ, যা দ্বারা অন্তর বিগলিত হয়, পার্থিব মোহ পরিত্যাগ করে পরকালের প্রতি আগ্রহ জন্মে।

আর এ অধ্যায়ে এমন হাদীসসমূহ বর্ণনা করা হবে যার দ্বারা হৃদয়ে কোমলতা সৃষ্টি হয় এবং পরকালের প্রতি আসক্তি এবং আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٤٩٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ اَلصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৯২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, স্বাস্থ্য ও অবসর– এ দুটি নিয়ামতের [সদ্ব্যবহারের] ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ধোঁকার মধ্যে রয়েছে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মানব জীবনে সুস্থতা এবং অবসর সময় লাভ হওয়া আল্লাহ তা'আলার বড় নিয়ামত, কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তির তাড়নায় আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হয়ে উদাসীনতার মধ্যে তা কাটিয়ে দেয়, দীন ও দুনিয়ার কল্যাণ অর্জনের প্রতি লক্ষ্য রাখে না। পরবর্তীতে এ নিয়ামত হতে বঞ্চিত হওয়ার পর তার কাছে শুধু আফসোস ও আক্ষেপই থেকে যায়, যার কোনো ফলাফল সে পায় না। অর্থাৎ স্বাস্থ্য সব সময় এক রকম থাকে না; রবং রোগাক্রান্ত হতে পারে এবং অনুরূপভাবে অবসরের পর ব্যস্ততা আসতে পারে, ফলে উভয় অবস্থায় ইবাদত-বন্দেগি করার সুযোগ থাকবে না।

٤٩٢٩ - وَعَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯২৯. অনুবাদ : হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আল্লাহর কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হলো, যেমন– "তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয় এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক তা কি [পরিমাণ পানি] নিয়ে আসল।" –[মুসলিম]

٤٩٣٠ - وَعَنْ جَابِرٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهٗ بِدِرْهَمٍ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ اَنَّهٗ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯৩০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কানকাটা মৃত বকরির বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এটাকে এক দিরহামের বিনিময়ে নিতে পছন্দ করবে? তাঁরা বললেন, আমরা তো এটাকে কোনো কিছুর বিনিময়েই নিতে পছন্দ করব না। তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহর কাছে দুনিয়া [এবং তার সম্পদ] এর চেয়েও অধিক নিকৃষ্ট। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٤٩٣١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯৩১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া মু'মিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য জান্নাত। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যেহেতু মুমিন সর্বদা ইবাদত, সাধনা, মেহনত, ক্লান্তি এবং হালাল রুজির সন্ধানে ব্যতিব্যস্ত এবং বন্দি থাকে, তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানার স্থলাভিষিক্ত।

আর কাফের হালাল হারামের মধ্যে তারতম্য ব্যতীত সর্বদা প্রাচুর্য এবং আনন্দের মধ্যে থাকে এবং আত্ম চাহিদার মধ্যে সর্বদা গর্ব, অহংকার করতে থাকে। আর ইবাদত, আনুগত্য এবং সাধনার মেহনতও নেই এবং কোনো চিন্তাও নেই বরং স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে থাকে। এজন্য দুনিয়া তার জন্য বেহেশতের স্থলাভিষিক্ত। অথবা উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, প্রকৃত মুমিনের জন্য দুনিয়া যতই প্রশস্ত হোক এবং নিয়ামত যতই অধিক হোক তা তার জন্য পরকালের তুলনায় হচ্ছে সঙ্কোচ এবং জেলখানা। সে সর্বদা এখানে থেকে বের হতে চায়। যেমন কারাবন্দি ব্যক্তির জন্য যতই নিয়ামত এবং আরামের ব্যবস্থা থাকুক সে প্রতি মুহূর্তে সেখান থেকে বের হতে চায়।

আর কাফের ইহকালীন চাহিদার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে "দুনিয়া" থেকে বের হতে চায় না। যেমনিভাবে বেহেশতি ব্যক্তি কখনো বেহেশত থেকে বের হতে চায় না। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে দুনিয়াকে মুমিনের জন্য জেলখানা এবং কাফেরের জন্য বেহেশত বলা হয়েছে

আর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে যা হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ঘোড়ার উপর আরোহণ করে গমন করছিলেন। রাস্তায় একজন ইহুদির সাথে সাক্ষাৎ হলো, যার জীর্ণ-শীর্ণ অবস্থা ছিল, তখন সে ইহুদি হযরত হাসান (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করল যে, আপনার নানাজান [নবী করীম ﷺ] বলেছেন- "اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ" তা কেমন হতে পারে। অথচ আমি আপনাদের ধারণানুযায়ী কাফের এবং এত মেহনত, কষ্ট এবং দরিদ্রতার মধ্যে নিপতিত। আর আপনি এত নিয়ামত এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে নিমজ্জিত যে, ঘোড়ার উপর আরোহণ করে প্রফুল্লের সাথে চলছেন। তখন হযরত হাসান (রা.) জবাব দিলেন, মুমিনদের জন্য পরকালে যে "مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ" [অর্থাৎ যা কোনো চক্ষু অবলোকন করেনি এবং কোনো কর্ণ শ্রবণ করেনি।] নিয়ামতসমূহ, তার একটি লাঠির সমপরিমাণ জায়গা সমস্ত পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু রয়েছে তা থেকে উত্তম। ঐ সমস্ত নিয়ামতের তুলনায় দুনিয়ার হাজারো নিয়ামত কিছুই নয়। তদ্রূপ কাফেরের জন্য পরকালে যে ভয়ানক শাস্তি রয়েছে এর একটি শাস্তিও সমস্ত দুনিয়া এবং এর সব ধরনের বিপদসমূহের তুলনায় অনেক অধিক। তাই পরকালের দণ্ড এবং শাস্তির তুলনায় দুনিয়া কাফেরের জন্য বেহেশতের স্থলাভিষিক্ত যদিও "দুনিয়াতে" হাজারো বিপদাপদ রয়েছে।

وَعَنْ ٤٩٣٢ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطٰى بِهَا فِى الدُّنْيَا وَيُجْزٰى بِهَا فِى الْاٰخِرَةِ وَاَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتٍ مَا عَمِلَ بِهَا لِلّٰهِ فِى الدُّنْيَا حَتّٰى اِذَا اَفْضٰى اِلَى الْاٰخِرَةِ لَمْ يَكُنْ لَهٗ حَسَنَةٌ يُجْزٰى بِهَا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯৩২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কোনো মু'মিনের নেক কাজকে নষ্ট করেন না, দুনিয়াতেও তার বিনিময় প্রদান করেন এবং আখেরাতেও তার প্রতিদান দেন। আর কাফের আল্লাহর জন্য যেসব ভালো কাজ করে দুনিয়াতে সে তার বিনিময় ভোগ করে অবশেষে যখন সে আখেরাতে পৌঁছবে, তখন তার [আমলনামায়] কোনো ভালো কাজ থাকবে না যার প্রতিদান সে পেতে পারে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আখেরাতের প্রতিদান ঈমানের উপর নির্ভর করে। সুতরাং কাফেরের ভালো কাজের প্রতিদান আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতেই যা দেওয়ার তা দিয়ে দেন। আখেরাতে সে ভালো কাজের কোনো বিনিময় পাবে না।

٤٩٣٣ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) اِلَّا عِنْدَ مُسْلِمٍ حُفَّتْ بَدَلَ حُجِبَتْ .

৪৯৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখকে কামনা-বাসনা দ্বারা ঢেকে রাখা হয়েছে। আর জান্নাতকে ঢেকে রাখা হয়েছে বিপদ-মসিবত দ্বারা। –[বুখারী ও মুসলিম] মুসলিমের বর্ণনায় حُجِبَتْ -এর স্থলে حُفَّتْ [ঘিরে] রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ অবৈধ প্রবৃত্তি বা কামনা-বাসনা জাহান্নামে পৌঁছায়, পক্ষান্তরে জান্নাতের পথ খুবই কষ্টকর। তাই প্রবৃত্তির চাহিদাকে দমন করে রাখতে হয়।

٤٩٣٤ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شِيْكَ فَلَا انْتُقِشَ طُوْبٰى لِعَبْدٍ اٰخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهٗ مُغْبَرَّةً قَدَمَاهُ اِنْ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ كَانَ فِى الْحِرَاسَةِ وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ اِنِ اسْتَاْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهٗ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৪৯৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধ্বংস হোক দিনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম, উত্তম পোশাকের গোলাম। যদি তাকে দেওয়া হয় তবে সন্তুষ্ট হয়; আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, অধঃপতিত হোক। যদি তার পায়ে কাঁটা বিঁধে তা খুলে দেওয়ার মতো কেউ না হোক ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ, যে ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর পথে [জিহাদের জন্য] প্রস্তুত রয়েছে, যার কেশ বিক্ষিপ্ত, পদযুগল ধূলি-মিশ্রিত। তাকে পাহারার কাজে নিয়োজিত করা হলে সে পাহারার কাজে রত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে নিয়োজিত করলে পশ্চাতে থাকে, কারো সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না। কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হয় না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ পূর্ণ একাগ্রচিত্তে জিহাদে আত্মনিয়োগ করে। এক আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুই তার কাম্য নয়। বাহ্যিক বেশভূষার ধার ধারে না বিধায় সম্পদপূজারীদের দৃষ্টিতে তার কোনো মূল্য নেই।

وَعَنْ ٤٩٣٥ أَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِىْ مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِيْنَتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَوَ يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ وَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يَأْتِى الْخَيْرُ بِالشَّرِّ وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ الرَّبِيْعُ مَ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ إِلَّا أٰكِلَةَ الْخَضِرِ أَكَلَتْ حَتّٰى امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اِسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ وَإِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِىْ حَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كَانَ كَالَّذِىْ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَيَكُوْنُ شَهِيْدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৯৩৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আমার পর তোমাদের জন্য সবচাইতে বেশি যে ব্যাপারে ভয় করি তা হলো দুনিয়ার চাকচিক্য ও তার সৌন্দর্য, যা তোমাদের উপর উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! কল্যাণ কি মন্দের কারণ হতে পারে? তখন তিনি কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমারা ধারণা করলাম, তাঁর উপর ওহী নাজিল হচ্ছে। অতঃপর তিনি ঘাম মুছে বললেন, সেই প্রশ্নকারী কোথায়? বর্ণনাকারী বলেন, যেন তিনি প্রশ্নকারীর কথাটি প্রশংসার যোগ্য মনে করেছেন। তখন রাসূল ﷺ বললেন, কল্যাণ কখনও মন্দ আনে না। [এটার উদাহরণ,] বসন্ত ঋতু যা উৎপাদন করে তা মূলত [ভক্ষণকারীকে] ধ্বংস করে না বা ধ্বংসের নিকটবর্তী নিয়ে যায় না; কিন্তু তৃণভোজী জানোয়ার যখন অতিমাত্রায় খায়, অবশেষে যখন কোমরের উভয় পার্শ্ব ফুলিয়ে উঠে তখন সূর্যের সামনে রৌদ্রে গিয়ে বসে এবং মলমূত্র ত্যাগ করে। পরে আবার তৃনভূমির দিকে ফিরিয়ে যেতে থাকে। বস্তুত দুনিয়ার মালসম্পদ শ্যামল-সবুজ সুস্বাদু বটে। যে তা বৈধভাবে উপার্জন করে এবং বৈধ পথে ব্যয় করে তখন তা তার পক্ষে উত্তম সাহায্যকারী। কিন্তু যে তা অবৈধ পথে উপার্জন করে তখন তার উদাহরণ ঐ জন্তুর ন্যায়, যে খায় কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না এবং দুনিয়াবি মালসম্পদ কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হবে –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ এখানে একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যার বিভিন্ন অংশ রয়েছে– ১ ঘাস উৎপাদন অর্থ– মালসম্পদ অর্জন। ২. উৎপাদিত শ্যামল-সবুজ ঘাস জানেয়ারের খাদ্য– উত্তম জিনিস; সেই ঘাসই পরিশেষে তার ধ্বংসের কারণ হয়, তদ্রূপ অবৈধ পথে উপার্জিত মালসম্পদ মন্দ, তার পরিণামও ধ্বংসের কারণ হয়। ৩. অধিক ভোজন ধ্বংস, অনুরূপভাবে অধিক সঞ্চয় মন্দ। ৪. প্রয়োজনমাফিক ভক্ষণ করলে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা পাওয়া যায়, তদ্রূপ মালসম্পদ অপব্যয় ও অবৈধ পথে খরচ না করে বৈধ পথে ব্যয় করলে কোনো ক্ষতি হবে না। ৫. অধিক লোভেই অবৈধ সঞ্চয়ের পথ উন্মুক্ত করে, ফলে তার তৃপ্তি মিটে না ইত্যাদি।

٤٩٣٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَوَ اللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৯৩৬. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে আওফ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সম্পর্কে দরিদ্রতার ভয় করি না; কিন্তু আমি ভয় করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে যেমনি প্রশস্ত করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। আর তোমরা তা লাভ করার জন্য ঐরূপ প্রতিযোগিতা করবে যেরূপ তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। ফলে। এটা তামাদেরকে ধ্বংস করবে যেরূপ তাদেরকে ধ্বংস করেছিল। −[বুখারী ও মুসলিম]

٤٩٣٧ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا وَفِيْ رِوَايَةٍ كَفَافًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৯৩৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই বলে দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ ﷺ-পরিবার-পরিজনকে জীবিকা নির্বাহ পরিমাণ রিজক দান কর। অপর এক বর্ণনায় আছে, প্রয়োজন পরিমাণ। −[বুখারী ও মুসলিম]

٤٩٣٨ - وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯৩৮. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে ব্যক্তিই সফলকাম হয়েছে, যে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তাকে প্রয়োজনমাফিক রিজিক প্রদান করা হলো এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট রেখেছেন। −[মুসলিম]

٤٩٣٩ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِيْ مَالِيْ وَاِنَّ مَالَهُ مِنْ مَالِهِ ثَلٰثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى اَوْ لَبِسَ فَاَبْلٰى اَوْ اَعْطٰى فَاقْتَنٰى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯৩৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দা আমার মাল, আমার সম্পদ বলে [তথা গর্ব করে], প্রকৃতপক্ষে তার মাল হতে তার [উপকারে আসে] মাত্র তিনটি যা খেয়ে সে শেষ করে দিয়েছে বা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছে অথবা দান করে [পরকালের জন্য] সংরক্ষণ করেছে। এতদ্ভিন্ন যা আছে তা তার কাজে আসবে না এবং সে লোকদের [ওয়ারিশদের] জন্য ছেড়ে চলে যাবে। −[মুসলিম]

٤٩٤٠ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلٰثَةٌ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقٰى مَعَهُ وَاحِدٌ يَتْبَعُهُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقٰى عَمَلُهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৯৪০. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি জনিসি মৃত লাশের সঙ্গে যায়। দুটি ফিরে আসে এবং একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। তার সঙ্গে গমন করে আত্মীয়স্বজন, কিছু মালসম্পদ এবং তার আমল। পরে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী ও মালসম্পদ ফিরে আসে এবং থেকে যায় তার আমল। −[বুখারী ও মুসলিম]

৪৯৪১ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهٖ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِهٖ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهٗ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَالِ وَارِثِهٖ قَالَ فَاِنَّ مَالَهٗ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهٖ مَا اَخَّرَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৪৯৪১. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে নিজের মাল অপেক্ষা আপন উত্তরাধিকারীদের সম্পদকে অধিক ভালোবাসে? তাঁরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই; বরং ওয়ারিশের সম্পদ অপেক্ষা নিজের নিজের সম্পদকেই বেশি ভালোবাসে। তিনি বললেন, যে [আল্লাহর পথে খরচ করে] যা অগ্রিম পাঠায় তাই তার সম্পদ। আর যা সে পিছনে রেখে যায় তা তার ওয়ারিশের সম্পদ। –[বুখারী]

৪৯৪২ وَعَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقْرَأُ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ قَالَ يَقُوْلُ ابْنُ اٰدَمَ مَالِيْ مَالِيْ قَالَ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِلَّا مَا اَكَلْتَ فَاَفْنَيْتَ اَوْ لَبِسْتَ فَاَبْلَيْتَ اَوْ تَصَدَّقْتَ فَاَمْضَيْتَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৪৯৪২. **অনুবাদ :** মুতার্‌রিফ তাঁর পিতা [আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্‌খীর (রা.)] হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদা আমি নবী ﷺ -এর খেদমতে আসলাম, এ সময় তিনি সূরা اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ [অর্থ– ধনের প্রাচুর্য তোমাদেরকে গাফেল করে রেখেছেন] পাঠ করছিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আদম সন্তান বলে– 'আমার মাল, আমার মাল'। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে আদম সন্তান! তোমার মাল তো তাই যা তুমি খেয়ে শেষ করে ফেলেছ অথবা পরিধান করে ছিঁড়ে ফেলেছ অথবা দান-সদকা করে [আখেরাতের জন্য] সঞ্চয় করেছ। –[মুসলিম]

৪৯৪৩ وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৪৯৪৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ধনী হওয়া সম্পদের প্রাচুর্যের নাম নয়; বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই যার অন্তর সম্পদশালী। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যখন যা পায় তাতে তুষ্ট। কারো কাছে চায় না এবং পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত থাকে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৪৯৪৪ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَاْخُذُ عَنِّيْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ قُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَاَخَذَ بِيَدِيْ

৪৯৪৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কে এ কয়েকটি বাক্য [বিধান] আমার নিকট হতে গ্রহণ করবে? অতঃপর নিজে সেই মতো আমল করবে অথবা এমন ব্যক্তিকে শিখিয়ে দেবে যে তার প্রতি আমল করে। আমি বললাম, আমি প্রস্তুত আছি ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরপর তিনি আমার হাত ধরলেন

فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

এবং পাঁচটি গণনা করলেন। তিনি বললেন, ১. আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হতে বেঁচে থাক, এতে তুমি হবে উত্তম ইবাদতকারী। ২. আল্লাহ তোমার কিসমতে যা বণ্টন করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে, এতে তুমি হবে সর্বাপেক্ষা ধনবান। ৩. তোমার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করবে, এতে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার। ৪. নিজের জন্য যা পছন্দ কর মানুষের জন্যও তা পছন্দ করবে, তখন তুমি হবে পূর্ণ মুসলমান এবং ৫. অধিক হাসবে না। কেননা অধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে। −[আহমদ ও তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْهُ ٤٩٤٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ ابْنَ اٰدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِيْ اَمْلَأْ صَدْرَكَ غِنًى وَاَسُدُّ فَقْرَكَ وَاِنْ لَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَمْ اَسُدَّ فَقْرَكَ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি তোমার অন্তরকে খালি করে নিও। আমি তোমাদের অন্তরকে অভাব-মুক্তি দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেব এবং তোমার দরিদ্রতার পথ বন্ধ করে দেব। আর যদি তা না কর, তবে আমি তোমার হাতকে [দুনিয়ার] ব্যস্ততায় পূর্ণ করে দেব এবং তোমার অভাব মিটাব না। −[আহমদ ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٩٤٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ ذُكِرَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِعِبَادَةٍ وَاجْتِهَادٍ وَذُكِرَ اٰخَرُ بِرِعَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا تَعْدِلْ بِالرِّعَةِ يَعْنِي الْوَرَعَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৯৪৬. অনুবাদ : হরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এমন এক ব্যক্তির আলোচনা করা হলো, যে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগিতে খুব চেষ্টা করে [কিন্তু গুনাহ হতে বেঁচে থাকার প্রতি তেমন লক্ষ্য রাখে না] এবং এমন আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো [যে ইবাদত-বন্দেগি কম করে] কিন্তু সে পরহেজগারি অবলম্বন করে [অর্থাৎ গুনাহ হতে বেঁচে চলে], তখন নবী ﷺ বলেন, তা [অর্থাৎ ইবাদত করা এবং ইবাদতে সচেষ্ট থাকা] পরহেজগারির সমতুল্য হতে পারবে না। -[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٩٤٧ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيٰوتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مُرْسَلًا)

৪৯৪৭. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে মায়মূন আওদী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক ব্যক্তিকে নসিহতস্বরূপ বললেন, পাঁচটি জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটি কাজ করাকে বিরাট সম্পদ মনে করো। ১. তোমার বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে। ২. রোগাক্রান্ত হওয়ার পূর্বে সুস্বাস্থ্যকে। ৩. দরিদ্রতার পূর্বে অভাবমুক্ত থাকাকে। ৪. ব্যস্ততার পূর্বে অবসর সময়কে এবং ৫. মৃত্যুর পূর্বে হায়াতকে। −[তিরমিযী মুরসাল হিসেবে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো মানুষের জীবন একই অবস্থায় অতিবাহিত হয় না। উল্লিখিত বস্তুগুলি অবশ্যই এসে পড়বে। তাই বিপরীতটি আসার পূর্বে বর্তমান অবস্থাকে কাজে লাগানো হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। পরে অনুশোচনা করে লাভ হবে না।

٤٩٤٨ - وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَا يَنْتَظِرُ أَحَدُكُمْ إِلَّا غِنًى مُطْغِيًا أَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَّالَ فَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ أَوِ السَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ)

৪৯৪৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ শুধু এমন ধনী হওয়ার প্রতীক্ষায় রয়েছে যা পাপাচারে লিপ্ত করবে অথবা এমন দরিদ্রতার যা আল্লাহকে ভুলিয়ে দেবে। অথবা এমন ব্যধির যা ধ্বংসকারী হবে। অথবা এমন বার্ধ্যকের যা বিবেকশূন্য করে ফেলবে অথবা মৃত্যুর যা অতর্কিতে আগমন করবে অথবা দাজ্জালের; আর দাজ্জালতো অপেক্ষামান অদৃশ্য বিষয়ের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ অথবা কিয়ামতের, অথচ কিয়ামত হলো অত্যন্ত কঠিন ও তিক্ত জিনিস। -[তিরমিযী ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদতে গড়িমসি করো না; বরং যখন যে অবস্থায় থাক তাকে বিরাট সৌভাগ্য মনে কর। সেই ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান, যে সময়-সুযোগকে কাজে লাগায়।

٤٩٤٩ - وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا إِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৪৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! নিশ্চয় দুনিয়া অভিশপ্ত, এটার মধ্যে যা কিছু আছে তন্মধ্যে আল্লাহর জিকির ও আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন এবং জ্ঞানী ও জ্ঞান অন্বেষণকারী ব্যতীত সব কিছুই অভিশপ্ত। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

٤٩٥٠ - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقٰى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً . (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৫০. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি দুনিয়ার মূল্য আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে মাছির একটি পাখার সমমূল্য পরিমাণ হতো তাহলে তিনি কোনো কাফেরকে এক ঢোকও পান করাতেন না। -[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাফের আল্লাহর দুশ্মন। আর দাতার কাছে যেই বস্তু মূল্যবান তা দুশমনকে দান করা হয় না। সুতরাং কাফেরদের ভোগ-বিলাস দেখে এ ধারণা করা ভুল যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ভালোবাসেন।

وَعَنْ ٤٩٥١ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوْا فِى الدُّنْيَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪৯৫১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা বাগ-বাগিচা ও ক্ষেত-খামার [আগ্রহের সাথে] গ্রহণ করো না। ফলে তোমরা দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে। –[তিরমিযী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন তাতেই তুষ্ট থাক। অধিক সম্পদ সংগ্রহের প্রতি মনোনিবেশ আল্লাহর জিকির হতে গাফেল ও উদাসীন করে ফেলে। প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় হলো– رِجَالٌ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ "এমন লোক আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে থাকে, যাদেরকে ক্রয় ও বিক্রয় গাফেল করে রাখতে পারে না আল্লাহর জিকির হতে এবং নামাজ আদায় করা জাকাত দেওয়া হতে।" –[সূরা নূর]

وَعَنْ ٤٩٥٢ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهِ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهُ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪৯৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি [যে পরিমাণ] দুনিয়াকে ভালোবাসে সে [সেই পরিমাণ] তার আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে, পক্ষান্তরে যে আখেরাতকে মহব্বত করে, সে সেই পরিমাণ দুনিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। সুতরাং যা অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে তার উপর তাকে প্রাধান্য দাও যা চিরস্থায়ী থাকবে। –[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** দুনিয়া ও আখেরাত পাল্লার উভয় পালির ন্যায়। সুতরাং একদিক ভারী হলে অপরদিক হালকা হবে। অতএব বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তিই যে আখেরাতের পাল্লাকে ভারী রাখে।

وَعَنْ ٤٩٥٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৯৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, দিনারের দাসের উপর লানত এবং দিরহামের দাসের উপর লানত। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٩٥٤ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ)

৪৯৫৪. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে মালেক তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত বাঘকে মেষ-বকরির পালের মধ্যে ছেড়ে দিলে ততটুকু ক্ষতিসাধন করে না, যতটুকু কোনো ব্যক্তির ধনসম্পদের মোহ ও মর্যাদার লালসা তার দীনের ক্ষতি করে থাকে। –তিরমিযী ও দারেমী]

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মিশকাত শরীফের অধিকাংশ গ্রন্থে عَنْ اَبِيْهِ উল্লেখ থাকলেও এটা কোনো এক বর্ণনাকারীর ভুল হয়েছে। কারণ হযরত কা'বের পিতা 'মালেক' ইসলাম গ্রহণ করে নাই। সুতরাং সহীহ বর্ণনা হলো– عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ অর্থাৎ হযরত কা'বের পুত্র আব্দুল্লাহ তার পিতা কা'ব ইবনে মালেক হতে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিরমিযীর অপর এক বর্ণনায় عَنْ اَبِيْهِ ছাড়াই বর্ণিত হয়েছে।

وَعَنْ ٤٩٥٥ خَبَّابٍ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَا اَنْفَقَ مُؤْمِنٌ مِنْ نَفَقَةٍ اِلَّا اُجِرَ فِيْهَا اِلَّا نَفَقَتَهُ فِيْ هٰذَا التُّرَابِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৫৫. অনুবাদ : হযরত খাব্বাব (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, মু'মিন ব্যক্তি [জীবনধারণের উদ্দেশ্যে] যা খরচ করে, তাকে তাতে ছওয়ার দেওয়া হয়। কিন্তু সে এ মাটির মধ্যে যা ব্যয় করে [তাতে কিছুই দেওয়া হয় না]। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'মাটির মধ্যে ব্যয় করা' অর্থ– নিষ্প্রয়োজন শানদার দালান-কোঠা তৈরিতে ব্যয় করা।

وَعَنْ ٤٩٥٦ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلنَّفَقَةُ كُلُّهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا الْبِنَاءَ فَلَا خَيْرَ فِيْهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৯৫৬. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [কোনো ব্যক্তির জীবনধারণের] প্রত্যেকটি খরচ আল্লাহ তা'আলার রাস্তার ব্যয় করার মধ্যে গণ্য– ঘরবাড়ি ব্যতীত। কেননা তাতে কোনো কল্যাণ নেই। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْهُ ٤٩٥٧ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا وَنَحْنُ مَعَهُ فَرَاٰى قُبَّةً مُشْرِفَةً فَقَالَ مَا هٰذِهِ قَالَ اَصْحَابُهُ هٰذِهِ لِفُلَانٍ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَسَكَتَ وَحَمَلَهَا فِيْ نَفْسِهِ حَتّٰى لَمَّا جَاءَ صَاحِبُهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فِي النَّاسِ فَاَعْرَضَ عَنْهُ صَنَعَ ذٰلِكَ مِرَارًا حَتّٰى عَرَفَ الرَّجُلُ الْغَضَبَ فِيْهِ وَالْاِعْرَاضَ عَنْهُ فَشَكٰى ذٰلِكَ اِلٰى اَصْحَابِهِ وَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُنْكِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالُوْا خَرَجَ فَرَاٰى قُبَّتَكَ فَرَجَعَ الرَّجُلُ اِلٰى قُبَّتِهِ فَهَدَمَهَا حَتّٰى سَوَّاهَا

৪৯৫৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বের হলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি একটি উঁচু গুম্বুজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি? সঙ্গীগণ বললেন, এটা অমুক আনসারী ব্যক্তির। এটা শুনে তিনি নীরব রইলেন এবং তা (ঘৃণা) নিজেরই মনেই রাখলেন। অবশেষে যখন সেই ঘরওয়ালা এসে লোকজনের মধ্যে রাসূল ﷺ -কে সালাম করল তখন তিনি তার দিক হতে চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েকবার করল, এমনকি লোকটি রাসূল ﷺ -এর অসন্তুষ্টি এবং তার দিক হতে মুখ ফিরানো অনুধাবন করে রাসূল ﷺ -এর সাহাবীদের নিকট ব্যাপারটি প্রকাশ করল এবং বলল, আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [আমার প্রতি অসন্তুষ্ট দেখছি। তারা বললেন, রাসূল ﷺ এ দিকে বের হয়ে তোমার গম্বুজটি দেখেন [এতে তিনি অসন্তুষ্ট হন।] এ কথা শুনে লোকটি তার গুম্বজের দিকে ফিরে গেল এবং তাকে ভেঙ্গে চুরমার করে জমিনের সাথে

بِالْاَرْضِ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَهَا قَالَ مَا فَعَلَتِ الْقُبَّةُ قَالُوْا شَكٰى اِلَيْنَا صَاحِبُهَا اِعْرَاضَكَ فَاَخْبَرْنَاهُ فَهَدَمَهَا فَقَالَ اَمَا اِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلٰى صَاحِبِهِ اِلَّا مَا لَا يَعْنِىْ اِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

মিশিয়ে দিল। এরপর আবার একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এদিকে বের হলেন; কিন্তু গুম্বজটি দেখলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, গুম্বজটির কি হলো? তাঁরা বললেন, তার মালিক আমাদের নিকট এসে আপনার অসন্তুষ্টির কথা বললে আমরা তাকে এটার কারণটি অবহিত করলাম, অতঃপর সে তাকে ভেঙ্গে ফেলেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, সাবধান! একান্ত প্রয়োজনীয় ঘর ব্যতীত অন্য কোনো ইমারত তার মালিকের জন্য বিপদ [অর্থাৎ আজাবের কারণ হবে]। – [আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٤٩٥٨ اَبِىْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ (رضـ) قَالَ عَهِدَ اِلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَفِىْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ عَنْ اَبِىْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَدٍ بِالدَّالِ بَدَلَ التَّاءِ وَهُوَ تَصْحِيْفٌ .

৪৯৫৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হাশেম ইবনে উতবা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে উপদেশস্বরূপ বললেন, সমস্ত মালসম্পদের মধ্যে তোমার জন্য একজন খাদেম ও আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য একটি সওয়ারিই যথেষ্ট। –[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ], আর মাসাবীহের কোনো কোনো গ্রন্থে عُتْبَةَ - এর স্থলে عُتْبَدٍ অর্থাৎ 'তা'-এর পরিবর্তে 'দাল' আছে, কিন্তু এটা ভুল।

وَعَنْ ٤٩٥٩ عُثْمَانَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ لِابْنِ اٰدَمَ حَقٌّ فِىْ سِوٰى هٰذِهِ الْخِصَالِ بَيْتٌ يَسْكُنُهُ وَثَوْبٌ يُوَارِىْ بِهِ عَوْرَتَهُ وَجِلْفُ الْخُبْزِ وَالْمَاءِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৯৫৯. অনুবাদ : হযরত ওসমান (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানের জন্য বসবাসের একখানা ঘর, লজ্জাস্থান ঢাকার একখানা কাপড়, একখণ্ড শুকনা রুটি ও কিছু পানি ব্যতীত আর কিছুই রাখার হক বা অধিকার নেই। –তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** জীবনধারণের প্রয়োজনে উল্লিখিত জিনিসগুলো প্রত্যেক মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকার।

وَعَنْ ٤٩٦٠ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِىْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِىَ اللّٰهُ وَاَحَبَّنِىَ النَّاسُ قَالَ ازْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৬০. অনুবাদ : হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশ দিন যা করলে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষেরা আমাকে ভালোবাসবে। তিনি বললেন, দুনিয়া ত্যাগ কর, আল্লাহ তোমাকে মহব্বত করবেন এবং মানুষের নিকট যা আছে তার প্রতি লালসা করো না। তবে লোকেরা তোমাকে ভালোবাসবে –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'দুনিয়াত্যাগী হওয়া' অর্থ দুনিয়ার সম্পদের প্রতি লিপ্সা না করা। আর 'মানুষের কাছে যা আছে' অর্থ দুনিয়ার পদমর্যাদা ও পার্থিব ধন-দৌলত ইত্যাদি।

وَعَنْ ٤٩٦١ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَامَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِىْ جَسَدِهٖ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৬১. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি [খালি] চাটাইয়ে ঘুমিয়েছিলেন, তা হতে উঠলে তাঁর দেহ মোবারকে চটাইয়ের দাগ পড়েছিল। তখন ইবনে মাসউদ আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন তবে আমরা আপনার জন্য একখানা বিছানা তৈরি করে বিছিয়ে দিতাম। তিনি বললেন, দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক? বস্তুত আমার ও দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হলো একজন ঐ আরোহীর ন্যায়, যে একটি গাছের নীচে ছায়ার কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নেয়, অতঃপর বৃক্ষটিকে ছেড়ে চলে যায়। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ স্বল্প সময়ের বিশ্রামাগার যে কোনো প্রকারের হলেই চলে, আয়েশ-আরামের ব্যবস্থা এবং আড়ম্বরের প্রয়োজন নেই।

وَعَنْ ٤٩٦٢ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اَغْبَطُ اَوْلِيَائِىْ عِنْدِىْ لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنَ الصَّلٰوةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهٖ وَاَطَاعَهٗ فِى السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِى النَّاسِ لَا يُشَارُ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهٗ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهٖ فَقَالَ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهٗ قَلَّتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهٗ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৬২. অনুবাদ : হযরত আবু উমামা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, আমার বন্ধুদের মধ্যে সেই মু'মিনই আমার নিকট ঈর্ষার পাত্র, যে পার্থিব ঝামেলামুক্ত, নামাজের ব্যাপারে সৌভাগ্যবান অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত উত্তমরূপে আদায় করে এবং গোপনীয় অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্যে থাকে। মানুষের কাছে গুমনাম বা অপরিচিত– তার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা হয় না, তার রিজক প্রয়োজন পরিমাণ হয় এবং তাতেই সে তুষ্ট থাকে। এ কথাগুলো বলে রাসূল ﷺ নিজের হাতের অঙ্গুলির মধ্যে চুটকি মারলেন এবং বললেন, এ অবস্থায় হঠাৎ একদিন তাকে মৃত্যু পেয়ে বসে, তার জন্য ক্রন্দনকারিণীও কম হয় এবং মিরাসি সম্পদও স্বল্প ছেড়ে যায়।

–[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যে ব্যক্তি খুব সাদাসিধা হালকাভাবে জীবন কাটিয়ে মৃত্যুবরণ করল, এমন মু'মিন ব্যক্তিই ঈর্ষার পাত্র। কারণ, সে আখেরাতে কঠোর হিসাবের সম্মুখীন হবে না।

وَعَنْ ٤٩٦٣ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّىْ لِيَجْعَلَ لِىْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لَا يَا رَبِّ وَلٰكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا فَاِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ اِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَاِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৪৯৬৩. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার রব মক্কার বাত্হা [প্রশস্ত উপত্যকা] আমার জন্য স্বর্ণে রূপান্তরিত করে দেওয়ার বিষয় আমার নিকট পেশ করলেন, তখন আমি বললাম, না, হে আমার প্রভু! বরং আমি একদিন পরিতৃপ্ত এবং আরেক দিন অভুক্ত থাকতে চাই। যাতে আমি যখন অভুক্ত থাকি তখন তোমার কাছে সকাতরে বিনময় প্রকাশ করব এবং তোমাকে স্বরণ করব। আর যখন পরিতৃপ্ত হবো তখন তোমার প্রশংসা করব এবং তোমার শোকর আদায় করব। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : নিয়ামতের প্রাচুর্য অধিকাংশ সময় মানুষকে আল্লাহর স্মরণ হতে গাফেল করে দেয়। আর কষ্টের পর স্বল্প নিয়ামতেরও কদর হয় এবং দাতার শুকরিয়া আদায় করতে আগ্রহ জন্মে।

وَعَنْ ٤٩٦٤ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ مِحْصَنٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اٰمِنًا فِىْ سِرْبِهٖ مُعَافًى فِىْ جَسَدِهٖ عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৯৬৪. অনুবাদ : হযরত উবায়দুল্লাহ ইবনে মিহসান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের গৃহে নিরাপদে শারীরিক সুস্থতা সহকারে ভোর করে এবং তার কাছে সেই দিনের প্রাণ রক্ষা পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মওজুদ থাকে, তার জন্য যেন দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত একত্রিত করে দেওয়া হয়েছে। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٤٩٦٥ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَامَلَأَ اٰدَمِىٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ اٰدَمَ اُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهٗ فَاِنْ كَانَ لَا مُحَالَةَ فَثُلُثٌ طَعَامٌ وَثُلُثٌ شَرَابٌ وَثُلُثٌ لِنَفْسِهٖ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৬৫. অনুবাদ : হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারাব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কোনো ব্যক্তি তার উদর অপেক্ষা মন্দ কোনো পাত্রকে ভর্তি করে নাই। আদম সন্তানের জন্য এ পরিমাণ কয়েক লোকমাই যথেষ্ট যা দ্বারা সে নিজের কোমরকে সোজা রাখতে পারে [ও আল্লাহর ইবাদত করতে পারে]। যদি এর অধিক খাওয়া প্রয়োজন মনে করে তবে এক-তৃতীয়াংশ খাদ্য, আরেক তৃতীয়াংশ পানীয় এবং অপর তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখবে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : আধুনিক কালের স্বাস্থ্য বিজ্ঞানও বলে যে, পেটের এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী।

وَعَنْ ٤٩٦٦ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَمِعَ رَجُلًا يَتَجَشَّأُ فَقَالَ اَقْصِرْ مِنْ جُشَاءِكَ فَاِنَّ اَطْوَلَ النَّاسِ جُوْعًا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَطْوَلُهُمْ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ نَحْوَهُ)

৪৯৬৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে ঢেকুর দিতে শুনে বললেন, তোমার ঢেকুর কম কর। কেননা কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তিই খুব বেশি ক্ষুধার্ত হবে, যে দুনিয়াতে খুব বেশি পরিতৃপ্ত হয়েছে। –[শরহে সুন্নাহ। আর তিরমিযীও অনুরূপ অর্থে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٤٩٦٧ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ اُمَّتِي الْمَالُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৪৯৬৭. অনুবাদ : হযরত কা'ব ইবনে ইয়ায (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক উম্মতের জন্য কোনো একটি ফিতনা [পরীক্ষামূলক বিষয়] রয়েছে আর আমার উম্মতের ফিতনা হলো মাল। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٩٦٨ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يُجَاءُ بِابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ بَذَجٌ فَيُوْقَفُ بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَعْطَيْتُكَ وَخَوَّلْتُكَ وَاَنْعَمْتُ عَلَيْكَ فَمَا صَنَعْتَ فَيَقُوْلُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ اَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِيْ اٰتِكَ بِهِ كُلِّهِ فَيَقُوْلُ لَهُ اَرِنِيْ مَا قَدَّمْتَ فَيَقُوْلُ رَبِّ جَمَعْتُهُ وَثَمَّرْتُهُ وَتَرَكْتُهُ اَكْثَرَ مَا كَانَ فَارْجِعْنِيْ اٰتِكَ بِهِ كُلِّهِ فَاِذَا عَبْدٌ لَمْ يُقَدِّمْ خَيْرًا فَيُمْضٰى بِهِ اِلَى النَّارِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ)

৪৯৬৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানকে এমন অবস্থায় আনা হবে যেন সে একটি অসহায় বকরির ছানা। অতঃপর তাকে আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে দাঁড় করানো হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আমি তোমাকে [হায়াত ও স্বাস্থ্য] দান করেছিলাম, [দাস-দাসী, ধন-দৌলতের] মালিক বানিয়েছিলাম এবং আমি তোমাকে [দীনে হকের] নিয়ামত দান করেছিলাম,আমার সেই সমস্ত নিয়ামতকে কি কাজে ব্যয় করেছ? সে বলবে, হে আমার রব! আমি তাকে সঞ্চয় করেছি, [ব্যবসা করে] তাতে বৃদ্ধি করেছি এবং [অবশেষে] প্রথমে যা ছিল তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে ছেড়ে এসেছি। সুতরাং আমাকে পুনরায় [দুনিয়াতে] ফিরিয়ে দিন, আমি উক্ত সমুদয় সম্পদ আপনার নিকট নিয়ে আসব। আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, যা কিছু তুমি আগে প্রেরণ করেছ তা আমাকে দেখাও। উত্তরে সে [পূর্বের ন্যায়] আবার বলবে, হে আবার রব! আমি তাকে সঞ্চয় করেছি, তাতে বৃদ্ধি করেছি এবং পূর্বে যা ছিল তা হতে অধিক ছেড়ে এসেছি। সুতরাং আমাকে পুনরায় দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিন। তবে সমুদয় সম্পদ নিয়ে তোমার নিকট আসব। তখন প্রকাশ পাবে যে, সে এমন এক বান্দা, যে আখেরাতের জন্য কোনো নেক আমল প্রেরণ করেনি। সুতরাং তাকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। –[তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি যঈফ।]

وَعَنْ ٤٩٦٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُسْأَلُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ النَّعِيْمِ اَنْ يُقَالَ لَهٗ اَلَمْ نُصِحَّ جِسْمَكَ وَنُرْوِكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৪৯৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন নিয়ামত সম্পর্কে বান্দাকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হলো; তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আমি কি তোমাকে সুস্বাস্থ্য দান করিনি, আমি কি তোমাকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পরিতৃপ্ত করিনি? −[তিরমিযী]

وَعَنْ ٤٩٧٠ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৪৯৭০. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পদদ্বয় একটু নড়তে পারবে না যে পর্যন্ত না তার নিকট হতে পাঁচটি বিষয়ের উত্তর চাওয়া হবে। ১. তার বয়স সম্পর্কে সে তা কি কাজে ব্যয় করেছে? ২. তার যৌবন সম্পর্কে সে তা কি কাজে ক্ষয় করেছে? ৩. তার মালসম্পদ সম্পর্কে সে তা কোথা হতে অর্জন করেছে? ৪. আর তা কোথায় ব্যয় করেছে? ৫. এবং যে ইলম হাসিল করেছিল তা অনুযায়ী কি আমল করেছে? −[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মালসম্পদের আয়ের উৎস যেমন বৈধ ও হালাল হতে হবে, তদ্রূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বৈধ হতে হবে। সুতরাং নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো পথে ব্যয় করার অধিকার কারো নেই।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٤٩٧١ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَهٗ اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِّنْ اَحْمَرَ وَلَا اَسْوَدَ اِلَّا اَنْ تَفْضُلَهٗ بِتَقْوٰى - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৯৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ তাঁকে বলেছেন, তুমি লাল বর্ণ বা কালো বর্ণবিশিষ্ট হতে উত্তম হবে না; বরং তাকওয়া বা পরহেজগারি দ্বারাই তাদের হতে তোমার মর্যাদা লাভ হবে। −[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে লাল-কালো দ্বারা আজমি-আরবি কিংবা মনিব-চাকরকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে− اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ অর্থ 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাশীল যে অধিক পরহেজগার।'

وَعَنْ ٤٩٧٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا زَهِدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا اِلَّا اَنْبَتَ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فِيْ قَلْبِهِ وَاَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَّرَهُ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَاَخْرَجَهُ مِنْهَا سَالِمًا اِلٰى دَارِ السَّلَامِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৭২. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বান্দা দুনিয়ার সম্পদ হতে বিমুখ থাকে আল্লাহ তা'আলা তার অন্তরে সূক্ষ্ম জ্ঞান সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ তার রসনা দ্বারা তা প্রকাশ করান। দুনিয়ার দোষ-ক্রটি, তার ব্যাধি ও নিরাময় তাকে দেখিয়ে দেন এবং তাকে দুনিয়া হতে নিরাপদে বের করে দারুস-সালামে [অর্থাৎ জান্নাতে] পৌছিয়ে দেন। −[বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٤٩٧٣ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَصَ اللّٰهُ قَلْبَهُ لِلْاِيْمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَلِسَانَهُ صَادِقًا وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً وَجَعَلَ اُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَعَيْنَهُ نَاظِرَةً فَاَمَّا الْاُذُنُ فَقَمْعٌ وَاَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوْعِي الْقَلْبُ وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৭৩. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় সে সফলকাম হয়েছে আল্লাহ তা'আলা যার অন্তরকে ঈমানের জন্য খালেস করে দিয়েছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তার হৃদয়কে [হিংসা ও মুনাফেকী হতে] নিবৃত্ত, রসনাকে সত্যভাষী, নফসকে স্থিতিশীল ও স্বভাবকে সঠিক করেছেন এবং তার কানকে বানিয়েছেন [সত্য কথা] শ্রবণকারী ও চক্ষুকে করেছেন [সত্য প্রমাণাদির প্রতি] দৃষ্টিকারী। বস্তুত অন্তর যা সংরক্ষণ করে তার জন্য কান হলো চুঙ্গির ন্যায় এবং চক্ষু হলো স্থাপনকারী। আর নিশ্চয় ঐ ব্যক্তি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, যে তার অন্তরকে সত্য কথা সংরক্ষণকারী বানায়। −[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٤٩٧٤ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلٰى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৪৯৭৪. অনুবাদ : হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যখন তুমি দেখবে কোনো বান্দার গুনাহ ও নাফরমানি সত্ত্বেও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে দুনিয়ার প্রিয় বস্তু দান করছেন, তখন বুঝে নাও যে, প্রকৃতপক্ষে এটা অবকাশমাত্র। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [দৃষ্টান্ত-স্বরূপ] এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, "যখন তারা [কাফেরগণ] যে সকল উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তা ভুলে গেল, তখন আমি তাদের জন্য প্রত্যেক বস্তুর দ্বার উন্মুক্ত করে দেই, অবশেষে যখন তারা প্রাপ্ত জিনিসে অত্যধিক আনন্দিত হয়ে পড়ে এমতাবস্থায় আমি তাদেরকে হঠাৎ পাকড়াও করি এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে।" −[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মূল শব্দ اِسْتِدْرَاجٌ 'ইস্তিদরাজ' অর্থ– অবকাশ বা প্রশ্রয় দেওয়া। অর্থাৎ অন্যায় কাজে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও শাস্তি না দিয়ে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দেওয়া, অবশেষে যখন নাফরমানি চরম সীমায় পৌঁছে তখন আজাব ও গজবে নিপতিত হয়। কাজেই বুঝতে হবে, নাফরমানিতে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও বাহ্যিক সুখ দেখা গেলেও পরিণামে রয়েছে চরম দুঃখ ও লাঞ্ছনা। একেই বলা হয় ইস্তিদরাজ [অবকাশ]।

وَعَنْ ٤٩٧٥ اَبِىْ اُمَامَةَ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ تُوُفِّىَ وَتَرَكَ دِيْنَارًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيَّةٌ قَالَ ثُمَّ تُوُفِّىَ اٰخَرُ فَتَرَكَ دِيْنَارَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيَّتَانِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা সুফ্ফার অধিবাসীদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি একটি দিনার রেখে মৃত্যুবরণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা একটি পোড়া দাগ। বর্ণনাকারী বলেন, কিছুদিন পর আরেক ব্যক্তি দুটি দিনার রেখে মৃত্যুবরণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা দুটি পোড়া দাগ। –[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'সুফ্ফার অধিবাসী' প্রকারান্তর নিজদেরকে নিঃস্ব-কাঙ্গাল বলে প্রকাশ করত। এমতাবস্থায় এক বা দুই দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] তাদের কাছে মওজুদ থাকা উক্ত অবস্থার পরিপন্থি। তাই তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। অন্যথায় বৈধ উপায়ে উপার্জিত মালসম্পদ রেখে যাওয়া কোনো অপরাধ নয়। যেমন, অনেক সাহাবায়ে কেরাম মৃত্যুকালে বহু সম্পদ রেখে গিয়েছেন।

"كَيَّةٌ" শব্দ দ্বারা আল্লাহর বাণী فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْ অর্থ "তাদের রেখে যাওয়া সেই সম্পদকে রূপান্তরিত করত দোজখের আগুনে তপ্ত করে তাদের কপালে, পাঁজরে এবং পৃষ্ঠে দাগ দেওয়া হবে," এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٩٧٦ مُعَاوِيَةَ (رضـ) اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى خَالِهِ اَبِىْ هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ يَعُوْدُهُ فَبَكٰى اَبُوْ هَاشِمٍ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ يَا خَالُ اَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ اَمْ حِرْصٌ عَلَى الدُّنْيَا قَالَ كَلَّا وَلٰكِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَهِدَ اِلَيْنَا عَهْدًا لَمْ اٰخُذْ بِهِ قَالَ وَمَا ذٰلِكَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اِنَّمَا يَكْفِيْكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاِنِّىْ اُرَانِىْ قَدْ جَمَعْتُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَالنَّسَائِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৭৬. অনুবাদ : হযরত মুয়াবিয়া (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি তাঁর মামা আবূ হাশেম ইবনে উত্বার কাছে তার রোগ পরিচর্যার জন্য গেলেন। [তাকে দেখে] আবূ হাশেম কেঁদে দিলেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, হে মামা! কেন কাঁদছেন? রোগ যন্ত্রণা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে– নাকি দুনিয়ার লোভ-লালসায় আপনার এ ক্রন্দন? জবাবে আবূ হাশেম বললেন, এটা একটিও নয়; বরং [এজন্য কাঁদছি যে,] রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একটি অসিয়ত করেছিলেন; কিন্তু আমি তা রক্ষা করতে পারিনি। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, সেই অসিয়তটি কী ছিল? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তোমার মাল সঞ্চয়ের মধ্যে কেবলমাত্র একজন খাদেম এবং আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের জন্য একটি সওয়ারিই যথেষ্ট। আমি দেখছি যে, আমি মাল সঞ্চয় করেছি। –[আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٤٩٧٧ أُمِّ الدَّرْدَاءِ (رضـ) قَالَتْ قُلْتُ لِاَبِى الدَّرْدَاءِ مَالَكَ لَا تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فُلَانٌ فَقَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَئُوْدًا لَا يَجُوْزُهَا الْمُثْقِلُوْنَ فَاُحِبُّ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ.

৪৯৭৭. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে দারদা (রা.) বলেন, আমি [আমার স্বামী] হযরত আবুদ্ দারদা (রা.)-কে বললাম, আপনার কি হয়েছে, আপনি কেন [কোনো পদ ও সম্পদ] অর্জন করছেন না, যেভাবে অমুক অমুক অর্জন করছে? তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, "তোমাদের সম্মুখে একটি দুর্গম গিরিপথ রয়েছে, ভারী বোঝা বহনকারী সহজভাবে তা অতিক্রম করতে পারবে না।" তাই আমি উক্ত দুর্গম পথের জন্য হালকা থাকাই পছন্দ করি।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সেই দুর্গম পথ দ্বারা বুঝানো হয়েছে মৃত্যু, কবর, হাশর ও মীযান প্রভৃতি।

وَعَنْ ٤٩٧٨ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ مِنْ اَحَدٍ يَمْشِىْ عَلَى الْمَاءِ اِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ قَالُوْا لَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَذٰلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَا يَسْلِمُ مِنَ الذُّنُوْبِ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৭৮. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ পা না ভিজিয়ে পানিতে চলতে পারে কি? তাঁরা বললেন, না [এটা কখনও সম্ভব নয়] ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, অনুরূপভাবে কোনো দুনিয়াদার গুনাহ হতে নিরাপদে থাকতে পারে না। –[হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٤٩٧٩ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ (رضـ) مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ اَجْمَعَ الْمَالَ وَاَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلٰكِنْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السّٰجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ. (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ عَنْ اَبِىْ مُسْلِمٍ)

৪৯৭৯. **অনুবাদ :** হযরত জুবায়ের ইবনে নুফায়র (রা.) মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার কাছে এ ওহী পাঠানো হয়নি যে, আমি যেন মালসম্পদ সঞ্চয় করি এবং একজন ব্যবসায়ী হই, বরং আমাকে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, "তুমি তোমার রবের প্রশংসা সাথে তাসবীহ পাঠ কর এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং 'ইয়াকীন' [অর্থাৎ মৃত্যু] আসা পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদতে আত্মনিয়োগ কর।" –[শরহে সুন্নাহ। আর আবূ নু'আইম তাঁর 'হিলইয়াহ' গ্রন্থে আবূ মুসলিম হতে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٤٩٨٠ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهِ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ وَاَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ)

৪৯৮০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে দুনিয়ার মালসম্পদ অন্বেষণ করে ভিক্ষাবৃত্তি হতে বেঁচে থাকার জন্য, পরিবারের খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে এবং প্রতিবেশীর প্রতি সদাচরণের লক্ষ্যে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে কিয়ামতের দিন এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল থাকবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে মাল অর্জন করল বটে; কিন্তু গর্ব, অহংকার ও ধনের আধিক্য প্রকাশের নিয়তে, সে আল্লাহ তা'আলার সাথে এমন অবস্থায় মিলিত হবে যে, তিনি তার উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হবেন। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে এবং আবূ নু'আইম তাঁর হিলইয়া গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ হালাল ও বৈধভাবে সম্পদ সঞ্চয় করতেও নিয়ত মন্দ থাকলে আল্লাহ তা'আলার রোষানলে পড়তে হবে। অতএব এটা হতে অবৈধ সঞ্চয়ের পরিণাম কি? সহজেই অনুমান করা যায়।

وَعَنْ ٤٩٨١ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْخَيْرَ خَزَائِنُ لِتِلْكَ الْخَزَائِنِ مَفَاتِيْحُ فَطُوْبٰى لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مِفْتَاحًا لِلْخَيْرِ مِغْلَاقًا لِلشَّرِّ وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللّٰهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ مِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৪৯৮১. অনুবাদ : হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় এ মাল হলো বিরাট সম্পদ। সেই সম্পদের চাবিও আছে। সুতরাং সেই বান্দার জন্য সুসংবাদ যাকে আল্লাহ তা'আলা কল্যাণের দ্বার খোলা এবং অকল্যাণের দ্বার বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। আর সেই বান্দার জন্য ধ্বংস যাকে আল্লাহ অকল্যাণ বা মন্দের দ্বার খোলা এবং কল্যাণের দ্বার বন্ধ করার চাবি বানিয়েছেন। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শব্দ "مَفَاتِيْحُ" অর্থ চাবিসমূহ দ্বারা ব্যয়কারীদের হাতগুলোকে বুঝিয়েছে। আর مِغْلَاقٌ হলো مَفَاتِيْحُ-এর বিপরীত। অর্থাৎ চাবি যেমন খোলার বাহন, তেমনি মিগলাক হলো মন্দের বাহন।

وَعَنْ ٤٩٨٢ عَلِىٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا لَمْ يُبَارِكْ لِلْعَبْدِ فِىْ مَالِهِ جَعَلَهُ فِى الْمَاءِ وَالطِّيْنِ.

৪৯৮২. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তির মালসম্পদে বরকত দান করা না হয়, তখন সে তাকে পানি ও মাটিতে ব্যয় করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'পানি ও মটিতে ব্যয় করে' দ্বারা অহেতুক নিষ্প্রয়োজনে ঘরবাড়ি নির্মাণ করে, সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٤٩٨٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِتَّقُوا الْحَرَامَ فِي الْبُنْيَانِ فَإِنَّهُ اَسَاسُ الْخَرَابِ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৪৯৮৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা ঘরবাড়ি তৈরির মধ্যে হারাম মাল লাগানো হতে বেঁচে থাক। কেননা তা হলো ধ্বংসের মূল। –[হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা ইদরীস কান্ধলভী (র.) বলেন, যে ঘর হারাম মালেরা দ্বারা নির্মিত হয়, স্বভাবতই তাতে ফাসেক ও বদকার লোকদের আড্ডা জমে। পরিণতিতে তার আখেরাত বরবাদ হয়।

وَعَنْ ٤٩٨٤ عَائِشَةَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدُّنْيَا دَارُ مَنْ لَا دَارَ لَهُ وَمَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ وَلَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৮৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, দুনিয়া ঐ ব্যক্তির ঘর, যার [আখরাতে] ঘর নেই এবং ঐ ব্যক্তিরই মাল, যার [আখেরাতে] কোনো মাল নেই। আর দুনিয়ার জন্য সেই ব্যক্তিই সঞ্চয় করে যার আকল বা বুদ্ধি নেই। –[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٤٩٨٥ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِي خُطْبَتِهِ الْخَمْرُ جِمَاعُ الْاِثْمِ وَالنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ اَخِّرُوا النِّسَاءَ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهُ. (رَوَاهُ رَزِيْنٌ) وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْهُ فِي شُعَبِ الْاِيْمَانِ عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ.

৪৯৮৫. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, একদা তিনি এক ভাষণে বলেন, মদ হলো পাপের সমষ্টি। নারী সম্প্রদায় শয়তানের ফাঁদ। দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাঁকে এটাও বলতে শুনেছি; তোমরা নারীদেরকে পিছনে সরিয়ে রাখ, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছনে রেখেছেন। –[রাযীন] আর বায়হাকী তাঁর শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত হাসান বসরী (র.) হতে শুধু حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ "দুনিয়ার মহব্বত প্রত্যে ক পাপের মূল বা উৎস" এ বাক্যটি মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٤٩٨٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِى الْهَوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ فَاَمَّا الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ فَيُنْسِى الْاٰخِرَةَ وَهٰذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تَكُوْنُوْا مِنْ بَنِى الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِىْ دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَاَنْتُمْ غَدًا فِىْ دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلَا عَمَلَ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৮৬. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মতের উপর দুই ব্যাপারে খুব বেশি ভয় করি। প্রবৃত্তির কামনা আর দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা আখেরাতকে ভুলিয়ে দেয়। এই যে দুনিয়া! এটা প্রবহমান প্রস্থানকারী এবং ঐ আখেরাত! তা প্রবহমান আগমনকারী। আর এর প্রত্যেকটির সন্তানাদিও রয়েছে। অতএব যদি তোমাদের সাধ্যে কুলায় আর তোমরা দুনিয়ার সন্তান না হয়ে থাকতে পার তবে তাই কর। কেননা আজ তোমরা আমলের গৃহে রয়েছ, [এখানে] কোনো হিসাব-কিতাব নেই। আর আগামীকাল তোমরা আখেরাতের অধিবাসী হবে, আর তথায় কোনো আমল নেই। −[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٤٩٨٧ عَلِىٍّ (رضـ) قَالَ ارْتَحَلَتِ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتِ الْاٰخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَاِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ تَرْجَمَةِ بَابٍ)

৪৯৮৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, দুনিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যাচ্ছে, আর আখেরাত সম্মুখে আসছে। আর এদের প্রত্যেকটির সন্তানাদি রয়েছে। তবে তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা আজ আমলের সময়, এখানে কোনো হিসাব নেই। আর আগামীকাল হিসাব-নিকাশ হবে, সেখানে কোনো আমল নেই। −[হাদীসটি ইমাম বুখারী তরজমাতুল বাবে বর্ণনা করেছেন]

وَعَنْ ٤٩٨٨ عَمْرٍو (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهٖ اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ اَلَا وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقٌ وَيَقْضِىْ فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ اَلَا وَاِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ اَلَا وَاِنَّ الشَّرَّ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى النَّارِ اَلَا فَاعْمَلُوْا وَاَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى

৪৯৮৮. অনুবাদ : হযরত আমর (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ ভাষণদানকালে বললেন, সাবধান! দুনিয়া একটি অস্থায়ী জিনিস। তা হতে নেককার ও বদকার উভয় ভোগ করে। সাবধান! আখেরাত একটি সত্যিকার নির্দিষ্ট সময়। সেখানে বিচার করবেন এমন এক বাদশাহ যিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। সাবধান! সর্বপ্রকার কল্যাণের স্থান হলো জান্নাত এবং সর্বপ্রকার মন্দের স্থান হলো জাহান্নাম। সাবধান! সুতরাং তোমরা আমল কর এবং আল্লাহকে

حَذَرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُعْرَضُوْنَ عَلٰى اَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ . (رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ)

ভয় করতে থাক। আর এ কথাটি ভালোভাবে জেনে রাখ, তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মসহ [আল্লাহর সম্মুখে] উপস্থিত করা হবে। সুতরাং যে রেণু পরিমাণ নেক কাজ করবে সে তার ফল পাবে এবং যে ব্যক্তি রেণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে সে তার ফল পাবে। –[শাফেয়ী]

وَعَنْ ٤٩٨٩ شَدَّادٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ يَحْكُمُ فِيْهَا مَلِكٌ عَادِلٌ قَادِرٌ يُحِقُّ فِيْهَا الْحَقَّ وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ كُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنْ اَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَاِنَّ كُلَّ اُمٍّ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا .

৪৯৮৯. **অনুবাদ :** হযরত শাদ্দাদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, হে লোক সকল! দুনিয়া একটি অস্থায়ী সম্পদ। তা হতে পুণ্যবান ও পাপী উভয় ভোগ করে থাকে। আর আখেরাত একটি সত্য প্রতিশ্রুতি। সেখানে বিচার করবেন ন্যায়পরায়ণ সর্বসময় শক্তির অধিকারী বাদশাহ। তিনি [নিজ ফয়সালায়] সত্যকে বহাল রাখবেন এবং বাতিলকে মুছে ফেলবেন। সুতরাং তোমরা আখেরাতের সন্তান হও, দুনিয়ার সন্তান হয়ো না। কেননা প্রত্যেক মাতার সন্তান তার অনুগামী হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٤٩٩٠ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ اِلَّا وَبِجَنْبَتَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ الْخَلَائِقَ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوْا اِلٰى رَبِّكُمْ مَا قَلَّ وَكَفٰى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَاَلْهٰى . (رَوَاهُمَا اَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ)

৪৯৯০. **অনুবাদ :** হযরত আবুদ দারদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সূর্য উদয় হওয়ার সাথেই তার দুই পার্শ্বে দুজন ফেরেশতা ঘোষণা দিতে থাকেন, তা জিন ও মানুষ ছাড়া আর সকল মাখলুককে শুনানো হয়। হে মানুষ সকল! তোমরা তোমাদের প্রভুর দিকে আস। [শুনে রাখ,] যে সম্পদের প্রাচুর্য আল্লাহ ও তাঁর স্মরণ হতে গাফেল করে রাখে, তা অপেক্ষা প্রয়োজনমাফিক স্বল্প মালই উত্তম। –[হযরত আবূ নু'আইম হিলইয়াহ গ্রন্থে হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٤٩٩١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) يَبْلُغُ بِهٖ قَالَ اِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ مَا قَدَّمَ وَقَالَ بَنُوْ اٰدَمَ مَا خَلَّفَ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৯১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুররায়রা (রা.) হাদীসটি নবী করীম ﷺ পর্যন্ত পৌছিয়ে বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন ফেরেশতাগণ বলেন, [এ ব্যক্তি] পরকালের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছে? আর মানুষেরা [ওয়ারিশগণ] বলে, সে কি রেখে গেছে?

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ফেরেশতাদের নিকট গুরুত্ব হলো তার আমল বা কৃতকর্মের, ভালো হলে পাবে পুরস্কার, আর মন্দ হলে ভোগ করতে হবে সাজা। পক্ষান্তরে ওয়ারিশদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হলো তার পরিত্যক্ত সম্পদ।

وَعَنْ ٤٩٩٢ مَالِكٍ (رض) اَنَّ لُقْمَانَ قَالَ لِاِبْنِهٖ يَا بُنَىَّ اِنَّ النَّاسَ قَدْ تَطَاوَلَ عَلَيْهِمْ مَا يُوْعَدُوْنَ وَهُمْ اِلَى الْاٰخِرَةِ سِرَاعًا يَذْهَبُوْنَ وَاَنَّكَ قَدِ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ وَاسْتَقْبَلْتَ الْاٰخِرَةَ وَاِنَّ دَارًا تُسِيْرُ اِلَيْهَا اَقْرَبُ اِلَيْكَ مِنْ دَارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا ـ (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৪৯৯২. অনুবাদ : হযরত মালেক (রা.) হতে বর্ণিত, হযরত লোকমান (আ.) স্বীয় পুত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! মানুষের সাথে যে সমস্ত বিষয়ে প্রতিশ্রুতি করা হয়েছে, [যথা– মৃত্যুর পরে পুনরুত্থান, হিসাব-নিকাশ, পুরস্কার বা শাস্তি] তার দীর্ঘ জমানা অতিবাহিত হয়ে গেছে। আর তারা পরকালের দিকে অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে। হে বৎস! তুমি যে দিন জন্ম নিয়েছ সেদিন হতে তুমি দুনিয়াকে পিছনে ছেড়ে আসছ এবং ক্রমশ আখেরাতের দিকে অগ্রসর হচ্ছ। বস্তুত যে ঘরের দিকে [পরকালের দিকে] তুমি যাচ্ছ, তা ঐ ঘর অপেক্ষা তোমার অতি নিকটবর্তী, যে ঘর হতে তুমি বের হচ্ছ [অর্থাৎ দুনিয়া হতে]। –[রাযীন]

وَعَنْ ٤٩٩٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَىُّ النَّاسِ اَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ صَدُوْقِ اللِّسَانِ قَالُوْا صَدُوْقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهٗ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ النَّقِىُّ التَّقِىُّ لَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْىَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ ـ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৯৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, প্রত্যেক নিষ্কলুষ অন্তঃকরণ–সত্যভাষী। সাহাবীগণ আরজ করলেন, 'সুদূকুল লিসান' তো আমরা বুঝি, তবে 'মাখ্‌মূমুল কালব' কি? তিনি বললেন, নির্মল ও পবিত্র অন্তঃকরণ, যা পাপ করেনি, জুলুম করেনি ও যা হিংসা-বিদ্বেষ হতে মুক্ত। –[ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْهُ ٤٩٩٤ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِىْ طُعْمَةٍ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৪৯৯৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমার মধ্যে চারটি বস্তু বিদ্যমান থাকে, তখন দুনিয়ার যা কিছুই তোমার হতে চলে যায় তোমার কোনো ক্ষতি নেই। আমানত রক্ষা করা, সত্য কথা বলা, উত্তম চরিত্র হওয়া এবং খানাপিনায় সতর্কতা অবলম্বন করা। –[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ উল্লিখিত চারটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান থাকে তার মধ্যে যাবতীয় মহৎ গুণের সমাবেশ রয়েছে। দুনিয়ার যাবতীয় আয়েশ-আরাম হতে বঞ্চিত হওয়া তার জন্য আক্ষেপের বিষয় নয়।

وَعَنْ ٤٩٩٥ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِى اَنَّهُ قِيلَ لِلُقْمَانِ الْحَكِيمِ مَا بَلَغَ بِكَ مَا نَرٰى يَعْنِى الْفَضْلَ قَالَ صِدْقُ الْحَدِيثِ وَاَدَاءُ الْاَمَانَةِ وَتَرْكُ مَا لَا يَعْنِيْنِى . (رَوَاهُ فِى الْمُؤَطَّا)

৪৯৯৫. অনুবাদ : হযরত মালেক (র.) বলেন, আমার নিকট এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, হযরত লোকমান হাকীম (আ.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আমরা আপনাকে যে মর্যাদায় দেখছি, তা আপনি কিভাবে অর্জন করলেন? তিনি বললেন, সত্য কথা, আমানত যথাযথ পরিশোধ করা এবং অনর্থক কথা ও কাজ বর্জন করা দ্বারা। –[মুয়াত্তা]

وَعَنْ ٤٩٩٦ اَبِى هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ تَجِئُ الْاَعْمَالُ فَتَجِئُ الصَّلٰوةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ اَنَا الصَّلٰوةُ فَيَقُولُ اِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ فَتَجِئُ الصَّدَقَةُ فَتَقُولُ يَا رَبِّ اَنَا الصَّدَقَةُ فَيَقُولُ اِنَّكِ عَلٰى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِئُ الصِّيَامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اَنَا الصِّيَامُ فَيَقُولُ اِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِئُ الْاَعْمَالُ عَلٰى ذٰلِكَ يَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ ثُمَّ يَجِئُ الْاِسْلَامُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ اَنْتَ السَّلَامُ وَاَنَا الْاِسْلَامُ فَيَقُولُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّكَ عَلٰى خَيْرٍ بِكَ الْيَوْمَ اٰخُذُ وَبِكَ اُعْطِى قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى كِتَابِهِ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ .

৪৯৯৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [কিয়ামত দিবসে] আমলসমূহ উপস্থিত হবে। [সর্বপ্রথম] 'নামাজ' এসে বলবে, হে আমার রব! আমি সালাত। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতঃপর সদকা এসে বলবে, হে রব! আমি সদকা। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি কল্যাণময়। অতঃপর সিয়াম এসে বলবে, হে রব! আমি 'সিয়াম'। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। অতঃপর অন্যান্য আমলসমূহ এরূপ আসবে এবং আল্লাহ তা'আলাও বলবেন, তুমি কল্যাণময়। তারপর 'ইসলাম' এসে বলবে, হে রব! তোমার এক নাম সালাম। আর আমি হলাম 'ইসলাম'। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমিও কল্যাণময়। বস্তুত আজ আমি তোমার কারণেই পাকড়াও করব এবং তোমার অসিলায় ছওয়াব দান করব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا الْاٰيَةَ অর্থ– 'এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ [গ্রহণ] করে, তার কিছুই কবূল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মোটকথা, ইসলাম তথা ঈমানই হলো সমস্ত আমলের মূল বুনিয়াদ। সুতরাং বুনিয়াদ ঠিক থাকলে সকল আমলী ঠিক থাকবে। অন্যথায় কোনো আমল বাহ্য দৃষ্টিতে পুণ্যের কাজ হলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَعَنْ ٤٩٩٧ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ طَيْرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ فَاِنِّى اِذَا رَاَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا .

৪৯৯৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমাদের একখান পাখির ছবিযুক্ত পর্দা ছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ [একদিন] তা দেখতে পেয়ে বললেন, হে আয়েশা! এটাকে পরিবর্তন করে ফেল। কেননা আমি যখনই তা দেখতে পাই, তখনই দুনিয়া [বিলাসী জীবন] আমার স্মরণে এসে যায়।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثُ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত এটা ছবি রাখা হারাম এবং ছবিওয়ালা ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করেন না ইত্যাদি বিধান প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বের ঘটনা। অথবা ছবিগুলো এতে ক্ষুদ্র ছিল যে, সাধারণভাবে তা নজরে পড়ত না। তা যদিও ব্যবহার করা জায়েজ, তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর গৃহে এ ধরনের ছবিযুক্ত পর্দা থাকাও শোভনীয় ছিল না।

وَعَنْ ٤٩٩٨ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا وَاَجْمِعِ الْاَيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِ النَّاسِ.

৪৯৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর নিকট এসে বলল, আমাকে সংক্ষিপ্ত কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি নামাজে দাঁড়াবে, তখন সেই নামাজকে নিজের জীবনের শেষ নামাজ মনে করে পড়বে। এমন কথা মুখ দিয়ে বের করো না, যার দরুন আগামীকাল [কিয়ামতের দিন] ওজরখাহি [ত্রুটি স্বীকার] করতে হবে এবং মানুষের হাতে যা আছে তা হতে তোমার নৈরাশ্যকে সুদৃঢ় করে নাও।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

"صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ" -এর এক অর্থ হলো, তাকে জীবনের শেষ নামাজ, শেষ রুকু এবং শেষ সেজদা মনে করে আদায় করা, তবেই তাতে একাগ্রতা আসবে। আরেক অর্থ হলো, এক আল্লাহ ব্যতীত সব কিছু হতে অন্তরকে ফিরিয়ে নিষ্ঠার সাথে নামাজে ব্রতী হওয়া এবং "وَاَجْمِعِ الْاَيَاسَ" -এর অর্থ হলো, নিজের কাছে যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাক, পরের ধনের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি রেখো না।

وَعَنْ ٤٩٩٩ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْصِيْهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْشِىْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ اِنَّكَ عَسٰى اَنْ لَا تَلْقَانِىْ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا وَلَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِىْ هٰذَا اَوْ قَبْرِىْ فَبَكٰى مُعَاذٌ جَشْعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاَقْبَلَ بِوَجْهِهِ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِىَ الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا. (رَوَى الْاَحَادِيْثَ الْاَرْبَعَةَ اَحْمَدُ)

৪৯৯৯. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে [শাসক নিযুক্ত করে] ইয়ামান পাঠালেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে নসিহত ও উপদেশ দিতে দিতে তাঁর সঙ্গে বের হলেন। এ সময় মু'আয ছিলেন সওয়ারিতে আর রাসূলুল্লাহ ﷺ চললেন পদব্রজে, সওয়ারি হতে নীচে। [উপদেশাবলি হতে] অবসর হয়ে তিনি বললেন, হে মু'আয! সম্ভবত এ বৎসরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না। এমনও হতে পারে তুমি আমার মসজিদ ও আমার কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করবে। এতদশ্রবণে হযরত মু'আয (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিচ্ছেদ চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতঃপর তিনি মদিনার দিকে তাকালেন এবং তাকে সম্মুখে রেখে বললেন, নিশ্চয় ঐ সমস্ত লোকেরাই আমার নিকটতম যারা আল্লাহভীরু, পরহেজগার। চাই তারা যে কেউ হোক এবং কোথাও থাকুক না কেন? -[উপরিউক্ত হাদীস চারটি ইমাম আহমদ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : রাসূল ﷺ উক্ত বাক্যটি মদিনার দিকে মুখ করে বলার মধ্যে সম্ভবত এ ইঙ্গিত রয়েছে যে, মদিনা হতে তাকওয়া ও পরহেজগারির যে শিক্ষালাভ করেছে তাই অনুসরণযোগ্য এবং গুরুত্ব পাওয়ার অধিকারী। আমি তো আর চিরকাল থাকব না, এ সত্যকে ধৈর্য সহকারে গ্রহণ করে নেওয়া উম্মতের কর্তব্য।

٥٠٠٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ النُّوْرَ اِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ اِنْفَسَحَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهٖ قَالَ نَعَمْ اَلتَّجَافِيْ مِنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ .

৫০০০. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন, (فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ الخ) অর্থ– আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়েত দান করার ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হেদায়েতের আলো যখন অন্তরে প্রবেশ করে তখন তা [ইসলামের বিধানসমূহ গ্রহণ করার জন্য] উন্মুক্ত হয়ে যায়। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই অবস্থা জানার কোনো চিহ্ন বা নিদর্শন আছে কি? বললেন, হাঁ, আছে। প্রতারণার ঘর [তথা দুনিয়া] হতে দূরে সরে থাকা ও চিরস্থায়ী ঘর আখেরাত -এর প্রতি ঝুঁকে পড়া এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকা।

٥٠٠١ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَاَبِيْ خَلَّادٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا رَاَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطٰى زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَاِنَّهٗ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ . (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫০০১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও আবূ খাল্লাদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমারা কোনো বান্দাকে দেখবে যে, তাকে দুনিয়ার প্রতি অনীহা ও স্বল্পালাপী [এ দুটি গুণ] দান করা হয়েছে, তার নৈকট্য লাভ কর। কেননা তাকে সূক্ষ্ম জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। –[উপরের হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে রেওয়ায়ত করেছেন।]

بَابُ فَضْلِ الْفُقَرَاءِ وَمَا كَانَ مِنْ عَيْشِ النَّبِيِّ ﷺ
পরিচ্ছেদ : গরিবদের ফজিলত ও নবী করীম ﷺ -এর জীবনযাপন

"فَقِيْرٌ"-এর বহুবচন হচ্ছে "فُقَرَاءُ" এবং "ফকির" ঐ ব্যক্তিকে বলা হয়ে থাকে যার নিকট সামান্য সম্পদ বিদ্যমান থাকে. কিন্তু নেসাবের পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে না।

আর "مِسْكِيْنٌ" ঐ ব্যক্তি যার নিকট সম্পদ বলতে কিছুই থাকে না। আর কেউ কেউ এর বিপরীত বর্ণনা করেছেন। অতঃপর ব্যবহারের মধ্যে প্রত্যেকটি অপরটির অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আর এ ব্যাপারে আলোচনা রয়েছে যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী 'ধনী' উত্তম না ধৈর্যধারণকারী 'ফকির' উত্তম। তাই বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাতা মুলাহহাব বলেন যে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ধনী হচ্ছে উত্তম। কেননা সে ফকিরদের ন্যায় অন্যান্য ফরজসমূহ আদায়ের সাথে সাথে মালী ইবাদত অধিক করে থাকে; জাকাত আদায় করে এবং নফলি সদকা প্রদান করে থাকে যেসবের ফজিলত অনেক অধিক। পক্ষান্তরে ফকিররা এ থেকে বঞ্চিত বিধায় কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারী ধনীই হচ্ছে উত্তম।

আর একেই হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) দীর্ঘ হাদীসে বর্ণনা করেছেন– "ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ" [অর্থাৎ তা হচ্ছে আল্লাহর দান যাকে চান তাকে দান করে থাকেন।]

কিন্তু অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এবং সূফিয়ায়ে ইমামগণের মতে ধৈর্যধারণকারী ফকির হচ্ছে উত্তম। কেননা হাতে গণা কতিপয় নবীগণ ব্যতীত সমস্ত নবীগণ এবং আওলিয়ায়ে কেরামগণ এবং সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ফকির ছিলেন এবং এ দরিদ্রতার উপর তাঁদের অহংকার ছিল। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– "اَلْفَقْرُ فَخْرِيْ" [অর্থাৎ দরিদ্রতা হচ্ছে আমার অহংকার, আভিজাত্য] আর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সর্বদা এ প্রার্থনা ছিল– "اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ" [অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবন দান করুন এবং মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে মিসকিনদের সঙ্গে হাশর করুন।] যদি ধনাঢ্যতা উত্তম হতো তাহলে রাসূল ﷺ থেকে এ দোয়া বর্ণিত হতো না।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ধনাঢ্যতার পর নিজেকে সামলানো অনেক কঠিন হয়ে থাকে সুতরাং আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ রয়েছে– "كَلَّا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى" [অর্থাৎ সত্যি সত্যি মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।]

এ ছাড়া হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে সম্পদশালীদের দানদক্ষিণার পৃথক ছওয়াবের উল্লেখ রয়েছে তাতে তো কোনো কথা নেই। কেননা অতিরিক্ত ইবাদতের অতিরিক্ত ছওয়াব মিলবে; বরং আলোচনা তো হচ্ছে এ বিষয়ের ক্ষেত্রে যে, ফকিরের ধৈর্যের কারণে যে ছওয়াব অর্জন হয়ে থাকে তা ধনী ব্যক্তির সাদাকাত ইত্যাদি থেকে অধিক অর্জন হবে– না এর চেয়ে কম হবে। তাই প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, দরিদ্রতার উপর ধৈর্যধারণের ছওয়াব সদকার ছওয়াবের চেয়ে অধিক মিলবে। আর দরিদ্রতা হচ্ছে নবীগণের শান। এজন্য হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) বলেন যে, দরিদ্রতা এমন একটি নিয়ামত এর উপর হাজারো শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত।

মোটকথা, আল্লাহ তা'আলার নিকট নিঃস্ব গরিবদের কি মর্যাদা রয়েছে কুরআনে তা বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম ﷺ -এর পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের আলোচনা করে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তিনিও গরিবদের ন্যায় জীবনযাপন করতে ভালোবাসতেন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠٠٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رُبَّ اَشْعَثَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫০০২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন অনেক লোক– যাদের মাথার চুল এলামেলো, মানুষের দুয়ার হতে বিতাড়িত। যদি সে আল্লাহর নামে শপথ করে তবে তিনি তার শপথ পূরণ করেন। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ এমন নিঃস্ব ব্যক্তি, যে মানুষের কাছে ঘৃণিত ও অবহেলিত। কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইলে তাড়িয়ে দেয়, অথচ সে আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। মোটকথা, হাদীসটির মর্মার্থ হলো, গরিব বলে কাউকেও ঘৃণা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

وَعَنْ ٥٠٠٣ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ رَاٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫০০৩. **অনুবাদ :** হযরত মুস‘আব ইবনে সা‘দ (রা.) বলেন, হযরত সা‘দ (রা.) নিজের সম্পর্কে মনে করলেন যে, নিম্নশ্রেণির লোকদের চেয়ে তাঁর অধিক মর্যাদা রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [তাঁর এ ধারণাটি বুঝতে পেরে] বললেন, তোমাদের দুর্বল ব্যক্তিদের অসিলায় এবং তাদের দোয়ায় তোমাদেরকে [দুশমনের মোকাবিলায়] সাহায্য করা হয় এবং রিজ্ক দেওয়া হয়। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হযরত সা'দ ইবনে আবূ ওয়াক্কাস (রা.) ছিলেন বিভিন্ন গুণের অধিকারী। যেমন– তিনি ছিলেন প্রথম সারির মুসলমান। সর্বপ্রথমে যাঁরা ইসলাম কবুল করেছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। বহু জিহাদে শরিক হয়ে দীনের বিরাট সাহায্য করেছেন। বীরত্বে ও দানে ছিলেন সকলের কাছে প্রশংসিত। ইসলাম ও মুসলমানদের বিরাট উপকার সাধিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিত্বে, যা তুলনামূলক অন্য কারো দ্বারা তেমন একটা হয়নি। ইত্যাদি কারণে তাঁর নিজের ব্যাপারে এরূপ ধারণা জন্মেছিল।

وَعَنْ ٥٠٠٤ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَكَانَ عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنَ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ اُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০০৪. **অনুবাদ :** হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [মি'রাজের রাত্রে অথবা স্বপ্নযোগে] আমি জান্নাতের দ্বারে দাঁড়াই, [তখন] দেখলাম; যারা তাতে প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ গরিব-মিসকিন। আর [এটাও দেখতে পেলাম যে,] বিত্তবান-সম্পদশালী লোকেরা আটকা পড়ে আছে। তবে [কাফের] জাহান্নামিদেরকে দোজখের দিকে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতঃপর আমি জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়াই তখন [দেখলাম] তাতে যারা প্রবেশ করছে তাদের অধিকাংশ নারী সম্প্রদায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্পদশালীগণ কিয়ামতের ময়দানে তাদের অর্জিত ও সঞ্চিত সম্পদের হিসাব-নিকাশের দরুন সেখানে অপেক্ষামাণ থাকবে। ফলে গরিবরাই তাদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

وَعَنْ ٥٠٠٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِطَّلَعْتُ فِى الْجَنَّةِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِى النَّارِ فَرَاَيْتُ اَكْثَرَ اَهْلِهَا النِّسَاءَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০০৫. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি জান্নাতে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই হলো গরিব-মিসকিন। আর জাহান্নামে তাকিয়ে দেখলাম তার অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী সম্প্রদায়।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মহিলা সম্প্রদায় স্বভাবগতভাবে অকৃতজ্ঞ এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তা। এতদ্ভিন্ন সাধারণত তাদের কারণেই পুরুষেরা পরকাল বিমুখী ও বিপথগামী হয়। তাই বলা হয়েছে, নারী হলো শয়তানের ফাঁদ।

وَعَنْ ٥٠٠٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْاَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَى الْجَنَّةِ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫০০৬. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন গরিব মুহাজিরগণ কিয়ামতের দিন ধনীদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইবনে মাজার রেওয়ায়েতে আছে, পাঁচ শত বৎসর পূর্বে প্রবেশ করবে। এর সমাধানে বলা হয় যে, আলোচ্য হাদীসে মুহাজির গরিব ও মুহাজির ধনীর মধ্যে চল্লিশ বৎসরের ব্যবধান। আর পাঁচ শত বৎসরের ব্যধান হলো সাধারণ ইমানদারদের মধ্যে।

হাদীসের মূল শব্দ হলো خَرِيْف গ্রীষ্ম ও শীত এ উভয় ঋতুর মধ্যবর্তী সময়কে 'খারীফ' বলা হয়। তবে সাধারণত 'দীর্ঘ সময়' অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত দীর্ঘ সময় বলতে একটি গোটা বৎসরকে বুঝায়।

وَعَنْ ٥٠٠٧ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهٗ جَالِسٌ مَا رَأْيُكَ فِىْ هٰذَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَأْيُكَ فِىْ هٰذَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ

৫০০৭. **অনুবাদ :** হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করল। তখন তিনি তাঁর নিকটে বসা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে লোকটি গেল, তার সম্পর্কে তেমাার কি ধারণা? সে বলল, ইনি তো সম্ভ্রান্ত লোকদের একজন। আল্লাহর কসম! ইনি এমন যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি যে, যদি সে কোনো নারীকে বিবাহের পয়গাম দেয় তখন তার সাথে বিবাহ দেওয়া হবে। আর যদি কারো সম্পর্কে সুপারিশ করে তখন তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ [কিছুক্ষণ] নীরব রইলেন। অতঃপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল। তিনি এ ব্যক্তি সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ লোকটি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? জবাবে সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ!

اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هٰذَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

এ ব্যক্তি তো গরিব মুসলমানদের একজন। সে তো এরই উপযোগী যে, যদি সে কোনো নারীকে বিবাহের পয়গাম দেয় তবে তার সাথে বিবাহ দেওয়া হবে না। আর যদি সুপারিশ করে, তাও গ্রহণ করা হবে না। আর যদি সে কথা বলে তাও শুনা হবে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, [তুমি যার প্রশংসা করেছ] গোটা ভূপৃষ্ঠ তার ন্যায় লোকে ভরপুর থাকলেও তাদের সকল অপেক্ষা এ লোকটি উত্তম [যার তুমি দুর্নাম করেছে]।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٠٠٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০০৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারবর্গ লাগাতার দুই দিন যবের রুটি খেয়ে পরিতৃপ্ত হননি এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাত হয়েছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ একদিন পেট ভরে খেয়েছেন এবং পরদিন অভুক্ত রয়েছেন অথবা একদিন 'সবরের গুণ' অর্জনের জন্য অভুক্ত রয়েছেন এবং পরদিন পরিতৃপ্ত হয়ে 'শোকর' আদায় করেছেন। আর 'যবের রুটি' দ্বারা এ কথা বুঝেছেন যে, যব হলো নিম্নমানের খাদ্য। সুতরাং যেখানে নিম্নমানের যবের রুটিই জুটেনি, সেখানে উচ্চ মানের খাদ্য গমের রুটি যে জুটেনি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মোটকথা, তাঁরা গরিব-মিসকিনদের ন্যায় জীবনযাপন করতেন।

وَعَنْ ٥٠٠٩ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَأَبٰى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫০০৯. অনুবাদ : হযরত সাঈদ মাক্‌বারী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন, একদা তিনি এমন এক সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন যাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়েছিল ভাজা করা বকরি। তারা খাওয়ার জন্য হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-কে ডাকলেন; কিন্তু তিনি এই বলে খেতে অস্বীকার করলেন যে, নবী করীম ﷺ দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছেন, অথচ তিনি যবের রুটি দ্বারাও পরিতৃপ্ত হতে পারেননি। –[বুখারী]

وَعَنْ ٥٠١٠ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّهُ مَشٰى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا أَمْسٰى عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫০১০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি নবী কারীম ﷺ -এর খেদমতে কিছু যবের রুটি ও গন্ধময় পুরাতন চর্বি নিয়ে আসলেন। এদিকে নবী করীম ﷺ [-এর পারিবারিক অবস্থা এত করুণ ছিল যে, তিনি] মদিনার এক ইহুদির কাছে নিজের লৌহবর্মটি গচ্ছিত রেখে পরিবারবর্গের জন্য কিছু যব ধার এনেছিলেন। [অধস্তন] রাবী বলেন, আমি হযরত আনাস (রা.)-কে এটা বলতেও শুনেছি যে, হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবাররে কাছে কোনো সন্ধ্যাকালেই এক সা' গম বা এক সা' কোনো খাদ্য দানাও [আগামীকালের জন্য] অবশিষ্ট থাকত না। অথচ তাঁর বিবি ছিলেন ৯জন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের সারমর্ম হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরে আগামী কালের জন্য রাত্রিতে ভাণ্ডার একত্রিত করা হতো না। কিন্তু অন্য হাদীসে সাবেত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ আযওয়াজে মুতাহহারাতের জন্য এক বৎসরের খাদ্য দিয়ে ভাণ্ডারাকারে একত্রিত করে রাখতেন। অতএব হাদীসদ্বয় পরস্পর বিরোধপূর্ণ হয়ে গেল। তাই এর বিভিন্ন জবাব প্রদান করা হয়েছে।

১. ইসলামের সূচনালগ্নে যখন দরিদ্রতার অবস্থা ছিল, তখন খাদ্যের ভাণ্ডার একত্রিত না করার কথা রয়েছে। অতঃপর যখন বিভিন্ন এলাকা বিজিত হতে আরম্ভ হলো এবং ধনসম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিল সে সময় এক বছরের খাদ্য একত্রিত করে রাখতেন। বিধায় হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

২. রাসূল ﷺ নিজের জন্য ভাণ্ডার রাখতেন না; বরং পবিত্রতমা বিবিদের জন্য ভাণ্ডারাকারে রাখতেন। অথবা রাসূল ﷺ নিজের স্বীয় দায়িত্বের দরুন বিবিদেরকে এক বছরের খাদ্য দিয়ে দিতেন। কিন্ত তাঁরা ভাণ্ডারাকারে জমা করে রাখতেন না; বরং সব কিছু আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দিতেন বিধায় হাদীসদ্বয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

দ্বিতীয় আলোচনা হচ্ছে এই যে, সম্পদ একত্রিত এবং ভাণ্ডার করে রাখা জায়েজ কিনা। তাই এ ব্যাপারে হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন যে, সম্পদ জমা করে ভাণ্ডারাকারে রাখা জায়েজ নয়। আর [হযরত আবূ যর (রা.)] উক্ত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করে থাকেন। এ ছাড়া কুরআনে করীমের মধ্যে সদকা না করার উপর শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে– "وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ"। [অর্থাৎ এবং যারা স্বর্ণ এবং রৌপ্যকে কুক্ষিগত করে রাখে।]

এরই পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ যর (রা.) সম্পদ জমাকারীদেরকে লাঠি দ্বারা পিটাই করতেন। যার উপর ভিত্তি করে হযরত ওসমান (রা.) তাঁকে অত্যন্ত আদব এবং সম্মানের সাথে সিরিয়া থেকে মদিনায় প্রেরণ করেছিলেন।

কিন্তু হযরত আবূ যর (রা.) আপন বিশ্বাস থেকে ফিরে আসেননি বরং আরো বেশি করে এলান করতে থাকেন। ফলে প্রফুল্ল মেজাজি লোক এবং ছোট ছোট বাচ্চারা তাঁকে বিদ্রূপ করত। তখন হযরত ওসমান (রা.) সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে পরামর্শ করে মদিনা থেকে তিন মাইল দূরবর্তী 'রাবাযা' নামক স্থানে প্রেরণ করেন। আর সেখানে তাঁর ইন্তেকাল হয়েছে।

তাছাড়া হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) তাবূকের যুদ্ধে চাঁদা হিসেবে ঘরের সমস্ত মালসম্পদ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করেছিলেন। এর উপর হযরত ওমর (রা.) বলেছেন যে, কখনো আপনার উপর জয়লাভ করা যাবে না।

এসব বাহ্যিক দলিলসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করে আমাদের যুগের কমিউনিষ্ট পার্টিও একথা বলে থাকে যে, সম্পদ জমা করা জায়েজ নয়। কিন্তু জুমহুর সাহাবা ও তাবেয়ীন এবং সমস্ত উম্মতের মতে সম্পদ জমা করা জায়েজ রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে সম্পদের দরুন তার উপর যত হক শরিয়তের পক্ষ থেকে ওয়াজেব হয়ে থাকে সেসব হককে আদায় করতে হবে। কেননা সাধারণত সম্পদ জমা করা জায়েজ না হলে শরিয়তের অনেক হুকুম অনর্থক হয়ে যাবে এবং নিজের পিতামাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদেরকে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে প্রত্যেকের স্তরবিশেষ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয়ের নির্দেশ হবে। যে ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) -এর আল্লাহর উপর ভরসার ন্যায় ভরসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন ব্যক্তির জন্য সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে দেওয়া হচ্ছে প্রিয় ও পছন্দনীয়। যার ব্যাপারে "اَفْضَلُ الصَّدَقَةِ جُهْدُ الْمُقِلِّ" [অর্থাৎ সর্বোত্তম সদকা হচ্ছে, যা ব্যক্তির নিজের সামর্থ্যানুযায়ী হয়ে থাকে।] এসেছে।

আর যদি কোনো ব্যক্তি হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ন্যায় ভরসার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তবে এ ব্যক্তির জন্য হচ্ছে "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى" [অর্থাৎ উত্তম সদকা হচ্ছে যা স্বাবলম্বিতার মাধ্যমে হয়ে থাকে।]

যেমন হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, এক ব্যক্তি সম্পূর্ণ সম্পদ সদকাস্বরূপ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে পেশ করলেন তখন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তা গ্রহণ করেননি এবং অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন–

يَأْتِيْ اَحَدُكُمْ بِمَالِهٖ كُلِّهٖ يَتَصَدَّقُ بِهٖ وَيَجْلِسُ وَيَتَكَفَّفُ النَّاسَ اِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى

তাই সিদ্দীকী স্তর হচ্ছে প্রথম নম্বর কিন্তু সকলের কাজ নয়। আর দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে "مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى" -এর [অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনাদি সম্পন্ন করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা ব্যয় করবে।]

তৃতীয় স্তর হচ্ছে যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যদি নেসাবের পরিমাণ হয়ে যায় তবে সে সম্পদের চল্লিশ ভাগের একভাগ সদকা করে দেওয়া হচ্ছে আবশ্যক।

সারাংশ এই দাঁড়াল যে, সম্পূর্ণ সম্পদ পুঁজিপতিদের ন্যায় জমা করে রাখবে না। আর কমিউনিষ্টদের ন্যায় সম্পূর্ণ সম্পদ সদকাও করে দেবে না। বরং কিছু রাখবে যাতে নিজে দুর্ভোগের মধ্যে না পড়ে এবং অন্যের সম্পদের প্রতি হাত না বাড়ায়। আবার কিছু সদকাও করবে যাতে অন্যান্য গরিবদের প্রয়োজন মিটাতে সাহায্য হয়ে যায়। তাই শরিয়ত কেমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে।

পক্ষান্তরে কুরআনের আয়াতের মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় না করার উপর যে শাস্তির কথা রয়েছে সাহাবীদের এবং মুফাসসিরীনদের ঐকমত্য রায় অনুযায়ী তা হচ্ছে জাকাত আদায় না করার উপর। সাধারণত সদকা না করার উপর এ শাস্তির কথা আসেনি। আর রাসূল ﷺ -এর সম্পদ খাদ্য জমা করে না রাখা সম্পর্কে আলোচনা ইতঃপূর্বে অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে তা ইসলামের সূচনা লগ্নে ছিল। আর হযরত আবূ যর (রা.) সম্পদ জমা করা নাজায়েজ বলে যে স্বীকৃতি দান করে থাকতেন তা হচ্ছে তাঁর একক বৈশিষ্ট্য এবং অধিক কঠোরতা। এটা হচ্ছে জুমহুরের মতের পরিপন্থি। অতএব এটা প্রমাণ যোগ্য নয়।

যেমন অন্যান্য কিছু আকাইদের ব্যাপারে তাঁর একক বৈশিষ্ট্য এবং সীমাধিক কঠোরতা ছিল যাকে স্বয়ং নবী করীম ﷺ বারণ করে দিয়েছেন। যেমন- "اِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ" বিশিষ্ট হাদীসের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। তাই যেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ মাসআলার ক্ষেত্রে হযরত আবূ যর (রা.)-এর একক বৈশিষ্ট্য এবং কঠোরতাকে বারণ করে দিয়েছেন এমনিভাবে সম্পদের ক্ষেত্রেও সমস্ত উম্মতের পরিপন্থি তাঁর একক বৈশিষ্ট্য গ্রহণযোগ্য নয়। নতুবা দীনের অর্ধাংশ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.) যে সম্পদ সদকা করে দিয়েছিলেন তা তো ওয়াজিব হিসাবে ছিল না বরং নফল হিসেবে ছিল। এ ছাড়া সিদ্দীকী ভরসা কে করতে পারে? অতঃপর আশ্চর্য খেলা হচ্ছে যে, কমিউনিষ্ট পার্টি হযরত আবূ বকর (রা.) বিপ্লবী সাহাবী বলে নিজেদের ভ্রান্ত ইযমের উপর ইস্তিদলাল করে থাকে। অথচ হযরত আবূ যর (রা.) সমস্ত সম্পদকে গরীব এবং নিঃসম্বলদের জন্য সদকা করে দেয়ার জন্য সম্পদ দান করে নিজে চতুষ্পদ জন্তু বনে নেতাদে কে পুঁজিপতি বানানোর স্বীকৃতি দানকারী। [তোমাদের কোথায় এবং হযরত আবূ যর (রা.) কোথায়।]

৫০১১ وَعَنْ عُمَرَ (رضـ) قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَهٗ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهٖ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَقَالَ اَوَ فِيْ هٰذَا اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِىْ رِوَايَةٍ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০১১. অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে দেখলাম তিনি একখানা খেজুর পাতার চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর ও চাটাইয়ের মাঝে কোনো ফরশ বা চাদর কিছুই ছিল না। ফলে চাটাই তাঁর দেহ মুবারকে চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিল। আর তিনি টেক লাগিয়েছিলেন [খেজুর গাছের] আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশের উপর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা প্রদান করেন। পারসিক ও রোমীয়গণকে সচ্ছলতা প্রদান করা হয়েছে, অথচ তারা [কাফের] আল্লাহর ইবাদত করে না। [তাঁর এ কথা শুনে] রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র, তুমি কি এখনও এ ধারণায় রয়েছ? তারা তো এমন এক সম্প্রদায়, যাদেরকে পার্থিব জিন্দেগিতে নিয়ামতসমূহ আগাম প্রদান করা হয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে- তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তারা দুনিয়াপ্রাপ্ত হোক আর আমাদের জন্য থাকুক আখেরাত? -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٠١٢ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ سَبْعِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوْا فِىْ أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرٰى عَوْرَتُهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫০১২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় আমি 'সুফ্‌ফা'বাসীদের মধ্য হতে সত্তরজন লোককে দেখেছি যে, তাঁদের কোনো একজনের নিকটও একখানা চাদর ছিল না। হয়তো একখানা লুঙ্গি ছিল অথবা একখানা কম্বল যা তাঁরা নিজেদের ঘাড়ের সাথে পেঁচিয়ে রাখত। তা কারো অর্ধ গোড়ালি পর্যন্ত, আবার কারো টাখ্‌নু পর্যন্ত পৌঁছত। আর তাঁরা তাকে নিজের হাতের দ্বারা ধরে রাখত– এ আশঙ্কায় যেন সতর খুলে না পড়ে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচান

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মসজিদে নববীর চত্বরে কিছু সংখ্যক গরিব মুহাজির মুসলমান অবস্থান করতেন, তাঁদের ঘর-সংসার কিছুই ছিল না। অন্যান্য মুসলমানদের দান-খয়রাতের দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ হতো। ইসলামের ইতিহাসে তাঁরা 'আহ্‌লে সুফ্‌ফা' বা সুফ্‌ফার অধিবাসী হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

وَعَنْهُ ٥٠١٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلٰى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلٰى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ أُنْظُرُوْا إِلٰى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوْا إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ.

৫০১৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ এমন ব্যক্তিকে দেখে যাকে মালসম্পদে, স্বাস্থ্য-সামর্থ্যে অধিক দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন নিজের চাইতে নিম্ন মানের ব্যক্তির দিকে তাকায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নিজেদের অপেক্ষা নিম্ন অবস্থার লোকের প্রতি তাকাও। এমন ব্যক্তির দিকে তাকিয়ো না যে তোমাদের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের। যদি এ নীতি অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে যে নিয়ামত দান করেছেন, তাকে ক্ষুদ্র বা হীন মনে করবে না।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কমবেশ কিছু না কিছু নিয়ামত দান করেছেন। ফলে নিজের তুলনায় নিম্নস্তরের ব্যক্তি দিকে তাকালে দেখবে তাকে অন্যের তুলনায় অনেক বেশি নিয়ামত প্রদান করা হয়েছে। তাতে একদিকে আল্লাহর শোকর আদায় করতে আগ্রহ জন্মাবে, অপর দিকে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিকে দেখে যে হীনম্মন্যতা বা ক্ষোভের ভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা দূরীভূত হয়ে যাবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠١٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْفُقَرَاءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِخَمْسِ مِائَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫০১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, গরিবরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। আর তা হবে কিয়ামতের অর্ধদিন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

হাদীসদ্বয়ের বিরোধ : উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, গরিবরা ধনীদের পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। কিন্তু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, চল্লিশ বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে। অতএব হাদীসদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়েছে।

বিরোধ নিরসন : সহজ জবাব হচ্ছে, এখানে বছরের কোনো সীমা নির্ধারণ করা উদ্দেশ্য নয় বরং অধিক বুঝানো উদ্দেশ্য। আর একেই কোনো সময় চল্লিশ দ্বারা আবার কখনো পাঁচশত দ্বারা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে ধনীদের দ্বারা মুহাজিরীন ধনী উদ্দেশ্য। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীসের মধ্যে মুহাজিরীন ব্যতীত অন্যান্য ধনীরা উদ্দেশ্য।

অথবা একথা বলা যাবে যে, প্রথমে চল্লিশ বৎসরের ওহী এসেছিল অতঃপর বিশেষ মর্যাদার দ্বারা পাঁচশত বৎসরে ওহী এসেছে। অথবা গরিবরা স্তর বিন্যাস হিসেবে চল্লিশ বৎসর থেকে পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত হবে।

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ কিয়ামতের একদিন হবে দুনিয়ার এক হাজার বৎসরের সমান দীর্ঘ। গরিব-মিসকিনগণকে বেশি হিসেবে দিতে হবে না বিধায় ধনীদের পাঁচশত বৎসর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে বটে; কিন্তু দান-সদকাকারী, সম্পদশালী ও ন্যায়পরায়ণ শাসক প্রমুখগণ হিসাব-নিকাশ চুকানোর পর জান্নাতে শেষে প্রবেশ করলেও তারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে।

وَعَنْ ٥٠١٥ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِأَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا يَا عَائِشَةُ لَا تَرُدِّيْ الْمِسْكِيْنَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ يَا عَائِشَةُ أَحِبِّيْ الْمَسَاكِيْنَ وَقَرِّبِيْهِمْ فَإِنَّ اللّٰهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ عَنْ أَبِيْ سَعْدٍ إِلٰى قَوْلِهِ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ)

৫০১৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে মিসকিন অবস্থায় জীবিত রাখ, মিসকিন অবস্থায় মৃত্যু দান কর এবং মিসকিনের দলে হাশর কর। বিবি আয়েশা (রা.) বললেন, কেন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তারা ধনীদের চল্লিশ বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোনো মিসকিনকে তোমার দুয়ার হতে [খালি হাতে] ফিরিয়ে দিয়ো না। খেজুরের একটি টুকরা হলেও প্রদান কর। হে আয়েশা! মিসকিনদেরকে ভালোবাসো এবং তাদেরকে নিজের কাছে স্থান দিয়ো, ফলে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তোমাকে নিকটে রাখবেন। –[তিরমিযী ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে এবং এ হাদীস ইবনে মাজাহ হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ পর্যন্ত রেওয়ায়েত করেছেন।]

وَعَنْ ٥٠١٦ أَبِي الدَّرْدَاءِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْغُوْنِيْ فِيْ ضُعَفَائِكُمْ فَإِنَّمَا تُرْزَقُوْنَ أَوْ تُنْصَرُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ. (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

৫০১৬. অনুবাদ : হযরত আবুদ দারদা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, "তোমাদের দুর্বলদের মধ্যে আমাকে অন্বেষণ কর।" কেননা তোমাদের দুর্বলদের অসিলায় তোমাদেরকে রিজক দান করা হয়, অথবা [বলেছেন] সাহায্য দান করা হয়।
–[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "দুর্বলদের মধ্যে অন্বেষণ কর"-এর উদ্দেশ্য হলো এদের সাহায্য-সহায়তা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি অন্বেষণ কর।

وَعَنْ ٥٠١٧ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَسِيْدٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِحُ بِصَعَالِيْكِ الْمُهَاجِرِيْنَ - (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫০১৭. অনুবাদ : হযরত উমায়্যা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আসীদ (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি গরিব মুহাজিরদের অসিলায় বিজয় কামনা করতেন। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এভাবে দোয়া করতেন-

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا عَلَى الْاَعْدَاءِ بِحَقِّ عِبَادِكَ الْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ -

অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার গরিব মুহাজির বান্দাদের বরকতে আমাদেরকে শত্রুদের উপর সাহায্য কর।

وَعَنْ ٥٠١٨ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنِعْمَةٍ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِيْ مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ اِنَّ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ قَاتِلًا لَا يَمُوْتُ يَعْنِي النَّارَ - (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫০১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কোনো ফাসেক বদকারের ধনসম্পদ দেখে ঈর্ষায় পতিত হয়ো না। কারণ তুমি জান না মৃত্যুর পর সে কি অবস্থার সম্মুখীন হবে। নিশ্চয় তার জন্য আল্লাহ নিকটে এমন সংহারকারী রয়েছে যার মৃত্যু নেই অর্থাৎ [দোজখের] আগুন। -[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٥٠١٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَسَنَتُهُ وَاِذَا فَارَقَ الدُّنْيَا فَارَقَ السِّجْنَ وَالسَّنَةَ - (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫০১৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া হলো মুমিনদের জন্য কয়েদখানা ও দুর্ভিক্ষ [স্থান], আর যখন সে দুনিয়া ত্যাগ করল তখন সে জেলখানা ও দুর্ভিক্ষ উভয়টি হতে পরিত্রাণ পেল। অর্থাৎ মু'মিন সাধারণত দুনিয়ার জীবনে অভাব-অনটন এবং বিভিন্ন ধরনের আপদ-বিপদে লিপ্ত থাকে। -[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٥٠٢٠ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫০২০. অনুবাদ : হযরত কাতাদাহ ইবনে নো'মান (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন তখন তাকে দুনিয়া হতে এমনভাবে হেফাজত করেন যেমনিভাবে তোমাদের কেউ আপন [বিশেষ] রোগীকে পানি হতে বেঁচে রাখে।

-[আহমদ ও তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٠٢١ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِثْنَتَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ اٰدَمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوتُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫০২১. অনুবাদ : হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তান দুটি জিনিসকে না পছন্দ করে। সে মৃত্যুকে না পছন্দ করে অথচ মু'মিনের পক্ষে ফিতনায় পতিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যু অনেক উত্তম। আর সে মালসম্পদের স্বল্পতাকে না পছন্দ করে অথচ মালের স্বল্পতায় [পরকালে] হিসাব-নিকাশ কম হয়। –[আহমদ]

وَعَنْ ٥٠٢٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ (رض) قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ قَالَ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَالَ اِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاَعِدَّ لِلْفَقْرِ تِجْفَافًا لَلْفَقْرُ اَسْرَعُ اِلٰى مَنْ يُحِبُّنِيْ مِنَ السَّيْلِ اِلٰى مُنْتَهَاهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫০২২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে এসে বলল, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আমি আপনাকে মহব্বত করি। তিনি বললেন, একবার ভেবে দেখ তুমি কী বলছ! সে আবার বলল, আল্লাহর কসম আমি আপনাকে মহব্বত করি। এভাবে সে তিনবার বলল। এবার তিনি বললেন, যদি তুমি [আমাকে মহব্বত করার দাবিতে] সত্যবাদী হও, তবে দরিদ্রতার বর্ম প্রস্তুত করে রাখ। কেননা যে ব্যক্তি আমাকে মহব্বত করে, দরিদ্রতা তার কাছে বন্যার গতি অপেক্ষা তার দিকে অতি দ্রুত পৌঁছে। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٠٢٣ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ اُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُوْذٰى اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَيَّ ثَلٰثُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِيْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَاْكُلُهُ ذُوْكَبِدٍ اِلَّا شَيْءٌ يُوَارِيْهِ اِبْطُ بِلَالٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَقَالَ وَمَعْنٰى هٰذَا الْحَدِيْثِ حِيْنَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ هَارِبًا مِنْ مَكَّةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ اِنَّمَا كَانَ مَعَ بِلَالٍ مِنَ الطَّعَامِ مَا يَحْمِلُ تَحْتَ اِبْطِهِ .

৫০২৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর রাস্তায় [তাঁর দীন প্রচারে] আমাকে যে পরিমাণ ভয় দেখানো হয়েছে, আর কাউকেও সে পরিমাণ ভয় দেখানো হয়নি। আর আল্লাহর রাস্তায় আমাকে [যেভাবে] কষ্ট দেওয়া হয়েছে, আর কাউকেও [এভাবে] কষ্ট দেওয়া হয়নি এবং আমার উপর ত্রিশটি দিবরাত্র এ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে যে, আমার ও বেলালের জন্য এমন কোনো খাদ্যবস্তু ছিল না যা কোনো প্রাণী খেতে পারে। শুধু এই পরিমাণ কিছু ছিল যা বেলালের বগল লুকিয়ে রাখত। –[তিরমিযী] ইমাম তিরমিযী হাদীসটির অর্থে বলেছেন যে, যখন নবী ﷺ [কাফেরদের অত্যাচারে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে] মক্কা হতে বের হয়ে চলে গেলেন এবং বেলাল তাঁর সঙ্গে ছিলেন, এটা সেই সময়ের ঘটনা। বস্তুত এ সময় বেলালের সঙ্গে এ পরিমাণ খাদ্যবস্তু ছিল যা তিনি স্বীয় বগলের নীচে দাবিয়ে রাখতেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মক্কার কাফেরদের ইসলাম কবুল করা হতে নিরাশ হয়ে নবী করীম ﷺ দীন প্রচারের উদ্দেশ্যে তায়েফ সরদার আব্‌দে ইয়া'লীলের নিকট গিয়েছিলেন। তিনি তথায় একমাস অবস্থান করেছেন। এ সফরে হযরত বেলাল (রা.) তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আর বিবি খাদীজা (রা.)-এর ওফাতের তিন মাস পর নবুয়তের দশম বছর নবী করীম ﷺ তায়েফে যে সফর করেছিলেন, সে সফরে তাঁর সঙ্গী ছিলেন হযরত যায়েদ ইবনে হারেছা (রা.)। এ হিসেবে বলা হয়, একই উদ্দেশ্যে তায়েফ তিনি দু-বার গমন করেছেন।

'বেলালের বগলের নীচে ঢেকে রাখা' দ্বারা খুব সামান্য বস্তু বুঝানো হয়েছে, যা সহজে বগলের নীচে পুটলি আকারে রাখা যায়। হাদীসটির মর্মার্থ হলো, আল্লাহর দীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় তিনি অস্বাভাবিক ধৈর্যধারণ করেছেন।

وَعَنْ ٥٠٢٤ أَبِيْ طَلْحَةَ (رضـ) قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْجُوْعَ فَرَفَعْنَا عَنْ بُطُوْنِنَا عَنْ حَجَرٍ حَجَرٍ فَرَفَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَنْ بَطْنِهِ عَنْ حَجَرَيْنِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫০২৪. অনুবাদ : হযরত আবূ তালহা (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ক্ষুধার অভিযোগ করলাম এবং আমাদের প্রত্যেকের পেটের উপর এক একখানা পাথর বাঁধা; জামা তুলে তা দেখলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন কাপড় তুলে স্বীয় পেটের উপর বাঁধা দুখানা পাথর দেখালেন। –[তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٠٢٥ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) أَنَّهُ أَصَابَهُمْ جُوْعٌ فَأَعْطَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَمْرَةً تَمْرَةً . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫০২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একবার সাহাবায়ে কেরাম ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়লেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে এক একটি করে খেজুর দিলেন। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীগণ দ্বারা 'আহলে সুফাফা'কে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ যে সমস্ত গরিব মুহাজির সাহাবী মসজিদে নববীতে অবস্থান করতেন, তাঁরা।

وَعَنْ ٥٠٢٦ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاقْتَدٰى بِهِ وَنَظَرَ فِيْ دُنْيَاهُ إِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلٰى مَا فَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِيْ دِيْنِهِ إِلٰى

৫০২৬. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শো'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, দুটি গুণ যার মধ্যে বিদ্যমান আছে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেন। [একটি হলো,] দীনি ব্যাপারে যে ব্যক্তি নিজের চাইতে উত্তম ও উচ্চমানের তার প্রতি দৃষ্টি রেখে তার অনুসরণ করে এবং পার্থিব ব্যাপারে সে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের। সুতরাং সে আল্লাহর প্রশংসা করে যে, আল্লাহ তাকে এ ব্যক্তির উপর মর্যাদা দান করেছেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে শোকরগুজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আর [দ্বিতীয় হলো,] যে ব্যক্তি দীনদারির ব্যাপারে

مَنْ هُوَ دُوْنَهُ وَنَظَرَ فِىْ دُنْيَاهُ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَهُ فَاَسِفَ عَلٰى مَا فَاتَهُ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكَ الْمُهَاجِرِيْنَ فِىْ بَابٍ بَعْدَ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ ـ

এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে নিম্নস্তরের আর পার্থিব ব্যাপারে সে এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে তার চাইতে উচ্চপর্যায়ের এবং সে আক্ষেপ করতে থাকে ঐ সকল বস্তুর জন্য যা হতে সে বঞ্চিত হয়েছে। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ শোকরগুজার ও ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেন না। –[তিরমিযী] হযরত আবূ সাঈদের বর্ণিত হাদীস اَبْشِرُوْا يَا مَعْشَرَ صَعَالِيْكَ الْمُهَاجِرِيْنَ ফাযায়েলে কুরআন-এর পরের পরিচ্ছেদে বর্ণনা করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা হলো, দীনদারির ব্যাপারে নিজের অপেক্ষা নেককার ও উত্তম ব্যক্তির প্রতি তাকাও এবং পার্থিব মালসম্পদে নিজের চাইতে অসহায়-দুস্থের প্রতি তাকাও। ফলে উভয় অবস্থায় সবর ও শোকরের তাওফীক হবে এবং মানসিক প্রশান্তি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٢٧ - عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِّىِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو وَسَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ اَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِىْ اِلَيْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ قَالَ فَاِنَّ لِىْ خَادِمًا قَالَ فَاَنْتَ مِنَ الْمُلُوْكِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ وَجَاءَ ثَلٰثَةُ نَفَرٍ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو وَاَنَا عِنْدَهُ فَقَالُوْا يَا اَبَا مُحَمَّدٍ اِنَّا وَاللّٰهِ مَا نَقْدِرُ عَلٰى شَىْءٍ لَا نَفَقَةٍ وَلَا دَابَّةٍ وَلَا مَتَاعٍ فَقَالَ لَهُمْ مَا شِئْتُمْ اِنْ شِئْتُمْ رَجَعْتُمْ اِلَيْنَا فَاَعْطَيْنَاكُمْ مَا يَسَّرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاِنْ شِئْتُمْ

৫০২৭. অনুবাদ : হযরত আবূ আব্দুর রহমান হুবুলী (র.) বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-কে বলতে শুনেছি, একদা জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করল; আমরা কি ঐ সমস্ত গরিব মুহাজিরদের অন্তর্ভুক্ত নয়? [যারা ধনবান ব্যক্তিদের আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে?] তখন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) তাকে বললেন, আচ্ছা! তোমার বিবি আছে কি? যার কাছে তুমি প্রশান্তি লাভ কর? সে বলল, হ্যাঁ, আছে। আব্দুল্লাহ পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন; আচ্ছা! তোমার থাকার এমন কোনো ঘর আছে কি, যেখানে তুমি অবস্থান কর? সে বলল, হ্যাঁ। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, তবে তো তুমি ধনীদের একজন। এবার লোকটি বলল, আমার একজন খাদেমও আছে। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, তবে তো তুমি বাদশাহদের অন্তর্ভুক্ত। বর্ণনাকারী [আবূ] আব্দুর রহমান বলেন, একদা আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় তিনজন লোক এসে আব্দুল্লাহকে বলল, হে আবূ মুহাম্মদ! আমরা আল্লাহর কসম করে বলছি, আমরা কোনো কিছুর সামর্থ্য রাখি না। আমাদের কাছে খরচপাতি নেই, সওয়ারির জানোয়ারও নেই এবং অন্য কোনো মাল-সামানও নেই [এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে জেহাদে অংশগ্রহণ করতে পারি?] তখন আব্দুল্লাহ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি চাও? যদি তোমরা [আমার নিকট হতে] কিছু পেতে চাও, তবে তোমরা আবার আমার কাছে এসো। [কেননা এখন আমার কাছে দেওয়ার মতো কিছু নেই,] তখন আমি তোমাদেরকে তা প্রদান করব যা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ব্যবস্থা

ذَكَرْنَا اَمْرَكُمْ لِلسُّلْطَانِ وَاِنْ شِئْتُمْ صَبَرْتُمْ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِيْنَ يَسْبِقُوْنَ الْاَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَى الْجَنَّةِ بِاَرْبَعِيْنَ خَرِيْفًا قَالُوْا فَاِنَّا نَصْبِرُ لَا نَسْأَلُ شَيْئًا ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

করে দেন। আর যদি তোমরা চাও তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে বাদশার নিকট সুপারিশ করব। আর যদি তোমরা চাও তবে ধৈর্যধারণ কর। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় গরিব মুহাজিরীন কিয়ামতের দিন মালদারদের চল্লিশ বৎসর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এতদ্‌শ্রবণে তারা বলে উঠল, আমরা ধৈর্যধারণ করব, আমরা আর কিছুই চাইব না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানো বাদশা বলতে হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রা.)-কে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু তাঁর সরকার খেলাফতে রাশেদার পদ্ধতিতে ছিল না, তাই তাঁকে খলিফা না বলে সুলতান বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٠٢٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ بَيْنَمَا اَنَا قَاعِدٌ فِى الْمَسْجِدِ وَحَلْقَةٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ قُعُوْدٌ اِذْ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَعَدَ اِلَيْهِمْ فَقُمْتُ اِلَيْهِمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُبَشَّرْ فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِيْنَ بِمَا يَسُرُّ وُجُوْهَهُمْ فَاِنَّهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْاَغْنِيَاءِ بِاَرْبَعِيْنَ عَامًا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ اَلْوَانَهُمْ اَسْفَرَتْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ مَعَهُمْ اَوْ مِنْهُمْ ـ (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫০২৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, একদা আমি মসজিদে [নববীতে] বসাছিলাম, তখন গরিব মুহাজিরীনগণও গোল হয়ে একস্থানে বসাছিলেন। এমন সময় হঠাৎ নবী করীম ﷺ প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের নিকট বসে গেলেন। অতঃপর আমিও উঠে তাঁদের নিকট গেলাম। তখন নবী করীম ﷺ তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, গরিব মুহাজিরদেরকে এ সুসংবাদ পৌছে দেওয়া উচিত, যাতে তাঁদের চেহারা আনন্দে ফুটে উঠে। [আর তা হলো এই,] "তারা ধনবান মুহাজিরীনদের চল্লিশ বৎসর আগে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।" তিনি বলেন, তখন আমি দেখলাম যে, তাঁদের চেহারার বর্ণ উজ্জ্বল হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বলেন, এমনকি আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা জাগল, হায়! আমি তাঁদের সঙ্গে থাকতাম অথবা তাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম [তবে কতই না উত্তম হতো]। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ দুনিয়াতে যদি সর্বদা গরিব অবস্থায় থাকতাম এবং আখেরাতে তাদের দলে উঠতে পারতাম।

وَعَنْ ٥٠٢٩ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ اَمَرَنِىْ خَلِيْلِىْ بِسَبْعٍ اَمَرَنِىْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِىْ وَلَا اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِىْ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَصِلَ الرَّحِمَ وَاِنْ اَدْبَرَتْ وَاَمَرَنِىْ اَنْ لَّا اَسْأَلَ اَحَدًا شَيْئًا وَاَمَرَنِىْ اَنْ اَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا وَاَمَرَنِىْ اَنْ لَا اَخَافَ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَاَمَرَنِىْ اَنْ اُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫০২৯. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) বলেন, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু নবী করীম ﷺ আমাকে সাতটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ১. তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন গরিব-মিসকিনদের ভালোবাসার এবং তাদের নৈকট্য লাভের। ২. আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন ঐ ব্যক্তির দিকে তাকাই, যে আমার চেয়ে নিম্নস্তরের এবং ঐ ব্যক্তির দিকে যেন না তাকাই, যে আমার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। ৩. তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আত্মীয়স্বজনদের সাথে সদাচরণ করি, যদিও তারা তাকে ছিন্ন করে। ৪. তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন কারো নিকট কোনো জিনিসের সওয়াল না করি। ৫. তিনি আরও নির্দেশে করেছেন, আমি যেন ন্যায় ও সত্য কথা বলি, যদিও তা তিক্ত হয়। ৬. তিনি আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন আল্লাহর [দীনের] ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় না করি। ৭. এবং তিনি আমাকে এ নির্দেশও দিয়েছেন আমি যেন অধিকাংশ সময় لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পড়ি। কেননা এ কথাগুলো আরশের নিচের কোষাগার হতে আগত। –[আহমদ]

وَعَنْ ٥٠٣٠ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْجِبُهُ مِنَ الدُّنْيَا ثَلٰثَةٌ اَلطَّعَامُ وَالنِّسَاءُ وَالطِّيْبُ فَاَصَابَ اثْنَيْنِ وَلَمْ يُصِبْ وَاحِدًا اَصَابَ النِّسَاءَ وَالطِّيْبَ وَلَمْ يُصِبِ الطَّعَامَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫০৩০. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ দুনিয়ার মধ্য হতে তিনটি জিনিসকে ভালোবাসতেন। খাদ্য, নারী ও সুগন্ধি। এর মধ্যে দুটি তো তিনি লাভ করেছেন, আর একটি লাভ করেননি। লাভ করেছেন নারী ও সুগন্ধি। আর [পর্যাপ্ত পরিমাণ] লাভ করেননি খাদ্য। –[আহমদ]

وَعَنْ ٥٠٣١ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حُبِّبَ اِلَىَّ الطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِىْ فِى الصَّلٰوةِ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالنَّسَائِىُّ) وَزَادَ ابْنُ الْجَوْزِىِّ بَعْدَ قَوْلِهٖ حُبِّبَ اِلَىَّ مِنَ الدُّنْيَا.

৫০৩১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সুগন্ধি ও নারীকে আমার কাছে অতি প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। আর আমার চক্ষুর শীতলতা রাখা হয়েছে নামাজের মধ্যে। –[আহমদ ও নাসায়ী] আর ইবনে জাওযী حُبِّبَ اِلَىَّ-এর পরে مِنَ الدُّنْيَا এ শব্দটি অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'চক্ষুর শীতলতা' এটার অর্থ হলো, আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে নামাজে যে প্রশান্তি ও তৃপ্তি অনুভূত হয়, তা অন্য কোনো ইবাদতে হয় না।

وَعَنْ ٥٠٣٢ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا بَعَثَ بِهٖ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫০৩২. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা. হতে বর্ণিত, রাসূলল্লাহ ﷺ যখন তাঁকে ইয়ামান দেশে পাঠালেন তখন তাঁকে বললেন, নিজেকে বিলাসিতা হতে বাঁচিয়ে রেখো। কেননা আল্লাহর খাস বান্দাগণ বিলাসী জীবনযাপন করেন না। –[আহমদ]

وَعَنْ ٥٠٣٣ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ رَضِيَ مِنَ اللّٰهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِالْقَلِيْلِ مِنَ الْعَمَلِ.

৫০৩৩. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অল্প রিয্‌কে পরিতৃপ্ত ও আল্লাহর ফয়সালার সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, আল্লাহ তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন।

وَعَنْ ٥٠٣٤ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ جَاعَ اَوِ احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِنْ حَلَالٍ. (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫০৩৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে অভুক্ত ও অভাবী ব্যক্তি তার প্রয়োজনের কথা মানুষের নিকট গোপন করে [অর্থাৎ সবর করে] তখন আল্লাহর জিম্মায় এ ওয়াদা রয়েছে যে, তিনি হালালভাবে এক বৎসরের রিজিক তাকে পৌঁছে দেবেন। –[হাদীস দুটি ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

وَعَنْ ٥٠٣٥ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫০৩৫. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমানদার, গরিব, পরিবারের বোঝা বহনকারী. অবৈধ উপায় থেকে বেঁচে থাকে, এমন বান্দাকে ভালোবাসেন। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٥٠٣٦ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ (رضـ) قَالَ اِسْتَسْقٰى يَوْمًا عُمَرُ فَجِىْءَ بِمَاءٍ قَدْ شِيْبَ بِعَسَلٍ فَقَالَ اِنَّهٗ لَطَيِّبٌ لٰكِنِّىْ اَسْمَعُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ نَعٰى عَلٰى قَوْمٍ شَهَوَاتِهِمْ فَقَالَ اَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِىْ حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَاَخَافُ اَنْ تَكُوْنَ حَسَنَاتُنَا عُجِلَتْ لَنَا فَلَمْ يَشْرَبْهُ . (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৫০৩৬. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা.) পান করার জন্য পানি চাইলেন। তখন তাঁর কাছে এমন পানি আনা হলো যাতে মধু মিশ্রিত ছিল। তখন তিনি বললেন, এটা খুব সুস্বাদু বটে। তবে আমি আল্লাহ তা'আলাকে এমন এক কওমের উপর দোষারোপ করতে শুনেছি যারা নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তোমরা তোমাদের দুনিয়ার জিন্দেগিতেই তোমাদের প্রাপ্ত নিয়ামতের স্বাদ উপভোগ করেছ। [এখন পরকালে আর তোমাদের পাওনা কিছুই নেই,] সুতরাং আমি আশঙ্কা করছি [অনুরূপভাবে] আমাদেরকেও আগে-ভাগে দুনিয়াতে তাড়াতাড়ি আমাদের নেক কাজের প্রতিদান দেওয়া হচ্ছে কিনা? এই বলে তিনি আর তা পান করলেন না। –[রাযীন]

وَعَنْ ٥٠٣٧ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ مَا شَبِعْنَا مِنْ تَمْرٍ حَتّٰى فَتَحْنَا خَيْبَرَ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫০৩৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, খায়বর জয় করা পর্যন্ত আমরা খেজুর দ্বারাও পরিতৃপ্ত হইনি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এখানে 'আমরা' দ্বারা হযরত ওমরের পরিবার অথবা সাহাবায়ে কেরাম উভয়টি হতে পারে। তবে দ্বিতীয় অর্থটিই স্পষ্ট। বস্তুত খায়বার বিজয়ের পর মুসলমানদের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসে এবং খাদ্যাভাব দূরীভূত হয়ে যায়।

بَابُ الْاَمَلِ وَالْحِرْصِ
পরিচ্ছেদ : আশা ও লালসা প্রসঙ্গ

"اَلْحِرْصُ" ও "اَلْاَمَلُ" মূলে আরবি শব্দ দুটি প্রায় কাছাকাছি অর্থে ব্যবহৃত হয়। কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে তা লোভ-লালসা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন- ذَرْهُمْ يَاْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ الْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ অর্থাৎ 'তারা যা করে করুক, খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা তাদেরকে মোহাচ্ছন্ন রাখুক- অচিরেই তারা বুঝবে।' অপর এক আয়াতে আছে- لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ অর্থাৎ 'তোমাদের নিকট এমন একজন রাসূল এসেছেন, যিনি তোমাদের মধ্যের-ই একজন। তোমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া তাঁর পক্ষে দুঃসহ-কষ্টদায়ক, তোমাদের সার্বিক কল্যাণেরই তিনি কামনাকারী।' এ পর্যায়ে অনেক আয়াতই কুরআনে উল্লেখ রয়েছে।

লোভ-লালসা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা করা পার্থিব ধনসম্পদ কিংবা দুনিয়াবি পদমর্যাদা প্রভৃতির ব্যাপারে মন্দ বটে। তবে ইলমে-দীন ও ইসলামী জ্ঞান অর্জনের প্রতি আকাঙ্ক্ষা পোষণ বা জেহাদে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা প্রশংসনীয়। এ হিসেবে বলা যায়, আশা-আকাঙ্ক্ষা বা লোভ-লালসার ভালো-মন্দ উভয় দিক রয়েছে। সুতরাং ক্ষেত্রবিশেষে তা নিরূপণ করা হবে। অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহের আলোকে নির্ধারণ করা যাবে কোন কোন পর্যায়ে তা ভালো বা মন্দ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٠٣٨ - عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خَطًّا مُرَبَّعًا وَخَطَّ خَطًّا فِي الْوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ وَخَطَّ خُطُطًا صِغَارًا اِلٰى هٰذَا الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِيْ فِي الْوَسَطِ فَقَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ وَهٰذَا اَجَلُهُ مُحِيْطٌ بِهِ وَهٰذَا الَّذِيْ هُوَ خَارِجٌ اَمَلُهُ وَهٰذِهِ الْخُطُطُ الصِّغَارُ الْاَعْرَاضُ فَاِنْ اَخْطَاَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا وَاِنْ اَخْطَاَهُ هٰذَا نَهَسَهُ هٰذَا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫০৩৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ একটি চতুর্ভুজ আঁকলেন এবং তার মধ্যে একটি রেখা টানলেন যা চতুর্ভুজ অতিক্রম করে বাহিরে চলে গেছে। অতঃপর মধ্য রেখাটির উভয় পার্শ্বে অনেকগুলো ছোট ছোট রেখা এঁকে বললেন, [মনে কর; মধ্যে রেখাটি] এটা মানুষ। আর এটা [অর্থাৎ চতুর্ভুজ] তার বয়সের সীমা, যা তাকে ঘিরে রয়েছে। আর ঐ রেখার বাইরের অংশটি তার আকাঙ্ক্ষা। আর এ সমস্ত ছোট রেখাগুলো তার বিপদ-মসিবত [যাতে সে আপতিত হতে পারে]। যদি সে একটি বিপদে হতে রক্ষা পায় তবে পরবর্তী বিপদে আক্রান্ত হয়। যদি সেটা হতেও রক্ষা পায় তবে এর পরেরটিতে আক্রান্ত হয়। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ প্রতিটি মানুষ বয়সসীমার আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। চতুর্দিক হতে বয়সসীমা তথা মৃত্যু তাকে বেষ্টন করে রয়েছে। কিন্তু তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমানা হায়াতের চেয়েও অনেক দূরে। বিপদ-আপদ হতে এড়িয়ে গেলেও আকাঙ্ক্ষার মাঝপথে মৃত্যু তাকে পেয়ে বসবেই। চিত্রের মাধ্যমে এর উদাহরণ হলো-

وَعَنْ ٥٠٣٩ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ خَطَّ النَّبِيُّ ﷺ خُطُوطًا فَقَالَ هٰذَا الْاَمَلُ وَهٰذَا اَجَلُهُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذَا جَاءَهُ الْخَطُّ الْاَقْرَبُ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)
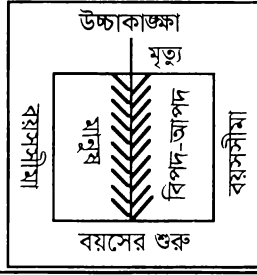
৫০৩৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ কয়েকটি রেখা আঁকলেন। তারপর বললেন, এটা [এই রেখাটি] আকাঙ্ক্ষা। আর এটা তার আয়ু [এর রেখা]। এ অবস্থায় আশা-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে হঠাৎ নিকটতম রেখাটি [অর্থাৎ মৃত্যু] তার দিকে এগিয়ে আসে। -[বুখারী]

وَعَنْهُ ٥٠٤٠ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ مِنْهُ اثْنَانِ الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০৪০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তান বৃদ্ধ হয় এবং দুটি জিনিস তার মধ্যে জওয়ান হয়- সম্পদের প্রতি মোহ এবং দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٠٤١ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِيْ اِثْنَيْنِ فِيْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বৃদ্ধ লোকের অন্তর দুটি ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান হতে থাকে। দুনিয়ার মহব্বত ও দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٠٤٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلٰى امْرِءٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَغَهُ سِتِّيْنَ سَنَةً . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫০৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির ওজরের অবকাশ রাখেননি যার মৃত্যুকে বিলম্বিত করে ষাট বছরে পৌঁছে দিয়েছেন। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যে ব্যক্তি ষাট বছর বয়স পেয়েছে, তার পক্ষে এ কথা বলার অবকাশ নেই যে, "আল্লাহ যদি আমাকে আরও বেশি বয়স দিতেন, তবে আমি গুনাহ হতে তওবা করতাম এবং দীনের অনেক কাজ করতাম।"

وَعَنْ ٥٠٤٣ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَوْكَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ

৫০৪৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানকে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ দুটি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। বস্তুত আদম সন্তানের পেট

ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পরিপূর্ণ করতে পারবে না; আর যে আল্লাহর কাছে তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : এখানে 'মাটি' দ্বারা কবরের মাটিকেই বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুতেই তার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটবে, এর আগে নয়। অবশ্য যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদ হতে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চায় আল্লাহ তাকে হেফাজতে রাখবেন।

وَعَنْ ٥٠٤٤ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِبَعْضِ جَسَدِىْ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫০৪৪. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার শরীরের এক অংশ ধরে বললেন, পৃথিবীতে মুসাফির অথবা পথযাত্রীর ন্যায় জীবনযাপন কর। আর প্রতিনিয়ত নিজেকে কবরবাসী মনে কর। –[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠٤٥ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ مَرَّ بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَا وَاُمِّىْ نُطَيِّنُ شَيْئًا فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَبْدَ اللّٰهِ قُلْتُ شَىْءٌ نُصْلِحُهُ قَالَ الْاَمْرُ اَسْرَعُ مِنْ ذٰلِكَ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫০৪৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দিয়ে এমন সময় অতিক্রম করলেন তখন আমি ও আমার মা মাটির গারা দ্বারা [ঘর] মেরামতের কিছু কাজ করছিলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আব্দুল্লাহ! এটা কি করছ? বললাম, একটি খণ্ড আমরা তা মেরামত করছি। তিনি বললেন, মৃত্যু তা অপেক্ষা অধিক দ্রুত আগমনকারী। –[আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥٠٤٦ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يُهْرِيْقُ الْمَاءَ فَيَتَيَمَّمُ بِالتُّرَابِ فَاَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيْبٌ يَقُوْلُ مَا يُدْرِيْنِىْ لَعَلِّىْ لَا اَبْلُغُهُ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَابْنُ الْجَوْزِىْ فِىْ كِتَابِ الْوَفَاءِ)

৫০৪৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করার পর মাটি দ্বারা তায়াম্মুত করতেন। আমি বলতাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! পানি তো আপনার নিকটেই তিনি বলতেন, আমি কিরূপে জানব যে, [মৃত্যু আসার পূর্বে] আমি সেই পর্যন্ত পৌছতে পরব কিনা? –[শরহে সুন্নাহ ও কিতাবুল ওফা ইবনে জাওযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ মুহূর্তের জন্যও বে-অজু থাকা পছন্দ করতেন না। পাক-পবিত্র অবস্থায় সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন।

وَعَنْ ٥٠٤٧ أَنَسٍ (رض) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هٰذَا ابْنُ اٰدَمَ وَهٰذَا اَجَلُهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ قَفَاهُ ثُمَّ بَسَطَ فَقَالَ وَثَمَّ اَمَلُهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫০৪৭. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এই হলো মানুষ আর এটা হলো তার জীবন-সীমা [মৃত্যু]। এটা বলে তিনি তার পিছনে হাত রাখলেন। অতঃপর হাত প্রসারিত করে বললেন, এ স্থানে মানুষের আকাঙ্ক্ষা। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ মৃত্যু মানুষের অতি নিকটবর্তী, কিন্তু সে এটা হতে গাফেল থাকে অত্যধিক আশা-আকাঙ্ক্ষার পশ্চাদ্ধাবন করতে থাকে

وَعَنْ ٥٠٤٨ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَرَزَ عُوْدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاٰخَرَ اِلٰى جَنْبِهٖ وَاٰخَرَ اَبْعَدَ فَقَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا هٰذَا قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ هٰذَا الْاِنْسَانُ وَهٰذَا الْاَجَلُ اُرَاهُ قَالَ وَهٰذَا الْاَمَلُ فَيَتَعَاطَى الْاَمَلَ فَلَحِقَهُ الْاَجَلُ دُوْنَ الْاَمَلِ . (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫০৪৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ নিজের সম্মুখে [মাটিতে] একটি কাঠি গাড়লেন এবং তারই পার্শ্বে আরেকটি গাড়লেন। অতঃপর [তৃতীয়] আরেকটি গাড়লেন তা হতে অনেক দূরে। তারপর উপস্থিত লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান এটা কি? তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, [মনে কর] এই প্রথম কাঠিটি হলো মানুষ। আর দ্বিতীয়টি হলো তার মৃত্যু। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) [সন্দেহজনকভাবে] বলেন, দূরবর্তী তৃতীয় কাঠিটির প্রতি ইঙ্গিত করে নবী করীম ﷺ বলেছেন, 'তা হলো তার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা।' এদিকে সে মোহের সাগরে ডুবে থাকে, অপর দিকে তা পূর্ণ না হতে মৃত্যু তাকে পেয়ে বসে। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٥٠٤٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عُمْرُ اُمَّتِىْ مِنْ سِتِّيْنَ سَنَةً اِلٰى سَبْعِيْنَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫০৪৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের বয়সের সীমা ষাট হতে সত্তর বৎসর পর্যন্ত। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْهُ ٥٠٥٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَعْمَارُ اُمَّتِىْ مَا بَيْنَ سِتِّيْنَ اِلَى السَّبْعِيْنَ وَاَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوْزُ ذٰلِكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَذُكِرَ حَدِيْثُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ فِىْ بَابِ عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ)

৫০৫০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের বয়স ষাট হতে সত্তর বৎসরের মধ্যবর্তী এবং এমন লোকের সংখ্যা কম হবে যারা তা অতিক্রম করবে। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীরের বর্ণিত হাদীস "রোগীর সেবাযত্ন" পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের বয়স ছিল খুব বেশি। সেই তুলনায় এ উম্মতের বয়সের গড় ষাট ও সত্তরের মধ্যবর্তী। সুতরাং যার বয়স ষাট হয়েছে, তাকে বুঝতে হবে সে তার শেষ সীমায় পৌঁছেছে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, অতীত ও বর্তমানে মানুষের বয়সের সীমা সত্তর অতিক্রমকারীর সংখ্যা তূলনামূলক কম।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠٥١ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَ اَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْاَمَلُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫০৫১. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাঁদা হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, এ উম্মতের কল্যাণের সূচনা হলো [আল্লাহর প্রতি] একিন ও বিশ্বাস এবং [দুনিয়ার প্রতি] বিরাগ অবলম্বন করা। আর অনিষ্টতার মূল হলো কার্পণ্য ও লোভ-লালসা। −[বায়হাকী]

وَعَنْ ٥٠٥٢ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ لَيْسَ الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا بِلُبْسِ الْغَلِيْظِ وَالْخَشِنِ وَاَكْلِ الْجَشِبِ اِنَّمَا الزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا قَصْرُ الْاَمَلِ ـ (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫০৫২. অনুবাদ : হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, খসখসে মোটা পোশাক পরিধান করা এবং স্বাদবিহীন খাদ্য ভক্ষণ করা বুজুর্গি বা পরহেজগারি নয়; বরং প্রকৃত পরহেজগারি হলো দুনিয়ার প্রতি মোহকে খাটো রাখা। −[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٥٠٥٣ زَيْدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسُئِلَ اَىُّ شَىْءٍ اَلزُّهْدُ فِى الدُّنْيَا قَالَ طِيْبُ الْكَسْبِ وَقَصْرُ الْاَمَلِ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫০৫৩. অনুবাদ : হযরত যায়েদ ইবনে হোসাইন (র.) বলেন, আমি হযরত ইমাম মালেক (র.)-কে বলতে শুনেছি। একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, দুনিয়াতে "যুহ্দ" বা পরহেজগারি কাকে বলে? উত্তরে তিনি বলেন, হালাল উপার্জন এবং আকাঙ্ক্ষা খাটো রাখা।
−[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : اَلزُّهْدُ [যুহ্দ] এটা একটি আরবি পরিভাষা। এর আভিধানিক অর্থ হলো− দুনিয়ার মোহ হতে অন্তরকে ফিরিয়ে রাখা। বস্তুত এটা শুধুমাত্র অন্তরেরই কাজ। কেউ কেউ মনে করেন, দুনিয়াদারি হতে বিরত থাকা, তাকে বর্জন করাই প্রকৃত 'যুহদ' এবং এমন ব্যক্তিই زَاهِدٌ 'যাহেদ' ; কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেছেন, যার লেনদেন সহীহ নয়, হালাল-হারামে তারতম্য করে না সে যাহেদ বা পরহেজগার নয়।

بَابُ اِسْتِحْبَابِ الْمَالِ وَالْعُمُرِ لِلطَّاعَةِ
পরিচ্ছেদ : ইবাদতের জন্য হায়াত ও দৌলতের আকাঙ্ক্ষা করা

ভোগ-বিলাসের জন্য মালসম্পদ এবং দীর্ঘ হায়াতের আকাঙ্ক্ষা নিন্দনীয়। অবশ্য ইবাদতের নিয়তে তথা তা পুণ্যময় কাজে ব্যয় করার উদ্দেশ্য কামনা করা জায়েজ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٠٥٤ - عَنْ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ لَا حَسَدَ اِلَّا فِيْ اِثْنَيْنِ فِيْ بَابِ فَضَائِلِ الْقُرْاٰنِ .

৫০৫৪. অনুবাদ : হযরত সা'দ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পরহেজগার, মালদার, নির্জনে ইবাদতকারী বান্দাকে ভালোবাসেন। -[মুসলিম] হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস, "দুটি বস্তু ব্যতীত অন্য কিছুতে ঈর্ষা নেই" ফাযায়েলে কুরআন-এর পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের শব্দ اَلْخَفِيُّ অর্থ- নির্জনে নফল ইবাদতরত অথবা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে গোপনে দান-সদকাকারী।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٥٥ - عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ (رض) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ فَاَيُّ النَّاسِ شَرٌّ قَالَ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِيُّ)

৫০৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ বকর (রা.) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে উত্তম কে? তিনি বললেন, যার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং আমল ভালো থাকে। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, মন্দ ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যার বয়স দীর্ঘ হয়, কিন্তু আমল খারাপ থাকে। -[আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী]

٥٠٥٦ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اٰخٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَحَدُهُمَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهُ بِجُمُعَةٍ اَوْ نَحْوِهَا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَا قُلْتُمْ قَالُوْا دَعَوْنَا

৫০৫৬. অনুবাদ : হযরত উবায়দ ইবনে খালেদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। তাদের একজন আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর দ্বিতীয়জন তার এক সপ্তাহ অথবা এটার কাছাকাছি সময়ে [আপন বাড়িঘরে] মৃত্যুবরণ করল। লোকেরা এ ব্যক্তির জানাজা পড়ে অবসর হলে নবী করীম ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা [এই মৃত ব্যক্তির জানাজায়] কি দোয়া পড়েছ? তারা বলল, আমরা আল্লাহর নিকট এই দোয়া করেছি তিনি যেন তাকে মাফ

اللّٰهَ اَنْ يَغْفِرَ لَهٗ وَيَرْحَمَهٗ وَيُلْحِقَهٗ بِصَاحِبِهٖ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَيْنَ صَلٰوتُهٗ بَعْدَ صَلٰوتِهٖ وَعَمَلُهٗ بَعْدَ عَمَلِهٖ اَوْ قَالَ صِيَامُهٗ بَعْدَ صِيَامِهٖ لِمَا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

করে দেন, তার প্রতি অনুগ্রহ করেন এবং তাকে তার [শহীদ] বন্ধুর সাথে মিলিত করেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, এ ব্যক্তির নামাজ এবং অন্যান্য নেক আমল কোথায় গেল যা সে তার [শহীদ] ভাইয়ের মৃত্যুর পরে [এক সপ্তাহ জীবিত থাকাকালীন সময়ে] আদায় করেছিল? অথবা তিনি বলেছেন, শহীদ ভাইয়ের রোজার পরে এ ব্যক্তি যে কয়দিন আপন রোজা রেখেছিল? বস্তুত [জান্নাতে] তাদের উভয়ের মর্যাদার ব্যবধান আসমান ও জমিনের মধ্যকার দূরত্বের সমপরিমাণ। -[আবূ দাউদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : অর্থাৎ এক ভাইয়ের শাহাদাতের পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের আমল ও মর্যাদা আল্লাহর নিকট একই সমান থাকলেও শাহাদাতের পর তার আমল বন্ধ হয়ে গেছে। আর অপর ভাই সপ্তাহকাল পর পর্যন্ত জীবিত থেকে যে সমস্ত নেক আমল করেছে এতে তার মর্যাদা সেই ভাইয়ের চেয়ে অনেক বুলন্দ হয়ে গেছে। নবী করীম ﷺ -এর এ বাক্য হতে পরোক্ষভাবে এটাও বুঝা গেল যে, কোনো কোনো ব্যক্তির আমল শহীদী মর্যাদা অপেক্ষাও উচ্চতর হতে পারে। যেমন, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মর্যাদা, অথচ তিনি জেহাদে শহীদ হননি।

وَعَنْ ٥٠٥٧ اَبِيْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِيِّ (رضـ) اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ ثَلٰثٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ فَاَمَّا الَّذِيْ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَاِنَّهٗ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا اِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا عِزًّا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ وَاَمَّا الَّذِيْ اُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوْهُ فَقَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَيَصِلُ رَحِمَهٗ وَيَعْمَلُ لِلّٰهِ فِيْهِ بِحَقِّهٖ فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا

৫০৫৭. **অনুবাদ :** হযরত আবু কাবশা আনমারী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন। এমন তিনটি ব্যাপার আছে যার [সত্যতার] উপর আমি শপথ করতে পারি এবং আমি তোমাদের সামনে অপর একটি হাদীস বর্ণনা করব, তাকেও ভালোভাবে স্মরণ রাখবে। আর যে ব্যাপারে আমি শপথ করছি তা হলো- ক. সদকা-খয়রাতের দরুন কোনো বান্দার সম্পদে হ্রাস হয় না। খ. যে মজলুম বান্দা জুলুমের শিকার হয়ে ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তা'আলা তার সম্মান বৃদ্ধি করবেন। গ. আর যে বান্দা ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাব ও দরিদ্রতার দরজা খুলে দেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি যে হাদীসটি তোমাদেরকে বলব, তাকে খুব ভালোভাবে সংরক্ষণ কর। তা হলো- প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া হলো চার শ্রেণির লোকের জন্য। ১. এমন বান্দা আল্লাহ যাকে মাল ও ইলম উভয়টি দান করেছেন। তবে সে তা খরচ করতে আপন রবকে ভয় করে [অর্থাৎ হারাম পথে ব্যয় করে না]। আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মালের হক মোতাবেক আমল করে [অর্থাৎ খরচ করে।] এ ব্যক্তির মর্যাদা সর্বোত্তম। ২. এমন বান্দা- যাকে আল্লাহ ইল্‌ম দান করেছেন, কিন্তু তাকে সম্পদ দান করেননি। তবে সে এই সত্য এবং সঠিক নিয়তে বলে, যদি আমার মালসম্পদ থাকত তাহলে আমি অমুকের ন্যায় নেকির পথে খরচ করতাম।

وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِىْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْمَلُ فِيْهِ بِحَقٍّ فَهٰذَا بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِىْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهُ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ)

এ দু ব্যক্তির ছওয়াব একই সমান। ৩. এমন বান্দা– যাকে আল্লাহ মালসম্পদ দিয়েছেন, কিন্তু ইলম দান করেননি। তার ইলম না থাকার দরুন সে নিজের সম্পদের ব্যাপারে স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, এতে সে আল্লাহকে ভয় করে না। আত্মীয়স্বজনদের সাথে আর্থিক সদ্ব্যবহার রাখে না এবং নিজ সম্পদ হক পথে ব্যয় করে না। এ ব্যক্তি হলো সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের। ৪. এমন বান্দা– যার কাছে মালও নাই ইল্‌মও নেই। সে আকাঙ্ক্ষা করে বলে, যদি আমার কাছে মাল থাকত, তাহলে আমি তা অমুক ব্যক্তির মতে, ব্যয় করতাম। এ বান্দাও তার এ মন্দ নিয়তের দরুন গুনার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির সমান। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন এ হাদীসটি সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ নেক কাজে খরচ করার জন্য মালসম্পদের কামনা করলেও তাতে ছওয়াব পাওয়া যাবে, যদিও মাল না থাকে। পক্ষান্তরে মন্দ পথে ব্যয় করার নিয়তে মালের আকাঙ্ক্ষা করলে গুনাহ হবে, যদিও বাস্তবে তা ব্যবহার নাও করে।

وَعَنْ ٥٠٥٨ اَنَسٍ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَرَادَ بِعَبْدٍ خَيْرًا اِسْتَعْمَلَهُ فَقِيْلَ وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ قَبْلَ الْمَوْتِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫০৫৮. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দার কল্যাণ কামনা করেন তখন তাকে ভালো কাজে নিয়োজিত করেন। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে তার দ্বারা ভালো কাজ করান? তিনি বললেন, মৃত্যুর পূর্বে তাকে ভালো কাজ করার তাওফীক দান করেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٠٥٩ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫০৫৯. অনুবাদ : হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তিকে স্বীয় আয়ত্তাধীনে রেখেছেন এবং মৃত্যুর পরের জন্য নেকির পুঁজি সংগ্রহ করেছে, সে ব্যক্তিই প্রকৃত সবল ও বুদ্ধিমান। আর যে ব্যক্তি আপন প্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে আল্লাহর প্রতি ক্ষমার আশা পোষণ করে, বস্তুত সে-ই অক্ষম [ও নির্বোধ]। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যে ব্যক্তি কোনো নেক আমল না করে লাগামহীনভাবে জীবনযাপন করে এবং আল্লাহ রহীম, করীম, গাফ্‌ফার ও সাত্তার ইত্যাদি বলে পরকালে নাজাতের আশা রাখে, সে মুর্খ ও বোকা। বস্তুত শয়তান তাকে ধোঁকার ফেলে রেখেছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৫০৬০ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُنَّا فِيْ مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَعَلٰى رَأْسِهِ اَثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ اَجَلْ قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِيْ ذِكْرِ الْغِنٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا بَأْسَ بِالْغِنٰى لِمَنْ تَقِيَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰى خَيْرٌ مِنَ الْغِنٰى وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫০৬০. **অনুবাদ :** হযরত নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী (রা.) বলেন, একদা আমরা এক মজলিসে বসাছিলাম, এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্যে এই অবস্থায় আগমন করলেন যে, তাঁর মাথায় পানির চিহ্ন ছিল। [অর্থাৎ সদ্য গোসল করেছেন।] আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনাকে প্রফুল্ল দেখছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, ঠিকই। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকজন মালসম্পদের আলোচনায় লিপ্ত হলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহকে ভয় করে তার জন্য সম্পদশালী হওয়াতে কোনো দোষ নেই। বস্তুত মুত্তাকীর জন্য সুস্থ হওয়া সম্পদশালী হওয়া অপেক্ষা অনেক উত্তম এবং মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ পাকের নিয়ামতসমূহের অন্যতম একটি নিয়ামত। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আল্লাহভীরু, শোকরগোযার মালদার হওয়া দূষণীয় নয় বটে, তবে নীরোগ, স্বাস্থ্যবান ও মানসিক প্রফুল্লতায় থাকা তা হতে অধিক শ্রেয়। কেননা পার্থিব সম্পদের জবাবদিহি হবে অনেক কঠিন।

৫০৬১ - وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ كَانَ الْمَالُ فِيْمَا مَضٰى يُكْرَهُ فَاَمَّا الْيَوْمَ فَهُوَ تُرْسُ الْمُؤْمِنِ وَقَالَ لَوْلَا هٰذِهِ الدَّنَانِيْرُ لَتَمَنْدَلَ بِنَا هٰؤُلَاءِ الْمُلُوْكُ وَقَالَ مَنْ كَانَ فِيْ يَدِهٖ مِنْ هٰذِهٖ شَيْءٌ فَلْيُصْلِحْهُ فَاِنَّهٗ زَمَانٌ اِنِ احْتَاجَ كَانَ اَوَّلَ مَنْ يَّبْذُلُ دِيْنَهٗ وَقَالَ الْحَلَالُ لَا يَحْتَمِلُ السَّرَفَ - (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫০৬১. **অনুবাদ :** হযরত সুফিয়ান ছাওরী (র.) বলেছেন, অতীতকালে মালসম্পদকে অপছন্দ মনে করা হতো। কিন্তু আজকাল মালসম্পদ হলো এ সমস্ত রাজা-বাদশাহগণ আমাদেরকে হাত মোছার রুমাল বানিয়ে ফেলত। [অর্থাৎ, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখত।] তিনি আরও বলেছেন, যার হাতে এ মালসম্পদের কিছু পরিমাণ আছে, সে যেন অবশ্যই তার সঠিক ব্যবহার করে। কেননা, বর্তমান সময় যদি কেউ অভাবে পতিত হয়, সে ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের দীনের বিনিময়ে দুনিয়া লাভ করবে। সুফিয়ান আরও বলেছেন, হালালভাবে অর্জিত মালের মধ্যে এসরাফের অবকাশ নেই। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ বৈধভাবে অর্জিত সম্পদ এত প্রচুর হয় না যা অবৈধ পথে ব্যয় করা যায়। অথবা তাকে অপব্যয় করে ধ্বংস করা উচিত নয়। কেননা তা হলো তার দীন রক্ষা করার বিরাট সহায়ক এবং পরমুখাপেক্ষিতা হতে তাকে হেফাজত রাখার ঢালস্বরূপ।

وعن ٥٠٦٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُنَادِيْ مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ اَبْنَاءُ السِّتِّيْنَ وَهُوَ الْعُمُرُ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫০৬২. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন একজন ঘোষণাকারী এই ঘোষণা করবেন; ষাট বৎসর বয়সপ্রাপ্ত লোকেরা কোথায়? এটা বয়সের এমন একটি সীমা, যার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা [কুরআন মাজীদে] বলেছেন, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করি নাই যাতে কোনো উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? অথচ তোমাদের নিকট ভীতি প্রদর্শনকারী এসেছেন।' –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** "ভীতি প্রদর্শনকারীর আগমন" দ্বারা বার্ধক্য বা কুরআন অথবা রাসূল অথবা মৃত্যু অথবা এ সমস্ত কিছু বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ বয়সের এ সীমায় পৌঁছার পর তোমাদেরকে এ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল যে, "আমরা হায়াতের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি. অচিরেই আমাদের পরপারের ডাক আসবে, কাজেই তওবা করে পবিত্র হয়ে যাই।" সুতরাং এখন আর তোমাদের ওজর-আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

وعن ٥٠٦٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ (رض) قَالَ اِنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِيْ عُذْرَةَ ثَلٰثَةً اَتَوُا النَّبِيَّ ﷺ فَاَسْلَمُوْا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ يَكْفِيْنِيْهِمْ قَالَ طَلْحَةُ اَنَا فَكَانُوْا عِنْدَهٗ فَبَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ اَحَدُهُمْ فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ الْاٰخَرُ فَاسْتُشْهِدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَاَيْتُ هٰؤُلَاءِ الثَّلٰثَةَ فِي الْجَنَّةِ وَرَاَيْتُ الْمَيِّتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ اَمَامَهُمْ وَالَّذِي اسْتُشْهِدَ اٰخِرًا يَلِيْهِ وَاَوَّلُهُمْ يَلِيْهِ فَدَخَلَنِيْ مِنْ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ ذٰلِكَ

৫০৬৩. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) বলেন, একবার আয্‌রা গোত্রীয় তিন ব্যক্তি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন নবী করীম ﷺ [সাহাবায়ে কেরামদেরকে উদ্দেশ্য করে] বললেন, তোমাদের মধ্যে কে এদের দায়িত্ব নিতে পারে? হযরত তালহা (রা.) বললেন, আমি। [শাদ্দাদ বলেন,] সুতরাং তারা তালহার নিকট থাকতে লাগল, এরপর এক সময় নবী করীম ﷺ কোনো এক অভিযানে একদল সৈন্য প্রেরণ করলেন, তখন তাদের [উক্ত তিনজনের] একজন ঐ সেনাদলের সাথে বের হলো এবং যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল। অতঃপর নবী করীম ﷺ আরেকটি সেনাদল পাঠালেন। এ দলের সাথেও দ্বিতীয় একজন বের হলো এবং সেও শহীদ হলো। এরপর [একদিন] তৃতীয়জন [স্বভাবিক অবস্থায়] আপন বিছানায় মৃত্যুবরণ করল বর্ণনাকারী ইবনে শাদ্দাদ বলেন, হযরত তালহা (রা.) বললেন, এরপর আমি এক সময় উক্ত ব্যক্তিত্রয়কে [স্বপ্নযোগে] বেহেশতের মধ্যে দেখতে পেলাম এবং এটাও দেখলাম যে, আপন বিছানায় মৃত ব্যক্তিটি তাদের সম্মুখে রয়েছে এবং দ্বিতীয় অভিযানে শহীদ ব্যক্তিটি রয়েছে তার পিছনে. আর এর পিছনে রয়েছে প্রথম ব্যক্তি। [হযরত তালহা (রা.) বলেন,] তাদের এই ক্রমিক মানে আমার মনে একটি খটকা জাগল। সুতরাং এ কথাটি আমি নবী করীম ﷺ -এর নিকট ব্যক্ত

فَقَالَ وَمَا اَنْكَرْتَ مِنْ ذٰلِكَ لَيْسَ اَحَدٌ اَفْضَلُ عِنْدَ اللّٰهِ مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِى الْاِسْلَامِ لِتَسْبِيْحِهٖ وَتَكْبِيْرِهٖ وَتَهْلِيْلِهٖ .

করলাম। তখন তিনি বললেন, কিসে তুমি আশ্চর্যান্বিত হলে? [জেনে রাখ!] যে ঈমানদার ইসলামের মধ্যে থেকে তাসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল আদায় করার জন্য অতিরিক্ত বয়সের সুযোগ পেয়েছে এমন মু'মিন অপেক্ষা আল্লাহর নিকট অন্য কেউ উত্তম নয়। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এর অর্থ এই নয় যে, শাহাদাতের মর্যাদাকে এখানে খাটো করে দেখানো হয়েছে; বরং এ কথাটি ঠিক যে, সমস্ত শহীদ বেহেশতে প্রবেশ করবেন, তার শাহাদাতের মর্তবাটি হলো স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই বলে শহীদ নয় এমন সকল ব্যক্তি তাদের অতিরিক্ত আমলের ছওয়াব পাবে না, এটা দৃঢ়তার সাথে বলা যায় না।

وَعَنْ ٥٠٦٤ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ عُمَيْرَةَ وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ عَبْدًا لَوْ خَرَّ عَلٰى وَجْهِهٖ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ اِلٰى اَنْ يَمُوْتَ هَرَمًا فِىْ طَاعَةِ اللّٰهِ لَحَقَّرَهٗ فِىْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَوَدَّ اَنَّهٗ رُدَّ اِلَى الدُّنْيَا كَيْمَا يَزْدَادَ مِنَ الْاَجْرِ وَالثَّوَابِ . (رَوَاهُمَا اَحْمَدُ)

৫০৬৪. অনুবাদ : মহযরত মুহাম্মদ ইবনে আবূ আমীরা (রা.) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি বলেছেন, যে বান্দা জন্মদিন হতে আল্লাহর আনুগত্যে ও বন্দেগিতে নতশির থেকে বার্ধক্যে মৃত্যুবরণ করে, সে কিয়ামতের দিন তার কৃত ইবাদত-বন্দেগিকে খুবই নগণ্য মনে করবে এবং এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে যদি তাকে পুনরায় দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হয় তবে সে নেক আমল করে আরও অধিক ছওয়াব হাসিল করতে সক্ষম হতো। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ প্রত্যেক ইবাদত-বন্দেগিকারী বান্দা তার নেক আমলের পুরস্কার ও প্রতিদানকে কিয়ামতের দিন সামান্য মনে করে পুনরায় দুনিয়াতে আসার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করবে। যদিও সে নেক আমল করতে করতে বৃদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

بَابُ التَّوَكُّلِ وَالصَّبْرِ
পরিচ্ছেদ : তাওয়াক্কুল ও সবর প্রসঙ্গ

صَبْر ও تَوَكُّل মূলে এ দুটি আরবি শব্দ। সচরাচর আমাদের পরিভাষায়ও ব্যবহার হয়ে থাকে। تَوَكُّل [তাওয়াক্কুল] অর্থ– ভরসা করা। ইমাম আহমদ (র.) বলেছেন, এটা অন্তরের কাজ। সুতরাং এটা মুখের দ্বারা বলা কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রকাশ করার বস্তু নয়। বান্দার পক্ষ হতে নিজ কাজের দায়িত্ব আল্লাহর উপরে সোপর্দ করে দেওয়ার নামই হলো তাওয়াক্কুল।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٠٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০৬৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে হতে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা হলো ঐ সমস্ত লোক যারা মন্ত্র-তন্ত্র করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না এবং তারা নিজেদের পরওয়ারদিগারের উপর ভরসা রাখে। –[বুখারী ও মুসলিম]

٥٠٦٦ - وَعَنْهُ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْاُمَمُ فَجَعَلَ يَمُرُّ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ وَالنَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِيُّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ فَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَرَجَوْتُ اَنْ يَكُوْنَ اُمَّتِيْ فَقِيْلَ هٰذَا مُوْسٰى فِيْ قَوْمِهِ ثُمَّ قِيْلَ لِيْ اُنْظُرْ فَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَقِيْلَ لِيْ اُنْظُرْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا فَرَاَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْاُفُقَ فَقِيْلَ هٰؤُلَاءِ اُمَّتُكَ وَمَعَ هٰؤُلَاءِ سَبْعُوْنَ اَلْفًا قُدَّامُهُمْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَلَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَكْتَوُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ

৫০৬৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বাইরে এসে [আমাদেরকে] বললেন, [পূর্বের নবীগণের] উম্মতদেরকে আমার সম্মুখে পেশ করা হয়। [দেখলাম] একজন নবী যাচ্ছেন, তাঁর সঙ্গে রয়েছে মাত্র একজন লোক। আরেকজন নবী, তাঁর সঙ্গে রয়েছে কেবল দুজন লোক। অন্য এক নবীর সঙ্গে রয়েছে একদল লোক। একজন নবী এমনও ছিলেন, যাঁর সাথে কেউ ছিল না। অতঃপর দেখলাম এক বিরাট জামাত, যা দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, এ জামাতটি যদি আমার উম্মত হতো! এ সময় বলা হলো, এটা হযরত মূসা (আ.) ও তাঁর জাতি। অতঃপর আমাকে বলা হলো, আপনি ভালো করে নজর করুন। তখন আমি দিগন্ত জোড়া একটি বিশাল জামাত দেখলাম। এ সময় আমাকে আবার বলা হলো, আপনি এদিক-ওদিক দেখুন। তখন আমি বিরাট জামাত দেখতে পেলাম, যা [এ সকল] দিগন্ত জুড়ে রয়েছে। এবার আমাকে জানানো হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের অগ্র ভাগে সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে। তারা ঐ সমস্ত লোক যারা অশুভ-অমঙ্গল চিহ্ন বা লক্ষণ মানে না, ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র-তন্ত্রের ধার ধারে না এবং [আগুনে পোড়া লোহার] দাগ লাগায় না। তারা আপন পরওয়ারদিগারের উপর

عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ قَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

ভরসা রাখে। তখন উককাশা ইবনে মিহসান দাঁড়িয়ে বললেন, [ইয়া রাসূলাল্লাহ!] আল্লাহর কাছে দোয়া করুন তিনি যেন আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি এই বলে দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! তাকেও তাদের মধ্যে শামিল কর! এরপর আরেক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং আরজ করল; আমার জন্যও আল্লাহর কাছে দোয়া করুন, তিনি যেন আমাকেও এদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে উক্কাশা তোমার আগে সুযোগ নিয়ে গেছে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'শুভ-অশুভ চিহ্ন না মানা'– ইসলামের পূর্বে আরবের লোকেরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হওয়ার পূর্বে পাখি উড়াত। যদি তা ডানদিকে যেতো তখন তাকে শুভ এবং বামদিকে গেলে অশুভ লক্ষণ মনে করত। [ইসলাম এ ধরনের বিশ্বাসকে সমর্থন করে না।] رُقْيَة অর্থ– ঝাড়ফুঁক বা মন্ত্র! অর্থাৎ তারা আদৌ এটা করে না অথবা কুরআন-হাদীস বিরোধী জাহিলি যুগের রীতি অনুযায়ী কুফরি বাক্য দ্বারা এ কাজ করে না। كَيٌّ অর্থ– লোহ গরম করে ক্ষতস্থানে দাগ দেওয়া। জাহিলি যুগের লোকদের এ দৃঢ় বিশ্বাস বা আকিদা ছিল যে, শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে তপ্ত লোহা দিয়ে দাগ দিলে দেহ রোগাক্রান্ত হয় না। অবশ্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রোগ নিরাময়কারী বিশ্বাস রেখে ক্ষতস্থানে বিজ্ঞ চিকিৎসকের নির্দেশে দাগ দেওয়া জায়েজ আছে।

وَعَنْ ٥٠٦٧ صُهَيْبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫০৬৭. অনুবাদ : হযরত সুহায়ব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঈমানদারের ব্যাপারটাই অদ্ভুত। বস্তুত ঈমানদারের প্রতিটি কাজই তার জন্য মঙ্গলময়। আর এটা একমাত্র মু'মিনদেরই বৈশিষ্ট্য। তার সচ্ছলতা অর্জিত হলে সে শোকর করে, এটা তার জন্য কল্যাণকর। তার উপর কোনো বিপদ আসলে সে সবর করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٠٦٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫০৬৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল ঈমানদার হতে অধিক উত্তম ও আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। [কেননা কল্যাণের মূলই হলো ঈমান; আর তা কমবেশি উভয় প্রকারের মু'মিনের মধ্যে মওজুদ আছে।] আর [দীনি] যে কাজে তোমার উপকার হবে, তার প্রতি আগ্রহ রাখ এবং আল্লাহ তা'আলার মদদ কামনা কর [কিন্তু তা অর্জনে] দুর্বলতা প্রদর্শন করো না। যদি তোমার কোনো কাজে [চাই তা দীন সম্পর্কীয় হোক বা দুনিয়াবি ব্যাপারে হোক] কিছু ক্ষতি সাধিত হয় তখন তুমি এভাবে বলো না– "যদি আমি কাজটি এভাবে এভাবে করতাম তাহলে আমার এই এই ভালো হতো।" বরং বল, আল্লাহ এটাই তাকদীরে রেখেছিলেন, আর তিনি যা চান তাই করেন। 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'শয়তানের কাজের পথ উন্মুক্ত করে দেয়' এর অর্থ হলো, শয়তান অন্তরের মধ্যে ঈমানের পরিপন্থি নানা প্রকারের ওয়াস্ওয়াসা সৃষ্টি করে এবং আল্লাহর কাজের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা হতে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٠٦٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫০৬৯. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযথ ভরসা কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিজিক দান করবেন, যেরূপ পাখিকে রিজিক দিয়ে থাকেন। তারা ভোরে খালি পেটে বের হয় এবং দিনের শেষে ভরা পেটে [বাসায়] ফিরে আসে। -[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল বা ভরসা করার অর্থ এটা নয় যে, চেষ্ট-তদবির বন্ধ করে বসে থাকবে; বরং ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে তাকদীরের উপর ভরসা করবে। যেমন- পাখি সম্প্রদায় আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে খাদ্যের অন্বেষণে বের হয়, ফলে পরিতৃপ্ত হয়ে সন্ধ্যায় ফিরে আসে।

٥٠٧٠ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَىْءٍ يُقَرِّبُكُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ اِلَّا قَدْ اَمَرْتُكُمْ بِهٖ وَلَيْسَ شَىْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَاِنَّ الرُّوْحَ الْاَمِيْنَ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِىْ رُوْعِىْ اَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَاعَتِهٖ - (رَوَاهُ فِىْ شَرْحِ السُّنَّةِ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ اِلَّا اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ وَاِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ)

৫০৭০. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে লোক সকল! এমন কোনো জিনিস নেই যা তোমাদেরকে বেহেশতের নিকটবর্তী করতে পারে, দোজখ হতে দূরে রাখতে পারে তা ব্যতীত, যা আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছি। আর এমন কোনো বস্তু নেই যা তোমাদেরকে দোজখের নিকটবর্তী করতে পারে এবং বেহেশত হতে দূরে রাখতে পারে তা ব্যতীত, যা আমি তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। হযরত রূহুল আমীন আরেক বর্ণনায় আছে রূহুল কুদুস [জিবরাঈল (আ.)] আমার অন্তরে এ কথাটি ঢেলে দিয়েছেন যে, কোনো দেহ তার [নির্ধারিত] রিজিক পরিপূর্ণভাবে ভোগ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং মালসম্পদ উপার্জনে উত্তম নীতি অবলম্বন কর [অর্থাৎ বৈধভাবে হাসিল কর]। কাঙ্ক্ষিত রিজিক পৌঁছার বিলম্বতা যেন তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানির পথে তা অন্বেষণে উদ্বুদ্ধ না করে। কেননা আল্লাহর কাছে যা নির্ধারিত রিজিক আছে তা আল্লাহর আনুগত্য ব্যতীত অর্জন করা যায় না। -[আল্লামা বাগ্‌বী শরহে সুন্নাতে এবং বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন। তবে وَاِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ এ বাক্যটি বায়হাকী বর্ণনা করেননি।]

وَعَنْ ٥٠٧١ أَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا اِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَّا تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ بِمَا فِىْ يَدَىِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اَنْتَ اُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيْهَا لَوْ اَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ) وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ وَعَمْرُو بْنُ وَاقِدِ الرَّاوِىْ مُنْكَرُ الْحَدِيْثِ .

৫০৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোনো হালাল বস্তুকে হারাম করা এবং ধনসম্পদকে ধ্বংস করার নাম দুনিয়া বর্জন নয়; বরং প্রকৃত দুনিয়া বর্জন হলো, আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতে যা আছে তা অপেক্ষা তোমার হাতে যা আছে তাকে অধিক নির্ভরযোগ্য মনে না করা এবং যখন তোমার উপর কোনো বিপদ এসে পড়ে তখন সেই বিপদ তোমার উপর পতিত না হওয়ার পরিবর্তে ছওয়াবের আশায় তা বাকি থাকার প্রতি আগ্রহ বেশি হওয়া। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ] আর ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। বর্ণনাকারী আমর ইবনে ওয়াকিদ মুনকারুল হাদীস।

وَعَنْ ٥٠٧٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَاِذَا سَأَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ)

৫০৭২. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সওয়ারির পিছনে বসাছিলাম। তখন তিনি আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে বৎস! আল্লাহর বিধানসমূহ যথাযথভাবে মেনে চল, আল্লাহ তোমাকে হেফাজতে রাখবেন। আল্লাহর হক আদায় কর, তবে তুমি আল্লাহকে তোমার সম্মুখে পাবে। আর যখন তুমি কারো কাছে কিছু চাওয়ার ইচ্ছা করবে তখন আল্লাহর নিকটেই চাবে এবং যখন কারো সাহায্য চাইতে হয় তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাবে। জেনে রাখ, যদি সমস্ত মাখলুক একত্র হয়ে তোমার কোনো উপকার করতে চায় তবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তোমার কোনো উপকার করতে পারবে না। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত মাখলুক সমবেতভাবে তোমার কোনো ক্ষতি করতে চায় তবে তারা আল্লাহর নির্ধারিত পরিমাণ ব্যতীত তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। [তোমাদের ভাগ্যের সব কিছু লেখার পর] কলম তুলে নেওয়া হয়েছে এবং দপ্তরসমূহ শুষ্ক হয়ে গেছে। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'কলম তুলে নেওয়া এবং দপ্তর শুকিয়ে যাওয়া' এর অর্থ হলো, প্রত্যেকের তাকদীরে আল্লাহ তা'আলা যা কিছু ফয়সালা করে রেখেছেন ভালো-মন্দ তা এবং ততটুকু ঘটবে। তাতে ব্যতিক্রম ও পরিবর্তন কিছুই হওয়ার নয়।

وَعَنْ ٥٠٧٣ سَعْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اِسْتِخَارَةَ اللّٰهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللّٰهُ لَهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫০৭৩. **অনুবাদ :** হযরত সা'দ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদম সন্তানের সৌভাগ্য হলো আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকা, আর আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে কল্যাণ কামনা বর্জন করা এবং এটাও আদম সন্তানের দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহর ফয়সালায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। -[আহমদ ও তিরমিযী। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : দুর্ভাগ্য এজন্য যে, তার অসন্তুষ্টিতে তার নিজের জন্য ক্ষতি ছাড়া লাভের কিছুই হবে না অবশ্য আল্লাহর কাছে 'খায়ের' কামনা করলে কিছু লাভের আশা করা যাতে পারে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠٧٤ جَابِرٍ (رضـ) اَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَفَلَ مَعَهُ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاةِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَدْعُوْنَا وَاِذَا عِنْدَهُ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَاَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ فَقُلْتُ اللّٰهُ ثَلٰثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِيْ رِوَايَةِ اَبِيْ بَكْرِنِ الْاِسْمَاعِيْلِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ اللّٰهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَاَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৫০৭৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, একবার তিনি নজ্দ অভিমুখে এক যুদ্ধ অভিযানে নবী করীম ﷺ -এর সঙ্গে ছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন তিনিও তাঁর সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। [এ সময়ে] সাহাবীগণ দ্বিপ্রহরের সময় কাঁটাযুক্ত বৃক্ষরাজিতে ঢাকা একটি উপত্যকায় পৌছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সেখানে অবতরণ করেন। লোকজন ছায়া গ্রহণের জন্য বিভিন্ন গাছের নিচে ছড়িয়ে পড়ল। রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি বাবলা গাছের নীচে অবতরণ করে তাতে নিজের তরবারিখানা ঝুলিয়ে রাখলেন। এদিকে আমরাও একটু শুয়ে পড়লাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ডাকতে লাগলেন। আমরা গিয়ে দেখলাম- তাঁর নিকট এক বেদুঈন উপস্থিত রয়েছে। নবী করীম ﷺ বললেন, আমি নিদ্রিত ছিলাম, এ লোকটি এ সুযোগে আমার উপরে আমার তলোয়ারখানাই উত্তোলন করেছিল। আমি জাগ্রত হয়ে দেখলাম তার হাতে কোষমুক্ত তরবারি রয়েছে এবং সে বলল, বল দেখি, আমার হাত হতে তোমাকে কে রক্ষা করবে? আমি বললাম, আল্লাহ আল্লাহ তিনবার। এরপর তিনি তাকে কোনো শাস্তি দেননি এবং উঠে বসলেন। -[বুখারী ও মুসলিম] আর আবূ বকর ইসমাঈলী তাঁর সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যখন বেদুঈন লোকটি তরবারি হাতে নবী করীম ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলল, বল দেখি, আমার হাত হতে কে তোমাকে রক্ষা করবে? তখন তিনি বললেন, আল্লাহ। এতে তার হাত হতে তলোয়ারখানা নীচে পড়ে গেল! তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তলোয়ার নিজ হাতে তুলে বললেন, কে তোমাকে

السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ فَقَالَ كُنْ خَيْرَ اٰخِذٍ فَقَالَ تَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ لَا وَلٰكِنِّيْ اُعَاهِدُكَ عَلٰى اَنْ لَّا اُقَاتِلَكَ وَلَا اَكُوْنَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُوْنَكَ فَخَلّٰى سَبِيْلَهٗ فَاَتٰى اَصْحَابَهٗ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ هٰكَذَا فِيْ كِتَابِ الْحُمَيْدِيِّ وَفِي الرِّيَاضِ.

আমার হাত হতে রক্ষা করবে? সে বলল, [আশা করি আপনি উত্তম তরবারি ধারণাকারী হবেন অর্থাৎ ক্ষমা করে দেবেন। তখন নবী করীম ﷺ বললেন, "তুমি এ সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই; আর আমি নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল।" উত্তরে সে বলল, আমি এটা বলব না, তবে আপনার সাথে এ অঙ্গীকার করছি যে, আমি কখনো আপনার সাথে যুদ্ধ করব না এবং ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গেও থাকব না যারা আপনার সাথে যুদ্ধ করে। এরপর নবী করীম ﷺ তাকে ছেড়ে দিলেন। সে আপন সঙ্গীদের কাছে এসে বলল, 'আমি মানব জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির নিকট হতে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি।' [এই বর্ধিত অংশটি হোমাইদী তাঁর গ্রন্থে এবং ইমাম নববী 'রিয়াযুস সালেহীন' কিতাবে বর্ণনা করেছেন।

٥٠٧٥ وَعَنْ اَبِيْ ذَرٍّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ اٰيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ)

৫০৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআনের এমন একটি আয়াত আমি জানি, যদি লোকেরা তার প্রতি আমল করত, তবে তাই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। তা হলো– وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ অর্থ– 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে তিনি তার মুক্তির রাস্তা তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা হতে রিজিক দান করেন, যা সে ধারণাও করতে পারে না।' –[আহমদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী]

٥٠٧٦ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ اَقْرَاَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْٓ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ)

৫০৭৬. অনুবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এ আয়াতটি এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন– اِنِّيْٓ اَنَا الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ অর্থাৎ আমিই রিজকদাতা, ক্ষমতার আধার। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উল্লিখিত শব্দেও আয়াতটি পাঠ করা হয়, তবে প্রসিদ্ধ কেরাত হলো اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنِ তবে শব্দের এ পার্থক্যে অর্থের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয় না।

٥٠٧٧ وَعَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ كَانَ اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَكَانَ اَحَدُهُمَا يَاْتِي النَّبِيَّ ﷺ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا

৫০৭৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ -এর জমানায় এমন দুই ভাই ছিল তাদের একজন নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আসত এবং অপর ভাই রুজি-রোজগার করত। একদা এ পেশাদার

الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

ভাই নবী করীম ﷺ -এর কাছে ঐ ভাইয়ের সম্পর্কে অভিযোগ করল [যে, সে কাম-কাজ না করে আমার উপর নির্ভরশীল রয়েছে,] তখন তিনি বললেন, হতে পারে যে, তোমার সেই ভাইয়ের অসিলায় তোমাকে রিজিক প্রদান করা হচ্ছে। –[তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ গরীব।]

وَعَنْ ٥٠٧٨ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ قَلْبَ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ اَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫০৭৮. অনুবাদ : হযরত আমর ইবনুল আসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক উপত্যকায় মানুষের অন্তরের ঘাঁটি রয়েছে। সুতরাং যে ব্যক্তি তার অন্তরকে উক্ত প্রত্যেক ঘাঁটির দিকে ধাবিত করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে তার যে কোনো ঘাঁটিতে ধ্বংস করতে পরোয়া করেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি তার ঘাঁটিসমূহের জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। –[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٥٠٧٩ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ اَنَّ عَبِيْدِيْ اَطَاعُوْنِيْ لَاَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَاَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَلَمْ اُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫০৭৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমাদের মহাপরাক্রমশালী পরওয়ারদিগার বলেন, যদি আমার বান্দাগণ আমার আনুগত্য করে, তাহলে আমি তাদেরকে রাত্রে বৃষ্টি বর্ষণ করব এবং দিনের বেলায় সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে দেব, আর মেঘের গর্জন, বিদ্যুতের শব্দ তাদেরকে শুনাব না। –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ রাত্রে তারা আরামে ঘুমাতে পারবে এবং দিনের বেলায় নিজেদের কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে, ফলে বৃষ্টির দরুন তাতে কোনো প্রকার ব্যাঘাত ঘটবে না। আর মেঘের গর্জন ও বিদ্যুতের চমক যে একপ্রকার ভীতি প্রদর্শন করে, তা হতেও সম্পূর্ণ নিরাপদে থাকবে। মোটকথা, আল্লাহর প্রাকৃতিক শাস্তি হতে নিরাপদে থাকবে।

وَعَنْهُ ٥٠٨٠ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى اَهْلِهِ فَلَمَّا رَاٰى مَا بِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ اِلَى الْبَرِّيَّةِ فَلَمَّا رَاَتِ امْرَاَتُهُ قَامَتْ اِلَى الرَّحٰى فَوَضَعَتْهَا وَاِلَى التَّنُّوْرِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرَتْ فَاِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَاَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ اِلَى

৫০৮০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের নিকট আসল এবং যখন দেখল তারা ক্ষুধা ও উপবাসে পড়ে আছে, তখন সে [তা সহ্য করতে না পেরে] ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল। অতঃপর তার স্ত্রী যখন দেখল তার স্বামী [পরিবারের দুরবস্থায় দুঃখ ভারাক্রান্ত মনে লজ্জিত হয়ে] খাদ্যের তালাশে বাইরে চলে গেছে। তখন সে আটা পেষার চাক্কির কাছে গেল এবং চাক্কির এক পাট আরেক পাটের উপর রাখল, অতঃপর চুলার কাছে গিয়ে তাতে আগুন জালাল। এরপর দোয়া করল, আয় আল্লাহ! তুমি আমাদের রিজিক দান কর। এরপর সে চাক্কির নীচের তাগারীটির [বিরাট পাত্র] প্রতি লক্ষ্য করে দেখল তা ভর্তি হয়ে রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে

التَّنُّورِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ اَصَبْتُمْ بَعْدِىْ شَيْئًا قَالَتِ امْرَأَتُهُ نَعَمْ مِنْ رَّبِّنَا وَقَامَ اِلَى الرَّحٰى فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ اَمَا اِنَّهُ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُوْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

রুটি তৈরি করার জন্য চুলার কাছে গিয়ে দেখে যে. সেখানের পাত্রটি রুটির দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে আছে বর্ণনাকারী বলেন, এরপর স্বামী ঘরে ফিরে [স্ত্রীকে লক্ষ্য করে] জিজ্ঞাসা করল, আমার চলে যাওয়ার পর তোমরা কি কারো নিকট হতে কিছু পেয়েছ? স্ত্রী বলল, হ্যাঁ পেয়েছি। আমরা আমাদের রবের নিকট হতে পেয়েছি। অতঃপর সে [লোকটি] চাক্কির নিকট গিয়ে তার পাটটি খুলে রাখল এবং নবী করীম ﷺ -এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা করা হলে তিনি বললেন, যদি সে চাক্কির পাটটি না সরাত, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা ঘুরতে থাকত [এবং তা হতে আটা বের হতে থাকত।] –[আহমদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের ভাষ্যে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনই নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা কারো নিকট প্রকাশ না করে সরাসরি আল্লাহ কাছে ফরিয়াদ করল, ফলে আল্লাহু তা'আলা তাদেরকে গায়েব হতে রিজিক প্রদান করেন।

وَعَنْ ٥٠٨١ اَبِى الدَّرْدَاءِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الرِّزْقَ لَيَطْلُبُ الْعَبْدَ كَمَا يَطْلُبُهُ اَجَلُهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ نُعَيْمٍ فِى الْحِلْيَةِ)

৫০৮১. অনুবাদ : হযরত আবুদ্‌দারদা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বান্দার রিজিক তাকে এভাবে খুঁজে বেড়ায় যেমন তার মৃত্যুকাল তাকে খোঁজ করে। –[আবূ নোআইম তাঁর হিলাইয়াহ গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ মৃত্যু যেমন নিশ্চিত, তেমনই নির্ধারিত রিজিক বান্দার নিকট পৌঁছবেই, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

وَعَنْ ٥٠٨٢ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَحْكِىْ نَبِيًّا مِنَ الْاَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِىْ فَاِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০৮২. অনবাদ : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে তাকাচ্ছি যখন তিনি কোনো একজন এমন নবীর ঘটনা বর্ণনা করছিলেন, যাকে তার আপন কওমের লোকেরা প্রহার করে রক্তাক্ত করেছিল; আর তিনি নিজের চেহারা হতে রক্ত মুছছিলেন; আর বলছিলেন, ইয়া আল্লাহ! তুমি আমার কওমের কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সেই নবী হযরত নূহ (আ.) ছিলেন অথবা নবী করীম ﷺ নিজের দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। মোটকথা, আল্লাহর নবীগণ হলেন ধৈর্যের মূর্তপ্রতীক। তাঁরা অত্যাচারীদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না; বরং ক্ষমা করাই তাঁদের আদর্শ।

بَابُ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ
অধ্যায় : রিয়া ও সুম‘আ সম্পর্কে বর্ণনা

"اَلرِّيَاءُ" ও "اَلسُّمْعَةُ" শব্দ দুটি পৃথক পৃথক হলেও একটি অপরটির স্থলে ব্যবহৃত হয়। রিয়া অর্থ লৌকিকতা বা লোক দেখানো কাজ। যারা রিয়ার পর্যায়ের কোনো প্রকারের ইবাদত করে, তাদের কৃতকর্মের পরিণাম খুবই ভয়ানক। আল্লাহর কালামে রিয়াকারদের সম্পর্কে বহু আয়াতে উল্লেখ রয়েছে। এটা মুনাফেকদের চরিত্র ও স্বভাবও বটে। আর সুম‘আ অর্থ মানুষকে শুনানোর উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা অথবা লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো কাজ করে পরে মানুষের কাছে তা প্রকাশ করে বেড়ানো। শরিয়তের দৃষ্টিতে এরূপ কাজ অত্যন্ত নিন্দনীয়। কেননা এটা ইখলাস বা নিষ্ঠার পরিপন্থি। অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসে এটার মন্দ পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৫০৮৩ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫০৮৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদের প্রতি দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলের প্রতি তাকান। –[মুসলিম]

৫০৮৪ وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَأَنَا مِنْهُ بَرِيْءٌ هُوَ لِلَّذِيْ عَمِلَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫০৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন, আমি অংশীবাদীদের অংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো আমলে [ইবাদতে] আমার সাথে অন্যকে শরিক করে, আমি তাকে তার সেই শিরকসহ বর্জন করি। অপর এক বর্ণনায় আছে, তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। বস্তুত ঐ কাজ বা আমলটি তার জন্যই গণ্য হবে, যার জন্য সে করেছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুনিয়ার মানুষ তাদের প্রত্যেক কাজকর্মে শরিকের প্রতি মুখাপেক্ষী, কিন্তু আমি [আল্লাহ] এর ঊর্ধ্বে। আমি বান্দার কোনো ইবাদতে শিরক সহ্য করি না। তাতে থাকতে হবে ইখলাস ও নিষ্ঠা।

৫০৮৫ وَعَنْ جُنْدُبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِي اللّٰهُ بِهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫০৮৫. অনুবাদ : হযরত জুনদুব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সুনাম অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করে, আল্লাহ তা‘আলা তার দোষ-ত্রুটিকে লোক সমাজে প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কোনো আমল করে, আল্লাহ তা‘আলাও তার সাথে লোক দেখানোর ব্যবহার করবেন। [আমাদের প্রকৃত ছওয়াব হতে সে বঞ্চিত থাকবে।] –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٠٨٦ أَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫০৮৬. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি, যে কোনো নেক কাজ করে আর লোকেরা তার সেই কাজের দরুন তার প্রশংসা করে। অপর বর্ণনায় রয়েছে, "এই কাজের কারণে লোকে তাকে ভালোবাসে।" [এতে কি তার ছওয়াব বাতিল হয়ে যাবে?] তিনি বললেন, [এরূপ প্রশংসিত হওয়া] এটা মু'মিনদের নগদ সুসংবাদ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ নিজের অন্তরে লোক দেখানোর নিয়ত না থাকলে লোকদের প্রশংসা অথবা ভালোবাসার কারণে আমল নষ্ট হবে না; বরং সে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় স্থানে লাভবান হবে। দুনিয়ার লাভ নগদ হাসিল করলে এবং আখেরাতের লাভ আল্লাহর নিকট পাওনা রইল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠٨٧ أَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِىْ فُضَالَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ إِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ نَادٰى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِىْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ أَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ـ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

৫০৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ ইবনে আবূ ফুযালা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে একত্রিত করবেন, যেদিন [আসা] সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সেদিন কোনো ঘোষণাকারী ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য কোনো আমল করতে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়েছে, সে যেন আল্লাহ ব্যতীত ঐ ব্যক্তির নিকট হতেই তার প্রতিদান অন্বেষণ করে। কেননা আল্লাহ তা'আলা অংশীদার অংশীবাদ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত।– [আহমদ]

وَعَنْ ٥٠٨٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ أَسَامِعَ خَلْقِهِ وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৫০৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কাছে নিজের আমলের কথা শুনায়, আল্লাহ তা'আলা তার বদ উদ্দেশ্যে কৃত আমলকে মানুষের কানে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তাকে হেয় ও অপমানিত করবেন। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٥٠٨٩ أَنَسٍ (رضـ) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبُ الْاٰخِرَةِ جَعَلَ اللّٰهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبُ الدُّنْيَا جَعَلَ اللّٰهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَلَا يَأْتِيْهِ مِنْهَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَرَوَاهُ اَحْمَدُ وَالدَّارِمِىُّ عَنْ اَبَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ)

৫০৮৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত. নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি [তার আমলে] পরকালে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়ত রাখে, আল্লাহ তার অন্তরকে [মানুষ হতে] অমুখাপেক্ষী করে দেন এবং তার বিক্ষিপ্ত কাজকর্মগুলো তিনি গুছিয়ে দেন [ফলে তার অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি হয়।] এবং দুনিয়াবি সম্পদ তার কাছে লাঞ্ছিত হয়ে আসে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের নিয়ত রাখে, আল্লাহ তা'আলা দরিদ্রতাকে তার চক্ষুর সম্মুখে করে দেন। [অর্থাৎ সে সর্বদা অভাব-অনটনকেই দেখতে পায়,] তার কাজকর্ম এলামেলো হয়ে যায়। [ফলে তার অন্তরে সর্বদা অস্থিরতা বিরাজ করে।] অথচ সে দুনিয়াবি সম্পদের কেবল ততটুকুই পায় যতটুকু তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে। –[তিরমিযী আর আহমদ ও দারেমী হাদীসটি 'আবান'-এর মাধ্যমে হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যে ব্যক্তির অন্তরে পরকালের চিন্তা জাগ্রত থাকে সে দুনিয়ার চিন্তা হতে নিষ্কৃতি পায়। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার পিছনে ছুটাছুটি করে, সে ততটুকুই পায় যা তার তাকদীরে লেখা রয়েছে। অথচ তার পিছনে লেগে অহেতুক কষ্ট ও পেরেশানিতে পড়ে রইল।

وَعَنْ ٥٠٩٠ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بَيْنَا اَنَا فِىْ بَيْتِىْ فِىْ مُصَلَّاىَ اِذْ دَخَلَ عَلَىَّ رَجُلٌ فَاَعْجَبَنِى الْحَالُ الَّتِىْ رَاٰنِىْ عَلَيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَحِمَكَ اللّٰهُ يَا اَبَا هُرَيْرَةَ لَكَ اَجْرَانِ اَجْرُ السِّرِّ وَاَجْرُ الْعَلَانِيَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫০৯০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একদা আমি আমার ঘরে নামাজ পড়ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার নিকট আসল। সে আমাকে এ অবস্থায় দেখেছে বিধায় আমার মনে আনন্দ জাগল। [আমার খুশি হওয়াটা কি রিয়াকারী?] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন, হে আবূ হুরায়রা! তোমার জন্য দ্বিগুণ ছওয়াব রয়েছে, একটি হলো গোপনীয়তা; আর দ্বিতীয়টি হলো ইবাদত প্রকাশ হয়ে পড়ার [যাতে অন্যরা তোমার অনুসরণ করবে]। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মনের মধ্যে আনন্দ জাগলেই তা 'রিয়া' হবে, এ কথাটি ঠিক নয়। কেননা এটা মানুষের স্বভাব যে, অন্যে তার ভালো অবস্থায় তাকে দেখুক এটা সে পছন্দ করে, তার খারাপ অবস্থায় তাকে দেখুক, এটা সে পছন্দ করে না। তবে অন্যেরা এ আমলটি দেখে আমার প্রশংসা করুক, এরূপ কামনা রাখাই 'রিয়া'।

٥٠٩١ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِءُوْنَ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫০৯১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ জমানায় এমন কিছু সংখ্যক লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা দীনের দ্বারা দুনিয়া হাসিল করবে। [অর্থাৎ দীনদারি প্রকাশ করে মানুষকে ধোঁকায় ফেলবে,] মানুষের দৃষ্টিতে বিনয়ভাব প্রকাশের জন্য মেষ-দুম্বার চামড়া পরিধান করবে [অর্থাৎ মোটা কম্বল বা পোশাক পরিধান করে নিজেকে সুফি-দীনদার প্রকাশ করবে], তাদের মুখের ভাষা হবে চিনি অপেক্ষা মিষ্টি। পক্ষান্তরে তাদের অন্তর হবে ব্যাঘ্রের ন্যায় [হিংস্র]। আল্লাহ তা'আলা এ জাতীয় লোকদের সম্পর্কে বলেন, এরা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চায়, নাকি আমার উপরে ধৃষ্টতা পোষণ করছে? [জেনে রাখ!] আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর তাদের মধ্য হতে এমন বিপদ প্রেরণ করব যাতে তাদের বিচক্ষণ বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও দিশাহারা হয়ে পড়বে। -[তিরমিযী]

٥٠٩٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ لَقَدْ خَلَقْتُ خَلْقًا اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ اَمَرُّ مِنَ الصَّبِرِ فَبِىْ حَلَفْتُ لَاُتِيْحَنَّهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ فَبِىْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَىَّ يَجْتَرِءُوْنَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫০৯২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মহান কল্যাণময় আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, আমি এমন কতিপয় মাখলুক সৃষ্টি করেছি যাদের মুখের বাণী চিনি অপেক্ষা সুমিষ্ট। আর তাদের অন্তর মুসাব্বর অপেক্ষা তিক্ত। আমি আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের উপর এমন বিপর্যয় নাজিল করব যে, তাদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিগণও দিশাহারা হয়ে পড়বে। তারা কি আমাকে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে নাকি আমার ধৃষ্টতা পোষণ করছে? -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

٥٠٩٣ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ لِكُلِّ شَىْءٍ شِرَّةً وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةً فَاِنْ صَاحِبُهَا سَدَّدَ وَقَارَبَ فَارْجُوْهُ وَاِنْ اُشِيْرَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فَلَا تَعُدُّوْهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫০৯৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, প্রতিটি কাজের মধ্যে একটা চেতনা থাকে। আবার প্রতি চেতনায় দুর্বলতাও রয়েছে। সুতরাং যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কাজের মধ্যে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে এবং [সীমালঙ্ঘন বা হ্রাস না করে] মধ্যমপন্থার নিকটবর্তী থেকে কাজ করে, তবে তোমরা তার সম্পর্কে আশান্বিত হতে পারে। আর যদি তার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় তবে তোমরা তাকে গণনায় ধরো না। -তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شرح الحديث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা"-এর অর্থ হলো, সে খুব বেশি বেশি ইবাদত করে এবং তার ইবাদতের কথা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। লোকেরা তাকে বড় ধরনের আবেদ বলে জানে, এতে সে নিজের মধ্যে গর্ববোধ করতে আরম্ভ করে। এমন ব্যক্তির ইবাদত আল্লাহর কাছে কোনো মূল্য রাখে না।

وَعَنْ ٥٠٩٤ اَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُشَارَ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ فِيْ دِيْنٍ اَوْ دُنْيَا اِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ ـ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫০৯৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি মন্দ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, দীনদারি বা দুনিয়াবি উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে তার প্রতি অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়। তবে সে এটার আওতায় পড়বে না যাকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ যার দীনদারির কথা কিংবা দুনিয়াবি মান-মর্যাদার সুনাম মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এমন ব্যক্তি সাধারণত গর্ব-অহংকারে লিপ্ত হয়ে নিকৃষ্ট পরিণামের সম্মুখীন হয়। অবশ্য আল্লাহ যাদেরকে অন্তরের এ ব্যাধি হতে নিরাপদে রেখেছেন তাঁদের কথা ভিন্ন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٠٩٥ اَبِيْ تَمِيْمَةَ قَالَ شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَاَصْحَابَهُ وَجُنْدُبٌ يُوْصِيْهِمْ فَقَالُوْا هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالُوْا اَوْصِنَا فَقَالَ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الْاِنْسَانِ بَطْنُهُ فَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَّا يَاْكُلَ اِلَّا طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ وَمَنِ اسْتَطَاعَ اَنْ لَا يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ مِلْأُ كَفٍّ مِنْ دَمٍ اَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫০৯৫. অনুবাদ : হযরত আবূ তামীমাহ (র.) বলেন,. একদা আমি সাফ্ওয়ান ও তাঁর সঙ্গীদের নিকট উপস্থিত হই, তখন হযরত জুনদুব (রা.) তাদেরকে কিছু নসিহত করছিলেন। তখন তারা জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বিশেষ কিছু শুনেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নিজের আমলের কথা লোকদেরকে শুনায়, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন [লোক সম্মুখে] তাকে অপমানিত করবেন, আর যে ব্যক্তি কষ্টের পথ অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামতের দিন কষ্টে ফেলবেন। তারা বললেন, আপনি আমাদেরকে আরো কিছু নসিহত করুন। তিনি বললেন, সর্বপ্রথম মানুষের যে জিনিস নষ্ট হয় তা হলো তার পেট। অতএব যথাসাধ্য সে যেন শুধু হালাল খায় এবং এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে। আর যার সামর্থ্য হয় যে, তার ও জান্নাতের মধ্যে এক মুষ্টি প্রবাহিত রক্ত আড়াল না করুক, তবে সে যেন তাই করে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ অন্যায়ভাবে কারো সামান্য পরিমাণও রক্ত ঝরালে তার দরুন সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হযরত সাফ্ওয়ান ইবনে সুলাইম যুহরী ছিলেন প্রসদ্ধি তাবেয়ী, মদিনার অধিবাসী। কথিত আছে যে, তিনি একটানা চল্লিশ বৎসর যাবৎ জমিনে পৃষ্ঠ রেখে ঘুমাননি। এমনকি অত্যধিক সিজদা করার কারণে তাঁর কপালে ছিদ্র হয়ে গিয়েছিল।

٥٠٩٦ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضـ) اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِيْنِيْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادَى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يُتَفَقَّدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫০৯৬. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদের দিকে বের হয়ে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.)-কে নবী করীম ﷺ -এর রওজার পার্শ্বে ক্রন্দনাবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, আমাকে এমন একটি জিনিস কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি– 'রিয়া'-এর সামান্য পরিমাণও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে সে যেন আল্লাহর মোকাবিলায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা পুণ্যবান, আল্লাহভীরু, লোকচক্ষু হতে আত্মগোপনকারীদেরকে ভালোবাসেন। তারা হলো এমন সব ব্যক্তি যারা লোকচক্ষু হতে অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদের খোঁজ নেয় না এবং তাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেও কেউ তাদেরকে [মেলে-মজলিসে] ডাকে না। আর [ডাকলেও] তাদেরকে নিজেদের পাশে বসায় না। [অথচ] তাদের অন্তর হলো হেদায়তের প্রদীপ। তারা প্রত্যেক অন্ধকারাচ্ছন্ন জীর্ণ-শীর্ণ কুটির হতে বের হয়। –[ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ তারা সাধারণ বেশে, দীন-হীন হালে, জরাজীর্ণ গৃহে অবস্থান করে। তাদের অন্তর সর্বদা আল্লাহর স্মরণ জাগ্রত। রিয়া-সুম'আর স্পর্শ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। ফলে মানুষের দৃষ্টিতে তারা খুবই হীন।

٥٠٩٧ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا صَلّٰى فِى الْعَلَانِيَةِ فَاَحْسَنَ وَصَلّٰى فِى السِّرِّ فَاَحْسَنَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذَا عَبْدِيْ حَقًّا. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫০৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো বান্দা যখন প্রকাশ্যে নামাজ পড়ে তখন উত্তমভাবে আদায় করে এবং যখন নির্জনে নামাজ পড়ে তখনও অনুরূপ উত্তমভাবেই আদায় করে। এমন বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, সে-ই আমার প্রকৃত বান্দা। –[ইবনে মাজাহ]

٥٠٩٨ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ اَقْوَامٌ اِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ اَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ اِلٰى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ.

৫০৯৮. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, শেষ জমানায় এমন কতিপয় সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা বাহ্যতঃ হবে বন্ধু, পক্ষান্তরে গোপনে হবে শত্রু। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কিরূপে হবে? তিনি বললেন, তাদের কেউ কারো নিকট হতে স্বার্থের বশীভূত এবং একে অন্যের পক্ষ হতে শঙ্কিত হওয়ার কারণে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল করার প্রত্যাশায় কেউ অন্যের কাছে বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে এবং তার একান্ত আপনজন হিসেবে প্রকাশ করবে। আবার সাথে সাথে এ আশঙ্কাও বদ্ধমূল থাকবে যে, সুযোগমতো সে আমার বিরাট ক্ষতি বা সর্বনাশ ঘটাতে কসুর করবে না, তাই মনে মনে তাকে দুশমন ভাবতে থাকবে।

وَعَنْ ٥٠٩٩ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِىْ فَقَدْ اَشْرَكَ . (رواهما احمد)

৫০৯৯. **অনুবাদ :** হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ল সে শিরক করল। যে দেখানোর নিয়তে রোজা রাখল সে শিরক করল; আর যে দেখানোর জন্য সদকা-খয়রাত করল সেও শির্ক করল। –[উপরিউক্ত হাদীস দুটি ইমাম আহমদ (র.) রেওয়ায়েত করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শরিয়তের পরিভাষায় রিয়াকে শিরক বলা হয়। অবশ্য এটা প্রকাশ্য শিরক নয়; বরং শিরকে-খফী বা প্রচ্ছন্ন শিরক

وَعَنْهُ ٥١٠٠ اَنَّهُ بَكٰى فَقِيْلَ لَهُ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ شَىْءٌ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فَذَكَرْتُهُ فَاَبْكَانِىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِى الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُشْرِكُ اُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ قَالَ نَعَمْ اَمَا اِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا وَلٰكِنْ يُرَاءُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ اَنْ يُصْبِحَ اَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫১০০. **অনুবাদ :** হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি কাঁদছিলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিসে আপনাকে কাঁদাচ্ছে? তিনি বললেন, ঐ কথাটি আমাকে কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি। এখন তার স্মরণ আমাকে কাঁদাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমি বলতে শুনেছি, আমি আমার উম্মতের উপর প্রচ্ছন্ন শিরক ও গোপন প্রবৃত্তির ভয় করছি। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার পরে আপনার উম্মত কি শির্কে লিপ্ত হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, লিপ্ত হবে। অবশ্য তারা সূর্য, চন্দ্রের ইবাদত করবে না, পাথর এবং মূর্তির পূজা করবে না; কিন্তু নিজেদের আমলসমূহ মানুষকে দেখানোর নিয়তে করবে। আর গোপন প্রবৃত্তি হলো– যেমন তাদের কেউ রোজাবস্থায় ভোর করল, এরপর তার সম্মুখে প্রবৃত্তির কোনো চাহিদা উপস্থিত হলে সে রোজা পরিত্যাগ করে দেয়। –[আহমদ ও বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যেমন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও আনুগত্যের নিয়তে রোজা রাখা শুরু করল, হঠাৎ তার সম্মুখে কোনো লোভনীয় খাদ্যবস্তু বা স্ত্রীসঙ্গমের সুযোগ এসে পড়ায় সে নফসের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে তাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে, এতে প্রমাণিত হয় তার নিয়তের মধ্যেই নফসের চাহিদাকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবৃত্তি লুকানো ছিল। পরিণামে তা তাকে ধ্বংস করবে। আর তার ধ্বংসটি সে প্রকাশ্যে দেখতে পায় না। এজন্যই একে প্রচ্ছন্ন বা খফী বলা হয়েছে।

وَعَنْ ٥١٠١ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَقُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَنْ يَّقُوْمَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ فَيَزِيْدُ صَلٰوتَهٗ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ . (رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَةَ)

৫১০১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, একদা আমরা মসীহ-দাজ্জাল সম্পর্কে পরস্পর আলোচনা করছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আসলেন এবং বললেন, খবরদার! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যাপারে অবহিত করব না যা আমার নিকট তোমাদের জন্য মসীহ-দাজ্জাল হতেও অধিক আশঙ্কাজনক? আমরা বললাম, হ্যাঁ, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হলো শির্কে খফী অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নামাজে দাঁড়িয়ে এ কারণে নামাজকে দীর্ঘায়িত করে যে, তার নামাজ কোনো ব্যক্তি দেখছে।
–[ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٥١٠٢ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالَ الرِّيَاءُ . (رَوَاهُ اَحْمَدُ) وَزَادَ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ يَقُوْلُ اللّٰهُ لَهُمْ يَوْمَ يُجَازِى الْعِبَادَ بِاَعْمَالِهِمْ اِذْهَبُوْا اِلَى الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تُرَاءُوْنَ فِى الدُّنْيَا فَانْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً وَّ خَيْرًا .

৫১০২. **অনুবাদ :** হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য যে ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা বেশি ভয় করছি তা হলো ছোট শির্ক। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ছোট শির্ক কি? তিনি বললেন, রিয়া। –[আহমদ] আর ইমাম বায়হাকী (র.) শু'আবুল ঈমানে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন– বান্দাদের আমলের প্রতিদানের দিন আল্লাহ তা'আলা ঐ সমস্ত লোকদেরকে বলবেন যাও তোমরা সেই সমস্ত লোকদের নিকটে; যাদেরকে দেখিয়ে দুনিয়াতে আমল করেছিলে এবং দেখ তাদের নিকট হতে কোনো প্রতিদান বা কোনো কল্যাণ পাও কি না?

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ নির্দেশ হবে তিরস্কারমূলক। কেননা এটা জানা কথা যে, আল্লাহ ব্যতীত কল্যাণ ও প্রতিদান দেওয়ার ক্ষমা কারো নেই।

وَعَنْ ٥١٠٣ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ اَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِىْ صَخْرَةٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كُوَّةَ خَرَجَ عَمَلُهٗ اِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ .

৫১০৩. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি এমন কঠিন পাথরের ভিতরে বসে আমল করে– যার কোনো দরজা বা জানালা নেই, একসময় তার সেই আমল মানুষের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বেই, চাই তা [ভালো বা মন্দ] যে কোনো ধরনের আমলই হোক না কেন?

وَعَنْ ٥١٠٤ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيْرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ أَظْهَرَ اللّٰهُ مِنْهَا رِدَاءً يُعْرَفُ بِهِ.

৫১০৪. অনুবাদ : হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তির কোনো ভালো বা মন্দ অভ্যাস গোপনীয়ভাবে থাকে, আল্লাহ তা'আলা তা কোনো চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করে দেন। তা দ্বারা তার পরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

وَعَنْ ٥١٠٥ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا أَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْأُمَّةِ كُلَّ مُنَافِقٍ يَتَكَلَّمُ بِالْحِكْمَةِ وَيَعْمَلُ بِالْجَوْرِ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ الْأَحَادِيْثَ الثَّلٰثَةَ فِيْ شُعَبِ الْإِيْمَانِ)

৫১০৫. অনুবাদ : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি এ উম্মতের [অর্থাৎ আমার উম্মতের] প্রতি ঐ সকল মুনাফেকদের কারণে শঙ্কিত, যারা একদিকে উপদেশ ও কল্যাণমূলক কথা বলবে, অপর দিকে জুলুম ও অত্যাচারের ব্যবহার করবে। –[উপরিউক্ত হাদীস তিনটি ইমাম বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ নেতৃস্থানীয় লোকের মধ্যে মুনাফেকী চরিত্রের প্রভাব দেখা দেবে। তারা জনপ্রিয়তার জন্য প্রতারণামূলক সাধারণের কল্যাণ ও মঙ্গলের কথা বলবে, কিন্তু কাজকর্মে নিজের স্বার্থসিদ্ধি ও সাধারণের প্রতি অন্যায়-অত্যাচারে লিপ্ত থাকবে।

وَعَنْ ٥١٠٦ الْمُهَاجِرِ بْنِ حَبِيْبٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى إِنِّيْ لَسْتُ كُلَّ كَلَامِ الْحَكِيْمِ أَتَقَبَّلُ وَلٰكِنِّيْ أَتَقَبَّلُ هَمَّهُ وَهَوَاهُ فَإِنْ كَانَ هَمُّهُ وَهَوَاهُ فِيْ طَاعَتِيْ جَعَلْتُ صَمْتَهُ حَمْدًا لِيْ وَوَقَارًا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ. (رَوَاهُ الدَّارِمِيُّ)

৫১০৬. অনুবাদ : হযরত মুহাজির ইবনে হাবীব (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি জ্ঞানী ব্যক্তির প্রতিটি কথা গ্রহণ করি না; বরং আমি তার নিয়ত ও প্রেরণাকে কবুল করি। সুতরাং যদি তার নিয়ত ও প্রেরণা আমার আনুগত্যের অনুকূলে হয়, তাহলে তার নীরবতাকে আমি আমার প্রশংসা এবং তার জন্য তাকে স্থিরতা ও সহিষ্ণুতার অন্তর্ভুক্ত করি, যদিও মুখের বাক্য দ্বারা সে কিছুই উচ্চারণ না করে থাকে। –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ ভালো কাজের নিয়ত বা ইচ্ছা রাখলে সে আল্লাহর কাছে ছওয়াব লাভের আশা করতে পারে। পক্ষান্তরে মন্দ কাজের নিয়ত রেখে মুখে আল্লাহর প্রশংসা করলেও গুনার ভাগী হবে।

بَابُ الْبُكَاءِ وَالْخَوْفِ
পরিচ্ছেদ : ভয় ও কান্না

'ভয়' ও 'কান্না' এ দুটি একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বস্তুত যখন কোনো ব্যক্তির অন্তরে ভয় ঢুকে তখন আপনাআপনিই তার কান্না আসে। ফলে চোখের অশ্রুই প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়েছে। এখানে আল্লাহর আজাব ও গজবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ক্রন্দন করাকে বুঝানো হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহর নেক বান্দাদের মধ্যে এটা সর্বদা বিদ্যমান থাকে। এটা যেন তাদের ভূষণস্বরূপ। পক্ষান্তরে ফাসেক ও পাপিষ্ঠ বান্দাদের মধ্যে এটা পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং আল্লাহর ভয়ে কাঁদা ও সর্বদা ভীত থাকা ঈমানদারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও মহৎ গুণ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٠٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ اَبُوالْقَاسِمِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَلَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫১০৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাসেম [মুহাম্মদ] ﷺ বলেছেন, সেই মহান সত্তার শপথ [নাফরমানদের জন্য আল্লাহর আজাব এবং হিসাব-নিকাশের দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে] আমি যা জানি, যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে তোমরা কাঁদতে বেশি এবং হাসতে কম। –[বুখারী]

٥١٠٨ - وَعَنْ اُمِّ الْعَلَاءِ الْاَنْصَارِيَّةِ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَا اَدْرِىْ وَاللّٰهِ لَا اَدْرِىْ وَاَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ مَا يُفْعَلُ بِىْ وَلَا بِكُمْ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫১০৮. **অনুবাদ :** হযরত উম্মুল 'আলা আনসারীয়া (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম! আমি জানি না যে আমার সাথে [পরকালে] কি আচরণ করা হবে? আর এটাও জানি না যে, তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করা হবে? অথচ আমি হলাম আল্লাহর রাসূল। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসের শব্দ "لَا اَدْرِىْ مَا يُفْعَلُ بِىْ" 'আমি জানি না আমার সাথে কি আচারণ করা হবে?' এ বাক্যটি দ্বারা নবী করীম ﷺ পরকালের হিসাব-নিকাশ, কবর, সিরাত ও মীযান প্রভৃতি যে মহাভয়ঙ্কর সেদিকে ইঙ্গিত করেছেন। নাঊযুবিল্লাহ! এর অর্থ এই নয় যে, রাসূল ﷺ নিজের নাজাতের ব্যাপারে নিজেও সন্দিহান ছিলেন। কেননা কুরআন ও হাদীসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত প্রমাণিত যে, তিনি দৃঢ়তার সাথে অবগত ছিলেন, পরকালে তাঁর সাথে উত্তম আচরণ করা হবে। তিনিই হাউযে কাওছারের মালিক ও মাকামে মাহমূদের অধিকারী এবং সর্বাগ্রে গুনাহগার উম্মতের জন্য সুপারিশকারী– যা কবুল করা হবে ইত্যাদি। কেউ কেউ বলেছেন, "لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ" এ আয়াতটি নাজিল হওয়ার পূর্বে রাসূল ﷺ উক্ত কথাটি বলেছিলেন। অবশ্য রাসূল ﷺ -এর উক্ত বাক্যটি হতে কেউ কেউ এ অর্থও বুঝেছেন যে, আল্লাহর জানানো ব্যতীত তিনি যে সরাসরি 'ইল্মে গায়েব' সম্পর্কে ওয়াকিফ নন, সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এতে আল্লাহর অসীম ক্ষমতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ ব্যতীত পরকালে সাফল্যের অধিকারী হবে বলে কেউ দাবি করতে পারে না।

وَعَنْ ٥١٠٩ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيْهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ تُعَذَّبُ فِيْ هِرَّةٍ لَهَا رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ حَتّٰى مَاتَتْ جُوْعًا وَرَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ اَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১০৯. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [মি'রাজ রাত্রে অথবা স্বপ্নে] আমার সম্মুখে দোজখকে উপস্থিত করা হয়। তাতে আমি বনী ইসরাঈলের এমন একজন মহিলাকে দেখতে পাই যাকে একটি বিড়ালের ব্যাপারে আজাব দেওয়া হচ্ছিল। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, তাকে খাদ্যও দেয়নি এবং তাকে ছেড়েও দেয়নি যাতে সে জমিনে বিচরণ করে পোকামাকড় ইত্যাদি খেতে পারত। অবশেষে তা ক্ষুধায় মরে গেল। আমি আরও আমর ইবনে আমের খুযায়ীকে দেখতে পাই যে, সে দোজখের আগুনে আপন নাড়িভুঁড়িকে টানছে। এ ব্যক্তিই [দেবতার নামে] ষাঁড় ছাড়ার কুপ্রথা সর্বপ্রথম প্রচলন করেছিল। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কথিত আছে যে, আমর ইবনে আমের খুযায়ীই প্রথম ব্যক্তি, যে মূর্তিপূজা ও মূর্তির নামে ষাঁড় ছাড়ার রেওয়াজ প্রচলন করে। যে ষাঁড়ের উপর সওয়ার হওয়া বা কিছু বহন করা যাবে না এবং তার বিচরণেও কোনো প্রকার বাধা সৃষ্টি করা যাবে না। এখানে বলা হয়েছে– এ প্রথা প্রচলনকারী আমর ইবনে আমের। কিন্তু অন্যান্য রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে আমর ইবনে লুহাঈ। মূলত সেই একই ব্যক্তি। তাদের একজন বাপ এবং অপরজন হলো তার দাদা।

وَعَنْ ٥١١٠ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُوْلُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاِصْبَعَيْهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِيْ تَلِيْهَا قَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصّٰلِحُوْنَ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১১০. অনুবাদ : হযরত যয়নব বিনতে জাহ্‌শ (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন এবং বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোনো মা'বূদ নাই। আরবের জন্য মহাবিপদ সেই দুর্যোগের কারণে, যা অতি নিকটবর্তী। আজ ইয়াজুজ মাজুজের প্রাচীর এই পরিমাণ খুলে গিয়েছে। এটা বলে তিনি স্বীয় বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার নিকটবর্তী [তর্জনী] অঙ্গুলি গোল করে [ছিদ্রের পরিমাণটি] দেখালেন। তখন হযরত যয়নব (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে নেককার লোক থাকা অবস্থায়ও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ যখন পাপাচার বেশি হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : নিকট ভবিষ্যৎ দ্বারা কারো কারো মতে হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাত এবং পরবর্তী সংঘটিত বিপর্যয়সমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর ইয়াজুজ মাজুজ দ্বারা তাতারীদের অভিযান ও চেঙ্গিস খাঁর ধ্বংসযজ্ঞের দিকে ইঙ্গিত রয়েছে। অবশ্য অনেকের মতে দাজ্জালের আবির্ভাবের পর ইয়াজুজ মাজুজের ঘটনাবলি সংঘটিত হবে।

وَعَنْ ٥١١١ اَبِىْ عَامِرٍ اَوْ اَبِىْ مَالِكِ نِ الْاَشْعَرِىِّ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَيَكُوْنَنَّ مِنْ اُمَّتِىْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْخَزَّ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْزِلَنَّ اَقْوَامٌ اِلٰى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوْحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَّهُمْ يَأْتِيْهِمْ رَجُلٌ لِحَاجَةٍ فَيَقُوْلُوْنَ اِرْجِعْ اِلَيْنَا غَدًا فَيُبَيِّتُهُمُ اللّٰهُ وَيَضَعُ الْعَلَمَ وَيَمْسَخُ اٰخَرِيْنَ قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ . (رواه الْبُخَارِىُّ) وَفِىْ بَعْضِ نُسَخِ الْمَصَابِيْحِ اَلْحَرُّ بِالْحَاءِ وَالرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ تَصْحِيْفٌ وَاِنَّمَا هُوَ بِالْخَاءِ وَالزَّاءِ الْمُعْجَمَتَيْنِ نَصَّ عَلَيْهِ الْحُمَيْدِىُّ وَابْنُ الْاَثِيْرِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ وَفِىْ كِتَابِ الْحُمَيْدِىِّ عَنِ الْبُخَارِىِّ وَكَذَا فِىْ شَرْحِهِ لِلْخَطَّابِىْ تَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَّهُمْ يَأْتِيْهِمْ لِحَاجَةٍ .

৫১১১. অনুবাদ : হযরত আবূ আমের অথবা আবূ মালেক আশ্‌'আরী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের মধ্যে কতিপয় সম্প্রদায় পয়দা হবে যারা রেশমি কাতান এবং রেশমি কাপড় ব্যবহার করা, মদ্যপান করা এবং গান-বাদ্য করা হালাল মনে করবে। আর অনেক সম্প্রদায় এমনও হবে যারা পর্বতের পাদদেশে বসবাস করবে। সন্ধ্যায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে বাড়িঘরে ফিরবে, এমনি সময় তাদের নিকট কোনো ব্যক্তি তার প্রয়োজন নিয়ে আসলে তারা বলবে, আগামীকাল সকালে আমাদের কাছে এসো; কিন্তু রাত্রের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন এবং পর্বতটিকে [তাদের উপর] ধসিয়ে দেবেন। আর কারো কারো আকৃতিকে বানর ও শূকরে পরিবর্তিত করে দেবেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। –[বুখারী] মাসাবীহের কোনো কোনো গ্রন্থে اَلْخَزُّ -এর স্থলে اَلْحَرُّ হা ও রা দ্বারা গঠিত শব্দ রয়েছে। কিন্তু তা অশুদ্ধ। বস্তুত এখানে اَلْخَزُّ অর্থাৎ ز ও خ সংযুক্ত শব্দই হবে। হোমাইদী ও ইবনে আছীর অত্র হাদীসের বর্ণনায় অনুরূপই বলেছেন। আর হোমাইদীর কিতাবে বুখারী হতে এবং অনুরূপভাবে বুখারীর শরাহ গ্রন্থে ইমাম খাত্তাবী হতে হাদীসে বর্ণিত বাক্যটি নিম্নে উল্লিখিত শব্দে বর্ণিত রয়েছে–

تَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَةٌ لَّهُمْ يَأْتِيْهِمْ لِحَاجَةٍ

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, اَلْحَرُّ এবং اَلْخَزُّ উভয় শব্দের যে কোনোটি হওয়াই শুদ্ধ। কেননা বুখারীর অধিকাংশ গ্রন্থে اَلْحَرُّ উল্লেখ রয়েছে। যার অর্থ– জেনা-ব্যভিচার। অর্থাৎ 'তারা জেনাকে বৈধ মনে করবে।' হাদীসটির সঠিক অর্থ হলো– কিয়ামতের নিকটবর্তী জামানায় অধিকাংশ লোকের অন্তরে আল্লাহভীতি থাকবে না। ফলে হারাম বস্তুকে হালাল মনে করে নির্বিঘ্নে তাতে লিপ্ত হবে।

وَعَنْ ٥١١٢ اِبْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا اَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيْهِمْ ثُمَّ بُعِثُوْا عَلٰى اَعْمَالِهِمْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১১২. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি আজাব নাজিল করেন তখন উক্ত আজাব তাদের সকলকে পেয়ে বসে। অতঃপর আখেরাতে তাদেরকে আপন আমল মাফিক উত্থিত করা হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আজাবের কবলে নেককার ও বদকার সকলই পতিত হবে এবং পরকালে নিজ নিয়ত ও আমল মোতাবেক পুরস্কার বা শাস্তি ভোগ করবে।

وَعَنْ ٥١١٣ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১১৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বান্দাকে সে অবস্থায় উঠানো হবে যে অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করেছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ ঈমানে বা কুফরে, পাপ করে বা পুণ্য করে শেষ মুহূর্তে যেভাবে মৃত্যুবরণ করে, তাকে সেই অনুযায়ী জানাজা দেওয়া হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١١٤ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا رَاَيْتُ مِثْلَ النَّارِ نَامَ هَارِبُهَا وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫১১৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দোজখের ন্যায় ভয়ঙ্কর কোনো জিনিস আমি কখনও দেখিনি, যা হতে পলায়নকারী ঘুমিয়ে রয়েছে। আর বেহেশতের মতো আনন্দদায়কও কোনো জিনিস দেখিনি, যা হতে অন্বেষণকারী ঘুমিয়ে রয়েছে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'ঘুমিয়ে রয়েছে' অর্থ অসচেতন বা গাফেল রয়েছে। অর্থাৎ আমার কাছে এটা আশ্চর্য মনে হয়েছে যে, মানুষ দোজখের ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে জানার পর তা হতে আত্মরক্ষার চেষ্টা না করে এবং বেহেশতের অফুরন্ত নিয়ামত সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর তা অন্বেষণে ব্যাপৃত না হয়ে কিভাবে গাফেল থাকতে পারে।

وَعَنْ ٥١١٥ اَبِيْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنِّيْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُوْنَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَحَقَّ لَهَا اَنْ تَاَطَّ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى

৫১১৫. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যা দেখতে পাই তোমরা তা দেখতে পাও না। আর আমি যা শুনতে পাই তোমরা তা শুনতে পাও না। [ভারী ওজনে] আসমান কড়মড় করছে; আর এরূপ শব্দ করা তার জন্য যথার্থ বটে। সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আসমানের মধ্যে চার অঙ্গুলি জায়গাও এমন নাই যেখানে ফেরেশতার কপাল আল্লাহর জন্য সিজ্‌দারত নয়। [আখেরাতের বিভীষিকা সম্পর্কে] আমি যা অবগত আছি, যদি তোমরা জানতে পারতে তাহলে তোমরা হাসতে কম এবং কাঁদতে বেশি। আর বিছানায় স্ত্রীদের সাথে উপভোগ বিলাসে লিপ্ত হতে না; বরং চিৎকার করে

الصُّعُدَاتِ تَجَارُوْنَ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

আল্লাহর আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে জঙ্গলে চলে যেত [এতদ্শ্রবণে] হযরত আবূ যার (রা.) বলে উঠলেন, হায় রে! যদি আমি [মানুষ না হয়ে] বৃক্ষ হতাম যা কেটে ফেলা হয়। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

٥١١٦ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلَا اِنَّ سَلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سَلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫১১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শত্রুর আক্রমণকে ভয় করে সে সন্ধ্যা রাত্রের অন্ধকারে পলায়ন করে। আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যা রাত্রে রওয়ানা হয় সে [নিরাপদ] গন্তব্যে পৌঁছে যায়। সাবধান! আল্লাহর পণ্যদ্রব্য অত্যধিক দুর্মূল্য। সাবধান! আল্লাহর পণ্যদ্রব্য হলো বেহেশত। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** আলোচ্য হাদীসটি একটি প্রবাদ এবং উপমাস্বরূপ। তৎকালীন আরব সমাজে নিয়ম ছিল সাধারণত শত্রুদল প্রতিপক্ষের বাসস্থানে শেষ রাত্রে অতর্কিতে আক্রমণ করত। সুতরাং যারা আত্মরক্ষার জন্য সন্ধ্যা রাত্রে উক্ত এলাকা ছেড়ে বের হয়ে যেত তারা নিরাপদ স্থানে পৌঁছতে পারত। সুতরাং যে আল্লাহর আজাব এবং শয়তানের প্ররোচনা হতে বাঁচতে চায়, সে যেন কালবিম্ব না করে গুনাহের পথ পরিহার করে আল্লাহর ইবাদতের প্রতি ধাবিত হয় এবং কৃত অপরাধ হতে তওবা করতে বিলম্ব না করে। 'জান্নাত দুর্মূল্য' বলে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এতে প্রবেশাধিকার লাভ করার জন্য পার্থিব জীবনে নিজের জানমাল ইত্যাদি কুরবান করার মতো কঠিন মূল্য আদায় করতে হবে।

٥١١٧ - وَعَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ جَلَّ ذِكْرُهُ اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِىْ يَوْمًا اَوْ خَافَنِىْ فِىْ مَقَامٍ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

৫১১৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলবেন, জাহান্নাম হতে ঐ ব্যক্তিকে বের করে নাও, যে খালেস দিলে একদিন আমাকে স্মরণ করেছে অথবা কোনো এক স্থানে আমাকে ভয় করেছে। –[তিরমিযী আর বায়হাকী 'কিতাবুল বা'ছে ওয়ান্নুশূরে']

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** উক্ত নির্দেশটি আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন ঐ সমস্ত ফেরেশতাদেরকে প্রদান করবেন যারা দোজখের নিয়ন্ত্রণে নিয়োজিত রয়েছেন। আর আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হলো খালেস অন্তরে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া। অন্যথায় কাফেররাও তো মুখে মুখে আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে। আর আল্লাহকে ভয় করার অর্থ হলো আপন প্রবৃত্তিকে অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখা।

وَعَنْ ٥١١٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ قَالَ لَا يَا ابْنَتَ الصِّدِّيْقِ وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ اَنْ لَّا يَقْبَلَ مِنْهُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫১১৮. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে [নিম্নবর্ণিত] এ আয়াতটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম–

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَا اٰتَوْا وَقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ ـ

[অর্থাৎ এবং যারা তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে] এরা কি তারা– যারা মদ্যপান করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন না, হে সিদ্দীকের কন্যা! বরং তারা এ আশঙ্কায় ভীত থাকে তাদের এ সমস্ত কাজ গুলো সম্ভবত কবুল নাও হতে পারে। এরা ঐ সমস্ত লোক যারা কল্যাণময় কাজে অগ্রগামী থাকে।

–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আয়েশা (রা.) ধারণা করেছিলেন, উক্ত আয়াত দ্বারা নাফরমান লোকেরাই হবে। কেননা নাফরমান গুনাহগার লোকেরা আল্লাহর আজাবের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু রাসূল ﷺ বলে দিলেন তারা নয়; বরং যারা নেক আমল করে তারা। কেননা তাদের অন্তরে সর্বদা এই ভয় ও আশঙ্কা থাকে, কি জানি আমাদের এ আমলগুলো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় কিনা।

وَعَنْ ٥١١٩ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ (رضـ) قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا اللّٰهَ اذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫১১৯. **অনুবাদ :** হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা.) বলেন, যখন রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে [সাহাবায়ে কেরামগদেরকে লক্ষ্য করে] বললেন, হে লোক সকল! আল্লাহকে স্মরণ কর। আল্লাহকে স্মরণ কর। প্রলয়ংকারী ঝাঁকুনি আগত। তার পিছনে আসছে আর এক ঝাঁকুনি [অর্থাৎ কিয়ামতপূর্ব প্রথম ও দ্বিতীয় শিঙ্গার ফুৎকার] মৃত্যু তার সাথে জড়িত বিষয়সহ আগত। মৃত্যু তার সাথে জড়িত বিষয়সহ আগত [অর্থাৎ তার আগের ও পরের বিপদসহ]। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ কিয়ামত এবং মৃত্যুকে অতি নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস রাখবে এবং আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির ব্যাপারে কখনও গাফেল ও উদাসীন হবে না।

وَعَنْ ٥١٢٠ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِصَلٰوةٍ فَرَاَى النَّاسَ كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ اَمَا اَنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرٰى الْمَوْتَ

৫১২০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ নামাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দেখলেন লোকেরা যেন হাসছে। তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা স্বাদ বিধ্বংসী অর্থাৎ মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করতে তাহলে তা তোমাদেরকে বিরত রাখত যা আমি দেখছি তা হতে। কাজেই তোমরা সেই স্বাদ

فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَاِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَاَهْلًا اَمَا اَنْ كُنْتَ لَاَحَبَّ مَنْ يَمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذَا وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا اَهْلًا اَمَا اَنْ كُنْتَ لَاَبْغَضَ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذْ وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلَاعُهُ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِاَصَابِعِهِ فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِىْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيَّضُ لَهُ سَبْعُوْنَ تِنِّيْنًا لَوْ اَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَسْنَهُ وَيَخْدِشْنَهُ حَتّٰى يُفْضَى بِهِ اِلَى الْحِسَابِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

বিধ্বংসী মৃত্যুকে খুব বেশি স্মরণ কর। প্রতিদিনই কবর নিজের ভাষায় এ কথা বলতে থাকে, আমি পরিবার-পরিজনদের হতে দূরবর্তী একটি ঘর। আমি একটি নিঃসঙ্গ একাকী ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকামাকড়ের ঘর। আর মু'মিন বান্দাকে যখন দাফন করা হয়, তখন কবর এই বলে তাকে সম্বর্ধনা জানায়, তোমার আগমন মোবারক হোক, তুমি আপনজনের কাছেই এসেছ। আমার পৃষ্ঠের উপরে যারা বিচরণ করছে, তাদের সকলের চাইতে তুমি ছিলে আমার নিকট অধিক প্রিয়। আজ আমাকে তোমার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রক স্থির করা হয়েছে এবং তোমাকে আমার নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। অচিরেই তুমি দেখতে পারবে আমি তোমার সাথে কিরূপ উত্তম আচরণ করি। অতঃপর নবী করীম ﷺ বললেন, তখন তার দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তার জন্য বেহেশতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হবে! আর যখন পাপী অথবা কাফেরকে দাফন করা হয়, তখন কবর তাকে বলে, তোমার আগমন কল্যাণকর নয় এবং তুমি আপনজনের নিকট আসনি। বস্তুত যারা আমার পৃষ্ঠের উপর বিচরণ করছে তাদের সকলের চাইতে তুমিই ছিলে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত। আজ আমাকেই তোমার উপর পরিচালক বানানো হয়েছে। তোমাকে আমার নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে। শীঘ্রই দেখতে পাবে আমি তোমার সাথে কি ব্যবহার করি। নবী করীম ﷺ বলেন, তখন তার কবর তার উপর চাপ সৃষ্টি করবে, এমনকি তার পাঁজরের হাড় একটি আরেকটির মধ্যে ঢুকে পড়বে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের উভয় হাতের অঙ্গুলিগুলো একটিকে আরেকটি মধ্যে ঢুকিয়ে [পাঁজরের হাড় ঢুকার দৃশ্যই ইঙ্গিতে] দেখালেন। তারপর বললেন, সেই নাফরমান কাফেরের জন্য সত্তরটি বিষধর অজগর নির্ধারণ করা হবে [তাদের বিষের ক্রিয়া এত বেশি হবে যে,] যদি তাদের একটি এই পৃথিবীতে একবার ফুঁক মারে তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তার বিষের ক্রিয়ায় একটি ঘাসও জন্মাবে না। অবশেষে তাকে হিসাব-নিকাশে উপস্থিত করানো পর্যন্ত উক্ত অজগরসমূহ তাকে দংশন করতে ও ছোবল মারতে থাকবে। বর্ণনাকারী আবূ সাঈদ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন– মূলত কবর হলো বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান অথবা দোজখের গর্তসমূহের একটি গর্ত। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসটির তাৎপর্য হলো কবরকে ভয় করত সর্বদা নেক আমলে আত্মনিয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। কেননা কবর হলো দুনিয়ার শেষ ও আখেরাতের প্রথম স্টেশন। আর এটাই স্বাভাবিক, প্রথম স্টেশনের অবস্থা দেখে সহজে অনুমান করা যাবে পরবর্তী ঘটনাসমূহ যথা– ময়দানে হাশর, মীযান ও পুলসিরাত প্রভৃতি স্থানের অবস্থা কিরূপ হবে?

وَعَنْ ٥١٢١ أَبِيْ جُحَيْفَةَ (رض) قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ سُوْرَةُ هُوْدٍ وَاَخَوَاتُهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫১২১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ জোহাইফা (রা.) বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, সূরা হূদ ও অনুরূপ সূরাগুলোই আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। -[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ কবর ও কিয়ামতের ভয়াবহতার দুশ্চিন্তাই আমাকে অকালে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। সূরা হূদসহ অন্যান্য সূরায় সে ভয়াবহ সংকটের কথা উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে নিজ উম্মতের অবস্থা কি হবে সেই চিন্তায়ই তিনি অকালে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন।

وَعَنْ ٥١٢٢ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلٰتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِيْ هُرَيْرَةَ لَا يَلِجُ النَّارَ فِيْ كِتَابِ الْجِهَادِ .

৫১২২. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, হযরত আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। জবাবে তিনি বললেন, সূরা হূদ, ওয়াক্বি'আ, মুর্সালাত, আম্মা ইয়াতাসা-আলূন ও ইযাশ্ শাম্সু কুব্বিরাত ইত্যাদি আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে। -[তিরমিযী] এ প্রসঙ্গে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীস لَا يَلِجُ النَّارَ কিতাবুল জিহাদে বর্ণিত হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٢٣ اَنَسٍ (رض) قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالًا هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ يَعْنِى الْمُهْلِكَاتِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫১২৩. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, [হে লোক সকল!] তোমরা এমন সমস্ত কাজ করে থাক যা তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও সূক্ষ্ম। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জমানায় আমরা সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক মনে করতাম। -[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো গুনাহকে মানুষ তার ধারণায় ক্ষুদ্র মনে করে, অথচ পরিণাম হিসেবে তা বিরাট এবং ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে।

وَعَنْ ٥١٢٤ عَائِشَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِمِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫১২৪. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হে আয়েশা! তুমি ঐ সকল গুনাহ হতে বেঁচে থাক যেগুলোকে ক্ষুদ্র ধারণা করা হয়। কেননা এ সমস্ত ছোট ছোট গুনাহগুলোর খোঁজ রাখার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে [ফেরেশতা] নিয়োজিত রয়েছেন। -[ইবনে মাজাহ, দারেমী ও বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে]

وَعَنْ ٥١٢٥ أَبِىْ بُرْدَةَ بْنِ أَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِىْ مَا قَالَ أَبِىْ لِأَبِيْكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَإِنَّ أَبِىْ قَالَ لِأَبِيْكَ يَا أَبَا مُوْسٰى هَلْ يَسُرُّكَ أَنَّ إِسْلَامَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهِجْرَتَنَا مَعَهُ وَجِهَادَنَا مَعَهُ وَعَمَلَنَا كُلَّهُ مَعَهُ بَرَدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَا بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كِفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ أَبُوْكَ لِأَبِىْ لَا وَاللّٰهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَصَلَّيْنَا وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَأَسْلَمَ عَلٰى أَيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ وَأَنَا لَنَرْجُوْ ذٰلِكَ قَالَ أَبِىْ وَلٰكِنِّىْ أَنَا وَالَّذِىْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُّ أَنَّ ذٰلِكَ بَرَدَ لَنَا أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ عَمِلْنَا بَعْدَهُ نَجَوْنَا مِنْهُ كِفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللّٰهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ أَبِىْ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫১২৫. অনুবাদ : হযরত আবু বুরদা ইবনে আবূ মুসা (রা.) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি জান আমার পিতা তোমার পিতাকে কি বলেছিলেন? তিনি বললেন, না [জানি না]। তখন আব্দুল্লাহ বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বললেন, হে আবূ মুসা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট থাকতে পার যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে আমাদের ইসলাম এবং তাঁর সাথে আমাদের হিজরত এবং তাঁর সাথে আমাদের জিহাদ এবং তাঁর সাথে আমাদের অন্যান্য সকল আমল আমাদের জন্য সম্বল হিসেবে সঞ্চিত থাকুক; আর তাঁর ইন্তেকালের পর আমরা যে সমস্ত আমল করেছি; এতে যদি আমরা [ভালো-মন্দ] সমানে সমানে বেঁচে যাই, তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতদশ্রবণে তোমার পিতা আমার পিতাকে বললেন, না, [এতে আমি সন্তুষ্ট নই।] আল্লাহর কসম! নিশ্চয় আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওফাতের পরে জিহাদ করেছি, নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি, আরও বহু নেক আমল করেছি এবং আমাদের হাতে বহু লোক ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং তার ব্যাপারেও আমরা [প্রতিদানের] আশা রাখি। আব্দুল্লাহ বলেন, [তোমার পিতার কথা শুনে] তখন আমার পিতা বললেন, কিন্তু আমি সেই মহান সত্তার কসম করে বলছি, যাঁর হাতে আমি ওমরের প্রাণ! অবশ্য আমি এটাই কামনা করছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে থেকে আমরা যে সমস্ত নেক আমলগুলো করেছিলাম শুধু সেগুলো সঞ্চিত থাকলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট। আর তাঁর ওফাতের পর আমরা যে সমস্ত আমল করেছি তাতে [উভয় দিক] সামনে সমান থাকলেই যথেষ্ট। আবূ বুরদা বলেন, তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমার পিতা [আবূ মূসা] হতে আপনার পিতা উত্তম ছিলেন। −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হাদীসটির সারকথা হলো, নিজের কৃত আমলের উপর ভরসা না রেখে আল্লাহকে ও আল্লাহর আজাবকে ভয় করাই উত্তম।

وَعَنْ ٥١٢٦ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَرَنِيْ رَبِّيْ بِتِسْعٍ خَشْيَةِ اللّٰهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنٰى وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِيْ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِيْ وَأَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِيْ وَأَنْ يَكُوْنَ صَمْتِيْ فِكْرًا وَنُطْقِيْ ذِكْرًا وَنَظْرِيْ عِبْرَةً وَآمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيْلَ بِالْمَعْرُوْفِ. (رَوَاهُ رَزِيْنٌ)

৫১২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার পরওয়ারদেগার আমাকে নয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন– ১. প্রকাশ্যে ও গোপনে যেন আল্লাহকে ভয় করি। ২. ক্রোধ ও সন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে যেন ন্যায় কথা বলি। ৩. অভাব ও সচ্ছলতা, উভয় অবস্থায় যেন মধ্যমপন্থা অবলম্বন করি। ৪. যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে যেন আত্মীয়তা বহাল রাখি। ৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে আমি যেন তাকে দান করি। ৬. যে আমার প্রতি জুলুম করে [প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও] আমি যেন তাকে ক্ষমা করি। ৭. নীরবতায় যেন আমি আল্লাহর চিন্তায় মগ্ন থাকি ৮. আমার বচন যেন আল্লাহর জিকিরে পরিণত হয়। ৯. আমার দৃষ্টি যেন উপদেশমূলক হয় এবং আমি যেন ভালো কাজের আদেশ করি। –[রাযীন]

وَعَنْ ٥١٢٧ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫১২৭. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মু'মিন বান্দার আল্লাহর [আজাবের] ভয়ে দুই চক্ষু হতে অশ্রু বাহির হয়, যদিও তা মাছির মাথার পরিমাণ হয়, অতঃপর তার কিছু তার চেহারার উপর গড়িয়ে পড়ে, আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেন। –[ইবনে মাজাহ]

بَابُ تَغَيُّرِ النَّاسِ
পরিচ্ছেদ : মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসা

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আবির্ভাবের পর তাঁর জমানায় মুসলমানদের মধ্যে দীনের প্রতি যে দৃঢ় আস্থা ও বিশ্বাব জন্মেছিল, আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নতের প্রতি যেরূপ মজবুতি বিদ্যমান ছিল, পরবর্তীতে এতে যে কি পরিবর্তন ঘটবে এ পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সেই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের বর্ণনা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٢٨ عَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا النَّاسُ كَالْاِبِلِ الْمِائَةِ لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيْهَا رَاحِلَةً . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১২৮. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ উটের ন্যায়, যাদের একশতটির মধ্যে একটিও সওয়ারির উপযুক্ত পাওয়া কঠিন হয়। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ গণনায়-সংখ্যায় অনেক হলেও কাজের উপযোগী খুব কম। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ অর্থাৎ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মানবরূপী হলেও আচার-আচরণে, নৈতিক চরিত্রে খাঁটি লোকের সংখ্যা অতি বিরল।

٥١٢٩ وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوْهُمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى قَالَ فَمَنْ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১২৯. অনুবাদ : হযরদ আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তীদের পন্থাগুলো এক এক বিঘত ও এক এক হাত পরিমাণে অনুসরণ করে চলবে- এমনকি তারা যদি গুই সাপের গর্তেও ঢুকে থাকে তাহলে তোমরাও এতে তাদের অনুসরণ করবে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা কি ইয়াহুদ ও নাসারা! তিনি বললেন, তবে আর কারা? -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** নবী করীম ﷺ সমস্ত উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতাসহ আগমন করেছিলেন, পক্ষান্তরে পূর্ববর্তী উম্মত মন্দ ও হীন চরিত্রে উপনীত হয়েছিল। রাসূল ﷺ -এর ইঙ্গিত হলো এদিকে যে, তোমাদের মধ্যে একসময় এমন অবনতি ঘটবে যে, তোমরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী হয়েও ইয়াহুদ, নাসারাদের অনুসরণে ও অনুকরণে এতটুকুও পিছনে থাকবে না।

وَعَنْ ٥١٣٠ مِرْدَاسِ نِالْاَسْلَمِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَذْهَبُ الصَّالِحُوْنَ الْاَوَّلُ فَالْاَوَّلُ وَتَبْقٰى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيْرِ اَوِ التَّمَرِ لَا يُبَالِيْهِمُ اللّٰهُ بَالَةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫১৩০. অনুবাদ : হযরত মিরদাস আসলামী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ভালো ও নেককার লোকেরা [পর্যায়ক্রমে] একের পর এক চলে যাবে। অতঃপর অবশিষ্টরা যব অথবা খেজুরের নিকৃষ্ট চিটার ন্যায় থেকে যাবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করবেন না। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ ভালো ও নেককার লোকদের পরে যারা বাকি থাকবে আল্লাহর কাছে তাদের কোনো মূল্য থাকবে না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٣١ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا مَشَتْ اُمَّتِيْ الْمُطَيْطِيَاءَ وَخَدَمَتْهُمْ اَبْنَاءُ الْمُلُوْكِ اَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّوْمِ سَلَّطَ اللّٰهُ شِرَارَهَا عَلٰى خِيَارِهَا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫১৩১. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আমার উম্মত গর্বভরে চলতে লাগবে এবং রাজা-বাদশাহদের সন্তানরা তথা পারস্য ও রোমের রাজ কুমাররা এদের খেদমতে নিয়োজিত হবে, তখন আল্লাহ তা'আলা উম্মতের মন্দ লোকদেরকে ভালো লোকদের উপর শাসক হিসেবে চেপে দেবেন। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, পারস্য ও রোম সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে আসবে, তাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হবে এবং তাদের বংশধরকে কয়েদ করে গোলামে পরিণত করা হবে। এর পরিণতিতে যখন মুসলমানদের মধ্যে অহংকার ও ভোগ-বিলাস বেড়ে যাবে, তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর জালিম এবং অত্যাচারী শাসকদেরকে চেপে দেবেন। হযরত ওমর ও ওসমানের যুগ হতে এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে থাকে, রোম এবং পারস্য মুসলমানদের অধিকারে আসে। পরবর্তী যুগে যখন মুসলমানগণ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়ে পড়ে তখন শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর জালিম শাসকদের কর্তৃত্ব কায়েম করে দেন।

وَعَنْ ٥١٣٢ حُذَيْفَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتُلُوْا اِمَامَكُمْ وَتَجْتَلِدُوْا بِاَسْيَافِكُمْ وَيَرِثُ دُنْيَاكُمْ شِرَارُكُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫১৩২. অনুবাদ : হযরদ হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, সে পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত তোমরা নিজেদের খলিফা বা বাদশাহকে হত্যা করবে না, তলোয়ার দ্বারা পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ ব্যক্তি তোমাদের দুনিয়ার মালিক [শাসক] হবে না। –[তিরমিযী]

وَعَنْهُ ٥١٣٣ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكُوْنَ اَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ ابْنُ لُكَعٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ فِيْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫১৩৩. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ দুনিয়ার [শান-শওকত এবং আধিপত্যের] ব্যাপারে অধমের সন্তান অধম সৌভাগ্যের অধিকারী বলে গণ্য হবে না। −[তিরমিযী ও বায়হাকী 'দালায়েলুন নুবুওয়াতে']

وَعَنْ ٥١٣٤ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ نِ الْقُرَظِيِّ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَنْ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ اِنَّا لَجُلُوْسٌ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَاطَّلَعَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ مَا عَلَيْهِ اِلَّا بُرْدَةٌ لَهُ مَرْقُوْعَةٌ بِفَرْوٍ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَكٰى لِلَّذِيْ كَانَ فِيْهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالَّذِيْ هُوَ فِيْهِ الْيَوْمَ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا غَدَا اَحَدُكُمْ فِيْ حُلَّةٍ وَرَاحَ فِيْ حُلَّةٍ وَوُضِعَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ صَحْفَةٌ وَرُفِعَتْ اُخْرٰى وَسَتَرْتُمْ بُيُوْتَكُمْ كَمَا تُسْتَرُ الْكَعْبَةُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنَّا الْيَوْمَ نَتَفَرَّغُ لِلْعِبَادَةِ وَنُكْفَى الْمُؤْنَةَ قَالَ لَا اَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫১৩৪. অনুবাদ : হযরত মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কুরাযী (র.) বলেন, আমাকে সেই ব্যক্তিই এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যিনি হযরত আলী (রা.) হতে শ্রবণ করেছেন, তিনি বলেছেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মসজিদে বসাছিলাম। এমন সময় হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের (রা.) এমন অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন যে, তাঁর চাদরে চামড়ার তালি লাগানো ছিল। তাঁকে দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেঁদে দিলেন। [বিগত জীবনে একসময়] তিনি কতই না সুখ-শান্তির মধ্যে ছিলেন, অথচ আজ তাঁর এ অবস্থা। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঐ সময় তোমাদের অবস্থা কিরূপ হবে? যখন তোমরা সকালে এক জোড়া পরিধান করে বের হবে এবং বিকালে বের হবে আরেক জোড়া পরিধান করে। আর তোমাদের সম্মুখে রাখা হবে [বিভিন্ন প্রকারের] খানার পেয়ালা এবং তা তুলে নিয়ে রাখা হবে তদস্থলে আরেক পেয়ালা। আর তোমরা ঘরকে এমনভাবে পর্দা দ্বারা আবৃত করবে, যেভাবে আবৃত করা হয় [গেলাফ দ্বারা] কা'বা শরীফকে। তখন সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেদিন আমরা আজকের তুলনায় অনেক উত্তম অবস্থায় হবো। কেননা তখন আমাদের খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা থাকবে না, ফলে আমরা বেশি বেশি সময় আল্লাহর ইবাদতের জন্য অবসর ও সুযোগ পাব। নবী করীম ﷺ বললেন, তোমাদের এ ধারণা ঠিক নয়; বরং তোমারা সেদিন অপেক্ষা এখনকার সময় ভালোই আছ। −[তিরমিযী]

টীকা : মানুষের জন্য গরিব অবস্থায় থাকা উত্তম, যদিও লোক ধারণা করে যে, অবস্থা ভালো হলে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি করার বেশি সুযোগ হবে, কিন্তু সাধারণত দেখা যায় যে, সম্পদের আধিক্য মানুষকে আখেরাত হতে গাফেল করতঃ দুনিয়ালোভী করে ফেলে। ফলে দীন ও ঈমানের উপর স্থির থাকা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

وَعَنْ ٥١٣٥ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِيْهِمْ عَلٰى دِيْنِهٖ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ اِسْنَادًا)

৫১৩৫. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক জমানা আসবে, তখন তাদের মধ্যে দীন-শরিয়তের উপর দৃঢ়ভাবে ধৈর্যধারণকারীর অবস্থা হবে হাতের মুষ্টিতে অঙ্গার ধারণকারীর ন্যায়। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, সনদ হিসেবে হাদীসটি গরীব।]

وَعَنْ ٥١٣٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ خِيَارُكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ سُمَحَاءَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ شُوْرٰى بَيْنَكُمْ فَظَهْرُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا كَانَ اُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاءُكُمْ بُخَلَاءَكُمْ وَاُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَاءِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫১৩৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের শাসক হবে তোমাদের ভালো লোকেরা, তোমাদের ধনবান ব্যক্তিরা হবে দানশীল এবং তোমাদের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদিত হবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে, তখন জমিনের পেট অপেক্ষা তার পিঠ হবে তোমাদের জন্য উত্তম। আর পক্ষান্তরে যখন তোমাদের মন্দ লোকেরা হবে তোমাদের শাসক, বিত্তবান লোকেরা হবে কৃপণ এবং তোমাদের কাজকর্ম ন্যস্ত থাকবে নারীদের উপর তখন জমিনের পিঠ অপেক্ষা তার পেট হবে তোমাদের জন্য উত্তম। -[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ প্রথম অবস্থায় মরা অপেক্ষা বেঁচে থাকার মধ্যে উভয় জাহানের জন্য কল্যাণ হবে। আর দ্বিতীয় অবস্থায় বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়াই শ্রেয় হবে। কেননা তখন সর্বপ্রকারের ফিতনা শুরু হয়ে যাবে। আর নারী জাতি হলো দুর্বল জ্ঞানের অধিকারিণী; তাদের কর্তৃত্বে কখনও জাতির জন্য কল্যাণ আসতে পারে না।

وَعَنْ ٥١٣٧ ثَوْبَانَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْاُمَمُ اَنْ تَدَاعٰى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْاَكَلَةُ اِلٰى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ اَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيْرٌ وَلٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللّٰهُ مِنْ صُدُوْرِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِىْ قُلُوْبِكُمُ الْوَهْنَ قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫১৩৭. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিকট ভবিষ্যতে তোমাদের বিরুদ্ধে [ইসলাম বিদ্বেষী] অন্যান্য সম্প্রদায় একে অন্যকে আহ্বান করবে, যেরূপ খাবার বরতনের প্রতি ভক্ষণকারী অন্যান্যদেরকে ডেকে থাকে। বর্ণনাকারী বলেন, এটা শুনে সাহাবীদের কেউ বললেন, তা কি এজন্য হবে যে, আমরা সেই সময় সংখ্যায় কম হবো? তিনি বলললেন, বরং তখন তোমরা সংখ্যায় অনেক বেশি হবে, কিন্তু তোমাদের অবস্থা হবে স্রোতে [ভেসে যাওয়া] আবর্জনার ন্যায়। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে 'ওয়াহন' সৃষ্টি করে দেবেন। তখন কোনো একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! 'ওয়াহন' কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার মহব্বাত এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা [অর্থাৎ বাঁচার লোভ]। -[আবূ দাউদ ও বায়হাকী দালায়েলুন নুবুওয়ত গ্রন্থে]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٣٨ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ مَا ظَهَرَ الْغُلُوْلُ فِىْ قَوْمٍ اِلَّا اَلْقَى اللّٰهُ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ وَلَا فَشَا الزِّنَا فِىْ قَوْمٍ اِلَّاكَثُرَ فِيْهِمُ الْمَوْتُ وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ نِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ اِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا فَشَا فِيْهِمُ الدَّمُ وَلَا خَتَرَ قَوْمٌ بِالْعَهْدِ اِلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْعَدُوُّ - (رَوَاهُ مَالِكٌ)

৫১৩৮. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, যে সম্প্রদায়ের মধ্যে খেয়ানত বা আত্মসাতের ব্যাধি ঢুকে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে দুশমনের ভয় ঢেলে দেন। যে কওমের মধ্যে জেনা-ব্যভিচার বিস্তার লাভ করে, তাদের মধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়। যে সম্প্রদায় মাপে-ওজনে কম দেয়, তাদের রিজিক উঠিয়ে নেওয়া হয়। যে সম্প্রদায় বিচারে ন্যায়নীতি রক্ষা করে না তাদের মধ্যে খুনাখুনি ব্যাপক হয়। আর যে সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তাদের উপর শত্রুকে চেপে দেওয়া হয়। –[মালেক]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়' এর অর্থ হলো, কোনো মহামারী যেমন– প্লেগ ইত্যাদির প্রদুর্ভাব ঘটে। অথবা জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনদের এ পৃথিবী হতে বিদায় হওয়ার মাধ্যমে মৃতের সংখ্যা বেড়ে যায়।

'তাদের রিজিক উঠিয়ে নেওয়া হয়' এর অর্থ হলো, তাদের রিজিকের বরকতের পরিসমাপ্তি ঘটে। কিংবা সে জাতির ভাগ্য হতে হালাল রিজিক উঠে যায়। –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ২১৪]

بَابُ الْاِنْذَارِ وَالتَّحْذِيْرِ
পরিচ্ছেদ : ভীতি প্রদর্শন ও সতর্কীকরণ

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٣٩ - عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ نِ الْمُجَاشِعِيِّ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِيْ خُطْبَتِهِ اَلَا اِنَّ رَبِّيْ اَمَرَنِيْ اَنْ اُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِيْ يَوْمِيْ هٰذَا كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ وَاِنِّيْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَاِنَّهُمْ اَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا اَحْلَلْتُ لَهُمْ وَاَمَرَتْهُمْ اَنْ يُّشْرِكُوْا بِيْ مَا لَمْ اُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَاِنَّ اللّٰهَ نَظَرَ اِلٰى اَهْلِ الْاَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ اِلَّا بَقَايَا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَقَالَ اِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِاَبْتَلِيَكَ وَاَبْتَلِيَ بِكَ وَاَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ وَاِنَّ اللّٰهَ اَمَرَنِيْ اَنْ اُحَرِّقَ قُرَيْشًا فَقُلْتُ رَبِّ اِذًا يَثْلَغُوْا رَأْسِيْ فَيَدْعُوْهُ خُبْزَةً قَالَ اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اَخْرَجُوْكَ وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ وَاَنْفِقْ فَسَنُنْفِقُ عَلَيْكَ وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خَمْسَةً مِثْلَهُ وَقَاتِلْ بِمَنْ اَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৩৯. অনুবাদ : হযরত ইয়ায ইবনে হিমার মুজাশেয়ী (রা.) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ভাষণে বললেন, সাবধান! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আদেশ করেছেন যে, আমি তোমাদেরকে ঐ কথাটি জানিয়ে দেই যা তোমরা জান না। আল্লাহ তা'আলা আজ আমাকে যে সমস্ত বিষয়ে অবগত করেছেন, [আল্লাহ বলেন,] আমি আমার বান্দাকে যে সমস্ত মাল দান করেছি, তা হালাল। [কেউই তা নিজের পক্ষ হতে হারাম করতে পারবে না।] আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, আমি আমার বান্দাদেরকে ন্যায় ও সত্যের উপরে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের নিকট শয়তান এসে তাদেরকে দীন হতে ফিরিয়ে দেয়, আর আমি তাদের জন্য যা হালাল করেছিলাম শয়তান তাকে তাদের জন্য হারাম করে দেয় এবং শয়তান তাদেরকে এ নির্দেশ করে যে, তারা যেন আমার সাথে ঐ জিনিসকে শরিক করে নেয়– যার স্বপক্ষে কোনো দলিল বা প্রমাণ নাজিল করা হয়নি। আর আল্লাহ জমিনবাসীদের প্রতি দৃষ্টি করলেন, তখন [তাদের চরম গোমরাহির কারণে] কতিপয় আহলে কিতাব ব্যতীত আরবী, আজমী সকলের উপর অতিশয় ক্ষুব্ধ হলেন। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, আমি তোমাকে [হে মুহাম্মদ ﷺ] এজন্যই নবী বানিয়ে পাঠায়েছি যে, তোমাকে পরীক্ষা করব [–দেখব তুমি তোমার উম্মত ও কওমের নির্যাতনে কিরূপ ধৈর্যধারণ কর] আর তোমার সাথে তোমার উম্মতেরও পরীক্ষা করব। [দেখব তারা তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করে এবং ঈমান গ্রহণ করে কিনা?] আমি তোমার উপর একটি কিতাব নাজিল করেছি যাকে পানি ধুতে পারবে না। [অর্থাৎ তা অন্তরে সংরক্ষিত, কাজেই কেউ মেটাতে পারবে না।] তুমি তা ঘুমন্ত ও জাগ্রত অবস্থায় পাঠ করবে। আর আল্লাহ আমাকে এটাও নির্দেশ করেছেন– আমি যেন কুরাইশদেরকে জ্বালিয়ে ফেলি। [অর্থাৎ আমি যেন তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলি।] আমি বললাম, এতে কুরাইশগ তো আমার মস্তক পিষে রুটির ন্যায় চেপটা করে ফেলবে। [অর্থাৎ সংখ্যায় তারা তো অনেক, আমি একাকী কিরূপে তাদের মোকাবিলা করব?] তখন আল্লাহ তা'আলা বললেন, তারা তোমাকে যেভাবে [মক্কা হতে] বের করে দিয়েছে, অনুরূপভাবে আমিও তাদেরকে [নিজেদের বাড়িঘর হতে] বের করে দেব। তুমি তাদের সাথে জিহাদ কর, আমি তোমার জিহাদের সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেব। তুমি আল্লাহর রাস্তায় খরচ কর। আমি অচিরেই তোমার খরচের ব্যবস্থা করে দেব। তুমি তাদের [কুরাইশদের] বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ কর, আমি শত্রু-শক্তির পাঁচ গুণ বেশি সৈন্য দ্বারা তোমার সাহায্য করব। আর যারা তোমার উপর ঈমান এনে তোমার আনুগত্য করে তাদের সঙ্গে নিয়ে ঐ সমস্ত লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, যারা তোমার নাফরমানি করে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥١٤٠ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ فَصَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ اَلصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِىْ يَا بَنِىْ فِهْرٍ يَابَنِىْ عَدِيٍّ لِبُطُوْنِ قُرَيْشٍ حَتّٰى اجْتَمَعُوْا فَقَالَ اَرَاَيْتَكُمْ لَوْ اَخْبَرْتُكُمْ اَنَّ خَيْلاً بِالْوَادِىْ تُرِيْدُ اَنْ تُغِيْرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْتُمْ مُصَدِّقِىَّ قَالُوْا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ اِلاَّ صِدْقًا قَالَ فَاِنِّىْ نَذِيْرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَىْ عَذَابٍ شَدِيْدٍ فَقَالَ اَبُوْلَهَبٍ تَبًّا لَّكَ سَائِرَ الْيَوْمِ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ نَادٰى يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اِنَّمَا مَثَلِىْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَاَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ اَهْلَهٗ فَخَشِىَ اَنْ يَّسْبِقُوْهُ فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ .

৫১৪০. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ '[হে নবী!] তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করে দাও' নাজিল হয় তখন নবী করীম ﷺ সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং হে বনী ফিহ্র! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিলেন, এতে তারা সকলে সমবেত হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, বল তো, আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, এ পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর অতর্কিত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? সমবেত সকলে বলল হ্যাঁ, কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি। তখন তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে সম্মুখে একটি কঠিন আজাব সম্পর্কে সাবধান করে দিচ্ছি।" এ কথা শুনে আবূ লাহাব বলল, সারটা জীবন তোমার বিনাশ হোক। তুমি কি এজন্যই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন নাজিল হলো تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ অর্থাৎ 'আবূ লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক এবং তার বিনাশ হোক।' –[বুখারী ও মুসলিম] অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, নবী করীম ﷺ ডাক দিলেন হে আব্দে মানাফের বংশধর! প্রকৃতপক্ষে আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রুসৈন্যকে দেখে আপন কওমকে বাঁচানোর জন্য চলল, অতঃপর আশঙ্কা করল যে, দুশমন তাদের উপর আগে এসে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই সে উচ্চৈঃস্বরে يَا صَبَاحَاهُ বলে সতর্ক করতে লাগল। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : يَا صَبَاحَاهُ অর্থাৎ হে আমার কওম! শত্রুর প্রাতঃকালীন আক্রমণ হতে বাঁচ। এটা লোকদেরকে একত্রিত করে শত্রুর আক্রমণ হতে সাবধান করার জন্য তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত একটি সংকেতধ্বনি।

وَعَنْ ٥١٤١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ

৫১৪১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যখন وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ অর্থাৎ 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক কর' নাজিল হলো, তখন নবী ﷺ কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হলো। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি বললেন, হে কা'ব ইবনে লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোজখের আগুন হতে বাঁচাও! হে মুর্রা ইবনে কা'বের ব!শধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের

مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَابَنِىْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَافَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لَاَامْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِى الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ قَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ لاَ اُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ لاَ اُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مَا شِئْتَ مِنْ مَالِىْ لاَ اُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا -

আগুন হতে বাঁচাও! হে আব্‌দে শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে আগুন হতে বাঁচাও! হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা জাহান্নামের আগুন হতে নিজেদেরকে মুক্ত কর! হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নামের আগুন হতে বাঁচাও! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদেরকে দোজখের আগুন হতে বাঁচাও! হে ফাতেমা! তুমি তোমার দেহকে দোজখের আগুন হতে বাঁচাও! কেননা, আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি [দুনিয়াতে] সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব। −[মুসলিম] বুখারী ও মুসলিমের যৌথ বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ বললেন, হে কুরাইশ সম্প্রদায়! [আমার উপরে ঈমান এনে] তোমাদের জানকে ক্রয় করে নাও [অর্থাৎ দোজখের আগুন হতে আত্মরক্ষা কর]। আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহর আজাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে আব্‌দে মানাফের বংশধর! আমি তোমাদের উপর হতে আল্লাহর আজাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! আমি তোমার উপর হতে আল্লাহর আজাব কিছুই দূর করতে পারব না। হে রাসূলুল্লাহর ফুফী সাফিয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহর আজাব হতে বাঁচাতে পারব না। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমা! আমার কাছে দুনিয়াবি মালসম্পদ হতে যা ইচ্ছা তা চাইতে পার, কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করতে পারব না।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥١٤٢ - عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُمَّتِىْ هٰذِهٖ اُمَّةٌ مَرْحُوْمَةٌ لَيْسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُهَا فِى الدُّنْيَا اَلْفِتَنُ وَالزَّلَازِلُ وَالْقَتْلُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاؤُدَ)

৫১৪২. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার এ উম্মত আল্লাহ রহমতপ্রাপ্ত উম্মত, তাদের উপর পরকালে আজাব হবে না। তবে দুনিয়াতে তাদের আজাব হলো ফিতনা, ভূমিকম্প ও হত্যাযজ্ঞ। −[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "পরকালে আজাব হবে না" অর্থ চিরস্থায়ীভাবে আজাব ভোগ করবে না অথবা পূর্ব উম্মতগণের ন্যায় কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হবে না; বরং দুনিয়াতে তাদের উপর যে সকল বিপদ আসে তাতে তাদের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে এবং তাদের মর্যাদা বুলন্দ হবে, যা একমাত্র উম্মতে মুহাম্মদীরই বৈশিষ্ট্য।

وَعَنْ ٥١٤٣ اَبِى عُبَيْدَةَ وَمُعَاذَ بْنِ جَبَلٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ هٰذَا الْاَمْرَ بَدأَ نُبُوَّةً وَرَحْمَةً ثُمَّ يَكُوْنُ خِلَافَةً وَرَحْمَةً ثُمَّ مُلْكًا عَضُوْضًا ثُمَّ كَائِنٌ جَبْرِيَّةً وَعُتُوًّا وَفَسَادًا فِى الْاَرْضِ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحَرِيْرَ وَالْفُرُوْجَ وَالْخُمُوْرَ يُرْزَقُوْنَ عَلٰى ذٰلِكَ وَيَنْصُرُوْنَ حَتّٰى يَلْقُوا اللّٰهَ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِى شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫১৪৩. অনুবাদ : হযরত আবু উবায়দাহ ও মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ দীনের [ইসলামের] সূচনা হয়েছে নবুয়ত ও রহমতের দ্বারা। অতঃপর আসবে খেলাফত ও রহমত [-এর যুগ,] তারপর আসবে অত্যাচারী বাদশাহদের যুগ। এরপর আসবে কঠোরতা উচ্ছৃঙ্খলতা ও দেশে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীর যুগ। তারা রেশমি কাপড় পরিধান করা, অবৈধভাবে নারীদের লজ্জাস্থান উপভোগ করা এবং মদ্য পান করাকে হালাল মনে করবে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদেরকে রিজিক দেওয়া হবে এবং [দুনিয়াবি কাজে] তাদেরকে সাহায্য করা হবে। অবশেষে এ পাপের মধ্যে লিপ্ত থেকে কিয়ামতে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ আল্লাহর নীতি হলো দুনিয়াতে পাপের দরুন রিজিক নষ্ট বা বন্ধ করা হবে না কিংবা ব্যাপকভাবে ধ্বংস বা বিপদে পতিত করা হবে না। অবশ্য পরকালে নিজ আমল অনুযায়ী প্রতিদানপ্রাপ্ত হবে।

وَعَنْ ٥١٤٤ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ مَا يَكْفَأُ قَالَ زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّاوِىْ يَعْنِى الْاِسْلَامَ كَمَا يَكْفَأُ الْاِنَاءُ يَعْنِى الْخَمْرَ قِيْلَ فَكَيْفَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ بَيَّنَ اللّٰهُ فِيْهَا مَا بَيَّنَ قَالَ يُسَمُّوْنَهَا بِغَيْرِ اِسْمِهَا فَيَسْتَحِلُّوْنَهَا . (رَوَاهُ الدَّارِمِىُّ)

৫১৪৪. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, সর্বপ্রথম যে জিনিসকে উল্টিয়ে দেওয়া হবে– বর্ণনাকারী যায়েদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন– অর্থাৎ ইসলামি বিধানসমূহ হতে যেভাবে কোনো পাত্রকে উল্টিয়ে দেওয়া হয়, তা হবে শরাবের ব্যাপারটি। তখন জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা কিভাবে হবে? অথচ শরাব যে হারাম, তার বিধান তো আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তারা অন্য নামে তার নামকরণ করে হালাল সাব্যস্ত করে নেবে –[দারেমী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ ভবিষ্যদ্বাণীর উদ্দেশ্য হলো, ইসলামি বিধানসমূহের মধ্যে অনেক কিছু রদ-বদল ও উলট-পালট করা হবে, তবে লোকজন সর্বপ্রথম শরাবের বিধান লঙ্ঘন করবে এবং তার নাম পরিবর্তন করে তা হালাল বলে প্রচার করা হবে। যেমন, বর্তমান যুগে ব্রান্ডি, হুইস্কী, মৃতসঞ্জীবনী সুধা ও সুরা, রেকটিফাইড স্প্রীট প্রভৃতি নামে নির্বিঘ্নে শরাব পান করা হচ্ছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٤٥ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ النُّبُوَّةُ فِيْكُمْ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةً عَلٰى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا عَاضًّا فَتَكُوْنُ مَاشَاءَ اللّٰهُ اَنْ تَكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَيَكُوْنُ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّكُوْنَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثُمَّ تَكُوْنُ خِلَافَةً عَلٰى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ ثُمَّ سَكَتَ قَالَ حَبِيْبٌ فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَتَبْتُ اِلَيْهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اُذَكِّرُهُ اِيَّاهُ وَقُلْتُ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنَ اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِّ وَالْجَبْرِيَّةِ فَسُرَّ بِهٖ وَاَعْجَبَهٗ يَعْنِىْ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫১৪৫. অনুবাদ : হযরত নো'মান ইবনে বাশীর (র.) হযরত হোযাইফা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা করবেন ততদিন তোমাদের মধ্যে নবুয়ত পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে তুলে নেবেন, তারপর আল্লাহ যতদিন চাইবেন ততদিন নবুয়তের তরীকানুযায়ী খেলাফত থাকবে।

অতঃপর একসময় তাও তুলে নেবেন। তারপর প্রতিষ্ঠিত হবে দংশনকারী বাদশাহি? আল্লাহর ইচ্ছানুযায়ী তা যতদিন থাকার থাকবে, পরে একসময় তাকেও তুলে নেবেন। অতঃপর চেপে বসবে একনায়কত্ব, অপ্রতিরোধ্য রাজতন্ত্র। আল্লাহর ইচ্ছা যতদিন থাকার থাকবে, পরে তাকেও তুলে নেবেন। তারপর আবার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হবে নবুয়তের তরীকায় খেলাফত। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূল ﷺ নীরব হলেন। বর্ণনাকারী হাবীব বলেন, যখন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয খলীফা হলেন তখন আমি তাঁকে এ হাদীসটি লিখিয়ে পাঠালাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ভবিষ্যদ্বাণীটি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম, আর বললাম, দংশনকারী ও একনায়কত্ববাদী রাজতন্ত্রের পর আমি আশা করি আপনিই সেই আমীরুল মু'মিনীন বা খলিফা [যাঁর কথা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে গেছেন।] এতে তিনি অর্থাৎ ওমর ইবনে আব্দুল আযীয আনন্দ ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। –[আহমদ ও বায়হাকী তাঁর 'দালায়েলুন নুবুওয়াত' গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে সর্বশেষ নবুয়তের তরীকায় যেই খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে বলে রাসূল ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তা দ্বারা হযরত ঈসা (আ.)-এর পুনরায় দুনিয়াতে আগমন ও ইমাম মাহদী (আ.) -এর জামানার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

كِتَابُ الْفِتَنِ
অধ্যায় : ফিতনা

"اَلْفِتَنُ" শব্দটি فِتْنَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ– বিপদ, বিপর্যয় এবং পরীক্ষা। আল্লাহর কালামে বিভিন্ন আয়াতে ফিতনার উল্লেখ রয়েছে। এখানে এটা ব্যক্তির দীনদারির পরীক্ষা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যথা– কে দীনের প্রতি নিষ্ঠাবান, আর কে নিষ্ঠাবান নয়, আর কে কোনো বিপদাপদে দীনের উপর অবিচল থাকে, আর কে তাতে জড়িয়ে পড়ে তা পরীক্ষা করা। বস্তুত পরীক্ষা ব্যতীত কোনো ব্যক্তির গুণের বিকাশ এবং মর্যাদার দ্বার উন্মোচন হয় না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন– اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْا اَنْ يَّقُوْلُوْا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ অর্থাৎ "মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' এ কথা বললেই তাদেরকে পরীক্ষা না করে অব্যাহতি দেওয়া হবে।" আরো বলা হয়েছে– اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ অর্থাৎ 'প্রকৃতপক্ষে তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততিগণ তোমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তুমাত্র।'

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেন, 'ফিতনা' বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্নভাবে যেমন– ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা সাধারণত দীন ও শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের আধিক্য এবং অত্যাচারীদের অত্যাচারের কারণে হয়ে থাকে। অত্র অধ্যায়ের হাদীসসমূহে এরূপ ফিতনাসমূহ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٤٦ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامًا مَا تَرَكَ شَيْئًا يَكُوْنُ فِيْ مَقَامِهِ ذٰلِكَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا حَدَّثَ بِهِ حَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ قَدْ عَلِمَهُ اَصْحَابِىْ هٰؤُلَاءِ وَاِنَّهُ لَيَكُوْنُ مِنْهُ الشَّئُ قَدْ نَسِيْتُهُ فَارَاهُ فَاذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرَّجُلِ اِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ اِذَا رَاٰهُ عَرَفَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১৪৬. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং তখন হতে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সমস্ত কিছুই বর্ণনা করেন। তাঁর সেই ভাষণটি যারা স্মরণে রাখতে পারে তারা স্মরণে রেখেছে, আর যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গিয়েছে। নিশ্চয়ই আমার বন্ধুগণ [সাহাবায়ে কেরামগণ]ও সে বিষয় অবগত আছেন। অবশ্য যখন কোনো ঘটনা সম্মুখে আসে, যার কথা আমি ভুলে গিয়েছি, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সেই দিনের ভাষণটি আমার স্মরণে পড়ে। যেমন– কোনো ব্যক্তি কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর সম্মুখে উপস্থিত হলে তাকে দেখামাত্রই চিনা যায়– এই তো সেই অমুক ব্যক্তি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : অর্থাৎ রাসূল ﷺ -এর সেই ভাষণটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কিন্তু সাহাবীগণ তা পুরোপুরিভাবে স্মরণ রাখতে পারেননি। হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমার স্মৃতি হতেও অনেক কিছু মুছে গেছে। তবে তার কোনো একটি সংঘটিত হতে দেখলে তাঁর সেই দিনের কথাটি আমার মনে পড়ে। এজন্য সমস্ত সাহাবীগণের মধ্যে এ কথাটি প্রসিদ্ধ ছিল যে, হযরত হুযাইফা (রা.) ছিলেন ফিতনা সম্পর্কিত হাদীসের অত্যধিক সংরক্ষণকারী।

وَعَنْهُ ٥١٤٧ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تَعْرِضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَاَىُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَاَىُّ قَلْبٍ اَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتّٰى تَصِيْرُ عَلٰى قَلْبَيْنِ اَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَالْاٰخَرُ اَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৪৭. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মানুষের অন্তরে ফিতনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে, যেমন– আঁশ একটির পর আরেকটি বিছানো হয়ে থাকে এবং যেই অন্তরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কালো দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে স্থান দেয় না তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একপ্রকার অন্তর হয় মর্মর পাথরের ন্যায় শ্বেত, যাকে আসমান ও জমিন বহাল থাকা পর্যন্ত [অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত] কোনো ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে না। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার অন্তর হয় কয়লার মতো কৃষ্ণ। যেমন– উপুড় হওয়া পাত্রের ন্যায়, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালোকে ভালো জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না, ফলে কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির চাহিদা হয়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "حَصِيْر" -এর অর্থ হচ্ছে মাদুর, চাটাই। আর عُوْدٌ -এর অর্থ হচ্ছে খেজুরের সবুজ ডাল যাকে ফাড়ার পর যে আঁশ বের হয় এবং তার দ্বারা একটি পর পর আরেকটি বিছিয়ে মাদুর তৈরি করা হয়ে থাকে।

আর "عُوْدٌ" শব্দের তিন ধরনের বর্ণনা রয়েছে তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বর্ণনা হচ্ছে عَيْن এবং دَالْ অক্ষরে পেশ দ্বারা। আর এর তিনটি মর্ম হতে পারে–

১. বিপদ ও বিপর্যয় কিংবা ভ্রান্ত আকিদাসমূহ এবং প্রবৃত্তির চাহিদাসমূহ যা হচ্ছে ফিতনার বিষয়বস্তু তা মানুষের অন্তরে একের পর এক এমনভাবে সামনে আসবে যেমনভাবে মাদুর তৈরির সময় খেজুর বৃক্ষের পাতা একের পর এক এসে থাকে।

২. অথবা, যেভাবে মাদুর প্রস্তুতকারীর সামনে ঐ পাতাসমূহ একেরপর এক এসে থাকে, এমনিভাবে ফিতনাও মানুষের অন্তরে একের পর এক আসতে থাকবে।

৩. অথবা, মাদুরের উপর শয়নকারী ব্যক্তির পিঠের উপর যেমনিভাবে মাদুরের দাগ একের পর এক নকশীকৃত হিসেবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে। এমনিভাবে ফিতনাও একের পর এক অন্তরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে থাকবে।

দ্বিতীয় বর্ণনার মধ্যে عَيْن এবং دَالْ -এ যবরের সাথে عُوْدًا عُوْدًا এ সময় এর মর্ম হচ্ছে এই যে, অন্তরসমূহের মধ্যে ফিতনা বারংবার ফিরে আসবে যেমন মাদুরের পাতা বারংবার ফিরে এসে মাদুর তৈরি হয়।

তৃতীয় বর্ণনা عَيْن -এ যবর এবং নুকতাবিশিষ্ট ذَالْ -এর সাথে। এ সময় মর্ম হবে এই যে, ফিতনা অন্তরের মধ্যে মাদুরের ন্যায় একের পর আসতে থাকবে এর ফাসেদ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করা। যেমন কোনো কুফর এবং শিরকের উল্লেখ করার পর مَعَاذَ اللّٰهِ [আল্লাহ মাফ করুন] اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ বলা হয়ে থাকে। এমনিভাবে এখানে ফিতনা উল্লেখের পর ক্ষমা প্রার্থনা করছি। অতঃপর প্রথম বর্ণনার মধ্যে دَالْ -এর যবরের সাথে পড়া যেতে পারে 'হাল' হিসেবে এবং পেশযুক্ত হিসেবেও পড়া যায় মুবতাদা মাহযূফের খবর হিসেবে। আর তৃতীয় বর্ণনায় শুধু যবরযুক্ত হিসেবে পড়া যাবে মাফউল মুতলাক হওয়ার দরুন।

قَوْلُهُ فَاَىُّ قَلْبٍ اُشْرِبَهَا : "اُشْرِبَ" হচ্ছে মাজহুলের সীগাহ আর অর্থ হচ্ছে ফেতনার মহব্বত অন্তরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ এবং পরিপক্ব হয়ে গিয়েছে। এবং পানির ন্যায় প্রত্যেকটি লোম কূপে প্রবেশ করে ফেলেছে। অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে যখন অন্তরের উপর প্রক্রিয়াশীল হয়ে যায় তখন অন্তরের মধ্যে কালো দাগ এবং বিন্দু লাগানো হয়ে থাকে।

"حَتّٰى تَصِيْرَ" যদি تَصِيْرَ হয় তাহলে ফায়েল হচ্ছে قُلُوْبٌ আর যদি يَصِيْرَ হয় তাহলে হবে মানুষ দু-প্রকার অথবা দুটি গুণের উপর হবে। একপ্রকার হবে যা মর্মর পাথরের ন্যায় শুভ্র, সাদা হবে যা কোনো বস্তু এবং ফিতনা দ্বারা প্রক্রিয়াশীল হবে না তা অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং শক্তিশালী হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের হচ্ছে ঐ অন্তরসমূহ যা কালো ছাই বর্ণ সদৃশ হবে যেন কোনো পাত্রকে উপুড় করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কোনো বস্তু মজবুত এবং স্থায়ী থাকে না; বরং সম্পূর্ণ শূন্য ও খালি হয়ে থাকে। এমনিভাবে এ অন্তর দীপ্ত ঈমান এবং আল্লাহর পরিচয় থেকে সম্পূর্ণ শূন্য ও খালি হবে।

মোটকথা, গুনাহ বা অন্যায় একটি ময়লা বা কালো দাগ সদৃশ। কাপড়ে কোনো দাগ পড়লে তখন তা সঙ্গে সঙ্গেই ধুয়ে ফেলতে হয়। অন্যথা পর পর আরো ময়লা জমাট বেঁধে যায়। ফলে তা ব্যবহার উপযোগী থাকে না। অনুরূপভাবে ছোট ছোট গুনাহ একত্রিত হয়ে সেই অন্তরকে এমনভাবে কালো করে ফেলে, যা আর ভালো-মন্দের তারতম্য করতে পারে না। তাই প্রতি মুহূর্তে তওবা করা উচিত, যাতে গুনাহের দাগ মুছে যায়।

وَعَنْ ٥١٤٨ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ رَأَيْتُ اِحْدٰهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهٖ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقٰى اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجَلِّ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهٗ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَيْءٌ وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ وَلَا يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ فَيُقَالُ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلَانٍ رَجُلًا اَمِيْنًا وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا اَعْقَلَهٗ وَمَا اَظْرَفَهٗ وَمَا اَجْلَدَهٗ وَمَا فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১৪৮. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে দুটি হাদীস বর্ণনা করেন। যার একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি। আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। ১. তিনি আমাদেরকে বলেছেন যে, আমানত মানুষের অন্তরসমূহের অন্তস্তলে [আল্লাহর নিকট হতে] অবতীর্ণ হয়। অতঃপর তারা কুরআন হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন, তারপর সুন্নাহ হতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। ২. আমানত কিভাবে উঠে যাবে– এ কথাটিও তিনি আমাদেরকে বলেছেন। একসময় মানুষ নিদ্রা যাবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন শুধুমাত্র কালো দাগের ন্যায় একটি সাধারণ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। অতঃপর মানুষ আবার নিদ্রা যাবে, তখন আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। এতে এমন ফোসকা সদৃশ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার, তাকে তুমি নিজের পায়ের উপর রেখে রোমন্থন করলে তথায় স্ফীত হয়। তুমি অবশ্য স্ফীতি দেখতে পাবে, কিন্তু তার ভিতরে কিছুই নেই। আর লোকজন সকালে উঠে স্বভাবত ক্রয়বিক্রয়ে ব্যস্ত হবে, কিন্তু কাউকেও আমানত রক্ষকারী পাবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন বিশ্বস্ত ও আমানতদার লোক রয়েছে। আবার কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কতই জ্ঞানী! সে কতই চালাক ও চতুর! এবং সে কতই সচেতন ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী! অথচ তার অন্তরে রাই পরিমাণও ঈমান নেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'আমানত' দ্বারা সমস্ত শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়াদি এবং আহকামে শর'ইয়্যাহ হচ্ছে উদ্দেশ্য। যেমন কুরআনে কারীমের মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে– "إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ" অর্থাৎ 'আমি আকাশ ...... এর সামনে এ আমানত পেশ করেছিলাম।' অর্থাৎ শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়াদি এবং আহকামে শর'ইয়্যাহ প্রয়োগের যোগ্যতা মানুষের অন্তরের অন্তস্তলে রাখা হয়েছে। আর সমস্ত বিষয়াদির মূল ভিত্তি হচ্ছে ঈমান।

অথবা 'আমানত' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বুদ্ধিদান করে শরিয়তের হুকুম আহকাম প্রয়োগ করা। অর্থাৎ বুদ্ধি অন্তরের অন্তস্তলে রাখা হয়েছে তাহলে যেমন শরিয়ত কর্তৃক নির্দেশিত বিষয়াদিকে বুঝে-সুজে গ্রহণ করে।

হযরত আল্লামা ওসমানী (র.) বলেছেন, এখানে 'আমানত' দ্বারা ঈমান ও হিদায়াতের ঐ বীজ এবং দানা উদ্দেশ্য যাকে আদম সন্তানদের অন্তরের মধ্যে বিচ্ছুরিত করে দেওয়া হয়েছে। ঐ বীজ যদি না হয় তবে ঈমানই নেই। এর দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَانَةَ لَهُ অর্থাৎ 'যার মধ্যে আমানত নেই তার ঈমান নেই।' হাদীসের মধ্যে।

মোটকথা প্রথমত বুদ্ধি এবং হেদায়েতের উৎস, যোগ্যতাকে মানুষের অন্তরে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর একে অঙ্কুরিত করে ফল দানের জন্য কুরআন এবং হাদীস অবতীর্ণ করা হয়েছে। একে ثُمَّ عَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَالْحَدِيْثِ অর্থাৎ 'তারপর তারা কুরআন এবং হাদীস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করেছে।' এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন।

অতঃপর আমানত উঠিয়ে যাওয়া সম্পর্কে যে দ্বিতীয় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে রাসূল ﷺ -এর পর সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে উদাসীনতার দরুন ঈমানের ফসল কম থেকে কম হতে চলছে একেই "وَكْتٌ" অর্থাৎ সামান্য চিহ্ন "نُقْطَةٌ فِى الشَّيْءِ" এবং "مَجْلٌ" [হাতের মধ্যে কাজের চিহ্ন] অর্থাৎ কাজ করার দরুন হাতের চামড়া শক্ত হয়ে যায়। এর দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। আর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, অন্তর থেকে 'আমানত' ধীরে ধীরে বিলীন হতে চলবে যখন প্রথমাংশ বিলীন হয়ে "وَكْتٌ" -এর ন্যায় অন্ধকার সৃষ্টি হবে অতঃপর যখন দ্বিতীয়াংশ বিলীন হবে তখন "مَجْلٌ" -এর ন্যায় ঘনঘটা অন্ধকার হবে তা শীঘ্রই বিলীন হবে না। অতঃপর এ নূর 'আলো' অন্তরে স্থিতিশীল হওয়ার পর বিলীন হওয়া এবং অন্ধকার অবশিষ্ট থাকাকে ঐ আঙ্গারের সাথে তুলনা দিয়েছেন যাকে ব্যক্তি নিজের পায়ের মধ্যে ঢালে এবং পায়ের মধ্যে ফোসকা পড়ে যায় যে, দেখার মধ্যে স্ফীত মনে হয় কিন্তু ভিতরে শুধুমাত্র গৎগিরি ব্যতীত আর কিছুই নেই। এমনিভাবে যার অন্তর থেকে ঈমান উঠে যায় তা দেখাতে ভালো এবং স্ফীত মনে হয়। কিন্তু এর ভিতরে কোনো কল্যাণ এবং মঙ্গল হয় না।

মোটকথা, হাদীস দুটির একটি হলো মানুষের অন্তরে ঈমান ও আমানতদারি অবতীর্ণ হওয়া সম্পর্কিত, যা সাহাবায়ে কেরাম ও প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আর দ্বিতীয়টি হলো তা উঠে যাওয়া, যা পরবর্তী যুগে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকবে। অবশেষে একসময় আসবে যে, তার অস্তিত্বই থাকবে না। এমনকি কোনো ব্যক্তিকে পাক্কা ঈমানদার বলে চিহ্নিত করা হবে বটে, খোঁজ করলে দেখা যাবে ফোসকার ন্যায় ভিতরে কিছুই নেই। আর 'নিদ্রা যাওয়া' অর্থ প্রকৃতপক্ষে নিদ্রা যাওয়া অথবা আল্লাহর স্মরণ এবং তাঁর দীন ও শরিয়ত হতে গাফেল হয়ে যাওয়া হতে পারে। অর্থাৎ কোন মুহূর্তে যে তার ঈমান চলে যাবে সে টেরও পাবে না।

٥١٤٩ - وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ اَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ اَنْ يُّدْرِكَنِىْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا كُنَّا فِىْ جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللّٰهُ بِهٰذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الشَّرِّ مِنْ

৫১৪৯. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম এই ভয়ে যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এক সময় মূর্খতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এই কল্যাণ [অর্থাৎ দীন-ইসলাম] দান করেন। তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসিবে? তিনি বললেন হ্যাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম সেই অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি

خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيْهِ دَخَنٌ قُلْتُ وَمَا دَخَنُهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُّوْنَ بِغَيْرِ سُنَّتِيْ وَيَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيَتِيْ تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ قُلْتُ فَهَلْ بَعْدَ ذٰلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ اَجَابَهُمْ اِلَيْهَا قَذَفُوْهُ فِيْهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صِفْهُمْ لَنَا قَالَ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُوْنَ بِاَلْسِنَتِنَا قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِيْ اِنْ اَدْرَكَنِيْ ذٰلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِمَامَهُمْ قُلْتُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا اِمَامٌ قَالَ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ اَنْ تَعَضَّ بِاَصْلِ شَجَرَةٍ حَتّٰى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَاَنْتَ عَلٰى ذٰلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

বললেন, হ্যাঁ আসবে, তবে তা হবে ধোঁয়াযুক্ত। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ধোঁয়া কি প্রকৃতির? তিনি বললেন, লোকেরা আমার সুন্নত বর্জন করে অন্য তরিকা গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে। তখন তুমি তাদের মধ্যে ভালো কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, সেই কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দোজখের দ্বারে দাঁড়িয়ে কতিপয় আহ্বানকারী লোকদেরকে সেই দিকে আহ্বান করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দেবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতাই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে অবস্থায় উপনীত হলে তখন আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তখন তুমি মুসলমানদের জামাত ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোনো মুসলিম জামাত ও মুসলিম ইমাম না থাকে [তখন আমাকে কি করিতে হবে]? তিনি বললেন, তখন তুমি সেই সমস্ত বিচ্ছিন্ন দলকে পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকড়ের আশ্রয় নিতে হয় এবং তুমি এই নির্জন অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু উপস্থিত হয়। [অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত বাতিল হতে দূরে অবস্থান করতে হবে, এতে যে কোনো দুঃখকষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে তোমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে।] -[বুখারী ও মুসলিম]

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ يَكُوْنُ بَعْدِيْ اَئِمَّةٌ لَا يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِيْ وَسَيَقُوْمُ فِيْهِمْ رِجَالٌ قُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الشَّيَاطِيْنِ فِيْ جُثْمَانِ اِنْسٍ قَالَ حُذَيْفَةُ قُلْتُ كَيْفَ اَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ اَدْرَكْتُ ذٰلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيْعُ الْاَمِيْرَ وَاِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَاَخَذَ مَالَكَ فَاسْمَعْ وَاَطِعْ.

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে– রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার [ওফাতের] পরে এমন কতিপয় ইমাম ও বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত ও তরিকানুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা গায়ে গঠনে এবং চেহারা অবয়বে মানুষই হবে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ হবে শয়তানের ন্যায়। হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমি সেই অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করণীয় কি হবে? তিনি বললেন, তোমার আমির [শাসক] যা বলে তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে, যদিও তোমর পৃষ্ঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মালসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবুও তার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসে খলীফায়ে রাশেদ হযরত ওসমান (রা.)-এর যুগ হতে পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন ব্যাপক ফিতনা ও ফ্যাসাদের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥١٥٠ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَيُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৫০. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্রির অংশ সদৃশ ফিতনায় পতিত হওয়ার পূর্বেই, যখন কোনো ব্যক্তি ভোরে উঠবে ঈমানদার হয়ে আর সন্ধ্যা করবে কুফরি অবস্থায় এবং সন্ধ্যা করবে মুমিন অবস্থায় আর ভোরে উঠবে কাফের হয়ে। সে পার্থিব সামান্য সম্পদের বিনিময়ে নিজের দীন ও ঈমানকে বিক্রয় করে দেবে। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** ঘোর অন্ধকার রাত্রে যেমন সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া যায় না, তদ্রূপ উক্ত ফিতনার সময় নেক বদের পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে পড়বে। হয়তো এমনও হবে যে, নেক কাজের পথও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ সর্বত্র বদকাজই বিরাজমান থাকবে তাই সময় ক্ষেপণ না করে নেক কাজে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

وَعَنْهُ ٥١٥١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَيَكُوْنُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً اَوْ مَعَاذًا فَلْيَسْتَعِذْ بِهِ -

৫১৫১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শীঘ্রই এমন ফিতনা দেখা দেবে, যখন বসা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি অপেক্ষা হবে উত্তম। আর দাঁড়ানো ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা হবে উত্তম। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী অপেক্ষা হবে উত্তম। এমনকি যে ব্যক্তি উক্ত ফিতনার দিকে চক্ষু তুলে তাকাবে, ফিতনা তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে মুক্ত স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পাবে, তার তা দ্বারা নিজেকে রক্ষা করা উচিত। -[বুখারী ও মুসলিম]

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন এক ফিতনা আসবে তখন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি হতে উত্তম হবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তি হতে উত্তম হবে এবং দাঁড়ানো ব্যক্তি দ্রুতগামী অপেক্ষা উত্তম হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা হতে নিরাপদ স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন অবশ্যই উক্ত আশ্রয়স্থলে অবস্থান করে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মোটকথা ফিতনা হতে বেঁচে থাকার জন্য সার্বিকভাবে তা হতে দূরে থাকা উচিত। অন্যথা সে ফিতনায় জড়িত হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٥١٥٢ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ فِتَنٌ اَلَا ثُمَّ تَكُوْنُ فِتَنٌ اَلَا ثُمَّ تَكُوْنُ فِتْنَةٌ اَلْقَاعِدُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِىْ فِيْهَا وَالْمَاشِىْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ اِلَيْهَا اَلَا فَاِذَا وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهٗ اِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِاِبِلِهٖ وَمَنْ كَانَ لَهٗ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهٖ وَمَنْ كَانَتْ لَهٗ اَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِاَرْضِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ لَهٗ اِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا اَرْضٌ قَالَ يَعْمِدُ اِلٰى سَيْفِهٖ فَيَدُقُّ عَلٰى حَدِّهٖ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ اِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلٰثًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِنْ اُكْرِهْتُ حَتّٰى يَنْطَلِقَ بِىْ اِلٰى اَحَدِ الصَّفَّيْنِ فَضَرَبَنِىْ رَجُلٌ بِسَيْفِهٖ اَوْ يَجِئُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِىْ قَالَ يَبُوْءُ بِاِثْمِهٖ وَاِثْمِكَ وَيَكُوْنُ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৫২. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অচিরেই বিভিন্ন ধরনের ফিতনা দেখা দেবে। জেনে রাখ, এটার পর বিভিন্ন ধরনের ফিতনা দেখা দেবে। জেনে রাখ, অতঃপর এমন এক বিরাট ফিতনা এসে পড়বে, সে সময় বসা অবস্থায় থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তি অপেক্ষা হবে উত্তম এবং চলমান ব্যক্তি উক্ত ফিতনার দিকে দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা হবে উত্তম। সাবধান! যখন সেই ফিতনা সংঘটিত হবে তখন যার কাছে উট আছে সে যেন তার উট নিয়ে থাকে। আর যার বকরি আছে সে যেন তার বকরি নিয়ে থাকে। আর যার ভূসম্পত্তি আছে, সে যেন উক্ত জমি-ভূমি নিয়েই থাকে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কারো উট, বকরি ও ভূসম্পত্তি না থাকে [তখন সে কি করবে]? তিনি বললেন, তখন সে যেন নিজের তলোয়ারের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তার ধার-পার্শ্ব দিয়ে পাথরে আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেলে, অতঃপর সম্ভব হলে উক্ত ফিতনার স্থান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে। [অতঃপর তিনি বললেন,] হে আল্লাহ! আমি কি তোমার আহকামসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি কোনো ব্যক্তি জোরপূর্বক আমাকে নিয়ে দুই দলের কোনো এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়, অতঃপর কোনো ব্যক্তি তলোয়ারের আঘাতে আমাকে হত্যা করে অথবা তীর এসে আমাকে বিঁধে এবং তাতে আমার মৃত্যু ঘটে, তখন [আমার পরিণাম সম্পর্কে] আপনার কি অভিমত? উত্তরে তিনি বললেন, সে তার নিজের এবং তোমার পাপ বহন করবে এবং জাহান্নামিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মর্ম হচ্ছে, মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহের যুগে নিজের তরবারির ধারের উপর পাথর দ্বারা আঘাত করবে এবং অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি ভেঙ্গে ফেলবে, তাহলে যেন যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পারে। এ হাদীসের পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মত ছিল যে, মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে যে যুদ্ধ হবে তা হচ্ছে ফিতনার যুদ্ধ। এ যুদ্ধে কোনো অবস্থাতে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। আক্রমণাত্মকভাবেও নয় এবং প্রতিহতকরণ হিসেবেও নয়; বরং নিজের ঘরের কোণায় বসে নির্জনতা অবলম্বন করবে। নতুবা পাহাড়ে চলে যাবে। যেমন হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর হাদীস রয়েছে– يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعْفَ الْجَبَلِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ অর্থাৎ 'অচিরেই যখন মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরি যা নিয়ে সে পর্বতশৃঙ্গে ও বৃষ্টিপাতের স্থানসমূহে আশ্রয়গ্রহণ করবে অর্থাৎ ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সে তার দীন নিয়ে পলায়ন করবে।'

তবে নিশ্চয়ই কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হচ্ছে সর্বোত্তম অমল এবং ইসলামের কুঁজের চূড়া। এ ব্যাপারে কারো কোনো কথা নেই। আর একে ফিতনাও বলা যায় না; বরং মুসলমানদের দুটি দলের পরস্পরের মধ্যে যে যুদ্ধবিগ্রহ হয়ে থাকে তাকে হাদীসসমূহের মধ্যে ফিতনা বলা হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করা এবং না করার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) ও কিছু সাহাবীদের মত অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় দল সাহাবায়ে কেরাম যেমন হযরত ইবনে ওমর এবং ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) প্রমুখদের মতে এ ধরনের যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে অংশগ্রহণ করা জায়েজ নয়। কিন্তু যদি নিজের উপর আক্রমণ হয় তাহলে প্রতিহতকরণের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ জায়েজ রয়েছে।

তৃতীয় দল অবশিষ্ট জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীন এবং সাধারণ ওলামায়ে কেরামগণের মত হচ্ছে যে, যদি মুসলমানদের দুটি দলের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়, তখন তাদের মধ্যে যে অত্যাচারী তাদের বিরুদ্ধে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত দলের সাহায্য এবং সহযোগিতার জন্য যুদ্ধ করা ওয়াজিব। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاِنْ بَغَتْ اِحْدٰهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِىْ تَبْغِىْ অর্থাৎ 'যদি মুমিনদের দুদল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মিমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপরদলের উপর চড়াও হয় তাহলে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে।' তাই এখানে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ রয়েছে।

দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকে পরাজিত অপদস্থ না করা যায় তাহলে তাদের শক্তি ও ধাপট বেড়ে যাবে যার দ্বারা কাফেরদের শক্তিও বেড়ে যাবে। এছাড়া হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) প্রমুখ দলিল স্বরূপ যে হাদীসটি পেশ করেছেন তা ঐ মানুষদের ব্যাপারে যাদের সামনে হক এবং না হক প্রকাশ পায়নি।

অথবা যেখানে উভয় দল অত্যাচারী কারো নিকট কোনো সঠিক দলিল এবং ব্যাখ্যা নেই।

قَوْلُهٗ يَبُوْءُ بِاِثْمِهٖ وَاِثْمِكَ : এর দুটি মর্ম রয়েছে। প্রথমত হচ্ছে যে সে তোমাদেরকে যে হত্যা করবে এর দ্বারা বুঝা গেল যে তার অন্তরে প্রথম থেকেই মুসলমানদের সাথে বিদ্বেষ এবং শত্রুতা রয়েছে তাই এক গুনাহ তো হচ্ছে হিংসা বিদ্বেষের আর দ্বিতীয় গুনাহ হচ্ছে তোমাকে হত্যা করার।

দ্বিতীয় মর্ম হচ্ছে, একটি গুনাহ তো তার হত্যার আর দ্বিতীয় গুনাহ হচ্ছে যে, ধরে নেওয়া যাক যদি তুমি তাকে হত্যা করে ফেলতে তাহলে তোমার যে গুনাহ হতো তা তার জন্য হবে।

মোটকথা, হক ও বাতিল নির্ণয় করা যখন মুশকিল হয়ে পড়বে তখন তা হতে দূরে সরে থাকাই সমীচীন। তবে যদি কোথাও সরে যাওয়া সম্ভব না হয়, তখন সাধ্যানুযায়ী ফিতনাসমূহে জড়িয়ে যাওয়া হতে নিষ্ক্রিয় থাকার চেষ্টা করা উচিত।

وَعَنْ ٥١٥٣ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫১৫৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন একটি যুগ অতি নিকটবর্তী, যখন মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরি, যা নিয়ে সে পর্বতশৃঙ্গে ও বারিপাতের স্থানসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ ফিতনা হতে বাঁচার জন্য সে স্বীয় দীন নিয়ে পলায়ন করবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ কথা এমন যুগ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যখন কোনো ক্রমেই নিজের দীনকে রক্ষা করে চলা সম্ভব না হয়, অন্যথায় লোক সমাজে থেকে আল্লাহর হুকুম পালন করা এবং অন্যান্যকে আল্লাহর পথে আনার চেষ্টা করাই উত্তম।

وَعَنْ ٥١٥٤ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ (رضـ) قَالَ اَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلٰى اُطُمٍ مِنْ اُطَامِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ هَلْ تَرَوْنَ مَا اَرٰى قَالُوْا لَا قَالَ فَاِنِّىْ لَاَرٰى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوْتِكُمْ كَوَقْعِ الْمَطَرِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১৫৪. অনুবাদ : হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ মদিনার একটি গৃহের উপর আরোহণ করে [লোকদেরকে] বললেন, আমি যা দেখছি তোমরাও কি তা দেখছ? তারা বললেন, জী না। তিনি বললেন, আমি দেখছি যে, তোমাদের গৃহের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির ন্যায় ফিতনা পতিত হচ্ছে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অনেকের ধারণা এই হাদীসে হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদাতের ফিতনা এবং পরবর্তী সময় মদিনায় সংঘটিত 'হাররা' যুদ্ধের ধ্বংসলীলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥١٥٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلَكَةُ اُمَّتِىْ عَلٰى يَدَىْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ - (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫১৫৫. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরাইশের কতিপয় যুবকের হাতেই আমার উম্মতের ধ্বংস নিহিত। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এখানে 'উম্মত' দ্বারা ব্যাপকভাবে সাধারণ উম্মত উদ্দেশ্য নয়; বরং বিশেষ সাহাবায়ে কেরাম (রা.) উদ্দেশ্য যাঁরা হচ্ছেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ। আর "غِلْمَةٌ" হচ্ছে "غُلَامٌ" -এর বহুবচন যারা অভিজ্ঞতাহীন নবযৌবনে উপনীত, যারা বুদ্ধির পরিপূর্ণতায় পৌঁছেনি। যাদের সামনে মর্যাদাবানদের এবং বুদ্ধিজীবীদের কোনো চিন্তা নেই। সুতরাং "غِلْمَةٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত আলী (রা.), হযরত ওসমান (রা.), হযরত হাসান ও হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীগণ। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর সকলের নাম স্মরণ ছিল কিন্তু বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ভয়ে প্রকাশ করতেন না।

অথবা "غِلْمَةٌ" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া এবং আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রমুখ বনী উমাইয়ার যুবকেরা যারা নবী করীম ﷺ -এর পরিবারের সম্মানিত সদস্যদেরকে হত্যা করেছে।

وَعَنْهُ ٥١٥٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيُلْقَى الشُّحُّ وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ قَالُوْا وَمَا الْهَرَجُ قَالَ اَلْقَتْلُ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে, ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, ফিতনা-ফ্যাসাদ বৃদ্ধি পাবে, কৃপণতা দেখা দেবে এবং 'হারজে'র আধিক্য হবে। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, 'হারজ' কী? তিনি বললেন, হত্যা। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ মানুষ তার হায়াত ও সময়ে বরকত পাবে না। ইলম উঠে যাবে অর্থাৎ শরিয়ত বিশেষজ্ঞ আলেম থাকবে না, তদস্থলে অজ্ঞ মূর্খ লোকদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যাবে। ফলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা ও খুন-খারাবি ব্যাপকভাবে দেখা দেবে।

وَعَنْهُ ٥١٥٧ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيْمَ قَتَلَ وَلَا الْمَقْتُوْلُ فِيْمَ قُتِلَ فَقِيْلَ كَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَالَ الْهَرْجُ اَلْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৫৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সেই পর্যন্ত দুনিয়া নিঃশেষ হবে না, যে পর্যন্ত না মানুষের উপর এমন একদিন আসবে, হত্যকারী বলতে পারবে না কেন সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবে না কেন সে নিহত হয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন, ফিতনার দরুন। যাতে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** হত্যাকারী এজন্য দোজখে যাবে, সে অন্যায়ভাবে একটি মানুষকে কতল করেছে। আর নিহত ব্যক্তি এজন্য জাহান্নামে যাবে, সে উক্তি ব্যক্তিকে হত্যা করতে ইচ্ছা পোষণ করেছিল; কিন্তু সে সুযোগ পাইনি। উক্ত হাদীসের আলোকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পাপ কাজের নিয়ত করাও পাপ।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য ব্যতীত শুধু সম্প্রদায়িকতার উপর যুদ্ধ করে যে, হত্যাকারীর জানা থাকবে না যে সে কোন কারণে হত্যা করেছে হত্যা করা জায়েজ না জায়েজ নয় কোনো কিছু তালাশ করেনি। আর নিহত ব্যক্তিরও জানা নেই যে, কিসের জন্য নিহত করা হয়েছে, শরিয়ত ভিত্তিক কোনো কারণে না শরিয়ত ভিত্তিক কোনো কারণ ব্যতীতই। [তখন] হত্যাকারী তো হত্যা করার দরুন জাহান্নামে যাবে। আর নিহত ব্যক্তি এজন্য জাহান্নামে যাবে যে সেও তার প্রতিপক্ষ ব্যক্তিকে হত্যার জন্য লোভী ছিল। কিন্তু সুযোগ মিলেনি তাই পাপ কর্মের প্রতি এ দৃঢ় সংকল্পের দরুন জাহান্নামে প্রবেশ করবে।.

وَعَنْ ٥١٥٨ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ اِلَيَّ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৫৮. অনুবাদ : হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফিতনার সময় [তাতে লিপ্ত না হয়ে] ইবাদতে মশগুল থাকার ছওয়াব আমার দিকে হিজরত করে আসার সমতুল্য। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি মক্কা বিজয়ের পূর্বে মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করার সমপরিমাণ ছওয়াবের অধিকারী হবে।

وَعَنْ ٥١٥٩ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقٰى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لَا يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ اِلَّا الَّذِيْ بَعْدَهُ اَشَرُّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ ﷺ . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫১৫৯. অনুবাদ : হযরত জোবাইর ইবনে আদী বলেন, একবার আমরা হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.)-এর নিকট গিয়ে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ কর যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ কর। কেননা আগামীতে তোমাদের উপর যে জমানা আসবে, তা অতীত অপেক্ষা আরো মন্দ হবে। এ কথাগুলো আমি তোমাদের নবী ﷺ হতে শুনিয়াছি। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কথিত আছে যে, যুদ্ধের ময়দান ছাড়াও হাজ্জাজ অন্যায়ভাবে এক লক্ষ বিশ হাজার লোককে কতল করেছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٦٠ حُذَيْفَةَ (رض) قَالَ وَاللّٰهِ مَا اَدْرِيْ اَنَسِيَ اَصْحَابِيْ اَمْ تَنَاسَوْا وَاللّٰهِ مَا تَرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ قَائِدِ فِتْنَةٍ اِلَى اَنْ تَنْقَضِيَ الدُّنْيَا يَبْلُغُ مَنْ مَّعَهُ ثَلٰثُ مِائَةٍ فَصَاعِدًا اِلَّا قَدْ سَمَّاهُ لَنَا بِاسْمِهٖ وَاسْمِ اَبِيْهِ وَاسْمِ قَبِيْلَتِهٖ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৬০. অনুবাদ : হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বলতে পারি না যে, আমার বন্ধুগণ [সাহাবায়ে কেরামগণ] কি প্রকৃতই ভুলে গিয়েছেন? নাকি না ভুলেও ভুলার ভান করে আছেন? আল্লাহর কসম করে বলছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন কোনো ফিতনাকারীর আলোচনা বাদ রাখেননি, যে কিয়ামত পর্যন্ত আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে উক্ত ফিতনা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা তিনশত বা তারও অধিক পর্যন্ত পৌঁছবে। বরং তিনি ঐ ব্যক্তির নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ পরিচয়ও আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ফিতনা সৃষ্টির নায়ক প্রথমে একজন হলেও পরবর্তীতে তার অনুসারীর সংখ্যা হবে অনেক। সুতরাং হাদীসে তিন শতের কথা উল্লেখ থাকলেও তার মধ্যে কমবেশি হতে পারে। তারা দীনের মধ্যে বিদ'আত, গোমরাহি এবং মুসলমানদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করবে এবং অত্যাচারী শাসকের সহযোগিতা করবে।

وَعَنْ ٥١٦١ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّمَا اَخَافُ عَلٰى اُمَّتِيْ الْاَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ وَاِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِيْ اُمَّتِيْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫১৬১. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতাদের খুব বেশি ভয় করছি। আর আমার উম্মতের উপর যখন একবার তলোয়ার চলতে থাকবে, তখন আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের হতে তা উঠবে না। –[আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পথভ্রষ্টকারী নেতা দ্বারা গোমরাহ, বিদ'আতি ও বেশরা আলেম, পীর অথবা জালেম নেতা ও শাসক, যারা অনৈসলামিক কাজের দিকে মানুষদেরকে আহ্বান করে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে। হযরত ওসমান (রা.)-এর উপর প্রথম তলোয়ার চালানো হয়েছে যা অদ্যাবধি উঠেনি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা উঠার সম্ভাবনাও নেই।

وَعَنْ ٥١٦٢ سَفِيْنَةَ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ الْخِلَافَةُ ثَلْثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ تَكُوْنُ مُلْكًا ثُمَّ يَقُوْلُ سَفِيْنَةُ اَمْسِكْ خِلَافَةَ اَبِىْ بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَخِلَافَةَ عُمَرَ عَشَرَةً وَعُثْمَانَ اِثْنَتَىْ عَشَرَةَ وَعَلِيٍّ سِتَّةً ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৬২. অনুবাদ : হযরত সাফীনা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, খেলাফত [নবুয়তের তরীকায়] ত্রিশ বৎসর বহাল থাকবে। অতঃপর তা মুলূকিয়াতে [রাজতন্ত্রে] পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী সাফীনা (রা.) বলেন, তা এভাবে বর্ণনা করে নাও– হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর খেলাফতকাল দু বৎসর, হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফতকাল দশ বৎসর, হযরত ওসমান (রা.)-এর বারো বৎসর এবং হযরত আলী (রা.)-এর ছয় বৎসর।

–[আহমদ, তিরমিযী ও আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ নবুয়তের পদ্ধতির উপর খেলাফত যা পরিপূর্ণ খেলাফত হবে এবং যা সুন্নতের মাফিক সঠিক পদ্ধতির অনুসরণের উপর হবে তা ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত হবে। এরপর রাজত্ব হিসেবে হয়ে যাবে যার মধ্যে নির্যাতন-নিপীড়নের দরুন মানুষ শান্তি এবং নিরাপদের মধ্যে হবে না যদিও আভিধানিক অর্থ হিসেবে পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরে আগমনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকেও খুলাফা বলা হয়েছে। কিন্তু সঠিক অর্থে খেলাফত ত্রিশ বৎসর হবে যার প্রতি রাসূল ﷺ ইঙ্গিত করেছেন আর এ ত্রিশ বৎসর খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের যুগ ছিল। আর এখানে যা প্রত্যেকের খেলাফত কালের বর্ণনা দান করেছেন তা ভগ্নাংশকে ছেড়ে বর্ণনা করা হয়েছে। নতুবা হযরত সিদ্দীকে আকবর (রা.)-এর খেলাফতকাল দু-বৎসর চার মাস ছিল। হযরত ওমর (রা.)-এর খেলাফত দশ বৎসর ছয়মাস ছিল এবং হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকাল কয়েক দিন কম বার বৎসর আর হযরত আলী (রা.)-এর খেলাফতকাল ছিল চার বৎসর নয় মাস। এ হিসাবনুযায়ী চার খলিফার খেলাফতকাল ২৯ 'উনত্রিশ' বৎসর সাত মাস নয় দিন হয়ে থাকে। ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্য পাঁচ মাস অবশিষ্ট থেকে যায়, যা হযরত হাসান (রা.)-এর খেলাফত দ্বারা পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং হযরত হাসান (রা.)ও খোলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু যেহেতু তাঁর সময়কাল এক বৎসরও পূর্ণ হয়নি এবং দৃঢ়ভাবে শাসন ক্ষমতা পরিচালনার সুযোগ পাননি, এজন্য সাধারণভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয় না।

وَعَنْ ٥١٦٣ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَكُوْنُ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا الْعِصْمَةُ قَالَ السَّيْفُ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ بَقِيَّةٌ قَالَ نَعَمْ تَكُوْنُ اِمَارَةٌ عَلٰى اَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلٰى دَخَنٍ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَنْشَأُ دُعَاةُ الضَّلَالِ فَاِنْ كَانَ اللّٰهِ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةٌ جَلَدَ ظَهْرَكَ وَاَخَذَ مَالَكَ

৫১৬৩. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখন আমরা যে ভালো যুগে [ইসলামে] অবস্থান করছি, এর পরে কি কোনো মন্দ যুগ আসবে, যেমন এটার [ইসলামের] পূর্বে [জাহেলিয়াত] ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ আসবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তা হতে বেঁচে থাকার উপায় কি? তিনি বললেন, তলোয়ার। [অর্থাৎ বাতিলের মোকাবিলায় প্রয়োজনে অস্ত্র ধারণ করতে হবে।] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা সেই তলোয়ারী যুগের পরে কি মুসলমানের অস্তিত্ব থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ থাকবে। তবে তখন প্রতিষ্ঠিত হবে রাজতন্ত্র। তার ভিত্তি হবে মানুষের ঘৃণার উপর এবং সন্ধি-চুক্তি হবে প্রতারণার উপর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,তারপর কি হবে? তিনি বললেন, অতঃপর গোমরাহির দিকে আহ্বানকারী লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তখন যদি আল্লাহর এই জমিনে কোনো শাসক থাকে এবং সে তোমার পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে চাবুক

فَاطِعْهُ وَاِلاَّ فَمُتْ وَاَنْتَ عَاضٌّ عَلٰى جِذْلِ شَجَرَةٍ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ بَعْدَ ذٰلِكَ مَعَهُ نَهْرٌ وَنَارٌ فَمَنْ وَقَعَ فِىْ نَارِهِ وَجَبَ اَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ وَمَنْ وَقَعَ فِىْ نَهْرِهِ وَجَبَ وِزْرُهُ وَحُطَّ اَجْرُهُ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَاذَا قَالَ ثُمَّ يُنْتَجُ الْمُهْرُ فَلاَ يُرْكَبُ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ هُدْنَةٌ عَلٰى دَخْنٍ وَجَمَاعَةٌ عَلٰى اَقْذَاءٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلْهُدْنَةُ عَلَى الدَّخْنِ مَاهِىَ قَالَ لاَ تَرْجِعُ قُلُوْبُ اَقْوَامٍ عَلَى الَّذِىْ كَانَتْ عَلَيْهِ قُلْتُ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ صَمَّاءُ عَلَيْهَا دُعَاةٌ عَلٰى اَبْوَابِ النَّارِ فَاِنْ مُتَّ يَا حُذَيْفَةُ وَاَنْتَ عَاضٌّ عَلٰى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَتَّبِعَ اَحَدًا مِّنْهُمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

মারে এবং [জোরপূর্বক] তোমার মালসম্পদ ছিনিয়েও নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য কর। যদি কোনো শাসক না থাকে তবে তোমার মৃত্যু যেন এই অবস্থায় হয় যে, তুমি [সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে] কোনো বৃক্ষের গোড়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী হবে। [অর্থাৎ নির্জনে থাকবে।] আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, অতঃপর দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তার সঙ্গে থাকবে নহর ও আগুন। যে ব্যক্তি উক্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়বে, [আল্লাহর নিকট] তার প্রতিদান সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং তার পূর্বের গুনাহসমূহ মাফ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার নহরে প্রবেশ করবে তার পাপ অবধারিত হয়ে যাবে এবং তার [নেক আমলের] ছওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। হুযাইফা বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, ঘোড়ার বাচ্চা লাভ করা হবে, কিন্তু তা আরোহণের যোগ্য হওয়ার পূর্বেই কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে। [অর্থাৎ দাজ্জালের আবির্ভাবের পর কিয়ামত খুব নিকটবর্তী হবে।] অপর এক বর্ণনায় আছে, সেই ফিতনার সন্ধি চুক্তি হবে প্রতারণার উপর এবং জামাতবন্দি হবে ঘৃণার উপর। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! প্রতারণার চুক্তির অর্থ কী? তিনি বললেন, লোকজনের অন্তর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সেই ভালো -এর পরেও কি কোনো মন্দ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ এর পরে এসে পড়বে অন্ধ ও বধির ফিতনা। [অর্থাৎ তখন আর হক ও বাতিলের পার্থক্য করার কোনো উপায় থাকবে না এবং তা হতে বাহির হওয়ার কোনো পথও পাওয়া যাবে না।] সে সময় এক দল লোক জাহান্নামের দ্বারে দাঁড়িয়ে ফিতনার দিকে আহ্বানকারী হবে। হে হুযাইফা! সেই সময় এ সকল আহ্বানকারীর কারো অনুসরণ করা অপেক্ষা যদি তুমি গাছের শিকড় আঁকড়ে মৃত্যুবরণ কর, তা হবে তোমার পক্ষে উত্তম। –[আবূ দাউদ]

٥١٦٤ ـ وَعَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ كُنْتُ رَدِيْفًا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عَلٰى حِمَارٍ فَلَمَّا جَاوَزْنَا بُيُوْتَ الْمَدِيْنَةِ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ جُوْعٌ تَقُوْمُ عَنْ فِرَاشِكَ وَلاَ تَبْلُغُ مَسْجِدَكَ حَتّٰى يُجْهِدَكَ الْجُوْعُ قَالَ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ قَالَ تَعَفَّفْ يَا اَبَا ذَرٍّ قَالَ كَيْفَ بِكَ

৫১৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পিছনে একটি গাধার উপরে আরোহী ছিলাম। যখন আমরা মদিনার জনপদ অতিক্রম করে বাহিরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবূ যর! তখন তোমার কি অবস্থা হবে যখন মদিনায় এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে যে, ক্ষুধার তাড়নায় তুমি স্বীয় বিছানা হতে উঠে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, এমনকি ক্ষুধা তোমাকে অস্থির করে ফেলবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন, হে আবূ যর! তখন তুমি আত্মসংযম করবে [অর্থাৎ মানুষের নিকট হাত পেতো না, হারাম কিংবা সন্দেহযুক্ত মাল ভক্ষণ করো না।] তিনি আবার বললেন, হে আবূ যর! তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ مَوْتٌ يَبْلُغُ الْبَيْتُ الْعَبْدَ حَتّٰى أَنَّهُ يُبَاعُ الْقَبْرُ بِالْعَبْدِ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَصَبَّرْ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ كَيْفَ بِكَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ قَتْلٌ تَغْمُرُ الدِّمَاءُ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَالَ قُلْتُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ قَالَ تَأْتِي مَنْ أَنْتَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ وَأَلْبَسُ السِّلَاحَ قَالَ شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذًا قُلْتُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ إِنْ خَشِيْتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَأَلْقِ نَاحِيَةَ ثَوْبِكَ عَلٰى وَجْهِكَ لِيَبُوْءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ ـ (رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ)

মদিনায় এমন মড়ক দেখা দেবে যে, একটি ঘর একটি গোলামের মূল্যের সমপরিমাণে পৌঁছবে, এমনকি একটি কবরের জায়গা একটি গোলামের বিনিময়ে বিক্রয় হবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন, হে আবূ যর! ধৈর্যধারণ করবে। তিনি পুনরায় বললেন, হে আবূ যর! তখন তোমার অবস্থা কি হবে যখন মদিনায় এমন এক হত্যাযজ্ঞ শুরু হবে যার রক্ত 'আহ্জারুয্ যায়ত' নামক স্থানকে ডুবিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক ভালো জানেন। তিনি বললেন, তখন তুমি তার নিকটই চলে যাবে যার সাথে তুমি সম্পর্কিত [অর্থাৎ নিজের পরিবার অথবা নিজ ইমামের নিকট]। আমি বললাম, তবে কি আমি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হবো? তিনি বললেন, যদি তুমি এরূপ কর তাহলে তুমিও সে দলের সাথে শামিল হয়ে যাবে। আমি বললাম, তাহলে আমি করব? ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তলোয়ারের চাকচিক্যকে ভয় কর [অর্থাৎ তলোয়ারের সম্মুখে জীবন দিতে ভয় পাও], তাহলে পরিহিতি কাপড়ের একাংশ নিজের মুখের উপরে স্থাপন করবে, যাতে সে তোমার ও নিজের পাপ বহন করে। -[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ প্লেগ রোগ এবং দুর্ভিক্ষের দরুন মদিনায় অধিক হারে মৃত্যু সংঘটিত হতে থাকবে। আর মানুষ এত গণ হারে মৃত্যুবরণ করবে যে, কবরের জায়গা মিলবে না এবং অধিক মূল্যে তা ক্রয় করে দাফন করতে হবে। প্রতিটি কবরের জায়গার মূল্য একটি গোলামের মূল্য সমপরিমাণ হবে। তাই 'বায়ত" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কবর لِأَنَّ الْقَبْرَ بَيْتُ الْأَمْوَاتِ [কেননা কবর হচ্ছে মৃতদের ঘর]।

অথবা মৃত মানুষদের আধিক্যের দরুন কবর খননকারী মিলবে না। এমনকি একটি গোলামের মূল্য দিয়ে একজন খননকারীকে আনা হবে। অথবা 'বায়ত' দ্বারা স্বাভাবিক ঘর উদ্দেশ্য হবে এবং মর্ম হবে এই যে, মানুষ মরে সমস্ত ঘরসমূহ শূন্য হয়ে যাবে এবং ঘর সম্পূর্ণ সস্তা হয়ে যাবে যে এর মূল্য গোলামের মূল্যের চেয়ে অনেক অধিক হওয়া সত্ত্বেও এখন গোলামের মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ تَغْمُرُ الدِّمَاءُ أَحْجَارَ الزَّيْتِ : 'আহজারুয যায়ত' হচ্ছে মদিনা থেকে পশ্চিম দিকে একটি স্থানের নাম। যেহেতু এখানে কালো পাথর রয়েছে যেমন জয়তুনের তেল লাগানো হয়েছে এমন এজন্য এ নাম রাখা হয়েছে।

এখন হাদীসের মর্ম এই হলো যে, নবী করীম ﷺ একটি লোমহর্ষক ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছেন যে মদিনাতে এমন গণহত্যা হবে যে, মানুষের রক্ত [আহজারুয্ যায়েত] নামক স্থানকে ছেয়ে ফেলবে। আর এর দ্বারা হাররার ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, যা কারবালার ঘটনা এবং হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত বরণের পরে সংঘটিত হয়েছে, যার বিস্তারিত আলোচনা ইতিহাসের কিতাবাদির মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেছেন, হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত ও কারবালার ঘটনার পর তেষট্টি [৬৩] হিজরিতে ইয়াযীদ ইবনে মুআবিয়া তার সেনাপতি মুসলিম ইবনে উকবা মিররী -এর নেতৃত্বে মদিনায় যে অভিযান চালায় এবং মদিনার অনতিদূরে 'হাররা' নামক স্থানে যে অমানুষিক রক্তপাত ঘটায়, যা তিন দিন অথবা পাঁচ দিন চলতে থাকে, 'রক্তে নদী-নালা প্রবাহিত হবে' দ্বারা সেই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর 'মুখের উপর কাপড় স্থাপন করবে' এর অর্থ হলো, ফিতনার সময় অস্ত্র ধারণ করা উচিত নয়; বরং এমনভাবে ধৈর্যধারণ কর যেমন কাবিলের সম্মুখে হাবিল করেছিল।

قَوْلُهُ تَأْتِيْ مَنْ اَنْتَ مِنْهُ : تَأْتِيْ মুযারের সীগাহ যা আমরের অর্থে ব্যবহৃত অর্থাৎ তুমি তোমার গোত্রের দিকে চলে যাও যে থেকে তুমি বের হয়েছ। "كَمَا قَالَ الْقَاضِيْ"

আর আল্লামা তীবী (র.) বলেন যে, যে ইমামের হাতে বায়'আত হয়েছে তার দিকে চলে যাও।

তৃতীয় মর্ম হচ্ছে যে, যে দল তোমার মাসলাক এবং চরিত্রের মাফিক হবে তাদের নিকট চলে যাও। যুদ্ধে অংশগ্রহণ করো না অন্যথায় গুনাহগার হবে।

وَعَنْ ٥١٦٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كَيْفَ بِكَ اِذَا اَبْقَيْتَ فِيْ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَكَانُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالَ فَبِمَ تَأْمُرُوْنِيْ قَالَ عَلَيْكَ بِمَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَاِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِلْزَمْ بَيْتَكَ وَاَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَخُذْ مَا تَعْرِفُ وَدَعْ مَا تُنْكِرُ وَعَلَيْكَ بِاَمْرِ خَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ اَمْرَ الْعَامَّةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

৫১৬৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি নিকৃষ্ট ও ইতর লোকদের মধ্যে যাবে, তাদের অঙ্গীকার ও আমানতের মধ্যে ভেজাল এসে যাবে এবং পরস্পরে বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের অবস্থা হবে এরূপ এবং [একথা বলে তিনি] উভয় হাতের অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, তখন আমার করণীয় কাজ কি হবে, আপনিই আমাকে নির্দেশ করুন। তখন নবী ﷺ বললেন, যে কাজটি তুমি সত্য ও ভালো বলে জান, কেবলমাত্র তাই করবে এবং যা অসত্য ও মন্দ বলে জান তা দূরে সরিয়ে রাখবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আপন ঘরে বসে থাক, নিজের মুখ ও রসনাকে আপন আয়ত্তে রাখ। আর যা ভালো মনে কর, শুধু তাই কর এবং মন্দকে বর্জন কর। কেবলমাত্র নিজের ব্যাপারে সচেতন থাক এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা পরিহার কর। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : 'নিজেকে নিজে বাঁচিয়ে চল' এর তাৎপর্য হলো, যখন মন্দ লোকদের দৌরাত্ম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে এবং ভালো ও সৎলোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কমে যাবে আর সৎ উপদেশের ফলাফলের আশা তিরোহিত হয়ে পড়বে, তখন ভালো কাজের আদেশ ও খারাপ কাজে নিষেধ বর্জন করার অনুমতি আছে। –[আত্‌তা'লীক]

وَعَنْ ٥١٦٦ اَبِيْ مُوْسٰى (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِيْ كَافِرًا وَيُمْسِيْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا اَلْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْمَاشِيْ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِيْ

৫১৬৬. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামত আসার পূর্বে ঘোর অন্ধকার রাত্রির একাংশের ন্যায় ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে, তাতে কোনো ব্যক্তি সকালে মুমিন এবং বিকালে কাফের এবং বিকালে মুমিন এবং সকালে কাফেরে পরিণত হতে থাকবে। [অর্থাৎ ফিতনার তাণ্ডব এত প্রবল হবে যে, অল্প সময়ের ব্যবধানেই মানুষের অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকবে।] তাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম হবে। তখন তোমরা

فَكَسِّرُوْا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا فِيْهَا اَوْتَارَكُمْ وَاضْرِبُوْا سُيُوْفَكُمْ بِالْحِجَارَةِ فَاِنْ دَخَلَ عَلٰى اَحَدٍ مِنْكُمْ فَلْيَكُنْ كَخَيْرِ اِبْنَىْ اٰدَمَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهٗ ذُكِرَ اِلٰى قَوْلِهٖ خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ ثُمَّ قَالُوْا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ كُوْنُوْا اَحْلَاسَ بُيُوْتِكُمْ وَفِىْ رِوَايَةِ التِّرْمِذِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فِى الْفِتْنَةِ كَسِّرُوْا فِيْهَا قِسِيَّكُمْ وَقَطِّعُوْا فِيْهَا اَوْتَارَكُمْ وَالْزَمُوْا فِيْهَا اَجْوَافَ بُيُوْتِكُمْ وَكُوْنُوْا كَابْنِ اٰدَمَ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ ـ

তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার রশিগুলো কেটে ফেলবে। আর তোমাদের তলোয়ার পাথরে ঘষে তার ধার নষ্ট করে দেবে। এ সময় যদি কেউ আগ্রাসী হয়ে তোমাদের কাউকে আক্রমণ করে, তখন সে যেন হযরত আদম (আ.)-এর দুই ছেলের মধ্যে উত্তম ছেলের নীতি অবলম্বন করে। –[আবূ দাউদ]

আবূ দাউদের অপর এক বর্ণনায় خَيْرٌ مِنَ السَّاعِىْ [দ্রুতগামী অপেক্ষা উত্তম] পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অতঃপর সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তখন কী করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, সেই সময় তোমরা আপন আপন গৃহের চট হয়ে যাও। [বিছানা যেমন ঘরে পড়ে থাকে, তদ্রূপ তোমরাও ঘরে বসে থাকবে। অর্থাৎ ফিতনায় জড়িত হবে না।] আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফিতনার সময় তোমরা নিজেদের ধনুক ভেঙ্গে ফেল এবং তার রশি কেটে ফেল। গৃহের অভ্যন্তরে আবদ্ধ থাক এবং আদমের পুত্র [হাবিল]-এর নীতি অবলম্বন কর। ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি সহীহ ও গরীব।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কাবিলের ন্যায় হত্যাকারী না হয়ে হাবিলের ন্যায় মজলুম অবস্থায় নিহত হওয়া শ্রেয়।

وَعَنْ ٥١٦٧ اُمِّ مَالِكِ نِ الْبَهْزِيَّةِ (رضـ) قَالَتْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِتْنَةً فَقَرَّبَهَا قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ فِيْهَا قَالَ رَجُلٌ فِىْ مَاشِيَتِهٖ يُؤَدِّىْ حَقَّهَا وَيَعْبُدُ رَبَّهٗ وَرَجُلٌ اَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهٖ يُخِيْفُ الْعَدُوَّ وَيُخَوِّفُوْنَهٗ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫১৬৭. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে মালেক বাহযিয়্যাহ (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ ফিতনার আলোচনা করলেন এবং তা খুবই নিকটে বলেও বর্ণনা করলেন। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই সময় উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের গবাদিপশুর মধ্যে থেকে তার হক [জাকাত ইত্যাদি] আদায় করবে এবং আপন পরওয়ারদিগারের ইবাদতে মশগুল থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজের ঘোড়ার উপর আরোহণ করে শত্রুদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করবে এবং শত্রুরা তাকে ভয় দেখাইবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ ফিতনায় জড়িত না হয়ে মুসলমানদের সাথে শরিক হয়ে কাফেরদের সাথে লড়াই করবে, ফলে সে ফিতনা হতে নিরাপদে থাকবে এবং ছওয়াব ও গনিমতের অধিকারী হবে।

وَعَنْ ٥١٦٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ تَسْتَنْظِفُ الْعَرَبَ قَتْلَاهَا فِى النَّارِ اَللِّسَانُ فِيْهَا اَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫১৬৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিকট ভবিষ্যতে এমন ভয়াবহ ফিতনা দেখা দেবে, যা গোটা আরবভূমিকে গ্রাস করে ফেলবে। তাতে যারা নিহত হবে তারা জাহান্নামি। উক্ত গোলযোগের সময় মুখের ভাষা হবে তলোয়ারের আঘাত অপেক্ষা অধিক ক্ষতিকর।

–[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রাসূল ﷺ এমন ভয়াবহ ফিতনার ভবিষ্যদ্বাণী দান করেছেন যা সম্পূর্ণ আরবভূমিকে গ্রাস করে ফেলবে। এ ফিতনার মধ্যে যাদেরকে হত্যা করা হবে তারা জাহান্নামি হবে। কেননা তাদের উদ্দেশ্য আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত এবং অত্যাচারীকে প্রতিহত এবং নির্যাতিতদেরকে সাহায্য দৃঢ়ভাবে ছিল না; বরং তাদের উদ্দেশ্য সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতার লোভ ছিল এরই পরিপ্রেক্ষিতে قَتْلَاهَا فِى النَّارِ বলা হয়েছে।

"اَللِّسَانُ اَشَدُّ مِنْ وَقْعِ السَّيْفِ" দ্বারা ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, এমন ফিতনার মধ্যে পরনিন্দা এবং দুর্নাম করে অতিশয়োক্তি করা হচ্ছে তরবারির আঘাত অর্থাৎ হত্যার চেয়েও মারাত্মক। কেননা এতে ফিতনাও বৃদ্ধি পাবে।

অথবা এ ফিতনার দ্বারা ঐ সব যুদ্ধ উদ্দেশ্য যা হযরত আলী (র.) এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.) উভয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। আর উভয় দিকে অধিক সাহাবায়ে কেরাম (রা.) ছিলেন। বিধায় যে কোনো ধরনের অতিশয় উক্তির দরুন তাদের উপর দোষারোপ হবে, যা নিশ্চিত রূপে ধ্বংস এবং ভ্রষ্টতার কারণ। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِىْ اَصْحَابِىْ অর্থাৎ 'আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহকে ভয় কর আমার সাহাবীদের ব্যাপারে।' তবে হক এবং বাতিল এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ও ভুলকারী মুজতাহিদের মধ্যে পার্থক্যকরণের উদ্দেশ্যে সাহাবায়ে কেরামের পূর্ণ মর্যাদা এবং পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন অন্তরে মজবুত রেখে সংক্ষিপ্তভাবে হাদীসের আলোকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে একথা বলা যেতে পারে যে, হযরত আলী (রা.) ইজতিহাদের মধ্যে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনিত ছিলেন, আর হযরত মুয়াবিয়া (রা.) ইজতিহাদে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত ছিলেন না।

وَلَهُ اَجْرٌ وَاحِدٌ اَيْضًا وَلَا اِثْمَ وَلَا وِزْرَ عَلَيْهِ অর্থাৎ এবং তার জন্য একটি প্রতিদান রয়েছে এমনিভাবে এবং তার উপর কোনো পাপ নেই এবং তার উপর পাপের বুঝাও নেই। এর চেয়ে অধিক কথা বলা, জায়েজ হবে না। যেমন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) বলেছেন– تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللّٰهُ مِنْهَا سُيُوْفَنَا فَلَا نُلَوِّثُ بِهَا اَلْسِنَتَنَا فَلِلّٰهِ دَرُّهُ অর্থাৎ 'ঐ সব রক্ত আল্লাহ তা'আলা আমাদের তরবারিসমূহকে এ থেকে পবিত্র করেছেন। অতএব এর দ্বারা আমাদের মুখকে আমরা কলোষিত করব না। অতঃপর আল্লাহই সঠিক জানেন।' এছাড়া এসব যুদ্ধবিগ্রহের নিহতদের ব্যাপারে "قَتْلَاهَا فِى النَّارِ" বলা হচ্ছে ধমকি এবং কঠোরতা প্রদর্শনার্থে। তাহলে যেন লোক শাসন ক্ষমতার লোভে হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য যাচাই ব্যতীত যুদ্ধ বিগ্রহ হতে বিরত থাকে। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ [সঠিক ব্যাপারে আল্লাহই বেশি জানেন।]

وَعَنْ ٥١٦٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ سَتَكُوْنُ فِتْنَةٌ صَمَّاءُ بُكْمَاءُ عَمْيَاءُ مَنْ اَشْرَفَ لَهَا اسْتَشْرَفَتْ لَهُ وَاِشْرَافُ اللِّسَانِ فِيْهَا كَوُقُوْعِ السَّيْفِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বোবা, বধির ও অন্ধ ফিতনা দেখা দেবে। যে ব্যক্তি তার দিকে তাকাবে উক্ত ফিতনাও তার দিকে তাকাবে, তাতে কথাবার্তায় অংশগ্রহণ করা তলোয়ারের আঘাতের ন্যায় ক্ষতিকর হবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার নিকটবর্তী হবে, ফিতনা তাকে জড়িয়ে ফেলবে।

وَعَنْ ٥١٧٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ كُنَّا قُعُوْدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَاَكْثَرَ فِيْ ذِكْرِهَا حَتّٰى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْاَحْلَاسِ قَالَ قَائِلٌ وَمَا فِتْنَةُ الْاَحْلَاسِ قَالَ هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِيْ يَزْعَمُ اَنَّهُ مِنِّيْ وَلَيْسَ مِنِّيْ اِنَّمَا اَوْلِيَائِيَ الْمُتَّقُوْنَ ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلٰى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلٰى ضِلْعٍ ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ لَا تَدَعُ اَحَدًا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً فَاِذَا قِيْلَ اِنْقَضَتْ تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيْهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا حَتّٰى يَصِيْرَ النَّاسُ اِلٰى فُسْطَاطَيْنِ فُسْطَاطُ اِيْمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيْهِ وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا اِيْمَانَ فِيْهِ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَانْتَظِرُوْا الدَّجَّالَ مِنْ يَوْمِهِ اَوْ مِنْ غَدِهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৭০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট বসা ছিলাম। তখন তিনি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বহুবিধ ফিতনার আলোচনা করলেন, এমনকি 'ফিতনায়ে আহ্‌লাস'-এরও উল্লেখ করলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'ফিতনায়ে আহলাস' কি? তিনি বললেন, তাতে পলায়ন হবে [অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে এমন শত্রুতা দেখা দেবে যে, একে অন্য হতে পলায়ন করতে থাকবে।] এবং ছিনতাই হবে। অতঃপর দেখা দেবে 'ফিতনাতুস সাররা' [অর্থাৎ ধনের প্রাচুর্যের কারণে বিলাসিতায় লিপ্ত হয়ে পড়ার ফিতনা], উক্ত ফিতনার ধোঁয়া আমার পরিবারস্থ এক ব্যক্তির পায়ের নিচ হতে নির্গত হবে। [অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই উক্ত ফিতনার নায়ক হবে।] সে আমার খানদানের লোক বলে দাবি করবে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আমার আপনজনদের মধ্যে হবে না। প্রকৃপক্ষে পরহেজগার লোকই হলেন আমার বন্ধু। অতঃপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা অর্পণে একমত হবে, যে পাঁজরের হাড়ের উপর নিতম্বের মতো হবে [অর্থাৎ অনভিজ্ঞ ও অযোগ্য ব্যক্তিই হবে তাদের অধিনায়ক]। তারপর আরম্ভ হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা তা কাউকেও রেহাই দেবে না; বরং প্রত্যেক ব্যক্তিকে এক একটি চাপেটাঘাত লাগাবেই। [অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তিই সেই ফিতনার শিকার হয়ে পড়বে।] আর যখন বলা হবে ফিতনা শেষ হয়ে গেছে, তখন তা এত প্রসারিত হবে যে, মানুষ ভোরে ঈমানদার হয়ে উঠবে, কিন্তু সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে। অবশেষে সকল মানুষ দুটি তাবুতে [দলে] বিভক্ত হয়ে যাবে। এক দল হবে ঈমানের, এখানে মুনাফেকী থাকবে না। আর অপর দল হবে মুনাফেকীর যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। যখন অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন তোমরা দাজ্জালের আগমনের অপেক্ষা কর, সে ঐ দিনই অথবা পরের দিন আবির্ভূত হবে। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٥١٧١ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ اَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৭১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দুর্ভাগ্য আরবদের জন্য যে, এক বিরাট ফিতনা তাদের নিকটবর্তী। সে ব্যক্তিই সাফল্যমণ্ডিত হবে, যে [তা হতে] নিজের হাতকে গুটিয়ে রাখবে। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٥١٧٢ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ اِنَّ السَّعِيْدَ لِمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ اُبْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৭২. অনুবাদ : হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনা হতে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনা হতে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনা হতে দূরে রাখা হয়েছে এবং সেই ব্যক্তিও সৌভাগ্যবান যে তাতে পতিত হয়ে ধৈর্যধারণ করেছে। তার জন্য মোবারকবাদ। -[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٥١٧٣ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِىْ اُمَّتِىْ لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِىْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِّنْ اُمَّتِى الْاَوْثَانَ وَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ اُمَّتِىْ كَذَّابُوْنَ ثَلٰثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهُ نَبِىُّ اللّٰهِ وَاَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِىَّ بَعْدِىْ وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتّٰى يَأْتِىَ اَمْرُ اللّٰهِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ)

৫১৭৩. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যখন একবার তলোয়ার চালিত হবে, তখন আর তা কিয়ামত পর্যন্ত উঠবে না। আর কিয়ামত সেই পর্যন্ত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের কোনো কোনো গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং সেই পর্যন্ত না আমার উম্মতের কোনো কোনো গোত্র মূর্তিপূজা করবে। তিনি আরো বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশজন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নবী হওয়ার দাবি করবে। অথচ প্রকৃত কথা হলো, আমিই শেষ নবী, আমার পরে আর কোনো নবী নেই। তিনি আরো বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর অবিচল থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনোই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না কিয়ামত আসা পর্যন্ত।

-[আবূ দাঊদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'মূর্তিপূজা করবে' এটা প্রকৃত পূজাও হতে পারে অথবা পূজাসদৃশ আচরণ বা মূর্তিপ্রীতিও হতে পারে। 'ত্রিশজন ভণ্ড নবী' সম্পর্কে ইতিহাস প্রমাণ করে যে, এ যাবৎ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন দেশে সেই মিথ্যা দাবিদারদের আবির্ভাব ঘটেছে এবং তাদের মিথ্যাচারিতা নির্মূলও হয়ে গেছে। মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীও তাদের একজন, যার মিথ্যার মুখোশও খুলে গেছে। এরূপ নবুয়তের দাবিদার ভবিষ্যতে আরো আসতে পারে। অবশেষে দাজ্জাল হবে সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যাবাদী, এমনকি সে খোদা হওয়ারও দাবি করবে।

৫১৭৪. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَدُوْرُ رَحَى الْاِسْلَامَ لِخَمْسٍ وَّثَلٰثِيْنَ اَوْ سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ اَوْسَبْعٍ وَّثَلٰثِيْنَ فَاِنْ يَّهْلِكُوْا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ وَاِنْ يَّقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ عَامًا قُلْتُ اَمِمَّا بَقِىَ اَوْ مِمَّا مَضٰى قَالَ مِمَّا مَضٰى . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৭৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলামের চাকা পঁয়ত্রিশ অথবা ছত্রিশ অথবা সাঁইত্রিশ বৎসর সঠিকভাবে ঘুরতে থাকবে। এটার পরে যদি লোকজন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়, তবে তারা পূর্ববর্তী লোকদের পথে চলার কারণেই ধ্বংস হবে। অতঃপর দীনের নেযাম যদি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা তাদের মধ্যে সত্তর বৎসর পর্যন্ত বহাল থাকবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম সেই সত্তর বৎসর কি উল্লিখিত [পঁয়ত্রিশ] বৎসরের পরে আসবে, নাকি অতীতের সেই বৎসরগুলো সহ? তিনি বললেন, অতীতের বৎসরগুলো সহ। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ দীনে ইসলামের চাক্কা সাঁইত্রিশ বৎসর পর্যন্ত ঘুরতে থাকবে সব ধরনের ফিতনা থেকে নিরাপদ এবং আহকামে সুন্নত দীনে ইসলাম স্থিতিশীল এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ থাকার কাল বর্ণনা করা হয়েছে। আর ইসলামের প্রথম যুগ থেকে ধরা হলে তখন পঁয়ত্রিশ বৎসর হয়ে যায়। আর যদি প্রথম বৎসর হিজরত থেকে ধরা হয় তাহলে উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত ওসমান (রা.)-এর খেলাফতকাল পর্যন্ত। আর উষ্ট্রের যুদ্ধ ছত্রিশ বৎসরে হয়েছে যা কিছু হয়েছে তা হচ্ছে স্পষ্ট। আর অন্তরসমূহের মধ্যে আতঙ্ক এবং ফিতনার চিহ্ন প্রকাশ পেয়েছে তাও সুস্পষ্ট।

قَوْلُهُ فَاِنْ يَّهْلِكُوْا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ : অর্থাৎ ৩৭ হিজরির পর শরিয়ত বিরোধী কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তাদের রাস্তা হবে বিগত উম্মতসমূহের ধ্বংসে নিপতিতদের রাস্তা।

قَوْلُهُ وَاِنْ يَّقُمْ لَهُمْ : অর্থাৎ মুজাহিদীনদের অনুসরণ এবং দীন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দরুন যদি দীন পরিপূর্ণ হয়, তাহলে সত্তর বৎসর পর্যন্ত তাদের দীন পরিপূর্ণ থাকবে।

আর আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন যে, এখানে দীন দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে শাসনব্যবস্থা যা পরবর্তী যুগের তুলনায় সত্তর বৎসর পর্যন্ত সুশৃঙ্খল পদ্ধতির উপর চলবে। সুতরাং বনী উমাইয়ার খেলাফতকাল হযরত মুআবিয়া (রা.) থেকে আরম্ভ হয়ে আনুমানিক সত্তর বৎসর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। অতঃপর দুর্বল হয়ে গেছে। এমনকি বনী আব্বাসের দিকে স্থানান্তর হয়ে গেছে। –[মেরকাত]

قَوْلُهُ مِمَّا بَقِىَ اَوْ مِمَّا مَضٰى : হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) রাসূল ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, এ সত্তর বৎসর পূর্বের ৩৭ বৎসর ব্যতীত অবশিষ্টের মধ্য থেকে হবে না যা বিগত হয়ে গেছে ইসলামের আত্মপ্রকাশ অথবা হিজরতের যুগ এখান থেকে আরম্ভ করে সত্তর বৎসর হবে। তখন রাসূল ﷺ উত্তর দিলেন যে, ইসলামের আত্মপ্রকাশ কাল থেকে নিয়ে সত্তর বৎসর হচ্ছে উদ্দেশ্য। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেছেন, ৩৫ হিজরিতে হযরত ওসমান (রা.) শহীদ হন। এটাই ইসলামের প্রথম ফিতনা। ৩৬ হিজরির উষ্ট্র-যুদ্ধ এবং ৩৭ হিজরিতে সিফ্‌ফীনের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ৭০ হিজরির পর সাহাবীদের সংখ্যা প্রায় হাতে গণনার অবস্থায় পৌঁছে যায়। তখন ইসলামের প্রদীপ প্রায় নিভু নিভু হয়ে পড়ে। ৯৯ হিজরিতে হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (র.) খলিফা নিযুক্ত হয়ে এটার চাকা ঘুরাইতে চাইলেন বটে, কিন্তু এক দেড় বৎসরের স্বল্প সময়ে ব্যাপক কিছু সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। ফলে ফিতনা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সকল অবস্থার দিকেই হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٧٥ اَبِىْ وَاقِدِ نِ اللَّيْثِىِّ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا خَرَجَ اِلٰى غَزْوَةِ حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِيْنَ كَانُوْا يَعْقِلُوْنَ عَلَيْهَا اَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ اَنْوَاطٍ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاطٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سُبْحَانَ اللّٰهِ هٰذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوْسٰى اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫১৭৫. অনুবাদ : হযরত আবূ ওয়াকিদ লাইছী (রা.) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হুনাইনের যুদ্ধে বের হলেন, তখন তিনি মুশরিকদের এমন এক বৃক্ষের নিকট দিয়ে গমন করলেন, যাতে তারা নিজেদের অস্ত্রসমূহ ঝুলিয়ে রাখত। উক্ত বৃক্ষটিকে 'যাতা আনওয়াত' বলা হতো। এটা দেখে কোনো কোনো নব্য মুসলমানরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সমস্ত মুশরিকদের ন্যায় আমাদের জন্যও একটি 'যাতা আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ [বিস্ময় প্রকাশে] বললেন, 'সুবহানাল্লাহ' হযরত মূসা (আ.)-এর কওম তাঁকে বলেছিল, আমাদের জন্য এরূপ মা'বূদ নির্ধারণ করে দিন যেরূপ ঐ কাফের সম্প্রদায়ের মা'বূদ রয়েছে। তোমরাও তো সেরূপ কথা বললে, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের পথ অনুসরণ করে চলবে, যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়ে গেছে। −[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَنْوَاطٌ" শব্দটি نَوْطٌ-এর বহুবচন, যার অর্থ− ঝুলানো। মুশরিকরা একটি নির্দিষ্ট বৃক্ষে অস্ত্র ঝুলাত এবং তাওয়াফ ইত্যাদির মাধ্যমে ঐ বৃক্ষের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাত। তারই নাম ছিল 'যাতা-আনওয়াত'।

وَعَنْ ٥١٧٦ ابْنِ الْمُسَيِّبِ (رضـ) قَالَ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الْاُوْلٰى يَعْنِىْ مَقْتَلَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ اَصْحَابِ بَدْرٍ اَحَدٌ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّانِيَةُ يَعْنِى الْحَرَّةَ فَلَمْ يَبْقَى مِنْ اَصْحَابِ الْحُدَيْبِيَّةِ اَحَدٌ ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ الثَّالِثَةُ فَلَمْ تَرْتَفِعْ وَبِالنَّاسِ طَبَاخٌ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫১৭৬. অনুবাদ : হযরত ইবনুল মুসাইয়াব (র.) বলেন, ইসলামের প্রথম ফিতনা হলো 'হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যা।' এরপর [দ্বিতীয় ফিতনা হলো প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত] বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবীও বিদ্যমান ছিলেন না। দ্বিতীয় ফিতনা হলো 'হার্‌রা'র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, অতঃপর হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবীও অবশিষ্ট রইলেন না। আর তৃতীয় ফিতনা যখন শুরু হলো, তখন মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও কল্যাণ থাকা অবস্থায় আর তা উঠল না। [অর্থাৎ সাহাবী ও তাবেয়ীদের কেউই তখন অবশিষ্ট থাকেননি।] −[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র.) বলতে চান যে, প্রথম ফিতনা অর্থাৎ হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যা থেকে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের মৃত্যু আরম্ভ হয়েছে। এমনকি দ্বিতীয় ফিতনা 'হাররার যুদ্ধ পর্যন্ত' তাঁরা সবাই পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেলেন। এ ছিল বদরের যুদ্ধের বরকত যে তাঁরা উভয় ফিতনার কোনোটিতে পতিত হননি।

অতঃপর দ্বিতীয় ফিতনা 'হাররার যুদ্ধের' পর থেকে হুদায়বিয়ার অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কেরামদের ইন্তেকাল আরম্ভ হয়েছে। এমনকি তৃতীয় ফিতনা পর্যন্ত তাদের কোনো একজনও অবশিষ্ট থাকেননি। অতঃপর তৃতীয় ফিতনার পর সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম ইহদাম ত্যাগ করে গেলেন। এমনকি তৃতীয় ফিতনা পর্যন্ত তাঁদের কেউই অবশিষ্ট থাকেননি। আর এ তৃতীয় ফিতনা দ্বারা কোন ফিতনাটি উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে কয়েকটি উক্তি রয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা 'আযারুক্কার ফিতনা' উদ্দেশ্য। আবার কারো কারো উক্তি হচ্ছে যে, মারওয়ান ইবনে হাকামের যুগে ইবনে হামযা খারেজীর বিদ্রোহ এবং আত্মপ্রকাশের ফিতনা উদ্দেশ্য।

আর আল্লামা কারমানী (র.) বলেন, এর দ্বারা কা'বা গৃহ ধ্বংসের ফিতনা হচ্ছে উদ্দেশ্য যা ৭৪ হিজরি সনে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবাইরের সাথে যুদ্ধ করে সূচনা করেছিল।

قَوْلُهُ وَبِالنَّاسِ طَبَاخٌ : طَبَاخٌ -এর অর্থ হচ্ছে– শক্তি, হৃষ্টপুষ্টতা, দীনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি অর্থাৎ এ ফিতনার পর মানুষের মধ্যে না সঠিক বুদ্ধি রয়েছে, আর না দীনি শক্তি রয়েছে, আর না ইসলামের মধ্যে কোনো কল্যাণ রয়েছে।

সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, তৃতীয় ফিতনার সময় মানুষদের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে কেউই অবশিষ্ট থাকেননি; বরং এর পূর্বেই সবাই ইন্তেকাল করেছেন।

بَابُ الْمَلَاحِمِ
পরিচ্ছেদ : যুদ্ধবিগ্রহ সম্পর্কীয় বর্ণনা

"اَلْمَلَاحِمُ" হচ্ছে "مَلْحَمَةٌ" -এর বহুবচন। যার অর্থ হচ্ছে– যুদ্ধবিগ্রহ। আর ভয়াবহ ও বিরাট ঘটনাকেও "مَلْحَمَةٌ" বলা হয়ে থাকে। এটা "لَحْمٌ" শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। যেহেতু যুদ্ধের ময়দানে নিহতদের গোশ্‌ত অধিক হয়ে থাকে। কিংবা সংঘর্ষ ও হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হলে যেহেতু পরস্পরের মাংস একত্রিত হয়ে থাকে।

অথবা, "لُحْمَةُ الثَّوْبِ" থেকে নেওয়া হয়েছে। সাধারণত কাপড়ের মধ্যে একটি সুতা প্রস্থাকারে হয়ে থাকে, যাকে 'বানা' বলা হয়। তদ্রূপ দৈর্ঘ্যাকারেও একটি সুতা হয়ে থাকে যাকে 'তানা' বলা হয়। আর উভয় সুতার মাঝে অধিক সংমিশ্রণের মাধ্যমে কাপড় তৈরি হয়ে থাকে। যেহেতু যুদ্ধের মধ্যেও মানুষের মাঝে অধিক সংমিশ্রণ হয়ে থাকে, তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে যুদ্ধ বিগ্রহকে "مَلْحَمَةٌ" বলা হয়।

যেহেতু 'কিতাবুল ফিতান'-এর মধ্যে যুদ্ধের আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে ছিল আর এ পরিচ্ছেদের মধ্যে যুদ্ধের স্থান, শহর এবং সম্প্রদায়কে নির্দিষ্টাকারে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই এরই ভিত্তিতে সম্পূর্ণ পৃথক শিরোনামে 'বাবুল মালাহিম'-এর আলোচনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥١٧٧ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيْمَتَانِ تَكُوْنُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيْمَةٌ دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ وَحَتّٰى يَبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلٰثِيْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ اَنَّهٗ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَحَتّٰى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ وَحَتّٰى يَكْثُرَ فِيْكُمُ الْمَالُ فَيَفِيْضُ حَتّٰى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَّقْبَلُ صَدَقَتَهٗ وَحَتّٰى يَعْرِضَهٗ فَيَقُوْلُ الَّذِىْ يَعْرِضُهٗ عَلَيْهِ لَا اَرَبَ لِىْ بِهٖ وَحَتّٰى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِى الْبُنْيَانِ وَحَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ مَكَانَهٗ

৫১৭৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি বৃহৎ দল পরস্পরে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত না হবে। এ উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। অথচ তাদের মূল দাবি হবে এক ও অভিন্ন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশজন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না [দীনি] ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। ভূমিকম্পের সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সময়ের [পরিধি] নিকটবর্তী হয়ে আসবে। [অর্থাৎ সময় দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে।] ফিতনা সৃষ্টি হবে। খুনখারাবি বেড়ে যাবে। আর এমনকি তোমাদের মধ্যে ধনসম্পদের এমন প্রাচুর্য দেখা দেবে যে, সম্পদশালী ব্যক্তি ও ধনসম্পদের মালিক [তার সদকা জাকাত প্রদান করার জন্য] চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়বে এজন্য যে, কে তার সদকা গ্রহণ করবে? এমনকি যার নিকটেই তা পেশ করা হবে সে বলে উঠবে, আমার এই মালের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ না লোকজন সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ কার্যে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে। যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়ে গমনকালে [আক্ষেপ করে] বলবে, হায়! আমি যদি এ স্থানে হতাম।

وَحَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاهَا النَّاسُ اٰمَنُوْا اَجْمَعُوْنَ فَذٰلِكَ حِيْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِهِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ قَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيْطُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِىْ فِيْهِ وَلَتَقُوْمَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ اُكْلَتَهُ اِلٰى فِيْهِ فَلَا يَطْعَمُهَا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আর যতক্ষণ না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। অতঃপর সূর্য যখন [পশ্চিম দিক হতে] উদিত হবে, তখন লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করার পর সকলেই [আল্লাহর প্রতি] ঈমান আনবে। কিন্তু সেই সময় এমন হবে যে, তখনকার ঈমান কোনো লোকের উপকারে আসবে না। সে ব্যক্তি ইতঃপূর্বে ঈমান গ্রহণ করেনি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোনো নেক কাজ করেনি। আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, দু-ব্যক্তি [ক্রয়বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে] একে অন্যের সম্মুখে কাপড় খুলবে, কিন্তু সে কাপড় ক্রয়বিক্রয় করার কিংবা গুটিয়ে নেওয়ারও অবসর পাবে না এবং কিয়ামত অবশ্য কায়েম হবে এমতাবস্থায় যে, এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী দোহন করে দুগ্ধ নিয়ে আসবে, কিন্তু তা পান করারও সময় পাবে না। আর কিয়ামত অবশ্য এমন অবস্থায় কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তার চৌবাচ্চা মেরামত বা নির্মাণ করতে থাকবে, কিন্তু তাতে সে পানি পান করবার সময় পাবে না। আর কিয়ামত এমন পরিস্থিতি ও পরিবেশে অবশ্যই কায়েম হবে যে, এক ব্যক্তি খাদ্যের লোকমা বা গ্রাস তার মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার অবকাশ পাবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ উভয় দলের দাবি এক হবে যে, উভয় দল মুসলমান হবে। আর প্রত্যেক দল ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে। অথবা উভয় দল নিজের হকের উপর হওয়ার দাবি করবে। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, এ উভয় দল দ্বারা হযরত আলী এবং হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর দল উদ্দেশ্য। প্রত্যেক দলই দাবির উপর হক ছিলেন। আর রাসূল ﷺ -এর ইরশাদ দ্বারা এটাই বুঝে আসে যে, উভয় দল হক ছিলেন। একজন বাস্তবে যেমন হযরত আলী (রা.) এবং অন্যজন ইজতিহাদের ভিত্তিতে যেমন হযরত মুআবিয়া (রা.)।

অতএব এর দ্বারা খাওয়ারেজদের প্রতিবাদ হয়ে গেল যারা উভয় দলকে কাফের বলে আখ্যায়িত করে থাকে। (اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ) এমনিভাবে রাওয়াফেজদেরও প্রতিবাদ হয়ে গেছে যারা হযরত আলী (রা.)-এর বিরুদ্ধাচরণকারীদেরকে কাফের বলে থাকে। আর কেমন করে কাফের হতে পারেন যখন উভয় দিকেই সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন। বেশি থেকে বেশি উভয় দল ইজতিহাদী ভুলের উপর হবেন যা অক্ষম বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে ছওয়াবের অধিকারী হবে। [এমনিভাবে মিরকাত এবং তা'লীকের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে।]

قَوْلُهُ حَتّٰى يَبْعَثَ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ قَرِيْبٌ مِنْ ثَلَاثِيْنَ : অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ত্রিশের পাশাপাশি দাজ্জাল, মিথ্যাবাদীদেরকে উঠানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। "دَجَّالُوْنَ" দ্বারা এমন লোকগণ উদ্দেশ্য যারা হক এবং বাতেলের মধ্যে সংমিশ্রণকারী হবে আর كَذَّابُوْنَ দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের উপর মিথ্যা অপবাদ রটনাকারীরা হচ্ছে উদ্দেশ্য, যেহেতু নির্দিষ্ট গণনা হিসেবে ওহী আসেনি এজন্য "قَرِيْبٌ مِنْ ثَلَاثِيْنَ" বলেছেন। আর পরবর্তীতে নির্দিষ্টভাবে ত্রিশের সংখ্যা এসেছে এজন্য কোনো কোনো রেওয়ায়েতে দৃঢ়তার সাথে "ثَلَاثِيْنَ" বলেছেন। তাই কোনো বিরোধ নেই।

আর মু'জামে তাবারানীতে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর রেওয়ায়েত রয়েছে যার মধ্যে "سَبْعِيْنَ" -এর কথা উল্লেখ রয়েছে। এর জবাব হচ্ছে যে, "ثَلَاثُوْنَ" ওরা হবে যারা নবুয়তের দাবি করবে। আর "سَبْعُوْنَ" ওরা হবে যারা নবুয়তের দাবি করবে না। তাই সমষ্টি ১০০ হবে। আর "يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ" -এর ব্যাখ্যা পূর্বে একটি হাদীসে গত হয়ে গিয়েছে।

قَوْلُهُ حَتّٰى يَهُمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ : এখানে তারকীবের প্রেক্ষিতে কয়েকটি অবকাশ রয়েছে–

১. "يَهُمَّ" হচ্ছে "يَاءْ" -এর পেশ এবং "هَا" -এর যের দ্বারা। আর "رَبَّ الْمَالِ" তার মাফউল এবং "مَنْ" হচ্ছে তার ফায়েল তাই মর্ম হবে যে, সদকা গ্রহণকারীদের বিদ্যমান না থাকায় মালের মালিককে ব্যাকুলতার দিকে ঠেলে দেবে। অর্থাৎ মালের আধিক্য এবং প্রাচুর্য হবে। আর গরিব এবং মিসকিনদের সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প হবে। জাকাত গ্রহণকারী পাওয়া কঠিন হয়ে যাবে।

২. পদ্ধতি হচ্ছে যে, "يَهُمَّ" হচ্ছে يَاءْ যবর এবং هَاءْ -এর পেশ দ্বারা যার অর্থ ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য করা। আর "رَبُّ الْمَالِ" হবে ফায়েল এবং "مَنْ" হবে তার মাফউল। তখন মর্ম হবে যে, মালের মালিক অনেক তদন্ত, তালাশ করবে এমন মানুষকে যে সদকা গ্রহণ করবে।

৩. পদ্ধতি হচ্ছে يَاءْ -এর যবর এবং هَاءْ -এর পেশের সাথে এবং "الرَّجُلَ" -এর যবরের সাথে এবং "مَنْ" হচ্ছে তার ফায়েল। তখন মর্ম হবে যে, প্রথম পদ্ধতির ন্যায়।

قَوْلُهُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا : অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর নির্দেশ হবে পশ্চাতে ফিরে যাও এজন্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে। [যেমন দুররুল মানছুরের মধ্যে রয়েছে।]

আর ইবনে আসাকির এবং তারীখে বুখারীর মধ্যে হযরত কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, সূর্য "قُطُبْ" -এর ন্যায় ঘুরে পশ্চিম মেরুতে এসে যাবে। আর ফিরে আসার অর্থই হলো এই।

আর কোনো কোনো বর্ণনার মধ্যে উল্লেখ রয়েছে যে, সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়ে যখন মধ্যাকাশে আসবে। অতঃপর পশ্চিমের দিকেই ফিরে আসবে। আর এদিকেই অস্ত যেয়ে চিরাচরিত নিয়মানুসারে পুর্বের দিক থেকে উদিত হবে। আর এ সময় কারো ঈমান এবং তওবা গ্রহণ হবে না। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যখন নভোমণ্ডলের পরিবর্তন পরিবর্ধন দৃশ্যমান হবে তখন অদৃশ্যের উপর ঈমানের পর্যায় অবশিষ্ট থাকেনি। তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে ঈমান গ্রহণ হবে না। যেমন সাকরাতের সময় অদৃশ্যজগৎ প্রকাশ হয়ে যায় এজন্য এ সময়কার ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

وَعَنْهُ ٥١٧٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ وَحَتّٰى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْاَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ ذُلْفَ الْاُنُوْفِ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১৭৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যতক্ষণ না তোমরা তুর্কিদের সাথে যুদ্ধ করবে, যারা ক্ষুদ্র চক্ষু, লাল চেহারা, চেপটা নাকবিশিষ্ট, তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাঁজ চামড়ার ঢালের ন্যায়। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** قَوْلُهُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ : এর বিভিন্ন মর্ম বর্ণনা করা হয়েছে–

১. তাদের জুতা পাকানো চুলের মাধ্যমে হবে। ২. পরিশোধনহীন চামড়ার জুতা হবে। ৩. এবং কেউ কেউ বলেন যে, তাদের মালা কিংবা পিগুলির চুল এমন লম্বা হবে যে, পা পর্যন্ত পৌঁছে জুতার স্থলবর্তী হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ حَتّٰى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ : تُرْك [তুরক] হচ্ছে তুর্কিদের প্রথম পুরুষের নাম। আর তিনি ইয়াফিস ইবনে নূহের সন্তানসন্ততির মধ্য থেকে। আর কেউ কেউ বলেন যে, এটা হচ্ছে ইয়াজুজ মাজুজের ছোট একটি দল। আর হযরত কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইয়াজুজ মাজুজের বাইশটি গোত্র রয়েছে। জুলকারনাইন একুশটি গোত্রের উপর প্রাচীর নির্মাণ করেছেন এবং একটি গোত্রকে ছেড়ে দিয়েছেন। একের উপর প্রাচীর নির্মাণ করেননি। বিধায় তাদেরকে 'তুরক' বলা হয়ে থাকে। এজন্য যে, তাদের প্রাচীর নির্মাণ থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আর তাদের আকৃতি এমন হবে যে, ছোট চক্ষুবিশিষ্ট য

হচ্ছে কৃপণতার চিহ্ন, নিদর্শন। আর প্রচণ্ড গরম এবং রাগ গোসসার দরুন চেহারা লাল বর্ণের হবে এবং ছোট দাবানো নাক চেপটা নাকবিশিষ্ট হবে।

قَوْلُهُ كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ الخ : "مَجَانٌّ" হচ্ছে مِجَنٌّ-এর বহুবচন যার অর্থ হচ্ছে– ঢাল। আর مُطْرَقَةٌ অর্থ স্তরে স্তরে শ্রেণিবিন্যাস হিসেবে রাখা চামড়াসমূহ। তাদের চেহারা গোল এবং চেপটা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ঢালের সাথে তুলনা দিয়েছেন আর অধিক গোশ্‌ত এবং শক্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে "مُطْرَقَةٌ" বলা হয়েছে।

সারকথা এই দাঁড়াল যে, তাদের চেহারাসমূহতে কোনো প্রকারের সৌন্দর্য নেই আবার কোমলও নয়। যেমন মানব জাতির মধ্য থেকে নয়। আর চরম পর্যায়ের নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হবে। এমন হতে পারে, এ যুদ্ধ গত হয়ে গিয়েছে কিংবা ভবিষ্যতে হবে।

٥١٧٩ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تُقَاتِلُوْا خُوْزًا وَكِرْمَانَ مِنَ الْاَعَاجِمِ حُمْرَ الْوُجُوْهِ فُطْسَ الْاُنُوْفِ صِغَارَ الْاَعْيُنِ وُجُوْهُهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ تَغْلِبَ عِرَاضَ الْوُجُوْهِ.

৫১৭৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে পর্যন্ত তোমরা আজমী 'খুয্ ও কিরমান' জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না, সে পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। তাদের চেহারা হবে লাল বর্ণের, চেপটা নাক, ক্ষুদ্র চক্ষুবিশিষ্ট এবং মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাঁজ চামড়ার ঢালের ন্যায়। আর তাদের জুতা হবে পশমের। –[বুখারী] অপর এক রেওয়ায়েতে আমর ইবনে তাগ্‌লিব (রা.) হতে বর্ণিত, তাদের চেহারা হবে চওড়া।

٥١٨٠ - وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُوْنَ الْيَهُوْدَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُوْنَ حَتّٰى يَخْتَبِئَ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُوْلُ الْحَجَرُ وَالشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا يَهُوْدِيٌّ خَلْفِيْ فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ اِلَّا الْغَرْقَدَ فَاِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُوْدِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৮০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুসলমানগণ ইহুদিদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি ইহুদি পাথর এবং বৃক্ষের আড়ালে লুকিয়ে আত্মগোপন করবে, তখন সেই পাথর ও বৃক্ষ বলবে, হে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! এই যে ইহুদি আমার পিছনে রয়েছে। সুতরাং এদিকে আস এবং তাকে হত্যা কর। তবে শুধু 'গারকদ' নামক বৃক্ষ ডেকে বলবে না, কেননা তা ইহুদিদের বৃক্ষ। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দাজ্জালের আবির্ভাবের পর যে সমস্ত ইহুদি তার অনুসরণ করবে, দাজ্জাল নিহত হওয়ার পর মুসলমানগণ তাদেরকে হত্যা করবে। আর ইহুদিগণ ঐ গাছটির বিশেষ মর্যাদা দিয়ে থাকে, তাই এটাকে ইহুদিদের গাছ বলা হয়েছে এবং সেই গাছের তাদেরকে রক্ষা করার রহস্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।

وَعَنْهُ ٥١٨١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوْقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১৮১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না 'কাহ্তান' গোত্র হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, সে লোকদেরকে লাঠি দ্বারা পরিচালিত করবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'কাহ্তান' ইয়েমেনীদের আদি পিতার নাম অথবা তথাকার একটি প্রসিদ্ধ গোত্রের নাম। হাদীসে বর্ণিত লোকটি হবে অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর। মানুষের উপর অন্যায়-অত্যাচারসহ শাসন করবে। সহীহ হাদীস হতে বুঝা যায়, ইমাম মাহদীর পরে তার আবির্ভাব ঘটবে এবং দীর্ঘকাল এ নির্যাতন চালাতে থাকবে।

وَعَنْهُ ٥١٨٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَذْهَبُ الْاَيَّامُ وَاللَّيَالِيْ حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ حَتّٰى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِيْ يُقَالُ لَهُ الْجَهْجَاهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৮২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জাহজাহ নামক এক ব্যক্তি মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত্র-দিনের আবর্তন শেষ হবে না। [অর্থাৎ কিয়ামত হবে না] অপর এক বর্ণনায় আছে, যে পর্যন্ত গোলাম বংশ হতে 'জারজাহ' নামক এক ব্যক্তি শাসক হবে না। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥١٨٣ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ كَنْزَ اٰلِ كِسْرٰى الَّذِيْ فِي الْاَبْيَضِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৮৩. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের এক দল নিশ্চয়ই 'কিসরার' [পারস্যের] সম্রাট বংশের গুপ্ত সম্পদ জয় করবে যা একটি শ্বেত প্রাসাদে রক্ষিত রয়েছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** পারস্যের বাদশাহদের রাষ্ট্রপ্রধানদের উপাধি হচ্ছে 'কিসরা'। কাযী ইয়ায (র.) বলেছেন, اَبْيَضْ 'শুভ্র' দ্বারা পারস্যের ঐ শক্তিশালী দুর্গ উদ্দেশ্য যা রাজধানী 'মাদায়েন'-এর মধ্যে ছিল। বর্তমানে এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে যাকে 'মসজিদুল মাদায়েন' বলা হয়ে থাকে। আর এর গুপ্ত সম্পদকে হযরত ওমর (রা.)-এর শাসনামলে হস্তগত করা হয়েছে। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে আনুমানিক ত্রিশ হাজার সৈন্যদল পারস্যদের পোনে দু লক্ষ সৈন্যদের সঙ্গে তিন দিন পর্যন্ত তুমুল যুদ্ধ করে তাদের প্রধান সেনাপতি রস্তুমকে হত্যা করে অশ্বসমূহকে দজলা নদীতে দৌড়ায়ে তীর নিক্ষেপ করে শুভ্র প্রাসাদকে দখল করে এর মধ্যে জুমার নামাজ আদায় করেছেন এবং লক্ষ লক্ষ টাকা তাদের জন্য গনিমতের মাল হিসেবে অর্জিত হয়েছে। আর অনেক অনেক গুপ্ত সম্পদ অর্জন হয়েছে। ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে এর বিস্তারিত বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে।

وَعَنْ ٥١٨٤ أَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هَلَكَ كِسْرٰى فَلَا يَكُوْنُ كِسْرٰى بَعْدَهٗ وَقَيْصَرُ لَيَهْلِكَنَّ ثُمَّ لَا يَكُوْنُ قَيْصَرُ بَعْدَهٗ وَلَتَقْتَسِمَنَّ كُنُوْزَهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَسَمّٰى الْحَرْبَ خَدْعَةً. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫১৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [পারস্য সম্রাট] কিসরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কেউই কিসরা হবে না। আর অচিরেই [রোম সম্রাট] কায়সার ধ্বংস হবে, অতঃপর আর কেউই কায়সার হবে না। এটাও নিশ্চিত যে, তাদের রক্ষিত ধনসম্পদ বিজিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বণ্টিত হবে এবং নবী করীম ﷺ যুদ্ধকে ধোঁকা বলে অভিহিত করেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে "هَلَكَ كِسْرٰى" বলা হয়েছে তা "سَيَهْلِكُ" -এর অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে অর্থাৎ অচিরেই ধ্বংস হবে। সংঘটিত হওয়া নিশ্চিত হিসেবে 'মাযীর সীগাহ' ব্যবহার করেছেন। "فَلَا كِسْرٰى بَعْدَهٗ" -এর অর্থ হচ্ছে, রাসূল ﷺ -এর যুগে যে কিসরা কাফের ছিল সে থাকবে না; বরং মুসলমান ইরানের বাদশাহ হলে তখন কিসরা মুসলমান হবে। আর কাফের কিসরা যে খসরু পারভেজ ছিল, সে রাসূল ﷺ -এর প্রেরিত পত্রকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল তখন রাসূল ﷺ তার জন্য বদদোয়া করেছিলেন- "اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ" [অর্থাৎ হে আল্লাহ তাকে তুমি সম্পূর্ণ রূপে টুকরো টুকরো করে দাও]। সুতরাং কিছুদিন পর তার পুত্র শেরওয়াহ তাকে হত্যা করে। যার বিস্তারিত বর্ণনা ইতিহাসে বিদ্যমান রয়েছে।

قَوْلُهٗ سَمَّى الْحَرْبَ خَدْعَةً : এ বাক্যের ব্যাপারে কেউ কেউ বলেন যে, এ বাক্যটি হচ্ছে পৃথক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ হাদীস রাবী "وَهْمًا" শব্দটি এর সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন, বিধায় পূর্বের সাথে এর সম্পর্ক তালাশ করার প্রয়োজন নেই। আবার কেউ কেউ বলেছেন যে, এটা হচ্ছে এ হাদীসের টুকরো। আর পূর্বের সাথে এর সম্পর্ক হচ্ছে এই যে, যখন রাসূল ﷺ বলেছেন কিসরা এবং কায়সার ধ্বংস হবে এবং তাদের গুপ্ত সম্পদের উপর মুসলমানদের আধিপত্য বিস্তার হবে আর এতে যুদ্ধের প্রয়োজন রয়েছে। তাই রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে কৌশল অবলম্বন ও তৌরিয়ার অনুমতি দান করেছেন। "خَدْعَةً" শব্দের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধতম লুগাত হচ্ছে خَاءٌ -এর যবর دَالْ -এর সাকিনের সাথে। আর خَاءٌ -এর পেশ ও دَالْ -এর সাকিনের এবং যবর দ্বারাও পড়া জায়েজ আছে। এ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এমন কোনো কৌশল ও পন্থা অবলম্বন করা যা বাহ্যিকতা বিরোধী হয়ে থাকে এবং এ থেকে উদাসীন কলা-কৌশলের মাধ্যমে অধিক দেখানো। অথবা শত্রুকে নিজের পরাজয় দেখানো। অতঃপর তাদের উদাসীনতায় ফিরে এসে আক্রমণ করা। অথবা একস্থানে আক্রমণ করা উদ্দেশ্য হয় এবং শত্রুকে অবস্থান দেখানো। তাহলে যেন শত্রু এদিক থেকে উদাসীন হয় এবং আকস্মিকভাবে আক্রমণ করে বিজয় লাভ করা "خَدْعَةً" দ্বারা মিথ্যা বলা কিংবা অঙ্গীকার ভঙ্গ করা উদ্দেশ্য নয়। কেননা এটা সর্বাবস্থায় হচ্ছে নাজায়েজ।

وَعَنْ ٥١٨٥ نَافِعِ بْنِ عُتْبَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَغْزُوْنَ جَزِيْرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللّٰهُ ثُمَّ تَغْزُوْنَ الدَّجَّالَ فَيَفْتَحُهُ اللّٰهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৮৫. অনুবাদ : হযরত নাফে' ইবনে উতবা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ অভিযান চালাবে এবং আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে তাতে বিজয়ী করবেন। অতঃপর পারস্যের সাথে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জয়যুক্ত করবেন। তারপর রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, এটাতেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জয়যুক্ত করবেন। সর্বশেষে তোমরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে, তাতেও আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বিজয়ী করবেন। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٥١٨٦ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ (رض) قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ وَهُوَ فِيْ قُبَّةٍ مِنْ اُدُمٍ فَقَالَ اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَوْتِيْ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيْكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتّٰى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقٰى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ اِلَّا دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُوْنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْاَصْفَرِ فَيَغْدِرُوْنَ فَيَأْتُوْنَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اِثْنَا عَشَرَ اَلْفًا . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫১৮৬. অনুবাদ : হযরত আওফ ইবনে মালেক (র.) বলেন, তাবুকের যুদ্ধের সময় আমি নবী করীম ﷺ -এর খেদমতে আসলাম। এ সময় তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বললেন, কিয়ামতের পূর্বের ছয়টি নিদর্শনকে তুমি গণনা করে রাখ। ১. আমার ওফাত। ২. অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়। ৩. ব্যাপক মহামারী যা তোমাদেরকে বকরির মাড়কের ন্যায় আক্রমণ করবে। ৪. ধনসম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোনো ব্যক্তিকে একশত দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] প্রদান করলেও সে [এটাকে নগণ্য মনে করে] অসন্তুষ্টি প্রকাশ করবে। ৬. অতঃপর রোমকদের সাথে তোমাদের একটি সন্ধিচুক্তি হবে, পরে তারা উক্ত চুক্তি ভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা নিয়ে মোকাবিলায় আসবে এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে বারো হাজার সৈন্য থাকবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "مُوْتَانٌ" ঐ ব্যাপক মহামারী প্লেগ রোগ যার দ্বারা অনেক মানুষ মারা যায়। আর "قُعَاصٌ" ঐ মহামারী যা প্রাণীদের মধ্যে পতিত হয়ে থাকে। আর অধিকাংশ সময় বকরিদের মধ্যে হয়ে থাকে। আর যখন এ রোগ দেখা দেয় তখন আকস্মিক মারা যায়। আর এটা হচ্ছে কিয়ামতের তৃতীয় নিদর্শন। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 'তাউনে আমওয়াস' যা নবীজী ﷺ -এর শাসনামরে আমওয়াস নামী বস্তি যা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটতম একটি বস্তিতে পতিত হয়েছিল এবং তিন দিনের ভিতরে সত্তর হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। অতঃপর মালের প্রাচুর্য দেখা দেওয়া হচ্ছে চতুর্থ নিদর্শন যে, মাল এত প্রচুর হবে কাউকে যদি এক শত স্বর্ণ মুদ্রা দেওয়া হয় তবুও অল্প মনে করে অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এর দ্বারা অধিক বিজয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা হযরত ওসমান (রা.)-এর শাসনামল পর্যন্ত হয়ে ছিল।

"ثُمَّ فِتْنَةٌ" দ্বারা হযরত ওসমান (রা.)-এর হত্যা এবং উষ্ট্রের যুদ্ধ ইত্যাদি হচ্ছে উদ্দেশ্য।

"ثُمَّ هُدْنَةٌ" দ্বারা মুসলমান এবং রোমকদের মধ্যবর্তী সন্ধি চুক্তির বর্ণনা রয়েছে। আর রোমকে 'বনুল আসফার' এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, তাদের প্রথম পুরুষ হচ্ছে রোম ইবনে ইস্যুর ইবনে ইয়াকুব সে হলদে বর্ণের দিকে ধাবিত ছিল। তাই প্রথম পুরুষের প্রেক্ষিতে রোম বলা হয়ে থাকে। বর্ণের পরিপ্রেক্ষিতে বনুল আসফার বলা হয়ে থাকে।

অথবা এজন্য যে, রোম নামক ব্যক্তি হাবশার 'আবিসিনিয়ার' বাদশার মেয়েকে বিবাহ করেছিল এবং এর সন্তান হলো এবং হলদে বর্ণের মাঝামাঝি বর্ণের হয়েছে। এজন্য 'বনুল আসফার' বলা হয়ে থাকে।

রোমকদের এ ঘটনাটি সম্ভবত ইমাম মাহদীর সময় ঘটবে।

وَعَنْ ٨١٨٧ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ الرُّوْمُ بِالْاَعْمَاقِ اَوْ بِدَابِقَ فَيَخْرُجَ اِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِيْنَةِ مِنْ خِيَارِ اَهْلِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ فَاِذَا تَصَاقُّوْا قَالَتِ الرُّوْمُ خَلُّوْا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِيْنَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ فَيَقُوْلُ الْمُسْلِمُوْنَ لَا وَاللّٰهِ لَا نُخَلِّىْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اِخْوَانِنَا فَيُقَاتِلُوْنَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ اَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللّٰهِ وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُوْنَ اَبَدًا فَيَفْتَتِحُوْنَ قُسْطُنْطِيْنِيَّةَ فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْغَنَائِمَ قَدْ عَلَّقُوْا سُيُوْفَهُمْ بِالزَّيْتُوْنِ اِذْ صَاحَ فِيْهِمُ الشَّيْطَانُ اِنَّ الْمَسِيْحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِىْ اَهْلِيْكُمْ فَيَخْرُجُوْنَ ذٰلِكَ بَاطِلٌ فَاِذَا جَاؤُا الشَّامَ خَرَجَ فَبَيْنَاهُمْ يُعِدُّوْنَ لِلْقِتَالِ يُسَوُّوْنَ الصُّفُوْفَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَاَمَّهُمْ فَاِذَا رَاٰهُ عَدُوُّ اللّٰهِ ذَابَ كَمَا يَذُوْبُ الْمِلْحُ فِى الْمَاءِ فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتّٰى يَهْلِكَ وَلٰكِنْ يَقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهٖ فَيُرِيْهِمْ دَمَهُ فِىْ حَرْبَتِهٖ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫১৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমকগণ [মুসলমানদের বিরুদ্ধে] 'আ'মাক' অথবা 'দাবাক' নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং মদিনার তৎকালীন উত্তম লোকদের একটি সেনাদল তাদের মোকাবিলায় বের হবে। লড়াইয়ের জন্য যখন মুসলমানগণ কাতারবন্দি হবে, তখন রোমকগণ বলবে, তোমরা আমাদের জন্য ঐসব লোকদের রাস্তা ছেড়ে দাও, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কিছুসংখ্যক লোকজনকে কয়েদ করে নিয়ে এসেছে। তাদের সাথেই আমরা যুদ্ধ করব। মুসলমানগণ বলবেন, আল্লাহর কসম! এটা কখনো হতে পারে না। আমরা আমাদের সেই সমস্ত মুসলমান ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। এরপর মুসলমানগণ রোমক কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, কিন্তু মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ রোমকদের মোকাবিলা হতে পলায়ন করবে। আল্লাহ তা'আলা এই পলায়নকারীদের তওবা কখনো কবুল করবেন না। আর এক তৃতীয়াংশ নিহত হবে, তারা আল্লাহ তা'আলার নিকট উত্তম শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। আর এক তৃতীয়াংশ রোমকদের উপর বিজয়ী হবে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কখনো ফিতনায় নিপতিত করবেন না। অবশেষে তারাই কনস্টান্টিনোপল জয় করবে। অতঃপর যখন তারা গনিমতের মালসম্পদ বণ্টনে ব্যস্ত হবে এবং তাদের তরবারিসমূহ জয়তুন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক এমতাবস্থায় হঠাৎ শয়তান এ ঘোষণা দেবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে মাসীহে দাজ্জাল তোমাদের বাড়িঘরে ঢুকে পড়েছে। এতদশ্রবণে মদিনার সেই সেনাদল সেদিকে বের হয়ে পড়বে। অথচ সেই ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন মুসলমানগণ কনস্টান্টিনোপল ত্যাগ করে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে তখনই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এ সময় মুসলমানগণ দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, তৎক্ষণাৎ নামাজের উদ্দেশ্যে [মুয়াজ্জিন কর্তৃক] ইকামত দেওয়া হবে এবং এ মুহূর্তে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) আকাশ হতে [দামেশকের জামে মসজিদের মিনারায়] অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদের ইমামতি করে নামাজ পড়াবেন। অতঃপর যখন আল্লাহর দুশমন [দাজ্জাল] তাকে দেখতে পাবে, তখন সে এমনিভাবে গলে যেতে থাকবে যেমনিভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি হযরত ঈসা (আ.) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাকে হযরত ঈসা (আ.)-এর হাতেই হত্যা করাবেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) যে বর্শা দ্বারা তাকে হত্যা করবেন, রক্তমাখা সে বর্শাটি তিনি লোকদের সকলকেই দেখাবেন। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'আ'মাক' ও 'দাবাক' দামেশকের দুটি জায়গার নাম। আর মদিনার সেনাদল অর্থ ইমাম মাহদীর অনুসারী মুসলমানগণ। (قُسْطُنْطِيْنِيَّة) কনস্টান্টিনোপল তৎকালীন রোমের রাজধানী এবং সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ শহর। সাহাবীদের যুগে এটা মুসলমানদের দখলে এসেছে। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রা.) এখানেই শহীদ হন, বর্তমানে তাঁর কবরও সেখানে।

وَعَنْ ٥١٨٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ اِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُوْمُ حَتّٰى لَا يُقْسَمَ مِيْرَاثٌ وَلَا يَفْرَحَ بِغَنِيْمَةٍ ثُمَّ قَالَ عَدُوٌّ يَجْمَعُوْنَ لِاَهْلِ الشَّامِ وَيَجْمَعُ لَهُمْ اَهْلُ الْاِسْلَامِ يَعْنِى الرُّوْمَ فَيَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ اِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِئُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنٰى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ اِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِئُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنٰى الشُّرْطَةُ ثُمَّ يَتَشَرَّطُ الْمُسْلِمُوْنَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ اِلَّا غَالِبَةً فَيَقْتَتِلُوْنَ حَتّٰى يُمْسُوْا فَيَفِئُ هٰؤُلَاءِ وَهٰؤُلَاءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنٰى الشُّرْطَةُ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ نَهَدَ اِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ اَهْلِ الْاِسْلَامِ فَيَجْعَلُ اللّٰهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ فَيَقْتَتِلُوْنَ "مَقْتَلَةً" لَمْ يُرَ مِثْلُهَا حَتّٰى اَنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ فَلَا يُخَلِّفُهُمْ

৫১৮৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না এমন সময় আসব যে, মিরাস বণ্টিত হবে না এবং গনিমতের মালেও লোকেরা আনন্দিত হবে না। অতঃপর হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) [এটার ব্যাখ্যায়] বলেছেন, দুশমন অর্থাৎ রোমক নাসারাগণ সিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদল সমাবেশ করবে। আর মুসলমানগণও রোমকদের মোকাবিলায় এক বিরাট বাহিনী একত্রিত করবে। অতঃপর মুসলমানগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে শত্রুর মোকাবিলায় মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দেবে, পূর্ণ বিজয় লাভ না করে যারা ফিরে আসবে না। তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধ করতে থাকবে রাত্রের অন্ধকার নেমে বাধা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত। অতঃপর উভয় পক্ষের প্রত্যেকেই আপন আপন শিবিরে ফিরে আসবে। কেউই কারো উপর বিজয়ী হবে না। অবশ্য উভয় সেনাদলের অগ্রগামী সৈন্যরা সকলেই নিহত হয়ে যাবে। অতঃপর [দ্বিতীয় দিন] মুসলমানগণ নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ করবে, যারা বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে রাত্র তাদের মধ্যে আড়াল হয়ে যাবে এবং উভয় দলই বিজয় ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলও নিহত হয়ে যাবে। এরপর তৃতীয় দিনও মুসলমানগণ একদল সৈন্য প্রেরণ করবে এবং বিজয়ী হওয়া ব্যতীত ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে। অতঃপর সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। পরিশেষে উভয় পক্ষই বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতঃপর চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সকলেই একত্রে মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে পরাজিত করে মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। এ যুদ্ধে মুসলমানগণ এমন লড়াই করবে যে, ইতঃপূর্বে এ ধরনের ঘোরতম যুদ্ধ আর কখনো দেখা যায়নি। এমনকি যদি কোনো উড়ন্ত পাখি লড়াইয়ের ময়দানের নিকট দিয়ে অতিক্রম করে, তবে তা সেনাদলকে পিছনে ফিরে যেতে সক্ষম হবে না;

حَتّٰى يَخِرَّ مَيْتًا فَيَتَعَادُّ بَنُو الْاَبِ كَانُوْا مِائَةً فَلَا يَجِدُوْنَهٗ بَقِىَ مِنْهُمْ اِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ فَبِاَىِّ غَنِيْمَةٍ يُفْرَحُ اَوْ اَىِّ مِيْرَاثٍ يُقْسَمُ فَبَيْنَاهُمْ كَذٰلِكَ اِذْ سَمِعُوْا بِبَأْسٍ هُوَ اَكْبَرُ مِنْ ذٰلِكَ فَجَاءَهُمُ الصَّرِيْخُ اِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِىْ ذَرَارِيْهِمْ فَيَرْفُضُوْنَ مَا فِىْ اَيْدِيْهِمْ وَيُقْبِلُوْنَ فَيَبْعَثُوْنَ عَشَرَ فَوَارِسَ طَلِيْعَةً قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّىْ لَاَعْرِفُ اَسْمَاءَهُمْ وَاَسْمَاءَ اٰبَائِهِمْ وَاَلْوَانَ خُيُوْلِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ اَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلٰى ظَهْرِ الْاَرْضِ يَوْمَئِذٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

বরং তা মরে পড়ে যাবে [পচা লাশের দুর্গন্ধের কারণে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র অতিক্রম করতে অক্ষম হওয়া।] কোনো পিতা বা পরিবারের একশত সন্তান থাকলে যুদ্ধ শেষে গনে দেখবে, তাদের মধ্যে মাত্র একটি লোক বেঁচে আছে, এমতাবস্থায় কিভাবে গনিমতের মাল দ্বারা কোনো ব্যক্তি আনন্দিত হতে পারে? আর কারই বা মিরাস বণ্টিত হবে? মুসলমানগণ এ অবস্থায় থাকতেই হঠাৎ এটা অপেক্ষা আরো একটি বিরাট যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে। তারা এ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল [সদলবলে] তাদের পরিবার পরিজনদের মধ্যে পৌঁছে গেছে। এ সংবাদ শ্রবণমাত্রই তাদের হাতে যা কিছু ছিল তা সেখানে ফেলে দিয়েই দাজ্জালের উদ্দেশ্যে ছুটে চলবে এবং শত্রুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার জন্য দশজন অশ্বরোহীকে অগ্রগামী হিসেবে প্রেরণ করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে পাঠান হবে, আমি নিশ্চিতভাবে তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের নাম-ধাম এবং তাদের অশ্বগুলোর বর্ণ কিরূপ হবে তা অবগত আছি। তারা হবে সর্বাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহী। অথবা বলেছেন, তৎকালীন ভূপৃষ্ঠের উত্তম সওয়ারিদের অন্যতম। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥١٨٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ هَلْ سَمِعْتُمْ بِمَدِيْنَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِى الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِى الْبَحْرِ قَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَغْزُوَهَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنْ بَنِىْ اِسْحَاقَ فَاِذَا جَاءُوْهَا نَزَلُوْا فَلَمْ يُقَاتِلُوْا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوْا بِسَهْمٍ قَالُوْا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ اَحَدُ جَانِبَيْهَا قَالَ ثَوْرُ بْنُ يَزِيْدَ الرَّاوِىْ لَا اَعْلَمُهٗ اِلَّا قَالَ الَّذِىْ فِى الْبَحْرِ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ الثَّانِيَةَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْاٰخَرُ ثُمَّ

৫১৮৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা কি এমন একটি শহরের নাম শুনেছ, যার একদিকে মুক্ত ময়দান এবং অপরদিকে সাগর রয়েছে? তারা বললেন, জী হ্যাঁ শুনেছি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশধরের সত্তর হাজার লোক উক্ত শহরে যুদ্ধ করবে। তারা যখন তথায় আসবে তখন তারা এটার আশেপাশে অবস্থান করবে, কিন্তু অস্ত্র দ্বারা আক্রমণ কবে না এবং কোনো বর্শা তীরও নিক্ষেপ করবে না। বরং তারা শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এতেই শহরের এক পার্শ্বের প্রাচীর ভেগে পড়বে। বর্ণনাকারী ছাওর ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আমার ধারণা, রাবী হযরত আবূ হুরায়রা (আ.) বলেছেন, [প্রথম ধ্বনিতে] সাগর পার্শ্বের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। অতঃপর তারা দ্বিতীয়বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এবার অপর দিকের প্রাচীরটি [যা ময়দানের দিকে ছিল] ভেঙ্গে পড়বে।

يَقُوْلُوْنَ الثَّالِثَةَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ فَيَفْرُجُ لَهُمْ فَيَدْخُلُوْنَهَا فَيَغْنِمُوْنَ فَبَيْنَاهُمْ يَقْتَسِمُوْنَ الْمَغَانِمَ اِذْ جَآءَهُمُ الصَّرِيْخُ فَقَالَ اِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ فَيَتْرُكُوْنَ كُلَّ شَىْءٍ وَيَرْجِعُوْنَ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

তারপর যখন তৃতীয়বার তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করবে তখন শহরের প্রবেশ দ্বারটি প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তারা এতে প্রবেশ করবে, আর গনিমত সংগ্রহ করতে থাকবে। তারা যখন এ গনিমতের মাল বণ্টনে রত হবে, তখন হঠাৎ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। তখন তারা সেই সমস্ত মালসম্পদ ফেলে দাজ্জালের মোকাবিলায়] ফিরে আসবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : কেউ কেউ বলেছেন, তা রোমের কনস্টান্টিনোপল শহর এবং কারো মতে এটা রোমের অন্য কোনো শহর সম্পর্কে বলা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥١٩٠ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عُمْرَانُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ خَرَابُ يَثْرِبَ وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ وَخُرُوْجُ الْمَلْحَمَةِ فَتْحُ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ وَفَتْحُ قُسْطَنْطِيْنِيَّةَ خُرُوْجُ الدَّجَّالِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৯০. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্থিব উন্নতি মদিনা শরীফ ধ্বংস হওয়ার কারণ হবে আর মদিনার ধ্বংস নানা ফিতনা ও মহাযুদ্ধের সূচনা করবে এবং মহাযুদ্ধ কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের পূর্বাভাস হবে, আর কনস্টান্টিনোপলের বিজয় হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বাভাস। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : হাদীসের মর্ম এই দাঁড়াল যে, মদিনার ধ্বংসের সময় পুরুষ এবং মালের আধিক্যের দরুন বায়তুল মুকাদ্দাসের উন্নতি হবে।

অথবা মর্ম এই হবে যে, বায়তুল মুকাদ্দাসের পরিপূর্ণ উন্নতি মদিনার ধ্বংসের কারণ হবে। কেননা বায়তুল মুকাদ্দাসের উন্নতি খ্রিস্টবাদী কাফেরদের বিজয়ের দরুন হবে। আর তাদের বিজয় লাভ মদিনা ধ্বংসের কারণ হবে। অতঃপর পরবর্তীতে আর যত বিষয়াদি বর্ণনা করা হয়েছে প্রত্যেক পরবর্তী বিষয় পূর্ববর্তী বিষয়ের উপর উৎকলিত সংকলিত হবে।

وَعَنْهُ ٥١٩١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَلْحَمَةُ الْعُظْمٰى وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةِ وَخُرُوْجُ الدَّجَّالِ فِىْ سَبْعَةِ اَشْهُرٍ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৯১. অনুবাদ : হযরত মু'আয ইবনে জাবাল (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহাযুদ্ধ, কনস্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব [একের পর এক] সাত মাসের মধ্যে সংঘটিত হবে। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٥١٩٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ بَيْنَ الْمَلْحَمَةِ وَفَتْحِ الْمَدِيْنَةِ سِتُّ سِنِيْنَ وَيَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي السَّابِعَةِ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَقَالَ هٰذَا اَصَحُّ)

৫১৯২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুস্‌র (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিশ্বযুদ্ধ ও মদিনার [শহরটির] বিজয়ের মধ্যে ছয় বৎসরের ব্যবধান হবে এবং সপ্তম বৎসরে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। –[ইমাম আবূ দাঊদ (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি অধিক সহীহ।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে 'মদিনা' দ্বারা কনস্টান্টিনোপলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আলোচ্য হাদীস পূর্ববর্ণিত হাদীসের বিপরীত। তাই আবূ দাঊদ বলেছেন, সনদের দিক হতে আলোচ্য এ হাদীসটি অধিকতর সহীহ।

وَعَنْ ٥١٩٣ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ يُوْشِكُ الْمُسْلِمُوْنَ اَنْ يُحَاصَرُوْا اِلَى الْمَدِيْنَةِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحُ وَسَلَاحُ قَرِيْبٌ مِنْ خَيْبَرَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ)

৫১৯৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানগণ মদিনায় অবরুদ্ধ হবে এবং তাদের দূর প্রান্তসীমা হবে সালাহ পর্যন্ত। আর 'সালাহ' হলো খায়বরের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এক সময় শত্রুর আক্রমণে মুসলমানগণ মদিনায় এসে আশ্রয় নেবে, তখন তারা মদিনায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়বে।

وَعَنْ ٥١٩٤ ذِيْ مِخْبَرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَتُصَالِحُوْنَ الرُّوْمَ صُلْحًا اٰمِنًا فَتَغْزُوْنَ اَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتُنْصَرُوْنَ وَتَغْنَمُوْنَ وَتَسْلَمُوْنَ ثُمَّ تَرْجِعُوْنَ حَتّٰى تَنْزِلُوْا بِمَرْجٍ ذِيْ تُلُوْلٍ فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيْبَ فَيَقُوْلُ غَلَبَ الصَّلِيْبُ فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَيَدُقُّهُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَغْدِرُ الرُّوْمُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ وَزَادَ بَعْضُهُمْ فَيَثُوْرُ

৫১৯৪. অনুবাদ : হযরত যূমিখবার (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা রোমকদের সাথে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা যৌথভাবে অপর একটি শত্রুদলের মোকাবিলা করবে। তাতে [আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে] তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে, তোমরা গনিমতও লাভ করবে এবং নিরাপদে থাকবে। তারপর তোমরা [উভয় দল] প্রত্যাবর্তন করবে, অবশেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি প্রশস্ত ও সুজলা-সুফলা স্থানে অবতরণ করবে। সেখানে খ্রিস্টানদের এক ব্যক্তি একটি ক্রুশ উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশের বরকতে আমরা বিজয় লাভ করেছি। এটা শুনে মুসলমানদের এক ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে ফেলবে। ফলে রোমক নাসারাগণ চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবে এবং ভীষণ যুদ্ধের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী একত্রিত করবে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী

الْمُسْلِمُوْنَ اِلَى اَسْلِحَتِهِمْ فَيَقْتَتِلُوْنَ فَيُكْرِمُ اللّٰهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

অতিরিক্ত বলেছেন, তখন মুসলমানগণ সাথে সাথে আপন অস্ত্রসমূহ ধারণ করবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এ দলকে শাহাদাত দ্বারা সম্মানিত করবেন। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٥١٩٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اُتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوْكُمْ فَاِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ اِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৯৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, তোমরা হাবশীদের এড়িয়ে চল যে পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর আক্রমণ না করে। কেননা [এমন এক সময় আসবে] ক্ষুদ্র পা-বিশিষ্ট এক হাবশী ব্যক্তিই কা'বা শরীফের নিচের গুপ্ত সম্পদ বের করবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ কা'বা শরীফের নিচের গুপ্ত সম্পদ হাবশার একটি ছোট গোছাবিশিষ্ট লোক বের করবে। যে হাবশার সৈন্য দলের মধ্য থেকে হবে। আর কা'বার গুপ্ত সম্পদ দ্বারা ঐ গুপ্ত সম্পদ উদ্দেশ্য যা আল্লাহর নির্দেশে কা'বার নিচে সৃষ্টি হয়েছে।

অথবা, কা'বার হাদিয়াতে যে সম্পদ আসত তা খাদেমরা কা'বার নিচে দাফন করে দিত– এখানে ঐ সম্পদ হচ্ছে উদ্দেশ্য। কোনো কোনো ওলামাদের মতে সে গুপ্ত সম্পদ বের করা হবে ঠিক কিয়ামতের সময় যখন পৃথিবীতে কোনো আল্লাহ আল্লাহ উচ্চারণকারী লোক থাকবে না। আর কারো কারো মতে তা বের করা হবে হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে।

আল্লামা তীবী (র.) বলেন, হযরত ঈসা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর যখন কুরআনে কারীম মানুষের সিনা থেকে উঠিয়ে নেওয়া হবে সে সময় এ সম্পদ বের করা হবে।

প্রশ্ন. কিন্তু কোনো কোনো ওলামায়ে কেরাম এখানে প্রশ্ন করে থাকেন যে, কুরআনে কারীম কা'বাকে "حَرَمًا اٰمِنًا" বলেছে। আর এটা হচ্ছে ধ্বংসের বিপরীত, তাই এ হাদীস কুরআনের আয়াতের বিরোধী হয়েছে।

উত্তর. এর জবাব হচ্ছে, কা'বা শরীফ আমিন হওয়া কিয়ামতের নিকটতম সময় পর্যন্ত। আর হাদীসের মধ্যে কা'বা ধ্বংসের কথা কিয়ামতের মুহূর্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে।

অথবা, ছোট ছোট পা বিশিষ্ট লোকের ঘটনা হচ্ছে এ আয়াত থেকে পৃথক। অথবা অধিকাংশ অবস্থার প্রেক্ষিতে اٰمِنًا বলা হয়েছে তাহলে যেন হযরত ইবনুয যুবায়রের হত্যা ইত্যাদি দ্বারা-ও প্রশ্ন না জাগে।

যেহেতু হাবশার শহরটি মদিনা থেকে অনেক দূরে রয়েছে আর মধ্যবর্তী স্থলে রয়েছে বিশাল বিশাল মরুর ময়দান এর মধ্যে ভ্রমণ করতে অনেক কষ্ট হবে তাই একে আক্রমণ থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে যদি তারা মুসলমানদের উপর হামলা করে বসে তখন এ সময় প্রতিহত করার জন্য তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা ফরজ হবে।

'গুপ্ত সম্পদ' হয়তো আল্লাহ তা'আলা কা'বা শরীফের নিচে তা সৃষ্টি করে রেখেছেন। অথবা আবহমানকাল হতে মানুষ যে সম্পদ কা'বা শরীফের অভ্যন্তরে গেড়ে রেখেছে কিয়ামতের পূর্বলগ্নে ক্ষুদ্র পাবিশিষ্ট এক হাবশী কা'বা ধ্বংস করে উক্ত সম্পদ বের করবে। তখন হরম শরীফের নিরাপত্তা বহাল থাকবে না।

وَعَنْ ٥١٩٦ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَعُوا الْحَبَشَةَ مَا وَدَعُوْكُمْ وَاتْرُكُوا التُّرْكَ مَا تَرَكُوْكُمْ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ)

৫১৯৬. অনুবাদ : হযরত নবী করীম ﷺ -এর জনৈক সাহাবী হতে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, হাবশীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর আক্রমণ না করে। আর [অনুরূপভাবে] তুর্কিদেরকেও ছেড়ে রাখ, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে। –[আবূ দাঊদ ও নাসায়ী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'হাবশী ও তুর্কি' তাদের অবস্থানস্থল দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। মুসলমানদের জন্য তাতে প্রবেশ করা কষ্টসাধ্য। তাই অগ্রগামী হয়ে তাদের উপর আক্রমণ না করাই উত্তম।

وَعَنْ ٥١٩٧ بُرَيْدَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِىْ حَدِيْثٍ يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الْاَعْيُنِ يَعْنِى التُّرْكَ قَالَ تَسُوْقُوْنَهُمْ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ حَتّٰى تَلْحَقُوْهُمْ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ فَاَمَّا فِى السِّيَاقَةِ الْاُوْلٰى فَيَنْجُوْ مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ وَاَمَّا فِى الثَّانِيَةِ فَيَنْجُوْ بَعْضٌ وَيَهْلِكُ بَعْضٌ وَاَمَّا فِى الثَّالِثَةِ فَيُصْطَلَمُوْنَ اَوْ كَمَا قَالَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৯৭. অনুবাদ : হযরত বোরাইদা (রা.) নবী করীম ﷺ হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম ﷺ এক হাদীসে বলেছেন, ক্ষুদ্র চক্ষুবিশিষ্ট একদল তুর্কি তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে [তারা তিনবার তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। আর] তোমরা তিনবারই তাদেরকে ধাওয়া করবে। অবশেষে তোমরা তাদেরকে আরব উপদ্বীপে নিয়ে পৌঁছিয়ে দেবে। অতএব, প্রথম ধাওয়ায় যারা পলায়ন করবে, কেবলমাত্র তারাই রক্ষা পাবে। আর দ্বিতীয়বারে কিছুসংখ্যাক রক্ষা পাবে এবং কিছুসংখ্যক ধ্বংস হবে। আর তৃতীয়বারে [কেউই রক্ষা পাবে না; বরং] তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা রাসূল ﷺ যেরূপ বলেছেন। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْ ٥١٩٨ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَنْزِلُ اُنَاسٌ مِنْ اُمَّتِىْ بِغَائِطٍ يُسَمُّوْنَهُ الْبَصْرَةَ عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ دَجْلَةُ يَكُوْنُ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكْثُرُ اَهْلُهَا وَيَكُوْنُ مِنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ وَاِذَا كَانَ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُوْ قَنْطُوْرَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوْهِ صِغَارُ الْاَعْيُنِ حَتّٰى يَنْزِلُوْا عَلٰى شَطِّ النَّهْرِ فَيَتَفَرَّقُ اَهْلُهَا ثَلٰثَ فِرَقٍ فِرْقَةٌ يَاْخُذُوْنَ فِىْ اَذْنَابِ الْبَقَرِ وَالْبَرِّيَّةِ وَهَلَكُوْا وَفِرْقَةٌ يَاْخُذُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ وَهَلَكُوْا وَفِرْقَةٌ يَجْعَلُوْنَ ذَرَارِيْهِمْ خَلْفَ ظُهُوْرِهِمْ وَيُقَاتِلُوْنَهُمْ وَهُمُ الشُّهَدَاءُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫১৯৮. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক সময় আমার উম্মতের কতিপয় লোক একটি নিচু ভূমিতে অবতরণ করবে, উক্ত স্থানটিকে তারা 'বাসরা' নামে অভিহিত করবে এবং স্থানটি হবে 'দাজলা' নামক একটি নদীর নিকটে। নদীর উপরে একটি সেতু হবে। উক্ত স্থানটিতে অধিবাসীদের সংখ্যা হবে অত্যধিক। অবশেষে তা মুসলমানদের শহরসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শহরে পরিগণিত হবে। অতঃপর শেষ জামানায় চওড়া মুখমণ্ডল ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চক্ষুবিশিষ্ট 'কাতনুরার' বংশধরগণ উক্ত শহরবাসীদের বিরুদ্ধে [লড়াই করবার জন্য] আসবে এবং তারা উক্ত নদীর পাড়ে এসে আস্তানা গাড়বে। [তাদেরকে দেখে] শহরবাসী তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একভাগ গবাদিপশুর পিছনে মাঠে-ময়দানে আশ্রয় নেবে। [অর্থাৎ শত্রুর মোকাবিলা এড়িয়ে পশুপালন ও ক্ষেত-খামারের কাজে আত্মনিয়োগ করবে।] ফলে তারা সকলেই ধ্বংস হবে। আর একভাগ 'কানতুরার আওলাদের' নিকট [আত্মসমর্পণ করে] নিরাপত্তা চাইবে, তারাও ধ্বংস হবে। আর অবশিষ্ট একভাগ নিজেদের সন্তানসন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে পশ্চাতে রেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। তারা সকলেই শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অত্র হাদীসে বর্তমান বাগদাদ শহরটির প্রতিই সম্ভবত রাসূল ﷺ -এর ইঙ্গিত ছিল। এক সময় বাগদাদ ছিল ছোট ছোট গ্রামবিশিষ্ট এলাকা। দাজলা নদী ঐ গ্রামসমূহের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। বসরা শহরের সাথে সেগুলো সম্পৃক্ত ছিল। তাতারী চেঙ্গীজ খান -এর বাগদাদ আক্রমণকালে [৬৫৬ হিজরিতে] মুসলিম খলিফা মু'তাসিম বিল্লাহ তাতারীদের নিকট আত্মসমর্পণ করে নিজের ও শহরবাসীদের জন্য নিরাপত্তা চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তাতারীদের হাতে তারা সমূলে ধ্বংস হয়। তখন ঘটেছিল এক লোমহর্ষক বিপর্যয়। 'কান্‌তুরা' তুর্কিদের জনৈক পূর্বপুরুষ অথবা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর দাসীর নাম। তার আওলাদগণই তুর্কি।

وَعَنْ ٥١٩٩ اَنَسٍ (رض) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَا اَنَسُ اِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُوْنَ اَمْصَارًا فَاِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ فَاِنْ اَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا اَوْ دَخَلْتَهَا فَاِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَّاءَهَا وَنَخِيْلَهَا وَسُوْقَهَا وَبَابَ اُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيْهَا فَاِنَّهُ يَكُوْنُ بِهَا خَسْفٌ وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيْتُوْنَ وَيُصْبِحُوْنَ قِرَدَةً وَّخَنَازِيْرَ ـ

৫১৯৯. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনাস! লোকেরা উত্তরোত্তর শহর-নগর গড়ে তুলবে। তন্মধ্যে 'বসরা' নামেও একটি শহর গড়ে উঠবে। যদি তুমি কখনো উক্ত শহরের নিকট দিয়ে অতিক্রম কর কিংবা শহরে প্রবেশ কর, তবে তার লবণাক্ত ভূমি ও 'কাল্লা' নামক স্থান, তার খেজুর এবং তার বাজার ও আমিরদের দ্বার হতে দূরে থাকবে এবং শহরের বাইরে কোথাও পড়ে থাকবে। কেননা সে স্থান একসময় ধসে যাবে, তথায় পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং ভীষণ ভূকম্পন সংঘটিত হবে। সেখানে এমন এক সম্প্রদায় বসবাস করবে, যারা সহীহ সালামতে মানুষরূপে রাত্রি যাপন করবে, আর ভোরে বানর ও শূকরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে।

وَعَنْ ٥٢٠٠ صَالِحِ بْنِ دِرْهَمٍ (رض) يَقُوْلُ اِنْطَلَقْنَا حَاجِّيْنَ فَاِذَا رَجُلٌ فَقَالَ لَنَا اِلٰى جَنْبِكُمْ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا الْاُبُلَّةُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ مَنْ يَضْمَنُ لِيْ مِنْكُمْ اَنْ يُّصَلِّيَ لِيْ فِيْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ رَكْعَتَيْنِ اَوْ اَرْبَعًا وَيَقُوْلُ هٰذِهٖ لِاَبِيْ هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ خَلِيْلِيْ اَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْعَثُ مِنْ مَسْجِدِ الْعَشَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُهَدَاءَ لَا يَقُوْمُ مَعَ شُهَدَاءِ بَدْرٍ غَيْرُهُمْ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২০০. অনুবাদ : হযরত সালেহ ইবনে দিরহাম (রা.) বলেন, একবার আমরা কতিপয় লোক [বসরা হতে] হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তির সাথে [তিনি ছিলেন হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)] আমাদের সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের পার্শ্বে 'উবুল্লাহ' নামে কোনো একটি জনপদ আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্য আমার জন্য কে এই দায়িত্বটি গ্রহণ করবে যে, উক্ত শহরের 'আশ্‌শার' নামক মসজিদে আমার পক্ষ হতে দুই অথবা চার রাকাত নফল নামাজ আদায় করবে এবং [নামাজ -এর নিয়তে অথবা শেষে] বলবে; 'এটার ছওয়াব আবূ হুরায়রার জন্য!' আমি আমার বন্ধু আবুল কাসেম ﷺ -কে বলতে শুনেছি! আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন 'আশশার মসজিদ' হতে কতিপয় শহীদকে উত্থিত করবেন। বদরের শহীদদের সাথে তারা ব্যতীত আর কেউই উত্থিত হবে না। −[আবূ দাঊদ]

وَقَالَ هٰذَا الْمَسْجِدُ مِمَّا يَلِى النَّهْرَ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ اَبِى الدَّرْدَاءِ اَنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ فِىْ بَابِ ذِكْرِ الْيَمَنِ وَالشَّامِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

বর্ণনাকারী বলেন, 'উবুল্লাহর' উক্ত মসজিদখানি ইউফ্রেটিস [ফোরাত] নদীর নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে অবস্থিত। অচিরেই আমরা ইনশাআল্লাহ ইয়ামন ও সিরিয়ার বর্ণনাস্থলে আবুদ দারদা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস اِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِيْنَ الخ বর্ণনা করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : শারীরিক ইবাদতে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হওয়া জায়েজ নয়। তবে হানাফী ওলামায়ে কেরামের মতে কুরআন তেলাওয়াত ও জিকির-আজকার করে এর ছওয়াব অন্যের জন্য দান করা যেমন জায়েজ আছে, তদ্রূপ হজ, নামাজ, রোজা ও সদকা ইত্যাদির ছওয়াবও কোনো মৃত বা জীবিতের জন্য দান করা জায়েজ এবং সেই ছওয়াব তার নিকট পৌঁছে যায়। –[আততা'লীক]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٠١ - عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ حُذَيْفَةَ (رضـ) قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَحْفَظُ حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْفِتْنَةِ فَقُلْتُ اَنَا اَحْفَظُ كَمَا قَالَ قَالَ هَاتِ اِنَّكَ لَجَرِئٌ وَكَيْفَ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِىْ اَهْلِهٖ وَمَالِهٖ وَنَفْسِهٖ وَوَلَدِهٖ وَجَارِهٖ يُكَفِّرُهَا الصِّيَامُ وَالصَّلٰوةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ هٰذَا اُرِيْدُ اِنَّمَا اُرِيْدُ الَّتِىْ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ قَالَ قُلْتُ مَالَكَ وَلَهَا يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا قَالَ فَيُكْسَرُ الْبَابُ اَوْ يُفْتَحُ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ اَحْرٰى اَنْ لَا يُغْلَقَ اَبَدًا قَالَ فَقُلْنَا لِحُذَيْفَةَ هَلْ كَانَ

৫২০১. **অনুবাদ :** শাকীক বলেন, হযরত হুযাইফা (রা.) বলেছেন, একদা আমরা হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট বসাছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে তিনি যেভাবে বলেছেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তা পেশ কর। এ ব্যাপারে তুমি সৎসাহসী। আচ্ছা বল দেখি, তিনি ফিতনা সম্পর্কে কিরূপ বলেছেন? আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মালসম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তানসন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশীর ব্যাপারে। তবে নামাজ-রোজা, সদকা এবং ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দেবে। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো উত্থিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, সে ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। হযরত হুযাইফা (র.) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! উক্ত ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? [তা তো আপনাকে পাবে না।] কেননা সেই ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা সেই দরজাটি কি ভেঙ্গে দেওয়া হবে, না খোলা হবে? হযরত হুযায়ফা (রা.) বলেন. আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেওয়া হবে। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, তাহলে স্বভাবত এটাই প্রকাশ পায় যে, তা আর কখনো বন্ধ করা হবে না। রাবী বলেন, তখন আমরা হযরত হুযাইফা (রা.)

عُمَرُ يَعْلَمُ مِنَ الْبَابِ قَالَ نَعَمْ كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً إِنِّيْ حَدَّثْتُهُ حَدِيْثًا لَيْسَ بِالْأَغَالِيْطِ قَالَ فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَ حُذَيْفَةَ مِنَ الْبَابِ فَقُلْنَا لِمَسْرُوْقٍ سَلْهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عُمَرُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

-কে জিজ্ঞাসা করলাম– আচ্ছা! হযরত ওমর (রা.) কি জানতেন দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন আগামীকালের পূর্বে রাত্রির আগমন সুনিশ্চিত। আমি তাঁকে [ওমরকে] এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা কোনো গোলকধাঁধা নয়। রাবী বলেন, আমরা তো এ ব্যাপারে হযরত হুযাইফা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করতে ভয় পাচ্ছিলাম তাই হযরত মাসরূককে বললে তিনি হযরত হুযাইফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, দরজাটি হলেন 'ওমর' নিজেই। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দরজাটি ভেঙ্গে দেওয়া হবে এর মধ্যে হযরত ওমর (রা.)-এর শাহাদাতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যার পর আর অদ্যাবধি তথা কিয়ামত পর্যন্ত ফিতনার দরজা বন্ধ হবে না।

٥٢٠٢ - وَعَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ فَتْحُ الْقُسْطُنْطِيْنِيَّةِ مَعَ قِيَامِ السَّاعَةِ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هٰذِهِ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ)

৫২০২. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেছেন, কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় কনস্টান্টিনোপল [মুসলমানদের হাতে] বিজয় হবে। –[ইমাম তিরমিযী (র.) হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব]

بَابُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ
পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের আলামত

"اَشْرَاطٌ" হচ্ছে "شَرْطٌ" [শীন এবং রা-এ যবর সহকারে] -এর বহুবচন যার অর্থ হচ্ছে- নিদর্শন। আর سَاعَةٌ হচ্ছে দিবারাত্রির প্রতিটি অংশ, মুহূর্ত। আর বর্তমান সময়ের অর্থেও এসে থাকে। আর যেহেতু কিয়ামতের আগমনের ব্যাপারটি হচ্ছে সম্পূর্ণ উহ্য, তা কারো জানা নয়। দিবারাত্রির যে কোনো মুহূর্তে আসতে পারে। এজন্য কিয়ামতকে سَاعَةٌ বলা হয়ে থাকে। আর এখানে اَشْرَاطٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ ছোট ছোট নিদর্শনাবলি যা ভূমিকা স্বরূপ দৃশ্যমান হতে থাকবে। যেমন- ইলম উঠে যাওয়া, জেনা, মদ্যপান ইত্যাদির প্রাচুর্য দেখা দেওয়া। যেগুলোকে عَلَامَتْ صُغْرٰى বলা হয়ে থাকে। এসবরে সংলগ্নেই কিয়ামত আসবে না; বরং এরপর কিছু বড় বড় নিদর্শনাবলি প্রকাশ পাবে যার অতি নিকটতম পর মুহূর্তে কিয়ামত আসবে, সংঘটিত হবে। যেমন হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন, ইয়াজূজ-মাজূজের আত্মপ্রকাশ, দাব্বাতুল আরজের আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি। আর এর বর্ণনার জন্য সম্পূর্ণ পৃথকভাবে "بَابُ الْعَلَامَاتِ" শিরোনাম ধার্য করেছেন।

আর এ পরিচ্ছেদের মধ্যে যা কিছু বড় বড় নিদর্শনাবলির আলোচনা করা হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক হিসেবে এসে গেছে মৌখিকভাবে নয়। যেমন ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশের বর্ণনা।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٢٠٣ - عَنْ اَنَسٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يُّرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ وَيَكْثُرَ الزِّنَا وَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ حَتّٰى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ وَفِيْ رِوَايَةٍ يَقِلُّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২০৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামতসমূহের মধ্যে রয়েছে- ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যাভিচার [জেনা] বেড়ে যাবে, মদ্যপান বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেশি হবে। এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ। অপর এক বর্ণনায় আছে- ইলম কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের ক্রমাগত মৃত্যুই ইলম উঠে যাওয়ার কারণ হবে। অথবা দীন ইলমের প্রতি মানুষের অনীহা দেখা দেবে সহ-শিক্ষা ও বেহায়াপনার দরুন জেনার ব্যাপকতা বেড়ে যাবে। মদের নাম পরিবর্তন করে সর্বত্র তা পান করা হবে। একজন পুরুষ অবৈধভাবে বহুসংখ্যক নারীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে। -[আততা'লীক]

কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধবিগ্রহের দরুন পুরুষদের সংখ্যা স্বল্প হতে চলবে এজন্য একজন পুরুষের বিবাহবন্ধনে, অধীনে পঞ্চাশজন মহিলা হবে। কিন্তু সঠিক তাওজীহ হচ্ছে, একজন পুরুষের মাতা, দাদি, বোন, ফুফুসমূহ পঞ্চাশজন মহিলাদের পরিচালক একজন পুরুষই হবে।

وَعَنْ ٥٢٠٤ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِيْنَ فَاحْذَرُوْهُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২০৪. **অনুবাদ :** হযরত জাবের ইবনে সামুরা (রা.) বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের পূর্বে বহু মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে সুতরাং তোমরা তাদের হতে সতর্ক থাক। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'মিথ্যাবাদী' অর্থ– ভণ্ড নবুয়তের দাবিদার অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নামে মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী।

وَعَنْ ٥٢٠٥ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُ اِذْ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَقَالَ اِذَا ضُيِّعَتِ الْاَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ اَضَاعَتُهَا قَالَ اِذَا وُسِّدَ الْاَمْرُ اِلَى غَيْرِ اَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

৫২০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা নবী করীম ﷺ লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে জিজ্ঞাসা করল কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। লোকটি জিজ্ঞাসা করল, তা কিভাবে নষ্ট করা হবে? তিনি বললেন, কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেওয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** প্রশাসন, বিচার, শিক্ষকতা, ফতোয়া এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব প্রভৃতি অযোগ্য লোকের হাতে চলে যাওয়া কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ।

وَعَنْهُ ٥٢٠٦ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيْضَ حَتّٰى يَخْرُجَ الرَّجُلُ زَكٰوةَ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ اَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَحَتّٰى تَعُوْدَ اَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوْجًا وَاَنْهَارًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ اِهَابَ اَوْ يَهَابَ.

৫২০৬. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধনসম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং [পানির মতো] তা প্রবাহিত হতে থাকবে। এমনকি লোকেরা নিজেদের মালের জাকাত বের করবে বটে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কোনো লোক পাবে না। তিনি আরো বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বে আরব ভূমি সুজলা বাগ-বাগিচা ও প্রবাহিত নদ-নদীতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। –[মুসলিম] মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, মদিনার জনবসতি তথা দালান-কোঠা 'ইহাব' অথবা [বলেছেন,] 'ইয়াহাব' নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

وَعَنْ ٥٢٠٧ جَابِرٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ الزَّمَانِ خَلِيْفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهٗ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ يَكُوْنُ فِىْ اٰخِرِ اُمَّتِىْ خَلِيْفَةٌ يَحْثِى الْمَالَ حَثْيًا وَلَا يَعُدُّهٗ عَدًّا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২০৭. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ জমনায় এমন এক খলিফা [ইমাম] হবেন যিনি মালসম্পদ বণ্টন করবেন আর তা গণনাও করবেন না। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের শেষ জমানায় এমন এক খলিফা হবেন, যিনি মুষ্টি ভরে ভরে মালসম্পদ বিলাতে থাকবেন এবং গুনে গুনে তা দান করবেন না। −[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** স্বভাবত মালসম্পদের প্রাচুর্য হবে অথবা তা অর্জিত হবে গনিমতের মাধ্যমে। সম্ভবত সে খলিফা দ্বারা ইমাম মাহদী -এর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٢٠٨ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُوْشِكُ الْفُرَاتُ اَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ فَمَنْ حَضَرَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত [ইউফ্রেটিস] নদী উন্মুক্ত হয়ে যাবে [অর্থাৎ শুকিয়ে যাবে] এবং তার তলদেশ হতে স্বর্ণের খনি বের হবে। তখন সেখানে যে কেউ উপস্থিত হয়, সে যেন তা হতে কিছুই না নেয়। −[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٢٠٩ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَتِلُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَّتِسْعُوْنَ وَيَقُوْلُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لَعَلِّىْ اَكُوْنُ اَنَا الَّذِىْ اَنْجُوْ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২০৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফোরাত নদী তার তলদেশে রক্ষিত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। উক্ত সম্পদ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ানক খুনাখুনি হবে। সে ফিতনায় শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই বলবে, সম্ভবত আমি বেঁচে যাব [এবং উক্ত সম্পদ আমি একাই ভোগ করব]। −[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٢١٠ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَقِئُ الْاَرْضُ اَفْلَاذَ كَبِدِهَا اَمْثَالَ الْاُسْطُوَانَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِئُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَتَلْتُ وَيَجِئُ الْقَاطِعُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قَطَعْتُ رَحِمِىْ وَيَجِئُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ فِىْ هٰذَا قُطِعَتْ يَدِىْ ثُمَّ يَدَعُوْنَهٗ فَلَا يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২১০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [এমন এক সময় আসবে যে,] জমিন তার কলিজার টুকরা উদ্গিরণ করবে যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের থামের মতো হবে। উক্ত সম্পদের নিকটে কোনো হত্যাকারী এসে [ঘৃণার সাথে] বলবে, হায়রে! এই মালসম্পদের জন্যই আমি [অন্যায়ভাবে মানুষদেরকে] হত্যা করেছিলাম? অতঃপর আত্মীয়তা ছিন্নকারী এসে বলবে, এই সম্পদের জন্যই কি আমি আপন আত্মীয়স্বজনদের হতে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম? তারপর চোর এসে বলবে, এই মালের জন্যই কি আমার হাত কাটা হয়েছে? অতঃপর তারা সকলেই উক্ত মালসম্পদ পরিত্যাগ করে চলে যাবে, কেউই তা হতে কিছুই গ্রহণ করবে না। −[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٢١١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ يَا لَيْتَنِىْ كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هٰذَا الْقَبْرِ وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ اِلَّا الْبَلَاءُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২১১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত খতম হবে না যে পর্যন্ত না কোনো ব্যক্তি কবরের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করার সময় উক্ত কবরের উপরে গড়াগড়ি দিতে থাকবে এবং আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপের সাথে বলবে, হায়রে, কতই না ভালো হতো, এ কবরবাসীর স্থলে যদি আমিই এ কবরের অধিবাসী হতাম? তার এ আকাঙ্ক্ষা দীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না; বরং দুনিয়ার বিপদ ও মসিবতের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রকাশ করবে। −[মুসলিম]

وَعَنْهُ ٥٢١٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَخْرُجَ نَارٌ مِّنْ اَرْضِ الْحِجَازِ تُضِيْئُ اَعْنَاقَ الْاِبِلِ بِبُصْرٰى. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২১২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হেজায ভূমি হতে একটি অগ্নি প্রকাশিত না হবে, [তার আলোকে] বসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে। −[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মোল্লা আলী কারী (র.) মিরকাতের মধ্যে লিখেন যে, এ অগ্নি ৬৫৬ হিজরি সনে প্রকাশ পেয়েছিল মদিনা মুনাওয়ারাতে। কিন্তু রাসূল ﷺ -এর বরকতে আল্লাহ তা'আলা মদিনাবাসীকে এ অগ্নির ক্ষয়ক্ষতি থেকে সংরক্ষণ করে নিয়েছেন। আর তার আরম্ভ জুমাদাল উখরার তিন তারিখে হয়েছে আর রজবুল মুরাজ্জাবের সাত তারিখে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর এর আকৃতি ছিল এরূপ যে, তা একটি বড় শহরের ন্যায় ছিল যার মধ্যে দুর্গ এবং চূড়া ইত্যাদি ছিল। আর যে শহরে যেত জ্বালিয়ে ছাই করে দিত এবং সিসার ন্যায় গলিয়ে দিত। আর সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গ খেলত। এমন মনে হতো যে তার ভিতর দিয়ে লাল বর্ণের নদী প্রবাহিত রয়েছে। কিন্তু যখন মদিনার নিকটে আসত তখন তা থেকে শীতল হাওয়া বের হতো। আর এর আলো সমস্ত প্রান্ত এবং মদিনার হরম এবং সমস্ত ঘরসমূহের ভিতর সূর্যের কিরণের ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সূর্য ও চন্দ্রের আলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আর মক্কাবাসীদের কেউ কেউ এ আলো ইয়ামামাহ এবং বসরার মধ্যে দেখেছেন তা পাথরকে জ্বালিয়ে দিত; কিন্তু বৃক্ষরাজিকে জ্বালাত না। জঙ্গলে একটি বড় পাথর ছিল যার অর্ধেক হরম থেকে বাইরে ছিল আর অর্ধেক হরমের ভিতরে ছিল। তখন বাইরের অংশকে জ্বালিয়ে যখন ভিতরাংশ এসে পৌঁছল তখন নির্বাপিত হয়ে গেল। তখন মদিনাবাসী খোলা মাথায় হরমের মধ্যে একত্রিত হয়ে গেলেন এবং পুরো রাত্রি বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন। তখন আল্লাহ তা'আলা অগ্নির গতি উত্তর দিকে ফিরিয়ে দিলেন এবং মদিনাকে সংরক্ষণ করলেন। আর এ বৎসর পৃথিবীতে আশ্চর্য ধরনের ঘটনাবলি দৃশ্যমান হয়েছে। এরপরে সনের প্রথমে তাতারী ফিতনার হত্যা এবং নৃশংস আক্রমণে বাগদাদ এবং অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রকে গ্রাস করে ফেলেছে যা মিসর পর্যন্ত পৌঁছে পরাজিত হয়েছে।

وَعَنْ ٥٢١٣ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَوَّلُ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫২১৩. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত আসার প্রথম নিদর্শন হলো, এমন এক আগুন বের হবে, তা মানুষদেরকে পূর্ব দিক হতে তাড়িয়ে পশ্চিম দিকে নিয়ে একত্রিত করবে। −[বুখারী]

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢١٤ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُوْنَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَتَكُوْنَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُوْنَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُوْنَ السَّاعَةُ كَالضَّرْمَةِ بِالنَّارِ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫২১৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামানা সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। অর্থাৎ একটি বৎসর হবে একটি মাসের সমান, মাস হবে সপ্তাহের সমান। সপ্তাহ হবে একদিনের সমান। আর একদিন হবে এক ঘণ্টার পরিমাণ, আর ঘণ্টা হবে আগুনের একটি শিখা উঠার সময় পরিমাণ। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٢١٥ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوَالَةَ (رض) قَالَ بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِنَغْنَمَ عَلٰى اَقْدَامِنَا فَرَجَعْنَا فَلَمْ نَغْنَمْ شَيْئًا وَعَرَفَ الْجُهْدَ فِىْ وُجُوْهِنَا فَقَالَ فِيْنَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لَاَ تَكِلْهُمْ اِلَىَّ فَاَضْعُفَ عَنْهُمْ وَلَا تَكِلْهُمْ اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَعْجِزُوْا عَنْهَا وَلَا تَكِلْهُمْ اِلَى النَّاسِ فَيَسْتَاْثِرُوْا عَلَيْهِمْ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِىْ ثُمَّ قَالَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ اِذَا رَاَيْتَ الْخِلَافَةَ قَدْ نَزَلَتِ الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ فَقَدْ دَنَتِ الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْاُمُوْرُ الْعِظَامُ وَالسَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنَ النَّاسِ مِنْ يَدِىْ هٰذِهٖ اِلٰى رَأْسِكَ -

৫২১৫. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রা.) বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ গনিমতের মাল হাসিল করার জন্য আমাদেরকে পদাতিক বাহিনী হিসেবে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা এমন অবস্থায় ফিরে আসলাম যে, আমরা গনিমতের কিছুই হাসিল করতে পারিনি। তিনি আমাদের চেহারায় ক্লান্তি ও ক্লেশের চিহ্ন দেখতে পেয়ে আমাদের মাঝে [ভাষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে] দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তাদের দায়িত্ব এভাবে আমার উপর ন্যস্ত করো না যে, আমি তাদের পক্ষ হতে তা বহন করতে দুর্বল হয়ে পড়ি। [হে আল্লাহ!] তাদের উপর এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করো না যা সমাধা করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। [হে আল্লাহ!] তাদেরকে অন্য লোকের উপরও ন্যস্ত করো না। কেননা তারা নিজেদের প্রয়োজনকে তাদের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর রাসূল ﷺ আমার মাথার উপর নিজের হাত রেখে বললেন, হে ইবনে হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে খেলাফত [মদিনা হতে স্থানান্তরিত হয়ে] পবিত্র ভূমিতে [সিরিয়ায়] পৌঁছে গেছে, তখন তুমি বুঝে নিবে যে, ভূমিকম্প, দুঃখদুর্দশা, বড় বড় নিদর্শনসমূহ ও ফিতনা-ফ্যাসাদ অতি কাছে এসে গেছে এবং আমার এই হাত তোমার মাথা হতে যত নিকটে, কিয়ামত সেদিন এটা অপেক্ষাও অতি নিকটবর্তী হবে।

وَعَنْ ٥٢١٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا اتُّخِذَ الْفَىْءُ دُوَلاً وَالْاَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكٰوةُ مَغْرَمًا وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ وَاَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه وَعَقَّ اُمَّه وَاَدْنٰى صَدِيْقَه وَاَقْصٰى اَبَاهُ وَظَهَرَتِ الْاَصْوَاتُ فِى الْمَسَاجِدِ وَسَادَ الْقَبِيْلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيْمُ الْقَوْمِ اَرْذَلُهُمْ وَاُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّه وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُوْرُ وَلَعَنَ اٰخِرُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ اَوَّلَهَا فَارْتَقِبُوْا عِنْدَ ذٰلِكَ رِيْحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا وَاٰيَاتٍ تَتَابَعُ كَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُه فَتَتَابَعَ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫২১৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন গনিমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে ব্যবহার করা হবে,. আমানতকে গনিমতের মাল মনে করা হবে, জাকাতকে জরিমানা ধারণা করা হবে, দীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে আর বন্ধুকে খুব নিকটে স্থান দেবে এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদসমূহে শোরগোল করা হবে, ফাসেক ব্যক্তিই গোত্রের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও বাদ্যযন্ত্রাদি ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং এ উম্মতের পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। সেই সময় তোমরা অপেক্ষা কর, রক্তিম বর্ণের ঝড়ের, ভূকম্পনের, ভূমি ধসের, রূপ বিকৃতির, পাথর বৃষ্টির এবং সুতা ছিঁড়া দানার ন্যায় একটির পর একটি নিদর্শনসমূহের –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٢١٧ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا فَعَلَتْ اُمَّتِىْ خَمْسَ عَشَرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ وَعَدَّ هٰذِهِ الْخِصَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ تُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّيْنِ قَالَ وَبَرَّ صَدِيْقَه وَجَفَا اَبَاهُ وَقَالَ وَشُرِبَ الْخَمْرُ وَلُبِسَ الْحَرِيْرُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫২১৭. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মত যখন পনেরোটি কাজে লিপ্ত হবে [যা পূর্বের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে], তখন তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের বিপদ-বিপর্যয় নাজিল হবে। তিনি উক্ত পনেরোটি কাজ কি কি তা গণনা করে বলেছেন তন্মধ্যে 'দীন ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে', এ বাক্যটির উল্লেখ নেই এবং তাতে বলেছেন বন্ধুর সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং পিতার সাথে নির্যাতনমূলক আচরণ করবে। মদ পান করা হবে এবং রেশমি পোশাক পরিধান করা হবে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٢١٨ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتّٰى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اِسْمُه اِسْمِىْ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৫২১৮. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার খানদানের এক ব্যক্তি গোটা আরব ভূখণ্ডের মালিক হবে না। তার নাম হবে আমার নামে। –[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ لَوْلَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اِلَّا يَوْمٌ لَطَوَّلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ الْيَوْمَ حَتّٰى يَبْعَثَ اللّٰهُ فِيْهِ رَجُلاً مِنِّىْ اَوْ مِنْ اَهْلِ بَيْتِىْ يُوَاطِئُ اِسْمُهُ اِسْمِىْ وَاسْمُ اَبِيْهِ اِسْمَ اَبِىْ يَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ـ

আবূ দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে– তিনি বলেছেন, যদি দুনিয়া শেষ হতে মাত্র একদিন বাকি থাকে, আল্লাহ তা'আলা ঐ দিনকে অত্যধিক দীর্ঘায়িত করবেন এবং পরিশেষে সে দিনের মধ্যে আমার খানদানের অথবা বলেছেন, আমার আহলে বাইতের এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা জমিনকে তেমনিভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেমনিভাবে তৎপূর্বে জুলুম ও অত্যাচারে তা পরিপূর্ণ ছিল।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : বিভিন্ন হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, হযরত ইমাম মাহদী রাসূল ﷺ -এর খানদান তথা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর সন্তান হাসানের কারো মতে হুসাইনের বংশে জন্মগ্রহণ করবেন এবং তাঁর নাম হবে মুহাম্মদ।

وَعَنْ ٥٢١٩ اُمِّ سَلَمَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْمَهْدِىُّ مِنْ عِتْرَتِىْ مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২১৯. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাহদী আমার খানদানের তথা ফাতেমার বংশ হতে জন্ম লাভ করবেন। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সাহাবীদের এক বৃহৎ জামাত হতে বর্ণিত আছে যে, যখন ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবেন তখন হযরত ঈসা (আ.)ও তাঁর পিছনে নামাজ আদায় করবেন এবং তিনি সাত বৎসর খেলাফত কায়েম করে পূর্ণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, কাজেই এটার প্রতি বিশ্বাস রাখা ওয়াজিব। আর এটা হলো আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা।

وَعَنْ ٥٢٢٠ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْمَهْدِىُّ مِنِّىْ اَجْلَى الْجَبْهَةِ اَقْنَى الْاَنْفِ يَمْلَأُ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِيْنَ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২২০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাহদী হবেন আমার বংশের উজ্জ্বল চেহারা, উচু নাকবিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা জমিনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন যেমনিভাবে তৎপূর্বে তা জুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। আর তিনি সাত বৎসর ক্ষমতার মালিক থাকবেন। –[আবূ দাঊদ]

وَعَنْهُ ٥٢٢١ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ فِىْ قِصَّةِ الْمَهْدِىِّ قَالَ فَيَجِئُ اِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُوْلُ يَا مَهْدِىْ اَعْطِنِىْ اَعْطِنِىْ فَيَحْثِىْ لَهُ فِىْ ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ اَنْ يَحْمِلَهُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫২২১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ ইমাম মাহদীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেছেন, জনৈক ব্যক্তি তার নিকট এসে বলবে, হে মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন! আমাকে কিছু দান করুন। নবী করীম ﷺ বলেছেন, তখন তিনি তাকে নিজের হাতের অঞ্জলি ভরে তার কাপড়ের মধ্যে এই পরিমাণ মাল প্রদান করবেন, যেই পরিমাণ সে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٢٢٢ أُمِّ سَلَمَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَكُوْنُ اِخْتِلَافٌ عِنْدَ مَوْتِ خَلِيْفَةٍ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ هَارِبًا اِلٰى مَكَّةَ فَيَأْتِيْهِ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ فَيُخْرِجُوْنَهٗ وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُوْنَهٗ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَيُبْعَثُ اِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ فَيَخْسِفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا رَأَى النَّاسُ ذٰلِكَ اَتَاهُ اَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبُ اَهْلِ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُوْنَهٗ ثُمَّ يَنْشَأُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ اَخْوَالُهٗ كَلْبٌ فَيَبْعَثُ اِلَيْهِمْ بَعْثًا فَيَظْهَرُوْنَ عَلَيْهِمْ وَذٰلِكَ بَعْثُ كَلْبٍ وَيَعْمَلُ فِى النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ وَيُلْقِى الْاِسْلَامَ بِجَرَانِهٖ فِى الْاَرْضِ فَيَلْبَثُ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يَتَوَفّٰى وَيُصَلِّى عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২২২. **অনুবাদ :** হযরত উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, [শেষ জমানায়] একজন খলিফার মৃত্যুর সময় [নেতৃস্থানীয়] লোকদের মধ্যে [আর একজন খলিফা নিযুক্তির ব্যাপারে] মতবিরোধ দেখা দেবে। তখন মদিনা হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে মক্কার দিকে ছুটে পলায়ন করবে। এ সময় মক্কাবাসীরা তার নিকট এসে তাকে জোরপূর্বক ঘর হতে বের করে আনবে। কিন্তু সে তা পছন্দ করবে না। [প্রকৃতপক্ষে ইনি হলেন মাহদী; তিনি ফিতনা অথবা নেতৃত্বের ভয়ে পলায়ন করবেন, কিন্তু তাঁর কর্মকাণ্ডে এবং চেহারার নূরানী জ্যোতির্ময় আলোকে লোকেরা চিনে ফেলবে যে, ইনি ইমাম মাহদী।] অতঃপর হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে লোকেরা তাঁর কাছে বায়'আত গ্রহণ করবে। এরপর সিরিয়া হতে একটি সৈন্যবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হবে। কিন্তু মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী 'বাইদা' নামক স্থানে তাদেরকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেলা হবে। অতঃপর যখন চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা চাক্ষুষ এ অবস্থা দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার আব্দালগণ এবং ইরাকের এক বিরাট জামাত তাঁর নিকট আসবে এবং তাঁর হাতে বায়'আত করবে। অতঃপর কুরাইশের এক ব্যক্তি যার মামার বংশ হবে 'বনূ কালব' সেও ইমামের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাবে। ইমামের সেনাবাহিনী তাদের উপর বিজয়ী হবে। এটাই 'ফিতনায়ে কালব'। ইমাম মানুষের মধ্যে তাদের পয়গাম্বর [মুহাম্মদ ﷺ]-এর সুন্নত মোতাবেক কাজকর্ম পরিচালনা করবেন এবং পৃথিবীতে ইসলাম পুরোপুরিভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বৎসর এ অবস্থায় অবস্থান করবেন। অতঃপর ইন্তেকাল করবেন এবং মুসলমানগণ তাঁর জানাজা পড়বেন। -[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَبْدَالٌ" হচ্ছে بَدَل -এর বহুবচন। আর এটা ঐসব আওলিয়ায়ে কেরাম যাদের পবিত্র আত্মাসমূহের বরকতের দরুন আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীকে টিকিয়ে রেখেছেন। আল্লামা জাওহারী (র.) বলেন যে, اَلْاَبْدَالُ هُمْ قَوْمٌ مِنَ الصَّالِحِيْنَ لَا يُخْلُوا الدُّنْيَا مِنْهُمْ كُلَّمَا مَاتَ وَاحِدٌ بَدَّلَ اللّٰهُ مَكَانَهٗ بِاٰخَرَ কোনো কোনো হাদীসের মধ্যে তাদের সংখ্যা চল্লিশ বলে উল্লেখ রয়েছে।

হযরত আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন যে, অধিক নামাজ, রোজা ও সদকা -এর দ্বারা 'আবদাল' হয় না; বরং আত্মার বদান্যতা এবং আত্মার নিরাপত্তা ও মুসলমানদের কল্যাণ কামনার পরিপ্রেক্ষিতে 'আবদালের' মর্যাদা অর্জিত হয়ে থাকে।

হযরত মু'আয (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, যার মধ্যে তিনটি গুণাবলি বিদ্যমান থাকবে সে মোটামুটিভাবে আবদালের মধ্য থেকে হবে- ১. আল্লাহর ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট। ২. শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত। ৩. দীনে ইসলামের জন্য রাগান্বিত হওয়া। আর আসায়েবে ইরাক দ্বারা উত্তম মানুষ উদ্দেশ্য যারা পুণ্যবান দুনিয়ার প্রতি অমনোযোগী এবং আবেদ।

وَعَنْ ٥٢٢٣ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَلَاءً يُصِيْبُ هٰذِهِ الْاُمَّةَ حَتّٰى لَا يَجِدُ الرَّجُلُ مَلْجَأً يَلْجَأُ اِلَيْهِ مِنَ الظُّلْمِ فَيَبْعَثُ اللّٰهُ رَجُلًا مِنْ عِتْرَتِىْ وَاَهْلِ بَيْتِىْ فَيَمْلَأُ بِهِ الْاَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا يَرْضٰى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ وَسَاكِنُ الْاَرْضِ لَا تَدَعُ السَّمَاءُ مِنْ قَطْرِهَا شَيْئًا اِلَّا صَبَّتْهُ مِدْرَارًا وَلَا تَدَعُ الْاَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْئًا اِلَّا اَخْرَجَتْهُ حَتّٰى يَتَمَنّٰى الْاَحْيَاءُ الْاَمْوَاتَ يَعِيْشُ فِىْ ذٰلِكَ سَبْعَ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانَ سِنِيْنَ اَوْ تِسْعَ سِنِيْنَ .

৫২২৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বালামুসিবতের কথা আলোচনা করলেন, যা এ উম্মতের শেষ জমানায় এসে পৌঁছবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি তা হতে আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। এ সময় আল্লাহ তা'আলা আমার খানদান ও আমার পরিবার হতে এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা জমিনকে এমনিভাবে পরিপূর্ণ করে দেবেন। যেমনিভাবে তা ইতঃপূর্বে জুলুম-অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তার কার্যকলাপে আসমান ও জমিনের অধিবাসী সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আকাশ তার এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রাখবে না; বরং সমস্তই বের করে দেবে। [তাঁর যুগে সম্পদের এই প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা দেখে] জীবিত লোকরা মৃতব্যক্তিদের সম্পর্কে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবে। [কতইনা উত্তম হতো যদি তারাও এই সময় জীবিত থাকত।] এই অবস্থায় লোকেরা সাত অথবা আট অথবা নয় বৎসর জীবনযাপন করবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'আট বা নয় বৎসর' এটা রাবীর সন্দেহ। তবে অধিকাংশ বর্ণনায় সাত বৎসর উল্লেখ রয়েছে, সুতরাং এটাই অধিকতর সঠিক।

وَعَنْ ٥٢٢٤ عَلِيٍّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ حَرَّاثٌ عَلٰى مُقَدِّمَتِهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مَنْصُوْرٌ يُوَطِّنُ اَوْ يُمَكِّنُ لِاٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا مَكَّنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَجَبَ عَلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ اَوْ قَالَ اِجَابَتُهُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২২৪. অনুবাদ : হযরত আলী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [শেষ জমানায়] নহরের ঐ প্রান্ত [তথা বুখারা ও সমরকন্দ প্রভৃতি স্থান] হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি 'হারেছে হার্রাছ' নামে পরিচিত হবেন [হার্রাস অর্থ কৃষক বা চাষি]। তার সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে 'মনসূর' নামে এক ব্যক্তি থাকবেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবার-পরিজনকে [বিশেষভাবে ইমাম মাহদীকে এমনভাবে আশ্রয় দান করবেন যেমনভাবে আশ্রয় দিয়েছিল কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে। তখন সমস্ত ঈমানদারের উপর তাকে [হারেস অথবা মনসূরকে] সাহায্য করা কিংবা রাসূল ﷺ বলেছেন, তার আহ্বানে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রথম অবস্থায় কুরাইশগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মক্কা ত্যাগ করতে বাধ্য করলেও তাদের মধ্যে যারা ঈমান গ্রহণ করেছিল এবং ঐ সমস্ত কাফেরদের পরবর্তী সন্তানগণ যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা রাসূল ﷺ -কে ও তাঁর সাহাবীগণকে সার্বিকভাবে মদদ করেছিল। 'মনসূর' নামের ব্যক্তি দ্বারা অনেকের ধারণা ইমাম আবূ মানসূর মাতুরিদীকে বুঝানো হয়েছে। ইসলামি আকাইদ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের মূল উৎস হলো তাঁরই মতবাদ।

وَعَنْ ٥٢٢٥ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَتَكَلَّمَ السِّبَاعُ الْاِنْسَ وَحَتّٰى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطِهٖ وَشِرَاكُ نَعْلِهٖ وَيُخْبِرَهٗ فَخِذُهٗ بِمَا اَحْدَثَ اَهْلُهٗ بَعْدَهٗ - (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫২২৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সেই সময় পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যে পর্যন্ত না পশু মানুষের সাথে কথা বলবে এবং যে পর্যন্ত না কারো চাবুক তার সাথে কথা বলবে এবং তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে। আর তার উরু [রান] তাকে জানিয়ে দেবে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি [কুকর্ম] করেছে। –[তিরমিযী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٢٦ اَبِىْ قَتَادَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاٰيَاتُ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ - (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ)

৫২২৬. অনুবাদ : হযরত আবূ কাতাদাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ দুইশত বৎসর পর হতে প্রকাশ হতে থাকবে। –[ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত দুইশত বৎসর ইসলামের শুরু হতে অথবা হিজরতের পর হতে অথবা নবী করীম ﷺ -এর ওফাতের পর হতে অথবা এই বাণী বলার পর হতে আরম্ভ হবে। আল্লামা তীবী (র.) বলেন, শেষোক্ত কথাটিই অধিকতর সমর্থিত।

وَعَنْ ٥٢٢٧ ثَوْبَانَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَأَيْتُمُ الرَّايَاتِ السُّوْدَ قَدْ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ خُرَاسَانَ فَأْتُوْهَا فَاِنَّ فِيْهَا خَلِيْفَةَ اللّٰهِ الْمَهْدِىَّ - (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ)

৫২২৭. অনুবাদ : হযরত ছাওবান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি খোরাসানের দিক হতে কালো পতাকাবাহী ফৌজ আসতে দেখবে, তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। কেননা তার মধ্যে আল্লাহর খলিফা মাহদী থাকবেন।

–[আহমদ ও বায়হাকী 'দালাইলুন নুবুওয়্যাত' গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সম্ভবত তা হারেস ও মনসূরের বাহিনী যা মাহদীর সাহায্যার্থে আসবে। মাহদীর আবির্ভাব হারামাইনে ঘটবে এবং তথা হতে তাঁর অভিযান শুরু হবে। পরে খোরাসান ইত্যাদি বিভিন্ন দিক হতে তাঁর সমর্থনে মুসলিম বাহিনীসমূহ অগ্রসর হয়ে আসবে।

وَعَنْ ٥٢٢٨ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ قَالَ عَلِىٌّ (رض) وَنَظَرَ اِلٰى اِبْنِهِ الْحَسَنِ وَقَالَ اِنَّ اِبْنِىْ هٰذَا سَيِّدٌ كَمَا سَمَّاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৫২২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ ইসহাক (র.) বলেন, একদা হযরত আলী (রা.) স্বীয় পুত্র হযরত হাসান (রা.)-এর প্রতি তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই আমার এই পুত্র একজন সরদার। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে সরদার বলে আখ্যায়িত করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তার ঔরসে

وَسَيَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ يُسَمَّى بِاسْمِ نَبِيِّكُمْ يُشْبِهُهُ فِى الْخُلُقِ وَلَا يُشْبِهُهُ فِى الْخَلْقِ ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةً يَمْلَأُ الْاَرْضَ عَدْلًا - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ)

এমন এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর নামানুসারে। তিনি হবেন তাঁর [নবীর] চরিত্রের সদৃশ, কিন্তু চেহারা ও শারীরিক গঠনে তাঁর সদৃশ হবে না। অতঃপর হযরত আলী (রা.) উক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করে বলেছেন, তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা গোটা ভূপৃষ্ঠকে পরিপূর্ণ করে দেবেন। –[আবূ দাঊদ, তবে ইমাম আবূ দাঊদ (র.) তাঁর রেওয়ায়েত সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত ঘটনাটি বর্ণনা করেননি।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এখানে ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, তিনি হযরত হাসান (রা.)-এর ঔরস থেকে জন্ম লাভ করবেন। আর রাসূল ﷺ -এর সমনাম বিশিষ্ট হবেন। অর্থাৎ তাঁর নাম মুহাম্মদ হবে। আধ্যাত্মিক চরিত্রের মধ্যে রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে পূর্ণ সাদৃশ্য থাকবেন। কিন্তু দৈহিক গঠন ও আকার-আকৃতির মধ্যে রাসূল ﷺ -এর সঙ্গে পরিপূর্ণ রূপে সাদৃশ্য হবেন না যদিও কোনো কোনো প্রেক্ষিতে কিছুটা সাদৃশ্য থাকবে। যেমন কোনো কোনো বর্ণনার মধ্যে রয়েছে– সে আমার দৈহিক গঠন এবং চরিত্রের সাদৃশ্য। উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, হযরত মাহদী (আ.) হযরত হাসান (রা.)-এর সন্তানদের মধ্য হতে হবেন। আর কোনো কোনো বর্ণনায় হযরত হুসাইন (রা.)-এর সন্তানদের মধ্য হতে হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে কিন্তু অধিকাংশ বর্ণনার মধ্যে হযরত হাসান (রা.)-এর সন্তানের মধ্য হতে হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, বিধায় একথাটিই প্রাধান্য হবে।

অথবা এভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়ে থাকে যে, পিতৃত্বের দিক থেকে হযরত হাসান (রা.)-এর সন্তান থেকে হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে এবং মাতৃত্বের দিক থেকে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সন্তানের মধ্য থেকে। আর কোনো একদিক থেকে হযরত আব্বাস (রা.)-এর সন্তানদের মধ্য হতে। এজন্য এরও আলোচনা করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٢٢٩ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ (رضـ) قَالَ فَقَدَ الْجَرَادُ فِىْ سَنَةٍ مِنْ سِنِىْ عُمَرَ الَّتِىْ تُوُفِّىَ فِيْهَا فَاهْتَمَّ بِذٰلِكَ هَمًّا شَدِيْدًا فَبَعَثَ اِلَى الْيَمَنِ رَاكِبًا وَرَاكِبًا اِلَى الْعِرَاقِ وَرَاكِبًا اِلَى الشَّامِ يَسْأَلُ عَنِ الْجَرَادِ هَلْ اُرِىَ مِنْهُ شَيْئًا فَاَتَاهُ الرَّاكِبُ الَّذِىْ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ بِقُبْضَةٍ فَنَثَرَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَمَّا رَاٰهَا عُمَرُ كَبَّرَ وَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ اَلْفَ اُمَّةٍ سِتُّ مِائَةٍ مِنْهَا فِى الْبَحْرِ وَاَرْبَعُ مِائَةٍ فِى الْبَرِّ فَاِنَّ اَوَّلَ هَلَاكِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْجَرَادُ فَاِذَا هَلَكَ الْجَرَادُ تَتَابَعَتِ الْاُمَمُ كَنِظَامِ السِّلْكِ - (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫২২৯. অনুবাদ : হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, যে বৎসর হযরত ওমর (রা.) ইন্তেকাল করেন, সে বৎসর তিনি [হেজাজ এলাকায়] টিড্ডি [পঙ্গপাল] দেখতে পাননি, এতে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি ইয়েমেন, ইরাক এবং সিরিয়ার দিকে আরোহী পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, সে সমস্ত এলাকায় কেউ কোনো টিড্ডি দেখেছে কিনা? পরে ইয়েমেনের দিকে প্রেরিত আরোহী এক মুষ্টি টিড্ডি এনে তাঁর সম্মুখে ছড়িয়ে দিল। তা দেখে হযরত ওমর (রা.) 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এক হাজার মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ছয়শত সমুদ্রে এবং চারশত স্থলে। আর এ উভয়বিধ প্রাণীর মধ্যে সর্বপ্রথম ধ্বংস হবে টিড্ডিসমূহ। যখন টিড্ডি ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর উভয় স্থানের প্রাণীসমূহ একটির পর একটি এমনভাবে ধ্বংস হতে থাকবে যেমন, সুতা ছিঁড়া দানা একটি পর আরেকটি পড়তে থাকে।

–[বায়হাকী শু'আবুল ঈমান গ্রন্থে]

بَابُ الْعَلَامَاتِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ وَذِكْرِ الدَّجَّالِ
পরিচ্ছেদ : কিয়ামতের পূর্বলক্ষণসমূহ এবং দাজ্জালের বর্ণনা

এখানে কিয়ামতের নিকটতম এবং বড় বড় লক্ষণ, নিদর্শাবলির আলোচনা হচ্ছে উদ্দেশ্য। যার সংলগ্ন পরবর্তী সময়েই কিয়ামত এসে যাবে। আর এ নিদর্শনাবলির সংঘটিত হওয়ার ধারাবাহিকতার বর্ণনা বিভিন্নরূপে এসেছে।

আল্লামা হালীমী (র.) বলেন যে, সর্বপ্রথম দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় নিদর্শন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমন ঘটবে। অতঃপর ইয়াজূজ-মাজূজের আত্মপ্রকাশ হবে। অতঃপর চতুষ্পদ জন্তুর বহিঃপ্রকাশ হবে। আর সর্বশেষে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় হবে।

"دَجَّالٌ" শব্দটি دَجْلٌ থেকে নির্গত, যার অর্থ হচ্ছে– হক ও বাতিলের মধ্যে সংমিশ্রণ। আর ষড়যন্ত্র, ধোঁকা এবং মিথ্যা ও বাতিলকে সুসজ্জিত করে দেখানো এবং মিথ্যাও হচ্ছে তার এক অর্থ। এসব অর্থ দাজ্জালের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। আর দাজ্জালের গুণবাচক নাম 'মাসীহ'ও এসে থাকে। অপর দিকে হযরত ঈসা (আ.)-এরও গুণবাচক নাম 'মাসীহ' এসে থাকে। তবে উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। 'মাসীহ' শব্দটি দাজ্জালের সাথে যুক্ত করে আনা হয়। বলা হয়ে থাকে– مَسِيْحُ الدَّجَّالِ আর হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে যুক্ত করে আনা হয় না। বলা হয়ে থাকে– "مَسِيْحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَعِيْسَى الْمَسِيْحُ" আবার অর্থগত দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রয়েছে। যেমন– দাজ্জালের চক্ষু সমতলবিশিষ্ট হওয়ার দরুন مَسِيْحٌ বলা হয়ে থাকে, আর হযরত ঈসা (আ.)-কে مَسِيْحٌ এজন্য বলা হয়ে থাকে যে, তিনি জন্মগত অন্ধের উপর হাত বুলানোর দরুন দৃষ্টিশক্তি এসে যেত। তাছাড়া দাজ্জাল কল্যাণ মর্দনবিশিষ্ট ছিল, আর হযরত ঈসা (আ.) অমঙ্গল মর্দনবিশিষ্ট ছিলেন।

আর কেউ কেউ উভয়ের মধ্যে এ ব্যবধান বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে 'মাসীহ' সীনের তাখফীফের সাথে বলা হয়ে থাকে, আর দাজ্জালকে 'মাস্‌সীহ' সীনের তাশদীদের সাথে ব্যবহার করে থাকেন।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেছেন, কিয়ামতের পূর্বলক্ষণ বা নিদর্শনসমূহ তিন ভাগে বিভক্ত– ১. দূরবর্তী লক্ষণসমূহ যা এক সময় ঘটেছে এবং শেষও হয়ে গেছে। ২. যা ঘটেছে, কিন্তু শেষ হয়নি, বরং উত্তরোত্তর এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছতে থাকবে। ৩. নিকটবর্তী লক্ষণসমূহ, যা বিরাট আকারের নিদর্শন। প্রথমটির উদাহরণ– যেমন নবী করীম ﷺ -এর আবির্ভাব ও ওফাত। তারপরে খেলাফত, হযরত ওসমান (রা.)-এর শাহাদত, সিরিয়া ও ইরাক বিজয়, সিফফীনের যুদ্ধ, হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদত ইত্যাদি। দ্বিতীয়টির উদাহরণ হলো– যেমন আমানতের খেয়ানত, সুদ ও মদের ব্যাপকতা, দুনিয়ার প্রতি লোভ, নেতা ও শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে খেয়ানত, প্রতারণা, মিথ্যা ওয়াদা, গানবাদ্য ও অশ্লীল চিত্তবিনোদনের প্রসার, হত্যাকাণ্ড ও ব্যভিচারের আধিক্য ইত্যাদি। আর তৃতীয়টি হলো বড় ধরনের লক্ষণ। অত্র পরিচ্ছেদের সেগুলোর বর্ণনা করা হবে, যেমন দাজ্জালের আবির্ভাব, হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ, অত্যাচারী ও জালিমের শাসন ইত্যাদি, যা কিয়ামতের খুবই নিকটবর্তী সময়ে ঘটবে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٢٣٠ - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اَسِيْدِ نِ الْغِفَارِيِّ (رض) قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ فَقَالَ مَا تَذْكُرُوْنَ قَالُوْا نَذْكُرُ السَّاعَةَ قَالَ اِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتّٰى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ اٰيَاتٍ فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَالدَّابَّةَ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُوْلَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ وَثَلٰثَةَ خُسُوْفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِجَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَاٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ اِلٰى مَحْشَرِهِمْ وَفِىْ رِوَايَةٍ نَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَعْرِ عَدَنٍ تَسُوْقُ النَّاسَ اِلَى الْمَحْشَرِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الْعَاشِرَةِ وَرِيْحٌ تُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৩০. অনুবাদ : হযরত হুযাইফা ইবনে আসীদ গিফারী (রা.) বলেন, একদা আমরা পরস্পরে কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় নবী করীম ﷺ আমাদের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করছ? তারা বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না। আর তা হলো– ১. ধোঁয়া, [যা এক নাগাড়ে চল্লিশ দিন পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকবে।] ২. দাজ্জাল। ৩. চতুষ্পদ জন্তু, ৪. পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, ৫. হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-এর [আকাশ হতে] অবতরণ, ৬. ইয়াজূজ ও মাজূজ, ৭, ৮, ৯. তিনটি ভূমিধস, পূর্বাঞ্চলে, পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরব উপদ্বীপে। ১০. সর্বশেষে ইয়েমেন হতে এমন এক অগ্নি বের হবে যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থান [অর্থাৎ সিরিয়ার] দিকে নিয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, আদন [এডেন]-এর অভ্যন্তর হতে আগুন বের হবে, যা মানুষদেরকে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে নেবে এবং অন্য এক রেওয়ায়েতে দশম লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে। এমন এক বায়ু প্রবাহিত হবে যা মানুষদেরকে [কাফেরদেরকে] সাগরে নিক্ষেপ করবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ইবনে মাসঊদ (রা.) এবং অন্যান্যদের মতে এ ধোঁয়া দ্বারা ঐ ধোঁয়া উদ্দেশ্য যার দ্বারা কুরাইশদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ এসেছিল আর শূন্যাকাশে ধোঁয়ার মতো পরিলক্ষিত হয়েছিল। যেমন অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, তীব্র ক্ষুধা এবং দুর্ভিক্ষের সময় আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানে ধোঁয়ার ন্যায় পলিক্ষিত হয়ে থাকে। আর এর কারণ হচ্ছে, ইয়ামামার সরদার হযরত ছুমামা ইবনে উসাল (রা.) যখন মুসলমান হলেন, তখন মক্কার কাফেররা তাঁর উপর নিন্দা ও তিরস্কার করতে লাগল। তখন হযরত ছুমামা (রা.) ইমামা থেকে পণ্য আসা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে রাসূল ﷺ -এর বদদোয়ার দরুন বৃষ্টিও বন্ধ হয়ে গেল, যার কারণে তারা মৃত্যুবরণ করতে লাগল। [যেমন তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে উল্লেখ রয়েছে।]

কোনো কোনো আলিম বলেন, এ ধোঁয়া দ্বারা ঐ ধোঁয়া উদ্দেশ্য যা শেষ যুগে বের হয়ে পূর্ব এবং পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে পড়বে এবং চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকবে। যার দরুন মুসলমানগণ কাফেরের ন্যায় হবে এবং কাফেরদের মাতাল করে ফেলবে। কুরআনে কারীমের আয়াতের মধ্যেও এটা বর্ণিত রয়েছে– يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ . يَغْشَى النَّاسَ অর্থাৎ যেদিন আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে, যা মানুষকে ঘিরে ফেলবে।

وَالدَّابَّةَ : এ জন্তুটি সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান হতে বের হবে যেমন কুরআনে কারীমে উল্লেখ রয়েছে– وَاَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ তখন আমি তাদের সামনে ভূগর্ভ থেকে একটি জীব নির্গত করব।

আর এর আকার এবং আকৃতি এমন হবে চারটি পা ষাট হাত লম্বা হবে এবং বিভিন্ন জন্তুর আকৃতিতে হবে। আর পাহাড়কে বিদীর্ণ করে বের হবে। তার সাথে হযরত মূসা (আ.)-এর লাঠি এবং হযরত সুলাইমান (আ.)-এর আংটি থাকবে। আর এমন দৌড়াবে যে কেউ তাকে ধরতে পারবে না। আর তা থেকে কেউ পলায়ন করতে পারবে না এবং মুমিনদেরকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে কপালে মুমিন লিখে দেবে। আর কাফেরকে আংটির মাধ্যমে সিল মেরে কাফের লিখে দেবে।

আল্লামা ইবনে মালেক বলেন যে, চতুষ্পদ জন্তুর আত্মপ্রকাশ তিনবার হবে। যথা– হযরত মাহদী (আ.)-এর যুগে। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর যুগে। তারপর পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের সময়।

قَوْلُهُ وَاٰخِرُ ذٰلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ : এটা হচ্ছে সর্বশেষ নিদর্শন যা ইয়েমেন থেকে বের হবে এবং মানুষদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়াবে। আর ময়দানকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে। তাহলে যেন সমস্ত সৃষ্টিজীব এখানে প্রবেশ হতে পারে।

আর কোনো কোনো বর্ণনায় যে তা আদনের আভ্যন্তরীন থেকে বের হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, এতে কোনো বিরোধ নেই। কারণ আদন ইয়েমেনেরই অংশবিশেষ।

আবার কোনো কোনো বর্ণনায় অগ্নির পরিবর্তে যে رِيْحٌ يُلْقِى النَّاسَ فِى الْبَحْرِ অর্থাৎ 'এমন বায়ু যা মানুষদেরকে সমুদ্রের মধ্যে নিক্ষেপ করবে।' -এর কথা উল্লেখ রয়েছে এর সাথেও কোনো বিরোধ নেই। এজন্য যে, এ অগ্নি প্রচণ্ড বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে কাফেরদেরকে সমুদ্রের দিকে নিক্ষেপ করে দেবে। আর এ অগ্নি মুসলমানদের বেলায় অতি কঠোর হবে না; বরং শুধু তাড়ায়ে হাশরের মাঠের দিকে নিয়ে যাবে।

وَعَنْ ٥٢٣١ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سِتًّا اَلدُّخَانَ وَالدَّجَّالَ وَدَابَّةَ الْاَرْضِ وَطُلُوْعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَاَمْرَ الْعَامَّةِ وَخُوَيْصَةَ اَحَدِكُمْ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৩১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বে নেক আমল অর্জনে তৎপর হও। ১. ধোঁয়া, ২. দাজ্জাল, ৩. দাব্বাতুল আরয [মৃত্তিকাগর্ভ হতে সৃষ্ট জন্তু], ৪. পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, ৫. সর্বগ্রাসী ফিতনা ও ৬. তোমাদের ব্যক্তিবিশেষের উপর আপতিত ফিতনা। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : তখন আর ঈমান কবুল হবে না ফলে আমল করারও সুযোগ থাকবে না।

وَعَنْ ٥٢٣٢ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّ اَوَّلَ الْاٰيَاتِ خُرُوْجًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَخُرُوْجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى وَاَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا فَالْاُخْرٰى عَلٰى اَثَرِهَا قَرِيْبًا. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৩২. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রথম প্রকাশ পাবে এ দুটি, একটি পশ্চিমাকাল হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং অপরটি চাশতের সময় মানুষের সম্মুখে 'দাব্বাতুল আরয' বের হওয়া। এ দুটির মধ্যে যেটাই প্রথমে প্রকাশ পাবে, অপরটি তার পরপরই অতি নিকটবর্তী সময়ে আবির্ভূত হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٣٣ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلٰثٌ اِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِىْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا طُلُوْعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَالدَّجَّالِ وَدَابَّةِ الْاَرْضِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৩৩. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোনো উপকারে আসবে না, যদি তার পূর্বে ঈমান এনে না থাকে অথবা ঈমানের সাথে আমল সঞ্চয় না করে থাকে। আর তা হলো পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব এবং 'দাব্বাতুল আরয' বের হওয়া। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٣٤ اَبِىْ ذَرٍّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَتَدْرِىْ اَيْنَ تَذْهَبُ هٰذِهٖ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهَا تَذْهَبُ حَتّٰى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَسْتَأْذِنُ فَيُؤْذَنُ لَهَا وَيُوْشِكُ اَنْ تَسْجُدَ وَلَا تُقْبَلَ مِنْهَا وَتَسْتَأْذِنُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا وَيُقَالُ لَهَا اِرْجِعِىْ مِنْ حَيْثُ جِئْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَذٰلِكَ قَوْلُهٗ تَعَالٰى وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا قَالَ مُسْتَقَرُّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৩৪. অনুবাদ : হযরত আবূ যার (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি জান, তা কোথায় যাচ্ছে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি বললেন, তা আল্লাহর আরশের নিচে গিয়ে সেজদায় রত হয় এবং [পূর্বাকাশে উদিত হওয়ার] অনুমতি চায়, তখন তাকে সে অনুমতি দেওয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যে, তা সেজদা করবে, কিন্তু তা কবুল করা হবে না এবং [পূর্বাকাশে উদিত হওয়ার] অনুমতি চাইবে অথচ তাকে অনুমতি দেওয়া হবে না এবং তাকে বলা হবে, তুমি যেদিক হতে এসেছ সেদিকেই ফিরে যাও। অতঃপর তা পশ্চিমাকাশ হতে উদিত হবে। এর প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী দ্বারা– وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا অর্থাৎ 'সূর্য তার গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যায়।' তিনি বলেন, গন্তব্যস্থল হলো আরশের তলদেশ। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : সূর্য প্রতি মুহূর্তে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। সুতরাং আরশের নিচে সেজদা করার অর্থ হলো, চলার পথে পরবর্তী মুহূর্তের জন্য আল্লাহর কাছে অনুমতি কামনা করে। ফলে সেজদা করার জন্য কোনো মুহূর্তে তার গতি ব্যবহৃত হয় না। মোটকথা এটাও ঈমান বিল গায়েবের অন্তর্ভুক্ত, যা আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতির আওতা বহির্ভূত।

وَعَنْ ٥٢٣٥ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ خَلْقِ اٰدَمَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اَمْرٌ اَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৩৫. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, হযরত আদম (আ.)-এর সৃষ্টি হতে কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনা অপেক্ষা কোনো ফিতনা বৃহত্তর নয়। –[মুসলিম]

৫২৩৬ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْكُمْ إِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيْسَ بِأَعْوَرَ وَإِنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৩৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলার পরিচিতি তোমাদের নিকট গোপন নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ কানা নন, কিন্তু দাজ্জালেল ডান চক্ষু কানা হবে। তার এই চক্ষুটি হবে ফোলা আঙ্গুরের মতো। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** 'দাজ্জালের ডান চক্ষুটি কানা হবে।' অর্থাৎ আঙ্গুরের দানা সাদৃশ্য ফোলা এবং উপরের দিকে উত্থিত হবে। আর অন্য রেওয়ায়েতে রয়েছে– لَيْسَتْ بِنَاتِئَةٍ وَلَا حَجْرَاءَ অর্থাৎ 'না উচ্চতা হবে আর না নিচু হবে।' সুতরাং হাদীসদ্বয়ের মাঝে বিরোধ দেখা দিল।

তাই জবাব হচ্ছে যে, এ দুটি গুণ হচ্ছে দুটি চক্ষুর পৃথক পৃথক; এক চোখের নয়। অর্থাৎ একটি চক্ষু সম্পূর্ণ সমতল হবে আর দ্বিতীয় চক্ষুটি ত্রুটিপূর্ণ হবে তথা টেরা বাঁকা হবে। দর্শনকারীরা আঙ্গুরের দানার ন্যায় দেখবে। আর কখনো অন্য আকৃতিতে।

৫২৩৭ وَعَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَدْ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الْأَعْوَرَ الْكَذَّابَ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৩৭. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এমন কোনো নবী অতীত হননি যিনি তাঁর উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী [দাজ্জাল] সম্পর্কে সাবধান করেননি। তোমরা জেনে রাখ! সে [দাজ্জাল] নিশ্চয়ই কানা হবে। আর তোমরা এটাও নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের প্রতিপালক [আল্লাহ] কানা নন। তার [দাজ্জালের] চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে লিখে থাকবে ك ف ر [অর্থাৎ কাফের]। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** সে যে মিথ্যাবাদী ধোঁকাবাজ এটার প্রমাণ স্বরূপ তার চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কাফের শব্দটি লেখা থাকবে। প্রতিটি ঈমানদার মুসলমান শিক্ষিত বা মূর্খ সকলেই তা দেখতে এবং পড়তে পারবে।

৫২৩৮ وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّهُ يَجِيْءُ مَعَهُ بِمِثْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِيْ يَقُوْلُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّيْ أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ قَوْمَهُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৩৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে একটি কথা বলব না? সে কথাটি অতীতের কোনো নবীই তার জাতিকে বলেননি। আর তা হলো, নিশ্চয়ই সে [দাজ্জাল] হবে কানা। সে বেহেশত ও দোজখের সদৃশ সঙ্গে নিয়ে আসবে। তখন সে যা বলবে বেহেশত, প্রকৃতপক্ষে তা হবে দোজখ। আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করছি যেমন হযরত নূহ (আ.) তাঁর কওমকে তার সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত নূহ (আ.) ছিলেন প্রসিদ্ধ নবীদের অন্যতম। আর শরিয়তের বিধিবিধানও তার নবুয়তী যুগ হতে শুরু হয়েছে। হযরত আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী (র.) বলেন, সর্বপ্রথম কুফরি তার যুগ হতে আরম্ভ হয়েছে। তৎপূর্ব যুগে সমস্ত মানুষ একই দলভুক্ত ছিল। যদিও তা সকর নবীই জানতেন যে, জমানার শেষ লগ্নে দাজ্জাল বের হবে এবং হযরত ঈসা (আ.) তাকে হত্যা করবেন। তবুও তাঁদের নিজ নিজ উম্মতকে সাবধান করার দ্বারা বুঝানো হয়েছে, দাজ্জালের ফিতনা হবে খুবই মারাত্মক।

وَعَنْ ٥٢٣٩ حُذَيْفَةَ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ وَإِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ فَمَنْ أَدْرَكَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

وَزَادَ مُسْلِمٌ وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيْظَةٌ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَأُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ .

৫২৩৯. **অনুবাদ :** হযরত হুযাইফা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল নিজের সঙ্গে পানি ও আগুন নিয়ে বের হবে। মানুষ বাহ্যত যা পানি ধারণা করবে, বস্তুত তা হবে জ্বলন্ত আগুন। আর মানুষ যা আগুন ধারণা করবে, প্রকৃতপক্ষে তা হবে ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সেই দাজ্জালের যুগ পাবে, সে যেন যা আগুন দেখতে পায় তাতে প্রবেশ করে। কেননা তা হবে সুস্বাদু মিষ্ট পানি। –[বুখারী ও মুসলিম]

মুসলিম এতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, দাজ্জাল হবে মুদিত চক্ষুবিশিষ্ট। তার চক্ষুর উপর নখ পরিমাণ মোটা চামড়া থাকবে, চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে লেখা থাকবে 'কাফের'। প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মু'মিন তা পড়তে পারবে।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা কান্দলভী (র.) مَمْسُوحُ الْعَيْنِ অর্থ বলেছেন, এক চক্ষু দৃষ্টিবিহীন এবং অপর চক্ষু ত্রুটিপূর্ণ।

وَعَنْ ٥٢٤٠ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرٰى جُفَالُ الشَّعْرِ مَعَهُ جَنَّتُهُ وَنَارُهُ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ . (رواه مسلم)

৫২৪০. **অনুবাদ :** হযরত হুযায়ফা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের বাম চক্ষু কানা, মাথার কেশ অত্যধিক। তার সঙ্গে থাকবে তার জান্নাত ও জাহান্নাম। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত হবে জাহান্নাম। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٤١ النَّوَاسِ بْنِ سَمْعَانَ (رض) قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ اَلدَّجَّالَ فَقَالَ إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيْجُهُ دُونَكُمْ وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ فَامْرُءٌ حَجِيْجُ نَفْسِهِ

৫২৪১. **অনুবাদ :** হযরত নওয়াস ইবনে সাম'আন (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দাজ্জালের আলোচনা করে বললেন, যদি তার আবির্ভাব হয় আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকি, তখন তোমাদের মধ্যে আমিই তার সাথে দলিল-প্রমাণে বিজয়ী হবো। আর যদি তার আবির্ভাব ঘটে এবং আমি বিদ্যমান না থাকি, তখন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি দলিল-প্রমাণে তার মোকাবিলা করবে। তখন প্রত্যেক

وَاللّٰهُ خَلِيْفَتِىْ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ اِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ طَافِيَةٌ كَاَنِّىْ اُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ فَمَنْ اَدْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلْيَقْرَاْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُوْرَةِ الْكَهْفِ وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلْيَقْرَاْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُوْرَةِ الْكَهْفِ فَاِنَّهَا جِوَارُكُمْ مِنْ فِتْنَتِهِ اِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ فَعَاثٍ يَمِيْنًا وَعَاثٍ شِمَالًا يَا عِبَادَ اللّٰهِ فَاثْبُتُوْا قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا لُبْثُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ وَسَائِرُ اَيَّامِهِ كَاَيَّامِكُمْ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَسَنَةٍ اَيَكْفِيْنَا فِيْهِ صَلٰوةُ يَوْمٍ قَالَ لَا اُقْدُرُوْا لَهُ قَدْرَهُ قُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اِسْرَاعُهُ فِى الْاَرْضِ قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيْحُ فَيَأْتِىْ عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوْهُمْ فَيُؤْمِنُوْنَ بِهِ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَالْاَرْضَ فَتُنْبِتُ فَتَرُوْحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ اَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًى وَاَسْبَغَهُ ضُرُوْعًا وَاَمَدَّهُ خَوَاصِرَ ثُمَّ يَاْتِى الْقَوْمَ فَيَدْعُوْهُمْ فَيَرُدُّوْنَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُوْنَ مُمْحِلِيْنَ لَيْسَ بِاَيْدِيْهِمْ شَىْءٌ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ فَيَقُوْلُ لَهَا اَخْرِجِىْ كُنُوْزَكِ فَتَتْبَعُهُ كُنُوْزُهَا كَيَعَاسِيْبِ النَّحْلِ

মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলাই হবেন সহায়ক। সে হবে একজন জওয়ান, মাথার চুল কোঁকড়ান, ফোলা চক্ষুবিশিষ্ট। আমি তাকে [ইহুদি] আব্দুল উযযা ইবনে কাতানের সাথে তুলনা করতে পারি। সুতরাং যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সম্মুখে সূরা কাহফের শুরুর আয়াতগুলো পাঠ করে। অপর এক বর্ণনা আছে যে, সে যেন তার সম্মুখে সূরা কাহফের প্রথমাংশ হতে পাঠ করে। কেননা এ আয়াতগুলো তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদে রাখবে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে বের হবে এবং চলার পথে ডানে ও বামে [-এর অঞ্চলসমূহ] ধ্বংসাত্মক ফ্যাসদ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাসকল! তোমরা [ঈমান ও আকিদায়] দীনের উপর অটল থাকবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে কতদিন জমিনে অবস্থান করবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বৎসরের সমান এবং একদিন হবে এক মাসের সমান আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের স্বাভাবিক দিগুলোর ন্যায়। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আচ্ছা বলুন তো, সেই একদিন, যা এক বৎসরের সমান হবে, সে দিবসে কি আমাদের পক্ষে এক দিনের নামাজই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না। বরং সে দিবসে এক একদিন পরিমাণ হিসেবে করে নামাজ আদায় করতে হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জমিনে তার চলার গতি কি পরিমাণ দ্রুত হবে? তিনি বললেন, সে মেঘের ন্যায় যার পিছনে প্রবল বায়ু রয়েছে। অতঃপর সে কোনো এক সম্প্রদায়ের নিকট আসবে এবং তাদেরকে [তার অনুসরণের] আহ্বান করবে। অতএব, লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ করবে, ফলে আকাশ বৃষ্টিবর্ষণ করবে। জমিনকে নির্দেশ করবে, ফলে জমিন [ঘাস-ফসলাদি] উৎপাদন করবে। লোকদের গবাদিপশু [সে চারণভূমি হতে] সন্ধ্যায় যখন ফিরবে, তখন উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট এবং দুধে স্তন ভর্তি [অবস্থায়] কোমর টেনে ফিরবে। অতঃপর সে [দাজ্জাল] অপর এক কওমের নিকট এসে তাদেরকে নিজের খোদায়ীর দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করবে। অতএব, সে কওমের লোকেরা মহা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। ফলে তাদের হাতে মালসম্পদ কিছুই থাকবে না। অতঃপর সে [দাজ্জাল] একটি অনাবাদ বিরান জায়গা অতিক্রম করবে এবং তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার অভ্যন্তরে যে সমস্ত গুপ্ত সম্পদ রয়েছে তা বের করে দাও। অতঃপর উক্ত ধনসম্পদ এমনিভাবে তাদের পশ্চাতে ছুটতে থাকবে, যেমনিভাবে মৌমাছির দল তাদের নেতা মৌমাছির পিছনে ছুটে চলে।

ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُوذَتَيْنِ وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلٰى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلُ جُمَانٍ كَاللُّؤْلُؤِ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ مِنْ رِيحِ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ فَيَطْلُبُهُ حَتّٰى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يَأْتِي عِيسٰى قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللّٰهُ مِنْهُ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ إِذْ أَوْحَى اللّٰهُ إِلٰى عِيسٰى أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللّٰهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلٰى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهٰذِهِ مَرَّةً مَاءٌ ثُمَّ يَسِيرُونَ حَتّٰى يَنْتَهُوا إِلٰى جَبَلِ الْخَمَرِ وَهُوَ جَبَلُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الْأَرْضِ هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ۔

অতঃপর দাজ্জাল যৌবনে পরিপূর্ণ এক যুবককে তার [আনুগত্যের] প্রতি আহ্বান করবে, [কিন্তু সে তা প্রত্যাখ্যান করবে] তাতে দাজ্জাল তাকে তরবারির আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলবে এবং উভয় খণ্ডকে এত দূরে দূরে নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব পরিমাণ তাদের মধ্যে ব্যবধান হবে। অতঃপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের কাছে ডাকবে, ফলে উক্ত যুবক জীবিত হয়ে তার সম্মুখে উপস্থিত হবে, তখন তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বোল হয়ে উঠবে। যখন সে এ সমস্ত কাণ্ডে লিপ্ত, ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ তা'আলা হঠাৎ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-কে [আকাশ হতে] প্রেরণ করবেন এবং তিনি দামেশকের পূর্বপ্রান্তের শ্বেত মিনারা হতে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘর্ম ঝরবে, আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা স্বচ্ছ মুক্তার ন্যায় ঝরতে থাকবে। যে কোনো কাফের তার শ্বাসের বায়ু পাবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করবে। অথচ তাঁর শ্বাস-বায়ু তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করতে থাকবেন। অবশেষে তিনি তাকে [বায়তুল মুকাদ্দাসের] 'লুদ্দ' নামক দরজার কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর এমন একটি সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট আসবে যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদে রেখেছিলেন। তখন তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত ফিরাবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্য কি পরিমাণ বুলন্দ মর্তবা রয়েছে সে সুসংবাদও প্রদান করবেন। এদিকে তিনি এ সমস্ত কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট এ সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছু সংখ্যক বান্দা সৃষ্টি করে রেখেছি, যাদের মোকাবিলা করবার শক্তি কারো নেই। অতএব তুমি আমার বান্দাদেরকে 'তূর' পর্বতে নিয়ে হেফাজত [একত্রিত] কর। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়াজূজ ও মাজূজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উচু জায়গা হতে নিচে জমিনে নেমে খুব দ্রুত বিচরণ করতে থাকবে এবং তাদের প্রথম দল 'তাবারিয়া'নদী [সিরিয়ার একটি নদী] অতিক্রম করবে এবং তারা এটার সবটুকু পানি পান করে ফেলবে। ফলে তাদের সর্বশেষ দল সেস্থান অতিক্রম করবার সময় বলবে, হয়তো কোনো একসময় এখানে পানি ছিল। অতঃপর তারা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে 'খামার' নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছবে। এটা বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকটে অবস্থিত পাহাড়। এখানে পৌঁছে তারা বলবে, জমিনে যারা বসবাস করত ইতোমধ্যে আমরা নিশ্চিত সবাইকে হত্যা করে ফেলেছি। আস! এবার আমরা আকাশবাসীদেরকে হত্যা করে ফেলি! এই বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে।

فَيَرُدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللّٰهِ وَاَصْحَابُهُ حَتّٰى يَكُوْنَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِاَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِيْنَارٍ لِاَحَدِكُمُ الْيَوْمَ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِىْ رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُوْنَ فَرْسٰى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ اِلَى الْاَرْضِ فَلَايَجِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ اِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللّٰهِ عِيْسٰى وَاَصْحَابُهُ اِلَى اللّٰهِ فَيُرْسِلُ اللّٰهُ طَيْرًا كَاَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللّٰهُ وَفِىْ رِوَايَةٍ تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهْبَلِ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ سَبْعَ سِنِيْنَ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَّلَا وَبَرٍ فَيَغْسِلُ الْاَرْضَ حَتّٰى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ ثُمَّ يُقَالُ لِلْاَرْضِ اَنْبِتِىْ ثَمَرَتَكِ وَرُدِّىْ بَرَكَتَكِ فَيَوْمَئِذٍ تَاْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّوْنَ بِقِحْفِهَا وَيُبَارَكُ فِى الرِّسْلِ حَتّٰى اَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْاِبِلِ لَتَكْفِى الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِى الْقَبِيْلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِى الْفَخْذَ مِنَ النَّاسِ فَبَيْنَا هُمْ كَذٰلِكَ اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتَاْخُذُهُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ

আর আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরগুলোকে রক্তমাখা অবস্থায় তাদের প্রতি ফিরিয়ে দেবেন। এ সময় আল্লাহর নবী [হযরত ঈসা (আ.)] ও তাঁর সঙ্গীগণকে তূর পর্বতে চরম দুরবস্থায় অবরোধ করা হবে। [অর্থাৎ তাঁরা ভীষণ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হবেন] এমনকি তাঁদের কারো জন্য একটি গরুর মাথা এ যুগের একশত দিনার [স্বর্ণমুদ্রা] অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হবে। এই চরম অবস্থায় আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ.) এবং তাঁর সঙ্গীগণ আল্লাহর দিকে রুজু হবেন। [এবং ইয়াজূজ ও মাজূজের ধ্বংসের জন্য ফরিয়াদি দোয়া করবেন] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদের গর্দানের উপর বিষাক্ত কীটের আজাব নাজিল করবেন। [এটা উট, বকরির নাকের মধ্যে জন্মে] ফলে তারা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীগণ পর্বত হতে নিচে জমিনে নেমে আসবেন। কিন্তু ইয়াজূজ ও মাজূজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ হতে মুক্ত, এমন একবিঘত জমিনও খালি পাবেন না। তখন আল্লাহ তা'আলার নবী হযরত ঈসা (আ.) ও তাঁর সঙ্গীগণ [উক্ত মসিবত হবে নাজাত পাওয়ার জন্য] আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বখ্‌তী উটের গর্দানের ন্যায় লম্বা লম্বা গর্দানবিশিষ্ট পাখির ঝাঁক প্রেরণ করবেন। পাখির দল তাদের মরদেহসমূহকে তুলে নেবে এবং যেখানে আল্লাহর ইচ্ছা সেখানে নিয়ে নিক্ষেপ করবে। অবশ্য অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদেরকে 'নহবল' নামক স্থানে নিয়ে ফেলে দেবে এবং মুসলমানগণ তাদের ধনুক, তীর এবং তীর রাখার কোষসমূহ সাত বৎসর পর্যন্ত লাকড়িস্বরূপ জ্বালাতে থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যদ্দরুন জনবসতির কোনো একটি অংশ, চাই তা মাটির ঘর হোক কিংবা পশমের হোক বাদ থাকবে না, ধৌত করে পরিষ্কার করে দেবে। অবশেষে তা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারপর জমিনকে বলা হবে, তোমার ফল-ফলাদি বের করে দাও এবং তোমার কল্যাণ ও বরকত ফিরিয়ে আন। ফলে সে সময় এক জামাত লোক একটি ডালিম পরিতৃপ্ত হয়ে খাবে এবং তার খোসা দ্বারা লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। আর দুগ্ধের মধ্যে বরকত দান কর হবে। এমনকি একটি উষ্ট্রীর দুধ একদল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি বকরির দুধ একটি পরিবারের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে। [মোটকথা লোকেরা সার্বিকভাবে খোশহাল ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন করতে থাকবে। ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন আল্লাহ তা'আলা একটি স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ করবে এবং

رُوْحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ وَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُوْنَ فِيْهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُوْمُ السَّاعَةُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) اِلَّا الرِّوَايَةَ الثَّانِيَةَ وَهِيَ قَوْلُهُمْ تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهْبَلِ اِلٰى قَوْلِهٖ سَبْعِ سِنِيْنَ رَوَاهَا التِّرْمِذِيُّ.

উক্ত বায়ু প্রতিটি মুমিন মুসলমানের রূহ কবজ করবে অতঃপর কেবলমাত্র পাপী ও মন্দ লোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা গাধার ন্যায় পরস্পর দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন তাদের উপরেই কিয়ামত কায়েম হবে। –[মুসলিম] তবে রেওয়ায়েতের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ تَطْرَحُهُمْ بِالنَّهْبَلِ হতে سَبْعَ سِنِيْنَ পর্যন্ত তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

وَعَنْ ٥٢٤٢ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَيَلْقَاهُ الْمَسَالِحُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُوْلُ اَعْمِدُ اِلٰى هٰذَا الَّذِيْ خَرَجَ قَالَ فَيَقُوْلُوْنَ لَهُ اَوَمَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا فَيَقُوْلُ مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ فَيَقُوْلُوْنَ اقْتُلُوْهُ فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اَلَيْسَ قَدْ نَهَاكُمْ رَبُّكُمْ اَنْ تَقْتُلُوْا اَحَدًا دُوْنَهُ فَيَنْطَلِقُوْنَ بِهٖ اِلَى الدَّجَّالِ فَاِذَا رَاٰهُ الْمُؤْمِنُ قَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ هٰذَا الدَّجَّالُ الَّذِيْ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَيَاْمُرُ الدَّجَّالُ بِهٖ فَيُشَجُّ فَيَقُوْلُ خُذُوْهُ وَشُجُّوْهُ فَيُوْسَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا قَالَ فَيَقُوْلُ اَوَمَا تُؤْمِنُ بِيْ قَالَ فَيَقُوْلُ اَنْتَ الْمَسِيْحُ الْكَذَّابُ قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهٖ فَيُوْشَرُ بِالْمِيْشَارِ مِنْ مَفْرَقِهٖ حَتّٰى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ قَالَ ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ لَهُ قُمْ فَيَسْتَوِيْ قَائِمًا ثُمَّ يَقُوْلُ

৫২৪২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একসময় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং একজন মর্দে মুসলিম তার সম্মুখে যাওয়ার জন্য রওয়ানা হবে। তখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক অর্থাৎ দাজ্জালের বাহিনীর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটবে। তারা জিজ্ঞাসা করবে, তুমি কোথায় যেতে ইচ্ছা করছ? সে বলবে, ঐ ব্যক্তির নিকট যেতে চাই যে বের হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তারা লোকটিকে বলবে, তুমি কি আমাদের রবের [দাজ্জালের] প্রতি ঈমান স্থাপন করনি? সে বলবে, আমাদের প্রকৃত রব তো অজানা নন। তখন তারা বলবে, এ লোকটিকে কতল করে ফেল। তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের রব [দাজ্জাল] কি এই বলে নিষেধ করেনি যে, তার সম্মুখে উপস্থিত না করা ব্যতীত যেন কাউকে তোমরা হত্যা না কর? তখন তারা লোকটিকে দাজ্জালের নিকট নিয়ে আসবে। যখন সে মর্দে মুমিন দাজ্জালকে দেখবে, তখনই সে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, হে লোকসকল! এই তো সেই দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, একথা শুনে দাজ্জাল ঐ লোকটিকে কঠোরতম সাজা দেওয়া নির্দেশ করবে এবং বলবে, এটাকে কষে ধর এবং তার মাথায় জোরে আঘাত কর। তখন লোকটিকে এমনভাবে প্রহার করা হবে যে তার পিঠ ও পেট চেপটা হয়ে যাবে। রাসূল ﷺ বলেন, তখন দাজ্জাল বলবে, তুমি কি এখনো আমার প্রতি ঈমান আনবে না? জবাবে লোকটি বলবে, 'তুমিই তো মিথ্যাবাদী মাসীহ!' এবার দাজ্জাল লোকটিকে করাত দ্বারা চিরে ফেলার নির্দেশ দিবে। তখন সে মর্দে মুমিনের মাথা হতে চিরা হবে, এমনকি তার পদদ্বয় পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করা হবে। অতঃপর দাজ্জাল সে খণ্ডিত দুই টুকরার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবে তারপর সে উক্ত খণ্ডকে লক্ষ্য করে বলবে, 'তুমি দাঁড়িয়ে যাও।' এবার লোকটি জীবিত হয়ে সোজাভাবে দণ্ডায়মান হবে। অতঃপর দাজ্জাল তাকে

لَهُ اَتُؤْمِنُ بِىْ فَيَقُوْلُ مَا ازْدَدْتُ فِيْكَ اِلَّا بَصِيْرَةً قَالَ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِىْ بِاَحَدٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ اِلٰى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسًا فَلَا يَسْتَطِيْعُ اِلَيْهِ سَبِيْلًا قَالَ فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسَبُ النَّاسُ اَنَّمَا قَذَفَهُ اِلَى النَّارِ وَاِنَّمَا اُلْقِىَ فِى الْجَنَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذَا اَعْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

বলবে, এখন কি তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে? উত্তরে সেই মর্দে মুমিন বলবে, এখন তো আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তাই বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, অতঃপর সে মর্দে মুমিন লোকদেরকে সম্বোধন করে বলবে, হে লোক সকল! তোমরা জেনে রাখ! এ দাজ্জাল এ যাবৎ আমার সাথে যা কিছু করেছে, আমার পরে আর কোনো মানুষের সাথে তা করতে সক্ষম হবে না। রাসূল ﷺ বলেন, এবার দাজ্জাল তাকে পুনরায় জবাই করতে উদ্যত হবে। কিন্তু লোকটির গর্দান ও সীনার মধ্যবর্তী স্থান তামার পরিণত করে দেওয়া হবে, ফলে সে তাকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। রাসূল ﷺ বলেন, এবার দাজ্জাল তার হাত পা বেঁধে ফেলবে এবং তাকে অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করবে। উপস্থিত লোকেরা ধারণা করবে, দাজ্জাল তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাকে জান্নাতের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ মর্দে মুমিনই হবে রাব্বুল আলামীনের নিকট সর্বাপেক্ষা বড় শহীদ ব্যক্তি। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٤٣ اُمِّ شَرِيْكٍ (رض) قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ حَتّٰى يَلْحَقُوْا بِالْجِبَالِ قَالَتْ اُمُّ شَرِيْكٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ قَالَ هُمْ قَلِيْلٌ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৪৩. অনুবাদ : হযরত উম্মে শারীক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, লোকেরা দাজ্জাল -এর [ফিতনা] হতে পলায়ন করবে, এমনকি পাহাড়-পর্বতসমূহে গিয়ে আশ্রয় নেবে। উম্মে শারীক বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন আরব [মুজাহিদীনগণ] কোথায় থাকবেন? তিনি বললেন, সংখ্যায় তারা খুবই কম হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٤٤ اَنَسٍ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُوْدِ اِصْفَهَانَ سَبْعُوْنَ اَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৪৪. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদি দাজ্জালের অনুসরণ করবে। তাদের মাথা চাদরে ঢাকা থাকবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : طَيْلَسَانٌ অর্থ– নেকাব বা চাদরের ন্যায় একটি কাপড়, যা মাথার উপরে ফেলে রাখা হয়।

وَعَنْ ٥٢٤٥ اَبِىْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْتِى الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ اَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِيْنَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِىْ تَلِى الْمَدِيْنَةَ فَيَخْرُجُ اِلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ اَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِىْ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَدِيْثَهُ فَيَقُوْلُ الدَّجَّالُ اَرَأَيْتُمْ اِنْ قَتَلْتُ هٰذَا ثُمَّ اَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشُكُّوْنَ فِى الْاَمْرِ فَيَقُوْلُوْنَ لَا فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيْهِ فَيَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ فِيْكَ اَشَدَّ بَصِيْرَةً مِنِّى الْيَوْمَ فَيُرِيْدُ الدَّجَّالُ اَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسَلَّطُ عَلَيْهِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৪৫. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন. 'দাজ্জাল' অবশ্যই আগমন করবে। কিন্তু তার প্রতি মদিনার গিরিপথে প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে। অবশ্য সে মদিনার পার্শ্ববর্তী একটি লবণাক্ত বালুকাময় অঞ্চলে অবতরণ করবে। তখন তার নিকট একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। অথবা [বলেছেন] পুণ্যবান লোকদের মধ্য হতে সর্বোত্তম ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলবেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই সেই দাজ্জাল যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন।' তখন দাজ্জাল [উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে] বলবে, দেখ! যদি আমি এ লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় তাকে জীবিত করি, তবে কি তোমরা আমার ব্যাপারে [খোদা হওয়া সম্পর্কে] সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, না। তখন সে তাকে হত্যা করবে, অতঃপর তাকে পুনরায় জীবিত করবে। তখন সেই লোকটি বলবে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার সম্পর্কে এখন পূর্বের চেয়েও অধিক সন্দেহমুক্ত। আবার দাজ্জাল তাকে হত্যা করতে চাইবে, কিন্তু তাকে লোকটির উপর সেই ক্ষমতা দেওয়া হবে না।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٤٦ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يَأْتِى الْمَسِيْحُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ هِمَّتُهُ الْمَدِيْنَةُ حَتّٰى يَنْزِلَ دُبُرَ اُحُدٍ ثُمَّ تَصْرِفُ الْمَلٰئِكَةُ وَجْهَهُ قِبَلَ الشَّامِ وَهُنَالِكَ يَهْلِكُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৪৬. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মাসীহে দাজ্জাল পূর্বদিক হতে আগমন করে মদিনা মুনাওয়ারায় প্রবেশ করতে চাইবে। এমনকি সে উহুদ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অতঃপর ফেরেশতাগণ তার চেহারা [গতি] সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দেবেন এবং সেখানেই সে [হযরত ঈসা (আ.)-এর হাতে] ধ্বংস হবে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٤٧ اَبِىْ بَكْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ اَبْوَابٍ عَلٰى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫২৪৭. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের কোনো প্রকার ভয়ভীতি মদিনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। [সে সময়] মদিনার সাতটি প্রবেশদ্বার থাকবে এবং প্রত্যেক দ্বারে দু দুজন ফেরেশতা [পাহাড়া দেওয়ার জন্য] নিয়োজিত থাকবেন। –[বুখারী]

وَعَنْ ٥٢٤٨ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (رضـ) قَالَتْ سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يُنَادِي الصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ فَخَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا قَضٰى صَلٰوتَهٗ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ اِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ - قَالَ اِنِّيْ وَاللّٰهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ وَلٰكِنْ جَمَعْتُكُمْ لِاَنَّ تَمِيْمَانِ الدَّارِيْ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَجَاءَ وَاَسْلَمَ وَحَدَّثَنِيْ حَدِيْثًا وَافَقَ الَّذِيْ كُنْتُ اُحَدِّثُكُمْ بِهٖ عَنِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ حَدَّثَنِيْ اَنَّهٗ رَكِبَ فِيْ سَفِيْنَةٍ بَحْرِيَّةٍ مَعَ ثَلٰثِيْنَ رَجُلًا مِّنْ لَخْمٍ وَّجُذَامٍ فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِى الْبَحْرِ فَارْفَأُوْا اِلٰى جَزِيْرَةٍ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَجَلَسُوْا فِيْ اَقْرَبِ السَّفِيْنَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيْرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ اَهْلَبُ كَثِيْرُ الشَّعْرِ لَا يَدْرُوْنَ مَا قُبُلُهٗ مِنْ دُبُرِهٖ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعْرِ قَالُوْا وَيْلَكِ مَا اَنْتِ قَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ اِنْطَلِقُوْا اِلٰى هٰذَا الرَّجُلِ فِى الدَّيْرِ فَاِنَّهٗ اِلٰى خَبَرِكُمْ بِالْاَشْوَاقِ قَالَ لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا اَنْ تَكُوْنَ شَيْطَانَةً قَالَ فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتّٰى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فَاِذَا فِيْهِ اَعْظَمُ

৫২৪৮. অনুবাদ : হযরত ফাতেমা বিনতে কায়েস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঘোষককে এই ঘোষণা দিতে শুনতে পাই "اَلصَّلٰوةُ جَامِعَةٌ" [অর্থাৎ নামাজের জন্য উপস্থিত হয়ে যাও] সুতরাং আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে নামাজ আদায় করলাম। নামাজ শেষ করে তিনি মিম্বরে উপবিষ্ট হলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ নামাজের স্থানে বসে থাক। অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি তোমাদেরকে কেন একত্রিত করেছি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তোমাদেরকে কিছু দেওয়ার জন্য বা কোনো ভয়ভীতি প্রদর্শনের জন্য সমবেত করিনি; বরং তামীমে দারীর বর্ণিত একটি ঘটনা শুনানোর জন্যই তোমাদেরকে একত্রিত করেছি। তামীমে দারী ছিলেন একজন খ্রিস্টান, তিনি [আমার নিকট] এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে এমন একট ঘটনা শুনিয়েছেন, এটা ঐ কথারই সঙ্গে মিল রাখে যা আমি তোমাদেরকে মাসীহে দাজ্জাল সম্পর্কে বলেছিলাম। তিনি বলেছেন, একবার তিনি 'লাখাম ও জুযাম' গোত্রের ত্রিশজন লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিলেন। সাগরের তরঙ্গ তাদেরকে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এদিক-সেদিক ঘুরাতে ঘুরাতে অবশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে পৌঁছাল। অতঃপর তারা [উক্ত বড় নৌকার গায়ের সাথে বাঁধা] ছোট ছোট নৌকাযোগে দ্বীপটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তারা এমন একটি জানোয়ারের সাক্ষাৎ পেলেন যার সারা দেহ বড় বড় পশমে ঢাকা। অধিক পশমের কারণে তার অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই নির্ণয় করা যায়নি। তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? সে বলল, আমি 'জাস্‌সাসা' [অর্থাৎ গুপ্ত সংবাদ অন্বেষণকারিণী]। তোমরা এ গির্জায় [আবদ্ধ] লোকটির নিকট যাও, সে তোমাদের তথ্যাদি শুনার ও জানার প্রত্যাশী। তামীমে দারী বলেন, উক্ত জন্তুর কাছে লোকটির কথা শুনে তার প্রতি আমাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার হলো যে, তা পেত্নী হতে পারে। তখন আমরা দ্রুত সেখানে গেলাম এবং গির্জায় প্রবেশ করে সেখানে এমন একটি প্রকাণ্ড

إِنْسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا وَأَشَدُّهُ وَثَاقًا مَجْمُوعَةٌ يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ قُلْنَا وَيْلَكَ مَا أَنْتَ قَالَ قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ قَالُوا نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ فَلَعِبَ بِنَا الْبَحْرُ شَهْرًا فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ فَقَالَتْ أَنَا الْجَسَّاسَةُ اعْمِدُوا إِلَى هٰذَا فِي الدَّيْرِ فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا فَقَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ هَلْ تُثْمِرُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهَا تُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ هَلْ فِيهَا مَاءٌ قُلْنَا هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ قَالَ إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ قُلْنَا نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا قَالَ أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ قُلْنَا قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ قَالَ أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ قَالَ أَمَا إِنَّ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي أَنَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ وَإِنِّي يُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ

দেহবিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম ইতঃপূর্বে যা আমরা আর কখনো দেখতে পাইনি। সে ছিল খুব শক্তভাবে বাঁধা অবস্থায়, তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাঁটুদ্বয় নিচের উভয় গিঁটের সাথে লৌহশিকল দ্বারা একত্রে বাঁধা ছিল। আমরা তাকে বললাম, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? সে বলল, নিশ্চয়ই তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, [আমি তা গোপন করব না,] তবে তোমরা প্রথমে আমাকে বল দেখি তোমরা কে? তারা বললেন, আমরা আরবের লোক। আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম দীর্ঘ একমাস সাগরের ঢেউ আমাদেরকে এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌঁছিয়েছে। অতঃপর আমরা অত্র দ্বীপে প্রবেশ করার পর সারা দেহ ঘন পশমে আবৃত এমন একটি জন্তুর সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো। সে বলল, আমি 'জাস্‌সাসা'। সে আমাদেরকে এ গির্জায় আসতে বলায় আমরা দ্রুত তোমার নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছি। সে বলল, আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি! 'বায়সান' এলাকার খেজুর বাগানে ফল আসে কি? [বায়সান হেজাজের একটি জায়গার নাম।] আমরা বললাম, হ্যাঁ, আসে। সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে সেই বাগানের গাছে ফল ধরবে না। অতঃপর সে বলল, আচ্ছা বল দেখি! 'তাবারিয়া'-এর নদীতে কি পানি আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল, অচিরেই তার পানি শুকিয়ে যাবে। এবার সে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বল দেখি! 'যোগার' ঝরনায় পানি আছে কি? এবং সেখানকার অধিবাসীগণ কি উক্ত ঝরনার পানি দ্বারা তাদের ক্ষেত-খামারে ফসলাদি উৎপাদন করে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে এবং সেখানকার বাসিন্দাগণ তার পানি দ্বারা ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করে। অতঃপর সে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বল দেখি! উম্মিদের নবীর সংবাদ কী? আমরা বললাম, তিনি মক্কা হতে হিজরত করে বর্তমান ইয়াছরেব [মদিনায়] অবস্থান করছেন। সে জিজ্ঞাসা করল, বল দেখি! আরবরা কি তার সাথে লড়াই করেছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে জিজ্ঞাসা করল, তিনি [সে নবী] তাদের সাথে কি আচরণ করেছেন? এর উত্তরে আমরা বললাম যে, তাঁর আশেপাশের আরবদের উপরে তিনি বিজয়ী হয়েছেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে। এতদশ্রবণে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ! তাঁর আনুগত্য করাই তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে। আচ্ছা এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করছি– আমি মাসীহে দাজ্জাল, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে।

فَاَخْرُجُ فَاَسِيْرُ فِى الْاَرْضِ فَلَا اَدَعُ قَرْيَةً اِلَّا هَبَطْتُهَا فِىْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ هُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَىَّ كِلْتَاهُمَا كُلَّمَا اَرَدْتُّ اَنْ اَدْخُلَ وَاحِدًا مِنْهُمَا اِسْتَقْبَلَنِىْ مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِىْ عَنْهَا وَاِنَّ عَلٰى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلٰئِكَةً يَحْرُسُوْنَهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَطَعَنَ بِمَخْصَرَتِهِ فِى الْمِنْبَرِ هٰذِهِ طَيْبَةُ هٰذِهِ طَيْبَةُ هٰذِهِ طَيْبَةُ يَعْنِى الْمَدِيْنَةَ اَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ فَقَالَ النَّاسُ نَعَمْ اَلَا اِنَّهُ فِىْ بَحْرِ الشَّامِ اَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَاهُوَ وَاَوْمَأَ بِيَدِهِ اِلَى الْمَشْرِقِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

আমি বের হয়ে জমিনে বিচরণ করব। মক্কা-মদিনা ব্যতীত এমন কোনো জনপদ বাকি থাকবে না, যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রবেশ করব না। সেই দু স্থানে প্রবেশ করা আমার উপরে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার একটিতে প্রবেশ করতে চাইব, তখন মুক্ত তরবারি হাতে ফেরেশতা এসে আমাকে প্রবেশ করা হতে বাধা প্রদান করবে। বস্তুত তার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারারত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপন লাঠি দ্বারা মিম্বরে টোকা দিয়ে বললেন, এটা তাইবাহ, এটা তাইবাহ, এটা তাইবাহ। অর্থাৎ মদিনা। অতঃপর তিনি বললেন, বল দেখি! ইতঃপূর্বে আমি কি তোমাদেরকে এ হাদীস বর্ণনা করিনি? লোকেরা বলল, জী হ্যাঁ। অতঃপর তিনি বললেন, দাজ্জাল সিরিয়ার কোনো এক সাগরে অথবা ইয়েমেনের কোনো এক সাগরে আছে। পরে বললেন, না, বরং সে পূর্বদিক হতে আগমন করবে। এ বলে তিনি হাত দ্বারা পূর্বদিকে ইশারা করলেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٤٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَأَيْتُنِى اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَرَأَيْتُ رَجُلًا اٰدَمَ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنْ اُدْمِ الرِّجَالِ لَهُ لِمَّةٌ كَاَحْسَنِ مَا اَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ قَدْ رَجَّلَهَا فَهِىَ تَقْطُرُ مَاءً مُتَّكِئًا عَلٰى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَاَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ

৫২৪৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি অদ্যরাত্রে [স্বপ্নে] দেখেছি যে, আমি কা'বা শরীফের নিকটে উপস্থিত। সেখানে আমি গৌরবর্ণের এক লোককে দেখতে পেলাম। যিনি তোমার দেখা গৌরবর্ণের সর্বাপেক্ষা সুন্দর লোকদের অন্যতম। তার লম্বা চুল ছিল, যা তোমার দেখা সর্বাপেক্ষা সুন্দর বাবরি চুলের অন্যতম ছিল। যেগুলোকে সে আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রেখেছিল উক্ত চুল হতে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরে পড়তেছিল। তিনি দুই ব্যক্তির কাঁধের উপর ভর করে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এই লোকটি কে? উত্তরে [ফেরেশতাগণ] বললেন, ইনি মাসীহ ইবনে মারইয়াম।

قَالَ ثُمَّ اِذَا اَنَا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطَطٍ اَعْوَرِ الْعَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَ عَيْنُهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ كَاَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ قَطَنٍ وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلٰى مَنْكَبَىْ رَجُلَيْنِ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَلْتُ مَنْ هٰذَا فَقَالُوْا هٰذَا الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ فِى الدَّجَّالِ رَجُلٌ اَحْمَرُ جَسِيْمٌ جَعْدُ الرَّأْسِ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى اَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا اِبْنُ قَطَنٍ وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ لَاتَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فِىْ بَابِ الْمَلَاحِمِ وَسَنَذْكُرُ حَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فِىْ بَابِ قِصَّةِ ابْنِ الصَّيَّادِ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى .

অতঃপর আমি আরেক লোককে দেখলাম, যার চুলগুলো ছিল সম্পূর্ণ কোঁকড়ানো, জটবাঁধা। আর তার ডান চক্ষু ছিল কানা, দেখতে যেন চক্ষুটি ফোলা আঙ্গুরের মতো। লোকদের মধ্যে [ইহুদি] ইবনে কাতানের সাথে যার বহুলাংশে সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে। সেও দুই ব্যক্তির কাঁধে ভর করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বললেন, এটা মাসীহে দাজ্জাল। –[বুখারী ও মুসলিম]

অপর এক রেওয়ায়েতে তিনি দাজ্জালের বর্ণনায় বলেছেন, সে লাল বর্ণের, মোটা দেহ, মাথার চুল কোঁকড়ানো, ডান চক্ষু কানা, মানুষের মধ্যে ইবনে কাতানই তার কাছাকাছি সাদৃশ্য। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণিত হাদীস لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ মহাযুদ্ধ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। আর হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর হাদীস قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ অচিরেই اِبْنِ صَيَّادٍ-এর ঘটনায় বর্ণনা করব– ইনশাআল্লাহ!

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٥٠ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ (رض) فِىْ حَدِيْثِ تَمِيْمِ الدَّارِىْ قَالَتْ قَالَ فَاِذَا اَنَا بِامْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا قَالَ مَا اَنْتِ قَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ اِذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْقَصْرِ فَاَتَيْتُهُ فَاِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِى الْاَغْلَالِ يَنْزُوْ فِىْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ فَقُلْتُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الدَّجَّالُ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২৫০. **অনুবাদ :** হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রা.) তামীমে দারীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তামীমে দারী বলেছেন, সেই দ্বীপে প্রবেশ করলে আমি সেখানে এমন একটি নারীর সাক্ষাৎ পেলাম যার মাথার চুল এত লম্বা যে, তা জমিনে হিঁচড়িয়ে চলে। তামীম জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে? সে বলল, আমি 'জাসসাসা' [গোপন তথ্য অন্বেষণকারিণী]। অতঃপর সে বলল, তুমি এ প্রাসাদের দিকে যাও। সুতরাং আমি সেখানে আসলাম। সেখানে লম্বা লম্বা চুলবিশিষ্ট এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে শক্তভাবে লোহার শিকলে বাঁধা– আসমান জমিনের মাঝখানে লাফালাফি করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তুই কে? সে বলল আমি দাজ্জাল। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٥٢٥١ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ (رضـ) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنِّىْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّالِ حَتّٰى خَشِيْتُ اَنْ لَا تَعْقِلُوْا اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ قَصِيْرٌ اَفْحَجُ جَعْدٌ اَعْوَرُ مَطْمُوْسُ الْعَيْنِ لَيْسَتْ بِنَاتِيَةٍ وَلَا جَحْرَاءَ فَاِنْ اُلْبِسَ عَلَيْكُمْ فَاعْلَمُوْا اَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২৫১. **অনুবাদ :** হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের কথা বার বার আলোচনা করেছি, তবুও এই আশঙ্কা করছি যে, তোমরা তার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে নাও পার। [জেনে রাখ] মাসীহে দাজ্জাল হবে খাটো, পায়ের নলা লম্বা লম্বা। চুল খুব কোঁকড়ানো, এক চক্ষু কানা, অপর চক্ষু সমান। অর্থাৎ একেবারে ভিতরেও ডুবে থাকেনি এবং বাইরেও উঠে থাকেনি। এরপরও যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে যাও, তাহলে এ কথা স্মরণ রাখ যে, তোমাদের পরওয়ারদেগার কানা নন। –[আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٥٢٥٢ اَبِىْ عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِىٌّ بَعْدَ نُوْحٍ اِلَّا قَدْ اَنْذَرَ الدَّجَّالَ قَوْمَهُ وَاِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ فَوَصَفَهُ لَنَا قَالَ لَعَلَّهُ سَيُدْرِكُهُ بَعْضُ مَنْ رَاٰنِىْ اَوْ سَمِعَ كَلَامِىْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَكَيْفَ قُلُوْبُنَا يَوْمَئِذٍ قَالَ مِثْلُهَا يَعْنِىْ الْيَوْمَ اَوْ خَيْرٌ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ)

৫২৫২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, হযরত নূহ (আ.)-এর পরে এমন কোনো নবী আগমন করেননি, যিনি নিজের জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করেননি। তদ্রূপ আমিও তোমাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছি। তারপর তিনি আমাদেরকে তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বললেন, হয়তো তোমাদের কেউ, যে আমাকে দেখেছে অথবা যে আমার কথা শুনেছে, সে দাজ্জালকে পেতে পারে। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তখন আমাদের অন্তরসমূহের অবস্থা কিরূপ হবে? বললেন, বর্তমানে যেরূপ আছে। অর্থাৎ আজ যেমন তখনো তেমন বা এটা অপেক্ষা উত্তম।

–[তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

وَعَنْ ٥٢٥٣ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ (رضـ) قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الدَّجَّالُ يَخْرُجُ مِنْ اَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ يُقَالُ لَهَا خُرَاسَانُ يَتَّبِعُهُ اَقْوَامٌ كَاَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ . (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫২৫৩. **অনুবাদ :** হযরত আমর ইবনে হুরাইছ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল পূর্বাঞ্চলের খোরাসান এলাকা হতে বের হবে, এমন এক সম্প্রদায় তার আনুগত্য গ্রহণ করবে যাদের চেহারা হবে ঢালের ন্যায় চেপটা। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٢٥٤ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ مِنْهُ فَوَ اللّٰهِ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيْهِ وَهُوَ يَحْسَبُ اَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهٖ مِنَ الشُّبُهَاتِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২৫৪. অনুবাদ : হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দাজ্জালের আবির্ভাবের সংবাদ শুনে, সে যেন তার নিকট হতে দূরে সরে থাকে। [তাই হবে তার জন্য নিরাপদ।] আল্লাহর কসম! কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুমিন ধারণা করে তার কাছে যাবে, কিন্তু তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডের ধোঁকায় পড়ে সে তার অনুসরণ করে ফেলবে। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আপন ঈমানের উপর নির্ভর করে বাতিলের কাছে যাওয়া উচিত নয়। কেননা বাতিলের প্রভাবে কখনো কখনো ঈমান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

وَعَنْ ٥٢٥٥ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ بْنِ السَّكَنِ (رضـ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْكُثُ الدَّجَّالُ فِي الْاَرْضِ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً اَلسَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمُ كَاضْطِرَامِ السَّعَفَةِ فِي النَّارِ ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫২৫৫. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল চল্লিশ বৎসর জমিনে অবস্থান করবে। এর বছর হবে মাসের মতো, মাস হবে সপ্তাহের মতো এবং সপ্তাহ হবে এক দিনের মতো। আর দিন হবে খেজুরের একটি শুকনা ডাল আগুনে জ্বলে নিঃশেষ হওয়ার সময়ের মতো। –[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পূর্বে এক হাদীসে বলা হয়েছে, দাজ্জাল চল্লিশ দিন জমিনে অবস্থান করবে। তবে প্রকৃত ব্যাপার হলো, মূলত অবস্থান করবে চল্লিশ দিন; কিন্তু তার ফিতনা ও বিপর্যয়ের কারণে সামান্য সময়ও দীর্ঘ অনুভূত হবে।

وَعَنْ ٥٢٥٦ اَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّبِعُ الدَّجَّالَ مِنْ اُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا عَلَيْهِمُ السِّيْجَانُ ـ (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫২৫৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের আনুগত্য কবুল করবে, তাদের মাথায় থাকবে সবুজ বর্ণের নেকাব। –[শরহে সুন্নাহ]

وَعَنْ ٥٢٥٧ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِيْ بَيْتِيْ فَذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ثَلٰثَ سِنِيْنَ

৫২৫৭. অনুবাদ : হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ আমার ঘরে ছিলেন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বের তিন বৎসর এরূপ হবে যে,

سَنَةٌ تُمْسِكُ السَّمَاءُ فِيْهَا ثُلُثَ قَطْرِهَا وَالْاَرْضُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا وَالثَّانِيَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ ثُلُثَيْ قَطْرِهَا وَالْاَرْضُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا وَالثَّالِثَةُ تُمْسِكُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا كُلَّهُ وَالْاَرْضُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ فَلَا يَبْقٰى ذَاتُ ظِلْفٍ وَلَا ذَاتُ ضِرْسٍ مِنَ الْبَهَائِمِ اِلَّا هَلَكَ وَاِنَّ مِنْ اَشَدِّ فِتْنَتِهٖ اَنَّهُ يَأْتِي الْاَعْرَابِيَّ فَيَقُوْلُ اَرَأَيْتَ اِنْ اَحْيَيْتُ لَكَ اَبَاكَ وَاَخَاكَ اَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيْطَانُ نَحْوَ اِبِلِهٖ كَاَحْسَنِ مَا يَكُوْنُ ضُرُوْعًا وَاَعْظَمِهٖ اَسْنِمَةً قَالَ وَيَأْتِي الرَّجُلُ قَدْ مَاتَ اَخُوْهُ وَمَاتَ اَبُوْهُ فَيَقُوْلُ اَرَأَيْتَ اِنْ اَحْيَيْتُ لَكَ اَبَاكَ وَاَخَاكَ اَلَسْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ رَبُّكَ فَيَقُوْلُ بَلٰى فَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّيَاطِيْنُ نَحْوَ اَبِيْهِ وَنَحْوَ اَخِيْهِ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِحَاجَتِهٖ ثُمَّ رَجَعَ وَالْقَوْمُ فِيْ اهْتِمَامٍ وَغَمٍّ مِمَّا حَدَّثَهُمْ قَالَتْ فَاَخَذَ بِلَحْمَتَيِ الْبَابِ فَقَالَ مَهْيَمْ اَسْمَاءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَقَدْ خَلَعْتَ اَفْئِدَتَنَا بِذِكْرِ الدَّجَّالِ قَالَ اِنْ يَخْرُجْ وَاَنَا حَيٌّ فَاَنَا حَجِيْجُهٗ ـ

এটার প্রথম বৎসর আসমান তার এক তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং জমিন তার এক তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বৎসর আসমান তার দুই-তৃতীয়াংশ বর্ষণ তার জমিন তার দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। আর শেষ তৃতীয় বৎসর আসমান তার সমস্ত বর্ষণ এবং জমিন তার সমুদয় উৎপাদন বন্ধ রাখবে, ফলে ক্ষুরবিশিষ্ট প্রাণী [যেমন– গরু, ছাগল প্রভৃতি] এবং শিকারি দাঁতবিশিষ্ট জন্তু [যেমন– হিংস্র জানোয়ার] ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের সবচেয়ে মারাত্মক ফিতনা এটা হবে যে, সে কোনো বেদুঈনের নিকট এসে বলবে, বল তো, যদি আমি তোমার মৃত উটগুলো জীবিত করে দেই, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে যে, আমি তোমাদের রব? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটাতাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সম্মুখে উপস্থিত হবে। রাসূল ﷺ বলেন, অতঃপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির নিকট আসবে যার ভ্রাতা এবং পিতা মারা গেছে। তাকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভ্রাতাদের জীবিত করে দেই তবে কি তুমি আমাকে তোমার রব বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। তখন শয়তান তার পিতা ও ভ্রাতার অবিকল আকৃতি ধারণ করে আসবে। হযরত আসমা (রা.) বলেন, এ পর্যন্ত আলোচনা করে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলেন, এবং পরে ফিরে আসলেন। এদিকে দাজ্জালের এ সমস্ত তাণ্ডবের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পতিত হলো। হযরত আসমা (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন, হে আসমা! কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বের করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন, [এটাতে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। কেননা,] সে যদি বের হয় আর আমি জীবিত থাকি, তখন আমিই দলিল-প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করব।

وَاِلَّا فَاِنَّ رَبِّىْ خَلِيْفَتِىْ عَلٰى كُلِّ مُؤْمِنٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اِنَّا لَنَعْجِنُ عَجِيْنَنَا فَمَا نَخْبِزُهٗ حَتّٰى نَجُوْعَ فَكَيْفَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَئِذٍ قَالَ يُجْزِئُهُمْ مَا يُجْزِئُ اَهْلَ السَّمَاءِ مِنَ التَّسْبِيْحِ وَالتَّقْدِيْسِ.

আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যেক মুমিনের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত। হযরত আসমা (রা.) বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম, আমাদের অবস্থা হলো আমরা আটার খামির তৈরি করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবসর হতে না হতেই পুনরায় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সেই দুর্ভিক্ষের সময় মুমিনের অবস্থা কিরূপ হবে? জবাবে তিনি বললেন, তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সেই বস্তুই যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তা হলো তাসবীহ ও তাকদীস [অর্থাৎ আল্লাহর জিকির ও পবিত্রতা বর্ণনা করা।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٥٨ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (رض) قَالَ مَا سَأَلَ اَحَدٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الدَّجَّالِ اَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهٗ وَاِنَّهٗ قَالَ لِىْ مَا يَضُرُّكَ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ مَعَهٗ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ قَالَ هُوَ اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৫৮. অনুবাদ : হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রা.) বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আমার চেয়ে অধিক প্রশ্ন আর কেউ করেননি। তিনি আমাকে এটাও বলেছেন, সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি বললাম, যেহেতু লোকেরা বলাবলি করে যে, তার [দাজ্জালের] সাথে রুটির পাহাড় এবং পানির ঝরনা থাকবে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, সে তো আল্লাহর নিকট হীন প্রমাণিত হবে। [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালকে লাঞ্ছিত করবেন এবং তার তেলেসমাতি দেখে ঈমানদারের ঈমান আরো মজবুত হবে।] –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٥٩ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ عَلٰى حِمَارٍ اَقْمَرَ مَا بَيْنَ اُذُنَيْهِ سَبْعُوْنَ بَاعًا. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

৫২৫৯. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল একটি ফকফকে সাদা বর্ণের গাধায় সওয়ার হয়ে বের হবে। তার উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থানটি সত্তর বা' চওড়া হবে। –[বায়হাকী কিতাবুল বা'ছে ওয়ান্নুশূরে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উভয় হাতকে প্রশস্ত করলে যে পরিমাণ লম্বা হয় তাকে বা' বলে।

بَابُ قِصَّةِ ابْنِ صَيَّادٍ

পরিচ্ছেদ : ইবনে সাইয়াদের ঘটনা

ইবনে সাইয়াদের নাম ছিল 'সাফ', যেমন তার মাতা 'হে সাফ' বলে ডেকে ছিলেন। আর কেউ কেউ বলেন যে, তার নাম আব্দুল্লাহ ছিল। আর সে মদিনার ইহুদিদের মধ্য হতে জ্যোতিষ বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিল এবং তার মধ্যে অনেক চক্রান্ত এবং ধোঁকা ছিল। আর তার অবস্থা বিভিন্ন রঙের, ঢঙ্গের ছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে সে মুসলমানদের জন্য বৃহদাকারের ফিতনা এবং পরীক্ষা হয়ে গিয়েছিল। আর তার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে মতবিরোধ হয়ে গেছে। কেউ তাকে প্রসিদ্ধ দাজ্জাল যে কিয়ামতের নিকটবর্তী সময় বের হবে বলে থাকতেন। এমনকি এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতেন যে এর উপর শপথ করে বসতেন। সুতরাং হযরত জাবের (রা.) এবং হযরত ওমর (রা.) প্রসিদ্ধ দাজ্জাল, নিজে ভ্রষ্ট অন্যকে ভ্রষ্টকারী হওয়ার উপর শপথ করে থাকতেন। আর রাসূলে কারীম ﷺ ও এর উপর কোনো বাধা প্রদান করতেন না। [যেমন বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে।]

কিন্তু অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, সে সর্বশেষ যুগের ভ্রষ্টকারী দাজ্জাল নয়। তবে সে চক্রান্ত এবং ধোঁকার পরিপ্রেক্ষিতে অবশ্যই দাজ্জালের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। বিধায় সে দাজ্জাল এবং মিথ্যাবাদীদের মধ্য হতে একটি দাজ্জাল হবে। আর প্রসিদ্ধ দাজ্জাল না হওয়ার দলিল হচ্ছে যে, হযরত তামীমে দারীর বিভিন্ন হাদীসে এসে থাকে যে, তিনি তাঁর কতেক সাথিদের সঙ্গে একটি দ্বীপে গিয়ে জাস্‌সাসাকে দেখেছেন।

قَالَ مَنْ اَنْتِ قَالَتْ اَنَا الْجَسَّاسَةُ اِذْهَبْ اِلٰى ذٰلِكَ الْقَصْرِ فَاِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِى الْاَغْلَالِ ...... فَقُلْتُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الدَّجَّالُ - (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

অর্থাৎ তিনি বললেন, তুমি কে? সে বলল, আমি জাস্‌সাসা। তুমি ঐ প্রাসাদের দিকে যাও। অতঃপর আশ্চর্য এক ব্যক্তি নিজের চুলকে টানছে, যে শিকলের মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ .... এমনিভাবে আমি বললাম, তুমি কে? সে বলল, আমি দাজ্জাল। –[আবূ দাউদ]

তাই দাজ্জাল এ প্রাসাদের মধ্যে শিকলসমূহের দ্বারা বন্দি, তখন দাজ্জাল ইবনে সাইয়াদ কেমন করে হতে পারে, যখন সে স্বাধীন ঘুরাফেরা করছে।

অতঃপর ইবনে সাইয়াদ যখন প্রথমত জাদুকর এবং জ্যোতিষী ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সে মুসলমান হয়ে গেছে। আর দাজ্জাল তো কখনো মুসলমান হতে পারে না। কেননা তার কপালে কাফের (ك - ف - ر) লিখিত রয়েছে। এছাড়া ইবনে সাইয়াদের সন্তানসন্ততিও ছিল। আর প্রসিদ্ধ দাজ্জাল সন্তানসন্ততিবিহীন হবে। অতঃপর ইবনে সাইয়াদ মক্কা ও মদিনায় ছিল, আর দাজ্জালকে মক্কা ও মদিনা থেকে বারণ করে দেওয়া হবে। এসব দলিল দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইবনে সাইয়াদ সে সুপরিচিত দাজ্জাল নয়।

এখন কথা হচ্ছে যে, হযরত ওমর (রা.) ইবনে সাইয়াদের দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে কসম খেয়েছেন এবং রাসূল ﷺ তাতে বাধা প্রদান করেননি।

এর জবাব হচ্ছে যে, বড় এবং প্রসিদ্ধ দাজ্জাল যার বহিঃপ্রকাশ কিয়ামতের বড় নিদর্শন ছিল তার ফিল্ডকে সমতল করার জন্য তার পূর্বে অনেক বিক্রিত দাজ্জাল বের হবে যাদের আলোচনা হাদীসসমূহের মধ্যে উল্লিখিত রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন ইবনে সাইয়াদ ছিল। আর সে হচ্ছে বড় দাজ্জালের শিষ্য, তাই এরই প্রেক্ষিতে রাসূল ﷺ হযরত ওমর (রা.)-কে বাধা প্রদান করেননি। আর তামীমে দারীর হাদীসের মধ্যে মূল প্রসিদ্ধ দাজ্জালের কথা উল্লেখ রয়েছে, তাই কোনো বিরোধ নেই।

অথবা প্রথমে রাসূল ﷺ -কে আসল, প্রকৃত দাজ্জালের নিদর্শন পুরোপুরি রূপে দেওয়া হয়নি। শুধু মোটামুটি সংক্ষিপ্ত জ্ঞান ছিল। আর ইবনে সাইয়্যাদের অবস্থা এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এজন্য বাধা প্রদান করেননি। পরবর্তীতে দাজ্জালের পূর্ণ নিদর্শন বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে যে, সে এক চক্ষু সমতল বিশিষ্ট হবে এবং সন্তানসন্ততিবিহীন হবে এবং সে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। আর তামীমে দারীর হাদীস দ্বারাও বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাই পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেল যে, ইবনে সাইয়াদ ঐ প্রসিদ্ধ দাজ্জাল নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার (র.) বলেন, প্রকৃত দাজ্জাল হলো, যার ব্যাপারে তামীমে দারী (রা.) বলেন যে, সে শিকল দ্বারা বন্দি এবং কিয়ামতের পূর্বে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে আর এ কথাই হচ্ছে সুনিশ্চিত।

আর ইবনে সাইয়াদ হচ্ছে একটি শয়তান যে রাসূল ﷺ -এর যুগে দাজ্জালের আকৃতিতে প্রকাশ হয়েছে। অবশেষে সে স্পেনে যেয়ে নিখুঁজ হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٦٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رضـ) اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (رضـ) اِنْطَلَقَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْ رَهْطٍ مِنْ اَصْحَابِهٖ قِبَلَ ابْنِ الصَّيَّادِ حَتّٰى وَجَدُوْهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ فِيْ اُطُمِ بَنِيْ مَغَالَةَ وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ يَوْمَئِذٍ الْحُلُمَ فَلَمْ يَشْعُرْ حَتّٰى ضَرَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ظَهْرَهٗ بِيَدِهٖ ثُمَّ قَالَ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ الْاُمِّيِّيْنَ ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَصَّهُ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَبِرُسُلِهٖ ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ مَاذَا تَرٰى قَالَ يَأْتِيْنِيْ صَادِقٌ وَكَاذِبٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُلِطَ عَلَيْكَ الْاَمْرُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنِّيْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْئًا وَخَبَأَ لَهٗ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ فَقَالَ هُوَ الدُّخُّ فَقَالَ اِخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ قَالَ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَتَأْذَنُ لِيْ فِيْهِ اَنْ اَضْرِبَ عُنُقَهٗ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يَّكُنْ هُوَ لَا تُسَلَّطْ عَلَيْهِ ـ

৫২৬০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত, একদা [আমার পিতা] হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একদল সাহাবীর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সঙ্গে ইবনে সাইয়াদের কাছে গমন করলেন। তারা সকলে ইবনে সাইয়াদকে বনী মাগালার টিলার পাদদেশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। সে সময় ইবনে সাইয়াাদ সাবালকত্বে পৌঁছার কাছাকাছি বয়সী ছিল। কিন্ত সে নবী করীম ﷺ -এর আগমন অনুভব করতে পারেনি, অবশেষে রাসূল ﷺ তার পিঠে হাত মেরে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। অতঃপর ইবনে সাইয়াদ রাসূল ﷺ -কে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি [ইবনে সাইয়াদ] আল্লাহর রাসূল? তখন নবী করীম ﷺ তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর তিনি ইবনে সাইয়াদকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমার কাছে সত্যবাদী [ফেরেশতা] ও মিথ্যাবাদী [শয়তান] উভয়েই আগমন করে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার নিকট প্রকৃত ব্যাপার এলোমেলো হয়ে গেছে। রাসূল ﷺ বললেন, আমি [আমার অন্তরে] একটি বিষয় তোমার নিকট গোপন করেছি, [যদি পার তা কি বলে দাও।] বর্ণনাকারী বলেন, সে সময় রাসূল ﷺ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ তা হতে গোপন রাখলেন। ইবনে সাইয়াদ বলল, লুক্কায়িত কথা হলো, 'দোখ' [ধোঁয়া]। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি দূর হও। তুমি কখনো নিজের সীমার বাইরে যেতে পারবে না। [অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির বিশেষ উৎস ওহী সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই।] এ সময় হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। উত্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এটা যদি সেই [দাজ্জাল] হয়, তাহলে তুমি তাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না।

وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِىْ قَتْلِهٖ قَالَ ابْنُ عُمَرَ انْطَلَقَ بَعْدَ ذٰلِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبِ نِ الْاَنْصَارِىُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ الَّتِىْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ فَطَفِقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَهُوَ يَخْتِلُ اَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ اَنْ يَرَاهُ وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلٰى فِرَاشِهٖ فِىْ قَطِيْفَةٍ لَهٗ فِيْهَا زَمْزَمَةٌ فَرَاَتْ اُمُّ ابْنِ صَيَّادٍ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ يَتَّقِىْ بِجُذُوْعِ النَّخْلِ فَقَالَتْ اَىْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهٗ هٰذَا مُحَمَّدٌ فَتَنَاهٰى ابْنُ صَيَّادٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهٗ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اِنِّىْ اُنْذِرُكُمُوْهُ وَمَا مِنْ نَبِىٍّ اِلاَّ وَقَدْ اَنْذَرَ قَوْمَهٗ لَقَدْ اَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهٗ وَلٰكِنِّىْ سَاَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ قَوْلاً لَّمْ يَقُلْهُ نَبِىٌّ لِقَوْمِهٖ تَعْلَمُوْنَ اَنَّهٗ اَعْوَرُ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِاَعْوَرَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

আর যদি সে না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় কোনো কল্যাণ নেই। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব আনসারী (রা.) সেই খেজুর বাগানের দিকে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইবনে সাইয়াদ ছিল। তিনি খেজুর গাছের আড়ালে লুকিয়ে অগ্রসর হলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল, ইবনে সাইয়াদ তাঁকে দেখবার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনে নেবেন। তখন ইবনে সাইয়াদ একখানা চাদর জড়িয়ে তার বিছানায় শোয়া ছিল এবং গুনগুন শব্দ করছিল। তখন সাইয়াদের মা দেখতে পেল, নবী করীম ﷺ খেজুর গাছের শাখার আড়ালে রয়েছেন। সুতরাং সে ইবনে সাইয়াদকে ডাক দিল, হে সাফ! আর এটা ইবনে সাইয়াদের নাম, এই যে মুহাম্মদ! তৎক্ষণাৎ ইবনে সাইয়াদ নিবৃত্ত হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তার মা তাকে অমনি থাকতে দিত, তাহলে সমস্ত কিছু স্পষ্ট হয়ে যেত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণের মধ্যে [ভাষণ দিতে] দাঁড়ালেন। আল্লাহ তা'আলার যথোপযুক্ত প্রশংসা করে দাজ্জালের বিষয় উল্লেখ করে বললেন, আমি অবশ্যই তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান করে দিচ্ছি। বস্তুত এমন কোনো নবী অতীত হননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেননি। হযরত নূহ (আ.)ও তাঁর কওমকে ভয় প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে চাই, যা অন্য কোনো নবী তাঁর জাতিকে বলেননি। তোমরা জেনে রাখ, সে [দাজ্জাল] কানা। আর তোমরা এটাও জেনে রাখ যে, আল্লাহ তা'আলা কানা নন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : ইবনে সাইয়াদ মদিনার এক ইহুদি সন্তান। সে জ্যোতিষী বা গণক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডে প্রথম প্রথম সাহাবায়ে কেরামের ধারণা হয়েছিল, এটাই দাজ্জাল অথবা দাজ্জালের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

নবী করীম ﷺ ইবনে সাইয়াদকে পরীক্ষা করার জন্য সাহাবায়ে কেরামের সামনে তার ভ্রষ্টতা প্রকাশ করলেন আর অন্তরে "يَوْمَ تَأْتِى السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِيْنٍ"-কে লুকিয়ে রাখলেন, তখন ইবনে সাইয়াদের নিকট পূর্ণ আয়াতটি প্রকাশ পায়নি। তখন সে অসম্পূর্ণ জবাব দিয়েছে এবং هُوَ الدُّخُّ বলেছে। আর এটা হচ্ছে دُخَانٌ-এর মধ্যে একটি 'লুগাত', তখন রাসূল ﷺ

বললেন– اِخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ – তুমি হেয় প্রতিপন্ন এবং অপদস্থ হয়ে চলে যাও। তুমি নবুয়তের দাবি কর, কিন্তু দীর্ঘ কথা থেকে একটি অসম্পূর্ণ শব্দ ব্যতীত আর কোনো কিছুই বলতে পার না। আর যেহেতু নবী করীম ﷺ ইতঃপূর্বে সাহাবায়ে কেরামদের সামনে পূর্ণ আয়াত সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অথবা অবতীর্ণ হওয়ার সময় যখন আকাশে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের সামনে এ ব্যাপারে আলোচনা করছেন এ সময় চোরাইপথ অবলম্বন করে শয়তান অসম্পূর্ণ কথাকে স্মরণ করে ফেলেছে। আর ইবনে সাইয়াদের কানে এনে ডেলে দিয়েছে। যেমন শয়তানের অভ্যাস রয়েছে। তাই ইবনে সাইয়াদ এ অসম্পূর্ণ কথার মাধ্যমে জবাব দিয়েছে বিধায় কোনো প্রশ্ন হবে না যে ইবনে সাইয়াদ রাসূল ﷺ -এর অন্তরের কথা কেমন করে জানতে পারল। [এমনিভাবে কাযী ইয়ায বলেছেন।]

٥٢٦١ - وَعَنْ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ لَقِيَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ يَعْنِي ابْنَ صَيَّادٍ فِيْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ هُوَ اَتَشْهَدُ اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ مَاذَا تَرٰى قَالَ اَرٰى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَرٰى عَرْشَ اِبْلِيْسَ عَلَى الْبَحْرِ قَالَ وَمَا تَرٰى قَالَ اَرٰى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا اَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لُبِسَ عَلَيْهِ فَدَعُوْهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৬১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর সাথে মদিনার কোনো এক পথে ইবনে সাইয়াদের সাক্ষাৎ হলো, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এটা সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল? সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রাসূল? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর নাজিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত সমস্ত রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর রাসূল ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপরে একখানা সিংহাসন দেখতে পাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি সাগরের উপর ইবলিসের সিংহাসন দেখ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি আর কি দেখতে পাও? সে বলল, দুজন সত্যবাদী এবং একজন মিথ্যাবাদী অথবা বলল, দুজন মিথ্যাবাদী এবং একজন সত্যবাদীকে দেখতে পাই। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ব্যাপারটি তার উপর এলোমেলো হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাকে পরিত্যাগ কর। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : 'সত্যবাদী' দ্বারা ফেরেশতা এবং 'মিথ্যাবাদী' দ্বারা ইবলীস -এর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। বস্তুত গণক জ্যোতিষীদের অবস্থা এরূপই, তাদের কথা কিছু সত্য কিছু মিথ্যা।

٥٢٦٢ - وَعَنْهُ اَنَّ ابْنَ صَيَّادٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ تُرْبَةِ الْجَنَّةِ فَقَالَ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ مِسْكٌ خَالِصٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৬২. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, ইবনে সাইয়াদ নবী করীম ﷺ -কে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন, তা ময়দার মতো সাদা এবং নির্ভেজাল কস্তুরির মতো [সুগন্ধি] হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٦٣ نَافِعٍ (رحـ) قَالَ لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَيَّادٍ فِيْ بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ لَهُ قَوْلاً اَغْضَبَهُ فَانْتَفَخَ حَتّٰى مَلأَ السِّكَّةَ فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلٰى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا فَقَالَتْ لَهُ رَحِمَكَ اللّٰهُ مَا اَرَدْتَّ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ اَمَا عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৬৩. অনুবাদ : হযরত নাফে' (র.) বলেন, একদা মদিনার কোনো এক রাস্তায় ইবনে সাইয়াদের সাথে হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর সাক্ষাৎ হলো। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাকে এমন একটি কথা বললেন, যাতে সে অত্যধিক রাগান্বিত হলো। এমনকি গোস্সায় সে এমনভাবে ফুলে উঠল যেন গলি ভরে গেল। অতঃপর হযরত ইবনে ওমর (রা.) তাঁর ভগ্নি হাফসার নিকট গেলেন এবং হাফসার কাছে সেই খবর পূর্বেই পৌঁছেছিল। তখন হাফসা তাঁকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। তুমি ইবনে সাইয়াদ হতে কি [জানতে] চেয়েছিলে? তুমি জান না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [দাজ্জাল] কোনো এক ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে অত্যধিক ক্রোধান্বিত অবস্থায় বের হবে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** অর্থাৎ তুমি তার সাথে কথাবার্তা বলো না এবং তাকে খেপিয়ে তুলো না। কেননা রাগান্বিত অবস্থায় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। অতএব ইবনে সাইয়াদ দাজ্জাল হয়ে থাকলে এরূপে তার আবির্ভাবের কারণ তুমিই হবে।

وَعَنْ ٥٢٦٤ اَبِيْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رضـ) قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ صَيَّادٍ اِلٰى مَكَّةَ فَقَالَ لِيْ مَا لَقِيْتُ مِنَ النَّاسِ يَزْعُمُوْنَ اَنِّي الدَّجَّالُ اَلَسْتَ سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اِنَّهُ لاَ يُوْلَدُ لَهُ وَقَدْ وُلِدَ لِيْ اَلَيْسَ قَدْ قَالَ هُوَ كَافِرٌ وَاَنَا مُسْلِمٌ اَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ وَلاَ مَكَّةَ وَقَدْ اَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَاَنَا اُرِيْدُ مَكَّةَ ثُمَّ قَالَ لِيْ فِيْ اٰخِرِ قَوْلِهِ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاَعْلَمُ مَوْلِدَهُ وَمَكَانَهُ وَاَيْنَ هُوَ وَاَعْرِفُ اَبَاهُ وَاُمَّهُ قَالَ فَلَبَسَنِيْ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ قَالَ وَقِيْلَ لَهُ اَيَسُرُّكَ اَنَّكَ ذَاكَ الرَّجُلُ قَالَ فَقَالَ لَوْ عُرِضَ عَلَيَّ مَا كَرِهْتُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৬৪. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একবার আমি ইবনে সাইয়াদের সাথে মক্কার পথের যাত্রী হলাম। সে আমাকে বলল, আমি লোকের পক্ষ হতে আশ্চর্জনক ধারণার সম্মুখীন হয়েছি। লোকেরা বলে, আমিই দাজ্জাল। আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেননি যে, দাজ্জালের কোনো সন্তানাদি হবে না? অথচ আমার সন্তানাদি আছে। তিনি কি এ কথাটি বলেননি যে, সে কাফের? অথচ আমি একজন মুসলমান। তিনি কি এ কথাটি বলেননি যে, সে মক্কা ও মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মদিনা হতে এসেছি এবং মক্কায় যাচ্ছি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, অতঃপর সে আমাকে শেষ কথাটি বলল যে, আল্লাহর কসম! জেনে রাখুন, আমি তার [অর্থাৎ দাজ্জালের] জন্ম সময়, জন্মস্থান এবং বর্তমানে সে কোথায় থাকে নিশ্চিতভাবে জানি এবং আমি তার বাপ মাকেও চিনি। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, তার এই শেষ কথাটি আমাকে সন্দেহে ফেলে দিল। তখন আমি বললাম, তোর সারা জীবন অমঙ্গল হোক, তখন [সফর সঙ্গীদের] কেউ বলল, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তুমিই সেই [ব্যক্তি]? সে বলল, যদি দাজ্জালের পদবি [গুণাবলি] আকে প্রদান করা হয়, তাহলে আমি তাকে অপছন্দ করব না। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দাজ্জাল হওয়ার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করা হতে এটাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, সে কাফের। তার মুসলিম হওয়ার দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

وَعَنْ ٥٢٦٥ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ لَقِيْتُهُ وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ فَقُلْتُ مَتٰى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا اَرٰى قَالَ لَا اَدْرِىْ قُلْتُ لَا تَدْرِىْ وَهِىَ فِىْ رَأْسِكَ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ خَلَقَهَا فِىْ عَصَاكَ قَالَ فَنَخَرَ كَاَشَدِّ نَخِيْرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৬৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, একদা আমি ইবনে সাইয়াদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম দেখলাম তার চক্ষু ফোলা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কখন হতে তোমার চক্ষুর এ অবস্থা, যা আমি দেখছি? সে বলল, আমি জানি না। তখন আমি বললাম, তুমি জান না অথচ তা তোমার মাথায় রয়েছে? তখন সে বলল, যদি আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তোমার লাঠির মধ্যেও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম। হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলেন, অতঃপর আমি তার নাকের ছিদ্র হতে গাধার আওয়াজের চেয়েও বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ কোনো বস্তুরজমধ্যে কোনো বিশেষ গুণ হঠাৎ করে সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়, আল্লাহ তা'আলা যখন যা ইচ্ছা করেন, তখনই তা করতে পারেন। তদ্রূপ আমার চক্ষুর ব্যাপারেও তাই হয়েছে।

وَعَنْ ٥٢٦٦ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ (رض) يَحْلِفُ بِاللّٰهِ اَنَّ ابْنَ الصَّيَّادِ الدَّجَّالُ قُلْتُ تَحْلِفُ بِاللّٰهِ قَالَ اِنِّىْ سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلٰى ذٰلِكَ عِنْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِىُّ ﷺ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৬৬. অনুবাদ : মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে দেখেছি, তিনি আল্লাহর কসম করে বলতেন যে, ইবনে সাইয়াদই দাজ্জাল। তখন আমি বললাম, আপনি আল্লাহর কসম করে বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি হযরত ওমর (রা.)-কে এ সম্পর্কে নবী করীম ﷺ -এর সম্মুখে কসম করে বলতে শুনেছি, অথচ নবী করীম ﷺ তাতে কোনো আপত্তি করেননি। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْث **[হাদীসের ব্যাখ্যা]** : অর্থাৎ ইবনে সাইয়াদ মিথ্যা নবুয়তের দাবিদার দাজ্জালের অন্যতম। শেষ জমানায় যে বড় দাজ্জাল বের হবে, ইবনে সাইয়াদ সে নয়। তাই রাসূল ﷺ নীরব রয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٦٧ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ (رض) يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا اَشُكُّ اَنَّ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ ابْنُ صَيَّادٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

৫২৬৭. অনুবাদ : হযরত নাফে' (র.) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা.) বলতেন, ইবনে সাইয়াদ যে মাসীহে দাজ্জাল, তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

–[আবূ দাউদ ও বায়হাকী কিতাবুল বা'ছে ওয়ান্নুশূর]

وَعَنْ ٥٢٦٨ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَدْ فَقَدْنَا ابْنَ صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّةِ ـ (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২৬৮. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) বলেন, হার্‌রা যুদ্ধের দিন হতে আমরা ইবনে সাইয়াদকে আর খুঁজে পাইনি। –[আবূ দাঊদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মদিনাবাসীদের আনুগত্য লাভের জন্য ইয়াযীদের সৈন্যদল মদিনাবাসীদের উপরে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করেছিল, যাকে হার্‌রা যুদ্ধ বলা হয়। এতে বহু মুসলমান প্রাণ হারান, অবশেষে ইয়াযীদের বিজয় হয়। সম্ভবত ইবনে সাইয়াদ তাতে মারা গেছে অথবা তখন হতে সে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে।

وَعَنْ ٥٢٦٩ ابْنِ بَكْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْكُثُ اَبَوَا الدَّجَّالِ ثَلٰثِيْنَ عَامًا لَا يُوْلَدُ لَهُمَا وَلَدٌ ثُمَّ يُوْلَدُ لَهُمَا غُلَامٌ اَعْوَرُ اَضْرَسُ وَاَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ ثُمَّ نَعَتَ لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَبَوَيْهِ فَقَالَ اَبُوْهُ طُوَالٌ ضَرْبُ اللَّحْمِ كَاَنَّ اَنْفَهُ مِنْقَارٌ وَاُمُّهُ اِمْرَأَةٌ فِرْضَاخِيَّةٌ طَوِيْلَةُ الْيَدَيْنِ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ فَسَمِعْنَا بِمَوْلُوْدٍ فِي الْيَهُوْدِ بِالْمَدِيْنَةِ فَذَهَبْتُ اَنَا وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبَوَيْهِ فَاِذَا نَعْتُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِيْهِمَا فَقُلْنَا هَلْ لَكُمَا وَلَدٌ فَقَالَا مَكَثْنَا ثَلٰثِيْنَ عَامًا لَا يُوْلَدُ لَنَا وَلَدٌ ثُمَّ وُلِدَ لَنَا غُلَامٌ اَعْوَرُ اَضْرَسُ وَاَقَلُّهُ مَنْفَعَةً تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمَا فَاِذَا هُوَ مُنْجَدِلٌ فِي الشَّمْسِ فِيْ قَطِيْفَةٍ وَلَهُ هَمْهَمَةٌ فَكَشَفَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ مَا قُلْتُمَا قُلْنَا وَهَلْ سَمِعْتَ مَا قُلْنَا قَالَ نَعَمْ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫২৬৯. অনুবাদ : হযরত আবূ বাকরা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জালের বাপ-মা ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত নিঃসন্তান থাকবে। অতঃপর তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে. হবে কানা, লম্বা লম্বা দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যাবে কিন্তু তার অন্তর ঘুমাবে না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পিতামাতার অবস্থা বললেন, তার পিতা হবে হালকা দেহবিশিষ্ট, ছিপছিপে লম্বা, তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের ন্যায় সরু। আর তার মাতা হবে স্থূল দেহবিশিষ্ট, হাত দুইখানা লম্বা লম্বা। হযরত আবূ বাকরা (রা.) বলেন, মদিনার ইহুদিদের ঘরে [এ জাতীয়] একটি সন্তান জন্ম হওয়ার কথা আমরা শুনতে পেলাম। তখন আমি ও যুবায়ের ইবনুল আওয়াম [তাকে দেখতে] গেলাম এবং তার পিতামাতার নিকট পৌঁছে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের উভয়ের ব্যাপারে যেরূপ বর্ণনা করেছিলেন, তারা অবিকল সেরূপই। অতঃপর আমরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের কোনো সন্তান আছে কি? তারা বলল, ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত আমরা নিঃসন্তান ছিলাম, অতঃপর আমাদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যে কানা, বড় বড় দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চক্ষু ঘুমায় কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর আমরা তাদের নিকট থেকে বের হয়ে দেখি যে, সে সন্তান একখানা চাদর মুড়া দিয়ে রৌদ্রের মধ্যে শুয়ে আছে এবং তা হতে গুনগুন শব্দ শুনা যাচ্ছে। তখন সে মাথা হতে চাদর সরিয়ে বলল, তোমরা দুজনে কি কথা বলেছ? আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা যা বলেছি তুমি তা শুনেছ? সে বলল, হ্যাঁ শুনেছি। আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ ছেলে সম্ভবত উপরোল্লিখিত ইবনে সাইয়াদই ছিল।

وَعَنْ ٥٢٧٠ جَابِرٍ (رض) أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْيَهُوْدِ بِالْمَدِيْنَةِ وَلَدَتْ غُلَامًا مَمْسُوْحَةً عَيْنُهُ طَالِعَةً نَابُهُ فَأَشْفَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يَكُوْنَ الدَّجَّالَ فَوَجَدَهُ تَحْتَ قَطِيْفَةٍ يُهَمْهِمُ فَاٰذَنَتْهُ أُمُّهُ فَقَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ هٰذَا اَبُو الْقَاسِمِ فَخَرَجَ مِنَ الْقَطِيْفَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا لَهَا قَاتَلَهَا اللّٰهُ لَوْ تَرَكَتْهُ لَبَيَّنَ فَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنٰى حَدِيْثِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ائْذَنْ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَقْتُلُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَسْتَ صَاحِبَهُ اِنَّمَا صَاحِبُهُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَاِلَّا يَكُنْ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ اَنْ تَقْتُلَ رَجُلًا مِنْ اَهْلِ الْعَهْدِ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مُشْفِقًا اَنَّهُ هُوَ الدَّجَّالُ - (رَوَاهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّةِ)

৫২৭০. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত, এক সময় মদিনার জনৈকা মহিলা এমন একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল, যার এক চক্ষু মোছানো, মাঢ়ির দাঁতগুলো মুখের বাহির পর্যন্ত লম্বা, তাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশঙ্কা করেছিলেন যে, হয়তো সে-ই দাজ্জাল। অতঃপর একদিন তিনি তাকে [দেখতে গিয়ে] দেখলেন, সে একখানা চাদর মোড়া দিয়ে শুয়ে গুনগুন করছে, তখন তার মা তাকে ডেকে বলল, হে আব্দুল্লাহ! এই যে আবুল কাসেম ﷺ। তখন সে চাদরের ভিতর হতে বের হলো, এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ [বিরক্তির সুরে] বললেন, এ মহিলাটির কি হলো আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, যদি সে তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিত, তাহলে প্রকৃত অবস্থা উদ্‌ঘাটিত হয়ে যেত। অতঃপর বর্ণনাকারী জাবের হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তখন হযরত ওমর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি সে প্রকৃত দাজ্জালই হয়, তবে তুমি তার হন্তা নয়, বরং তার হন্তা হলেন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)। আর যদি সে প্রকৃত দাজ্জালই না হয়, তাহলে এমন এক লোককে হত্যা করা তোমার অধিকারে নেই, যে নিরাপত্তা চুক্তির আওতায় রয়েছে। বর্ণনাকারী হযরত জাবের (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন হতে এই আশঙ্কা করতেন যে, হয়তো সে [ইবনে সাইয়াদ]-ই প্রকৃত দাজ্জাল। -[শরহে সুন্নাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যতদিন পর্যন্ত প্রকৃত দাজ্জালের অবস্থা সম্পর্কে রাসূল ﷺ অবগত হননি, ততদিন পর্যন্ত তিনি এ সন্দেহে ছিলেন যে, ইবনে সাইয়াদই প্রকৃত দাজ্জাল হতে পারে। অতঃপর তামীমে দারীর কাছে দাজ্জালের বর্ণনা শুনার পর এ আশঙ্কা পরিত্যাগ করেছেন। হযরত ইবনে ওমর ও ওমর (রা.)-এর দৃঢ়তার সাথে কসম করাও তামীমের ঘটনার পূর্বেকার।

بَابُ نُزُوْلِ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ
পরিচ্ছেদ : হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা-বিশ্বাস হচ্ছে যে, হযরত ঈসা (আ.)-কে যখন ইহুদিরা হত্যা করার ইচ্ছা করল, তখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কুদরত দ্বারা তাঁর হেফাজত করেছিলেন এবং আসমানের উপর উঠিয়ে নিলেন। আর কোনো ক্রমে ইহুদিদের হাত স্পর্শ করেনি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– وما قتلوه وما صلبوه بل رفعه الله اليه অর্থাৎ অথচ তারা না তাঁকে হত্যা করেছে, আর না শূলীতে চড়িয়েছে; বরং তাঁকে আল্লাহ তা'আলা নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন।

অপর মুতাওয়াতির হাদীসসমূহের দ্বারা প্রতীয়মান রয়েছে যে কিয়ামতের নিকটতম সময়ে হযরত ঈসা (আ.) আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করবেন। আর দীনে মুহাম্মদীর অনুসারী হয়ে দীনে ইসলামের আহকামের মোতাবেক হুকুম দেবেন, আর টেক্সের হুকুম রহিত করে দেবেন। কেননা আহলে কিতাবদের এ হুকুম এজন্য ছিল যে, তারা হয়তো ইসলাম গ্রহণ করবে অথবা টেক্স আদায় করবে। নতুবা হত্যা করে দেওয়া হবে। আর এ নির্দেশ হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণের পূর্ব পর্যন্ত ছিল তাঁর অবতরণের পর ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত কোনো পন্থা কাজে আসবে না। এজন্য যে, এ সময় মালের প্রাচুর্যতা এবং মালের প্রতি লোভ লালসা না থাকার দরুন টেক্সের প্রয়োজন হবে না। এমনিভাবে তিনি [হযরত ঈসা (আ.)] দাজ্জালকে হত্যা করবেন এবং মদকে সাধারণভাবে ব্যাপকাকারে হারাম করে দেবেন। তাহলে যেন আহলে কিতাবের মদ হালাল সম্পর্কে আকিদা-বিশ্বাসের আমল রহিতকরণ হয়ে যায়।

আর শূকরকে হত্যা করে দেবেন এবং ক্রুশ দণ্ড, শূলীকাষ্ঠকে ভেঙ্গে ফেলবেন। তাহলে যেন আহলে কিতাবদের বিশ্বাস যে হযরত ঈসা (আ.)-কে শূলীকাষ্ঠে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়েছে এরও বাতিলতা প্রতীয়মান হয়ে যায়।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

৫২৭১ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَكُوْنَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ اَلْاٰيَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৭১. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন। তিনি [খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক] শূলী ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া প্রথা বিলুপ্ত করবেন [অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ ব্যতীত অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না] এবং মালসম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কেউই তা কবুল করবে না। সেই সময় একটি সেজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তা অপেক্ষা অধিক উত্তম হবে। [অর্থাৎ মানুষ তখন ইবাদতমুখী হয়ে যাবে।] অতঃপর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, যদি তোমরা চাও [তবে প্রমাণ হিসেবে] এ আয়াতটি পাঠ কর– وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ اَلْاٰيَةَ অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.)-এর ওফাতের পূর্বে প্রতিটি আহলে কিতাব তার উপরে ঈমান আনবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের পর ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন বা দীনের অনুসারী থাকবে না।

وَعَنْ ٥٢٧٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاللّٰهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيْبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيْرَ وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ وَلَيَتْرُكَنَّ الْقِلَاصَ فَلَا يُسْعٰى عَلَيْهَا وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ وَلَيَدْعُوَنَّ اِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ اَحَدٌ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا قَالَ كَيْفَ اَنْتُمْ اِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ وَاِمَامُكُمْ مِنْكُمْ -

৫২৭২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয়ই ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন। তিনি শূলী ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিজিয়া প্রথা রহিত করে দেবেন। লোকেরা জোয়ান জোয়ান তাজা-তাগড়া উষ্ট্রীসমূহ ছেড়ে দেবে, অথচ কেউই তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। মানুষের অন্তর হতে কার্পণ্য, হিংসা ও বিদ্বেষ সমূলে দূর হয়ে যাবে এবং হযরত ঈসা (আ.) মানুষদেরকে মাল প্রদানের জন্য ডাকবেন, কিন্তু [প্রয়োজন না থাকায়] কেউই তা গ্রহণ করবে না। –[মুসলিম]

বুখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে– রাসূল ﷺ বলেছেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন ইবনে মারইয়াম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য হতে। [অর্থাৎ হযরত ঈসা (আ.) হবেন শাসক, আর নামাজের ইমামতি করবেন মাহদী।]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ হাদীসের দুটি মর্ম হতে পারে [তন্মধ্যে] একটি মর্ম হচ্ছে যে, তোমাদের কি অবস্থার সম্মান ও মর্যাদা হবে যে, হযরত ঈসা (আ.) সময় ও নামাজের ইমামতি তোমাদের মুসলমানদের মধ্য হতে একজন ব্যক্তি করবেন। আর হযরত ঈসা (আ.) তাঁর ইকতিদা করবেন। আর এটা হচ্ছে উম্মতে মুহাম্মদীর মর্যাদা প্রকাশ করার জন্য। যেমন কোনো কোনো হাদীসের মধ্যে উল্লেখ হয়ে থাকে যে, ইমাম মাহদীর নামাজের ইমামতি করার সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ হবে। তখন এ সময় হযরত ঈসা (আ.)-এর মর্যাদা ও সম্মানার্থে [মাহদী (আ.)] পিছনে হটতে চাবেন কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) বাধা প্রদান করবেন এবং তার পিছনে ইকতিদা করবেন। তাই اِمَامُكُمْ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছেন ইমাম মাহদী (আ.)। দ্বিতীয় মর্ম হচ্ছে যে, অবতরণের প্রথম দিকে ইমাম মাহদী ইমাম হবেন কিন্তু হযরত ঈসা (আ.) হলেন উত্তম তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে হযরত ঈসা (আ.) ইমামতি করবেন। এখন ইমাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন হযরত ঈসা (আ.)।

আর مِنْكُمْ-এর মর্ম হবে এই যে, তিনি ইঞ্জিলের হুকুমানুসারে চলবেন না; বরং দীনে ইসলাম অনুযায়ী চলবেন। যেমন কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে– فَاَمَّكُمْ عِيْسٰى بِكِتَابِ نَبِيِّكُمْ وَسُنَّةِ نَبِيِّكُمْ অর্থাৎ তোমাদের ইমামতি করবেন হযরত ঈসা (আ.) তোমাদের নবী ﷺ -এর কিতাবানুসারে এবং তোমাদের নবীর সুন্নতানুযায়ী। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

وَعَنْ ٥٢٧٣ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ اُمَّتِىْ يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ فَيَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيَقُوْلُ اَمِيْرُهُمْ تَعَالَ صَلِّ لَنَا فَيَقُوْلُ لَا اِنَّ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ اُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللّٰهِ هٰذِهِ الْاُمَّةَ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৭৩. অনুবাদ : হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক সত্যের উপর বহাল থেকে [বাতিলের বিরুদ্ধে] বিজয়ীরূপে কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাকবে। রাসূল ﷺ বলেন, অতঃপর হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) [আসমান হতে] অবতরণ করবেন। সে সময়ের লোকদের আমির বা নেতা [ইমাম মাহদী] তাকে বলবেন, আপনি এদিকে আসুন এবং লোকদেরকে নামাজ পড়িয়ে দিন। তিনি বলবেন, না; বরং তোমরা পরস্পরে পরস্পরের ইমাম। [আর এটা এজন্য যে,] আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে [উম্মতে মুহাম্মদীকে সর্বোপরি] মর্যাদা দান করেছেন। –[মুসলিম]

وَهٰذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِىْ [এ পরিচ্ছেদ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ হতে মুক্ত।]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٧٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَنْزِلُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اِلَى الْاَرْضِ فَيَتَزَوَّجُ وَيُوْلَدُ لَهٗ وَيَمْكُثُ خَمْسًا وَاَرْبَعِيْنَ سَنَةً ثُمَّ يَمُوْتُ فَيُدْفَنُ مَعِىْ فِىْ قَبْرِىْ فَاَقُوْمُ اَنَا وَعِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِىْ قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ اَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ . (رَوَاهُ ابْنُ الْجَوْزِىُّ فِىْ كِتَابِ الْوَفَاءِ)

৫২৭৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) জমিনে অবতরণ করবেন, এরপর তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সন্তানাদিও জন্ম লাভ করবে এবং তিনি পঁয়তাল্লিশ বৎসর অবস্থান করবেন। অতঃপর তিনি ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে আমার সঙ্গে আমার কবরের সাথে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন আমি ও হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম একই কবরস্থান হতে আবূ বকর ও ওমর (রা.)-এর মধ্যখান হতে উত্থিত হবো।

–[ইবনে জাওযী তাঁর 'আল ওয়াফা' গ্রন্থে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** মুসলিম শরীফের হাদীসে রয়েছে যে, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) জমিনে অবতরণ করার পর সাত বৎসর অবস্থান করবেন এবং অন্যান্য রেওয়ায়েতে প্রমাণিত যে, তাঁকে তেত্রিশ বৎসর বয়সে আসমানে উঠানো হয়েছে এবং পৃথিবীতে মোট ৪০ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তিনি ইন্তেকাল করবেন। এটাই অধিক নির্ভরযোগ্য।

প্রশ্ন. উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় হযরত ঈসা (আ.) পৃথিবীতে পঁয়তাল্লিশ বৎসর জীবিতাবস্থায় অবস্থান করবেন। কিন্তু এ রেওয়ায়েতটি প্রসিদ্ধ বর্ণনার বিপরীত, কেননা হযরত ঈসা (আ.)-কে তেত্রিশ বৎসর বয়সে আকাশে উঠানো হয়েছিল। আর মুসলিম শরীফের বর্ণনানুযায়ী বুঝা যায় যে, পৃথিবীতে অবতরণের পর সাত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকবেন। অতএব সর্বমোট চল্লিশ বৎসর হলো।

উত্তর. তাই কোনো কোনো আলিম প্রাধান্য দানের উদ্দেশ্যে জবাব দিয়েছেন যে, মুসলিম শরীফের বর্ণনা অধিক সঠিক এবং শক্তিশালী। বিধায় মুসলিমের বর্ণনারই ধর্তব্য হবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে চল্লিশ বৎসরের বর্ণনায়ই প্রাধান্য পাবে।

আর কেউ কেউ এভাবে সমন্বয় সাধন করেছেন যে, গণনার মধ্যে একটি পদ্ধতি এই হয়ে থাকে যে, ভগ্নাংশকে ছেড়ে দিয়ে থাকেন। বিধায় মূলত পঁয়তাল্লিশ বৎসরই থাকবে এবং ভগ্নাংশকে ছেড়ে দিয়ে চল্লিশ বৎসর বলা হয়েছে।

অথবা বলা যাবে যে, দাজ্জালের হত্যার পর থেকে হচ্ছে চল্লিশ বৎসর। আর তার যুগের সাথে মিলিয়ে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ বৎসর। অতঃপর হযরত ঈসা (আ.)-এর দাফন রাসূল ﷺ -এর কবরের পাশে হবে। এজন্য فَيُدْفَنُ مَعِىْ فِىْ قَبْرِىْ فَاَقُوْمُ اَنَا وَعِيْسٰى مِنْ قَبْرٍ وَاحِدٍ বলেছেন। আর সিদ্দীকে আকবর ডানদিকে এবং হযরত ওমর ফারূক (রা.) বামদিকে হবেন। এজন্য এখন পর্যন্ত হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর রুমে একটি কবরের জায়গা খালি রয়েছে। যার মধ্যে হযরত হাসান ইবনে আলী (রা.) এবং হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)-কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সন্তুষ্টি সত্ত্বেও দাফন করা হয়নি। বরং স্বয়ং হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-কে দাফন করার জন্য আবেদন করা হয়েছে কিন্তু তিনি রাজি হননি এবং অন্যান্য আযওয়াজে মুতাহহারাতের সঙ্গে জান্নাতুল বাকীতে দাফনকরণের অসিয়ত করেছিলেন। এর কারণ হলো, এ খালি জায়গা আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্য রাখা হয়েছে। [যেমন মিরকাতে উল্লেখ রয়েছে।]

بَابُ قُرْبِ السَّاعَةِ وَاَنَّ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ

পরিচ্ছেদ : কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়া এবং যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল তখন হতেই তার কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গেল

কিয়ামত হচ্ছে তিন প্রকার। যথা–

১. **কিয়ামতে কুবরা :** যে সময় রাব্বুল আলামীনের সত্তা ব্যতীত সমস্ত আকাশ পৃথিবী এবং যা কিছু এর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে সবকিছু নিঃশেষ এবং ধ্বংস হয়ে যাবে। যাকে কুরআনে কারীম স্পষ্ট বর্ণনা করেছে–

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذِى الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ـ

অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের সবকিছুই ধ্বংসশীল একমাত্র আপনার মহিমার মহানুভব পালন কর্তার সত্তা ছাড়া।

এবং যেহেতু এর আসা হচ্ছে নিশ্চিত, আবশ্যকীয় বিধায় একে নিকটে বলা হয়েছে সুতরাং কুরআনে করীমে রয়েছে– اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ অর্থাৎ মানুষের হিসাব-কিতাবের সময় নিকটবর্তী।

২. **কিয়ামতে উসতা :** যে সময় এক স্তরের মানুষ যাদের বয়স পাশাপাশি হবে। এদের সকলের পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে যাওয়াকে কিয়ামতে উসতা বলা হয়ে থাকে। যেমন হযরত জাবের (রা.) এবং হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) এবং হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাদীস রয়েছে। যে সমস্ত হাদীসের সমষ্টিগত ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– لَا يَأْتِىْ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ الْيَوْمَ অর্থাৎ একশত বৎসর আসবে না এমতাবস্থায় যে আজকের দিনে যারা বিদ্যমান রয়েছে তারা পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকবে।

অর্থাৎ, রাসূল ﷺ একথা বলেছেন যে, এ মুহূর্তে যারা বিদ্যমান রয়েছেন একশত বৎসর পর্যন্ত এদের মধ্য হতে অধিকাংশ লোক মৃত্যুবরণ করবে। অতএব দু একজন এরপর পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকাতে এ হাদীসের বিরোধী নয়। যেমন হযরত আনাস এবং হযরত সালমান ফারসী (রা.) এরপর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। যদিও অল্প দিন হোক।

৩. **কিয়ামতে সুগরা :** প্রত্যেক মানুষের মৃত্যু হলো তার জন্য 'কিয়ামতে সুগরা', কেননা মৃত্যুর দরুন প্রকৃত কিয়ামতের কিছু নিদর্শনাবলি এবং ভীতিপূর্ণ ঘটনাসমূহ সামনে এসে যায়। দায়লামীর মধ্যে হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস রয়েছে– مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ قِيَامَتُهُ অর্থাৎ যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল নিশ্চয়ই তার উপর তার কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।

এখন হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে যে কথাটি উল্লিখিত রয়েছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন– 'এখন থেকে নিয়ে একশত বৎসর পর্যন্ত যে লোকেরা বিদ্যমান রয়েছে সবাই মৃত্যুবরণ করবে; কেউ জীবিত থাকবে না।' এর উপর প্রশ্ন জাগে যে, বুজুর্গানে ইযাম বলে থাকেন, হযরত খিজির (আ.) এখন পর্যন্ত জীবিত রয়েছেন। এমনিভাবে আল্লামা বাগাবী (র.) বলেছেন, চারজন বুজুর্গ এখনো জীবিত রয়েছেন– দুজন আসমানে, হযরত ঈসা (আ.) এবং হযরত ইলয়াস (আ.) তাহলে এমতাবস্থায় এ হাদীসটি কেমন করে সঠিক হতে পারে? [এ প্রশ্নের] বিভিন্ন জবাব দেওয়া হয়েছে। প্রথম জবাব হচ্ছে, রাসূল ﷺ مَا عَلَى الْاَرْضِ [অর্থাৎ পৃথিবীর উপর যা রয়েছে] বলেছেন। আর খিজির (আ.) প্রমুখ পৃথিবীর উপর ছিলেন না। প্রথম দুজন আসমানের উপর ছিলেন। আর খিজির (আ.) এ সময় পানির উপর ছিলেন। আর হযরত ইলয়াস (আ.) আকাশ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী অন্য কোনো স্থানে ছিলেন।

দ্বিতীয় জবাব হচ্ছে, রাসূল ﷺ নিজের উম্মতের ক্ষেত্রে বলেছেন। আর ঐসব ব্যক্তিত্ব তাঁর উম্মতের মধ্য হতে নয়।

তৃতীয় জবাব হচ্ছে, প্রত্যেক হুকুমের মধ্যে কিছু না কিছু ব্যতিক্রম, প্রভেদ হয়ে থাকে। বিধায় ঐসব ব্যক্তিত্ব এ হুকুমের ব্যতিক্রম হবেন। অতএব কোনো প্রশ্ন নেই।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٧٥ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ (رضـ) عَنْ اَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ قَالَ شُعْبَةُ وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُوْلُ فِىْ قَصَصِهِ كَفَضْلِ اَحَدِهِمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَلَا اَدْرِىْ اَذَكَرَهُ عَنْ اَنَسٍ اَوْ قَالَهُ قَتَادَةُ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৭৫. **অনুবাদ :** শু'বা কাদাতাহ হতে তিনি হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি ও কিয়ামত এ দুটি অঙ্গুলির ন্যায় প্রেরিত হয়েছি। শু'বা বলেন, আমি কাতাদাকে বলতে শুনেছি, তিনি এ হাদীসটি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যেমন মধ্যমা ও তর্জনী [শাহাদাত] অঙ্গুলির মধ্যে একটি আরেকটি হতে কিছু বর্ধিত। অতঃপর শু'বা বলেন, আমি বলতে পারি না, এ ব্যাখ্যাটি কি কাতাদাহ হযরত আনাস (রা.) হতে শুনে বলেছেন, নাকি কাদাতাহ নিজেই বলেছেন। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রাসূলুল্লাহ ﷺ হলেন নবী আগমনের সিলসিলায় সর্বশেষ নবী এবং তাঁর আগমন হয়েছে দুনিয়ার শেষ লগ্নে। অর্থাৎ তারপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে। উক্ত অঙ্গুলি দুটির মধ্যে যে স্বল্প ব্যবধান রয়েছে, তার পরে কিয়ামত আগমনের ব্যবধানও ঠিক সেই স্বল্প পরিমাণের প্রতি হাদীসে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٢٧٦ جَابِرٍ (رضـ) قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ بِشَهْرٍ تَسْئَلُوْنِىْ عَنِ السَّاعَةِ وَاِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَاُقْسِمُ بِاللّٰهِ مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوْسَةٍ يَأْتِىْ عَلَيْهَا مِائَةُ سَنَةٍ وَهِىَ حَيَّةٌ يَوْمَئِذٍ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৭৬. **অনুবাদ :** হযরত জাবের (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ ওফাতের একমাস পূর্বে বলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কিয়ামত কখন হবে? অথচ তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি! বর্তমানে [তথা আজকার দিনে] এই ভূপৃষ্ঠে যে ব্যক্তিই বেঁচে আছে, একশত বৎসর অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউই জীবিত থাকবে না। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এ কথাটির তাৎপর্য হলো আজ হতে একশত বৎসরের মধ্যে সাহাবীদের কেউই বেঁচে থাকবেন না। ইতিহাস হতে প্রমাণিত হয়েছে যে, রাসূল ﷺ -এর এ উক্তির পর হতে সাহাবীগণ উক্ত মুদ্দতের মধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন।

وَعَنْ ٥٢٧٧ اَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَأْتِىْ مِائَةُ سَنَةٍ وَعَلَى الْاَرْضِ نَفْسٌ مَنْفُوْسَةٌ الْيَوْمَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৭৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আজ যারা ভূপৃষ্ঠে বেঁচে আছে, একশত বৎসর অতিক্রান্ত হতেই তাদের কেউ জীবিত থাকবে না। -[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٧٨ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاَعْرَابِ يَأْتُونَ النَّبِيَّ ﷺ فَيَسْأَلُونَهُ عَنِ السَّاعَةِ فَكَانَ يَنْظُرُ اِلٰى اَصْغَرِهِمْ فَيَقُوْلُ اِنْ يَّعِشْ هٰذَا لَا يُدْرِكُهُ الْهَرَمُ حَتّٰى تَقُوْمَ عَلَيْكُمْ سَاعَتُكُمْ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৭৮. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, অনেক বেদুঈন লোকই নবী করীম ﷺ-এর নিকট এসে জিজ্ঞাসা করত, কিয়ামত কখন হবে? তখন তিনি তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের প্রতি নজর করে বলতেন, এই বালকটি যদি জীবিত থাকে, তবে বৃদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তোমাদের উপর কিয়ামত ঘটে যাবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : মানুষদের প্রশ্ন হতো বড় কিয়ামত সম্পর্কে, যার তারিখ কেউই জানতে পারে না, কাজেই তিনি জবাব দিতেন ছোট কিয়ামত সম্পর্কে। অর্থাৎ তুমি মরে গেলেই তো তোমার কিয়ামত শুরু হয়ে গেল।

اَلْفَصْلُ الثَّانِيْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٧٩ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ بُعِثْتُ فِيْ نَفْسِ السَّاعَةِ فَسَبَقْتُهَا كَمَا سَبَقَتْ هٰذِهٖ هٰذِهٖ وَاَشَارَ بِاِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطٰى. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫২৭৯. অনুবাদ : হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি কিয়ামতের সূচনাতেই প্রেরিত হয়েছি। অবশ্য আমি তা হতে এতটুকু পরিমাণ আগে আগমন করেছি, যে পরিমাণ এ অঙ্গুলি ঐ অঙ্গুলি হতে বেড়ে রয়েছে। একথা বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলির প্রতি ইঙ্গিত করলেন। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٢٨٠ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنِّيْ لَاَرْجُوْ اَنْ لَّا تَعْجِزَ اُمَّتِيْ عِنْدَ رَبِّهَا اَنْ يُّؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ قِيْلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُ مِائَةِ سَنَةٍ. (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

৫২৮০. অনুবাদ : হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আমি আশাবাদী যে, আমার উম্মত তাদের পরওয়ারদিগারের নিকট এত অসহায় নয় যে, তিনি তাদেরকে অর্ধ দিনেরও অবকাশ দেবেন না। হযরত সা'দ (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, সেই অর্ধ দিনের পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বললেন, পাঁচশত বৎসর। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লাহর কালামে আছে– وَاِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ অর্থাৎ 'আল্লাহর নিকট একদিন হাজার বৎসরের সমান।' এ হিসেবে হযরত সা'দ (রা.) অর্ধ দিন দ্বারা পাঁচশত বৎসর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুতরাং এ হাদীসের মর্মে প্রকাশ পায় যে, এ উম্মতের জন্য কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বে কমপক্ষে পাঁচশত বৎসরের অবকাশ থাকবে। এটার পর আর কত বৎসর অতিবাহিত হলে কিয়ামত কায়েম হবে তা বলা হয়নি।

উক্ত হাদীসের সারমর্ম এই দাঁড়াল যে, আমার আশা ও প্রত্যাশা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার নিকট আমার উম্মতের কমপক্ষে এতটুকু মান ও মর্যাদা হবে যে, কম হলেও তাদেরকে কিয়ামতের দিনের অর্ধ দিবস অর্থাৎ পাঁচশত বৎসরের সময় [সুযোগ] দেবেন। তাদের উপর কিয়ামত প্রতিষ্ঠিত হবে না। যদি এর চেয়ে বেশি কাল হয় তাহলে তো ভালো কথা এ ব্যাপারে কোনো নিষেধ নয়।

অথবা উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে, পাঁচশত বৎসর পর্যন্ত আমার উম্মতকে এমন ব্যাপকভাবে বিপদ, শাস্তি এবং বিপর্যয়সমূহের মধ্যে নিপতিত করবেন না। যার দরুন তাদের মূলোৎপাঠন হয়ে যায় এবং তাদের দীন এ ধর্ম বিলুপ্ত হয়ে যায়।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٢٨١ عَنْ أَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ هٰذِهِ الدُّنْيَا مَثَلُ ثَوْبٍ شُقَّ مِنْ اَوَّلِهِ اِلٰى اٰخِرِهِ فَبَقِىَ مُتَعَلِّقًا بِخَيْطٍ فِىْ اٰخِرِهِ فَيُوْشِكُ ذٰلِكَ الْخَيْطُ اَنْ يَّنْقَطِعَ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫২৮১. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এ দুনিয়ার স্থায়িত্বের উদাহরণ এই যে, যেমন কোনো ব্যক্তি একটি কাপড়ের প্রথম হতে ফেড়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং মাত্র একখানা সুতার মধ্যে উভয় খণ্ড আটকে রয়েছে। আর অচিরেই এটাও ছিঁড়ে যাবে। -[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

بَابُ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلٰى شِرَارِ النَّاسِ

পরিচ্ছেদ : নিকৃষ্ট লোকদের উপরেই কিয়ামত সংঘটিত হবে

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٨٢ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى لَا يُقَالُ فِى الْاَرْضِ اَللّٰهُ اَللّٰهُ . وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ عَلٰى اَحَدٍ يَّقُوْلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৮২. **অনুবাদ :** হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামত তখনই সংঘটিত হবে, যখন জমিনের মধ্যে আল্লাহ আল্লাহ বলার মতো কেউ থাকবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে– এমন কোনো ব্যক্তির উপরে কিয়ামত কায়েম হবে না, যে আল্লাহ আল্লাহ বলছে। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হাদীসের মর্ম হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে আল্লাহর নাম স্মরণকারী একজন ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে কিয়ামত আসবে না। আর যখন পৃথিবী আল্লাহর নাম থেকে শূন্য হয়ে যাবে, তখন অনতিবিলম্বে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে। এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নামের মধ্যে একটি গোপনীয় ও অপ্রকাশ্য আত্মা রয়েছে এবং এর মধ্যে স্থায়িত্ব রয়েছে। আর এটাই হচ্ছে পৃথিবীকে বিদ্যমানকারী সুদৃঢ় স্তম্ভ। এজন্য সমস্ত পৃথিবী সংরক্ষণ করা এবং নিয়ন্ত্রণে রাখার কার্য সম্পাদনকারী হলেন আল্লাহর স্মরণকারীগণ এবং পুণ্যবান ব্যক্তিদের দল। যতক্ষণ তাঁরা পৃথিবীর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছেন আল্লাহর নাম থাকবে। আর উত্তম ও স্বর্ণ যুগের পর থেকে ইসলামের স্তম্ভ দুর্বল হতে থাকে, আর সে পরিমাণে দীনের মধ্যে ফিতনা এবং বিশৃঙ্খলার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। এমনিভাবে হতে হতে শেষ যুগে দীনের ব্যাপারাদি এবং ইসলামি হুকুমসমূহের মধ্যে ব্যতিক্রম এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে থাকবে। আর মুহূর্ত এ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে যে, আল্লাহর নাম স্মরণকারী কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। আর যা কিছু অবশিষ্ট থাকবে তা হযরত ঈসা (আ.)-এর শেষ যুগে একটি স্বাচ্ছন্দ্যময়, মনোলোভা বায়ু প্রবাহিত হবে, যার দরুন পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুবরণ করবেন। একজন মুসলমানও অবশিষ্ট থাকবে না। আর সমস্ত পাপিষ্ট, কাফেরগণ এবং মুশরিকরা অবশিষ্ট থাকবে এবং পশুদের ন্যায় মেলামেশা করবে। তখন পৃথিবীর স্তম্ভ ভেঙ্গে যাবে এবং সমস্ত পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ ও তছনছ হয়ে এসব পাপিষ্ট কাফের ও মুশরিকদের উপর কিয়ামত এসে যাবে।

মোটকথা, যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করবে না, তাঁর ইবাদত করবে না, তখনই কিয়ামত কায়েম হবে। কেননা আল্লাহর জিকির ও ইবাদত হলো দুনিয়ার স্থায়িত্বের প্রাণ।

وَعَنْ ٥٢٨٣ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا عَلٰى شِرَارِ الْخَلْقِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৮৩. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়েম হবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٨٤ أَبِي هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ نِ الَّتِيْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৮৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 'যুলখালাসা' মূর্তির নিকট দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দুলবে না। 'যুলখালাসা' দাউস গোত্রের একটি মূর্তি ছিল, জাহিলি যুগে তারা এটার পূজা করত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** ইয়েমেনের দাউস গোত্রের লোকেরা 'যুলখালাসা' নামে একটি ঘর নির্মাণ করে সেখানে মূর্তি স্থাপন করেছিল। তারা উক্ত ঘরকে 'কা'বায়ে ইয়ামানিয়া' বলত। রাসূল ﷺ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.)-কে পাঠিয়ে সেই ঘর ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে সেই ঘর পুনরায় নির্মাণ করা হবে এবং পূর্ববৎ কোমর দুলিয়ে মহিলারা তার তওয়াফ করবে।

وَعَنْ ٥٢٨٥ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتّٰى يَعْبُدَ اللَّاتُ وَالْعُزّٰى فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُ لَاَظُنُّ حِيْنَ اَنْزَلَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ اِنَّ ذٰلِكَ تَامًّا قَالَ اِنَّهٗ سَيَكُوْنُ مِنْ ذٰلِكَ مَا شَآءَ اللّٰهُ ثُمَّ يَبْعَثُ اللّٰهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَتُوُفِّيَ كُلُّ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ فَيَبْقٰى مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ اِلٰى دِيْنِ اٰبَائِهِمْ - (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৮৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, 'লাত ও উয্যা' এ মূর্তিদ্বয়ের পূজা না করা পর্যন্ত দিন ও রাত্র শেষ হবে না। [অর্থাৎ কিয়ামতের পূর্বে আবার লাত ও উয্যা মূর্তির পূজা করা হবে।] হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ধারণা ছিল, যখন আল্লাহ তা'আলা هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ আয়াতটি নাজিল করেছেন, তখন মূর্তিপূজার দিন শেষ হয়ে গেছে। উত্তরে রাসূল ﷺ বললেন, যতদিন আল্লাহ তা'আলা চাবেন, ততদিন এ অবস্থায় থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা একটি সুগন্ধময় বাতাস প্রবাহিত করবেন, তাতে ঐ সকল ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটবে যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে। অতঃপর কেবলমাত্র ঐ সমস্ত লোকই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে না। তখন তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٨٦ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فَيَمْكُثُ اَرْبَعِيْنَ لَا اَدْرِىْ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ عَامًا فَيَبْعَثُ اللّٰهُ عِيْسَى بْنَ مَرْيَمَ كَاَنَّهٗ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَيَطْلُبُهٗ فَيُهْلِكُهٗ ثُمَّ يَمْكُثُ فِى النَّاسِ سَبْعَ سِنِيْنَ لَيْسَ بَيْنَ اِثْنَيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلَا يَبْقٰى عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَحَدٌ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ اَوْ اِيْمَانٍ اِلَّا قَبَضَتْهُ حَتّٰى لَوْ اَنَّ اَحَدَكُمْ دَخَلَ فِىْ كَبِدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَقْبِضَهٗ قَالَ فَيَبْقٰى شِرَارُ النَّاسِ فِىْ خِفَّةِ الطَّيْرِ وَاَحْلَامِ السِّبَاعِ لَا يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوْفًا وَلَا يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ فَيَقُوْلُ اَلَا تَسْتَحْيُوْنَ فَيَقُوْلُوْنَ فَمَا تَاْمُرُنَا فَيَاْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الْاَوْثَانِ وَهُمْ فِىْ ذٰلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَلَا يَسْمَعُهٗ اَحَدٌ اِلَّا اَصْغٰى لِيْتًا وَرَفَعَ لِيْتًا قَالَ وَاَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهٗ رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ اِبِلِهٖ فَيَصْعَقُ وَيَصْعَقُ النَّاسُ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّٰهُ مَطَرًا كَاَنَّهُ الطَّلُّ فَيَنْبُتُ مِنْهُ اَجْسَادُ النَّاسِ ـ

৫২৮৬. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দাজ্জাল বের হবে এবং সে চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান করবে। আব্দুল্লাহ বলেন, আমি জানি না রাসূল ﷺ চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বৎসর এটার কোনটি বলেছেন? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.)-কে প্রেরণ করবেন। দেখতে তিনি উরওয়া ইবনে মাসঊদের সদৃশ। তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। তিনি [হযরত ঈসা (আ.)] সাত বৎসর এ জমিনে অবস্থান করবেন, সেই জমানায় [মানুষের মধ্যে শান্তি বিরাজ করবে যে] দুজন লোকের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার দিক হতে একটি শীতল বায়ু প্রবাহিত করবেন, উক্ত বায়ু ভূপৃষ্ঠে এমন একজন লোককেও জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে রেণু-কণা পরিমাণ নেকি বা ঈমান থাকবে। [অর্থাৎ সে বাতাসে প্রতিটি ঈমানদার মৃত্যুবরণ করবে।] যদি সে সময় তোমাদের কেউ পাহাড়ের অভ্যন্তরেও আত্মগোপন করে, উক্ত বায়ু সেখানে প্রবেশ করেও তার রূহ কবজ করবে। তিনি বলেছেন, অতঃপর কেমলমাত্র নিকৃষ্ট ফাসেক ও বদকার লোকগুলোই অবশিষ্ট থাকবে। তারা বদকাজে পাখিদের ন্যায় দ্রুতগামী এবং খুন-খারাবিতে হিংস্র জন্তুর ন্যায় পাষাণ হবে। ভালো-মন্দ তারতম্য করার কোনো যোগ্যতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না। তখন শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের নিকট আসবে এবং বলবে, তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? তখন লোকেরা বলবে, আচ্ছা তুমিই বল আমাদের কি করা উচিত। অতঃপর শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ করবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করতে থাকবে। অতঃপর শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে এবং যে ব্যক্তিই উক্ত আওয়াজ শুনবে, সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক-সেদিক মাথা ঘুরাতে থাকবে। রাসূল ﷺ বললেন, সর্বপ্রথম উক্ত আওয়াজ সেই ব্যক্তিই শুনতে পাবে, যে তার উটের জন্য পানির চৌবাচ্চা মেরামত কার্যে রত। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কুয়াশার ন্যায় খুব হালকা ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। তাতে ঐ সমস্ত দেহগুলো সজীব হয়ে উঠবে, যেগুলো কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে রয়েছিল।

ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ قِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ فَيُقَالُ أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ فَيُقَالُ مِنْ كَمْ كَمْ فَيُقَالُ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ قَالَ فَذَلِكَ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَذُكِرَ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ فِي بَابِ التَّوْبَةِ.

অতঃপর দ্বিতীয়বার শিঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে, তখন সমস্ত লোক উঠে দাঁড়াবে। অতঃপর ঘোষণা দেওয়া হবে. হে লোকসকল! তোমরা দ্রুত তোমাদের পরওয়ারদিগারের দিকে ছুটে আস। [ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে] তাদেরকে ঐখানে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ঐ সমস্ত লোকদেরকে বের কর যারা জাহান্নামের উপযোগী হয়েছে। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, কতজন হতে কতজন বের করব? বলা হয়ে প্রত্যেক হাজার হতে নয়শত নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলার পর রাসূল ﷺ বললেন, এটা সেদিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে– يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا 'সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে।' [অর্থাৎ সেদিনের বিভীষিকায় শিশুও বৃদ্ধ হয়ে যাবে।] يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ অর্থাৎ 'সেদিন বিরাট সংকটময় অবস্থা প্রকাশ পাবে।' –[মুসলিম] হযরত মুয়াবিয়া (আ.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةُ পূর্বে 'তওবার' পরিচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

[এ পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুচ্ছেদ নেই।]

بَابُ النَّفْخِ فِى الصُّوْرِ
পরিচ্ছেদ : শিঙ্গায় ফুৎকার

"اَلنَّفْخُ" -এর অর্থ হচ্ছে ফুৎকার দেওয়া। আর "اَلصُّوْرُ" হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি কুদরতী শিঙ্গা, যার মধ্যে হযরত ইসরাফীল (আ.) আল্লাহর নির্দেশে ফুৎকার করবেন। যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে তিনি এ শিঙ্গাকে মুখে নিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় রয়েছেন। আর এ ফুৎকার দুবার হবে। প্রথমবার ফুৎকারের সাথে সমস্ত পৃথিবীকে নিঃশেষ এবং ধ্বংস করে কিয়ামত সংঘটিত করবেন। অতঃপর চল্লিশ বৎসর পর দ্বিতীয়বার ফুৎকার করবেন। যার দরুন সমস্ত মৃতরা জীবিত হয়ে ময়দানে মাহশারে যেয়ে একত্রিত হবে। [যেমন কুরআনে রয়েছে।]

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আকিদা হলো, ফেরেশতা হযরত ইসরাফীল (আ.) শিঙ্গায় ফুঁক দেবেন এবং তৎক্ষণাৎ এ দুনিয়ায় মহাপ্রলয় ঘটে যাবে। কুরআনের বহু আয়াতে এটার প্রমাণ স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তবে 'নফখে সুর' অর্থাৎ শিঙ্গায় ফুঁক কতবার দেওয়া হবে, এ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ রয়েছে। হযরত শাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী (র.) বলেছেন, দুবার ফুঁক দেবেন। প্রথম ফুৎকারে আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবকিছু আসবে এবং ময়দানে হাশরে একত্রিত হবে। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনবার ফুঁক দেওয়া হবে। প্রথমবারে আসমান-জমিনের সকলেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে। যেমন কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِى الصُّوْرِ فَفَزِعَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ দ্বিতীয়বারে সব মরে যাবে। যেমন কুরআনে এসেছে- وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى এবং তৃতীয়বারে সকলে জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানে জমায়েত হবে। যেমন- وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ . فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ আল্লামা সুয়ূতী (র.)ও বলেন, তিনবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে। যথা- নফখাতুল ফাযা, নফখাতুল সায়েক ও নফখাতুল বা'ছ।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

٥٢٨٧ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ اَرْبَعُوْنَ قَالُوْا يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ شَهْرًا قَالَ اَبَيْتُ قَالُوْا اَرْبَعُوْنَ سَنَةً قَالَ اَبَيْتُ ثُمَّ يَنْزِلُ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيَنْبُتُوْنَ كَمَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ قَالَ وَلَيْسَ مِنَ الْاِنْسَانِ شَىْءٌ لَا يَبْلٰى اِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الذَّنْبِ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৮৭. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুটি ফুৎকারের মধ্যখানে ব্যবধান হবে চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, হে আবূ হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। [অর্থাৎ আমি জানি না।] তারা জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল, চল্লিশ বৎসর? তিনি বললেন, আমি জবাব দিতে অস্বীকার করি। [অর্থাৎ আমি সেই মুদ্দত সম্পর্কে অবগত নই, সুতরাং সে বিষয়ে আমি বলতে পারি না।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আসমান হতে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন মৃত দেহগুলো এমনভাবে জীবিত হয়ে উঠবে, যেমনিভাবে [বৃষ্টির পানিতে] ঘাস-লতা ইত্যাদি গজিয়ে উঠে। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেছেন, মেরুদণ্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া মানবদেহের সমস্ত কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন সেই হাড্ডি হতে গোটা দেহের পুনর্গঠন করা হবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ كُلُّ ابْنِ اٰدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ اِلَّا عَجْبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيْهِ يُرَكَّبُ ـ

আর মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদণ্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবদেহ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং [কিয়ামতের দিন] তা হতে তাকে পত্তন করা হবে।

وَعَنْهُ ٥٢٨٨ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقْبِضُ اللّٰهُ الْاَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَطْوِىْ السَّمَاءَ بِيَمِيْنِهٖ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ مُلُوْكُ الْاَرْضِ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৮৮. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন জমিনকে মুষ্টির মধ্যে নিয়ে নেবেন, আর আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নেবেন। অতঃপর বলবেন, আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহগণ কোথায়? –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এর দ্বারা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার একচ্ছত্র ক্ষমতা বুঝানো হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে জমিন আল্লাহর মুষ্টির মধ্যে এবং আসমান ডান হাতে পেঁচানো থাকার তাৎপর্য সাধারণের জন্য বোধগম্য নয়। এ ধরনের বাক্যকে শরিয়তের পরিভাষায় মুতাশাবেহাত বলা হয়।

وَعَنْ ٥٢٨٩ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَطْوِى اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ يَطْوِى الْاَرْضِيْنَ بِشِمَالِهٖ وَفِىْ رِوَايَةٍ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْاُخْرٰى ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَيْنَ الْجَبَّارُوْنَ اَيْنَ الْمُتَكَبِّرُوْنَ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৮৯. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে গুটিয়ে নেবেন, অতঃপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় দুনিয়ার অহংকারী ও স্বৈরাচারী জালিমরা? অতঃপর বাম হাতে জমিনসমূহকে পেঁচিয়ে নেবেন। আর এক বর্ণনায় আছে, জমিনসমূহকে অপর হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় স্বৈরাচারী জালেম ও অহংকারীগণ। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٢٩٠ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْيَهُوْدِ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرْضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْجِبَالَ وَالشَّجَرَ عَلٰى اِصْبَعٍ

৫২৯০. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেন, একদা জনৈক ইহুদি পাদ্রি নবী করীম ﷺ -এর নিকট এসে বলল, ইয়া মুহাম্মদ! আমরা [তাওরাতে দেখতে] পেয়েছি যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। জমিনকে এক আঙ্গুলের উপর, পবর্তমালা ও বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলের উপর,

وَالْمَاءَ وَالثَّرٰى عَلٰى اِصْبَعٍ وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى اِصْبَعٍ ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ اَنَا اللّٰهُ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ الْحِبْرُ تَصْدِيْقًا لَهٗ ثُمَّ قَرَأَ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمٰوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ سُبْحَانَهٗ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

পানি এবং কাদা-মাটিকে এক আঙ্গুলের উপর, আর অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিজগতকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। অতঃপর এ সমস্ত কিছুকে নাড়া দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আমিই আল্লাহ! ইহুদি পাদ্রির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্চর্যান্বিত হয়ে হেসে ফেললেন, যেন তিনি তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। অতঃপর তিনি কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন- وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْاٰيَةَ [অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার যতটুকু সম্মান করা দরকার ছিল তারা ততটুকু সম্মান করেনি, অথচ কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশমণ্ডলী থাকবে ডান হাতে গুটানো। তিনি পবিত্র, তারা যাকে শরিক করে তিনি তার ঊর্ধ্বে।] -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : পাদ্রি যা বলেছে, আমাদের কুরআনেও তার সত্যতা বিদ্যমান রয়েছে।

وَعَنْ ٥٢٩١ عَائِشَةَ (رضـ) قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ قَوْلِهٖ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ السَّمٰوَاتِ فَاَيْنَ يَكُوْنُ النَّاسُ يَوْمَئِذٍ قَالَ عَلَى الصِّرَاطِ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫২৯১. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمٰوَاتُ الخ [অর্থাৎ যেদিন এ জমিনকে আরেক জমিনে পরিবর্তন করা হবে এবং আকাশমণ্ডলীকে আরেক আকাশে] সেদিন মানুষ সকল কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, 'পুলসিরাতের' উপর। -[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর ধারণা ছিল অবিকল জমিন ও আসমান পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাই তাঁর মনে প্রশ্ন উদয় হয়েছে। বস্তুত সেদিন এ উভয়টির গুণের পরিবর্তন ঘটবে।

এখানে উল্লিখিত হাদীসে গুণ এবং আকৃতির পরিবর্তনও হতে পারে অর্থাৎ শুধু আকার ও আকৃতি পরিবর্তন হবে কিন্তু বাস্তব এটাই থাকবে। আর বাস্তবের পরিবর্তনও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, জমিনকে রৌপ্য দ্বারা এবং আসমানকে স্বর্ণ দ্বারা বানানো হবে।

আর হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস রয়েছে সমস্ত মানুষ এমন জমিনের মধ্যে একত্রিত হবে যা অত্যন্ত শুভ্র, সাদা হবে যার উপর কেউ কোনো পাপ করেনি।

কিন্তু অধিকাংশ হাদীস এবং বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে গুণ এবং আকৃতির পরিবর্তন হবে। জমিন এবং আসমান অমনি থাকবে। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে- هِيَ تِلْكَ الْاَرْضُ وَاِنَّمَا تَغَيَّرَ صِفَتُهَا অর্থাৎ এটা ঐ জমীন এবং পরিবর্তন হবে গুণ।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ঐ জমিনই থাকবে কিন্তু আকার আকৃতি পরিবর্তন হয়ে যাবে যে, কোনো উচু-নিচু থাকবে না; বরং সম্পূর্ণরূপে সমতল, সমান এবং প্রশস্ত হয়ে যাবে।

وَعَنْ ٥٢٩٢ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫২৯২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেঁচিয়ে নেওয়া হবে। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** এটার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। যেমন তাদের আলো বা জ্যোতি রহিত করা হবে অথবা তাদের চলার গতি বন্ধ করে দেওয়া হবে। অথবা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٩٣ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِىِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَيْفَ اَنْعَمُ وَصَاحِبُ الصُّوْرِ قَدِ الْتَقَمَهُ وَاَصْغٰى سَمْعَهُ وَحَنٰى جَبْهَتَهُ يَنْتَظِرُ مَتٰى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ قُوْلُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ)

৫২৯৩. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি কিভাবে আরাম-আয়েশে থাকতে পারি? অথচ শিঙ্গাওয়ালা [হযরত ইসরাফীল (আ.)] শিঙ্গা মুখে দাবিয়ে রেখেছেন, কান ঝুঁকিয়ে রেখেছেন, মাথা নত করে রেখেছেন। তিনি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে, তাতে ফুঁক দেওয়ার জন্য কখন নির্দেশ দেওয়া হয়? এ কথা শুনে লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন অবস্থা এরূপই, তাহলে আমাদেরকে কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তোমরা حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ [অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক।] পড়তে থাক। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٢٩٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض) عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الصُّوْرُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيْهِ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالدَّارِمِىُّ)

৫২৯৪. অনুবাদ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, [কুরআনে বর্ণিত সূর] তা একটি শিং যাতে একসময় ফুৎকার দেওয়া হবে। –[তিরমিযী, আবূ দাঊদ ও দারেমী]

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٩٥ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ اَلصُّوْرُ قَالَ وَالرَّاجِفَةُ النَّفْخَةُ الْاُوْلٰى وَالرَّادِفَةُ الثَّانِيَةُ ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِىْ تَرْجَمَةِ بَابٍ)

৫২৯৫. অনুবাদ : হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاِذَا نُقِرَ فِى النَّاقُوْرِ -এর মধ্যে نَاقُوْر 'নাকূর' দ্বারা শিঙ্গা এবং يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ -এর মধ্যে رَاجِفَةٌ 'রাজেফাহ' দ্বারা প্রথম ফুৎকার এবং رَادِفَةٌ 'রাদেফাহ' দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকারের অর্থ নেওয়া হয়েছে। –[বুখারী]

وَعَنْ ٥٢٩٦ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رض) قَالَ ذَكَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَاحِبَ الصُّوْرِ وَقَالَ عَنْ يَمِيْنِهٖ جَبْرَئِيْلُ وَعَنْ يَسَارِهٖ مِيْكَائِيْلُ ـ

৫২৯৬. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শিঙ্গা ফুৎকারকারীর [অর্থাৎ ইসরাফীলের] আলোচনায় বলেছেন, তার ডান পার্শ্বে হযরত জিবরাঈল (আ.) এবং বাম পার্শ্বে হযরত মীকাঈল (আ.) থাকবেন।

وَعَنْ ٥٢٩٧ أَبِىْ رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ (رض) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُعِيْدُ اللّٰهُ الْخَلْقَ وَمَا اٰيَةُ ذٰلِكَ فِىْ خَلْقِهٖ قَالَ اَمَا مَرَرْتَ بِوَادِىْ قَوْمِكَ جَدْبًا ثُمَّ مَرَرْتَ بِهٖ يَهْتَزُّ خَضِرًا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَتِلْكَ اٰيَةُ اللّٰهِ فِىْ خَلْقِهٖ كَذٰلِكَ يُحْىِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى (رَوَاهُمَا رَزِيْنٌ)

৫২৯৭. অনুবাদ : হযরত আবূ রাযীন উকাইলী (রা.) বলেন, একদা আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিজগতকে কিভাবে পুনরত্থিত করবেন, তার মাখলুকের মধ্যে তার কোনো নিদর্শন আছে কি? তিনি বললেন, আচ্ছা বল দেখি। [খরার সময়] তুমি তোমার এলাকার কোনো বিরান মাঠের উপর দিয়ে অতিক্রম করনি? অতঃপর [বৃষ্টি বর্ষণের পরে] যখন তুমি সেই মাঠের উপর দিয়ে অতিক্রম কর তখন তা বাতাসে দোলায়িত তরতাজা ঘাস ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে যায়? আমি বললাম, হ্যাঁ দেখেছি। এবার রাসূল ﷺ বললেন, আল্লাহর সৃষ্টিজগতে এটাই তার বাস্তব নিদর্শন। অনুরূপভাবেই আল্লাহ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন। –[হাদীস দুটি রাযীন রেওয়ায়েত করেছেন]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যখন মাখলুকের শরীর বা দেহ পচে-গলে মাটি সদৃশ হয়ে যাবে তখন পুনরায় জীবিত হওয়ার কোনো বাস্তব নিদর্শন বা প্রমাণ পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে কি? যা প্রত্যক্ষ করে মনের সংশয় দূরীভূত হবে এবং ঈমান আরো সুদৃঢ় হবে। –[মাযাহেরে হক খ. ৬. পৃ. ৪১০]

بَابُ الْحَشْرِ
পরিচ্ছেদ : হাশরের বর্ণনা

"اَلْحَشْرُ" অর্থ– একত্রিত করা, জমা করা, জড়ো করা। কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুককে একস্থানে একত্রিত করা হবে। কুরআনের বহু আয়াতে এটার উল্লেখ রয়েছে। যেমন– وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا . يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا (الْآيَةَ) প্রভৃতি। আল্লামা কুরতুবী বলেছেন, হাশর সর্বমোট চারটি। দুটি দুনিয়াতে এবং অপর দুটি আখেরাতে। দুনিয়ার একটি হলো, যা সূরা হাশরে বর্ণিত হয়েছে– هُوَ الَّذِىْ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ আর দ্বিতীয়টি হলো, কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত, যা হযরত হুযায়ফা ইবনে উসাইদ (রা.) হতে ইমাম মুসলিম (র.) বর্ণনা করেছেন– فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ اِلَى الْمَغْرِبِ আর আখেরাতের প্রথমটি হলো, সমস্ত মানুষ নিজ নিজ কবর হতে উঠে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত হবে। فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا আর দ্বিতীয়টি হলো জান্নাতে অথবা জাহান্নামে জ মায়েত হওয়া। হাশরের ময়দানে কি অবস্থায় একত্রিত হবে এবং সে দিনের বিভীষিকা কিরূপ হবে, অত্র পরিচ্ছেদের হাদীসসমূহে এটারই বর্ণনা রয়েছেন।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٢٩٨ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَحْشُرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَلٰى اَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيْهَا عِلْمٌ لِاَحَدٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫২৯৮. **অনুবাদ :** হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীকে লাল-শ্বেত মিশ্রিত এমন এক সমতলভূমিতে একত্রিত করা হবে যেমন তা সাফাই করা আটার রুটির মতো। সে জমিন কারো [ঘর বা ইমারতের] কোনো চিহ্ন থাকবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ-এর অর্থ সাদা কিন্তু অধিক সাদা নয়। আর قُرْصَةُ النَّقِيِّ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে চালনি দ্বারা পরিষ্কার এবং পরিশোধনকৃত আটার রুটির ন্যায়।

وَعَنْ ٥٢٩٩ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَكُوْنُ الْاَرْضُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُبْزَةً وَاحِدَةً يَتَكَفَّأُهَا الْجَبَّارُ بِيَدِهٖ يَتَكَفَّأُ اَحَدُكُمْ خُبْزَتَهٗ فِى السَّفَرِ نُزُلًا لِاَهْلِ الْجَنَّةِ فَاَتٰى رَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَقَالَ بَارَكَ الرَّحْمٰنُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ اَلَا اُخْبِرُكَ بِنُزُلِ اَهْلِ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ بَلٰى .

৫২৯৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়ার এই জমিনটি হবে একটি রুটির ন্যায়, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে হাতর মধ্যে নিয়ে এমনভাবে উলট-পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফর অবস্থায় তাড়াহুড়া করে এই হাতে সেই হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে এবং এই রুটি দ্বারা বেহেশতবাসীরে আপ্যায়ন করা হবে। নবী করীম ﷺ-এর আলোচনা এ পর্যন্ত পৌছলে অমনি জনৈক ইহুদি এসে বলল, হে আবুল কাসেম ﷺ ! আল্লাহ তা'আলা আমাদের কল্যাণ করুন। আমি কি আপনাকে অবগত করব না যে, [আমাদের তাওরাত কিতাবে উল্লেখ আছে,] কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদেরকে কি বস্তু দ্বারা সর্বপ্রথম আপ্যায়ন করা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ বল!

قَالَ تَكُوْنُ الْاَرْضُ خُبْزَةً وَاحِدَةً كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَنَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْنَا ثُمَّ ضَحِكَ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ثُمَّ قَالَ اُخْبِرُكَ بِاِدَامِهِمْ بِالَامٍ وَالنُّوْنُ قَالُوْا وَمَا هٰذَا قَالَ ثَوْرٌ وَنُوْنٌ يَاْكُلُ مِنْ زَائِدَةِ كَبِدِهِمَا سَبْعُوْنَ اَلْفًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

সে বলল, এ জমিন হবে একটি রুটি, যেরূপ নবী করীম ﷺ বলেছিলেন, বর্ণনাকারী বলেন, ইহুদির কথা শুনে নবী করীম ﷺ আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। অতঃপর ইহুদি বলল, আমি কি আপনাকে অবগত করব না যে, তাদের সেই খাদ্যের তরকারি কি হবে? তা হবে বালাম ও নূন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, এটা আবার কী? সে বলল, ষাঁড় ও মাছ। সে দুটির কলিজার উপরের বাড়তি যে গোশ্‌ত তা সত্তর হাজার লোকে খাবে।

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অধিকাংশ বিশ্লেষক এবং আল্লামা তূরপুশতী ও তীবী (র.) প্রমুখগণ বলেন, এ হাদীসটি তার বাহ্যিক মর্মের উপর নয় বরং এর দ্বারা তুলনা দান হচ্ছে উদ্দেশ্য। আর তুলনা দানে আধিক্যের উদ্দেশ্যে خُبْزَةً থেকে হরফে তাশবীহ 'কাফ'কে রহিত করে দিয়েছেন। আর মর্ম হচ্ছে এই যে, যেমনিভাবে রুটি সাদা এবং গোল এবং উঁচু-নিচুহীন সমতল হয়ে থাকে এমনিভাবে কিয়ামতের দিবসে পৃথিবী গোল এবং সমান সমতল হবে। আর এতে পরোক্ষভাবে জান্নাতের নিয়ামতের মর্যাদা প্রকাশ হয়ে গেল। অর্থাৎ যখন প্রাথমিক নাস্তা পৃথিবীর ন্যায় বড় তাহলে অন্যান্য নিয়ামতসমূহের কি অবস্থা হবে? যদি তুলনা উদ্দেশ্য না হয় তাহলে অর্থ সঠিক হয় না। এজন্য যে, বিশুদ্ধতম হাদীসসমূহে উল্লেখ হয়ে থাকে যে, সমস্ত জমিনকে অগ্নি দ্বারা পরিপূর্ণ করে জাহান্নামের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হবে। তাহলে পৃথিবী কেমন করে রুটি হবে। কিন্তু কোনো কোনো আলিম এ হাদীসকে তার বাহ্যিক মর্মের উপর প্রয়োগ করে থাকেন। যেহেতু পৃথিবীর মধ্যে সবধরনের খাদ্য এবং ফল-ফলাদির উৎস বিদ্যমান রয়েছে। আর মানুষের সাথে পরিচিত এবং অভ্যস্ত। এজন্য এ পৃথিবীকে চালনি দ্বারা পরিষ্কার করে সমস্ত ময়লা-আবর্জনা এবং পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে রুটি বানিয়ে জান্নাতবাসীদের সামনে নাস্তা স্বরূপ পেশ করা হবে। তাহলে নিজের প্রিয়, অভ্যস্ত বস্তুসমূহ পেয়ে স্বাদ ভোগ করবে– مَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ
ইহুদির কথাটি হুবহু নবী করীম ﷺ -এর কথারই সমর্থন ছিল, তাই তিনি হেসেছিলেন। হিব্রু ভাষায় ষাড় বা গরুকে 'বালাম' বলে।

٥٣٠٠ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰى ثَلٰثِ طَرَائِقَ رَاغِبِيْنَ رَاهِبِيْنَ وَاثْنَانِ عَلٰى بَعِيْرٍ وَثَلٰثَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَاَرْبَعَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَعَشَرَةٌ عَلٰى بَعِيْرٍ وَتَحْشُرُ بَقِيَّتَهُمُ النَّارُ تَقِيْلُ مَعَهُمْ حَيْثُ قَالُوْا وَتَبِيْتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوْا وَتُصْبِحُ مَعَهُمْ حَيْثُ اَصْبَحُوْا وَتُمْسِىْ مَعَهُمْ حَيْثُ اَمْسَوْا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩০০. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [কিয়ামতের দিন] তিন প্রকার মানবমণ্ডলীর হাশর হবে। জান্নাতের আকাঙ্ক্ষী, জাহান্নাম হতে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর একদল হবে এক উটে [সওয়ারিতে] দুজন কোনো একটিতে তিনজন, কোনো এক উটে চারজন, আবার কোনো এক উটে দশজন পালাক্রমে আরোহণ করবে। অবশিষ্ট আরেক দল তাদেরকে আগুনে একত্রিত করবে। দিনের বেলায় তারা যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও তথায় তাদের সাথে অবস্থান করবে। তারা রাতে যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও তথায় তাদের সঙ্গে রাত্রে অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে ভোরে ও সন্ধ্যায় তারা যেখানে থাকবে, আগুনও তাদের সঙ্গে সেখানে থাকবে। [অর্থাৎ আগুন তাদের সঙ্গ হতে পৃথক হবে না।]

–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আল্লামা খাত্তাবী (র.) বলেন, আগুন তাদেরকে একত্রিত করার ঘটনা কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়াতেই ঘটবে। আবার কোনো কোনো আলেমতের মতে এটা হাশরের মাঠে সংঘটিত হবে। ইমাম গাযালী (র.) বলেন, কবর হতে বের হওয়ার সাথে সাথেই আগুন কাফেরদেরকে ধাওয়া করে একত্রিত করবে।

٥٣٠١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ وَاَوَّلُ مَنْ يُّكْسٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِبْرَاهِيْمُ وَاِنَّ نَاسًا مِنْ اَصْحَابِىْ يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ اُصَيْحَابِىْ اُصَيْحَابِىْ فَيَقُوْلُ اِنَّهُمْ لَنْ يَّزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩০১. **অনুবাদ :** হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, [হে লোক সকল!] কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন– كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ الْاٰيَةَ [অর্থাৎ 'আমি তোমাদেরকে পুনরায় আমার কাছে ফিরিয়ে আনব যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি, যা আমি অবশ্যই পূরণ করব।' অতঃপর তিনি বললেন,] সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরিধান করানো হবে, তিনি হবেন হযরত ইবরাহীম (আ.)। তিনি আরো বলেছেন, আমি দেখব যে, আমার উম্মতের কিছুসংখ্যক লোককে পাকড়াও করে বামদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন আমি বলব, তারা যে আমার উম্মতের কিছু লোক, তারা যে আমার উম্মতের কিছু লোক। [তাদেরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?] যখন হতে আপনি তাদেরকে রেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছেন, তখন হতেই তারা দীনকে পরিত্যাগ করে উল্টা পথে চলেছিল। নবী করীম ﷺ বলেন, 'আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিনই আমি তাদের অবস্থা অবগত ছিলাম ..... আপনি সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী' পর্যন্ত। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : কোনো কোনো আলিম বলেন, আমাদের নবী করীম ﷺ কাপড় থেকে পৃথক হবেন না; বরং তাঁকে যে কাপড়ের মধ্যে দাফন করা হয়েছে এ কাপড়ের মধ্যে পুনরুত্থিত করা হবে। তাঁর শরীরকে যেমনিভাবে মাটির উপর ভক্ষণকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে এমনিভাবে তার কাফনকেও মাটি খেতে পারে না। আর মিরকাতের রচয়িতা তো বলেন যে, সমস্ত আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) বরং সমস্ত আউলিয়ায়ে কেরামদেরকে কবরসমূহ হতে উলঙ্গ 'বস্ত্রহীনাবস্থায়' উঠানো হবে কিন্তু সাথে সাথে তাদের উপর তাদের কাফন ঢেলে দেওয়া হবে। তাদের গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে বরং তাদের নিজেদের সামনে প্রকাশ হবে না। অতঃপর উষ্ট্রের উপর আরোহণ করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হবে। এরপর সাধারণ পোশাক পরানো হবে। এ সময় সর্বপ্রথম হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে পরানো হবে। আর এ আংশিক মর্যাদার কারণ হচ্ছে যে, সর্বপ্রথম আল্লাহর রাস্তায় সন্তুষ্টি অর্জনার্থে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কেই উলঙ্গ করা হয়েছিল, যখন তাঁকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। অথবা এজন্য যে, তিনি সর্বপ্রথম ফকিরদেরকে পোশাক-পরিচ্ছদ দান করেছিলেন। অথবা এজন্য যে, তিনি নবী করীম ﷺ-এর পিতা হওয়ার দরুন পিতৃত্বের সম্মান প্রদর্শানার্থে তাঁকে প্রথম পোশাক পরিধান করানো হয়েছে।

٥٣٠٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا .

৫৩০২.**অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে।

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ جَمِيْعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ اَلْاَمْرُ اَشَدُّ مِنْ اَنْ يَّنْظُرَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারী পুরুষ সকলে কি একজন আরেকজনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! সে সময়টি এত ভয়ঙ্কর হবে যে, কেউ কারো প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশই পাবে না। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٠٣ اَنَسٍ (رضـ) اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ اَلَيْسَ الَّذِىْ اَمْشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِى الدُّنْيَا قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهٗ عَلٰى وَجْهِهٖ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩০৩. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে মুখের উপরে হাঁটিয়ে একত্রিত করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে দুই পায়ে চালিয়েছিলেন তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে মুখের উপর চালানোর ক্ষমতা রাখেন না? –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٠٤ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضـ) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَلْقٰى اِبْرَاهِيْمُ اَبَاهُ اٰزَرَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَعَلٰى وَجْهِ اٰزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ فَيَقُوْلُ لَهٗ اِبْرَاهِيْمُ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ لَا تَعْصِنِىْ فَيَقُوْلُ لَهٗ اَبُوْهُ فَالْيَوْمَ لَا اَعْصِيْكَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ يَا رَبِّ اِنَّكَ وَعَدْتَّنِىْ اَنْ لَا تُخْزِنِىْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ فَاَىُّ خِزْيٍ اَخْزٰى مِنْ اَبِى الْاَبْعَدِ فَيَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنِّىْ حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ ثُمَّ يُقَالُ لِاِبْرَاهِيْمَ مَا تَحْتَ رِجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَاِذَا هُوَ بِذِيْخٍ مُتَلَطِّخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائِمِهٖ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ . (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৩০৪. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত ইবরাহীম (আ.) তার পিতা আযরের সাক্ষাৎ পাবেন। তখন আযরের চেহারা হবে কালো ধুলাবালি মিশ্রিত। তখন হযরত ইবরাহীম (আ.) তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে [দুনিয়াতে] বলেছিলাম না যে, আপনি আমার কথা অমান্য করবেন না? তখন তাঁর পিতা তাঁকে বলবেন, আজ আমি তোমার নাফরমানি করব না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.) বলবেন, হে প্রতিপালক! আপনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, হাশরের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। অথচ আজ আমার পিতা আল্লাহর রহমত হতে বঞ্চিত, সুতরাং এটা অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা ও অপমান আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে রেখেছি। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে বলা হবে, তুমি তোমার পায়ের তলার দিকে তাকাও। তিনি সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই হঠাৎ দেখবেন যে, তাঁর সম্মুখে কাদা গোবরে লণ্ডভণ্ড শৃগাল আকৃতির একটি নিকৃষ্ট পশু দাঁড়িয়ে আছে। তখনি তাকে চার পা ধরে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে। –[বুখারী]

وَعَنْهُ ٥٣٠٥ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعْرَقُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يَذْهَبَ عِرْقُهُمْ فِى الْاَرْضِ سَبْعِيْنَ ذِرَاعًا وَيُلْجِمُهُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ اٰذَانَهُمْ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩০৫. **অনুবাদ :** হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে, এমনকি তাদের ঘাম জমিনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাবে, এমনকি তা কর্ণদ্বয় পর্যন্ত পৌঁছে লাগামে পরিণত হবে। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنِ ٥٣٠٦ الْمِقْدَادِ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتّٰى تَكُوْنَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيْلٍ فَيَكُوْنُ النَّاسُ عَلٰى قَدْرِ اَعْمَالِهِمْ فِى الْعِرْقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَّكُوْنُ اِلٰى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُمُ الْعَرَقُ اِلْجَامًا وَاَشَارَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِيَدِهٖ اِلٰى فِيْهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩০৬. **অনুবাদ :** হযরত মিকদাদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি নিকটে করে দেওয়া হবে। এমনকি তা প্রায় এক মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে। সুতরাং তখন তার তাপে মানব সম্প্রদায় আপন আপন আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। কারো ঘাম টাখনু পর্যন্ত হবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত। কারো কোমর পর্যন্ত আর কারো জন্য এ ঘাম লাগাম পর্যন্ত হয়ে যাবে [অর্থাৎ তার মুখের ভিতরে লাগামের ন্যায় ঢুকে যাবে।] এ কথাটি বলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের মুখের দিকে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। –[মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣٠٧ اَبِىْ سَعِيْدِنِ الْخُدْرِيِّ (رض) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا اٰدَمُ فَيَقُوْلُ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ قَالَ اَخْرِجْ بَعْثَ النَّارِ قَالَ وَمَا بَعْثُ النَّارِ قَالَ مِنْ كُلِّ اَلْفٍ تِسْعَ مِائَةٍ وَّتِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ فَعِنْدَهٗ يَشِيْبُ الصَّغِيْرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكٰرٰى وَمَا هُمْ بِسُكٰرٰى وَلٰكِنَّ عَذَابَ اللّٰهِ شَدِيْدٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاَيُّنَا ذٰلِكَ الْوَاحِدُ قَالَ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ ـ

৫৩০৭. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা নবী করীম ﷺ বলেছেন, [কিয়ামতের দিন] আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আ.)-কে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আদম! আদম (আ.) জবাব দিয়ে বলবেন, হে আমার প্রভু! আমি হাজির! আপনার আনুগত্যই আমার জন্য সৌভাগ্য। সমস্ত কল্যাণ আপনারই হাতে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, [তোমার আওলাদের মধ্য হতে] জাহান্নামের দলকে বের কর। হযরত আদম (আ.) বলবেন, জাহান্নামের দলে কতজন? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বইজন। এ সময় শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে নেশাগ্রস্ত, বস্তুত তারা নেশাগ্রস্ত নয়, বরং আল্লাহর আজাবই কঠিন। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মধ্য হতে কে হবে সেই একজন? তিনি বললেন, [তোমরা ভয় পাচ্ছে কেন?] বরং তোমরা এ সুসংবাদ জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্য হতে

رَجُلًا وَمِنْ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ اَلْفٌ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا رُبْعَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ اَرْجُوْا اَنْ تَكُوْنُوْا ثُلُثَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا فَقَالَ اَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا قَالَ مَا اَنْتُمْ فِى النَّاسِ اِلَّا كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَبْيَضَ اَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِىْ جِلْدِ ثَوْرٍ اَسْوَدَ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

একজন এবং ইয়াজূজ-মাজূজদের হতে এক হাজার। অতঃপর রাসূল ﷺ বলবেন, সে মহান সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ। আবূ সাঈদ বলেন, একথা শুনে আমরা সকলে 'আল্লাহু আকবার' বলে উঠলাম। অতঃপর বললেন, আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাতিদের এক তৃতীয়াংশ। তখন আমরা আবার বললাম 'আল্লাহু আকবার'। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতিদের অর্ধেক। এ কথা শুনে আমরা আবার বললাম 'আল্লাহু আকবার'। অতঃপর তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে যেমন একটি সাদা গরুর চামড়ার মধ্যে একটি কালো পশম অথবা একটি কালো গরুর চামড়ার মধ্যে একটি সাদা পশম। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, بَعْثُ النَّارِ [অর্থাৎ জাহান্নামের দল] হাজারের মধ্যে নয়শত নিরান্নব্বইজন হবে আর একজন জান্নাতি হবে। কিন্তু হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, একশত এর মধ্যে নিরান্নব্বইজন জাহান্নামি হবে আর একজন জান্নাতি হবে। তাই এর সহজ জবাব হচ্ছে যে, উভয় হাদীসের মাধ্যমে কোনো বিশেষ সংখ্যা বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহান্নামবাসী কাফেরদের আধিক্য এবং জান্নাতবাসী মুমিনদের স্বল্পতা বর্ণনা করা। [এমনিভাবে কারমানী (র.) বলেছেন।]

আর কেউ কেউ বলেছেন, ইয়াজূজ ও মাজূজদেরকে শামিল করে হযরত আবূ সাঈদ (রা.)-এর হাদীসের মধ্যে হাজারের মধ্যে নয়শত নিরানব্বইজনকে জান্নাতবাসী করা হয়েছে। আর তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে কাফেরদের একশত এর মধ্যে নিরানব্বইজন বলা হয়েছে। অতএব কোনো বিরোধ নেই।

আবার কেউ কেউ বলেছেন, হযরত আবূ সাঈদ (রা.)-এর হাদীসে কাফের এবং পাপিষ্ট মুমিনদেরকে মিলিয়ে হাজার বলা হয়েছে। আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর হাদীসে শুধুমাত্র পাপিষ্ট মুমিনদের প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

قَوْلُهٗ اَبْشِرُوْا فَاِنَّ مِنْكُمْ رجلا ومن يأجوج ومأجوج الف : মর্ম হচ্ছে এই যে, ইয়াজূজ ও মাজূজের সংখ্যা এত অধিক হবে যে, তোমাদের একজন বিপরীতে তাদের সংখ্যা হাজার হবে। অতএব বেহেশতী হাজারের মধ্য হতে একজন হলে তবুও তারা জাহান্নামবাসীদের থেকে অধিক হবে। আর এটা আল্লাহর নৈকট্যতম ফেরেশতা এবং 'হুরে ঈন'-কে মুক্ত করে হবে। আর শুধু মানুষ থেকে জান্নাতি কম এবং জাহান্নামি অধিক হবে না। যেমন অতিবাহিত হয়ে গেছে। অতএব হাদীস দ্বয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই। (وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

وَعَنْهُ ٥٣٠٨ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهٖ فَيَسْجُدُ لَهٗ كُلُّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَيَبْقٰى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِى الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ فَيَعُوْدُ ظَهْرُهٗ طَبَقًا وَاحِدًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩০৮. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, [কিয়ামতের দিন] যখন আমাদের পরওয়ারদিগর পায়ের গোছা উন্মোচিত করবেন, তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ সকলেই তাঁকে সেজদা করবে। আর বিরত থাকবে ঐ সকল লোক যারা দুনিয়াতে রিয়া ও শুনানোর জন্য সেজদা করত, তারা সেজদা করতে চাইবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ ও কোমর একটি কাষ্ঠফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। -[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : উক্ত হাদীসে كَشْفُ سَاقٍ দ্বারা اَلْاٰيَةَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। এটা একটি আরবি প্রবাদ বাক্য। বিপৎসংকুল দিনকে 'কাশফে সাক দিবস' বলা হয়। অন্যথা سَاقٌ অর্থ গোছা। পায়ের হাঁটুর নিচের অংশ। এখানে এ শব্দ দ্বারা আল্লাহর বিশেষ তাজাল্লী বুঝানো হয়েছে।

٥٣٠٩ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَيَأْتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ وَقَالَ اقْرَءُوْا فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩০৯. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন খুব মোটাতাজা একজন বড় লোক আসবে। কিন্তু আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা একটি মশার পাখার সমানও হবে না। অতঃপর তিনি এটার প্রমাণস্বরূপ বললেন, তোমরা এই আয়াতটি পাঠ কর– فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا অর্থাৎ আমি কিয়ামতের দিন কাফেরদের জন্য কোনো সম্মান ও মূল্য দেব না। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : "اَلْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ" অর্থ দেহ-স্বাস্থ্যও হতে পারে অথবা মালসম্পদে কিংবা দুনিয়াবি পদ মর্যাদায় খুব প্রভাবশালী ব্যক্তিও হতে পারে। এটাও প্রণিধানযোগ্য যে, কাফের মুশরিকগণ বিনা হিসেবে জাহান্নামে যাবে। অবশ্য হিসাবের মীজান মুমিনে কামেল, লোক দেখান ইবাদতকারী ও মুনাফিকদের জন্য স্থাপন করা হবে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣١٠ - عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هٰذِهِ الْاٰيَةَ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا اَخْبَارُهَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ اَخْبَارَهَا اَنْ تَشْهَدَ عَلٰى كُلِّ عَبْدٍ وَاَمَةٍ بِمَا عَمِلَ عَلٰى ظَهْرِهَا اَنْ تَقُوْلَ عَمِلَ عَلَىَّ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَهٰذِهٖ اَخْبَارُهَا . (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ هٰذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ)

৫৩১০. **অনুবাদ** : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন– يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا [অর্থাৎ কিয়ামতের দিন জমিন তার বৃত্তান্তসমূহ প্রকাশ করে দেবে।] অতঃপর বললেন, তোমরা কি জান, জমিনের বৃত্তান্ত কি? সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, জমিনের বক্তব্য হলো, প্রত্যেক পুরুষ ও প্রত্যেক নারী সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দেবে যে, সে তার পৃষ্ঠে অবস্থানকালে কি কি কর্মকাণ্ড করেছে। তা এভাবে বলবে যে, অমুকে অমুক কাজটি অমুক দিন করেছে। এটাই জমিনের বৃত্তান্ত। –[আহমদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।]

وَعَنْ ٥٣١١ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْ اَحَدٍ يَمُوْتُ اِلَّا نَدِمَ قَالُوْا وَمَا نَدَامَتُهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِنْ كَانَ مُحْسِنًا نَدِمَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ اِزْدَادَ وَاِنْ كَانَ مُسِيْئًا نَدِمَ اَنْ لَّا يَكُوْنَ نَزَعَ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৩১১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই অনুশোচনার কারণ কী? তিনি বললেন, যদি সে নেককার হয়, তখন এজন্য অনুতপ্ত হয় যে, কেন সে পুণ্যের কাজ আরো অধিক করেনি। আর যদি বদকার হয়, তখন এজন্য লজ্জিত হয় যে, কেন সে নিজেকে মন্দ কাজ হতে বিরত রাখেনি। –[তিরমিযী]

وَعَنْ ٥٣١٢ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثَلٰثَةَ اَصْنَافٍ صِنْفًا مُشَاةً وَصِنْفًا رُكْبَانًا وَصِنْفًا عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ يَمْشُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ قَالَ اِنَّ الَّذِىْ اَمْشَاهُمْ عَلٰى اَقْدَامِهِمْ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّمْشِيَهُمْ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَمَا اِنَّهُمْ يَتَّقُوْنَ بِوُجُوْهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ ـ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

৫৩১২. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে তিন ভাগে একত্রিত করা হবে। একদল আসবে পদব্রজে, দ্বিতীয় দল আসবে সওয়ারিতে এবং তৃতীয় দল আসবে নিজেদের মুখের উপরে ভর করে। জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা নিজেদের চেহারার উপরে ভর করে কিভাবে চলবে। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই যিনি তাদেরকে পদযুগলে চালিত করতে পারেন, তিনি তাদেরকে চেহারার উপরে ভর দিয়ে চালাবার ক্ষমতাও রাখেন। তোমরা জেনে রাখ! তারা নিজেদের মুখের উপরে চলাকালে প্রতিটি টিলা-টংকর ও কাঁটা-কুটা ইত্যাদি হতে আত্মরক্ষা করে চলবে। –[তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : দুনিয়াতে যে সমস্ত লোক আল্লাহর সম্মুখে মাথা নত করেনি, নিজ চেহারা দ্বারা সেজদা করেনি ঐ দিন সে চেহারা দ্বারা হাঁটিয়ে তাদেরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হবে।

وَعَنْ ٥٣١٣ ابْنِ عُمَرَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ كَاَنَّهُ رَأْىَ عَيْنٍ فَلْيَقْرَأْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَاِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ وَاِذَا السَّمَاۤءُ انْشَقَّتْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ)

৫৩১৩. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দৃশ্যটি এমনভাবে প্রত্যক্ষ করতে পছন্দ করে যে, তা তার চক্ষুর সামনে উপস্থিত সে যেন اِذَا السَّمَاۤءُ اِذَا السَّمَاۤءُ انْفَطَرَتْ এবং اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ انْشَقَّتْ এ সূরা কয়েকটি [মর্ম বুঝে] পাঠ করে। –[আহমদ ও তিরমিযী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : এ সূরাগুলোতে কিয়ামতের দিন ও সে দিনের বিভীষিকার আলোচনা রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

٥٣١٤ - عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ اِنَّ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ ﷺ حَدَّثَنِىْ اَنَّ النَّاسَ يُحْشَرُوْنَ ثَلٰثَةَ اَفْوَاجٍ فَوْجًا رَاكِبِيْنَ طَاعِمِيْنَ كَاسِيْنَ وَفَوْجًا يَسْحَبُهُمُ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ وَفَوْجًا يَمْشُوْنَ وَيَسْعَوْنَ وَيُلْقِى اللّٰهُ الْاٰفَةَ عَلَى الظَّهْرِ فَلَا يَبْقٰى حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ لَتَكُوْنُ لَهُ الْحَدِيْقَةُ يُعْطِيْهَا بِذَاتِ الْقَتَبِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا . (رَوَاهُ النَّسَائِىُّ)

৫৩১৪. **অনুবাদ :** হযরত আবূ যর (রা.) বলেন, সত্যবাদী সত্যায়িত ﷺ আমাকে বর্ণনা করেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে তিন দলে একত্রিত করা হবে। একদল হবে আরোহী, খাওয়াদাওয়ায় পরিতৃপ্ত ও কাপড়চোপড়ে আচ্ছাদিত। আরেক দল হবে এমন যাদেরকে ফেরেশতাকুল মুখের উপরে হিঁচড়িয়ে দোজখের দিকে নিয়ে যাবে। আরেক দল হবে, যারা পদব্রজে চলবে এবং দৌড়াতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা সওয়ারির উপর বিপদ আপতিত করবেন। এটা হতে কোনোটিই নিরাপদ থাকবে না। এমনকি যে একটি বাগানের মালিক সে উক্ত বাগানের বিনিময়ে সওয়ারির জন্য হাওদাসহ একটি উট পেতে চাইলেও তা পেতে সক্ষম হবে না। –[নাসাঈ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** কারো কারো মতে এ হাদীসের শেষ অংশটি কিয়ামতের সাথে সম্পর্কিত নয় বরং কিয়ামতের পূর্বে মানুষর উপর বিভিন্ন ধরনের বিপদাপদ আপতিত হওয়ার প্রতি এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

بَابُ الْحِسَابِ وَالْقِصَاصِ وَالْمِيْزَانِ
পরিচ্ছেদ : হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের মর্যাদা

"اَلْحِسَابُ" -এর অর্থ হচ্ছে– আমলসমূহের যাচাই-বাছাই করা আর "اَلْقِصَاصُ" -এর অর্থ হচ্ছে– অবিকল প্রতিশোধ গ্রহণ করা। অর্থাৎ কেউ হত্যা অথবা আঘাত করল অথবা প্রহার করল। তারপর অন্যজনও এমনিভাবে হত্যাকারীদের হত্যা করা প্রহারকারীকে প্রহারা ইত্যাদি। হিসাব মানুষদের মধ্যে হবে আর প্রতিশোধ অধিকাংশ জীবজন্তুসমূহের মধ্যে হবে। যদিও কিছু কিছু মানুষের মধ্যেও হবে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত তথা জমহুর ওলামাদের ইজমা বা ঐকমত্য যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ হতে দুনিয়ার জিন্দেগির কৃত সমস্ত কাজ ও কথার, মালসম্পদের হিসাব-নিকাশ নেওয়া হবে, মজলুম জালিম হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে এবং নেকি ও বদি সবকিছু পাল্লায় ওজন করা হবে। কুরআন ও হাদীসে এটার বহু প্রমাণ রয়েছে।

اَلْفَصْلُ الْاَوَّلُ : প্রথম অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٣١٥ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَيْسَ اَحَدٌ يُحَاسِبُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِلَّا هَلَكَ قُلْتُ اَوَلَيْسَ يَقُوْلُ اللّٰهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا فَقَالَ اِنَّمَا ذٰلِكَ الْعَرْضُ وَلٰكِنْ مَنْ نُوْقِشَ فِى الْحِسَابِ يَهْلِكُ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩১৫. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেওয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। [আয়েশা (রা.) বলেন,] আমি বললাম, আল্লাহ তা'আলা কি [খাঁটি মুমিনের সম্পর্কে] তা বলেননি, অচিরেই তার নিকট হতে সহজ হিসাব নেওয়া হবে। উত্তরে তিনি বললেন, সেটা হলো শুধু পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবেই।
–[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** রাসূল ﷺ -এর এ কথা হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর বুঝে আসেনি যে, এটা কুরআনে কারীমের স্পষ্ট আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক, যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتَابَهٗ بِيَمِيْنِهٖ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا [অর্থাৎ যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে।' আর রাসূল ﷺ ব্যাপকাকারে বলছেন যে, যার থেকেই হিসাব নেওয়া হবে সেই ধ্বংস হয়ে যাবে।] সুতরাং কুরআনের মাফিক সহজ হিসাব কেমন করে হলো?

তাই রাসূল ﷺ জবাব দিয়েছেন যে, সহজ হিসাব দ্বারা আমলসমূহ পেশ করা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ শুধু তাঁর সামনে [আমলসমূহকে] তুলে ধরা হবে। আর সে স্বীকার করবে এর উপর কোনো প্রকার জিজ্ঞাসা হবে না। যেমন– রাসূল ﷺ হিসাবকে দুভাগে বিভক্ত করেছেন।

প্রথম হচ্ছে আভিধানিক অর্থে হিসাব যার মধ্যে কোনো প্রকারের জিজ্ঞাসা হবে না। আর একেই কুরআনে কারীমে বর্ণনা করা হয়েছে।

আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে পারিভাষিক অর্থ অনুযায়ী হিসাব যার মধ্যে কড়াক্রান্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। যে তুমি এটা কেন করলে? যাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব [বা যাচাই-বাছাই] বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। আর একেই রাসূল ﷺ বলেছেন– مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابُ يَهْلِكُ

আর কেউ কেউ বলেছেন যে, রাসূল ﷺ -এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, কুরআনে কারীম যে হিসাবকে সহজ হিসাব দ্বারা বিশ্লেষণ করেছে তা মূলত হিসাবই নয় বরং এর নাম হচ্ছে পেশ করা, তুলে ধরা। অর্থাৎ ক্ষমার সুসংবাদের সাথে বান্দার সামনে ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরা হবে। তাহলে যেন আল্লাহর অনুগ্রহ, দয়া এবং অনুকম্পার উপর [বান্দা] সন্তুষ্ট হয় এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। থাকল প্রকৃত হিসাব তাই এটাতো পুঙ্খানুপুঙ্খ যাচাই-বাছাই থেকে খালি হয়নি। [যেমন– সিন্ধী বলেছেন।]

وَعَنْ ٥٣١٦ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ وَلَا حِجَابٌ يَحْجُبُهُ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩১৬. অনুবাদ : হযরত আলী ইবনে হাতেম (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার রব কথাবার্তা বলবেন না। তার ও তার রবের মধ্যখানে কোনো দোভাষী এবং এমন কোনো পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড়াল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে, তখন পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুইণ দেখতে পাবে না। আবার বামে তাকাবে, তখন পূর্বে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আর সম্মুখের দিকে তাকালে দোজখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা একেবারে চেহারার সম্মুখে অবস্থিত। সুতরাং খেজুরের বিনিময়ে হলেও দোজখ হতে বাঁচতে চেষ্টা কর। –[বুখারী ও মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : অর্থাৎ যখন এটা বুঝতে পেরেছ, তখন এক টুকরা খেজুর পরিমাণও কারো প্রতি জুলুম করো না। অথবা যখন সেদিন নেক আমল ছাড়া অন্য কিছুই তোমার উপকারের আসবে না, তখন এক টুকরা খেজুর সদকা করে হলেও নেকি অর্জন কর।

وَعَنْ ٥٣١٧ ابْنِ عُمَرَ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُوْلُ اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا اَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَيَقُوْلُ نَعَمْ اَىْ رَبِّ حَتّٰى قَرَّرَهُ بِذُنُوْبِهِ وَرَاٰى فِىْ نَفْسِهِ اَنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَالَ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِى الدُّنْيَا وَاَنَا اَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطٰى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَاَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُوْنَ فَيُنَادىٰ بِهِمْ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ـ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৫৩১৭. অনুবাদ : হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, [কিয়ামতের দিন] আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে নিজের নিকটবর্তী করবেন এবং আল্লাহ তা'আলা নিজ বাজু তার উপরে রেখে তাকে ঢেকে নেবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সে বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি! এ গুনাহটি তুমি করেছ কি? এ গুনাহটি সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি? সে বলবে, হ্যাঁ, হে আমার রব! আমি অবগত আছি। শেষ নাগাদ এক একটি করে তার কৃত সমস্ত গুনাহের স্বীকৃতি আদায় করবেন। এদিকে সে বান্দা মনে মনে ধারণা করবে যে, সে এই সমস্ত অপরাধের কারণে নির্ঘাত ধ্বংস হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এ সমস্ত অপরাধ ঢেকে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মাফ করে তোমাকে নাজাত দেব। অতঃপর তাকে নেকির আমলনামা দেওয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সম্মুখে আনয়ন করা হবে এবং উচ্চৈঃস্বরে এ ঘোষণা দেওয়া হবে– এরা তারা, যারা আপন পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করত। জেনে রাখ, এ সমস্ত জালেমদের উপর আজ আল্লাহর লানত। –[বুখারী ও মুসলিম]

وَعَنْ ٥٣١٨ أَبِىْ مُوْسٰى (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ دَفَعَ اللّٰهُ إِلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَيَقُوْلُ هٰذَا فِكَاكُكَ مِنَ النَّارِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩১৮. অনুবাদ : হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলমানকে এক একটি করে ইহুদি অথবা নাসারা প্রদান করবেন, অতঃপর বলবেন, এটা দোজখ হতে তোমার নিষ্কৃতির বিনিময়। –[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহ তা'আলা জান্নাত ও জাহান্নামের উভয় স্থানে তার বাসস্থান রেখেছেন। ইহুদি ও নাসারা এবং কাফের সম্প্রদায় তাদের আমলের কারণে বেহেশতের স্থান হারাবে এবং ঐগুলো মুমিন বান্দা লাভ করবে। এটার বিনিময়ে মুমিনদের জন্য জাহান্নামের নির্ধারিত স্থান কাফেরদের জন্য অতিরিক্ত শাস্তি হিসেবে বর্ধিত হবে। উক্ত হাদীসে এটার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

وَعَنْ ٥٣١٩ أَبِىْ سَعِيْدٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُجَاءُ بِنُوْحٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُقَالُ لَهُ هَلْ بَلَّغْتَ فَيَقُوْلُ نَعَمْ يَا رَبِّ فَتُسْئَلُ أُمَّتُهُ هَلْ بَلَّغَكُمْ فَيَقُوْلُوْنَ مَا جَاءَنَا مِنْ نَذِيْرٍ فَيُقَالُ مَنْ شُهُوْدُكَ فَيَقُوْلُ مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَيُجَاءُ بِكُمْ فَتَشْهَدُوْنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ـ (رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ)

৫৩১৯. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ [খুদরী (রা.)] হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ.)-কে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কি আমার হুকুম আহকাম মানুষদের কাছে পৌঁছিয়েছিলে? তিনি বলবেন, হ্যাঁ, পৌঁছিয়েছিলাম হে আমার রব! তখন তার উম্মতগণকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তিনি কি তোমাদেরকে [আমার হুকুম-আহকাম] পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন? তারা বলবে, আমাদের কাছে [এ দিন সম্পর্কে] কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন হযরত নূহ (আ.)-কে বলা হবে, তোমার সাক্ষী কে আছে? উত্তরে হযরত নূহ (আ.) বলবেন, মুহাম্মদ ﷺ ও তাঁর উম্মতগণ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন তোমাদেরকে উপস্থিত করা হবে এবং তোমরা এ সাক্ষ্য দেবে যে, অবশ্যই হযরত নূহ (আ.) তাঁর উম্মতের নিকট আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এ আয়াতটি পাঠ করলেন– অর্থাৎ আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থি উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতিরে সাক্ষী হতে পার। আর রাসূল [হযরত মুহাম্মদ ﷺ] তোমাদের জন্য সাক্ষী হন। –[বুখারী]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : হযরত নূহ (আ.) যে তাঁর জাতি ও উম্মতের নিকট তাবলীগ করেছেন, আর তারা হযরত নূহ (আ.)-এর সাথে যে আচরণ করেছে, তার বিস্তারিত বর্ণনা কুরআনে কারীমে রয়েছে, তার ভিত্তিতে আমরা তার পক্ষে সাক্ষ্য দেব এবং রাসূল ﷺ আমাদের সাফাই সাক্ষী প্রদান করবেন।

وَعَنْ ٥٣٢٠ اَنَسٍ (رض) قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَضَحِكَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُوْنَ مِمَّا اَضْحَكُ قَالَ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ يَقُوْلُ يَا رَبِّ اَلَمْ تُجِرْنِيْ مِنَ الظُّلْمِ قَالَ يَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ فَاِنِّيْ لَا اُجِيْرُ عَلٰى نَفْسِيْ اِلَّا شَاهِدًا مِنِّيْ قَالَ فَيَقُوْلُ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيْدًا وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِيْنَ شُهُوْدًا قَالَ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ فَيُقَالُ لِاَرْكَانِهِ اِنْطِقِيْ قَالَ فَتَنْطِقُ بِاَعْمَالِهِ ثُمَّ يُخَلّٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ قَالَ فَيَقُوْلُ بُعْدًا لَكُنَّ وَسُحْقًا فَعَنْكُنَّ كُنْتُ اُنَاضِلُ . (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

৫৩২০. অনুবাদ : হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন বান্দা যে তার রবের সাথে সরাসরি কথা বলবে, সে কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, আয় রব! তুমি কি আমাকে জুলুম হতে নিরাপত্তা দান করনি? আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, তখন বান্দা বলবে, আজ আমি আমার সম্পর্কে আপনজন ব্যতীত আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসেবে এবং কেরামান কাতেবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দেবেন এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে বলা হবে তোমরা [কে কখন কি কি কাজ করেছ] বল। তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহ তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে দেবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেওয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গসমূহকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দুর্ভাগা অঙ্গসমূহ! তোরা দূর হ! তোদের ধ্বংস হোক! তোদের জন্যই তো আমি আমার রবের সাথে ঝগড়া করছিলাম।

–[মুসলিম]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** বান্দা ধারণা করবে যে, স্বীয় অঙ্গ তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। মানুষের এ নির্বুদ্ধিতার কথা স্মরণ করেই রাসূল ﷺ হেসেছিলেন।

وَعَنْ ٥٣٢١ اَبِيْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ نَرٰى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ قَالَ هَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الشَّمْسِ فِي الظَّهِيْرَةِ لَيْسَتْ فِيْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لَا قَالَ فَهَلْ تُضَارُّوْنَ فِيْ رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِيْ سَحَابَةٍ قَالُوْا لَا .

৫৩২১. অনুবাদ : হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, দ্বিপ্রহরে মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের মধ্যে পরস্পরে বাধা সৃষ্টি হয়? তারা বললেন, না। তিনি আরো বললেন, মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ণ চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো প্রকারের অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না।

قَالَ فَوَ الَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ اِلَّا كَمَا تُضَارُّوْنَ فِىْ رُؤْيَةِ اَحَدِهِمَا قَالَ فَيَلْقَى الْعَبْدَ فَيَقُوْلُ اَىْ فُلْ اَلَمْ اُكْرِمْكَ وَاُسَوِّدْكَ وَاُزَوِّجْكَ وَاُسَخِّرْ لَكَ الْخَيْلَ وَالْاِبِلَ وَاَذَرْكَ تَرْاَسُ وَتَرْبَعُ فَيَقُوْلُ بَلٰى قَالَ فَيَقُوْلُ اَفَظَنَنْتَ اَنَّكَ مُلَاقِىَّ فَيَقُوْلُ لَا فَيَقُوْلُ فَاِنِّىْ قَدْ اَنْسَاكَ كَمَا نَسِيْتَنِىْ ثُمَّ يَلْقَى الثَّانِىْ فَذَكَرَ مِثْلَهٗ ثُمَّ يَلْقَى الثَّالِثَ فَيَقُوْلُ لَهٗ مِثْلَ ذٰلِكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِكِتَابِكَ وَبِرُسُلِكَ وَصَلَّيْتُ وَصُمْتُ وَتَصَدَّقْتُ وَيُثْنِىْ بِخَيْرٍ مَا اسْتَطَاعَ فَيَقُوْلُ هٰهُنَا اِذًا ثُمَّ يُقَالُ اَلْاٰنَ نَبْعَثُ شَاهِدًا عَلَيْكَ وَيَتَفَكَّرُ فِىْ نَفْسِهٖ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْهَدُ عَلَىَّ فَيُخْتَمُ عَلٰى فِيْهِ وَيُقَالُ لِفَخِذِهٖ اِنْطِقِىْ فَتَنْطِقُ فَخِذُهٗ وَلَحْمُهٗ وَعِظَامُهٗ بِعَمَلِهٖ وَذٰلِكَ لِيُعْذِرَ مِنْ نَفْسِهٖ وَذٰلِكَ الْمُنَافِقُ وَذٰلِكَ الَّذِىْ سَخِطَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ ـ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ) وَذُكِرَ حَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِى الْجَنَّةَ مِنْ بَابِ التَّوَكُّلِ بِرِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ

অতঃপর তিনি বললেন, সেই মহান সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এ দুটির কোনো একটিকে দেখতে তোমাদের যে পরিমাণ অসুবিধা হয়, সেদিন তোমাদের রবকে দেখতে সে পরিমাণ অসুবিধাও হবে না। এরপর রাসূল ﷺ বলেছেন, তখন আল্লাহ তা'আলা কোনো এক বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? আমি কি তোমাকে সরদারি দান করিনি? আমি তোমাকে বিবি দান করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে অনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাকে এ সুযোগ দেইনি যে, তুমি নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দেবে এবং তাদের নিকট হতে এক চতুর্থাংশ মাল ভোগ করবে? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, [আয় আমার পরওয়ারদেগার!] অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি, তোমার কি এ ধারণা ছিল যে, তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে? বান্দা বলবে, না। এবার আল্লাহ বলবেন, [দুনিয়াতে] তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে রয়েছিলে, আজ আমিও [আখেরাতে] অনুরূপভাবে তোমাকে ভুলে থাকব। [অর্থাৎ তোমাকে আজাবে লিপ্ত রাখব।] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করবেন, সেও অনুরূপ বলবে। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাকেও অনুরূপ কথা বলবে। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাকেও অনুরূপ কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! আমি তোমার প্রতি, তোমার কিতাবের প্রতি এবং তোমার সমস্ত নবীগণের প্রতি ঈমান রেখেছি, নামাজ পড়েছি, রোজা রেখেছি এবং দান-সদকা করেছি। মোটকথা সে সাধ্য পরিমাণ নিজের নেক কার্যসমূহের একটি তালিকা আল্লাহ্র সম্মুখে তুলে ধরবে। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আচ্ছা! তুমি তো তোমার কথা বললে, এখন এখানেই দাঁড়াও, এক্ষুণি তোমার সাক্ষী উপস্থিত করছি। এ কথা শুনে বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে, এমন কে আছে যে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে? অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তার রানকে বলা হবে, তুমি বল, তখন তার রান, হাড় মাংস প্রভৃতি এক একটি করে বলে ফেলবে, তারা যা যা করেছিল। তার মুখে মোহর লাগিয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হতে এজন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যেন সে বান্দা কোনো ওজর-আপত্তি পেশ করতে না পারে। বস্তুত যে বান্দার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সে হলো মুনাফিক এবং এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন। –[মুসলিম]

আর হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস يَدْخُلُ مِنْ اُمَّتِى الْجَنَّةَ তাওয়াক্কুলের পরিচ্ছেদে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়েতে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْفَصْلُ الثَّانِىْ : দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٣٢٢ اَبِىْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ وَعَدَنِىْ رَبِّىْ اَنْ يُّدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعِيْنَ اَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلِّ اَلْفٍ سَبْعُوْنَ اَلْفًا وَثَلٰثُ حَثَيَاتٍ مِنْ اَحْثِيَاتِ رَبِّىْ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৩২২. অনুবাদ : হযরত আবূ উমামাহ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, আমার পরওয়ারদিগার আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য হতে সত্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোনো আজাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সত্তর হাজার এবং আমার পরওয়ারদিগারের তিন অঞ্জলি ভর্তি লোকও [অর্থাৎ আরো বহু লোক] জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। –[আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

وَعَنْ ٥٣٢٣ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُعْرَضُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ثَلٰثَ عَرَضَاتٍ فَاَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيْرُ وَاَمَّا الْعَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِنْدَ ذٰلِكَ تَطِيْرُ الصُّحُفُ فِى الْاَيْدِىْ فَاٰخِذٌ بِيَمِيْنِهٖ وَاٰخِذٌ بِشِمَالِهٖ ـ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِىُّ) وَقَالَ لَا يَصِحُّ هٰذَا الْحَدِيْثُ مِنْ قِبَلِ اَنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى ـ

৫৩২৩. অনুবাদ : হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীকে তিনবার আল্লাহ তা'আলার সমীপে উপস্থিত করা হবে। প্রথম দুবার তর্কবিতর্ক ও ওজর-আপত্তির জন্য [প্রথমবারে তারা নবীর দাওয়াত অস্বীকার করবে এবং এ দাবি খণ্ডিত হওয়ার পর দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ওজর বাহানা পেশ করবে] আর তৃতীয়বার আমলনামা উড়ে প্রত্যেকের হাতে পৌঁছবে এবং তা কেউ ডান হাতে গ্রহণ করবে আর কেউ বাম হাতে। –[আহমদ ও তিরমিযী]

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হযরত হাসান [বসরী (র.)] হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হতে কোনো হাদীস শুনেছেন বলে প্রমাণ নেই, কাজেই এ হাদীসটি সহীহ নয়। অবশ্য কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হযরত হাসান [বসরী (র.)] এ হাদীসটি হযরত আবূ মূসা (রা.) হতে রেওয়ায়েত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : যাদের আমলনামা ডান হাতে পৌঁছবে তারা হবে সৌভাগ্যবান মুমিন; আর যাদের পিছন হতে বাম হাতে পৌঁছবে তারা হবে বদনসিব কাফের ও মুনাফিক। [নাঊযুবিল্লাহি মিনহু]

وَعَنْ ٥٣٢٤ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ سَيُخَلِّصُ رَجُلًا مِنْ اُمَّتِىْ عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَّتِسْعِيْنَ سِجِلًّا كُلُّ سِجِلٍّ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَتُنْكِرُ مِنْ هٰذَا شَيْئًا اَظَلَمَكَ كَتَبَتِىْ الْحَافِظُوْنَ فَيَقُوْلُ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ اَفَلَكَ عُذْرٌ قَالَ لَا يَا رَبِّ فَيَقُوْلُ بَلٰى اِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَةً وَاِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيْهَا اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ فَيَقُوْلُ اُحْضُرْ وَزْنَكَ فَيَقُوْلُ يَا رَبِّ هٰذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هٰذِهِ السِّجِلَّاتِ فَيَقُوْلُ اِنَّكَ لَا تُظْلَمُ قَالَ فَتُوْضَعُ السِّجِلَّاتُ فِىْ كَفَّةٍ وَالْبِطَاقَةُ فِىْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقُلَتِ الْبِطَاقَةُ فَلَا يَثْقُلُ مَعَ اِسْمِ اللّٰهِ شَئٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَابْنُ مَاجَةَ)

৫৩২৪. **অনুবাদ :** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে যার আমলনামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টির সীমা পর্যন্ত। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি এর কোনো একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লেখক ফেরেশতাগণ কি তোমার প্রতি জুলুম করেছে? সে বলবে, না; হে আমার রব! আল্লাহ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন, তবে কি তোমার পক্ষ হতে কোনো ওজর পেশ করার আছে? সে বলবে, না; হে আমার রব্ব! তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হ্যাঁ, তোমার একটি নেকি আমার নিকট রক্ষিত আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রাখ, আজ তোমার প্রতি কোনো জুলুম বা অবিচার করা হবে না। এপর এক টুকরা কাগজ বের করা হবে, যাতে রয়েছে– اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ [অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ [মা'বূদ] নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওজন দেখার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! ঐ সমস্ত বিরাট বিরাট দফতরের মোকাবিলায় এ এক টুকরা কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তোমার উপর কোনো অবিচার করা হবে না। নবী করীম ﷺ বলেন, অতঃপর ঐ সমস্ত দফতরগুলো পাল্লার এক পালিতে এবং এ কাগজের টুকরাখানি আরেক পালিতে রাখা হবে। তখন দফতরগুলোর পালি হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং কাগজের টুকরার পালি ভারী হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে। মোটকথা, আল্লাহর নামের সাথে অন্য কোনো জিনিস ওজনী হতে পারবে না। –[তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ **[হাদীসের ব্যাখ্যা] :** জনসম্মুখে দেখানোর কারণ হলো, কালেমার ওজন যে কত ভারী, তা দেখে ঈমানদারগণ আনন্দিত হবে এবং কাফেরগণ অনুতপ্ত হবে কেন তারা সেই কালেমা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

وَعَنْ ٥٣٢٥ عَائِشَةَ (رضـ) اَنَّهَا ذَكَرَتِ النَّارَ فَبَكَتْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا يُبْكِيْكِ قَالَتْ ذَكَرْتُ النَّارَ فَبَكَيْتُ فَهَلْ تَذْكُرُوْنَ اَهْلِيْكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

৫৩২৫. **অনুবাদ :** হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ? তিনি [আয়েশা (রা.)] বললেন, দোজখের আগুনের কথা স্মরণ হয়েছে তাই কাঁদছি। [আচ্ছা বলুন তো!] কিয়ামতের দিন আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ

اَمَّا فِيْ ثَلٰثَةِ مَوَاطِنَ فَلَا يَذْكُرُ اَحَدٌ اَحَدًا عِنْدَ الْمِيْزَانِ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيَخِفُّ مِيْزَانُهٗ اَمْ يَثْقُلُ وَعِنْدَ الْكِتَابِ حِيْنَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَئُوْا كِتٰبِيَهْ حَتّٰى يَعْلَمَ اَيْنَ يَقَعُ كِتَابُهٗ اَفِيْ يَمِيْنِهٖ اَمْ فِيْ شِمَالِهٖ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهٖ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ . (رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ)

বললেন, [হে আয়েশা!] জেনে রাখ, তিনটি জায়গা এমন হবে, যেখানে কেউ কাউকে স্মরণ করবে না। একটি 'মীযানের কাছে' যতক্ষণ না সে জেনে নেবে যে, তার আমলের পাল্লা ভারী রয়েছে নাকি হালকা। দ্বিতীয়টি 'আমলনামার দফতর পাওয়ার অবস্থা', যখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এই নাও তোমার আমলনামা এবং তা পড়ে দেখ। যে পর্যন্ত না সে জেনে নেবে যে, তা তাকে ডান হাতে দেওয়া হয়েছে নাকি পিছন হতে বাম হাতে দেওয়া হয়েছে? আর তৃতীয় হলো 'পুলসিরাত' যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। –[আবূ দাউদ]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

شَرْحُ الْحَدِيْثِ [হাদীসের ব্যাখ্যা] : আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের ঐকমত্য যে, প্রতিটি মানুষ পুলসিরাতের উপর দিয়ে জান্নাতের দিকে অতিক্রম করবে। কোনো কোনো সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তা হবে তলোয়ারের চাইতে ধারাল এবং চুল অপেক্ষা সূক্ষ্ম।

সামনে হযরত আনাস (রা.)-এর হাদীস আসছে যে, রাসূল ﷺ এ তিনটি জায়গায়ও সুপারিশ করবেন। আর হযরত আয়েশা (র.)-এর উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বুঝে আসে যে, তিনটি জায়গায় কেউ কাউকে স্মরণ করবে না সুপারিশ তো দূরের ব্যাপার। তখন তার জবাব হচ্ছে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট তিনটি জায়গার ভয়াবহতার অতিরিক্ততা বর্ণনার জন্য বলেছেন তাহলে যেন হযরত আয়েশা (রা.) স্ত্রী হওয়ার দরুন ভরসা না করে বসেন। আর হযরত আনাস (রা.)-কে সুপারিশের জন্য বলেছেন তাহলে যেন নৈরাশ না হন।

اَلْفَصْلُ الثَّالِثُ : তৃতীয় অনুচ্ছেদ

عَنْ ٥٣٢٦ عَائِشَةَ (رض) قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَعَدَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ مَمْلُوْكِيْنَ يُكَذِّبُوْنَنِيْ وَيَخُوْنُوْنَنِيْ وَيَعْصُوْنَنِيْ وَاَشْتِمُهُمْ وَاَضْرِبُهُمْ فَكَيْفَ اَنَا مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَحْسِبُ مَا خَانُوْكَ وَعَصَوْكَ وَكَذَّبُوْكَ وَعِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوْبِهِمْ كَانَ كِفَافًا لَا لَكَ وَلَا عَلَيْكَ وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ دُوْنَ ذَنْبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ

৫৩২৬. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সম্মুখে এসে বসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার কাছে কতিপয় গোলাম আছে। তারা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মালসম্পদে খিয়ানত করে এবং আমার নির্দেশের নাফরমানি করে, তাই আমি তাদেরকে গালমন্দ করি এবং মারধরও করে থাকি। [কিয়ামতে] তাদের ব্যাপারে আমার অবস্থা কী হবে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন গোলামদের খিয়ানত, নাফরমানি, মিথ্যা বলা এবং তোমার শাস্তি দেওয়া সবকিছুর হিসাব নেওয়া হবে। যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের সমান হয়, তখন ব্যাপার সমান সমান থাকবে। তুমি ছওয়াবও পাবে না এবং তোমাকে কোনো শাস্তিও দেওয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তখন তাদের বর্ধিত অপরাধের শাস্তি না দেওয়ার জন্য তুমি ছওয়াব পাবে।

وَاِنْ كَانَ عِقَابُكَ اِيَّاهُمْ فَوْقَ ذُنُوْبِهِمْ اُقْتُصَّ لَهُمْ مِنْكَ الْفَضْلُ فَتَنَحَّى الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِيْ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَمَا تَقْرَأُ قَوْلَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَجِدُ لِيْ وَلِهٰؤُلَاءِ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مُفَارَقَتِهِمْ اُشْهِدُكَ اَنَّهُمْ كُلُّهُمْ اَحْرَارٌ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

কিন্তু যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তখন গোলামদের জন্য তোমার নিকট হতে প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এ সমস্ত কথা শুনে লোকটি অন্যত্র সরে বলল এবং চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আল্লাহর এ বাণীটি পড়নি? وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ الْاٰيَةُ [অর্থাৎ কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় ও নির্ভুল ওজনের পাল্লা স্থাপন করব এবং কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না, যদি আমল সরিষার দানা পরিমাণও হয় আমি তাও উপস্থিত করব, আর আমি হিসাব গ্রহণকারী হিসেবে যথেষ্ট।] তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার নিজের এবং ঐ সমস্ত গোলামদের ব্যাপারে তাদেরকে আমার নিকট হতে পৃথক করে দেওয়া অপেক্ষা উত্তম আর কিছু পাচ্ছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি যে, তারা সকলেই মুক্ত। –[তিরমিযী]

وَعَنْهَا ٥٣٢٧ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ بَعْضِ صَوْتِهٖ اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا الْحِسَابُ الْيَسِيْرُ قَالَ اَنْ يَنْظُرَ فِيْ كِتَابِهٖ فَيَتَجَاوَزَ عَنْهُ اَنَّهُ مَنْ نُوْقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَئِذٍ يَا عَائِشَةُ هَلَكَ. (رَوَاهُ اَحْمَدُ)

৫৩২৭. অনুবাদ : হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) বলেন, আমি কোনো কোনো নামাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন– اَللّٰهُمَّ حَاسِبْنِيْ حِسَابًا يَّسِيْرًا [অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার নিকট হতে সহজ হিসাব নিও।] আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসাব কি? তিনি বললেন, বান্দা তার [কৃত গুনাহসমূহের] আমলনামা দেখবে, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন। হে আয়েশা! জেনে রাখ, সেদিন যার হিসাবে যাচাই-বাছাই করা হবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। –[আহমদ]

وَعَنْ ٥٣٢٨ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ (رض) اَنَّهُ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَخْبِرْنِيْ مَنْ يَّقْوٰى عَلَى الْقِيَامِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ فَقَالَ يُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ عَلَيْهِ كَالصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

৫৩২৮. অনুবাদ : হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট এসে বললেন, যেদিন সম্পর্কে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, 'সেদিন সমস্ত মানুষ উভয় জাহানের প্রভুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে।' আমাকে বলুন! কোন ব্যক্তির সেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সম্মুখে দাঁড়ানোর সাধ্য হবে। তখন তিনি বললেন, সেদিন [-এর ভয়াবহতা] ঈমানদারের জন্য অতি হালকা করা হবে। এমনকি ঐ দিন তার জন্য একটি ফরজ নামাজ [আদায়ের সময়ের] ন্যায় হবে।

وَعَنْهُ ٥٣٢٩ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ مَا طُوْلُ هٰذَا الْيَوْمِ فَقَالَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ اِنَّهٗ لَيُخَفَّفُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتّٰى يَكُوْنَ اَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ يُصَلِّيْهَا فِى الدُّنْيَا . (رَوَاهُمَا الْبَيْهَقِىُّ فِىْ كِتَابِ الْبَعْثِ وَالنُّشُوْرِ)

৫৩২৯. **অনুবাদ :** হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঐ দিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বৎসরের সমান। সেই অস্বাভাবিক দীর্ঘদিনে মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, সেই যাতে পাকের কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মুমিনের জন্য সেদিন খুবই হালকা করা হবে, এমনকি দুনিয়াতে একটি ফরজ নামাজ আদায় করার সময় অপেক্ষা তার জন্য এটা হালকা সময় মনে হবে। –[হাদীস দুটি বায়হাকী কিতাবুল বা'ছে ওয়াননুশূরে রেওয়ায়েত করেছেন।]

وَعَنْ ٥٣٣٠ اَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ (رض) عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ يُحْشَرُ النَّاسُ فِىْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُنَادِىْ مُنَادٍ فَيَقُوْلُ اَيْنَ الَّذِىْ كَانَتْ تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَيَقُوْمُوْنَ وَهُمْ قَلِيْلٌ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ ثُمَّ يُؤْمَرُ لِسَائِرِ النَّاسِ اِلَى الْحِسَابِ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِىُّ فِىْ شُعَبِ الْاِيْمَانِ)

৫৩৩০. **অনুবাদ :** হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবমণ্ডলীকে একটি ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন একজন ঘোষক এ এলান করবে, ঐ সমস্ত লোকেরা কোথায়? যারা [রাত্রে] আরামের বিছানা হতে নিজেদের পার্শ্বকে দূরে রেখেছিল, তখন অল্প কিছু সংখ্যক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতঃপর অবশিষ্ট সমস্ত মানুষ হতে হিসাব নেওয়ার নির্দেশ করা হবে। –[বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে]

সংশ্লিষ্ট আলোচনা

قَوْلُهٗ "وَهُمْ قَلِيْلٌ" : 'অল্প কিছুসংখ্যক লোক।' এ হাদীসাংশের মাধ্যমে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, যেহেতু পৃথিবীতে ঈমানদারদের সংখ্যা কাফেরদের সংখ্যা হতে কম এবং অসৎলোকদের বিপরীতে সৎলোক কম হয়ে থাকে, তাই পরকালেও ঐদিন যাঁরা বিনা হিসেবে বেহেশতে প্রবেশের সৌভাগ্য অর্জন করবেন তুলনামূলকভাবে কম হবেন। এ বিষয়টি কুরআন মাজীদ হতেও প্রমাণিত হয় যে, হকপন্থি ও নেককার লোকদের সংখ্যা সর্বদা কম হয় এবং বাতিলপন্থি ও বদকার লোকদের সংখ্যা সর্বদা অধিক হয়। যেমন কুরআনের এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– "وَقَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ" [আর আমার বান্দাদের মধ্য হতে (আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আমার) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকারীদের সংখ্যা কমই হয়ে থাকে।]

–[সূরা সাবা : আয়াত– ১৩] –[মাযাহেরে হক খ. ৬, পৃ. ৪৪৬]